ষট্ সন্দর্ভান্তর্গতঃ

দ্বিতীয়ো-

ভগবৎ-সন্দর্ভঃ

পূজ্যপাদপদ্মেন শ্রীমতা শ্রীজীবগোস্বামিনা বিরচিতঃ

১৬১ সংখ্যক হ্যারিসনরোডস্থিত-

ভাগবতধর্ম্মমণ্ডলতঃ

সিদ্ধান্তরত্নোপাধিকেন

শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামিনা

সতাৎপর্য্যবঙ্গানুবাদেন সহ প্রকাশিতঃ।

১৩৩৩

মূল্য ৩ টাকা।

গ্রন্থার্পণম্

সন্দর্ভং যো ভগবদভিধং জীবপাদেন যত্নাৎ
কণ্ঠে কৃত্বা বিরচিতমমুং হৃষ্টচিত্তো বভূব।
পিত্রে তস্মৈ ভগবতি সদা লব্ধরাগোজ্জ্বলায়
ভক্ত্যোচ্ছ্বাসোল্লসিতনয়নশ্চার্পয়ে তং বরাকঃ ॥

নির্দ্দেশং তে চিরধৃতবতা প্রীতয়ে সজ্জনানাং
সত্যানন্দেন হি কৃত[illegible]ং ভাষয়াবঙ্গজানাম্।
দৃষ্ট্বা ব্যাখ্যাং সুখিতহৃদয়ঃ স্যাজ্জনঃ কোঽপি ভক্তঃ
সাফল্যং মে কিয়দপি ভবেৎ যত্নসাধ্যে কৃতেঽস্মিন্ ॥

উৎসর্গ

যিনি অশেষ সুকৃতি, বলে প্রাতঃস্মরণীয় মহাবদান্য স্বনাম-ধন্য

স্বধামগত শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের

পতিব্রতা পুণ্যশীলা সহধর্ম্মিণী,—

যিনি পরহিতব্রত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রায় বাহাদুর শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ শ্রীমান হরেন্দ্রনাথ

বল্লভ ও শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ বল্লভের

প্রত্যক্ষদেবতা-স্বরূপিণী জননী,—

যিনি স্বয়ং অশেষ ধর্ম্মশীলতাদ্বারা সংসারে সর্ব্বজনের

মাতৃরূপিণী,—

সেই ভক্তিমতী পরলোকগতা মহীয়সী মহিলা

৺দাক্ষায়ণীর প্রীত্যর্থে

এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হইল।

ভূমিকা

কলিপাবন-অবতার পরম দয়াল শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তদীয় প্রিয় পরিকরগণের মুখ্যতম—

"শ্রীরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীবগোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥"

এই ছয় গোস্বামিপাদ দ্বারা পরবর্ত্তিকালে স্বীয় প্রবর্ত্তিত প্রেম ধর্ম্মের প্রবাহকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে কৃপোপদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের শাস্ত্রযুক্তি ও পাণ্ডিত্যপ্রভায় ভক্তির সাধন ও সাধ্য-প্রেম-মধুরিমার কণা আস্বাদে আজও জগদ্বাসী নিজেকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন, যাঁহাদিগের আদেশ শিক্ষিত জ্ঞানী ও ভক্তগণ অবিচলিত চিত্তে সাদরে মস্তকে ধারণ করিয়া আসিতেছেন, যাঁহাদিগের নিদেশ লঙ্ঘন করিলে সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া দূরের কথা, অভক্ত ও অপরাধী মধ্যে পরিগণিত হইয়া, লোকসমাজে ঘৃণা হইতে হয়,— সেই ছয় গোস্বামীর একতম যতীন্দ্রপ্রবর অদ্বিতীয় দার্শনিক পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীর এই সন্দর্ভরূপ আশীর্ব্বাদ—জীবের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া তত্ত্বের বিমল জ্যোতির সহিত ভক্তির স্নিগ্ধ ধারায় হৃদয়ের তীব্র ত্রিতাপ জ্বালা প্রশমিত করিয়া, শ্রীভগবানের শাশ্বত শ্রীমূর্ত্তির দিব্যচ্ছবি উদ্ভাসিত করিয়া দিতে সমর্থ।

জগতে তাপদগ্ধ প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয়—"কেবা আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়"—এই জ্বালার হেতুভূত ত্রিতাপের কবল হইতে মুক্ত হইবার উপায়ানুসন্ধানে সৃষ্টির আদি হইতে আজপর্য্যন্ত উপায়-নির্দ্দেশের নানাবিধ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। অপৌরুষের বেদ-পুরাণ, সংহিতাদি এবং বেদকল্প ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ প্রণীত বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। এমনকি নাস্তিক দর্শনের দেহাত্মবাদও যে এক শ্রেণীর লোকের জন্য হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগ করিয়াছিলেন। এই বেদ বলিলে আমরা বেদ, পুরাণ, ব্রহ্মসূত্রাদি বুঝিব। যেহেতু বেদের সহিত এক তাৎপর্য্যেই ইহা হইয়াছে ; বেদ—যাহা হইতে পরতত্ত্বজ্ঞান হয় বা যাহা পরতত্ত্বকে জানাইয়া দেয় ; উহাই বেদ বা বেদান্তাদি। এখন প্রচলিত বেদাদি শাস্ত্রের মধ্যে পরতত্ত্বাবেদক অংশ ব্যতিরেকে আমরা যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রতিপাদকাংশ, এবং বেদের অবান্তর আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ইত্যাদি বহুবিভাগ দেখিলেও ঐ সকলে সাক্ষাৎরূপে বেদের লক্ষণ না থাকিলেও উহাকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিনা। কারণ উক্ত সকল অংশেরই উদ্দেশ্য এক। বৈদিক উপদেশের দুইটি ধারা আছে, একটি প্রবৃত্তি, ও অপরটি নিবৃত্তি। এখন প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে, আমরা দেখিতে পাইব, উক্ত প্রবৃত্তি মার্গে যে সকল ধর্ম্মাদির উল্লেখে ঐহিক পারত্রিক বিবিধ সুখভোগাদির উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহা নিবৃত্তিপর বাক্যের যাথার্থ্যানুভবের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিবার জন্যই হইয়াছে। চির-ভোগ বাসনায় বদ্ধ থাকিয়া যে চিত্ত দৃঢ় আসক্ত হইয়াছে, তাহাকে যদি একেবারে সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিত হইবার উপদেশ করা যায়, তাহা হইলে অধিকাংশের পক্ষেই উহা গ্রহণ করা অসম্ভব বা অসাধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বনে ঐহিক ও পারত্রিক সুখ ভোগের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া অজ্ঞ জীব হৃদয়ে শ্রদ্ধার দার্ঢ্য সম্পাদন জন্য কর্ম্ম কাণ্ডাদির উপদেশে চিত্ত শুদ্ধির পথ সুপ্রসর করিয়া দিয়াছেন।

পুরাণ বলার একটা নিরুক্তি আছে, তাহা এই যে বেদে অনেক বিষয় সংক্ষেপে অভিহিত হওয়ায়, উহার তাৎপর্য্যাবধারণ সাধারণের পক্ষে দুরূহ। আখ্যায়িকাদির দ্বারা তদংশের স্ফুটার্থ প্রখ্যাপনই পূরণ। এই পূরণ কার্য্যেই পুরাণ নামের সাফল্য, এবং পুরাণ পঞ্চম বেদ নামে অভিহিত—'ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ" ছান্দোগ্যোপনিষদেও যথা—ইতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্" ইত্যাদি মৈত্রেয় উপনিষদে ভাষ্য পুরাণের অপৌরুষেয়ত্ব ও বেদত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। "পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থ বিশারদঃ"। এখানে সংহিতা—উপাখ্যানৈঃ পুরাবৃত্তৈর্গাথাভিশ্ছন্দো-

বিশেষৈশ্চ সংহিতা—পুরাবৃত্তাদি উপাখ্যানের উপদেশে যাহাতে জীব-হিত সম্পাদিত হয়, উহাই সংহিতা মন্বাদি সংহিতাতেও জীবের ঐহিক পারত্রিক মাঙ্গল্য বিধায়ক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ও বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের বিবিধ উপদেশ করা হইয়াছে। তর্কনিষ্ঠ সংশয়াকুলিতচিত্ত সম্প্রদায়সকল বহুবিষয়ের মধ্যে গ্রহণীয় তত্ত্ব বস্তুকে সম্যক আয়ত্ত করিতে নাপারায় যাহাকে তাবা কথায়—চোকে আঙ্গুলদিয়া দেখান বলে, ঐ রূপে দেখাইবার জন্য দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজন। "দৃশ্যতে যথার্থতত্ত্বমনেন" অর্থাৎ যাহার দ্বারা তত্ত্ববিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হয় বা জানা যায় উহাই দর্শন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যতিরেকে প্রকৃত তত্ত্ব কোন প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। দর্শন শাস্ত্রের বহুভেদ থাকিলেও, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ষড়্দর্শনই প্রধান, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহাদিতে বৌদ্ধাদি অপর অনেকানেক দর্শন শাস্ত্রের উল্লেখ বা সিদ্ধান্ত দেখা যাইলেও, উহা বেদান্তাদি দ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় আর্য্য দর্শন মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। উপনিষদ্‌কে মূলরূপে অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ ঋষিগণের বহুদর্শিতার ফলে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে উহাই প্রকৃত দর্শন। পরতত্ত্বের অনুসন্ধানই দর্শন শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও উহার অবান্তররূপে জীবতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, কর্ম্মানুসারে জীবের প্রাকৃতিক দেব, মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গাদি দেহ ধারণের বিষয় সকারণ বিবৃত হইয়াছে। ঐ সকল তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে কর্ম্মপাশমুক্ত হইয়া সালোক্যাদি কোন রকমের মুক্তি-লাভই সঙ্ঘটিত হইতে পারে না।

স্বেচ্ছায় বিরুদ্ধে জীবের এই বিভিন্নপ্রকার দেহ ধারণ কেন হয়, সেই দেহাশ্রয়ে ত্রিবিধ দুঃখের ভোগই বা কেন হয়, এবং কি করিলেই বা এই দুঃখের করাল কবল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ইহা বিশদরূপে দেখান হইয়াছে বলিয়াই উহার নাম দর্শন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে চাক্ষুষাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ করি, উহা প্রকৃত দর্শন নহে। পূর্ব্বোক্ত অতীন্দ্রিয় বিষয় সকলের জ্ঞান যতদিন পর্য্যন্ত না হয়, ততদিন মানব অজ্ঞানাচ্ছন্ন বা অন্ধ থাকে। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ সাধনবলে জীবের বিদ্যা, অবিদ্যা, গতি অগতির বিষয় অবগত ছিলেন। তাঁহারা অধিকারানুসারে বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করতঃ আমাদিগকে তত্ত্বোপদেশ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চার্ব্বাকাদি কতকগুলি দর্শন শাস্ত্রের প্রচলন থাকিলেও উহাদিগের মত খণ্ডিত ও অপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ষড়্দর্শনেরই প্রতিষ্ঠা।

জ্ঞানী মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের নিকট বৈশেষিক ন্যায় সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি হইতেও বেদান্ত দর্শনের সমধিক সমাদর দেখা যায়। "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিত শ্রীভগবৎ শক্তির বিকাশে সর্ব্ববস্তুবিকাশিত দেখিয়াই বোধ করি, তাঁহারা পরমাণ্বাদি বাদের উপর তাদৃশ আস্থা না করিয়া বেদান্তেরই সমাদর করিয়া থাকেন।

দেহাত্মবাদী চার্ব্বাক্ প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রমাণ স্বীকার করিয়া দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না, দৈহিক সুখাদি সম্ভোগই পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন। এই দেহাত্মবাদ আমাদিগের পরিত্যাজ্য হইলেও, স্থূলদর্শী অজ্ঞের সম্বন্ধে ইহা একেবারে পরিত্যাগের উপায় নাই। আমরা যতই কেন আস্তিক হই না, যতক্ষণ আমরা স্থূলের উপাসনা করিব বিরাটকেই ব্রহ্ম বলিব ততক্ষণ আমরাও একরকমের নাস্তিক বই আর কিছু নই। উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশের যে ধারা অবলম্বিত হইয়াছে "অন্নং ব্রহ্মেতিব্যজনাৎ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে আমরা স্থূল ভিন্ন আর কিছু বুঝিনা, পরিদৃশ্যমান জগৎকে ব্রহ্ম বলা, বা অন্নকে ব্রহ্ম বলা স্থূল ব্রহ্মবাদ অজ্ঞকে বুঝাইতে গেলে, যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তদিতর বস্তুর উপদেশে সে কিছুই বুঝিতে সক্ষম হয় না। তজ্জন্যই এই স্থূলাবলম্বনে বিরাট মূর্ত্তির কল্পনা। ইহা যে প্রত্যক্ষবাদ, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। যতদিন বিশেষজ্ঞানে সচ্চিদানন্দস্বরূপের সৎ-চিৎ-আনন্দ-শক্তির জ্ঞান ও তাঁহার কার্য্য বুঝিবার সামর্থ্য না হয়, ততদিন স্থূলেই আসক্ত থাকিতে হয়।

এমন কি আস্তিকপ্রবর ভক্তাগ্রণী অর্জ্জুনাদিকেও যখন স্বজনবিয়োগজনিত বিক্লবচিত্ত হইতে দেখি; বর্ত্তমান কালেও পরলোক বিশ্বাসী পরম আস্তিক পুরুষকেও যখন এই মায়িক নশ্বর দেহের বিনাশে মুহ্যমান দেখি, তখন নাস্তিকের দেহাত্মবাদ যে এখানে প্রভাব বিস্তার করে নাই, ইহা কি করিয়া বলিতে পারি। আমরা পরম ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের উপ-

দেশের একস্থলে দেখি—কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ এই শ্লোকে তিনি দেহকে "তদপ্যধ্রুবমর্থদঃ" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ভোগায়তন এই স্থূল দেহের অর্থদাতৃত্ব শক্তির কথা বলিয়া দেহের আবশ্যকতা ও সাফল্য দেখাইয়াছেন। ইহা হইতে নাস্তিক দর্শনের দেহরক্ষা মাত্র যে কর্ত্তব্য, এবং যে কোন সাধন পথেই যাই না কেন, প্রথমাবস্থায় উহা যে দেহাশ্রয় ব্যতিরেকে সম্পাদিত হইতে পারেনা তাহা দেখান হইয়াছে।

অদ্বৈত গুরু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য পরিদৃশ্যমান জগৎকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশের অভ্যন্তরে স্থূলবাদকে যেন লুক্কায়িত রাখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, অজ্ঞানকে ঐ ভাবে বড়শামিষ ন্যায়াবলম্বনে উপদেশ না করিলে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারা যায় না বলিয়াই, নবোদ্ভাবিত মায়াবাদের কল্পনা করিয়াছেন ফলতঃ সচ্চিদানন্দের স্বরূপ-ধর্ম্মের জ্ঞান না হইলে, যে সত্তার উপলব্ধি হয় না, ইহা কে অস্বীকার করিবে? প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক বৌদ্ধ নামধারীরা দশলীলাবতারের একতম অবতার শ্রীবুদ্ধদেবের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের অপলাপ করিতেছিলেন। তৎকালে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য ভগবদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া কল্পিত অবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণে তাঁহাদিগের মত নিরাস করিয়া পুনশ্চ শ্রৌত মতের সংস্থাপন ও প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে সাকার বস্তু মাত্রকে মায়িক আখ্যা দিয়াছিলেন বলিয়াই নিরাকারের প্রহেলিকা দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত বিচার করিলে উহা যে তাঁহার হৃদয়ের অভিপ্রায় নহে, কুতর্কের পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া দেখিলে তদীয় ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য হইতে উহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আচার্য্যের উক্ত মত আর্য্য ভারতের সর্ব্বস্থানে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইলেও, উহা যে সার্ব্বজনীন নহে তাহা বলাই বাহুল্য। বেদান্ত দর্শন বলিতে—ব্রহ্মসূত্র বা ব্যাসসূত্র ইহা আপাতঃ দৃষ্টিতে বেদান্ত বলিয়া প্রতীত হইলেও, উহা প্রস্থান ত্রয়ে বিভক্ত, শ্রুতি, ন্যায় ও স্মৃতি উপনিষদ গুলি শ্রুতি প্রস্থান ব্রহ্মসূত্র ন্যায় প্রস্থান, এবং গীতাদি স্মৃতি প্রস্থান। এই প্রস্থান ত্রয়ে বেদান্ত শাস্ত্রের পূর্ণতা। তজ্জন্য আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের সূত্রভাষ্য গীতাভাষ্য ও উপনিষদ ভাষ্য দেখিতে পাই।

শ্রীপাদশঙ্করাচার্য্যের অব্যবহিত পরেই শ্রীরামানুজাচার্য্য আবির্ভূত হয়েন। ইনি শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। শ্রীভাষ্য নামে ব্রহ্মসূত্রের বিস্তৃত ভাষ্যে আচার্য্যোপদিষ্ট নির্ব্বিশেষঅদ্বয় বাদে (যাহা পরবর্ত্তী শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা অধিক জটিল হইয়াছে) নানা দোষের অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কোন রকমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না ইনি স্বয়ং স্বতন্ত্র বিশিষ্টাদ্বৈত মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সগুণ তৎসৃষ্টঃজগৎ সত্য, সেই অশেষ কল্যাণ গুণময় ব্রহ্ম এজগতের সর্ব্ববিধ কারণ, জীব তাঁহার অংশ, ব্রহ্ম এই জীব ও জগদংশসহ অদ্বয়ভাবে বিরাজমান বলিয়াই বিশিষ্টাদ্বৈত। ভক্তি মোক্ষ লাভের উপায়, সালোক্যাদি মুক্তি পর্য্যন্তই তাঁহার লক্ষের বিষয়।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-দ্বৈতবাদী। তিনি স্বীয় ভাষ্যে তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতি সম্বন্ধে ব্রহ্মের সহিত জীবের চিৎ সাদৃশ্য প্রখ্যাপিত করিয়া অধিকাংশ পুরাণ সিদ্ধান্ত বাক্যের সহিত ঐক্য করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি জীবকে নিত্য ও শ্রীভগবানের সেবক রূপে দেখাইয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটী শ্লোকে মধ্বাচার্য্যের মত প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চ ভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজ সুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণ মখিলাম্নায়ৈক বেদ্যো হরিঃ॥

এতদ্দেশে মাধ্ব সম্প্রদায়ের বিশেষ সমাদর ছিল। যেহেতু তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তক আচার্য্য। "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলামতাঃ" এই বচনানুসারে সাম্প্রদায়িক উপাসনা গ্রহণ করার বিধান দৃষ্ট হয় ইতঃপূর্ব্বে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া জানা যায় যথা—

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত বাদী, এবং নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ফলতঃ ইঁহারা সকলে সগুণ ব্রহ্মের উপাসক সালোক্য সামীপ্যাদি মুক্তিই ইঁহাদিগের মতে পরমপুরুষার্থ। শ্রীমদ্‌অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু এই মাধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য আজ পর্য্যন্ত অনেকেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবগণকে মাধ্ব গৌড়েশ্বর সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহা কত দূর সমীচীন তাহা বিবেচ্য। কারণ গুরু প্রণালিকা অনুসারে মহাপ্রভু গার্হস্থ্যাশ্রমে উক্ত সম্প্রাদায়ে দীক্ষাগ্রহণ করিলেও, শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে স্মার্ত্ততত্ব দার্শনিক তত্ব, ও উপাসনা তত্ব মাধ্ব সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে জানাযায়, মহাপ্রভু দক্ষিণদেশীয় তীর্থ পর্য্যটন কালে উড়ুপীতে উপনীত হইয়া তত্ববাদী-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় মতে আনয়ন করিয়া ছিলেন যথা—

মধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা যাঁহা তত্ববাদী
উড়ুপকৃষ্ণ দেখি তাঁহা হৈলা প্রেমোন্মাদী।
কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন
এইত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য সাধন।
শুনি তত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত।
আচার্য্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সভে সম্প্রদায় সম্বন্ধ॥
প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তি হীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে
সত্য বিগ্রহ করি ঈশ্বরের করহ নিশ্চয়ে।

সুতরাং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সম্প্রদায়-অনুরোধে মধ্ব সম্প্রদায়কে গুরু-সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের উক্তি ভিন্ন শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতির মধ্বাচার্য্য সম্প্রাদায় ভুক্তির অপর কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর ভক্তিভাব প্রবণতার প্রাধান্য দর্শন করিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। হয়ত তৎ-কালে বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের কোন তাদৃশ ভক্তিমান্ বৈষ্ণব তাঁহার নয়নগোচর হইলে। তিনি তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করিতেন, মাধ্বসম্প্রদায়ের ভক্তিবিহীন ব্যক্তিকে কেবল সম্প্রদায়ানুরোধে গুরুত্বে বরণ করেতন না।

ফলতঃ ভক্তিভাবের উৎকর্ষই এখানে গুরুত্বে বরণের হেতু। ইহা লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায় ভুক্ত বলা যাইতে পারে না। যদি গুরু প্রণালীকাই ধরিতে হয়, তাহা হইলে তিনি শেষবার শঙ্কর সম্প্রদায়ী শ্রীমৎকেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হওয়ায়, এই সম্প্রদায়কে সেই শঙ্কর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা না যাইবে কেন?

লক্ষ্মী ব্রহ্মা প্রভৃতি হইতে যাঁহাদের সম্প্রদায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ (যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাহা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা!!) তিনি তৎতৎ সম্প্রদায় প্রবর্তক কোন আচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন কেন?। জগত বিভাসক সূর্য্য কখনও খদ্যোতের জ্যোতিতে বিভাসিত বা পরিচিত হন না।

শ্রীশ্রীমন্মহা প্রভুর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়কে অন্যকোন আচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলে সম্প্রদায়ের গৌরব হানিই হয়, এবং সেই সম্প্রদায়ের ন্যূনতাকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়। মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র অদ্বিতীয় দার্শনিক পরিব্রাজক চূড়ামণি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বীয়রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের প্রারম্ভ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্।
বিশুদ্ধস্বপ্রেমোন্মদমধুর পীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদ নবদ্বীপ প্রকটং॥"

এখানে বিশুদ্ধ স্বপ্রেমোন্মদমধুরপীযূষলহরীপ্রদানই যখন তাঁহার সম্প্রদায়ের সাধ্য, তখন তাঁহাকে মাধ্ব সম্প্রদায় ভুক্ত কিরূপে বলি?

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃকলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্

করুণাময় মহাপ্রভু কলির জীবগণের প্রতি কৃপা করিয়া অনর্পিতচরী উন্নত উজ্জ্বলরসময়ী স্বভক্তি প্রদানের জন্য অবতীর্ণ হন। প্রেমময়ের প্রেম তিনি নিজে বিতরণ না করিলে লক্ষ্মী ব্রহ্মাদিও তাহা দিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং সম্প্রদায় আচার্য্যগণের দুর্লক্ষ্য অপরাপর সম্প্রদায় গোপ্য উজ্জ্বলরসের উপাসনার শিক্ষাপ্রদান মহোদার্য্যময় ব্যাপার। ইহা জীবের বা অবতারগণের পক্ষেও অসম্ভব। ইহা স্বয়ং অখিলরসামৃত-স্বরূপ শ্রীভগবানেরই কার্য্য।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ানুগত শ্রীবিষ্ণু উপাসনা এবং শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে সকল কথা নিবেশিত থাকিলেও উহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা জীবের ছিল না। সেই ক্ষমতার সহিত স্বীয় প্রেম প্রদান প্রয়োজনরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতের টীকায় পরমকৃপাপাত্র আনন্দী মহাশয় লিখিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ স্বয়ং ভগবানের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকস্তৎ পার্ষদা এব সাম্প্রদায়িকা গুরবো নান্যে।" ঐ টীকার অন্যত্র যথা—"পুনঃ প্রকাশান্তরেণ গৌরীভূয় যুগাবতারেণ সহ সপরিকরস্তদ্দাপরাব্যবহিত প্রথম কলৌপ্রকটীভূতদ্বাপরীয়মধুরলীলামাধুর্য্যাস্বাদনপূর্ব্বক প্রচারায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা তদুপাসকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকো ভবত্যেব। যথা ব্রজতাপন্যাং প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমনু-শিক্ষয়তীতি।" ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টতঃ তিনিই যে স্বয়ং স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শাস্ত্র যুক্তি সহ তাহা দেখান হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমাবিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥

শ্রীপাদ শ্রীজীবও তদীয় সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইহার কোন বাদকেই স্বসম্প্রদায় নিরূপিত বাদ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত তিনি উক্ত বাদে নির্ম্মর্য্যাদদোষ সন্ততি দর্শন করিয়াছেন যথা—

"............অতো ভেদাভেদ বাদো বিশিষ্ট বস্তুপেক্ষয়ৈব প্রবর্ত্ততাং। অভেদ বাদশ্চ বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যে নৈবেতি। অপরে তু "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ভেদেঽপ্যভেদেঽপিনির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ ভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বাদভিন্নতয়াচিন্তয়িতুমশক্যতয়াতভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্য ভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি.........স্বমতে ত্বচিন্ত্য ভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তি ময়ত্বাদিতি।"..................শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ মধ্যে গণ্য শ্রীপাদ ছয় গোস্বামী মহাশয়গণ তৎ প্রেরিত হইয়া যে সকল গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠে তিনি মাধ্বমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কোন কথাই পাওয়া যায় না। শ্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থ সমূহে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্তই অধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে শ্রীরামানুজ মতাবলম্বী বলা যাইতে পারে না। অবতারীতে অন্তর্ভাবিত অবতার সকলের ন্যায় স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে ব্রহ্ম আদি সম্প্রদায় চতুষ্টয় অন্তর্ভাবিত হইয়াছে

বলিলে বরং বিশেষ সঙ্গত হয়। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরবর্ত্তী কালে মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগ দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু চরমাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তিনি ঐকমত্য প্রদর্শন করেন নাই। এখানে সকলেরই ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে তিনি সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ নহেন।

মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রকাশ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, ভগবৎ কৃপালব্ধ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়া ভগবত্তত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। ভগবৎকৃপা ব্যতিরেকে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হয় না। অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণে ঈশ্বর সাধিত হইতে পারেন, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—"তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশোনুগৃহীত এব হি।" যাহাকে তুমি চরণাম্বুজের কৃপা বিতরণ কর তিনিই তোমায় জানিতে পারেন। শ্রুতি বলেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" অতএব দর্শনাদি ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপদিষ্ট তত্ত্ব যে শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ত্তি লাভ করিয়াছে সেই অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

এই শ্লোককে মূল স্বরূপ করিয়া, শ্রীজীব পাদ তাঁহারই প্রেরণায় এই ষট্ সন্দর্ভাখ্য ভাগবত সন্দর্ভ রচনা করিলেন। এই ভগবৎ সন্দর্ভাখ্য গ্রন্থ উহারই দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতে শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ, সাধন ও সাধ্য তত্ত্ব, সাধ্য শ্রীভগবানের স্বরূপ, তাঁহার শক্তির অচিন্ত্যত্ব, বহিরঙ্গা শক্তি নির্ণয়, অন্তরঙ্গা শক্তির নির্ণয়, গুণের স্বরূপাত্মতা, ভগবদ্বিগ্রহের পূর্ণ স্বরূপ ভূততা, ভগবল্লোকের সচ্চিদানন্দময়তা, ভক্তি-সুখের প্রাধান্য, শ্রীমদ্ভাগবতের ভগবৎ স্বরূপতা, শ্রীভগবানে সর্ব্ব বেদার্থতাদি শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বিশদ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

যাহার ফলে জীব শ্রীভগবানকে আপনার করিতে পারে, তাহাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ বা শিক্ষা। এতদিন শাস্ত্র ছিলেন, মুমুক্ষু-ভক্তও ছিলেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের নিজজন হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু কেহ শ্রীভগবানকে আপনার করিবার চেষ্টা করেন নাই বা সে সন্ধান জানিতেন না, তাই আজ স্বীয় করুণায় প্রকটিত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন—

"নদীয়া উদয় গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌর হরি
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপ তমো হইল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগ ভরি হরি ধ্বনি হয়॥"
আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে
আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়।

এই ব্রজরসের নিগূঢ় আস্বাদন স্বয়ং প্রভু নানাস্থলে স্বীয় ভক্তদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। কি করিয়া শ্রীভগবানকে আপন করিতে হয়, শ্রীগৌরলীলায় ভক্তগণ তাহার শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন যে প্রেমরসে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছিলেন, যে প্রেমর অংশকণা লাভের জন্য ব্রহ্মাও ব্রজভূমির কীট বা স্থাবরাদি জন্ম প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকম্"
"ভবেঽত্র বাঽন্যত্র তু বা তিরশ্চাম্
তদস্তু মে নাথ! স ভূরিভাগো-

যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্।"

অর্থাৎ বৃন্দাবনের গুল্ম লতার মধ্যেও যদি আমি কিছু হইতাম। আমার এমন কৃপা কর যেন তোমার হইয়া তোমার সেবা করিতে পারি। আজ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সকলের জন্যই শ্রীরাধারাণীর সেই প্রেম ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন।

লীলাময় শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ লীলার মহিমা বুঝা দূরের কথা, যাঁহার জাগতিক বিচিত্র লীলার মহিমা আমরা বুঝিতে না পারিয়া মুহ্যমান হই, যাঁহার নিকট কোন বাঞ্ছাই অপূর্ণ থাকে না, সেই বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের কৃপায় সাংসারিক নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে শ্রীজীবের এই আশীর্ব্বাদ গ্রন্থ ভক্ত-সুধীগণের নিকট প্রদান করিতে সক্ষম হইলাম, যদি ইহা হইতে তাঁহারা ভগবত্তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আস্বাদ লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল ও নিজেকে ধন্য মনে করিব। দুরূহ গ্রন্থ ব্যাখ্যায় ভ্রান্ত মানবের ভ্রম থাকা বিচিত্র নহে, সুধীগণ নিজ গুণে উহা সংশোধিত করিলে বাধিত হইব।

গ্রন্থ সম্পাদনে আমার পরম শ্রদ্ধেয় সুহৃদ সর্ব্বজন সুবিদিত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে অনেক রকমে সাহায্য করিয়াছেন—আমি তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ধান্ত কুড়িয়ার স্বনাম ধন্য জমিদার স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বল্লভ মহোদয়ের পুত্র আমার প্রিয়তম শিষ্য রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বল্লভ ও তদনুজ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ বল্লভ বাবাজীবন এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় বহনে, আমার অভিলাষ পূর্ণ ও ভক্তজনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমি শ্রীভগবানের নিকট সর্ব্বতোভাবে ইহাদিগের মঙ্গল কামনার সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন ইহারা এইরূপ অর্থের সদ্ব্যয়ে ধনিকুলে আদর্শস্থান অধিকার করিয়া, সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত শ্রীভগবানের শ্রীচরণে পরা-ভক্তি লাভে সক্ষম হন।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ
শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী।

সূচীপত্র।

ভগবৎ সন্দর্ভঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জয়তি।

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেনভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে ॥১॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

"হৃদি যস্যপ্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্যহরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥"
গুরোর্গোকুল চন্দ্রস্য গোকুলেন্দ্রাত্মজস্য চ।
নত্বা শ্রীচরণাম্ভোজং শরণ্যং শুভদং ধ্রুবং।

সন্দর্ভস্যতু জীবস্য ভগবৎ সজ্ঞকস্য চ অনুবাদঃ সমারব্ধঃ সত্যানন্দেন যত্নতঃ।
ক্বচাল্পমতিরেবাহং ক্বচসন্দর্ভদুস্তরঃ। প্লবেনৈবাধিয়া তদ্বত্তিতীর্ষু রস্মিদুস্তরং ॥

শ্রীবৃন্দারণ্য নিবাসী পরম পূজনীয় শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপগোস্বামি মহোদয় দ্বয়ের সন্তোষ বিধান মানসে, দক্ষিণ দেশবাসী পূজ্যপাদ শ্রীল গোপাল ভট্ট মহাশয়, কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার এই ভাগবতীয় সন্দর্ভ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। ত্বদীয় উক্ত গ্রন্থ কোথাও ক্রমভঙ্গে কোথাও ক্রমনিবন্ধে লিখিত ছিল, এবং স্থানে স্থানে খণ্ডিতও হইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত উক্ত গ্রন্থখানি পূর্ব্বাপর সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া (বৈষ্ণবচূড়ামণি অদ্বিতীয় দার্শনিক পূজ্যপাদ শ্রীজীব, বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রকাশে) জীব নামক এই ক্ষুদ্র আমি গ্রন্থ খানিকে যথারীতি পর্যায় ক্রমে লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

গ্রন্থের ইতিবৃত্ত।

ইহার ঐতিহাসিক মর্ম্ম এই যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণবগণের আলোচিত একখানি প্রাচীন ভাগবতীয় সন্দর্ভ ছিল, শ্রীলরূপ ও সনাতনের প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত শ্রীপাদ গোপালভট্ট মহাশয় সেই গ্রন্থের সারসঙ্কলন করিয়া গ্রন্থান্তর প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্বদীয়গ্রন্থ ক্রম ভঙ্গে লিখিত হওয়ায় এবং কালে স্থান বিশেষ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পূজ্যপাদ শ্রীজীব ঐ সমুদয় দোষ পরিহার করিয়া শৃঙ্খলা পূর্ব্বক "ষট্‌সন্দর্ভ" নামে এই অভিনব গ্রন্থের সংস্করণ প্রণয়ন করেন। এখানি উক্ত ষট্‌সন্দর্ভাখ্য গ্রন্থেরই "ভগবৎ সন্দর্ভ" নামক দ্বিতীয় খণ্ড।

মূলশ্লোকে "সন্তোষয়তা" এই পদ ভট্টের বিশেষণ, "পুনঃ" পদটি একটি প্রকরণ সমাপন করিয়া প্রকরণান্তরের আরম্ভ বাচক। "বিবিচ্যতে" পদ অতীতার্থে বর্ত্তমানে লট্ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে।

গ্রন্থ ধাতু হইতে কর্ম্মণি যুক প্রত্যয় করিয়া গ্রন্থন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "গ্রথ্যতে বিরচ্যতে ইতি গ্রন্থনম্"; ইহার উপর টাপ প্রত্যয় করিয়া গ্রন্থনা পদ সিদ্ধ হইয়াছে, গ্রন্থনা অর্থে গ্রন্থের, লেখ অর্থে লিখন, "লেখ" পদ ভাব বাচ্যে "ঘঞ্" প্রত্যয়ে সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং গ্রন্থের লিখনরূপ অর্থই এখানে স্থিরীকৃত হইয়াছে ॥ ১—২ ॥

অথৈবমদ্বয়জ্ঞানলক্ষণং তৎ তত্ত্বং সামান্যতো লক্ষয়িত্বা পুনরুপাসকযোগ্যতাবৈশিষ্ট্যেন প্রকটিতনিজ-সত্তাবিশেষং বিশেষতো নিরূপয়তি বদন্তীত্যস্যৈবোত্তরার্দ্ধেন—

"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" ইতি। [ভাঃ ১।২।১১]

অথ শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য এব শাস্ত্রে ক্বচিদন্যত্রাপি তদেকং তত্ত্বং ত্রিধা শব্দ্যতে ক্বচিদ্ ব্রহ্মেতি ক্বচিদ্-পরমাত্মেতি ক্বচিদ্ ভগবানিতি চ। কিন্ত্বত্র শ্রীমদ্ব্যাসসমাধিলব্ধান্তেদোজ্জীব ইতি চ শব্দ্যতে ইতি নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র ব্রহ্মভগবতোর্ব্যাখ্যাতয়োঃ পরমাত্মা স্বয়মেব ব্যাখ্যাতো ভবতীতি প্রথমতস্তাবেব প্রস্তূয়েতে। মূলে তু ক্রমাদ্বৈশিষ্ট্যদ্যোতনায় তথা বিন্যাসঃ। অয়মর্থঃ—তদেকমেবাখণ্ডানন্দস্বরূপং তত্ত্বং থূৎকৃতপারমেষ্ঠ্যাদিকানন্দসমুদায়ানাং পরমহংসানাং সাধনবশাৎ তাদাত্ম্যমাপন্নে সত্যামপি তদীয়স্বরূপশক্তি-বৈচিত্র্যাং তদ্গ্রহণাসামর্থ্যে, চেতসি যথা সামান্যতো লক্ষিতং তথৈব স্ফুরদ্ বা তদ্বদেবাবিবিক্তশক্তি-শক্তিমত্তাভেদতয়া প্রতিপাদ্যমানং বা ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অথ তদেকং তত্ত্বং স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা কমপি বিশেষং ধর্ত্তৃ পরাসামপি শক্তীনাং মূলাশ্রয়রূপং তদনুভবানন্দসন্দোহান্তর্ভাবিততাদৃশব্রহ্মানন্দানাং ভাগবত-পরমহংসানাং তথানুভবৈকসাধকতম-তদীয়স্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মকভক্তিভাবিতেষন্তর্বহিরপীন্দ্রিয়েষু পরি-স্ফুরদ্ বা তদ্বদেব বিবিক্ততাদৃশশক্তিশক্তিমত্তাভেদেন প্রতিপাদ্যমানং বা ভগবানিতিশব্দ্যতে। এব-মেবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন—

"জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তীতি ॥" [ভাঃ ৫।১২।১১]

শ্রীধ্রুবং প্রতি শ্রীমনুনা চ—"ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তাবিতি।" [ভাঃ ৪।১১।৩০]

এবঞ্চানন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতম্। তথাচৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্ ব্রহ্ম তু স্ফুটমপ্রকটিত বৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈ-বাসম্যগাবির্ভাব ইত্যাগতম্। ইদন্তু পুরস্তাদ্ বিস্তরেণ বিবেচনীয়ম্। ভগবচ্ছব্দার্থঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেপ্রোক্তঃ—

"যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমক্ষয়ম্।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্ ॥
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্।
ব্যাপ্যব্যাপ্যং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
তদেতদ্‌ভগবদ্‌বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ॥" [বিঃ পুঃ ৬।৫।৬৬-৬৯]

ইত্যাদ্যুক্ত্বা—সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ॥ [বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৩-৭৫]

ইতি চোক্ত্বা—"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানিবিনাহেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥" [বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৯]

ইতি পর্য্যন্তেন। পূর্ব্ববদত্র চ বিশেষ্যবিশেষণবিশিষ্টতা বিবেচনীয়া। বিশেষণস্যাপ্যহেয়ত্বং ব্যক্তীভবিষ্যতীতি। অরূপং পাণিপাদাদ্যসংযুতমিতীদং ব্রহ্মাখ্য-কেবলবিশেষ্যাবির্ভাবনিষ্ঠম্। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্যেত্যাদিকং কেবলবিশেষণনিষ্ঠম্। বিভুং সর্বগতমিত্যাদিকন্তু বিশিষ্টনিষ্ঠম্। অথবা অরূপমিত্যাদিকং প্রাকৃতরূপাদিনিষেধনিষ্ঠম্। অতএব পাণিপাদাদ্যসংযুতমিতি সংযোগসম্বন্ধ এব পরিহ্রিয়তে ন তু সমবায়সম্বন্ধ ইতি জ্ঞেয়ম্। বিভুমিতি সর্ব্ববৈভবযুক্তমিত্যর্থঃ ব্যাপীতি সর্ব্বব্যাপকম্। অব্যাপ্যমিতি অন্যেন ব্যাপ্তুমশক্যম্। তদেতদ্‌ব্রহ্মস্বরূপং ভগবচ্ছব্দেন বাচ্যং ন তু লক্ষ্যম্। তদেব নির্দ্ধারয়তি, ভগবচ্ছব্দোঽয়ং তস্য নদীবিশেষস্য গঙ্গাশব্দবদ্‌বাচক এব ন তু তটশব্দবল্লক্ষকঃ। এবং সত্যক্ষরসাম্যান্নির্ব্রূয়াদিতি নিরুক্তমতমাশ্রিত্য ভগাদিশব্দানামর্থমাহ—সংভর্ত্তেতি। সংভর্ত্তা স্বভক্তানাং পোষকঃ। ভর্ত্তা ধারকঃ, স্থাপক ইত্যর্থঃ। নেতা স্বভক্তিফলস্য প্রেম্ণঃ প্রাপকঃ। গময়িতা স্বলোকপ্রাপকঃ। স্রষ্টা স্বভক্তেষু তত্তদ্‌গুণস্যোদ্‌গময়িতা। জগৎপোষকত্বাদিকন্তু তস্য পরম্পরয়ৈব ন তু সাক্ষাদিতি জ্ঞেয়ম্। ঐশ্বর্য্যং সর্ব্ববশীকারিত্বম্। সমগ্রস্যেতি সর্ব্বত্রান্বেতি। বীর্য্যং মণিমন্ত্রাদেরিব প্রভাবঃ। যশো বাঙ্মনঃ শরীরাণাং সাদ্‌গুণ্যখ্যাতিঃ। শ্রীঃ সর্ব্ব প্রকারা সম্পৎ। জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বম্। বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্তুনাসক্তিঃ। ইঙ্গনা সংজ্ঞা। অক্ষরসাম্যপক্ষে ভগববানিতি বক্তব্যে মতুপো বলোপশ্ছান্দসঃ। সংভর্ত্তেত্যাদিষু সংভর্তৃত্বাদিষেব তাৎপর্য্যম্। যথা সুপ্তিঙন্তচয়ো বাক্যমিত্যত্র পচতি ভবতীত্যস্য বাক্যস্য পাকো ভবতীত্যর্থঃ ক্রিয়তে। যথা বা সত্তায়ামস্তি ভবতীত্যত্র ধাত্বর্থ এব বিবক্ষিতঃ। তদেবমেব ভগবানিত্যত্র মতুবর্থো যোজয়িতুং শক্যতে। প্রকারান্তরেণ ষড়্‌ভগান্ দর্শয়তি জ্ঞানশক্তীতি। জ্ঞানমন্তঃকরণস্য। শক্তিরিন্দ্রিয়াণাম্। বলং শরীরস্য। ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যে ব্যাখ্যাতে। তেজঃ কান্তিঃ। অশেষতঃ সামগ্র্যেণেত্যর্থঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানীতি ভগবতো বিশেষণান্যে-

বৈতানি নতূপলক্ষণানীত্যর্থঃ। অত্র ভগবানিতি নিত্যযোগে মতুপ্। অথ তথাবিধভগবদ্রূপপূর্ণাবির্ভাবং তৎ তত্ত্বং পূর্ব্ববজ্জীবাদিনিয়ন্তৃত্বেন স্ফুরদ্ বা প্রতিপাদ্যমানং বা পরমাত্মেতি শব্দ্যত ইতি। যদ্যপ্যেতে ব্রহ্মাদি শব্দাঃ প্রায়ো মিথোঽর্থেষু বর্ত্তন্তে তথাপি তত্র তত্র সঙ্কেতপ্রাধান্যবিবক্ষয়েদমুক্তম্। শ্রীসূতঃ॥৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং" এই শ্লোকের একাংশের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে "তত্ত্বসন্দর্ভ" গ্রন্থে অদ্বয় জ্ঞানলক্ষণ তত্ত্বটী সামান্যাকারে প্রতিপাদন করিয়া (১) এক্ষণে এই ভগবৎসন্দর্ভে উপাসকের যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য নিবন্ধন উক্ত অদ্বয় তত্ত্ব স্বয়ং বিশেষভাবে অর্থাৎ ভক্তি সাধনায় সাধক দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে উক্ত সাধকের সম্বন্ধে সেই অদ্বয় তত্ত্বই নিজের সত্তাকে ভগবত্তত্ত্ব রূপে প্রকটিত করেন। উপাসনার তারতম্যানুসারে উপাসকের যোগ্যতারও বিভিন্নতা হয়, জ্ঞানের উপাসনায় একরূপ যোগ্যতা লাভ হয়, যোগোপাসনায় একরূপ যোগ্যতা লাভ হয়, আবার ভক্তিপথের উপাসনায় অপর একপ্রকার যোগ্যতা লাভ হয়। সুতরাং উপাসনার তারতম্যানুসারে উপাসকের যেমন যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য আছে; উপাস্য বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীভগবানের সত্তা—প্রকটন সম্বন্ধেও তেমনই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন:—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং" (গীতা ৪ অ, ১১)

শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ স্বীয় ভাষ্যে লিখিয়াছেন:—

"যে যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন যৎফলার্থিতয়া মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব তৎফলদানেন ভজাম্যহমনুগৃহ্লাম্যহং।"

রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন:—"যথা যেন প্রকারেণ স্বাপেক্ষানুরূপং মাং সঙ্কল্প্য প্রপদ্যন্তে সমাশ্রয়ন্তে, তান্ প্রতি তথৈব তন্মনীষিত প্রকারেণ ভজামি মাং দর্শয়ামি। কিমত্র বহুনা, সর্ব্বে মনুষ্যা মদনুবর্ত্তনৈক মনোরথা মম বর্ত্ম মৎস্বভাবং সর্ব্বযোগীনামবাঙ্‌মনসগোচরমপি স্বকীয়ৈশ্চক্ষুরাদিকরণৈঃ সর্ব্বশঃ স্বাপেক্ষিতৈসর্ব্বপ্রকারৈরনুভূয়ানুবর্ত্তন্তে।"

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"যে ভক্তা মামেকং বৈদূর্য্যমিব বহুরূপং সর্ব্বেশ্বরং যথা যেন প্রকারেণ ভাবেনেতি যাবৎ প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তানহং তাদৃশস্তথৈব তদ্ভাবানুসারিণা রূপেণ ভাবেন চ ভজামি সাক্ষাৎ ভবন্নমুগৃহ্লামি—"

অতএব দেখা যাইতেছে যে স্বয়ং ভগবদগীতা এবং ভাষ্যকারগণও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারাদি সম্বন্ধে উপাসকের উপাসনার তারতম্যানুসারে আবির্ভাবের তারতম্যের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাগুক্ত শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" এই অংশ দ্বারা ভক্তি পথাবলম্বী ভক্ত উপাসকের উপাসনাযোগ্য ভগবত্তত্ত্বই এই সন্দর্ভের আলোচনার বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে এবং অন্যান্য বহু শাস্ত্রে সেই একতত্ত্বই পৃথক তিন আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। কোথাও ব্রহ্ম, কোথাও পরমাত্মা, কোথাও ভগবান্ এই সংজ্ঞায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অখণ্ড অদ্বয়-তত্ত্ব যে জীব সংজ্ঞায় কোথাও শব্দিত হইয়াছেন, এরূপ উক্তি শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের কুত্রাপি দেখা যায় না। বরং মহর্ষি বেদব্যাস নিজ সমাধিতে পরমেশ্বর হইতে জীবের বৈলক্ষণ্যই দেখিয়াছিলেন ইহা পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম ও ভগবানের বিষয় ব্যাখ্যা করিলে পরমাত্মা স্বয়ংই ব্যাখ্যাত হইবেন, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ ব্রহ্ম ও ভগবানের বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। মূলে ক্রমোৎকর্ষতা প্রকাশের নিমিত্ত প্রথমে ব্রহ্ম, তৎপরে পরমাত্মা এবং তৎপরে ভগবান্ শব্দের বিন্যাস করা হইয়াছে; অর্থাৎ ইহা দ্বারা ভগবত্তত্ত্বই যে শ্রেষ্ঠতম-তত্ত্ব তাহা দেখান হইয়াছে।

(১) তত্ত্বসন্দর্ভ—বস্তুতত্ত্ব নির্ণয় ১০৩ পৃঃ।

মূলে "ত্রিধাশব্দ্যতে" এ স্থলে প্রকার অর্থে ধাচ্ প্রত্যয় করিয়া ত্রিধা পদ হইয়াছে। এক বস্তুর বহু প্রকার বুঝিতে ধাচ্ প্রত্যয় হয় ;

"একস্থানেক করণসংখ্যান্তর পদানাং তস্মিন্ গম্যমানে ধা ভবত্যেব। একরাশিং পঞ্চপ্রকারং করোতি পঞ্চধা করোতি।" ইহা হইতে এক তত্ত্বেরই অনেকীকরণ বুঝাইতেছে, সুতরাং জীব যখন পৃথক তত্ত্ব তখন জীবকে ইহার মধ্যে আনয়ন করা যাইতে পারে না, যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতের কুত্রাপি জীবকে এক অখণ্ডতত্ত্ব বলা হয় নাই। "শ্রীমদ্ব্যাস সমাধি লব্ধাদ্ভেদাজ্জীব ইতি" (ক)

এখানে সমাধি কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন ;—

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং জ্ঞানাংসরূপশূন্যমিব সমাধিঃ" (বিভূতিপাদ ৩ সূ)

ইহার বিশেষ বিবরণ মূল গ্রন্থে এবং বেদান্ত সারাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। উক্ত সমাধি সম্প্রজ্ঞাত অসম্প্রজ্ঞাত, সবীজ নির্বীজ, সবিতর্ক নির্বিতর্কাদি নামে সমাধি অবস্থানুসারে অনেক প্রকার হইলেও, ঈশ্বর প্রণিধান ব্যতিরেকে সমাধি সিদ্ধ হয় না। যোগসূত্র বলেন ;—"ঈশ্বর প্রণিধানাৎ" (সমাধিপাদ ২৩)

ঐ ভাষ্য ;—"প্রণিধানাৎ ভক্তি বিশেষাৎ"

শ্রীমদ্ভাগবতের বেদব্যাসের সমাধি ও একটি বিশেষ অনুশীলনের বিষয়।

"মূলে জীব ইতি চ শব্দ্যতে ইতি নোক্ত মিতি জ্ঞেয়ং" এস্থলে তিনটি "ইতি"—শব্দের প্রয়োগ আছে ইহাদের অর্থ বিবেচনীয়। ইতি শব্দ অব্যয়, সংস্কৃত সাহিত্যে বহু অর্থে "ইতি" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, অমরকোষে হেতু, প্রকরণ, প্রকাশ, এবমর্থ, ও সমাপ্তি অর্থে ইতির ব্যবহার উক্ত হইয়াছে। ইতির আর একটি অর্থ নিদর্শন যেমন "আপোনারা ইতি প্রোক্তা।" (মনু ১ অ, ১০) এতদ্ব্যতীত প্রকার অনুৎকর্ষ প্রভৃতি অর্থেও ইতি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইহাভিন্ন বিবক্ষা, নিয়মে, প্রত্যক্ষে, অবধারণে, পরামর্শে, পারিমাণে এবং এই প্রকার অর্থে ইতির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

আলোচ্য পংক্তিতে "জীব ইতি চ শব্দ্যতে" এই ইতি নিদর্শন অর্থবোধক। অর্থাৎ এক অদ্বয়তত্ত্ব "জীব" আখ্যায় শব্দিত হইয়াছেন, এমন উক্তি দেখা যায় না। চ-সমুচ্চয়ার্থ অব্যয়। "জীব ইতি চ শব্দ্যতে"—"ইতি নোক্তম্" এই দ্বিতীয় ইতি—পরামর্শদ্যোতক, "ইতিজ্ঞেয়ং" এই তৃতীয় ইতি—এবমর্থেব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং জীব যে অদ্বয়তত্ত্বের মধ্যে আসিতে পারে না, তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখান হইয়াছে।

পরমাত্ম-সন্দর্ভে বিশেষরূপে পরমাত্মার বিষয় ব্যাখ্যা করা হইবে। প্রথম ব্রহ্ম ও ভগবানের বিষয় ব্যাখ্যা করিলে পরমাত্মার বিষয়ও স্বতঃই কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা হইবে, এই কারণে অগ্রে ব্রহ্ম ও ভগবত্তত্ত্বের বিষয় বলিতেছেন। মূলশ্লোকে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবানের ক্রমবৈশিষ্ট্য জ্ঞাপনের নিমিত্তই এই ক্রমবিন্যাস করা হইয়াছে। উক্ত একতত্ত্বের জ্ঞানে অপর তত্ত্বের জ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থকার অনেক স্থলেই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতিতে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ দেখা যায়।

এক্ষণে সাধকের অবস্থার দ্বারা ব্রহ্ম ও ভগবানের তত্ত্ব জ্ঞাপন করাইতেছেন, যাঁহারা নিজের সাধনবলে ব্রহ্ম-লোকাদির আনন্দসমুদায়কে অতিতুচ্ছজ্ঞান করিয়া থুৎকারের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন পরমহংসগণ যে পরতত্ত্বের চিদংশের ভাবাপন্ন হইয়াছেন, (অর্থাৎ "সোঽহং" ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন) এবম্ভূত পরমহংসের সম্বন্ধে সেই একমাত্র অখণ্ড-আনন্দস্বরূপ তত্ত্ব যাঁহার স্বরূপ শক্তির বিচিত্রতা সত্ত্বেও, তৎকালে সাধকের তদ্রূপ সামর্থ্য সঞ্জাত না হওয়ায়, বা শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে সে সামর্থ্য প্রদান না করায়, অর্থাৎ যে শক্তি বা সামর্থ্যের দ্বারা সেই বিচিত্র স্বরূপ শক্তিসম্পন্ন

(ক) তত্ত্বসন্দর্ভ ৬৫ পৃঃ

শ্রীভগবানের শক্তি ও শক্তিমৎ অবস্থার ভেদ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সে শক্তি লাভ না হওয়ায়; তৎকালে তাঁহাদের সম্বন্ধে উক্ত পরতত্ত্বের সামান্যাকারে বা কেবলচিদ্রূপে যে স্ফূর্ত্তি উহাই ব্রহ্ম আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

এখানে মূলে "একমেবাখণ্ডানন্দস্বরূপং" ইহাদ্বারা পরতত্ত্ব এক ও অখণ্ড আনন্দ স্বরূপ, এই "এক" পদের উক্তি হইতে আপাততঃ মনে হয় যেন দ্বৈতবাদের নিরসন করিয়া অদ্বয় বাদেরই স্থাপন করা হইয়াছে; এব-শব্দ অবধারণার্থ-দ্যোতক। ব্রহ্মা প্রভৃতির আনন্দ অনিত্য সুতরাং অখণ্ড নহে। কিন্তু পরতত্ত্ব এক ও আনন্দ স্বরূপ ইহাই তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ এবং স্বরূপার্থে ময়ট্ প্রত্যয় করিয়া "অখণ্ডানন্দময়" ও বলা যাইতে পারে। "ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছা ৬।২।১) আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈত্তিরীয় ২ ৬অ) ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যই ইহার প্রমাণ।

"থূৎকৃতপারমেষ্ঠ্যাদিকানন্দ সমুদায়ানাং পরমহংসানাং" এখানে "ব্রহ্মাত্মভূঃ সুরজ্যেষ্ঠ পরমেষ্ঠি পিতামহঃ" ইত্যাদি অমর বাক্য হইতে পরমেষ্ঠি শব্দে ব্রহ্মা তদুত্তর ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া "পারমেষ্ঠ্য শব্দ সাধিত হওয়ায়, ব্রহ্মা সম্বন্ধীয় আনন্দকেই বলা হইয়াছে, এবং পরমহংস শব্দে "পরমঃ শ্রেষ্ঠ হংস সোঽহং আত্মাযেষাং" ইহার শাস্ত্রীয় লক্ষণ পরমহংসোপনিষদ্, সুত-সংহিতাদিতে যথেষ্ট উক্ত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অবধূতের ইতিহাসে পরমহংসের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পরমহংসগণ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য অবলম্বনে "সোঽহং" ভাবনা করেন। ওঁ কার ইঁহাদের মন্ত্র। যথা :—

"প্রণবাত্মা স্বয়োবেদাঃ প্রণবেপর্য্যবস্থিতা। তস্মাৎ প্রণবমেবৈকং পরমহংসঃ সদাজপেৎ ॥"

শৈব পরমহংস ব্যতীত বৈষ্ণব পরমহংস ও আছেন। বৈষ্ণব পরমহংসগণের আকার বৈষ্ণবের ন্যায়; তথাপি ইঁহারা ভক্ত নহেন জ্ঞানী বৈষ্ণব। এখানে শ্রীজীবপাদ এক কথায় "থূৎকৃত পারমেষ্ঠ্যাদিকানন্দ" এই বিশেষণে সকল পরমহংসকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা শ্রীশুকদেব স্বয়ংই পরমহংস শ্রেষ্ঠ, তিনি আত্মারাম এবং এতদুভয় তত্ত্বের ক্রমিক অনুভবিতা, ইঁহার জীবনের পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলেই কিরূপে এই উভয় তত্ত্বের ক্রমিকস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, এবং এতদুভয় তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যই বা কি, তাহা সহজে অনুধাবন করা যাইতে পারে।

"সত্যামপি তদীয় স্বরূপ শক্তি বৈচিত্র্যাম্" এখানে ভগবানের স্বরূপ ও তাঁহার শক্তিতে যে কোন ভেদ নাই তাহা দেখান হইয়াছে, স্বরূপমেব-শক্তিঃ স্বরূপ শক্তিঃ বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বাদিভির্ব্যক্তত্বাৎ শক্তি স্বরূপয়োরভেদাচ্চ তদ্রূপমেবেত্যর্থঃ (ভাগ, ১।৩।৩ শ্লোকস্য ব্যাখ্যায়াং শ্রীজীব পাদৈঃ) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন :—

"রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তুতে ভেদ নাই শাস্ত্রপরিমাণ ॥"

শ্রুতি বলেন "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে।"

"সোঽহং" সাধকের চিত্ত এই স্বরূপ শক্তির বৈচিত্র্য গ্রহণে অক্ষম, সুতরাং সামান্যাকারে লক্ষিত বলা হইয়াছে।

অনন্তর সেই এক তত্ত্বই যখন নিজ অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ শক্তির দ্বারা কোন এক বিশেষমূর্ত্তিধারী পরাশক্ত্যাদির মূল আশ্রয়রূপ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে; এবং যে ভগবত্তত্ত্বের অনুভবে তদন্তর্গত ব্রহ্মানন্দানুভবীভাগবত-পরমহংসগণের (অর্থাৎ কেবল পরমহংস না বলিয়া ভাগবতপরহংস বলার তাৎপর্য্য এই যে ভাগবত পরমহংসগণের হৃদয় অনুক্ষণই ব্রহ্মানন্দে পরিপ্লুত, উহা শুষ্ক জ্ঞানির ব্রহ্মানন্দবৎ নহে) হৃদয়ে তৎকালে ভগবত্তত্ত্বানুভবের একমাত্র সাধক তদীয় স্বরূপ শক্তির শ্রেষ্ঠা হ্লাদিনী শক্তির বিশেষ বৃত্তিরূপা ভক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে, এই ভক্তির প্রভাবে যখন সেই ভাগবত পরমহংসের বহিরিন্দ্রিয় বিশেষরূপে ভাবিত হইয়া যায়, তখন তাঁহার সম্বন্ধে সেই তত্ত্ব শক্তি ও শক্তিমানের পৃথক অবস্থার দ্যোতক রূপে প্রতিপদ্যমান হয়েন, উক্ত প্রতিপদ্যমান—তত্ত্ব বা ঐ সশক্তিক আবির্ভাবই ভগবান্ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে; যে কালপর্য্যন্ত সেই স্বরূপশক্তিসম্পন্ন অদ্বয় তত্ত্বকে পৃথক করিয়া তাঁহার বিচিত্র শক্তি ও ঐ শক্তির বৈচিত্র্যময়ী-লীলাদি এবং অনন্তমহিম নিত্য বিচিত্রলীলা-রসানুভবিতা অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানকে দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভে সক্ষম না হয়, সেই কালপর্য্যন্ত তাহার নিকট শক্তি ও শক্তিমানের অপৃথক ভাবে যে স্ফূর্ত্তি উহাই ব্রহ্ম সংজ্ঞালাভ করিয়া থাকে, যেহেতু ভগবত্তত্ত্বানুভবের ভক্তিই একমাত্র সাধন। ভক্তিপরিভাবিত হৃদয়ে শ্রীভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়, ভক্তির সাধনে ভক্তের অন্তরিন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়ের সমক্ষে পরতত্ত্ব তাঁহার নিত্যবিগ্রহে বিরাজমান হয়েন। ভাগবত পরমহংসগণের নিকট আনন্দময় শ্রীভগবান্ স্বীয় স্বরূপশক্তির মহিমায় স্বপ্রকাশ হইয়া থাকেন এবং ভক্তগণও সেই পূর্ণতম তত্ত্বকে সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এই তিন সাধনার বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে;—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।" (১৮।৫৫)

স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"তয়া পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি কথম্ভূতং যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘন স্তথাভূতং।"

বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"স্বরূপতো গুণতশ্চ যোঽহং বিভূতিতশ্চ যাবানহমস্মি, তং মাং পরয়া মদ্ভক্ত্যা তত্ত্বতোঽভিজানাত্যনুভবতি॥"

অর্থাৎ আমি আমার স্বরূপে গুণে ও বিভূতিতেই বা কি প্রকার ও আমার তত্ত্ব কি, তাহা আমার পরাভক্তি দ্বারাই অনুভব করিতে পারে। বেদান্ত সূত্রের—

"দর্শয়তি চাথো ঽপি স্মর্য্যতে।" (বেদান্ত সূ ৩।২।১৭) সূত্রের ভাষ্যেও লিখিত হইয়াছে—

—"বিজ্ঞানানন্দস্যাত্মনো মূর্ত্তত্বমলৌকিকবস্তুত্বাৎ শ্রুতি মাত্রাৎ প্রতিপত্তব্যাম্ তন্মূর্ত্তত্বং খলু ভক্তি-ভাবিতেন হৃদাগ্রাহ্যং গন্ধর্ব্ববাসিতেন শ্রোত্রেণ রাগ মূর্ত্তত্বমিব। অন্যথা বিজ্ঞান-ঘনানন্দ-ঘনেতি শ্রুতির্ব্যাকুপ্যেৎ।"—

অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ পরমাত্মার মূর্ত্তিমত্ত্ব অলৌকিক বস্তুত্ব নিবন্ধন শ্রুতি প্রমানানুসারে স্বীকার্য্য। গন্ধর্ব্ব-বাসিত শ্রোত্রে রাগের মূর্ত্তির ন্যায়, ভক্তি ভাবিত চিত্তেই উক্ত শ্রীমূর্ত্তিরগ্রহণ হইয়া থাকে। অন্যথা বিজ্ঞান-ঘন আনন্দ-ঘন প্রভৃতি শ্রুতির মুখ্যার্থের বাধ হয়। বিশেষ ঘন শব্দ মূর্ত্তিতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে "মূর্ত্তৌঘন মূর্ত্তৌ কাঠিন্যেঽর্থেঽভিধেয়ে হন্তেরপ্ প্রত্যয়ো ঘন শ্চাদেশো ভাবে স্যাদিতি। যথা দধি-ঘনঃ সৈন্ধব-ঘনঃ ইত্যাদি।" এখানে ভাব বাচ্যে প্রত্যয় হইলেও ধর্ম্ম শব্দে ধর্ম্মী লক্ষিত হওয়ায় কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞান-ঘনানন্দ-ঘন শব্দে ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি শ্রীভগবান ইহাই বোধিত হইয়াছে। ভগবানের উল্লিখিত পরা শক্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ংই বিচার করিয়াছেন এজন্য এখানে উহার বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। উক্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা তদীয় ক্রম-সন্দর্ভে অতি সংক্ষেপে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছেন, "শক্তিবর্গ লক্ষণ তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতিশব্দ্যতে। অন্তর্য্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মা। পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি বিশিষ্টং ভগবান্।" অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় শক্তি বর্গই ব্রহ্মের লক্ষণ। কিন্তু জ্ঞানী সাধকগণ তাঁহাতে শক্তিসমূহের ধর্ম্ম অনুভব করিতে পারেন না; ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞান অনুভব করেন, সুতরাং পর-তত্ত্ব তাঁহাদের নিকট কেবল জ্ঞান রূপেই প্রতীয়মান হয়েন। যোগিরা এই পর-তত্ত্বকে অন্তর্য্যামিরূপে অনুভব করেন; অন্তর্য্যামিত্বে মায়াশক্তির প্রাচুর্য্য এবং চিৎশক্তির অংশ বিদ্যমান থাকে, যোগিদের হৃদয়ের পর-তত্ত্ব পরমাত্মস্বরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ভক্তগণের নিকট তিনি পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েন।

সুতরাং সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে ভগবত্তত্ত্ব পরিগ্রহে ভক্তিই একমাত্র সাধন। ভক্তিনেত্র উন্মীলিত না হইলে শ্রীভগবানের দর্শন ঘটে না।

এইজন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানী অপেক্ষা যোগীশ্রেষ্ঠ, এবং পরমাত্মোপাসক যোগী অপেক্ষা ভক্তের শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইয়াছে, যথা—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন!
যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥" (গীতা, ৬।৪৬, ৪৭)

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং রুদ্রাদিত্যাদি ধ্যান পরাণাং মধ্যে মদ্গতেন ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেনান্তরাত্মনান্তঃকরণেন শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানঃ সন্ ভজতে সেবতে যো মাং স মে মম যুক্ততমোঽতিশয়েন যুক্ততরোঽভিপ্রেত ইতি।" এখানে ভাষ্যের তাৎপর্য্যে ভজনকারী সাধক যে ভগবানের বিশেষ অভিপ্রেত তাহা স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে। স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ অতোমদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ।" অতএব পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা যে জ্ঞানী অপেক্ষা যোগীর এবং যোগী অপেক্ষা ভক্তের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন, উহা যে তাঁহার নিজের কল্পনা নহে, তাহা আর অধিক বলিতে হইবে না।

ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে শ্রীজড়ভরতের উক্তি যথা—

"যে বিশুদ্ধ পরমার্থভূত বাহ্যাভ্যন্তর পরিশূন্য, পরিপূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন নির্ব্বিকার অদ্বয় জ্ঞান যাহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদিদের দ্বারা ব্রহ্ম নামে অভিহিত, শব্দ-প্রমাণ-নিপুণ তত্ত্বজ্ঞেরা প্রতিজীবে অবস্থিত তাঁহাকে প্রশান্ত ভগবৎ সংজ্ঞক বাসুদেব বলিয়া অভিহিত করেন।"

এখানে শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"জ্ঞানং সত্যং ব্যবহারিক সত্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি পরমার্থং" অর্থাৎ স্বামিপাদ উহার ব্যবহারিক সত্যত্বের পরিহার করতঃ পারমার্থিক সত্যত্বের বিষয়ই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় বলেন—"পরমোঽর্থো মোক্ষাদিকো যস্মাৎ তৎ পরমার্থম্" অর্থাৎ মোক্ষাদি যাহা হইতে লাভ হয় তাহাই পরমার্থ। এবং তিনি এই শ্লোকটাকে "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ" শ্লোকের রীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি বলেন—"তচ্চ জ্ঞানং ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যত ইত্যুক্ত বদেবাহ ব্রহ্ম, ব্রহ্মশব্দ বাচ্যং নির্ব্বিকল্পকং জ্ঞানিনামুপাস্যং, প্রত্যক্ প্রশান্তং পরামাত্ম শব্দ বাচ্যং যোগিনামুপাস্যং প্রশান্তমিতি জীবাত্মব্যাবৃত্ত্যর্থং। ভগবচ্ছব্দঃ সংজ্ঞা যস্য তৎ ভক্তানামুপাস্যং মতিরূপং ইদমপি বাসুদেবং বসুদেব নন্দনং বদন্তি। "পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্" ইতি, "কৃষ্ণায় পরমাত্মনে" ইতি ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণ ইত্যাদিভ্যঃ তত্রাপি ব্রহ্মণোহি-প্রতিষ্ঠাহমিতি" ইত্যাদি বহুশাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা স্বকীয় ব্যাখ্যাকে বিশেষ দৃঢ় করিয়াছেন। পূজ্যপাদ গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীজীবপাদ এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভে বাদত্রয়ের অবতারণা না করিয়া বাদদ্বয়ের অবতারণা করিয়াছেন—

"অত্র তারতম্যেন মতদ্বয় মাহ। জ্ঞানমিতি—যদেব কবয়ঃ পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিশেষজ্ঞানবাদিভ্যোঽপি শব্দপ্রমাণে নিপুণা ভগবচ্ছব্দ সংজ্ঞমাহুঃ শ্রুত্যা যুক্ত্যা চ সশক্তিত্বেনৈব সিদ্ধত্বাৎ। তথৈব সর্ব্বাশ্রয়ত্বেন দর্শয়তি বাসুদেবমিতি।" এই ক্রমসন্দর্ভের ক্রমানুসারেই শ্লোকের অনুবাদ করা হইয়াছে।

চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুবের প্রতি মনুর ও উক্তি যথা—"হে ধ্রুব তুমি প্রতি জীবে পরমাত্মরূপে অবস্থিত সর্ব্বশক্তিপূর্ণ আনন্দমাত্রস্বরূপ শ্রীভগবানে ভক্তি কর।" এখানে আনন্দ মাত্র বিশেষ্য "সমস্তাঃ শক্তয়ঃ" বিশেষণ, এই বিশেষ্য বিশেষণ সমূহ বিশিষ্টই ভগবান এই প্রকার বৈশিষ্ট্য হইতে পূর্ণাবির্ভাবত্বই সিদ্ধ হইতেছে। উক্ত পূর্ণাবির্ভাবত্বই অখণ্ডত্বের সাধক।

সুতরাং যে স্থলে পূর্ণাবির্ভাব নাই সে স্থলে "অখণ্ড" শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হয় না। নিখিল বিশেষ্য বিশেষণ সমূহ যাঁহাতে বিদ্যমান তিনিই পূর্ণতম, তিনিই অখণ্ড, তিনিই শ্রীভগবান।

ব্রহ্মে শক্তিবর্গবিদ্যমান থাকিলেও উহা অনুদ্বুদ্ধ, কাষ্ঠে অগ্নি যেরূপ অনুদ্বুদ্ধ বলিয়া কাষ্ঠ কখন অগ্নি নামে অভিহিত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মে বিশেষ্য বিশেষণের বৈশিষ্ট্যোপলব্ধি না হওয়ায়, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, সুতরাং ব্রহ্মকে পূর্ণাবির্ভাব বলা যাইতে পারে না। এই নিমিত্তই ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবত্তত্ত্বের অসম্যক আবির্ভাব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এসম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

ব্রহ্ম ভগবানের অসম্যক আবির্ভাব

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ভগবৎশব্দের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, যথা ' যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য জন্মাদিবিকার শূন্য অক্ষর; যিনি অনির্দ্দেশ্য, প্রাকৃত হস্ত পদাদি ও রূপ শূন্য, যিনি ব্যাপক, নিত্য সর্ব্বত্রগামী, হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন এবং সমস্ত ভূতের কারণ হইয়াও স্বয়ং কারণান্তর পরিশূন্য, সর্ব্বব্যাপী হইয়াও যিনি অন্যের অব্যাপ্য দেবগণ সকলে যাঁহাকে দেখিয়া থাকেন তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমধাম, শ্রুতি বাক্যে তিনিই সূক্ষ্ম শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন, তিনিই বিষ্ণুর পরম পদ, তিনিই মোক্ষাভিলাষিগণের ধ্যেয়তত্ত্ব। পরমাত্মার এই স্বরূপই ভগবৎ শব্দ বাচ্য হয়েন। উক্ত আদ্য অক্ষরাত্মা পুরুষই ভগবৎ শব্দের বাচক।"

ভগবৎ শব্দের নিরুক্তি হইতে উক্ত হইতেছে; হে মুনে! ভ—সম্ভর্ত্তা ও ভর্ত্তা এতদুভয়ার্থে অন্বিত, "গ—নেতা, প্রাপয়িতা ও স্রষ্টা এই ত্রিবিধ অর্থে অন্বিত এবং ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি যাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান তিনিই ভগ সংজ্ঞায় অভিহিত বা ভগবান্।"

"যিনি নিখিল ভূতের আত্মাস্বরূপ যাঁহাতে ভূত সকল বাস করে, এবং যিনি স্বয়ং অবিনশ্বর হইয়াও নশ্বর সমস্ত ভূতে বাস করিতেছেন, ব—অর্থে তিনিই অভিহিত। আরো উক্ত হইয়াছে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রভৃতি প্রাকৃতিক হেয়-গুণাদ্যতীত নিত্য-জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ যাঁহাতে অশেষ রূপে বর্ত্তমান তিনিই ভগবৎ শব্দ বাচ্য।

এতাবৎ যাহা উক্ত হইল, এই সমুদায়ই পূর্ব্বের ন্যায় বিশেষ্য ও বিশেষণ বিশিষ্টতা রূপে বিবেচনীয়। এবং যে সমস্ত বিশেষণের কথা বলা হইল উহা যে অপ্রাকৃত তাহাও উক্ত হইবে;—

অরূপ ও পানিপাদাদি-অসংযুক্ত এই বিশেষণ দুইটি পূর্ব্বোক্ত—"ব্রহ্ম" আখ্যায় অভিহিত কেবল মাত্র বিশেষ্যাবির্ভাব বা অসম্যক আবির্ভাব, নিষ্ঠ। "ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টি সম্পূর্ণ বর্ত্তমান ইহা কেবল বিশেষণ নিষ্ঠ। বিভু, সর্ব্বগ, ইত্যাদি বিশিষ্ট নিষ্ঠ। কিম্বা "অরূপ ও পানিপাদাদি রহিত" এই বিশেষণগুলি উক্ত শ্রীভগবানের প্রাকৃত রূপাদির নিষেধক। অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য মাত্রই উৎপত্তি-বিনাশশীল, ঐ উৎপদ্যমান বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধও উৎপত্তি-বিনাশশীল। শ্রীভগবদ্ বিগ্রহে যখন প্রাকৃত রূপাদি নাই বলা হইল, তখন উহার সংযোগ সম্বন্ধরূপ অনিত্য সম্বন্ধের পরিহার করা হইয়াছে, কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ রূপ নিত্য সম্বন্ধ পরিহৃত হয় নাই।

ভগবদ্গুণের নিত্যসম্বন্ধতা।

ন্যায়মতে অপ্রাপ্ত বস্তু-দ্বয়ের পরস্পর প্রাপ্তি বা মিলনকে সংযোগ বলা হয়। শ্রীভগবদ্বিগ্রহে সেরূপ অঙ্গাদি সংযোগ নাই। উক্ত সংযোগ ত্রিবিধ প্রথম এক কর্ম্ম জন্য, দ্বিতীয় উভয় কর্ম্ম জন্য, তৃতীয় সংযোগ জন্য সংযোগ। ১। পর্ব্বতাদিতে শ্যেনাদি পক্ষীর অবতরণরূপ একক্রিয়া জন্য সংযোগ। ২। বিবাদকারী মেষদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি ধাবনরূপ উভয় ক্রিয়া জন্য সংযোগ। ৩। বৃক্ষাদির সহিত হস্তের সংযোগে বৃক্ষাদির সহিত শরীরের সংযোগ।

ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে সমবায় একটি পদার্থ, বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে—

"ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" (ভাষা, ১১)

এখানে ঘটাদি পদের ষষ্ঠী ও কপালাদি পদের সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ প্রতিযোগিত্বের ও অনুযোগিত্বের পরিচায়ক সমবায়াদি সম্বন্ধে অনুযোগিত্ব, প্রতিযোগিত্ব প্রয়োজনীয়; উক্ত গ্রন্থের মুক্তাবলী টীকায় লিখিয়াছেন "অবয়বাবয়বিনোর্জাতিব্যক্ত্যোর্গুণগুণিনো ক্রিয়াক্রিয়াবতো নিত্যদ্রব্যবিশেষয়োশ্চ যঃ সম্বন্ধঃ স সমবায়ঃ।" অর্থাৎ অবয়বির সহিত অবয়বের, জাতিতে ব্যক্তির, গুণে গুণির, ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবানের যে সম্বন্ধ উহাই সমবায় সম্বন্ধ নামে উক্ত হইয়া থাকে। মহর্ষি কণাদ "ইহেদমিতিযতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ" প্রশস্তপাদমুনি ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন— "অযুত সিদ্ধানামাধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহেতি প্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ।" আধার্য্যাধারভূত অযুতসিদ্ধ পদার্থের পরস্পর যে সম্বন্ধ তাহারই নাম সমবায়। অতএব সমবায়ে আধার্য্যাধারভাব প্রয়োজনীয়। সুতরাং সমবায় নিত্যসম্বন্ধ।

বিভু—সর্ব্ব-বৈভব-যুক্ত, ব্যাপী-সর্ব্বব্যাপক, অব্যাপ্য-যিনি অপরের দ্বারা ব্যাপ্য হয়েন না, এবম্ভূত ব্রহ্ম স্বরূপ বস্তুই ভগবৎ শব্দের বাচ্য, উহা যে লক্ষ্য নহে, তাহাই এখানে নির্দ্ধারিত হইতেছে; অর্থাৎ গঙ্গা শব্দ যেমন নদীবিশেষের বাচক, তদ্রূপ ভগবৎ শব্দ সেই ব্রহ্মের বাচক, উহা তটাদি শব্দের ন্যায় লক্ষ্য নহে। বাচক ও লক্ষ্যক সম্বন্ধের আলোচনায় দেখা যায়, শব্দের সাধারণতঃ অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য্যাখ্যা চারিটি বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে শব্দের উচ্চারণ মাত্র তাহার যে মুখ্যঅর্থ উহাই অভিধা; "সঙ্কেতিতার্থস্য বোধনাদগ্রিমা অভিধা" (সাহিত্য, দ, ২।১১) যেমন "গো, শব্দ উচ্চারণ মাত্র গলকম্বল বিশিষ্ট এক জাতীয় প্রাণী, এই অর্থ বোধ হইয়া থাকে।

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"ব্যক্তি—অভিধাবৃত্ত্যা বোধয়তি অর্থান্ ইতি বাচকঃ।" অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি দ্বারা যে শব্দ যে অর্থের প্রকাশ করে তাহারই নাম বাচ্যার্থ, এবং ঐ শব্দ উহার বাচক।

লক্ষ্যার্থ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"লক্ষণা শক্য সম্বন্ধ স্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ" (ভাষাপরি—৮২)

অর্থাৎ তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হইলে শক্য সম্বন্ধে অর্থ বিশেষের যে উপস্থিতি উহাই লক্ষ্যার্থ, ঐ শক্তির নাম লক্ষণা শক্তি। সাহিত্য দর্পণে "লক্ষ্যো লক্ষণয়ামতঃ"। শব্দশক্তি প্রকাশিকায় লিখিত হইয়াছে; "যাদৃশার্থস্য সম্বন্ধবতি শক্তস্তু যত্তবেৎ। তত্র তল্লক্ষকং নাম তচ্ছক্তিবিধুরং যদি।" অর্থাৎ যাদৃশ অর্থে সম্বন্ধযুক্ত শব্দ যে নামে সঙ্কেতিত উহা যদি তাদৃশ অর্থ প্রকাশে শক্তি শূন্য হইয়া অর্থান্তরকে লক্ষ্য করে, তাহা হইলে ঐ শব্দকে লক্ষক বলা হয়।

ভগবৎ-শব্দ ব্রহ্মের বাচক লক্ষক নহে।

যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" শব্দ উচ্চারিত হইলে গঙ্গাশব্দ জলময় নদী বিশেষ অর্থে সঙ্কেতিত ছিল, কিন্তু জলে ঘোষের বাস অসম্ভব হওয়ায়, গঙ্গা শব্দ পূর্ব্ব সঙ্কেতিত নদী বিশেষার্থে শক্তিশূন্য হওয়ায়, তটের লক্ষক হইতেছে তট হইতেছে লক্ষ্য, এবং যে শক্তির দ্বারা তটকে লক্ষ্য করিল ঐ শক্তির নাম লক্ষণা শক্তি। লক্ষণাশক্তি সম্বন্ধে অলঙ্কার শাস্ত্রে, ন্যায়শাস্ত্রে যথেষ্ট বিচার ও বিভাগের বিষয় লিখিত হইয়াছে, এখানে উহার বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। ফলতঃ যে শব্দ যখন তাহার অভিধার্থের বাচক হইয়া, সহোক্ত অন্য শব্দের সহযোগিত্বের দায়ে ভিন্নার্থকে বোধ করায় তখন সে শব্দের লক্ষ্যার্থ অবলম্বন করিতে হয়। এখানে ভগবৎ শব্দ গঙ্গাদি শব্দের ন্যায় ব্রহ্মস্বরূপের লক্ষক নহে, উহাও ব্রহ্মের বাচক, যেহেতু ভগবান বলিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মই অভিহিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ—গঙ্গায় ঘোষ-নিবাসের অসম্ভাবনা বশতঃ গঙ্গাপদে গঙ্গাতট লক্ষিত হইতেছে। এখানে ভগবৎ শব্দোক্ত গুণাদির ব্রহ্মে অসম্ভাবনা নাই; যেহেতু ব্রহ্ম ও ভগবান তত্ত্বতঃ একই বস্তু, গুণাদির আবির্ভাব ও অনাবির্ভাবে যে অবস্থা দ্বয়, উক্ত অবস্থাদ্বয়ের পৃথক নাম মাত্র। নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানে যদ্রূপ বস্তুর পার্থক্য হয় না উপলব্ধির তারতম্য মাত্র, তদ্রূপ এখানেও বস্তুর কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং ভগবৎ শব্দ ব্রহ্মেরও বাচক নিশ্চয় হওয়ায়, অক্ষরের সমতায় পূর্ব্ব কল্পিত নিরুক্তের আশ্রয়ে "ভগবৎ" শব্দের বিশেষ অর্থ করিতেছেন;

নিরুক্ত বেদের ষড়ঙ্গের এক অঙ্গ যথা—

"শিক্ষাকল্প ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষন্তথা।
ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদাঙ্গান্ বৈদিকাবিদুঃ॥"

উক্ত নিরুক্ত পাঁচপ্রকার ;

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌচাপরৌ বর্ণবিকার নাশৌ।
ধাতুস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্।"

অর্থাৎ বর্ণের আগম, বর্ণেরবিপর্য্যয়, বর্ণবিকার, বর্ণের লোপ, এবং গণনির্দ্দিষ্ট অর্থ ব্যতিরিক্ত ধাতুর ভিন্নার্থ কল্পনা, নিরুক্তে এই পাঁচপ্রকার বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। মহামতি যাস্কের নিরুক্ত টীকায় দেবরাজযজ্ঞ লিখিয়াছেন—

"শব্দলক্ষণ পরিজ্ঞানং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ব্যাকরণাৎ এবং শব্দার্থ নির্ব্বচন পরিজ্ঞানং নিরুক্তাৎ"

অর্থাৎ যেমন ব্যাকরণ হইতে সর্ব্বশাস্ত্রের শব্দার্থ পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ নিরুক্ত হইতেও শব্দার্থ নির্ব্বচন জ্ঞান সম্পন্ন হয়। বৈদিক অর্থে ইহার বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভগবৎ-শব্দের নিরুক্তি।

নিরুক্তানুসারে সম্ভর্ত্তা—যিনি নিজ ভক্তের পোষক। ভর্ত্তা—ধারক বা স্থাপক। নেতা—নিজ ভক্তির ফল-স্বরূপ প্রেমের প্রাপক। গময়িতা স্বলোক প্রাপক, অর্থাৎ যিনি স্বীয় ভক্তগণকে স্বীয় নিত্যধাম পাওয়াইয়া থাকেন। স্রষ্টা—যিনি নিজভক্তের সম্বন্ধে স্বকীয় সমুদয় গুণের আবির্ভাব করাইয়া থাকেন। তন্মধ্যে জগৎপোষকত্বাদি কতকগুলি কার্য্য পরম্পরাক্রমে তাঁহাতে জানিতে হইবে উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। ঐশ্বর্য্য—সর্ব্ববশীকারিতা। বীর্য্য—মণি মন্ত্রাদির অনির্ব্বচনীয় প্রভাব। যশ—বাক্য মন ও শ্রীবিগ্রহাদির সাদ্‌গুণ্যখ্যাতি। শ্রী—সর্ব্বপ্রকার সম্পদ। জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞতা। বৈরাগ্য—প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি। ইঙ্গনা—সংজ্ঞা। পূর্ব্বোক্ত ভগবৎ শব্দের অক্ষর সাম্য পক্ষে অর্থাৎ ভ, গ, ব, শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করিলে ভগববান্ এইরূপ বলা কর্ত্তব্য হইলেও, বৈদিক অনুশাসনে মতুপ্ প্রত্যয়ের বকারের লোপ হইয়া, ভগবান্ পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

সম্ভর্ত্তা ইত্যাদি শব্দের সম্ভর্ত্তৃত্বাদি রূপ অর্থেই তাৎপর্য্য অবধারিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে "সুপ তিঙন্ত চয়োবাক্যং" অর্থাৎ সুবন্ত ও তিঙন্ত পদ সমুহই বাক্য। এসম্বন্ধে শব্দ শাস্ত্রে সুবিস্তর আলোচনা করিয়া "তিঙুচয় সুপ্‌চয় সম্বন্ধো বাক্যম্" অর্থাৎ তিঙ্ সমূহ ও সুপ সমুহের সম্বন্ধে যে বাক্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং "পচতি ভবতি" এখানে "পচতি" একটী তিঙন্তপদ "ভবতি"ও অপর একটী তিঙন্তপদ, এতদুভয় পদের সমূহে একটী বাক্য হইয়া "পাকো ভবতি" অর্থাৎ পাক হইতেছে, এই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ সুবন্তচয়ের ও উদাহরণ যথা "প্রকৃতি সিদ্ধমিদম্ হি মহাত্মনাং" ইহা মহাত্মার প্রকৃতি সিদ্ধ, এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ বিদ্যমান অর্থে, অস্তি ও ভবতির প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং উক্ত স্থলে তিবাদির পৃথক কোন অর্থ বা সংখ্যাদি প্রকাশ না হইয়া কেবল ধাত্বর্থ মাত্রই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদিচ "পচতি" বলিলেই পাক হইতেছে বুঝায়, তথাপি তৎসহ "ভবতি" পদের মিলনে বাক্য রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ এখানেও "ভগব" বলিলেই উহা ব্রহ্মের বাচক রূপে বোধিত হইলেও, উহার উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করা হইয়াছে, ভগব ও যে তত্ত্বের বাচক, উহার উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া নিরুক্তানুসারে ব-কারের লোপ করিয়া যে "ভগবৎ" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে উহাও সেই তত্ত্বেরই বাচক।

উক্ত ষড়্ ভগের জ্ঞান ও শক্ত্যাদির যে লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উহার প্রকারান্তরে অর্থ করিতেছেন ; জ্ঞান—

অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, শক্তি—ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য। বল—শরীরের শক্তি। তেজ—কান্তি। অশেষ প্রকারে—সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, অতএব পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরাণের কারিকাবলম্বনে ভগবৎ শব্দ বাচ্য বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, ঐগুলি শ্রীভগবানের বিশেষণ—ঐ বিশেষণ বিশিষ্ট ভগবান, কিন্তু ঐ সমুদয়ের দ্বারা উপলক্ষিত নহেন, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।

যেহেতু এখানে নিত্যযোগে মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া ভগবান্ পদ নিস্পন্ন হইয়াছে, যথা—"নিত্যযোগে মতুপ্" এই সূত্রে প্রথমান্ত শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে মতুপ আদি প্রত্যয় হইয়া থাকে এবং অন্যান্য অর্থেও হয়—"ভূমনিন্দা প্রশংসায়াং নিত্যযোগেঽতিশায়নে সংসর্গেঽস্তি বিবক্ষায়াং মত্বাদয়ো ভবন্ত্যমী" অর্থাৎ বহুত্ব নিন্দা প্রশংসা, নিত্যযোগ, অতিশায়ন ও সংসর্গার্থে অস্তি বিবক্ষা হইলে মত্বাদি প্রত্যয় হইয়া থাকে। নিত্যযোগ শব্দের অর্থ নিয়ত-সম্বন্ধ, সুতরাং যাহার সহিত যে নিয়ত সম্বন্ধ, উহা কখন উপলক্ষণ হইতে পারে না।

এবম্প্রকার পূর্ণাবির্ভূত ভগবৎ তত্ত্বই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মতত্ত্বের ন্যায় জীবাদি নিয়ন্তৃত্ব রূপ ধর্ম্মাশ্রয়ে অর্থাৎ যে অবস্থায় তিনি জীব হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদের নিয়ন্তা হন, তদবস্থায় স্ফুরিত হইয়া, অথবা জীবনিয়ন্তা রূপে প্রতিপাদিত হইয়া, আত্মারও শ্রেষ্ঠ আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা এই আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। যদিচ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—তিনটি শব্দ প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের অর্থে বিদ্যমান আছেন বা প্রযুক্ত হইয়া থাকেন, তথাপি উক্ত বিভিন্ন ভাবে বিভিন্নাবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য খ্যাপনের নিমিত্তই পৃথক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। (শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি সূত মহাশয়ের উক্তি) ॥৩॥

এবমেব প্রশ্নোত্তরাভ্যাং বিবৃণোতি—

রাজোবাচ— "নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
নিষ্ঠামর্হথ নোবক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ॥" [ভাং ১১।৩।৩৫]

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ--
"স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য যত্ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥" [ভাং ১১।৩।৩৬]

অত্র প্রশ্নস্যার্থঃ। নারায়ণাভিধানস্য ভগবতঃ। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেত্যাদিপ্রসিদ্ধতত্সমুদায়তৃতীয়তয়া পাঠাৎ। "নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে" ইত্যত্র স্পষ্টীভাবিত্বাচ্চ। নিষ্ঠাং তত্ত্বম্। প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরমাহ, স্থিতীতি। যৎ স্থিত্যাদিহেতুরহেতুশ্চ ভবতি যচ্চ জাগরাদিষু সদ্বহিশ্চ ভবতি যেন চ দেহাদীনি সংজীবিতানি সন্তি চরন্তি তদেকমেব পরং তত্ত্বং প্রশ্নক্রমেণ নারায়ণাদিরূপং বিদ্ধীতি যোজনীয়ম্। তথাপি ব্রহ্মত্বস্পষ্টীকরণায় বিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যায়তে। তত্রৈকস্যৈব বিশেষণভেদেন তদবিশিষ্টত্বেন চ প্রতি-পাদনাৎ তথৈব তত্তদুপাসকপুরুষানুভবভেদাচ্চাবির্ভাবনাম্নোর্ভেদ ইত্যুত্তরবাক্যতাৎপর্য্যম্। এতদুক্তং ভবতি। স্বয়মহেতুঃ স্বরূপশক্ত্যেকবিলাসময়ত্বেন তত্রোদাসীনমপি প্রকৃতিজীবপ্রবর্ত্তকাখ্যপরমাত্মা-পরপর্য্যায়স্বাংশলক্ষণপুরুষদ্বারা যদস্য সর্গস্থিত্যাদিহেতুর্ভবতি তদ্ভগবদ্রূপং বিদ্ধি। পরমাত্মতা চৈবমুপতিষ্ঠতী-ত্যাহ, যেন হেতুকর্ত্রা আত্মাংশভূতজীবপ্রবেশনদ্বারা সংজীবিতানি সন্তি দেহাদীনি তদুপলক্ষণানি প্রধানাদি-সর্ব্বাণ্যেব তত্ত্বানি যেনৈব প্রেরিততয়ৈব চরন্তি স্বস্বকার্য্যে প্রবর্ত্তন্তে তৎ পরমাত্মরূপং বিদ্ধি। তথাচ—

"তস্মৈ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে" (ভাং ১০। ২৮) ইত্যত্র—

বরুণকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবৌ টীকা চ—"পরমাত্মনে সর্ব্বজীবনিয়ন্ত্রে" ইত্যেষা। জীবস্যাত্মত্বং তদপেক্ষয়া তস্য পরমত্বমিত্যতঃ পরমাত্মশব্দেন তত্সহযোগী স এব ব্যজ্যতে ইতি। তত্তদবিশিষ্টত্বেন ব্রহ্মত্বমাত্রঞ্চৈবমুপতিষ্ঠতীত্যাহ, "স্বপ্নেতি।" যদেব তত্তত্ত্বং স্বপ্নাদৌ অন্বয়েন স্থিতং যচ্চ তদ্বহিঃ শুদ্ধায়াং জীবাখ্যশক্তৌ তথা স্থিতং চকারাৎ ততঃ পরত্রাপি ব্যতিরেকেণ স্থিতং স্বয়মবিশিষ্টং তদ্‌ব্রহ্মরূপং বিদ্ধীতি। শ্রীনারদঃ ॥৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্থলে কোথায় কিরূপ বলা হইয়াছে, তাহার প্রকাশাভিপ্রায়ে প্রথম নিমি মহারাজের প্রশ্নে, নবযোগেন্দ্রের অন্যতম পিপ্পলায়ন মহাশয় যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট-তত্ত্ব বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মহাত্মগণ! আপনারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতএব পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ আখ্যায় অভিহিত ব্রহ্ম ও পরমাত্মার স্বরূপ বা তত্ত্ব আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। কারণ্ আপনারা উক্ত তত্ত্ব বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন।

অদ্বয় তত্ত্বের অবস্থাভেদে নামান্তর।

নিমিরাজের প্রশ্নের তাৎপর্য্যানুশীলনে পূর্ব্বোক্ত "বদন্তি" শ্লোকোক্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ আখ্যায় যাহা তৃতীয় স্থলে অভিহিত সেই তত্ত্বেরবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা পরবর্ত্তি "নারায়ণে তুরীয়াখ্যে" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট উক্ত হইবে। এখানে যেমন এক অদ্বয়-তত্ত্ব সাধকের সাধন-তারতম্যে আবির্ভাবের তারতম্যানুসারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তদ্রূপ সেই ভগবান্ তাঁহার বিচিত্র জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্যের জন্য অবস্থানুসারে বিভিন্ন রূপে ও নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। উক্ত নারায়ণমূর্ত্তি সম্বন্ধে লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যথা—

"যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্, স তদেকাত্মরূপকঃ।
স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ॥" (লঘু, ভা, কৃ, ১৪)

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের টীকা যথা—

"তদেকাত্মরূপস্য লক্ষণং, যদ্রূপমিতি তদভেদেন—স্বয়ংরূপৈক্যেন। আকৃত্যাদিভিঃ—অঙ্গসন্নিবেশেন চরিতৈশ্চ, অন্যাদৃক্ ততোঽন্যইব দৃশ্যতে, ন তু অন্যঃ; আকৃতিঃ কথিতা রূপে সামান্য বপুষোরপি" ইতি বিশ্বঃ। স ইতি তদেকাত্মরূপঃ।" বিলাসো যথা—"স্বরূপমন্যাকারং"—(১)

নারায়ণাভিধানস্য শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"নারায়ণ পরোমায়াং তরতীত্যুক্তে পৃচ্ছতি নারায়ণাভিধানস্যেতি। নিষ্ঠাং স্বরূপং। অয়ং ভাবঃ ব্রহ্মৈব তাবন্নারায়ণ ইতি ভগবানিতি পরমাত্মেতি চোচ্যতে। তদুক্তং "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।" ইতি, "তথা নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতং। গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ।" ইত্যাদিষু তত্র কিমেভিঃ শব্দৈর্নির্বিশেষং তদেব বস্তুচ্যতে অস্তি বা কোঽপি বিশেষাংশ ইতি।"

অর্থাৎ এক ব্রহ্মই এই নারায়ণাদি বিভিন্ন নামে উক্ত হইয়া থাকেন। তত্ত্ববিদ্‌গণ এক অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ নামে শব্দিত হন। আরো উক্ত হইয়াছে যিনি স্বরূপতঃ মায়াদিগুণের অতীত হইয়াও, সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় মায়া গুণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ শ্রীভগবান নারায়ণকেই বিশ্বের স্রষ্টারূপে প্রতীতি হইয়া থাকে। এস্থলে নারায়ণ শব্দ ও ভগবান শব্দ এক ভগবত্তত্ত্বকে উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত

(১) তত্ত্ব—সন্দর্ভ ১৩ পৃ—

হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, এই সকল পৃথক্ পৃথক্ শব্দের দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বস্তুই অভিহিত হইতেছেন অথবা ইহাদিগের নামানুরূপ কোন বিশেষ অবস্থা আছে ? এতদুত্তরে দেখা যাইতেছে, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার উক্ত অদ্বয়-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যনির্দ্দেশ করতঃ এক তত্ত্বেরই অবস্থাভেদে যে বিভিন্ন নাম স্বীকার করিয়াছেন ; উহা শ্রীস্বামিপাদেরও সম্মত। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্বামিপাদ "নিষ্ঠাং স্বরূপং" এখানে যে নিষ্ঠা শব্দের স্বরূপ—এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; উহা তত্ত্বার্থদ্যোতক ; পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে স্বরূপ শব্দ যে তত্ত্বার্থে বিশেষ সঙ্গত এবং সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা স্থির নিশ্চয় হইবে।

নিমিরাজের প্রশ্নের ক্রমানুসারে, পিপ্পলায়ন মহাশয় উত্তর করিলেন "হে নরেন্দ্র ! যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ হইয়াও স্বয়ং কারণাতীত, তিনিই নারায়ণ। যিনি স্বপ্ন, জাগ্রত, সুষুপ্তি কালে ও তদতিরিক্ত সমাধি অবস্থাতেও বিদ্যমান থাকেন, তিনি ব্রহ্ম। যাঁহার দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ ও হৃদয়াদি সংজীবিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে চালিত হইতেছে, তিনি পরমাত্মা। অবস্থাভেদে নারায়ণাদি নামে অভিহিত হইলেও তাঁহাকে এক পর-তত্ত্ব বলিয়াই জানিবে।

অর্থাৎ এখানে ব্রহ্মতত্ত্বকে বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার অভিপ্রায়ে উহাই ভিন্ন ক্রমাবলম্বনে ব্যাখ্যা করিতেছেন ; "বদন্তি" শ্লোকোক্ত অদ্বয়তত্ত্বই—বিশেষণ ভেদে উপাসকের উপাসনানুগত অনুভবানুসারে অবিশিষ্ট ও বিশিষ্ট আবির্ভাবের সহিত নামের বিভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাই এখানের মূল তাৎপর্য্য।

যিনি স্বয়ং অহেতু ও একমাত্র নিজ স্বরূপ শক্তির বিলাসময়তা দ্বারা প্রকৃতির প্রতিও উদাসীন এবং উদাসীন হইয়াও যিনি প্রকৃতি ও জীবের প্রবর্ত্তকাবস্থায়, পরমাত্মনামা নিজ অংশ লক্ষণ পুরুষ দ্বারা এই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদির হেতু হন, উঁহাকে ভগবদ্রূপ বলিয়া জানিবে। এবং উক্ত তত্ত্বের পরমাত্মাবস্থাও সহজেই উপস্থাপিত হইতেছে ; অর্থাৎ যেরূপের দ্বারা আত্মাংশভূত জীবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন, এবং দেহাদি তাবৎ ও দেহাদি পদে উপলক্ষিত প্রধানাদি তত্ত্বসকল যাঁহার প্রেরণায় স্ব স্ব বিভিন্ন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উক্ত জীব-প্রেরণাবস্থার-রূপই পরমাত্মার মূর্ত্তি বা স্বরূপ জানিবে।

এই কথাই বরুণ কৃত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তবে "তস্মৈ নমো ভগবতে" এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মস্বরূপেও অবস্থান করিতেছেন সেই ভগবানকে প্রণাম করি। এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ পরমাত্মা শব্দের সর্ব্বজীব নিয়ন্তা এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ; (পরমাত্মনে সর্ব্বজীব নিয়ন্ত্রে) এই জীব নিয়ন্তা শব্দ হইতে অপর একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব স্বতঃই প্রকাশ পাইয়াছে, জীব স্বতঃ চেতন এবং উহার আত্মতা বিদ্যমান থাকিলেও "পরম" শব্দ হইতে পরমাত্মার তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা স্পষ্টই অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবং পরমাত্মাকে জীবের নিয়ন্তা এই বিশেষণে অভিহিত করায় ; পরমাত্মার সহযোগিত্বে জীবাত্মারও নিত্যাবস্থিতি সম্যক্ প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

অতএব উক্ত ধর্ম্ম সকলের অনভিব্যক্তাবস্থায় কেবলানুভূতিই যে ব্রহ্ম আখ্যায় অভিহিত হন, তাহাও পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত "যৎস্বপ্ন" ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ যে এক তত্ত্ব স্বপ্নাদি সময়ে জীবের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করেন, যাহা বাহিরে অর্থাৎ সমাধির অবস্থায় শুদ্ধ জীবাখ্য শক্তিতে এবং তুরীয়াবস্থাতেও যিনি ব্যতিরেকে অবস্থান করেন ; কিন্তু এই সকল অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়াও স্বয়ং যিনি অবিশিষ্ট থাকেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। (ইহা দেবর্ষি নারদের উক্তি) ॥৪॥

ইদমেব ত্রয়ং সিদ্ধি প্রসঙ্গেঽপ্যাহ, ত্রিভিঃ—

"বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে।
স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞচোদনাম্ ॥

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দ শব্দিতে।
মনো ময্যাদধদ্যোগী মদ্ধর্ম্মাবসিতামিয়াৎ॥
নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।
পরানন্দমবাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে॥" (ভা ১১।১৫।১৫-১৭)

টীকাচ—"ত্র্যধীশ্বরে ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তরি। অতএব কাল বিগ্রহে আকলয়িতৃরূপে অন্তর্য্যামিণি। তুরীয়াখ্যে—

বিরাট্ হিরণ্য গর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুরিত্যেবং লক্ষণে।
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ তদ্বতি ভগবচ্ছব্দ শব্দিতে।"

ইত্যেষা। শ্রীভগবান্॥ ৫॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

একাদশ স্কন্ধোক্ত সিদ্ধি প্রসঙ্গে উক্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিষয়ে শ্লোক ত্রয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—"কাল বিগ্রহ অর্থাৎ অন্তর্য্যামী ত্র্যধীশ্বর বিষ্ণুতে চিত্ত ধারণ করিলে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রেরণা রূপ ঈশিত্ব লাভ হইয়া থাকে। মদ্ধর্ম্মা যোগী তুরীয় বলিয়া অভিহিত সেই ভগবান নারায়ণ যে আমি, সেই আমাতে মন স্থাপিত করিয়া বসিতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে বিশদ মন অর্পিত হইলে, বিবিধ কামনা পরিশূন্য হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে।"

এখানে স্বামিপাদ "ত্র্যধীশ্বরে" শব্দে ত্রিগুণ মায়ার নিয়ন্তা, এবং "কাল বিগ্রহে" শব্দে অন্তর্য্যামী এইরূপ ব্যাখ্যা করায়; পূর্ব্বোদ্দিষ্ট মায়াশক্তির প্রাচুর্য্য—সম্বলিত চিৎশক্তির অংশ অন্তর্য্যামী পরমাত্মার উদ্দেশেই ইহা বলা হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

দ্বিতীয় শ্লোকে তুরীয় শব্দের ব্যাখ্যায় "বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই তিনটি উপাধি, পরমেশ্বরের এই উপাধিত্রয়ের অতীতাবস্থার নাম তুরীয়াবস্থা।" এই তুরীয় অবস্থায় ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌ভগ বিশিষ্ট অর্থাৎ নিত্য ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানে এইরূপ ব্যাখ্যা করায় ইহা যে শ্রীভগবানের উদ্দেশেই বলা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে।

তৃতীয় শ্লোকের "নির্গুণেব্রহ্মণি" এই শব্দে স্পষ্টতঃই শক্তিবর্গ ও তদ্ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মই এই শ্লোকের বিষয় তাহা দেখান হইয়াছে। অতএব পূজ্যপাদ গ্রন্থকার সাধকের তারতম্যে অদ্বয়-তত্ত্বের যে বিভিন্ন নাম রূপাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা স্বামিপাদেরও অননুমোদিত নহে। (ইহা শ্রীভগবানের উক্তি)॥ ৫॥

অথ বদন্তীত্যাদ্যস্য পদ্যস্য প্রত্যবস্থানং যাবৎ তৃতীয় সন্দর্ভমুদ্ভাব্যতে। তত্র যোগ্যতা বৈশিষ্ট্যে-নাবির্ভাববৈশিষ্ট্যং বক্তুং ব্রহ্মাবির্ভাবে তাবদ্যোগ্যতামাহ—

"তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্যতে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥" (ভা ১০।১৪।৬)

যদ্যপি ব্রহ্মত্বে ভগবত্বে চ দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্তং তথাপি হে ভূমন্ স্বরূপেণ গুণেন চানন্ত তে তবাগুণস্য

অনাবিষ্কৃত স্বরূপভূতগুণস্য যো মহিমা মহত্ত্বং বৃহত্ত্বং ব্রহ্মত্বমিতি যাবৎ। "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি" শ্রুতেঃ (বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ) স তব মহিমা অমলান্তরাত্মভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণৈঃ জনৈঃ বিবোদ্ধুমর্হতি তেষাং বোধে প্রকাশিতুমর্হতি সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ। কস্মান্নিমিত্তাৎ তত্রাহ স্বানুভবাৎ শুদ্ধত্বম্পদার্থস্যবোধাৎ। নন্বনুভবঃ খল্বন্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ সা চ স্থূলসূক্ষ্মদেহবিকার মধ্যেব সতী কথং নির্ব্বিকারত্বম্পদার্থং বিষয়ং কুর্ব্বীত তত্রাহ, অবিক্রিয়াৎ ত্যক্ততত্তদ্বিকারাৎ। নন্বু বিষয়াকার এবানুভবো বিষয়মুপাদদীত শুদ্ধত্বম্পদার্থস্তু ন কস্যাপি বিষয়ঃ স্যাৎ প্রত্যগ্রূপত্বাৎ তত্রাহ, অরূপতঃ রূপ্যতে ভাব্যতে ইতি রূপো বিষয়ঃ তদাকারতারহিতাৎ। দেহদ্বয়াবেশবিষয়াকারতারাহিত্যে সতি স্বয়ং শুদ্ধত্বম্পদার্থঃ প্রকাশত ইতি ভাবঃ। নন্বু সূক্ষ্মচিদ্রূপত্বম্পদার্থানুভবে কথং পূর্ণচিদাকাররূপমদীয়ব্রহ্মস্বরূপং স্ফুরতু তত্রাহ, অনন্যরোধ্যাত্মতয়া, চিদাকারতাসাম্যেন শুদ্ধত্বম্পদার্থৈক্যবোধ্যস্বরূপতয়া। যদ্যপি তাদৃগাত্মানুভবানন্তরং তদনন্যবোধ্যতাকৃতৌ সাধকশক্তির্নাস্তি তথাপি পূর্ব্বং তদর্থমেব কৃতয়া সর্ব্বত্রাপ্যুপজীব্যয়া সাধনভক্ত্যারাধিতস্য শ্রীভগবতঃ প্রভাবাদেব তদপি তত্রোদয়ত ইতি ভাবঃ। তদুক্তং বদন্তীত্যাদিপদ্যানন্তরমেব—

> "তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
> পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥" ইতি (ভা ১।২।১২)

সত্যব্রতং প্রতি শ্রীমৎস্যদেবোপদেশে চ—

> "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
> বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥" ইতি (ভা ৮।২৪।৩৮)

ব্রহ্ম শ্রীভগবত্ত্বম্॥ ৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার "বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকাবলম্বনে উক্ত অদ্বয় তত্ত্ব যে ত্রিবিধ নামে ও রূপে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহা বিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়া দেখাইবার মানসে, পরমাত্মাখ্য তৃতীয় সন্দর্ভের উদ্ভাবন করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধকের যোগ্যতানুসারে উক্ত তত্ত্বের আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যের বিষয় বলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ব্রহ্মতত্ত্বাবির্ভাবের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলিতেছেন। যথা—

ব্রহ্মতত্ত্বাবির্ভাবের যোগ্যতা।

"হে ভূমন্! নির্গুণ তোমার মহিমা নির্ম্মল আত্মা সাধুগণই বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহাদের তাবৎ বিকার বিদূরিত হওয়ায় তাঁহারা শুদ্ধ ত্বম্ পদার্থের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বিষয়াকার পরিশূন্য শুদ্ধ ত্বম্ পদার্থের ঐক্যবোধ ব্যতিরেকে তোমার তত্ত্বাববোধের অন্য উপায় নাই।"

অর্থাৎ একতুমিই নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ভগবান্ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাক, তথাপি তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও সগুণ ভগবত্তত্ত্ব এতদুভয়ই সমান দুর্জ্ঞেয়, হে ভূমন্! স্বরূপভূতগুণ সমূহের দ্বারা অনন্ত যে তুমি তোমার সেই অগুণাবস্থায়, যখন তুমি তোমার স্বরূপ-ভূতগুণ সমূহের অনভিব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত থাক, তৎকালে তোমার মহিমা যাহা মহত্ত্ব, বৃহত্ত্ব বা ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ যে মহিমার আশ্রয়ে ব্রহ্ম আখ্যায় অভিহিত হও উক্ত তত্ত্ব বিশুদ্ধান্তঃকরণ সাধুগণেরই বোধগোচর হইয়া থাকে। তাঁহারাই তোমাকে জানিতে পারেন। কারণ শুদ্ধ ত্বম্ পদার্থের বোধে তাঁহারা স্বানুভবানন্দী

হওয়ায়, আর কোন বাহ্যবিকার থাকে না, সুতরাং তোমার প্রকাশ অসম্ভব হয় না। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে; যে অনুভব অন্তঃকরণের বৃত্তি উহা স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ বিকারময়ী, এই বিকারময়ী বৃত্তি কিরূপে নির্ব্বিকার ত্বম্ পদার্থকে বিষয় করিতে পারে? তৎসমাধান কল্পে একটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—"অবিক্রিয়াৎ" অর্থাৎ নির্ব্বিকার ব্রহ্মোপরাগ দ্বারা লবণাকর নিপাত ন্যায়ে (জলে লবণনিক্ষেপ করিলে উহা যেমন জলের সহিত মিশিয়া জল হইয়া যায়) যাহা হইতে সমস্ত বিকার বিদূরিত হইয়াছে। পুনশ্চ আশঙ্কা হইতেছে; অনুভব বিষয়াকার উহা বিষয়কেই গ্রহণ করিয়া থাকে, শুদ্ধ ত্বম্ পদার্থ কাহারও বিষয় নহে, যেহেতু উহাকে প্রত্যক্ রূপ (প্রতিশরীরে গমন করেন বলিয়া প্রত্যক্) বলা হইয়াছে? এই আশঙ্কার সমাধান জন্য বলিয়াছেন "অরূপতঃ" অর্থাৎ রূপ অর্থে যাহা ভাবিত হয়—তাহাই রূপ বা বিষয়, উহা যাহার নাই তাহাই অরূপ; স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহাবেশ রূপ যে বিষয়, তাহার পরিত্যাগে যৎকালে কেবল শুদ্ধ ত্বম্ পদার্থ মাত্রই প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদবস্থাই অরূপাবস্থা; উক্তাবস্থায় তৎপ্রতীতির বাধ হয় না। পুনরপি আশঙ্কা হইতে পারে যে ত্বম্ পদার্থকে সূক্ষ্ম চিদ্রূপ এবং ব্রহ্মবস্তুকে পূর্ণচিদাকার বলা হইয়াছে; অতএব সূক্ষ্মচিৎস্বরূপ ত্বম্ পদার্থের জ্ঞানে পূর্ণচিদাকার মদীয় ব্রহ্ম-স্বরূপের স্ফূর্ত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিয়াছেন "অনন্য বোধ্যাত্মতয়া" অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও পূর্ণরূপে পরস্পর পার্থক্য থাকিলেও চিদ্রূপে কোন পার্থক্য না থাকায়, ত্বম্ পদার্থের সহিত উহার ঐক্য বোধই ব্রহ্মাববোধের কারণ। যদিচ তাদৃশ ব্রহ্ম বা পূর্ণচিদাত্মানুভবের পর একত্ব বোধে দ্বিতীয় কোন সাধক শক্তি নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; তথাপি পূর্ব্বে তাদৃশ বোধের নিমিত্ত কৃতপ্রযত্ন সাধকের সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনে একমাত্র আশ্রণীয়া যে সাধন ভক্তি; ঐ সাধন ভক্তির দ্বারা আরাধিত শ্রীভগবানের প্রভাবই এখানে কারণ, অর্থাৎ ঐক্যবোধেচ্ছু সাধকের যে আকাঙ্ক্ষা তদভিলষিত বাঞ্ছার পুরণ জন্য বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের কৃপাশক্তির প্রভাবেই সূক্ষ্ম চিদ্বস্তুতে পূর্ণচিদ্রূপ ব্রহ্মের আবির্ভাবে পরস্পরের অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে।

অতএব সাধক "ব্রহ্মাস্মি" বা "সোঽহং" অবস্থা নিজের শক্তি বা সাধন বলে যে লাভ করিতে পারে না, তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে, এবং তৎসাহচর্য্যে যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্ব্বথা নির্গুণ, নির্ধর্ম্মক বা নির্ব্বিশেষ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত-ও খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং সাধক শক্তি যে অকিঞ্চিৎকর তাহা বলাই বাহুল্য। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীভগবানের অনভিব্যক্ত—শক্তি বা অসম্যক আবির্ভাব তত্ত্ব বলিয়া যাহা নির্দেশ করিয়াছেন ইহা অতীব সমীচীন।

শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ংই—"বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকের পরবর্ত্তি শ্লোকে বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধাশীল মুনিগণ শ্রুত্যাদি শাস্ত্র প্রতিপাদিতা জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তাভক্তি দ্বারা আত্মাতে অদ্বয় আত্মতত্বের জ্ঞান বা দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্তা ভক্তির দ্বারা সেবিতা যে প্রেম লক্ষণা ভক্তি, ঐ ভক্তি বলে সাধক নিজের সাধনের অনুকূল—তদীয় ইচ্ছা বা কৃপা বলে কখন কেবল স্বরূপে, কখন জীবাখ্য মায়া-শক্তির আশ্রয় রূপে, কখন পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি গুণ ও লীলাদির আশ্রয় রূপে দর্শন পাইয়া থাকেন।

সত্যব্রতের প্রতি শ্রীমৎস্য দেবের উপদেশ হইতেও তাঁহার কৃপার বিষয় অবগত হওয়া যায়; "পরব্রহ্ম সংজ্ঞায় অভিহিত আমার মহিমা, যদ্রূপে হৃদয়ে বরণ করিয়াছ, আমার কৃপায় উহা জানিবে বা উক্ত মূর্ত্তির দর্শন পাইবে।"

সুতরাং জীবের সাধন-সহকৃত-ভগবৎকৃপা সর্ব্বত্রই কারণ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

তাদৃশাবির্ভাবমাহ, সার্দ্ধেন—

"শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।

শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা॥

তদ্বৈপদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥ (ভা ২।৭।৪৭)

অয়মর্থঃ। সর্ব্বতো বৃহত্তমত্বাদ্ ব্রহ্মেতি যদ্বিদুস্তৎ খলু পরমস্য পুংসো ভগবতঃ পদমেব; নির্ব্বিকল্পতয়া সাক্ষাৎকৃতেঃ প্রাথমিকত্বাৎ, ব্রহ্মণশ্চ ভগবত এব নির্ব্বিকল্পসত্তারূপত্বাৎ, বিচিত্ররূপাদিবিকল্প-বিশেষবিশিষ্টস্য ভগবতস্তু সাক্ষাৎকৃতেস্তদনন্তরজত্বাৎ, তদীয়স্বরূপভূতং তদ্ব্রহ্ম তৎসাক্ষাৎকারাস্পদং ভবতীত্যর্থঃ। নির্ব্বিকল্পব্রহ্মণস্তস্য স্বরূপলক্ষণমাহ, প্রতিবোধমাত্রমিতি অজস্রসুখমিতি চ। জড়স্য দুঃখস্য চ প্রতিযোগিতয়া প্রতীয়তে যদ্বস্তু যচ্চ নিত্যং তদেকরূপং তদ্রূপমিত্যর্থঃ। যৎ আত্মতত্ত্বং সর্ব্বেষামাত্মনাং মূলম্। আত্মাহি স্বপ্রকাশরূপতয়া নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদতয়া চ তত্তদ্রূপেণ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। অথ তস্য সুখরূপস্য অজস্রত্বে হেতুমাহ, শশ্বৎ প্রশান্তং নিত্যমেব ক্ষোভরহিতম্, তদ্বদভয়ং ভয়শূন্যং, বিশোকং শোকরহিতঞ্চেতি। নচ সুখরূপত্বে তস্য পুণ্যজন্যত্বং স্যাদিত্যাহ, শব্দো ন যত্রেতি। যত্র ক্রিয়ার্থো যজ্ঞাদ্যর্থঃ পুরুকারকবান্ শব্দো ন প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু-"ঔপনিষদঃ পুরুষঃ" ইত্যাদিরীত্যা কেবলমুপনিষদেব প্রকাশিকা ভবতীত্যর্থঃ। পুনঃ সুখস্বরূপত্বে চেন্দ্রিয় জন্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি শুদ্ধমিত্যাদিনা। তত্র শুদ্ধং দোষরহিতম্। সমমুচ্চাবচতাশূন্যম্। সদসতঃ পরং কারণকার্য্যবর্গাদুপরিস্থিতম্। কিং বহুনেত্যাহ, মায়া চ যস্যাভিমুখে যদুন্মুখতয়াস্থিতে জীবন্মুক্তগণে বিলজ্জমানৈব পরৈতি পলায়তে ততো দূরং গচ্ছতীত্যর্থঃ। শ্রীব্রহ্মা নারদম্॥ ৭॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত অদ্বয় তত্ত্বের সাধন তারতম্যে আবির্ভাব তারতম্যের বিষয়ে, ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা সার্দ্ধ শ্লোকে উক্ত হইতেছে;

"যে ব্রহ্মে যজ্ঞাদি বহুকারক সাধ্য শব্দ প্রবর্ত্তিত হয় না, এবং মায়াও যাঁহার অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে না। (এমন কি ভগবদুন্মুখ জীবন্মুক্তগণের সম্মুখেও আসিতে পারে না)। সেই নিয়ত প্রশান্ত, অভয়, জ্ঞানৈকরস, শুদ্ধ, উচ্চাবচতা দোষপরিশূন্য অর্থাৎ কার্য্য-কারণাতীত নিত্য-সুখ-স্বরূপ আত্মাখ্য তত্ত্বকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, উহা পরম-পুরুষ শ্রীভগবানেরই পদ।"

অর্থাৎ সর্ব্বরকমের বৃহত্ত্ব ধর্ম্মের দ্বারা যিনি ব্রহ্ম আখ্যায় অভিহিত হইতেছেন, তিনি পরম পুরুষ ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ শ্রীভগবানেরই আবির্ভাব বা রূপ বিশেষ। লৌকিক ঘট পটাদি বস্তুর প্রত্যক্ষে যেমন প্রথম নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান, অনন্তর বিশেষ বোধ বা সবিকল্পক জ্ঞান হইয়া থাকে। এই জ্ঞানকে ন্যায় মতে বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞান বা নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বলা হয়; "জ্ঞানং যন্নির্ব্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয় মিষ্যতে" (ভাষাপরিচ্ছেদ) নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না উহা অতীন্দ্রিয়, একপক্ষে এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির সঙ্গতি করা যায়। অনন্তর বিশিষ্ট বুদ্ধির উদয়ে উহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; "বিশিষ্ট বুদ্ধৌ বিশেষণ জ্ঞানস্য কারণত্বাৎ তথাচ প্রথমতো ঘটঘটত্বয়োর্ব্বৈশিষ্ট্যানবগাহ্যেব জ্ঞানং জায়তে তদেব নির্ব্বিকল্পাত্মকং তচ্চ ন প্রত্যক্ষম্।......জ্ঞানে ঘটস্তত্র ঘটত্বং যঃ প্রকারঃ স এব বিশেষণমিত্যুচ্যতে।" এইরূপ দর্শনাভিলাষী সাধকের সম্বন্ধেও ভগবদ্দর্শনের প্রথম সোপানস্বরূপ নির্ব্বিকল্পক দর্শনই ব্রহ্মদর্শন, অর্থাৎ সৎ, চিদ্, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের যে প্রাথমিক জ্ঞান উহাই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। অনন্তর ঐ সৎ চিদ্ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মে যখন উক্ত সৎ চিদাদির ধর্ম্ম বা তাহার শক্তির জ্ঞান হইয়া, শক্ত্যাদি বিশেষণ বিশিষ্ট ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, উহাই বৈশিষ্ট্য জ্ঞান বা সবিকল্পক জ্ঞান। তৎকালে বৈশিষ্ট্য বুদ্ধির উদয়ে বিচিত্র শক্তি, গুণ, লীলাদি বিশিষ্ট শ্রীভগবন্মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে; তখন আর তিনি অতীন্দ্রিয় থাকেন না, ভগবদাকারে সাধক তাঁহার দর্শন পাইয়া থাকে। এবং উক্ত সবিকল্পক জ্ঞানের অবস্থাতে পূর্ব্বোক্ত "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে", ইত্যাদি শ্রুতিরও ভিন্নার্থ হইয়া থাকে, তখন শ্রুতি সেই অনন্ত গুণ লীলাদি শক্তি সম্পন্ন শ্রীভগবানের

বিষয় সম্পূর্ণরূপে কি করিয়া আমাদের বাক্যের বিষয় হইবেন এই কথা বলিলেন, অর্থাৎ তিনি কখনও সম্পূর্ণরূপে আমাদের বাক্যের বিষয় হইতে পারেন না। এইরূপে শ্রুত্যর্থেরও সাফল্য রক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম একেবারে বাক্যের অবিষয় এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না।

সুতরাং উক্ত বিচিত্র রূপ গুণ লীলাদি বিশেষ বিশিষ্ট শ্রীভগবানের নির্ব্বিকল্পক সত্তা স্বরূপই ব্রহ্ম ইহা স্বীকৃত হইতেছে। অনন্তর উক্ত লীলাদি বিশিষ্ট শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। অতএব শ্রীভগবানের স্বরূপভূত ব্রহ্ম তদীয় সাক্ষাৎকারের প্রথম সোপান বা আস্পদ। এই শ্লোকে উক্ত নির্ব্বিকল্পক তত্ত্ব বা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ করিয়াছেন :—প্রতিবোধ অর্থে জ্ঞান, এবং নিত্যসুখ; ইহাতে জড় ও দুঃখের প্রতিযোগী রূপে যে বস্তুর প্রতীতি হয় উহাই সুখ শব্দে অভিহিত হইতেছে, প্রতিযোগী বলিলে যে বস্তুতে যাহা নাই, বা যাহাতে যাহার অভাব আছে, ঐ বস্তু উহার প্রতিযোগী। জড় ও দুঃখের প্রতিযোগী বলিলে যাহা চেতন ও সুখ তাহা পাওয়া গেল। আবার জগতে সুখ বলিয়া যাহার ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন ভোজনাদি জন্য তৃপ্তি এক জাতীয় সুখ, কিন্তু এসুখ ক্ষণিক, ঐ সুখ তজ্জাতীয় নহে, উহা নিত্য এজন্য "অজস্র সুখং" এইরূপ বলা হইয়াছে অর্থাৎ ঐ সুখই হইয়াছে একমাত্র স্বরূপ যাঁহার; এমন যে আত্মা অর্থাৎ যিনি সকল আত্মার মূল তিনিই ব্রহ্ম। আত্মা স্বয়ং প্রকাশ রূপে ও নিরুপাধি পরম প্রেমের আস্পদ রূপে উক্ত প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকেন। সুখস্বরূপ ব্রহ্মের অজস্রত্বের প্রতি কারণ দেখাইয়াছেন, যিনি সকল কালে ও সকল অবস্থায় প্রশান্ত অর্থাৎ নিয়ত ক্ষোভ পরিশূন্য, অতএব ভয়াদি যে কিছু ক্ষোভের কারণ হইতে পারে ঐসমস্ত কারণ যাঁহাতে নাই, যিনি সম্পূর্ণ শোক রহিত তিনিই ব্রহ্ম। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে ব্রহ্মকে সুখ স্বরূপ বলায় তাঁহার পুণ্য জনকতা না আসিবে কেন? শাস্ত্রে পাপ দুঃখের ও পুণ্য সুখের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাতঞ্জলদর্শনের সাধন পাদে উক্ত হইয়াছে "তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ" (পা, সা, ১৪), ঐ ভাষ্যে যথা "তে জন্মায়ুর্ভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুখফলাঃ অপুণ্যহেতুকাঃ দুঃখফলা ইতি" অর্থাৎ জন্মায়ু ও ভোগ রূপ বিপাক পুণ্যকর্ম্মহেতুক হইলে সুখ রূপ শুভফল প্রদান করে। অপুণ্য হেতুক হইলে দুঃখ রূপ অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

এ জাতীয় পুণ্য পাপের আশঙ্কা ব্রহ্মে আসিতে পারে না। উক্ত নিয়ম জীব সাধারণের পক্ষে, কারণ জীবে অবিদ্যা স্পর্শে ক্ষোভ, ভয় ও শোকাদি আপতিত হইয়া সুখ দুঃখাদি আনয়ন করে; এবং তৎকালে জীবের নিত্য সুখ আচ্ছাদিত হওয়ায় শুদ্ধতার তিরোধান ঘটে এবং কর্ম্মের বিষয়ীভূত করিয়া ফেলে। অবিদ্যাই উহার মূল কারণ, "অনিত্যাঽশুচি দুঃখানাত্মসু নিত্যশুচি সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা" (পাতঞ্জল, সাধন, ৫) ব্রহ্মের সুখ রূপতা জীবের মত নহে, তজ্জন্য একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে "শব্দো ন যত্র" শব্দ যাঁহাতে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, অর্থাৎ বহুকারক সাধ্য যজ্ঞাদি দ্বারা উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্যাদি ক্রিয়া ফলের প্রবর্ত্তক শব্দ প্রযোজিত হয় না। তাহার অপর তাৎপর্য্য—শব্দ আকাশের গুণ ঐশব্দে মায়ার সম্বন্ধ বিদ্যমান; মায়া স্বয়ং যাঁহার অভিমুখে অবস্থান করিতে পারে না, সেস্থলে শব্দের অভিগমন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! তবে যে মায়াতীত শ্রীভগবানের ধ্যানাদির বিষয় উক্ত হইয়াছে এবং তাঁহাকে ঔপনিষদ পুরুষ বলা হয়, উহা অপ্রাকৃত নিত্য অপৌরুষেয় শব্দকে আশ্রয় করিয়া। (ক)

অপার করুণানিধান শ্রীভগবানের উদ্দেশে ভক্তিপ্লাবিত হৃদয়ে ভক্তমুখোচ্চারিত শব্দকে শ্রীভগবান নিজ কৃপা শক্তিতে গ্রহণ করিয়া থাকেন বা সেই শব্দের বেদ্য হয়েন এবং ভক্তকে প্রার্থিত স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব ভগবৎ স্বরূপের শব্দবেদ্যত্ব তাঁহার নিজ কৃপা শক্তি বলে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

কিন্তু অদ্বৈতগুরু কল্পিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, প্রাকৃত অপ্রাকৃত উভয় বিধ শব্দেরই অবিষয় হইয়া পড়েন, "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং" এই শ্রুত্যুক্ত ঔপনিষৎ সমাখ্যা বাধিত হইয়া পড়ে। পূজ্যপাদ শ্রী-ভাষ্যকার লিখিয়াছেন "নির্ব্বিশেষ বস্তুবাদি-

(ক) তত্ত্ব-সন্দর্ভ ৮০ পৃষ্ঠা।

ভির্নির্ব্বিশেষবস্তুনীদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্। সবিশেষ বস্তু বিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্......ন নির্ব্বিশেষ বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্"।

অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ বস্তুবাদিগণ নির্ব্বিশেষ বস্তুতে এইটি প্রমাণ একথা বলিতে পারেন না। কারণ সকল প্রমাণই সবিশেষ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। অতএব শব্দও নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রমাণ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের ঔপনিষৎ সমাখ্যা রক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রমাণের বিষয় করিতে হইলে, নির্ব্বিশেষ শব্দের অনভিব্যক্ত বিশেষ অবস্থাই নির্ব্বিশেষ অবস্থা এইরূপ অর্থই সঙ্গত হইতেছে; বিশেষতঃ "বৃংহতি বৃংহয়তি" ইত্যাদি যে শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম সংজ্ঞা হইয়াছে, ঐ শ্রুতিই বৃহত্ব ধর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্মকে শক্তিময় রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন; "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিরই বা গতি কি হইবে? অতএব শ্রীভগবানের অসম্যক্ বা নির্ব্বিশেষ আবির্ভাবই ব্রহ্ম, এবং তাঁহার সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মেও শব্দ বা প্রমাণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্ট উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানম-বেদহংব্রহ্মাস্মি" (৬।৪।১০) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মময় ছিল, তিনি আপনাকে "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া জানিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মকে স্বগতভেদ পরিশূন্য বা নির্ব্বিশেষ বলা একেবারেই কল্পনা।

এক্ষণে উক্ত ব্রহ্মকে সুখস্বরূপ বলা হইলেও, উহা যে ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ নহে, তাহা "শুদ্ধং সমং" ইত্যাদি বিশেষণে ব্যক্ত হইয়াছে; শুদ্ধ দোষ রহিত, সম উচ্চাবচতা পরিশূন্য। সদ্ অসদ হইতে পর কার্য্য কারণ অবস্থারও উপরিচর। অধিক কি মায়া স্বয়ংই যাঁহার সম্মুখে যাইতে সক্ষম হয় না, অথবা "অভিমুখে" অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহার সাম্মুখ্য লাভ করিয়াছেন এমন জীবন্মুক্ত গণের নিকট স্বীয় শক্তি পরিচালনে অসমর্থা হওয়ায় লজ্জিতার ন্যায় তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে মায়া বা তাহার বৃত্তি যে নাই, উহা বলাই বাহুল্য। ইহা নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি॥ ৭॥

ব্যাপ্তিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ম্।
অতোঽত্র ব্রহ্মসন্দর্ভোঽপ্যবান্তরতয়া মতঃ॥

অথ ভগবদাবির্ভাবে যোগ্যতামাহ—

"ভক্তি যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্"। ইতি (ভা ১।৭।৪)

ব্যাখ্যাতমেব॥ ৮॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব ভগবত্তত্ত্বেরই অবান্তর রূপে স্থিরীকৃত হওয়ায়, ভগবত্তত্ত্বের বিষয় প্রকাশ করিলেই, ব্রহ্ম-তত্ত্ব স্বয়ংই প্রকাশিত হইবে; সুতরাং ব্রহ্ম সন্দর্ভের পৃথক অবতারণা করা হইল না; ব্রহ্ম-সন্দর্ভও ভগবৎ সন্দর্ভের অবান্তর জানিতে হইবে।

ভগবত্তত্ত্বাবির্ভাবের যোগ্যতা

এক্ষণে সাধকের কিরূপ অবস্থায়, এবং কিদৃশী যোগ্যতা লাভ হইলে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। মহর্ষি বেদব্যাস দেবর্ষি নারদের উপদেশে সমাহিত চিত্ত হইয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন যথা "ভক্তি যোগের দ্বারা চিত্ত সম্যক রূপে প্রণিহিত হইলে পর, সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণে তিনি পূর্ণ পুরুষ শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।" (১) ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে॥৮॥

(১) তত্ত্ব-সন্দর্ভ ৬৬—৬৯ পৃষ্ঠা।

তদিত্থং ব্রহ্মণা চোক্তম্—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্॥" ইতি (ভা ৩। ৯। ১১)

শ্রীসূতঃ॥ ৯॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীভগবানের আবির্ভাবের যোগ্যতা সম্বন্ধে ব্রহ্মারও এইরূপ উক্তি দেখা যায়;—

"হে নাথ! শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে ত্বদীয় সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায় স্বরূপ শ্রবণ কীর্ত্তণাদি লক্ষণ সাধনের যে পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, ভজনের উক্ত পথাবলম্বী-ভক্ত শাস্ত্র-পরিজ্ঞাত তোমার যে শ্রীমূর্ত্তির সন্দর্শন অভিলাষ করিয়া আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, উক্ত আরাধনার ফলে যখন ভক্তের হৃদয়-পদ্ম প্রেমের উজ্জ্বল ছটায় প্রোদ্ভাসিত হইয়া উঠে, হে অনন্ত মহিম! প্রেমোদ্ভাসিত সেই ভক্তহৃদপদ্মে তুমি তদীয় ঈপ্সিত শ্রীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাক।" শ্রীভগবানের আবির্ভাবে ভক্তবশ্যতাই উক্ত হইয়াছে। ভক্তিযোগ শব্দে প্রেম, অর্থাৎ সাধন ভক্তির দ্বারা চিত্তনির্ম্মল হইলে, যখন উহার পরাকাষ্ঠারূপা প্রেম উদ্ভাসিত হয় বা সেই অবস্থায় সাধক উপনীত হয়, তখন শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শনের যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রি প্রভৃতি শাস্ত্রানুশীলন-লব্ধ নিজ বুদ্ধি বিশেষ দ্বারা অথবা স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞান পরিবর্জ্জিত হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহানুভব-আচার্য্য-বুদ্ধি পরিভাবিত যে মূর্ত্ত্যাদির ভাবনা করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য সেই মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া থাক। যদি বল শ্রবণমাত্রেই তাহারা কিরূপে আমার বহু মূর্ত্তির জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে? এবং উক্ত জ্ঞান থাকিলেও আমার বহুরূপের মধ্যে কি প্রকারেই বা একতর মূর্ত্তিতে নিষ্ঠা হয়? সেই জন্য বলিয়াছেন "উরুগায়!" অর্থাৎ বেদে তুমি বহু মূর্ত্তিতে গীত হইয়াছ। অথবা হে শ্রীকৃষ্ণ! উপাসকের নিজ নিজ মত্যনুসারে তোমার যে রূপেরই ভাবনা করুক না কেন, তুমি তোমার নিজ ভক্ত-বৎসল স্বভাবে তাহাদিগকে সেই আকাঙ্ক্ষিত শ্রীমূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাক। শ্রুতি বলেন "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মাবৃণুতে তনুং স্বাং" এখানে স্পষ্টতঃই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রীভগবানের নিজ কৃপাসম্বলিত শ্রীমূর্ত্তির প্রকটনই পাওয়া যাইতেছে। শ্রুতিতেও দেখা যায়—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥" (কঠ, ২।২৩)

এখানে শ্রবণ মননাদি সাধনের অকিঞ্চিৎকরতার সহিত, ভক্তি এবং তৎসম্বলিত শ্রীভগবানের কৃপাই তদীয় শ্রীমূর্ত্তি সাক্ষাৎকারের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে॥ ৯॥

তদাবির্ভাব মাহ সার্দ্ধৈর্দশভিঃ—

"তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহ সাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চমিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥
শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্বাহব উন্মিষণ্মণিপ্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ॥

প্রবাল বৈদূর্য্যমৃণালবর্চ্চসঃ পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমৌলিমালিনঃ।
ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতোবিরাজতে লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্ ॥
বিদ্যোতমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ।
শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ ॥
প্রেঙ্খং শ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈর্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী।
দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং শ্রিয়ঃপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ ॥
সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদিভিঃ স্বপার্ষদাগ্র্যৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্।
ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং প্রসন্নহাসারুণলোচনাননম্ ॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া।
অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ ॥
যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্।
তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরো হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ ॥
ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ যৎ পারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে।
তং প্রীয়মাণং সমুপস্থিতং কবিং প্রজাবিসর্গে নিজশাসনার্হণম্।
বভাষ ঈষৎস্মিতশোচিসা গিরা প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশম্ ॥”

(ভা ২। ৯। ৯—১৯)

তস্মৈ ভগবদাজ্ঞা-পুরস্কারেণ শ্রীনারায়ণাহ্বয়পুরুষনাভিপঙ্কজে স্থিত্বৈব তত্তোষণৈস্তপোভির্ভজতে ব্রহ্মণে সভাজিতস্তেন ভজনেন বশীকৃতঃ সন্ স্বলোকং বৈকুণ্ঠং ভুবনোত্তমম্ ভগবান্ সম্যগ্ দর্শয়ামাস। যদ্ যতো বৈকুণ্ঠাৎ পরম্ অন্যৎ বৈকুণ্ঠং পরং শ্রেষ্ঠং ন বিদ্যতে পরমভগবদ্বৈকুণ্ঠত্বাৎ। যদ্বা যদ্ যতো বৈকুণ্ঠাৎ পরং ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং পরং ভিন্নং ন ভবতি। স্বরূপশক্তিবিশেষাবিষ্কারেণ মায়য়ানাবৃতং তদেব তদ্রূপমিত্যর্থঃ। অগ্রেত্বিদং ব্যক্তীকরিষ্যতে। তাদৃশত্বে হেতুঃ ব্যপেতেতি স্বদৃষ্টেতি চ। “অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ” (পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ৩ সূ) বিমোহস্তৈঃ বৈচিত্ত্যং সাধ্বসং ভয়ং ব্যপেতানি সংক্লেশাদীনি যত্র তম্। স্বস্য দৃষ্টং দর্শনং তদ্বিদ্যতে যেষাং তৈরাত্মবিদ্ভিরপি অভিতঃ সর্ব্বাংশেনৈব স্তুতং শ্লাঘিতম্।

“অথতে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্।
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ং প্রভম্ ॥
ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য চ।
প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্ ॥” (ভা ৩। ১৬)

ইতি তৃতীয়াৎ। পুনস্তাদৃশত্বমেব ব্যনক্তি, প্রবর্ত্ততে ইতি। যত্র বৈকুণ্ঠে রজস্তমশ্চ ন প্রবর্ত্ততে। তয়োর্মিশ্রং সহচরং জড়ং যৎ সত্ত্বং ন তদপি। কিন্তু অন্যদেব। তচ্চ যা সৃষ্টিস্থাপয়িষ্যমাণা মায়াতঃ পরা

ভগবৎস্বরূপশক্তিঃ তস্যাঃ বৃত্তিত্বেন চিদ্রূপং শুদ্ধসত্ত্বাখ্যংসত্ত্বমিতি তদীয়প্রকরণ এব স্থাপয়িষ্যতে। তদেব চ যত্র প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে—

"লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্ গুণসংযুতম্।
অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতম্॥" ইতি।

পাদ্মোত্তর খণ্ডে তু বৈকুণ্ঠনিরূপণে তস্য সত্ত্বস্যাপ্রাকৃতত্বং স্ফুটমেবদর্শিতম্। যত উক্তং প্রকৃতি-বিভূতিবর্ণনানন্তরম্—

"এবং প্রাকৃত রূপায়া বিভূতেরূপমুত্তমম্।
ত্রিপাদ্বিভূতিরূপস্তু শৃণু ভূধরনন্দিনি!
প্রধান পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥
তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরম্ পদম্॥
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্।" ইত্যাদি। (পাদ্ম, উ, ২৫৫। ৫৬-৫৮)

প্রাকৃত গুণানাং পরস্পরাব্যভিচারিত্বমুক্তং সাংখ্যকৌমুদ্যাম্—"অন্যোন্যমিথুনবৃত্তয়ঃ" ইতি। তট্টীকায়াঞ্চ অন্যোন্য সহচরা অবিনাভাববর্ত্তিন ইতি যাবৎ"। ভবতি চাত্রাগমঃ "অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে, সর্ব্বে সর্ব্বত্র গামিনঃ। রজসো মিথুনং সত্ত্বম্" ইত্যাদ্যুপক্রম্য—"নৈষামাদিশ্চ সংযোগো বিয়োগো বোপলভ্যতে"। ইতীতি। তস্মাদত্ররজসোঽসদ্ভাবাদসৃজ্যত্বং তমসোঽসদ্ভাবাদনাশ্যত্বং প্রাকৃত সত্ত্বা-ভাবাচ্চ সচ্চিদানন্দরূপত্বং তস্য দর্শিতম্। তত্র হেতুঃ ন চ কালবিক্রম ইতি। কালবিক্রমেণ হি প্রকৃতিক্ষোভাৎ সত্ত্বাদয়ঃ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে। তস্মাদ্ যত্রাসৌ ষড়্ভাববিকারহেতুঃ কালবিক্রম এব ন প্রবর্ত্ততে তত্র তেষামভাবঃ সুতরামেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ তেষাং মূলত এব কুঠার ইত্যাহ, "ন যত্র মায়েতি"। মায়াত্র জগৎসৃষ্ট্যাদ্যিহেতুর্ভগবচ্ছক্তির্ন তু কাপট্যমাত্রম্। রজ আদি নিষেধেনৈব তদ্ব্যুদাসাৎ। অথবা যত্রতয়োঃ সম্বন্ধি সত্ত্বং প্রাকৃতসত্ত্বং যৎ তদপি ন প্রবর্ত্ততে। মিশ্রমপৃথগ্‌ভূতগুণত্রয়ং প্রধানঞ্চ। অতএব ঈশিত-ব্যাভাবাৎ কালমায়ে অপি ন স্তঃ ইতি। অগ্রে মায়াপ্রধানয়োর্ভেদো বিবেচনীয়ঃ। কৈমুত্যেনোক্তমেবার্থং দ্রঢ়য়তি কিমুতাপরে ইতি। তয়োর্বিমিশ্রং কিঞ্চিদ্রজস্তমোমিশ্রং সত্ত্বঞ্চ নেতি ব্যাখ্যা তু পিষ্টপেষণমেব। সামান্যতো রজস্তমোনিষেধেনৈব তৎপ্রতিপত্তেঃ। নন্বু গুণাদ্যভাবান্নির্ব্বিশেষ এবাসৌ লোক ইত্যাশঙ্ক্য তত্র বিশেষস্তস্যাঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকায়াঃ স্বরূপানতিরিক্তশক্তেরেব বিলাসরূপ ইতি দ্যোতয়ংস্তমেব বিশেষং দর্শয়তি হরেরিতি। সুরাঃ সত্ত্বপ্রভবা অসুরা রজস্তমঃপ্রভবাস্তৈরর্চ্চিতাঃ তেভ্যোঽর্হত্তমা ইত্যর্থঃ। গুণাতীতত্বাদেবেতি ভাবঃ। তানেব বর্ণয়তি, "শ্যামাবদাতা" ইতি। শ্যামাশ্চ অবদাতা উজ্জ্বলাশ্চ ইতি, পদ্মনেত্রাঃ, পীতবস্ত্রাঃ, সুরুচঃ অতিকমনীয়াঃ, সুপেশসঃ অতিসুকুমারাঃ, উর্ম্মিমন্তঃ ইব প্রভাবন্তো মণিপ্রবেকা-

মণ্যুত্তমা যেষু তানি নিষ্কাণি পদকাঞ্চ্যাভরণানি যেষাং তে, সুবর্চ্চস স্তেজস্বিনঃ, প্রবালেতি—কেঽপি তেভ্যো শ্রীভগবৎসারূপ্যং লব্ধবন্তোঽন্যে প্রবালাদি সমবর্ণাঃ। পুনরপি লোকং বর্ণয়তি, ভ্রাজিষ্ণুভিরিতি। শ্রীর্যত্রেতি শ্রীঃ স্বরূপশক্তিঃ। রূপিণী তৎপ্রেয়সীরূপা। মানং পূজাম্। বিভূতিভিঃ স্বসখীরূপাভিঃ প্রেঙ্খমান্দোলনং বিলাসেন শ্রিতা। কুসুমাকরো বসন্তঃ তদনুগা ভ্রমরাস্তৈর্বিবিধং গীয়মানা। স্বয়ং প্রিয়স্য হরেঃ কর্ম্ম গায়ন্তী ভবতি। দদর্শেতি। তত্র লোক ইতি প্রাক্তনানাং যচ্ছব্দানাং বিশেষ্যম্। অখিলসাত্বতাং সর্ব্বেষাং সাত্বতানাং যাদববীরাণাং পতিঃ।

"শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতির্ধিয়াংপতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধক বৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাংপতিঃ॥" (ভা ২।৪।১৯)

ইতি একবাক্যসম্বাদিত্বাৎ। ভৃত্যপ্রসাদেতি। দৃগেব আসব ইব দ্রষ্টৄণাং মদকরী যস্য তম। শ্রিয়া বক্ষোবামভাগে স্বর্ণরেখাকারয়া। অধ্যর্হণীয়েতি। চতস্রঃ শক্তয়ো ধর্ম্মাদ্যাঃ, পাদ্মোত্তরখণ্ডে যোগপীঠে ত এব কথিতাঃ, ন বহিরঙ্গা অধর্ম্মাদ্যা ইতি। তথাহি—

ধর্ম্ম-জ্ঞান তথৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণরূপৈর্নিত্যং বৃতং ক্রমাদ্" ইতি। (পাদ্ম, উ ২৫৬। ২৩)

সমন্তাস্তস্তথাশব্দপ্রয়োগস্ত্বার্থঃ। ষোড়শশক্তয়শ্চণ্ডাদ্যাঃ তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে তত্রৈব—"চণ্ডাদিদ্বারপালৈস্তু কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিতাঃ" ইতি। (পাদ্ম, উ ২৫৬। ১৪) নগরীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

তে চ—"চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্‌দ্বারে যাম্যে ভদ্রসুভদ্রকৌ।
বারুণ্যাং জয়বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃবিধাতরৌ॥
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ
শঙ্কুকর্ণ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ॥
এতে দিক্‌পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুর্য্যাগত্র শুভাননে॥" (পাদ্ম, উ ২৫৬।১৫-১৭) ইতি।

কুমুদাদয়স্তু দ্বৌদ্বাবগ্নেয়াদিদিক্‌পতয় ইতি শেষঃ। পঞ্চশক্তয়ঃ কূর্ম্মাদ্যাঃ তথাচ তত্রৈব—

"কূর্ম্মশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয়স্ত্রয়ীশ্বরঃ।
ছন্দাংসি সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ পীঠরূপত্বমাস্থিতাঃ॥" (পাদ্ম 'উ' ২৫৬। ২৪) ইতি।

ত্রয়ীশ্বর ইতি বৈনতেয়বিশেষণম্। তস্য ছন্দোময়ত্বাৎ। তথাচ তত্রৈব যদ্যপ্যুত্তরখণ্ডবচনং তৎ পরব্যোমপরং তথাপি তৎসাদৃশ্যাদাগমাদিপ্রসিদ্ধেশ্চ শ্রীকৃষ্ণযোগপীঠমপি তদ্বজ্জ্ঞেয়ম্। অত্র ষোড়শ শক্তয়ঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব কৃষ্ণসন্দর্ভে পুরস্তাদুদাহরিষ্যমাণপ্রভাসখণ্ডবচনাৎ চ্যুতালম্বিন্যাদয় এব বা জ্ঞেয়া ইতি। স্বৈঃ স্বরূপভূতৈরৈশ্বর্য্যাদিভির্যুক্তম্। ইতরত্র যোগিষু অধ্রুবৈঃ আগন্তুকনশ্বরৈস্তৎপ্রসাদাদেব কদাচিত্তদাভাসরূপতয়ৈব প্রাপ্তৈরিত্যর্থঃ। স্বস্বরূপ এব ধামনি শ্রীবৈকুণ্ঠে রমমাণম্। অতএব ঈশ্বরং কথমপি পরাধীনসিদ্ধিত্বাভাবাৎ। তদ্দর্শনেতি যৎ পাদাম্বুজং পারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে ইতি

সচ্চিদানন্দঘনত্বং তস্য ব্যনক্তি। তং প্রীয়মাণমিতি। তং ব্রহ্মাণং ভগবান্ বভাষে। প্রজাবিসর্গে কার্য্যে নিজস্য স্বাংশভূতস্য পুরুষস্য শাসনে অর্হণং যোগ্যম্। নম্বসৌ পুরুষ এব তমনুগৃহ্লাতু শ্রীভগবতস্তু পরাবস্থত্বাৎ তেন প্রাকৃতসৃষ্টিকর্ত্রা সম্বন্ধোঽপি ন সম্বদ্ধ ইত্যাশঙ্ক্য তস্য ভক্তবাৎসল্যাতিশয় এবায়মিত্যাহ, প্রিয়ং তস্মিন্ প্রেমবন্তম্। যতঃ সোঽপি প্রেমবশঃ। তত্রাপি প্রীয়মাণমিতি প্রীতমনা ইতি চ বিশেষণং তদানীং প্রেমোল্লাসাতিশয়দ্যোতকম্। তং প্রতি ভগবৎপ্রীতিচিহ্নদর্শনেন তস্যাপি তত্র প্রীত্যতিশয়ং ব্যঞ্জয়তি, ঈষৎস্মিতশোচিষা গিরেতি করে স্পৃশন্নিতি চ। শ্রীশুকঃ ॥১০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

ভক্তি ভাবিত চিত্তে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের বিষয় সার্দ্ধদশশ্লোকে উক্ত হইতেছে; যথা—

শ্রীভগবানের আবির্ভাব।

অনন্তর ভগবান ব্রহ্মার ভজনে পরিতুষ্ট হইয়া, ব্রহ্মাকে নিজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন। যে স্থান হইতে মহাক্লেশ, বিমোহ ও ভয় সম্পূর্ণ অপসৃত হইয়াছে, আত্মদর্শি-বিবুধগণের দ্বারা যাহা নিত্য অভিবন্দিত হইতেছে। রজঃ ও তমোগুণ এবং রজোতমোগুণ মিশ্রিত সত্ত্বগুণ যেখানে প্রবৃত্ত হইতে পারে না; যেখানে কালের পরাক্রম লক্ষিত হয় না, অধিক কি যেখানে মায়ারই অধিকার নাই,—সেখানে মায়িক অপর কোন বিকার যে নাই তাহা বলাই বাহুল্য! সুর ও অসুরগণ-সমর্চ্চিত শ্রীহরির পার্ষদগণ যেখানে অধিষ্ঠান করিতেছেন; ঐ সকল পার্ষদগণ সকলেই সমুজ্জ্বল ও শ্যামকান্তি, শতদল-লোচন, পীত বসন পরিহিত, একান্ত কমনীয় ও পরম সুকুমার, নিরতিশয় তেজস্বী এবং সকলেই চতুর্ভুজ, চাকচিক্যময় অত্যুৎকৃষ্ট মণিরত্নে বিজড়িত পদকালঙ্কারে সমলঙ্কৃত, সমুদ্ভাসিত কুণ্ডল কিরীট ও মালায় সুশোভিত; ঐ পার্ষদগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার প্রবাল, বৈদূর্য্য ও মৃণালের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। বিদ্যুদ্দাম-বিজড়িত জলদজালে শোভিত গগণতলের ন্যায়, যে বৈকুণ্ঠধাম চতুর্দ্দিকে মহাত্মাগণের দেদীপ্যমান বিমান পঙ্‌ক্তি ও বরাঙ্গনা কুলের পরমোজ্জ্বল কান্তিপুঞ্জে বিদ্যোতিত হইয়া বিরাজমান হইতেছে। লক্ষ্মী স্বয়ং যেখানে মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ বিভূতি সহযোগে বিপুলকীর্ত্তি শ্রীহরির চরণ যুগলের নানাপ্রকার সম্মাননা করিতেছেন; কুসুমাকর বসন্তের অনুগামী মধুকরগণ বিচিত্র স্বরে যাঁহার মহিমা গান করিতেছে; আর তিনিও বিলাসভরে দোদুল্যমান হইয়া নিজ প্রণয়ভাজনের কীর্ত্তিগানে নিরত রহিয়াছেন।

ব্রহ্মা এই বৈকুণ্ঠলোকে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদ শ্রেষ্ঠগণের দ্বারা পরিসেবিত নিখিল-ভক্তকুল-পতি বা যাদবগণের-পতি লক্ষ্মীপতি, যজ্ঞপতি, জগৎপতি, বিভুকে দর্শন করিলেন। তদীয় দৃষ্টি আসব রসের ন্যায় দর্শক বৃন্দের পরমানন্দ বিধান করিতেছে, তিনি ভৃত্যবর্গের প্রতি প্রসাদ বিতরণে অভিমুখীন হইয়া আছেন; তাঁহার প্রসন্ন বদন হাস্যে ও অরুণ-নয়নে পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে, তিনি চতুর্ভুজ তাঁহার পরিধানে পীত বসন, মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল এবং বক্ষঃস্থল লক্ষ্মী রেখায় অলঙ্কৃত; তিনি বরিষ্ঠ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; তিনি পরমেশ্বর, পঞ্চবিংশতি শক্তি তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন; যোগিজনে যাঁহার স্থিরতা নাই, অথচ যোগিজন যাঁহার কৃপায় কদাচিৎ আভাস মাত্র পাইয়া থাকেন; তিনি তাঁহার সেই অসাধারণ স্বাভাবিক পরমৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া স্বস্বরূপেই রমমাণ রহিয়াছেন।

এইরূপ নিজ লোকে নিজৈশ্বর্য্যে বিরাজিত শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া বিশ্ব-স্রষ্টা বিরিঞ্চির হৃদয় আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল, প্রেমানন্দাতিশয্যে শরীরে হর্ষোদ্গম হইল, এবং নয়ন হইতে আনন্দাশ্রুবিগলিত হইতে লাগিল; পরম-হংস পদবী জ্ঞানিগণের জ্ঞান মার্গের আশ্রয়ে যাহা বহু আয়াসে অধিগত হইয়া থাকে, ভগবানের সেই চরণাম্বুজে নমস্কার করিলেন। ভক্তানুকম্পী ভগবান দেখিলেন, ব্রহ্মা বিনয় নম্র-কন্ধরে কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার

প্রীতিবিধান করিতেছেন ; তখন ভগবানের হৃদয়ও প্রীতি-রসে উচ্ছসিত হইয়া উঠিল, তিনি সপ্রেম নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সম্বর্দ্ধনা সহকারে বিরিঞ্চির কর স্পর্শ করিলেন, এবং প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাকে নিয়োগার্হ জ্ঞান করিয়া, ঈষৎ স্মিতবিকাশে যাহার দীপ্তি বা সৌন্দর্য্য সমধিক প্রস্ফুরিত হইতেছে, এইরূপ বচন বিন্যাস পুরঃসর বলিতে লাগিলেন।"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের "তপ তপ" ইত্যাকার আজ্ঞানুসারে শ্রীনারায়ণাখ্য পুরুষের নাভিপঙ্কজে অবস্থান করিয়াই, তাঁহার তুষ্টিবিধায়ক তপস্যারূপ উপাসনা করিলে, ভগবান তপোরূপ উপাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, ব্রহ্মাকে নিজ ভুবনোত্তম বৈকুণ্ঠলোক সম্যক্ প্রকারে দর্শন করাইয়াছিলেন। যে বৈকুণ্ঠ হইতে অন্য শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ আর নাই, অর্থাৎ পরম বৈকুণ্ঠ যাহা শ্রীভগবানের নিজের ধাম। অথবা যে বৈকুণ্ঠ হইতে "পরং" কিনা ব্রহ্মাখ্যতত্ত্ব ভিন্ন নহে। তাহার কারণ নিজস্বরূপ শক্তি বিশেষের আবিষ্কারে যাহা মায়া কর্ত্তৃক অনাবৃত উহাই যাহার স্বরূপ (ইহা পরে বিশেষ ব্যক্ত হইবে)। মায়া কর্ত্তৃক অনাবৃতত্বের প্রতি দুইটি হেতু যথা "ব্যপেত" ও "স্বদৃষ্ট" ইত্যাদি। ব্যপেত অর্থাৎ অবিদ্যা; অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ, ইহা হইতেই বিমোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উক্ত সূত্রের ভাষ্যে অভিহিত হইয়াছে "তে স্যন্দমানা গুণাধিকারং দ্রঢ়য়ন্তি পরিণামমবস্থাপয়ন্তি, কার্য্যকারণ স্রোত উন্নময়ন্তি, পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রীভূত্বা কর্ম্মবিপাকং চ অভিনির্হরন্তি ইতি।" পাতঞ্জলের মতে অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচি বুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি এবং অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি রূপা অবিদ্যা। পুরুষ দৃক্ শক্তি এবং বুদ্ধি দর্শন শক্তি এতদুভয়ের একাত্মতার ন্যায় হওয়া অস্মিতা। সুখানুসরণে যে কামনা বা আসক্তি উহা রাগ। দুঃখের ভোগ হইতে অপরের প্রতি বা তৎ সাধনের প্রতি যে জিঘাংসা, মন্যু বা ক্রোধ উহাই দ্বেষ। সদ্যোজাত কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্বাভিজ্ঞ জ্ঞানিগণের মধ্যেও যে মরণ-ভীতি ও তজ্জন্য জীবন বাসনা উহাই অভিনিবেশ। এবম্বিধ ক্লেশ হইতেই গুণের অধিকারাদি দৃঢ় করিয়া জীবের কর্ম্ম-বিপাক বর্দ্ধিত করিতে থাকে ; এবং উত্তরোত্তর মোহ আনয়ন করে। অতএব এই বিমোহ জন্য চিত্তবিভ্রান্তি ও ভয়াদি যাহা হইতে বিদূরিত হইয়াছে। অর্থাৎ যে স্থানে ইহাদের অধিকার নাই। আত্মদর্শী (অথবা যাঁহারা ভগবানের দর্শন লাভ করিতেছেন) বিবুধগণের দ্বারা অভিসংস্তুত। তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মার উক্তিতে পাওয়া যায় ; "অনন্তর সেই মুনিগণ শ্রীহরিকে ও স্বয়ং প্রভ অর্থাৎ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় তদীয় বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করতঃ নিরতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছিলেন ; শ্রীভগবান এবং তাঁহার সেই বৈকুণ্ঠ লোক উভয়ই নয়নানন্দবর্দ্ধক, তখন প্রহৃষ্টচিত্ত মুনিগণ শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবানের অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বস্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন।"

"প্রবর্ত্ততে যত্র" ইত্যাদি শ্লোকে বৈকুণ্ঠ ধামের উক্ত স্বরূপের বিষয় বিশেষ উক্ত হইতেছে ; যে বৈকুণ্ঠ লোকে রজ ও তমো গুণ প্রবর্ত্তিত হয় না, রজ ও তমো গুণের সহচর সত্ত্বও সেখানে নাই ; কিন্তু তদিতর বিশুদ্ধ সত্ত্ব নামে অভিহিত মায়াতীত ভগবানের স্বরূপ শক্তির বৃত্তিভুত চিৎস্বরূপ যে সত্ত্ব উহাই সেখানের আস্পদ। পরে উক্ত প্রকরণে ইহা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে। শ্রীভাগবতের সহিত ঐকমত্যে নারদপঞ্চরাত্রীয় জিতন্তে স্তোত্রেও উক্ত হইয়াছে :—"প্রাকৃতিক গুণ ত্রয়াতীত দিব্যষড়গুণ-সম্পন্ন বৈকুণ্ঠ নামে ভগবানের যে লোক। যেখানে বৈষ্ণবেতর কাহারও যাইবার অধিকার নাই।" পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বর্ণনানন্তর বৈকুণ্ঠলোক নিরূপণ প্রসঙ্গে উক্ত সত্ত্বগুণের অপ্রাকৃতত্ব স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে ; যথা—"হে ভূধরনন্দিনি ! তোমাকে যে প্রাকৃত বিভূতির বিষয় বলিলাম, ইহা হইতে উৎকৃষ্ট নারায়ণের অপ্রাকৃত বিভূতির বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রধান ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজা নাম্নী পবিত্রা নদী প্রবাহিতা আছে, যাহাতে সর্ব্বদা বেদাঙ্গস্বেদ-উদ্ভূত জল প্রবাহিত হইতেছে, সেই নদীর অপর পারে পরব্যোমাখ্য পুরি বর্ত্তমান, যে পুরি নারায়ণের—স্বরূপ নিত্য, অক্ষয়, সর্ব্বদা শোভমান, অসীম, পরমমহিমা স্বরূপ, যাহা শুদ্ধসত্ত্বময় দিব্য ও অক্ষর এবং যাহা শ্রীভগবানের পদস্বরূপ।" অতএব উক্তধামে যে প্রাকৃতগুণের কোন সম্বন্ধ নাই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। উক্ত প্রাকৃতিক

গুণের পরস্পর অব্যভিচারিত্বের বিষয় সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদীতে উক্ত হইয়াছে—"অন্যোন্য মিথুনবৃত্তয়ঃ" ইহার টীকা—"অন্যোন্য সহচরাবিনাভাববর্তিন ইতি যাবৎ সমুচ্চয়ে ভবতি চাত্রাগমঃ "অন্যোন্য মিথুনাঃ সর্ব্বে, সর্ব্বে সর্ব্বত্র গামিনঃ রজসো মিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ। তমসশ্চাপি মিথুনে তে সত্ত্ব-রজসী উভে, উভয়োঃ সত্ত্বরজসো মিথুনং তম উচ্যতে। নৈষামাদিশ্চ সংযোগো বিয়োগো বোপলভ্যতে॥" (সাঙ্খ্যতত্ত্ব-১২)

অর্থাৎ পরস্পর সহচর যে গুণ, উহার অবিনাভাব বর্ত্তিতা বলিলে একগুণের সহিত গুণান্তরের অবস্থান বুঝায়, অতএব সহচর বলিলে একত্র বিচরণ একগুণের সহিত অন্যগুণও গমন করিয়া থাকে, যেমন রজো গুণের সহচর সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণের সহচর রজোগুণ এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ উভয়েই তমোগুণের সহচর। ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কে আদিতে ছিল বা উহাদের সংযোগ ও বিয়োগ উপলব্ধি হয় না, যেহেতু ইহারা প্রবাহ ক্রমে অনাদি।

সুতরাং উক্ত বৈকুণ্ঠ লোকে রজোগুণের অসদ্ভাবে উহার সৃজন রাহিত্য, তমোগুণের অসদ্ভাবে উহার অবিনশ্বরত্ব এবং প্রাকৃত সত্ত্বগুণের অভাবে সচ্চিদানন্দরূপতা দেখান হইয়াছে। তৎসহ হেতুগর্ভ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে "ন চ কাল বিক্রমঃ" যেখানে কালের বিক্রম নাই, কালের স্বভাবে প্রকৃতির ক্ষোভ হইয়া থাকে এবং ক্ষুভিতা প্রকৃতি হইতেই সত্ত্বাদি গুণকে পরস্পর পৃথক করিয়া থাকে। অতএব ষড়্‌-ভাব বিকারের নিদানভূত কালের প্রভাবই যেস্থানে প্রবর্ত্তিত নহে, সেস্থানে বিকারাদির সম্ভাবনা কোথায়? উহাদের মূলে কুঠারাঘাতাভিপ্রায়ে "ন যত্রমায়া" যেখানে মায়াই নাই, এই বিশেষণ দিয়াছেন। এখানে মায়া শব্দে জগৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের হেতুভূতা ভগবদিচ্ছা-শক্তি বুঝিতে হইবে, কাপট্য অর্থে উহার প্রয়োগ হয় নাই। "স ঐক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" (ছান্দ, উ, ৬৷৮৷৩) এই শ্রুতিতে ঈক্ষণ ও বহুভবনেচ্ছার যে উক্তি দেখা যায়, ইহা সেই শক্তি বা মায়া; মায়া—দম্ভ, কৃপা, শক্তি প্রভৃতি অর্থকে বুঝাইয়া থাকে।

এখানে "মায়া" যে কাপট্য অর্থে বলা হয় নাই, তাহার কারণ রজোগুণাদির নিষেধেই প্রাকৃতিক মায়া বা কাপট্যের নিরাশ হইয়াছিল। "প্রবর্ত্ততে যত্র" শ্লোকের পক্ষান্তরে ব্যাখ্যা করিলেও উক্ত অর্থই প্রতিপন্ন হয়; যেখানে রজ ও তমোগুণের সম্বন্ধি সত্ত্ব নাই, এবং "মিশ্র" বলিতে অপৃথগ্‌ভূত-গুণ-ত্রয় যে প্রধান তাহাও নাই, ঈশিতব্য বস্তুর অভাবে কাল এবং মায়াও নাই। (প্রধান ও মায়ার বিভেদ পরে বিবেচিত হইবে) সুতরাং মায়াই যখন নাই তখন মায়িক ইতর বস্তু যে নাই তাহা কৈমুতিক ন্যায়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে। রজ ও তমোগুণের নিষেধে তন্মিশ্রিত সত্ত্ব নাই একথা কেবল পিষ্টপেষণ মাত্র।

এক্ষণে উক্ত বৈকুণ্ঠলোককে গুণত্রয়াতীত বলায়, কেহ নির্ব্বিশেষত্বের আশঙ্কা না করেন, এই জন্য "হরেঃ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা উহা যে স্বরূপভূত বস্ত্বনতিরিক্ত, তদীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা শক্তিরই বিলাস তাহা প্রকটিত হইয়াছে। পাদ্মোত্তর খণ্ডের কারিকায় আরো উক্ত আছে "নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ।" এখানে সূর্য্য, চন্দ্রাদি দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় না, এইরূপ বলায় ঐ ধাম যে স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ, তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। এইরূপে ধামের বর্ণন করিয়া, ধামস্থ ভক্তগণের বর্ণন করিতেছেন—"অনুবৃত্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবাই যাহাদের একমাত্র ব্রত এমন পার্ষদগণ দ্বারা পরিবৃত; যাহারা সত্ত্ব প্রভব দেবগণ এবং রজ ও তমো-প্রভব অসুরগণের দ্বারা অর্চ্চিত, অর্থাৎ উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারা যেমন পূর্ব্বে শ্রীভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দময়ত্ব দেখান হইয়াছে, তেমনি তাঁহার ধামের এবং ধামস্থ পার্ষদ ভক্তগণেরও সচ্চিদানন্দময় স্বভাবত্ব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। কারণ তৎকালে নিত্য পার্ষদ বা লব্ধসালোক্য পার্ষদগণের ভজনানুরূপ গুণাতীত মূর্ত্তিলাভ হইয়া থাকে। "শ্যামাবদাতা" ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই উক্ত হইতেছে;—যাহারা শ্যাম কান্তি ও উজ্জ্বল ইত্যাদি, পদ্মের ন্যায় নেত্র, পীত বস্ত্র, অতি কমনীয়, অতি সুকুমার, উত্তম প্রভাবিশিষ্ট মণিসকল যাহাদের পদকাদি আভরণে খচিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীভগবানের সারূপ্য লাভ করিয়াছে; অপরে প্রবালাদির সমবর্ণতা লাভ করিয়া রক্তবর্ণ ও পীতাদি বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। শ্যাম, হরিত,

অরুণ শুভ্রাদি ভগবানের সেই সেই বিশেষ মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া সেই সেই মূর্ত্তির সারূপ্য লাভ করিয়াছে। এখানে "শ্রী"—স্বরূপ শক্তি। রূপিনী—তাঁহার প্রেয়সীরূপা। মান—পূজা। বিভূতি—নিজ সখীরূপা। প্রণয় ভাজনের—শ্রীহরির। পূর্ব্বোক্ত যৎ শব্দগুলির বিশেষ্য—ভূত উক্ত বৈকুণ্ঠ লোক বুঝিতে হইবে। এখানে "সাত্বত-পতি" শব্দ সমস্ত যাদববীরগণের পতি এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্কন্ধোক্ত শ্রীশুকদেবের নিজের উক্তির সহিত একবাক্যতা করিলে ঐ অর্থই পাওয়া যায় "লক্ষ্মীপতি, যজ্ঞপতি, প্রজাপতি, বিবিধ বুদ্ধিরপতি, লোকপতি, ধরাপতি, অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বত কুলের পালক ও নিত্য আশ্রয় এবং যিনি তাঁহার অনুভবিভক্তগণের আশ্রয়, সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" এখানে যদুপতি অর্থই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। ভৃত্যপ্রসাদ—দর্শক বৃন্দের প্রতি এমন কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন, যাহা তাহাদের সম্বন্ধে যেন এক আসব রসের ন্যায় আনন্দ বিধানে বাহ্য বৃত্তি তিরোহিত করিয়া দিতেছে। বক্ষের বামভাগে অবস্থিতা স্বর্ণরেখাকারা শ্রী-লক্ষ্মী চিহ্নে পরিশোভিত। এখানে শক্তি-বলিতে পাদ্মোত্তর খণ্ডোক্ত যোগ পীঠে "ধর্ম্ম জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি" যে চতুর্বিধা শক্তির উক্তি আছে ঐ শক্তি, অধর্ম্মাদি বহিরঙ্গা শক্তি নহে। ষোড়শশক্তি তথায় উক্ত আছে—"চণ্ডাদি দ্বারপাল ও কুমুদাদি দ্বারা সুরক্ষিত; তন্মধ্যে চণ্ড, প্রচণ্ড পূর্ব্বদ্বারে, ভদ্র, সুভদ্র পশ্চিমদ্বারে, জয়, বিজয় উত্তর দ্বারে, ধাতা, বিধাতা দক্ষিণ দ্বারে, হে শুভাননে! কুমুদ, কুমুদাখ্য, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ, সুপ্রতিষ্ঠিত ইহারা উক্ত পুরের দিক্ পতি। তাহাদের মধ্যে কুমুদাদি অষ্টশক্তি দুইটি দুইটি করিয়া ক্রমান্বয়ে, অগ্ন্যাদি দিকের পতি। কূর্ম্ম, নাগরাজ, ত্রয়ীশ্বরবৈনতেয়, ছন্দসকল, ও সর্ব্বমন্ত্র যাহার পীঠরূপ। ত্রয়ীশ্বর—শব্দ বৈনতেয়ের বিশেষণ। এবং উক্ত উত্তর খণ্ডের বচনের পরব্যোমের প্রকাশক অর্থ করা হয়; তাহাও আগমাদি সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের যোগপীঠ ও উক্ত প্রকার জানিতে হইবে। এবং সেখানে এই যে ষোড়শ শক্তির কথা বলা হইয়াছে, উহা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই জানিতে হইবে, কৃষ্ণসন্দর্ভে উদাহরণ স্বরূপে উদ্ধৃত প্রভাস খণ্ড বচনে তাহা বিস্পষ্ট হইবে।

"স্বৈঃ" অর্থাৎ স্বরূপ-ভূত ঐশ্বর্য্যাদি যুক্ত, যাহা তদিতর যোগিগণ সম্বন্ধে অনিত্য, কারণ উহা আগন্তুক সুতরাং নশ্বর; ভগবানের কৃপায় কদাচিৎ আভাস রূপে প্রাপ্ত মাত্র। স্ব স্বরূপে রমমান—বলিতে নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে রমমান। এই জন্যই ঈশ্বর অর্থাৎ যাঁহাতে কোন রকম পরাধীনতা নাই। পরমহংস পদবী বা জ্ঞান মার্গের আশ্রয়ে—ইহাতে উক্ত পাদপদ্ম যে সচ্চিদানন্দঘন, তাহাই প্রকাশ করাইয়াছে, কারণ তজ্জাতীয় জ্ঞানের উত্তর কালে যাহার স্ফূর্ত্তি হয়, তাদৃশ বস্তু কখনও সচ্চিদানন্দ ভিন্ন হইতে পারে না। প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মাকে নিজ অর্থাৎ নিজ অংশ ভূত পুরুষের শাসন যোগ্য বলিয়া স্থির করিলেন। এখানে এমন আশঙ্কা হইতে পারেনা; যে—ভগবানের অংশভূত পুরুষই তাঁহাকে অনুগ্রহ বা স্বীকার করুন, যেহেতু ভগবান তাহার পরাবস্থায় অবস্থিত, প্রাকৃত সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত যাঁহার সম্বন্ধ তাঁহার সহিত ভগবানের সম্বন্ধের প্রয়োজন কি? সেই জন্য মূলে "প্রিয়ঃ প্রিয়ং" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ যিনি ভগবানের প্রতি প্রেমবস্ত যেহেতু ভগবানও প্রেমবশ বা ভক্তানুকম্পী এবং তাহাহইলেও "প্রীয়মাণং" ও "প্রীতমনাঃ" এই বিশেষণ দুইটি ভগবানের সকৃপপ্রেমোল্লাসাতিশয্যের প্রকাশক। তিনি যে সহাস্য-বচন বিন্যাস করিলেন—এই প্রীতি লক্ষণের এবং সকৃপ কর গ্রহণের দ্বারা প্রীত্যাতিশয্যই স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা শুকদেবের উক্তি॥ ১০॥

অথ সা ভগবত্তা চ নারোপিতা কিন্তু স্বরূপভূতৈবেত্যেতমর্থং পুনর্বিশেষতঃ স্থাপয়িতুং প্রকরণান্তরমারভ্যতে। তত্র বস্তুনস্তস্য সশক্তিত্বমাহ—

"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" ইতি—অস্য বিশেষণাভ্যামেব "শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" ইতি। (ভা ১।১।২) শিবং পরমানন্দঃ তদ্দানঞ্চ স্বরূপশক্ত্যা। তাপত্রয়ং মায়াশক্তিকার্য্যং তদুন্মূলনঞ্চ তয়া ইতি। শ্রীব্যাসঃ ॥১১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বে শ্রীভগবানের যে ভগবত্তা ধর্ম্মের বিষয় উক্ত হইল উহা যে আরোপিত নহে, উহা যে তাঁহার স্বরূপভূত বা স্বতঃসিদ্ধ এক্ষণে উহারস্থাপনাভি প্রায়ে প্রকরণান্তরের আরম্ভ করিতেছেন—তন্মধ্যে প্রথমতঃ বস্তুস্বরূপশ্রীভগবানের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে "বেদ্যং বাস্তব মত্র বস্তু" অর্থাৎ এই "শ্রীমদ্ভাগবতে জগতের অন্যান্য তাবৎ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বাস্তব বস্তুই বেদ্য" (তত্ত্বসন্দর্ভ—১০৪ পৃ,) এই শ্লোকোক্ত "শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" এই দুইটি বিশেষণে উক্ত শক্তি-মত্তাই দেখান হইয়াছে; শিব—অর্থে পরমানন্দ, যিনি নিজ স্বরূপ শক্তির দ্বারা পরমানন্দ প্রদান করেন, তাপত্রয়—মায়া শক্তির কার্য্য, স্বরূপ শক্তির দ্বারা উহার উন্মূলন হইয়া থাকে। স্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় "বাস্তব শব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃশক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব ন ততঃ পৃথগিতি।" এখানে বস্তুর শক্তি প্রভৃতি যে তাঁহা হইতে পৃথক নহে এবং উক্ত বস্তুর যে শক্তি আছে স্বামিপাদ স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ব্যাসের উক্তি ॥১১॥

শ্রীভগবানের ধর্ম্ম আরোপিত নহে।

তে চ স্বরূপশক্তি-মায়াশক্তী পরস্পরবিরুদ্ধে তথা তয়োর্বৃত্তয়ঃ স্ব স্বগণ এব পরস্পরবিরুদ্ধা অপিবহ্ব্যঃ, তথাপি তাসামেকং নিধানং তদেবেত্যাহ—

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসম্বাদ ভুবোভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্ত গুণায় ভূম্নে॥" (ভা, ৬।৪।৩১)

স্পষ্টম্। দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

উপরি উক্ত স্বরূপ শক্তি ও মায়া শক্তি যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধা, তদ্রূপ উহাদিগের বৃত্তি সকলও পরস্পর বিরুদ্ধা এবং তাহারা তাহাদিগের নিজ নিজ গণে বহু হইলেও এক ভগবানই উহাদিগের নিধান যথা—"যে শ্রীভগবানের মায়া ও বিদ্যাদি শক্তি সকল পরস্পর বিবাদকারী ষোড়শ পদার্থবাদী নৈয়ায়িকদিগের, অনীদৃক্ বাদী মিমাংসকদিগের, স্বভাববাদী নাস্তিক প্রভৃতি বিভিন্ন মতাবলম্বী দিগের উক্ত বিবাদের এবং কথন সম্পদের আস্পদ হইয়া থাকে। এবং যে শক্তি সকল বিবাদকারিগণের বারংবার আত্মবিস্মৃতি আনয়ন করে, সেই অনন্ত গুণের আধার পরমমহিমাময় শ্রীভগবানকে প্রণাম করি।" ইহা পুরুষোত্তমের প্রতি দক্ষ-প্রজাপতির উক্তি ॥১২॥

শ্রীভগবানে বিরুদ্ধ শক্তি অবস্থিত আছে।

তথা—

"যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥ (ভা, ৪।৯।১৬)

আনুপূর্ব্ব্যা স্বস্ববর্গে উত্তমমধ্যমকনিষ্ঠভাবেন বর্ত্তমানা বিবিধশক্তয়ঃ প্রায়ঃ পরস্পরং বিরুদ্ধ-গতয়ো যস্মিন্ যদাশ্রিত্য অনিশং পতন্তি প্রবর্ত্তন্তে স্বস্বব্যাপারং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ম্ ॥১৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

ধ্রুবের স্তবেও উক্ত বিরুদ্ধ শক্তি সমুদয় যে শ্রীভগবানে যুগপৎ বর্ত্তমান তাহা দেখাইতেছেন—"অহো! স্ব স্ব বর্গে আনুপূর্ব্বিক পর্য্যায়ক্রমে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাবে পরস্পর বিরুদ্ধগতি বিদ্যাদি শক্তি সকল যে ভগবানকে আশ্রয়

করিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, আমি সেই বিশ্বস্রষ্টা, এক, অনন্ত, আদ্য, আনন্দ মাত্র, নির্ব্বিকার-স্বরূপ ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম।"

এখানে আনুপূর্ব্বিক অর্থে নিজ নিজ বর্গে উত্তমাদিভাবে বর্ত্তমান শক্তি সমুদায় যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া "পতন্তি" প্রবর্ত্তিত হয় ও নিজ নিজ ব্যাপার (কার্য্য) করিয়া থাকে, তাহাই এখানে দেখান হইয়াছে। শ্রীধ্রুবপ্রিয়ের প্রতি ধ্রুবের উক্তি ॥১৩॥

তথা—"সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভির্দ্রব্যক্রিয়া কারকচেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধ শক্তয়ে নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥" (ভা ৪।১৭।১৮)

অনুরুণদ্ধি করোতি। শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

বিদুর মৈত্রেয় সম্বাদেও এইরূপ উক্তি দেখা যায়;—"যে ভগবান স্বীয় দ্রব্যক্রিয়াদিকারিকা চেতনা শক্তি দ্বারা এই অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াদি বিধান করিতেছেন, সেই সমুন্নদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তিশালী নিগ্রহানুগ্রহের বিধাতা পরম-পুরুষকে প্রণাম করি।"

এখানে "অনুরুণদ্ধি" অর্থে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য বিধান করিতেছেন। বিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥১৪॥

তাসামচিন্ত্যত্বমাহ—

"আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য সহস্রশক্তিঃ।" (ভা, ৩।৩৩।৩) ইতি

স্পষ্টম্। উক্তঞ্চাচিন্ত্যত্বম্—

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥" (ব্র, সূ, ১।২।২৭)
"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।"(ব্র, সূ, ২।১।২৮)

ইত্যাদৌ। শ্রীদেবহূতিঃ শ্রীকপিলদেবম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত শক্তিবর্গের অচিন্ত্যত্ব প্রতিপাদন মানসে বলিতেছেন;—"তুমি আত্মেশ্বর অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তি-শালী।" বেদান্তের "শ্রুতেশ্চ শব্দমূলত্বাৎ"—"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চহি" এতদুভয় সূত্রেও যুগপৎ বিরুদ্ধ শক্তিমত্ত্ব ও শক্তির অচিন্ত্যত্ব উক্ত হইয়াছে—

শক্তির অচিন্ত্যত্ব।

শ্রুতেস্তু ইতি শঙ্কর ভাষ্যে—"...শব্দ মূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং তদ্‌যথাশব্দমভ্যুপগন্তব্যং। শব্দশ্চোভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়ত্যকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বতাঞ্চ লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধীপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্ত-বৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে;..."

ঐ রত্ন প্রভায় যথা—"যদা লৌকিকানাং প্রত্যক্ষদৃষ্টানামপি শক্তিরচিন্ত্যা তদা শব্দৈকসমধিগম্যস্ত ব্রহ্মণঃ কিমু বক্তব্যং।..."অর্থাৎ শব্দবেদ্য ব্রহ্মে অপর ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণ নহে, শব্দানুসারেই ব্রহ্মকে জানিবে, লৌকিক মণিমন্ত্রাদির যখন বিচিত্র শক্তি দেখা যায়, তখন ব্রহ্ম বা তদীয় শক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য কি আছে!

মাধ্ব ভাষ্যে যথা—"নচেশ্বর পক্ষেঽয়ং বিরোধঃ।... ...শব্দমূলত্বাচ্চ ন যুক্তি বিরোধঃ।"

অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃত্বে যুক্তিবিরোধ স্বীকার করা যায় না, যেহেতু শব্দই তাহার সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গোবিন্দ ভাষ্যে যথা—...."ব্রহ্মকর্ত্তৃত্বপক্ষে লোকদৃষ্টা দোষা ন স্যুঃ, কুত? শ্রুতেঃ......বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্য রূপমিতি মুণ্ডকে..." অর্থাৎ ব্রহ্ম কর্ত্তৃত্ব পক্ষে লৌকিক দোষ সঙ্গত হয় না, কারণ উহা শ্রুতিসিদ্ধ অচিন্ত্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র প্রমাণ। মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত আছে "তিনি বৃহৎ হইয়াও দিব্য-অচিন্ত্য রূপ"।

"আত্মনিচৈবং" ইত্যাদি সূত্রে মাধবভাষ্য যথা "পরমাত্মনো বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ সন্তি ন চান্যেষাম্ "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ।" "একো বশীসর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বান্ দেবানেক এবানুবিষ্টঃ।" ইতি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতেঃ।"

অর্থাৎ পরমাত্মার বিচিত্র শক্তি আছে উহা অপরের নাই, উঁহাতে লৌকিক বিরোধ আসিতে পারে না।

গোবিন্দ ভাষ্যে যথা—"যথা কল্পদ্রুমচিন্তামণ্যাদেরীশ্বরবিভূতিভূতস্যাচিন্ত্যশক্তিমাত্র সিদ্ধা হস্ত্যশ্বাদয়ো বিচিত্রাঃ সৃষ্টয়ো ভবন্তি, ইতি শব্দাৎ প্রতীত্য শ্রদ্ধীয়তে এবমাত্মনশ্চ সর্ব্বেশ্বরস্য বিষ্ণোর্দেবনরতির্য্যগাদয়স্তাস্তথাভূতা ভবেয়ুরিতি তস্মাদেব শ্রদ্ধেয়ম্।"

অর্থাৎ ঈশ্বরের বিভূতিভূত কল্পবৃক্ষ চিন্তামণি প্রভৃতির অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে প্রার্থিত হস্তি অশ্বাদি বিচিত্র বস্তুজাত সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং উহা শব্দ প্রমাণ হইতেই অবগত ও সকলের বিশ্বাস্য হইয়া থাকে; তদ্রূপ শ্রুতিমাত্রবেদ্য সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর অচিন্ত্যশক্তি বলে দেব, নর, তির্য্যগাদির সৃষ্টি শ্রুত্যনুসারে যে অবশ্য স্বীকার্য্য তাহা বলাই বাহুল্য" ॥ ১৫ ॥

শক্তেস্তু স্বাভাবিকরূপত্বমাহ—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥"

(ভা, ১১।৩।৩৮)

ব্রহ্মৈব উরুশক্তিরনেকাত্মকশক্তিমদ্ভাতি। এবকারেণ ব্রহ্মণ এব সা শক্তির্ন তু কল্পিতেতি স্বাভাবিকরূপত্বং শক্তের্বোধয়তি। তত্রহেতুঃ। যদ্ব্রহ্ম সৎ, স্থূলং কার্য্যং পৃথিব্যাদিরূপম্ অসৎ, সূক্ষ্মং কারণং প্রকৃত্যাদিরূপং তয়োর্বহিরঙ্গবৈভবয়োঃ পরং স্বরূপবৈভবং শ্রীবৈকুণ্ঠাদিরূপং তটস্থবৈভবং শুদ্ধজীবরূপঞ্চ। অন্যথা তত্তদ্ভাবাসিদ্ধিঃ। কিংরূপতয়া তত্তদ্রূপং তত্রাহ, জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়া—মহদাদি-লক্ষণজ্ঞানশক্তিরূপত্বেন, সূত্রাদিলক্ষণক্রিয়াশক্তিরূপত্বেন, তন্মাত্রাদিলক্ষণার্থরূপত্বেন, প্রকৃতিলক্ষণ-তত্তৎসর্ব্বৈক্যরূপত্বেন সদসদ্রূপং; ফলরূপত্বেন তয়োঃ পরম্। তত্র ফলং পুরুষার্থস্বরূপং সবৈভবং ভগবদাখ্যং চিদ্বস্তু, তদনুগতত্বাৎ শুদ্ধজীবাখ্যং চিদ্বস্তু চ। এতেন জ্ঞানক্রিয়াদিরূপেণোরুশক্তিত্বং ব্যঞ্জিতম্। শক্তেঃ স্বাভাবিকরূপত্বং সপ্রমাণং স্পষ্টয়তি—আদৌ যদেকং ব্রহ্ম, তদেব সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃৎ প্রধানং, ততঃ ক্রিয়াশক্ত্যা সূত্রং জ্ঞানশক্ত্যা মহানিতি, ততোঽহমহঙ্কার ইতি, তদেব চ জীবং শুদ্ধস্বরূপং জীবাত্মানং, তদুপলক্ষণকং বৈকুণ্ঠাদিবৈভবঞ্চ প্রবদন্তি বেদাঃ। তে চ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদ্" (ছা, উ, ৬।৬।২) ইত্যাদ্যাঃ। আদাবেকং তত্তত্তদ্রূপমিতি শক্তেঃ স্বাভাবিকত্বমায়াতম্; অন্যস্যাসদ্ভাবেনৌপাধিকত্বাযোগাৎ। স্বরূপবৈভবস্যাঙ্গপ্রত্যঙ্গবন্নিত্যসিদ্ধত্বেঽপি, সূর্য্যসত্তয়া তদ্রশ্মিপরমাণু-

বৃন্দস্যেব, তৎসত্তয়া লব্ধসত্তাকত্বাৎ তদুপাদানত্বং তদাদিকত্বঞ্চস্যাৎ, "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (বৃ, উ, ৪।৪।১৬) ইতি শ্রুতেঃ। শক্তেরচিন্ত্যত্বং স্বাভাবিকত্বঞ্চোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥" (বিষ্ণু, পু ১।৩।১·)

ইতি মৈত্রেয় প্রশ্নানন্তরং শ্রীপরাশর উবাচ—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।" (বিষ্ণু, পু, ৬।৩।২)

অত্র শ্রীধরস্বামিটীকা চ—

"তদেবং ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বমুক্তং, তত্র শঙ্কতে, নির্গুণস্যেতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য, অপ্রমেয়স্য দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নস্য শুদ্ধস্য অদেহস্য সহকারিশূন্যস্যেতি বা, অমলাত্মনঃ পুণ্য-পাপসংস্কারশূন্যস্য, রাগাদিশূন্যস্যেতি বা। এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বমিষ্যতে, এতদ্বিলক্ষণস্যৈব লোকে ঘটাদিষু কর্ত্তৃত্বাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ। পরিহরতি শক্তয় ইতি সার্দ্ধেন, লোকে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ—অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা—অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদি-বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবম্, অতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ শক্তয়ঃ সর্গাদিহেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব, পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতো গুণাদিহীনস্যাপ্যচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাদ্ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ।"

শ্রুতিশ্চ—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥" (শ্বেতা, উ, ৬।৮)
"মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" (শ্বেতা, উ, ৪।১০) ইত্যাদি।

যদ্বা এবং যোজনা—সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতাশক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইতি শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্ন্যৌষ্ণ্যবন্ন কেনচিদ্বিহন্তুং শক্যন্তে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যম্। তথা চ শ্রুতিঃ—

"স বা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ।" (বৃহ, উ, ৪।৪।২২) ইত্যাদিঃ। যত এবম্, অতো ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবন্তি, নাত্র কাচিদনুপপত্তিঃ।" ইত্যেষা। অত্র প্রশ্নঃ

সোঽয়ং ব্রহ্ম-খলু নির্ব্বিশেষমেবেতি পক্ষমাশ্রিত্য, পরিহারস্তু সবিশেষমেবেতি পক্ষমাশ্রিত্য কৃত ইতি জ্ঞেয়ম্। অতএব প্রশ্নে শুদ্ধস্যেত্যত্রাদেহস্যেত্যপি ব্যাখ্যাতম্। শুদ্ধত্বং হ্যত্র কেবলত্বং মতং, তচ্চ যুক্তং পরিহারে ব্রহ্মণি শক্তি স্থাপনাৎ। পূর্ব্বপক্ষিমতে ব্রহ্মণি শক্তিরপি নাস্তীতি গম্যতে। ততঃ প্রশ্নবাক্যেঽপ্যেবমর্থান্তরং জ্ঞেয়ম্—নির্গুণস্য প্রাকৃতাপ্রাকৃতগুণরহিতস্য, অতএব প্রমাণাগোচরস্য, তত এবামলাত্মনোঽপি শুদ্ধস্য, ন তু স্ফটিকাদেরিব পরচ্ছায়য়ান্যথাদৃষ্টস্য। তদেবং নির্ব্বিশেষতামবলম্ব্য প্রশ্নে সিদ্ধে, পরিহারে তু প্রথম-যোজনায়াং নির্ব্বিশেষপক্ষমনাদৃত্য ব্রহ্মণি কর্ত্তৃত্বপ্রতিপত্ত্যর্থং শক্তয়ঃ সাধিতাঃ। দ্বিতীয়যোজনায়াং, তত্র চ বিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থং, যথা জলাদিষু কদাচিদুষ্ণতাদিকমাগন্তুকং স্যাত্তথা ব্রহ্মণি ন স্যাদিতি নির্দ্ধারিতং ;

"ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" (শ্বেতা, উ, ৬।৮) ইতি শ্রুতেঃ। তথা মণি-মন্ত্রাদিভিরিতি ব্যতিরেক এব দৃষ্টান্ত ইত্যতো ব্রহ্মশক্তয়স্ত নান্যেন পরাভূতা ইত্যেতচ্চ দর্শিতম্। উভয়ত্র চ স্বরূপশক্তিপ্রভাবমাত্রেণ প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণপরিণামরূপসর্গাদিসাধকত্বাদাবাবেশাভাবেন তদ্দোষস্যালেপশ্চ দর্শিতঃ। কিঞ্চ, ব্রহ্ম-পদেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দো, উ, ৩।১৪।১) ইতি প্রসিদ্ধিং ব্যজ্য সত্ত্বাদিগুণময়মায়ায়াস্তদনন্যত্বেঽপি, নির্গুণস্যেতি প্রাকৃতগুণৈরস্পৃষ্টত্বমঙ্গীকৃত্য তেষাং বহিরঙ্গত্বং স্বীকৃতম্। তদেতদেব, "মায়াঞ্চ প্রকৃতিং বিদ্যাম্" ইত্যেষা শ্রুতিঃ স্বীচকার। "মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্" ইতি-বন্মহেশ্বরত্বান্মায়ায়া বহিরঙ্গায়া আশ্রয় ইতি তাং পরাভূয় স্থিতমিতি চ লভ্যতে। তস্মাৎ পূর্ব্ববদত্রাপি শক্তি-মাত্রস্য স্বাভাবিকত্বং মায়াদোষাস্পৃষ্টত্বঞ্চ সাধিতম্। অতএব শ্রীগীতোপনিষৎসু চ—

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥"

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ" (গীতা ১৩।১২।১৩) ইত্যাদি। অত্রেয়ং প্রক্রিয়া—একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ—তদ্রূপবৈভব—জীব—প্রধান—রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডলতদ্বহির্গতরশ্মিতৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। এবমেব শ্রীবিষ্ণু পুরাণে—

"একদেশ স্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥" (বিষ্ণু, পু ১।১২।৫৪) ইতি।

"যস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুতেঃ। অত্র ব্যাপকত্বাদিনা তত্তৎসমাবেশাদ্যনুপপত্তিশ্চ শক্তেরচিন্ত্যত্বেনৈব পরাহতা। দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বং। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা—অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে, তটস্থয়া রশ্মি-স্থানীয়চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয়তদীয়বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্ম-প্রধানরূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্বম্। অতএব তদাত্মকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থশক্তিত্বং, প্রধানস্য চ মায়ান্তর্ভূতত্ব-মভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গণিতম্—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥" (বিষ্ণু, পু ৬।৭।৬১ ও ৬৩) ইতি।

অবিদ্যা কর্ম্ম কার্য্যং যস্যাঃ সা, তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীত্যাহ, তয়েতি। তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু দেহেষু লঘুগুরু-ভাবেন বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ তদুক্তম্—"যয়া সম্মোহিতো জীব" (ভা ১।৭।৫ ইতি।

যয়ৈবাচিন্ত্যমায়য়া চিদ্রূপতানির্বিকারতাদিগুণরহিতস্য প্রধানস্য জড়ত্বং বিকারিত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্।—(প্রধানস্য মায়াব্যঙ্গ্যত্বঞ্চাগ্রে দর্শয়িষ্যতে।) অত্রান্তরঙ্গত্বতটস্থত্ববহিরঙ্গত্বাদিনৈব তেষামেকাত্মকানাং তত্তৎসাম্যং ন তু সর্ব্বাত্মনেতি তত্তৎস্থানীয়ত্বমেবোক্তং, ন তু তত্তদ্রূপত্বং ততস্তত্তদ্দোষা অপি নারকাশং লভন্ত ইতি। শ্রীপিপ্পলায়নো নিমিম্॥ ১৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

উক্ত ভগবচ্ছক্তির স্বাভাবিক রূপতা উক্ত হইতেছে:—

"সৃষ্টির আদিতে বেদ সকল এক ব্রহ্মকেই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের আশ্রয়ে প্রধান, জ্ঞানশক্তির আশ্রয়ে মহত্তত্ত্ব, ক্রিয়া শক্তির দ্বারা সূত্র, অহঙ্কার জীবাত্মা, বা শুদ্ধজীব এবং তদুপলক্ষিত বৈকুণ্ঠাদি বৈভব বলিয়া থাকেন। অনেকাত্মক শক্তিমৎ ব্রহ্মই কারণরূপে কার্য্যরূপে এবং যাহা কার্য্যকারণের অতীত সেই পরতত্ত্ব রূপেও ভাসিত হইয়া থাকেন।"

অর্থাৎ ব্রহ্মই উরু—অনেকাত্মক শক্তিমৎরূপে ভাসিত হইয়া থাকেন। মূল শ্লোকোক্ত "ব্রহ্মৈব" এই এব কারের দ্বারা শক্তির অস্বাভাবিকত্বের বা কল্পিতত্বের প্রতিষেধ করিয়া স্বাভাবিকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই শক্তি সমুদয়কে স্বাভাবিক বলিবার পক্ষে হেতুও দেখা যায়; যে অনন্তশক্তি সম্পন্ন ব্রহ্মই সৎ অর্থাৎ নিত্য বিদ্যমান। পৃথিব্যাদি স্থূল কার্য্য অসৎ। উক্ত পৃথিব্যাদির সূক্ষ্ম কারণ প্রকৃত্যাদি। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়ই বহিরঙ্গা শক্তির বৈভব; এই বহিরঙ্গ বৈভবের অতীত শ্রীবৈকুণ্ঠাদি লোক তাঁহার স্বরূপ বৈভব। ইহা হইতে বিলক্ষণ শুদ্ধজীব রূপ তটস্থ বৈভব। অন্যথা তাবৎ ভাবেরই অসিদ্ধি হইয়া পড়ে।

ভগবচ্ছক্তির স্বাভাবিকতা।

এক্ষণে কিরূপে ঐ সমস্ত রূপের প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও উক্ত শ্লোকে বিশদীকৃত হইয়াছে; অর্থাৎ জ্ঞান শক্তিরূপে মহত্তত্ত্ব, ক্রিয়া শক্তিরূপে সূত্রাদি, অর্থ শক্তিরূপে ভূততন্মাত্র; জ্ঞান ক্রিয়া ও অর্থের ঐক্যরূপ সমুদয় শক্তিদ্বারা কার্য্যকারণ রূপা প্রকৃতি; এবং ফলরূপে কার্য্যকারণের অতীত বিলক্ষণ বস্তু; অর্থাৎ ফল বলিতে এখানে জৈব সুখ দুঃখকে বলিতে পারা যায় না, পরম-পুরুষার্থ-স্বরূপ সবৈভব শ্রীভগবদাখ্য চিদ্বস্তুই ফল; ও তদীয় আনুগত্য নিবন্ধন শুদ্ধ জীবাখ্য চিদ্বস্তু ও ফল শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এখানে জ্ঞান ক্রিয়াদি দ্বারা তাঁহার উরুশক্তিত্ব প্রখ্যাপিত হওয়ায়; ঐ সকল শক্তি যে স্বতঃই তাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে উহা যে অনারোপিত স্বাভাবিক শক্তি তাহা প্রমাণের সহিত বিশেষ স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা—আদিতে যে এক ব্রহ্ম ছিলেন তিনিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ে প্রধান, অনন্তর ক্রিয়া শক্তির দ্বারা সূত্র, অনন্তর জ্ঞান শক্তির দ্বারা মহান, এবং তদনন্তর অহঙ্কার, উহাই শুদ্ধ জীব বা জীবাত্মা, এবং তদুপলক্ষিত বৈকুণ্ঠাদি বৈভবের বিষয় বেদ সকল বলিয়া থাকেন। যথা—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ"

(ছা ৬।৩।২) ইত্যাদি অর্থাৎ হে সৌম্য! অগ্রে ইহা সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল। এই শ্রুতিতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে; আদিতে এক ব্রহ্ম, অনন্তর প্রধানাদি রূপ, সুতরাং তাঁহার শক্তি যে স্বাভাবিক তাহা স্বতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু এক ব্রহ্ম ভিন্ন বস্বন্তরের অসদ্ভাব নিবন্ধন ঔপাধিক সম্বন্ধের ও অসদ্ভাব হইতেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির মত স্বরূপ বৈভবের নিত্যসিদ্ধতা থাকিলেও; যেমন সূর্য্যের সত্তায় তদীয় রশ্মি কিরণকণাদির সত্তায় উপলব্ধি হইয়া থাকে; তদ্রূপ ঐ ব্রহ্ম সত্তায় বৈভবাদি সত্তার উপলব্ধি হওয়ায়, বৈভবাদি তাবৎ বস্তুর উপাদানতা ও প্রাথমিকতা ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইতেছে। এবং "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" অর্থাৎ যাঁহার প্রভায় এই সমস্ত বিভাবিত হইতেছে; এই শ্রুতিও তাহাই বিঘোষিত করিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণে শক্তির অচিন্ত্যতা ও স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "নির্গুণ অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ অমলাত্মা ব্রহ্মের সর্গাদি (সৃষ্টি) কর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?" মৈত্রেয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর মহাশয় বলিয়াছিলেন হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! মণি মন্ত্রাদি সকল ভাবের শক্তি সমুদয় যখন অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর, তখন অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্মের সৃষ্টাদি ভাবশক্তি সমুদয়ও অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর জানিবে।"

শ্রীধর স্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা "ব্রহ্মের যে সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে "নির্গুণস্য" এই শ্লোকের দ্বারা আশঙ্কা হইতেছে; যিনি সত্বাদিগুণ রহিত দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, যাঁহার শরীর নাই বা যিনি দ্বিতীয় সহকারী পরিশূন্য, অমলাত্মা অর্থাৎ পুণ্য পাপোত্থ-সংস্কার বা রাগাদি পরিশূন্য সেই ব্রহ্মের সর্গাদি কর্ত্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? জগতে উক্ত ধর্ম্ম সমুদয় হইতে বিলক্ষণ পুরুষেই ঘটাদির কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। "শক্তয়" এই সার্দ্ধ শ্লোকের দ্বারা উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন - এ জগতে মণি মন্ত্রাদি সকল ভাবের শক্তি সমুদয় অচিন্ত্য জ্ঞান গোচর। অচিন্ত্য—যাহা তর্ককে অপেক্ষা করেনা; উহার বিশেষ অর্থ এই যে যাহা ভিন্ন যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহাই অচিন্ত্য জ্ঞান, ব্রহ্মের শক্তি সমুদয় উক্ত অচিন্ত্য জ্ঞান গোচর। অথবা যে সকল শক্তি মূল বস্তু হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন বিকল্পরূপে চিন্তার বিষয় না হইয়া, কেবল মাত্র অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে, সেই সকল শক্তিই অচিন্ত্য নামে অভিহিত। (অর্থাপত্তি অর্থাৎ যেখানে সাক্ষাৎ কারণ পরিদৃষ্ট না হইলেও যে কারণ ভিন্ন যে কার্য্য হইতে পারেনা। এমন কার্য্য দর্শনে কারণের কল্পনা করা। যেমন দিবা অভোজনকারী পুরুষের স্থূলত্ব দর্শনে রাত্রি ভোজনের কল্পনা)

যখন জাগতিক মণি মন্ত্রাদির শক্তিই এতাদৃশী, তখন ব্রহ্মেরও অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় স্বাভাবিকী সৃষ্ট্যাদির হেতুভূতা তাদৃশী শক্তি সমুদয় নিশ্চয়ই আছে। অতএব গুণাদিহীন হইলেও অচিন্ত্য শক্তিমত্তা নিবন্ধন ব্রহ্মে সৃষ্টাদি কর্ত্তৃত্ব সম্ঘটিত হইতেছে। "তাঁহার কার্য্য নাই তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক শক্তিসম্পন্ন দেখা যায় না। এই পরব্রহ্মের জ্ঞান, বল, ক্রিয়ারূপ বিবিধ স্বাভাবিকশক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মায়াকেই প্রকৃতি, মায়াগুণ-যুক্ত মহেশ্বর।" ইত্যাদি বহু শ্রৌত প্রমাণ দেখা যায়।

শ্রীধর স্বামিপাদের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখায় এইরূপ যোজনাও করা যাইতে পারে যথা—সকল ভাব পদার্থেই অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর শক্তি সকল বিদ্যমান আছে, ঐ শক্তি সকল স্বাভাবিকী হইলেও স্বরূপ হইতে অভিন্না নহে, কারণ মণি মন্ত্রাদির প্রভাবে ঐ শক্তিকে ব্যাহত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মের ঐ শক্তি স্বাভাবিকী ও স্বরূপ হইতে অভিন্না, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই শ্রুতিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব পরব্রহ্মের শক্তি মণি মন্ত্রাদির দ্বারা কখন ব্যাহত হয় না, হইতেও পারেনা, তাঁহার ঐশ্বর্য্য বা শক্তিনিরঙ্কুশ অর্থাৎ কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে।

বৃহদারণ্যকে উক্ত আছে "তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি।" ইত্যাদি। অতএব এই সকল শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মকে এইরূপে অভিহিত করা হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম হইতে যে জগদাদি সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অনুপপন্ন হইতে পারে না।

পরাশরমহাশয়ের উত্তর শ্লোকে তিনি যে মৈত্রেয়কে "তপতাং শ্রেষ্ঠ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, ঐখানে শ্লেষে

তিনি দেখাইয়াছেন যে তোমার যে কিছু তপঃ শক্তি, উহাও সেই ব্রহ্মেরই শক্তি সুতরাং তাঁহার শক্তিমত্তার বিষয়ে আর কি বলিব!

এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে উক্ত সৃষ্টি বিষয়ক প্রশ্ন ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া। এবং উত্তর সবিশেষ ব্রহ্মপক্ষ আশ্রয় করিয়া হইয়াছে। প্রাগুক্ত মৈত্রেয় প্রশ্নে "শুদ্ধস্য"—পদের "অদেহস্য" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর শ্লোকে যখন ব্রহ্মে শক্তি স্থাপিত হইয়াছে তখন "শুদ্ধত্ব" পদের "কেবলত্ব" অর্থই সঙ্গত হয়। নচেৎ ব্রহ্মে যেন শক্তিও নাই, ইহাই বোধ হয়।

কিন্তু মৈত্রেয় কৃত পূর্ব্বপক্ষ শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিলে বিশেষ সঙ্গত হয়;—নির্গুণ—প্রাকৃত অপ্রাকৃত গুণ-রহিত, অতএব প্রমাণের অগোচর, সুতরাং অমলাত্মা হইয়াও যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ স্ফটিকাদিতে যেমন ভিন্ন পদার্থের ছায়া পড়িলে অন্যরূপ দেখায়, যিনি তাদৃশাবস্থা শূন্য। যদিচ নির্ব্বিশেষ স্বীকার করিয়াও প্রশ্ন সিদ্ধ হইয়া থাকে, তথাপি পরিহারে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে নির্ব্বিশেষ পক্ষের অনাদর করিয়া ব্রহ্মে কর্তৃত্বের প্রতিপত্তি নিমিত্ত শক্তি সকল সাধিত হইয়াছে।

স্বামিপাদ অচিন্ত্য পদের যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যার যোজনা করিয়াছেন—অর্থাৎ "ভিন্ন বা অভিন্ন বিকল্প রূপে যাহা চিন্তয়িতব্য হইবার নয় উহাই অচিন্ত্য" ইহা দ্বারা জলাদিতে যেমন কদাচিৎ অগ্নি সম্পর্কে আগন্তুক উষ্ণত্বাদি আরোপিত হয়, ব্রহ্মে তদ্রূপ কখন কোন শক্ত্যাদির যে আরোপ হয় না ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; "নতৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" এই শ্রুতিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এবং মণিমন্ত্রাদিই উহার ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত, যথা—যেখানে মণিমন্ত্রাদি ভিন্ন বহ্নির সদ্ভাব সেই খানেই দাহ ইত্যাদি। সুতরাং পূর্ব্ব প্রতিপাদিত ব্রহ্ম-শক্তির অনন্যপরাভূততাই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

পূর্ব্ব দর্শিত উভয় প্রকারেই দেখা যাইতেছে, স্বরূপ শক্তির সামর্থ্যে, প্রাকৃত-সত্ত্বাদি গুণ-পরিণাম রূপা সৃষ্ট্যাদি সাধন ব্রহ্মের আবেশ না থাকায়, গুণ ক্ষোভক মায়িক দোষের অলেপ অর্থাৎ অস্পৃষ্ট বা অনাবৃততাই দেখান হইয়াছে। বিশেষতঃ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জাগতিক তাবৎ বস্তুই ব্রহ্ম, এই শ্রুত্যুক্ত প্রসিদ্ধিকে গ্রহণ করিলে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ পরিণামিনী ঐ মায়া যে ব্রহ্ম হইতে অনন্যা তাহা সিদ্ধ হইতেছে, এবং "নির্গুণস্য" অর্থাৎ প্রাকৃতগুণের দ্বারা অস্পৃষ্ট অঙ্গীকার করিয়া; সত্ত্বাদি গুণের বহিরঙ্গত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং উহাই "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনঞ্চ মহেশ্বরম্" এই শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়া শব্দের অর্থ স্বভাব বা প্রকৃতি সুতরাং উহাও এক শক্তি, এবং ঐ শক্তি যাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান তিনি মহেশ্বর, কেননা নিত্যযোগে মতুপ্ করিয়া "মায়ী" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা মহেশ্বরে যে মায়া নিত্য বর্ত্তমানা, এবং "মহেশ্বর" বলায় তিনি যে মায়াতীত, "সঙ্গশো যদ্বশে মায়া" তিনি মায়ার অধীশ্বর ইহা শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের "মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং" এই শ্লোকে যেমন মায়াকে নিকৃষ্টাশ্রয়া ও বহিরঙ্গা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, এখানেও মহেশ্বর পদে মায়ার বহিরঙ্গাত্ব এবং তদ্বশীভূতত্ব এই উভয়ই সুসিদ্ধ হইতেছে।

অতএব এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মের শক্তি মাত্রই যে স্বাভাবিক, এবং তিনি যে মায়াদোষাস্পৃষ্ট তাহা সাধিত হইয়াছে। ভগবদ্ গীতায় উক্ত হইয়াছে—যথা—

"এক্ষণে জ্ঞেয় যে ব্রহ্ম তাঁহার বিষয় বলিতেছি, যাহা জানিলে জীব অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারে। অনাদি-মৎ নিরতিশয়স্বরূপ পরব্রহ্মই জ্ঞেয়, যিনি সদসদের অতীত বলিয়া অভিহিত হন। সর্ব্বত্রই যাঁহার কর চরণাদি বিরাজিত" ইত্যাদি। এখানে শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অনাদি-ইত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমত্ত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্ম্মতুপ্ প্রত্যয়শ্ছান্দসঃ। যদ্বা অনাদীতি মৎ পরঞ্চেতি পদদ্বয়ং মম বিষ্ণোঃ পরং নির্ব্বিশেষরূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ।" ইহার তাৎপর্য্যে বিষ্ণু যে নির্ব্বিশেষ নহেন তাঁহাতে অনাদি মত্ত্বাদি ধর্ম্ম ও শক্তি বিদ্যমান আছে তাহাই টীকাকারের অভিপ্রায়।

পরতত্ত্বের-চতুর্দ্ধা অবস্থিতি।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাদি প্রমাণ হইতে এখানে ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে;—এক সূর্য্যমণ্ডলস্থতেজের ন্যায় অর্থাৎ এক সূর্য্য—যেমন সূর্য্যমণ্ডল, মণ্ডলের বাহিরে রশ্মি এবং তাহার প্রতিচ্ছবিরূপে অবস্থিত রহিয়াছে; তদ্রূপ এক অদ্বয়-পরতত্ত্বও নিজ অচিন্ত্য-স্বাভাবিকশক্তি দ্বারা সকল সময়েই স্ব-স্বরূপে স্বরূপ-বৈভবে, জীবরূপে ও প্রধানরূপে এই চতুর্বিধাবস্থায় অবস্থিত আছেন।

বিষ্ণু পুরাণেও এইরূপ উক্তি দেখা যায় "একদেশ স্থিত অগ্নির প্রভা যেমন বহুদেশ ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ এই পরব্রহ্মের শক্তিও অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। শ্রুতি বলেন "যাঁহার প্রভায় সকল ভাসিত হইতেছে"! এখানে শক্তির অচিন্ত্যতা দ্বারা উহাতে ব্যাপকতা ধর্ম্মবিদ্যমান থাকিলেও অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন ব্যাপক (সর্ব্বাপেক্ষা বড়) তাঁহার শক্তি তদনুরূপ হইলেও কুত্রাপি সমাবেশের অনুপপত্তি হয় না। কারণ অচিন্ত্য শব্দের অপর একটি অর্থ যাহা জৈবী চিন্তারও অবিষয় দুর্ঘট বিষয়ের সাধিকা উহাই অচিন্ত্য।

অন্তরঙ্গাদি ভেদে শক্তি ত্রিবিধা।

ঐ শক্তি ত্রিবিধা; অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। তন্মধ্যে স্বরূপ শক্তি নামা অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা পূর্ণস্বরূপে ও বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভবরূপে, তটস্থা শক্তি দ্বারা রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্ম শুদ্ধ জীবরূপে, মায়াখ্যা বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয় বহিরঙ্গবৈভব-জড়াদিকার্য্যরূপে এবং কেবল প্রধান অর্থাৎ কারণ রূপে, শক্তির চতুর্বিধত্ব জানিতে হইবে। অতএব পরম-শক্তি-ব্যাপ্ত-চিদেকাত্মতা বশতঃই জীবের তটস্থ শক্তিত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং প্রধানের মায়ার অন্তর্ভূততা স্বীকার করিয়া, বিষ্ণুপুরাণে শক্তিত্রয় স্বীকার করা হইয়াছে, যথা "বিষ্ণুশক্তিপরা নামে অভিহিতা, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞা, তৃতীয়াশক্তি অবিদ্যা বা কর্ম্ম সংজ্ঞায় অভিহিতা হইয়া থাকে।" ঐ টীকা "ব্যাপ্য ব্যাপক ভেদহেতুভূতং বিষ্ণোঃ শক্ত্যন্তরমাহ অবিদ্যেতি কর্ম্মেতি চ সংজ্ঞা যস্যা সা তথাচ মায়োপলক্ষ্যতে হেতুহেতুমতোরবিদ্যা কর্ম্মণোরেকীকৃত্যোক্তিঃ সংসার লক্ষণকার্য্যৈক্যাৎ।" অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপক ভেদের হেতুভূত বিষ্ণুর শক্ত্যন্তরের কথা বলিতেছেন অবিদ্যা অথবা কর্ম্ম এইসংজ্ঞা যাহার সুতরাং উহা মায়া, অতএব হেতু ও হেতুমৎ রূপ অবিদ্যা ও কর্ম্মকে এক-করিয়া বলা হইয়াছে মায়া, যেহেতু উভয়েরই সংসারাদি কার্য্যকারিত্বে ঐক্য রহিয়াছে।" সুতরাং এক অবিদ্যাতে প্রধান ও তাহার কার্য্য স্থাবরাদি বিহিত হইয়াছে। "হে ভূপাল! উক্ত অবিদ্যা শক্তি দ্বারা তিরোহিতস্বরূপা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি সর্ব্বভূতেই তারতম্যানুসারে অবস্থিত আছে।" অবিদ্যাই কার্য্য যাহার এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিলে অবিদ্যা বলিলে মায়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। যদিচ ইহা বহিরঙ্গা, তথাপি তটস্থ-শক্তিময় জীবকেও আবরণ করিবার সামর্থ্য আছে, ইহা "তয়া তিরোহিতত্বাৎ শ্লোকে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; এখানে তারতম্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া জাগতিক স্থাবরাদি দেহেও অল্প বিস্তর ভাবে মায়া বিদ্যমান আছে। ঐ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "জীবানাং ন্যূনাধিক ভাবেঽপি সৈব হেতুরিত্যাহ যয়েতি। ইহার পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বগতা এই ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি অবিদ্যা কর্ত্তৃক আশ্লিষ্টা হইয়া, কর্ম্ম দ্বারা বিভেদ লাভে সংসার তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" উক্ত তারতম্য সম্বন্ধে আরোও উক্ত হইয়াছে—

"অপ্রাণবৎসু স্বল্পাল্পা স্থাবরেষু ততোঽধিকা।
সরীসৃপেষু তেভ্যোঽপ্যন্যাপ্যতিশক্ত্যা পতত্রিষু॥
পতত্রিভ্যো মৃগাস্তেভ্যঃ স্বশক্ত্যা পশবোঽধিকাঃ।
পশুভ্যো মনুজাশ্চাতি-শক্ত্যা পুংসঃ প্রভাবিতাঃ॥
তেভ্যোঽপি নাগ গন্ধর্ব্বযক্ষাদ্যা দেবতা নৃপ।
শক্রঃ সমস্তদেবেভ্যস্ততশ্চাতি প্রজাপতিঃ॥ (বি, পু, ৬।৭।৬৪-৬৬)

এখানে অনভিব্যক্ত প্রাণ জীব হইতে উত্তরোত্তর প্রাণের অভিব্যক্তির আধিক্যে শক্তি ও সামর্থ্যাধিক্য উক্ত হইয়াছে।

"যয়া সম্মোহিত" (ক) অতএব যে অচিন্ত্য মায়া দ্বারা চিদ্রূপতা ও নির্ব্বিকারতাদি গুণরহিত প্রধানের জাড্য ও বিকারিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। মায়া বলিলে যে প্রধানকে পাওয়া যায় ইহা অগ্রে বিশেষ দেখান হইবে। এখানে অন্তরঙ্গত্ব বহিরঙ্গত্ব ও তটস্থত্বাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গুণাদির (যাহা "সত্ত্বং রজস্তম ইতি" শ্লোকে উক্ত হইয়াছে) সমস্থানীয়ত্বে শক্তিরূপে সাম্য জানিবে সর্ব্বাংশে নহে। সুতরাং সত্ত্বাদি গুণের দোষাদি অন্তরঙ্গাদি শক্তিতে অবকাশই লাভ করিতে পারে না। ইহা নিমিরাজের প্রতি পিপ্পলায়নের উক্তি ॥ ১৬ ॥

তদেকং সর্ব্বাভির্মিলিত্বা চিদচিচ্ছক্তির্ভগবান্। এবমেব পরমেশ্বরত্বেন স্তূয়মানং ব্রহ্মাণং প্রতি হিরণ্যকশিপুনাপ্যুক্তম্—

"চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায়" (ভা ৭।৩।৩৪) ইতি। চিদ্বস্তুনশ্চিদ্বস্ত্বন্তরাশ্রয়ত্বং, রশ্ম্যাভাসাদি জ্যোতিষো জ্যোতির্মণ্ডলাশ্রয়ত্বমিব। তত্র তটস্থাখ্যা জীবশক্তির্যথাবসরং পরমাত্ম-সন্দর্ভে বিবরণীয়া। অথ অন্তরঙ্গাখ্যাবিবরণায় বহিরঙ্গাপ্যুদ্দিশ্যতে। "যে চাপরা পরাচেতি" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রূয়তে—

"সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর ॥
যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্ ॥" (বিষ্ণু, পু, ১।১৯।৭৬—৭৭)

ইতি। সৈষা বহুবৃত্তিকৈব জ্ঞেয়া, "পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রূয়তে" ইতি শ্রুতে ॥ ১৭ ॥

অতএব ঐ সমুদয় শক্তির মিলনে চিদচিদ্ উভয় শক্ত্যাত্মক শ্রীভগবান্। ইহা পরমেশ্বর রূপে স্তূয়মান ব্রহ্মার প্রতি হিরণ্যকশিপুর উক্তিতেও দেখা যায়; যথা—

"চিদচিদ্-শক্তি যুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ।"

ঐ টীকা "চিচ্ছক্তির্বিদ্যা অচিচ্ছক্তির্মায়া তাভ্যাং যুক্তায়েতি।" অর্থাৎ বিদ্যারূপা চিৎশক্তি, মায়ারূপা অচিৎশক্তি যুক্ত ভগবান তোমাকে আমি নমস্কার করি। চিদ্ বস্তুরই চিদ্ বস্ত্বন্তরের আশ্রয়ত্ব দেখান হইয়াছে সূর্য্য রশ্মি ও তদাভাসাদি—জ্যোতিঃ যেমন জ্যোতির্ম্মণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ পরম চিৎস্বরূপ শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়াই সকল চেতন বিদ্যমান থাকে। পরমাত্ম-সন্দর্ভে তটস্থা জীব শক্তি বিশেষ বিবৃত হইবে। এখানে অন্তরঙ্গা শক্তির কথা বলিবার জন্য বহিরঙ্গা শক্তির বিষয় বলিতেছেন; পরা ও অপরা নামে যাহা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা—"হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতে তোমার যে অপরা জড়শক্তি যাহা নিত্যা ও গুণাশ্রয়া হে সুরেশ্বর! আমি তাহাকে নমস্কার করি। আর তোমার যে পরাশক্তি যাহা বাক্য ও মনের অগোচর, জাতি-গুণাদি বিশেষণ শূন্যা যিনি জ্ঞানী যে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব উহাদের জ্ঞানের প্রকাশ কর্ত্রী অথবা জ্ঞানী-জীব, জ্ঞানউহার-বুদ্ধি এতদুভয়কে যিনি প্রকাশিত করিতেছেন সেই ঈশ্বরী অর্থাৎ তোমার স্বরূপভূতা পরা চিচ্ছক্তিকে বন্দনা করি।" এই পরা ঈশ্বরী শক্তির বহুবৃত্তি আছে ইঁহাকে বহুবৃত্তিকা জানিতে হইবে। শ্রুতি বলেন—"ভগবানের পরাশক্তি বহুবিধা বলিয়া শোনা যায়।" ॥১৭॥

শ্রীভগবানের চিদচিচ্ছক্তিমত্ত্ব।

তত্র বহিরঙ্গামাহ—

"ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥" (ভা ২।৯।৩৩)

(ক) তত্ত্বসন্দর্ভ ৭৫ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা আছে।

অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎ প্রতীয়েত, মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ, মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত, যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তীত্যর্থঃ। তথালক্ষণং বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং জীবমায়া গুণমায়েতিদ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ। অত্র শুদ্ধজীবস্যাপি চিদ্রূপত্বাবিশেষেণ তদীয়রশ্মিস্থানীয়ত্বেন চ স্বান্তঃপাত এব বিবক্ষিতঃ। তত্রাস্যা দ্ব্যাত্মিকত্বেনাভিধানং দৃষ্টান্তদ্বৈবিধ্যেন লভ্যতে। তত্র জীবমায়াখ্যস্য প্রথমাংশস্য তাদৃশত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়ন্নসম্ভাবনাং নিরস্যতি, যথাভাস—ইতি আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয়প্রকাশাদ্ব্যবহিতপ্রদেশে কথঞ্চিদুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবিবিশেষ। স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে, ন চ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সাপীত্যর্থঃ। অনেন প্রতিচ্ছবিপর্য্যায়াভাসধর্ম্মত্বেন তস্যামাভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতম্। অতস্তৎকার্য্যস্যাভাসাখ্যত্বং ক্বচিৎ—

"আভাসশ্চ নিরোধশ্চ" (ভা ২।১০।৭)

ইত্যাদৌ। অত্র স যথা ক্বচিদত্যন্তোদ্ভটাত্মা স্বচাকচিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমাবৃণোতি, তমাবৃত্য চ স্বেনাত্যন্তোদ্ভটতেজস্ত্বেনৈব দ্রষ্টৃনেত্রং ব্যাকুলয়ন্ স্বোপকণ্ঠে বর্ণশাবল্যমুদ্গিরতি, কদাচিত্তদেব পৃথগ্‌ভাবেন নানাকারতয়া পরিণময়তি ; তথেয়মপি জীবজ্ঞানমাবৃণোতি, সত্ত্বাদিগুণসাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াংপ্রকৃতিমুদ্গিরতি কদাচিৎ পৃথগ্‌ভূতান্ সত্ত্বাদি গুণান্ নানাকারতয়া পরিণময়তি চেতি জ্ঞেয়ম্। তদুক্তম্—"একদেশস্থিতস্যাগ্নেঃ" ইত্যাদি।

তথাচায়ুর্ব্বেদবিদঃ—

"জগদ্‌যোনেরনিচ্ছস্য চিদানন্দৈকরূপিণঃ।
পুংসোঽস্তি প্রকৃতির্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ॥
অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ।
অকরোদ্বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিঃ॥" ইতি।

তদেবং নিমিত্তাংশো জীবমায়া, উপাদানাংশো গুণমায়েত্যগ্রেঽপি বিবেচনীয়ম্। অথৈবং সিদ্ধং গুণমায়াখ্যং দ্বিতীয়মপ্যংশং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি, "যথা তম" ইতি। তমঃশব্দেনাত্র পূর্ব্বোক্তম্ তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে। তদ্‌যথা তন্মূলজ্যোতিষ্যসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি, তদ্বদিয়মপীতি। অথবা মায়ামাত্রনিরূপণ এব পৃথক্ দৃষ্টান্তদ্বয়ম্। তত্রাভাসদৃষ্টান্তো ব্যাখ্যাতঃ। তমোদৃষ্টান্তশ্চ, যথান্ধকারো জ্যোতিষোঽন্যত্রৈব প্রতীয়তে, জ্যোতির্বিনা চ ন প্রতীয়তে, জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তত্ প্রতীতের্ন পৃষ্ঠাদিনেতি, তথেয়মপীত্যেবং জ্ঞেয়ম্। ততশ্চাংশদ্বয়ং তু প্রবৃত্তিভেদেনৈবোহ্যং, ন তু দৃষ্টান্তভেদেন। প্রাক্তনদৃষ্টান্তদ্বৈধাভিপ্রায়েণ তু পূর্ব্বস্যা আভাসপর্য্যায়চ্ছায়াশব্দেন কচিৎ প্রয়োগঃ, উত্তরস্যাস্তমঃশব্দেনৈব চেতি। যথা—

"সসর্জ্জ চ্ছায়য়াবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ" (ভা, ৩।২০।১৮) ইত্যত্র।

যথা চ—

"ক্বাহং তমো মহদহং" (ভা, ১০।১৪।১১) ইত্যাদৌ। পূর্ব্বত্রাবিদ্যাখ্যা নিমিত্তশক্তিবৃত্তিকথা-

জ্জীববিষয়কত্বেন জীবমায়াত্বম্, উত্তরত্র স্বীয়তত্তদ্গুণময়মহদাদ্যুপাদানশক্তিবৃত্তিকত্বাদ্গুণমায়াত্বম্। তথা "সসর্জ্জ" ইত্যাদৌ চ্ছায়াশক্তিং মায়ামবলম্ব্য সৃষ্ট্যারম্ভে ব্রহ্মা স্বয়মবিদ্যামাবির্ভাবিতবানিত্যর্থঃ।

"বিদ্যাবিদ্যে মম-তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥" (ভা ১১।১১।৩)

ইত্যুক্তত্বাৎ। অনয়োরাবির্ভাবভেদশ্চ শ্রূয়তে। তত্র পূর্ব্বস্যাঃ পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসম্বাদীয়-কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে দেবগণকৃতমায়াস্তুতৌ—

"ইতি স্তুবন্তস্তে দেবাস্তেজোমণ্ডল সংস্থিতম্।
দদৃশুর্গগনে তত্র তেজোব্যাপ্তদিগন্তরম্॥
তন্মধ্যাদ্ভারতীং সর্ব্বে শুশ্রুবুর্ব্যোমচারিণীম্।
অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্গুণৈঃ॥" ইত্যাদি।

উত্তরস্যাঃ পাদ্মোত্তর খণ্ডে—

"অসংখ্যং প্রকৃতিস্থানং নিবিড়ধ্বান্তমব্যয়ম্।" ইতি—

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণম্॥ ১৮॥

এক্ষণে বহিরঙ্গা শক্তি কথিত হইতেছে যথা—

"অর্থভূত আমাকে পরিত্যাগ করিলে যাহার প্রতীতি হইয়া থাকে, এবং আমাব্যতিরেকে উহার নিজের আত্মায় যাহা প্রতীতি হয় না। যেমন জ্যোতিঃ পদার্থের আভাস, ছায়া বা অন্ধকার জ্যোতিঃ পদার্থকে ছাড়িয়া হইতে পারে না; তদ্রূপ উহা আত্মভূত আমারই মায়া বলিয়া জানিবে।"

এথানে অর্থ বলিতে পরমার্থভূত আমাকে ছাড়িয়া যাহার প্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ আমার প্রতীতিতে মায়ার প্রতীতি হয় না, কিন্তু আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি হইয়া থাকে। যাহার নিজের আত্মায় প্রতীতি হয় না, অর্থাৎ আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে যাহার স্বতঃ প্রতীতি নাই। উক্ত লক্ষণ যে বস্তু উহা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মভূত পরমেশ্বর আমারই মায়া, জীবমায়া ও গুণমায়াখ্যা উভয়াত্মিকা মদীয়া শক্তি বলিয়া জানিবে।

এথানে শুদ্ধ জীবকে পরমেশ্বরেরই অন্তঃপাতী বলিয়াছেন তৎপক্ষে দুইটী কারণ দেখান হইয়াছে, চিদ্রূপতা ধর্ম্মে চিদংশে পরস্পর সাম্য এবং জীব তাঁহা হইতে পৃথক হইলেও তাঁহারই রশ্মি-স্থানীয়রূপে অপৃথক উক্ত হইয়াছে। উপরিউক্ত শক্তিকে উভয়াত্মিকা বলিবার হেতু দৃষ্টান্ত দ্বৈবিধ্যে লাভ হইতেছে। তন্মধ্যে জীব-মায়াখ্যা প্রথমাংশের রশ্মি স্থানীয়তা ও চিদ্রূপতার অসম্ভাবনা "যথাভাস" এই দৃষ্টান্তে নিরাকৃত হইয়াছে। আভাস অর্থে জ্যোতির্বিম্বের প্রকাশ হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবহিত প্রদেশে উচ্ছলিত প্রভাবিশেষই আভাস। ইহা যেমন মূল জ্যোতির বাহিরে প্রতিফলিত হইয়া প্রতীতির বিষয় হয়। কিন্তু মূল বস্তু না থাকিলে প্রতিচ্ছবির প্রতীতিই হয় না, তদ্রূপ উক্ত শক্তিরও জানিবে। অর্থাৎ জীবশক্তি পরমাত্মা হইতে পৃথক কিন্তু তাঁহার বাহিরে হইলেও, তাঁহাকে ছাড়িয়া উহার সত্তাই থাকে না। এই প্রতিচ্ছবি পর্য্যায় আভাসতাধর্ম্মের দ্বারা উক্ত মায়ার আভাস আখ্যাও ধ্বনিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত "আভাসশ্চ নিরোধশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে (খ) কখন কখন মায়ার কার্য্যও আভাস আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে।

(খ) তত্ত্ব সন্দর্ভ—১১৮ পৃষ্ঠা।

এখানে সদৃষ্টান্ত উক্ত আভাসের ধর্ম্ম দেখান হইতেছে; স্থান বিশেষে পতিত জ্যোতিঃ পদার্থের আভাস স্বীয় প্রদীপ্ত চাকচিক্যময়চ্ছটা বিস্তারে তদুপরি পাতিত নেত্র পুরুষের নেত্রের দৃষ্টি আবৃত করিয়া ফেলে, এবং নিজের প্রদীপ্তচ্ছটায় দ্রষ্টার নেত্রকে ব্যাকুলীত করিয়া, নিজসমীপে বিভিন্ন বর্ণসমূহকে উদ্গীরণ করে, এবং কখন পৃথক্ পৃথক্ নানা-আকারে পরিণামিত করিয়া থাকে। সেইরূপ এই বহিরঙ্গা মায়াও জীবের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া থাকে এবং তাহার স্বরূপ-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে, সেখানে সত্ত্বাদিগুণের সাম্যরূপা গুণমায়ানাম্নী জড়া প্রকৃতিকে উদ্গীরণ করিয়া থাকে, আবার কখন বা পৃথগ্-ভূত সত্ত্বাদি গুণকে নানাবিধাকারে পরিণামিত করিয়া থাকে, এই সমুদয়ই বহিরঙ্গা মায়ার কার্য্য জানিবে। ইহা "একদেশ স্থিত বহ্নির প্রভা" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদবেত্তাগণও বলিয়া থাকেন "জগতের নিদানভূত, অনিচ্ছ চিদানন্দরূপী পুরুষের দীপ্তিশীল-বস্তুর প্রতিচ্ছায়া সদৃশী নিত্যা প্রকৃতি আছেন, নাটকাকৃতি প্রকৃতি অচেতনা হইয়াও পরমাত্মার চৈতন্যযোগে অনিত্য অখিল বিশ্বের সৃজন করিয়া থাকেন।"

অতএব সৃষ্টির কারণ রূপা মায়া বা প্রকৃতির নিমিত্ত ও উপাদানরূপ দুইটি অংশ স্বীকার করিতেই হইতেছে। তন্মধ্যে জীবমায়াকে নিমিত্তাংশে এবং গুণমায়াকে উপাদানাংশে জানিতে হইবে। (পরে এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইবে)

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সিদ্ধ গুণমায়াখ্য দ্বিতীয়াংশ দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশদকরা হইতেছে; যথা মূলশ্লোকে "যথাতমঃ" পদের "তমঃ" শব্দ দ্বারা তমঃপ্রায় উদ্ভূত বিচিত্র বর্ণ শাবল্য বলা হইয়াছে। মূল জ্যোতিঃ পদার্থে উক্ত বিচিত্র বর্ণ না থাকিলেও জ্যোতিঃপদার্থের আশ্রয় ভিন্ন যেমন উহার (বর্ণসৃজণশক্তি) অসম্ভব হয়, সেইরূপ এই মায়া পরমেশ্বরে না থাকিলেও, তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে স্ব-সৃষ্টাদিকার্য্য সাধনে সক্ষম হয় না।

অথবা "ঋতেঽর্থং" শ্লোকোক্ত "যথাভাসো যথাতমঃ" এই পৃথক দৃষ্টান্ত দ্বয় মায়া মাত্র নিরূপণের জন্য উক্ত হইয়াছে বলিলেও, পূর্ব্বোক্ত আভাস দৃষ্টান্ত তৎপক্ষে সমীচীন হইতেছে। "তমঃ" শব্দের দৃষ্টান্তেও যেমন জ্যোতিঃ পদার্থের অন্যত্র অন্ধকারের প্রতীতি হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ প্রতীতি জ্যোতিঃপদার্থের সাহায্যসাপেক্ষ, যেহেতু জ্যোতিরাত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারাই উহার প্রতীতি হয় পৃষ্ঠাদি দ্বারা হয় না। তদ্রূপ পরমেশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতা গুণময়ী মায়াকে তৎপ্রেরিতা চিৎশক্তির সাহায্য ভিন্ন জানা যায় না। সুতরাং প্রবৃত্তি ভেদেই মায়ার উভয়াংশ উক্ত হইয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত ভেদ অর্থ নহে।

প্রথমে আভাস ও তমোশব্দের দৃষ্টান্ত দ্বয়ে যে জীবমায়া ও গুণমায়া অর্থকরা হইয়াছে; কোন কোন স্থলে ঐ আভাস পর্য্যায় বাচক ছায়াশব্দে জীবমায়ার ও তমঃ শব্দে গুণমায়ার উল্লেখ দেখা যায়। যথা তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টি প্রকরণে "ব্রহ্মা ছায়া রূপা অবিদ্যার দ্বারা তামিস্রাদি মহা তমঃ সৃজন করিলেন" ইত্যাদি। এবং দশমস্কন্ধে ব্রহ্মমোহনে ব্রহ্মা বলিতেছেন "তমো অর্থাৎ প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত যে অণ্ডঘটা তাহাতে পাতালাদি সত্যলোক এবং সেই লোকাদিতে নিজ নিজ পরিমাণে সপ্তবিতস্তি মাত্র পরিমিত শরীরধারী এইরূপ আমি কোথায়? আর ঈদৃশ অবিগণিত ব্রহ্মাণ্ড যাহা গবাক্ষপথে পার্থিব পরমাণুর মত তোমার রোমবিবরের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে সেই তোমার মহিমাই বা কোথায়?"

এখানে প্রথম শ্লোকে অবিদ্যা ও বিদ্যাখ্যা নির্মিত্তকারণভূতা-শক্তির বৃত্তিতা দ্বারা উহা জীব বিষয়ক হওয়ায়; উহার জীবমায়াত্ব নিশ্চয় হইতেছে।

দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত "তমঃ" পদে স্বীয় সত্ত্ব, রজঃ তমো গুণাত্মিকা মহদাদির উপাদান শক্তি বৃত্তিতার দ্বারা উহার গুণ-মায়াত্ব নিশ্চয় হইতেছে। ইহাই পূর্ব্বে "সসর্জ্জ" এই শ্লোকে ব্রহ্মা ছায়া শক্তিরূপা মায়াকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ংই পঞ্চপর্ব্বা-অবিদ্যার আবির্ভাব করাইলেন উহা উক্ত হইয়াছে।

শ্রীভগবান উদ্ধবকেও বলিয়াছিলেন "হে উদ্ধব ! জীব সম্বন্ধীয় বিদ্যা ও অবিদ্যা এতদুভয়কেই আমার তনু জানিও। আমার মায়াখ্যা শক্তি নির্ম্মিতা জীবের বন্ধ ও মোক্ষকরী।" অর্থাৎ এই মায়াকে অনাদি বলায়, জীব নিত্য মুক্ত হইয়াও অনাদি বদ্ধরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। এখানে উভয় শক্তির যুগপৎ প্রেরণায় উভয়াবস্থারই সঙ্গতি হইয়া থাকে, যখন উহাকে স্বরূপ জ্ঞান প্রদান করি তখন স্বস্বরূপে অবস্থিত হওয়ায় মোক্ষ স্ফুরিত হইয়া থাকে। এবং যখন দ্বিতীয়া শক্তি অবিদ্যায় অভিনিবেশ করে, তখনই বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যাই ভবরোগের মূল নিদান, "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং মায়া যে জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য, ইহাতে ভগবানে বহির্ম্মুখ জীব বদ্ধ ও তৎসাম্মুখী জীব মুক্ত আখ্যা লাভ করিয়া থাকে, এবং ইহার বিধান কর্ত্তা শ্রীভগবানকে লাভ হইতেছে, এবং এতৎ সাহচর্য্যে দেবতান্তরের মুক্তি বিধায়িকা শক্তি নাই তাহাও সূচিত হইয়াছে।"

এই উভয়াত্মিকা মায়ার আবির্ভাব বেদ ও শুনিতে পাওয়া যায়; পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সম্বাদে দেবগণ কৃত মায়া স্তুতিতে যথা—"দেবতারা এইরূপে স্তব করিতে করিতে আকাশে তেজো মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত তেজ প্রভায় ব্যাপ্ত-দিগন্তর কোন বস্তুকে দেখিতে পাইলেন, অনন্তর তন্মধ্য হইতে উদ্ভূত "আমি ত্রিবিধগুণের দ্বারা ত্রিবিধ-প্রকারে ভিন্ন হইয়া অবস্থিত রহিয়াছি" ইত্যাকার ব্যোম-চারিণী বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন।" ইহাই জীবমায়ারূপা পূর্ব্ব-মায়া। এবং উত্তরবিভাগ বা গুণমায়া সম্বন্ধেও উক্ত পুরাণের উত্তর খণ্ডে যথা—"ঘোর তমসাচ্ছন্ন অব্যয় অসংখ্য প্রকৃতির স্থান" ইত্যাদি।

উক্ত ভগবচ্ছক্তি সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনের ভারদ্বাজ বৃত্তিতে তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিকে উক্ত হইয়াছে যথা— "সাচ পরমা পরা বিদ্যা, শান্তি বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা নিবৃত্তিরিতি চতস্রঃ শক্তয়ো ভূতৈকীভূয় তৎপরম সূক্ষ্ম-ধ্বন্যাশ্রয়ং পরমব্যোম খলু ব্যোমকেশং পরমপুরুষং পরমমেবাত্মানং তচ্ছান্ত্যাদিশক্তিচতুর্ব্যূহমকুরুত..........................অস্যানন্ত-শক্তিমতো উত্তমপুরুষস্য জ্ঞানশক্তিরিচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিশ্চস্বাভাবিকীমুখ্যা তত্রজ্ঞানশক্ত্যাকার্য্যং কারণং করণং প্রয়োজনঞ্চাধ্যবস্যেচ্ছাশক্ত্যাতথেচ্ছতীদমিত্থং স্যাদিদং নেত্থমিতি। তথেপ্সিতক্রিয়াশক্তির্নিস্পাদয়তি।" তৎপরবর্ত্তি "অবিদ্যা" (৩।২।৫) এই সূত্রে অবিদ্যার স্বরূপ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন......"পরমবিদ্যাবিরোধিনী খল্ববিদ্যা জাতি বিশেষতঃ। তয়ৈব ক্রিয়াশক্ত্যাপুনস্তান্ত্রীবৃদ্ভূতা............বিকৃত ত্রিগুণবৈষম্যোপহিতোঽভিমন্তাঽহঙ্কারো নামেশ্বরো মহতো প্রাদুর্ভূতঃ। যোবৈ লোকে সোঽহঙ্কারঃ সবা অস্মিন্ দেবনরাদিপুরুষেঽবিদ্যোদ্রেকাদহন্মতিরবিদ্যাবুদ্ধিরজ্ঞানমুচ্যতে॥" ইত্যাদি রূপ বহুস্থলেই শক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

অর্থাৎ—"প্রথমে বিদ্যাকে পরারূপে স্বীকার করিয়া শান্তি প্রভৃতি চারিটি বিভাগ করিয়া উক্ত শক্তির চারিটি ব্যূহ স্বীকার করিয়াছেন, অনন্তর উক্ত নিত্যা পরাবিদ্যার প্রতিষেধরূপা অবিদ্যা এবং বিকৃত ত্রিগুণবৈষম্যের দ্বারা উপহিত অহঙ্কারাদির প্রাদুর্ভাব, যাহা দেব নরাদি পুরুষে অবিদ্যার উদ্রেক করাইয়া অহমিকাবুদ্ধি ও অজ্ঞান নামে কথিত হইয়া থাকে।"

অতএব পূজ্যপাদ গ্রন্থকার পরা ও অপরাখ্যা উভয়াত্মিকা অবিদ্যার বিষয় শ্রুত্যাদি প্রমাণে যাহা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন। বৈশেষিক দর্শণের ভারদ্বাজ বৃত্তিতেও উহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥ ১৮॥

অথ স্বরূপভূতাখ্যামন্তরঙ্গাং শক্তিং সর্ববস্যাপি প্রবৃত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যা তাবদাহ, দ্বাভ্যাম্—

"যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ।
অন্তর্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্॥

দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনোধিয়োঽমী যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্ম্মসু ।
নৈবান্যদা লোহমিবাপ্রতপ্তং স্থানেষু তদ্দ্রষ্ট্রপদেশমেতি॥” (ভা, ৬।১৬।২৩—২৪)

টীকাচ—“যদ্ব্রহ্ম ব্যোমবদ্বিততমপি অসবঃ প্রাণাঃ ক্রিয়াশক্ত্যা ন স্পৃশন্তি, মন-আদীনি চ জ্ঞানশক্ত্যা ন বিদুঃ, তদ্ব্রহ্ম নতোঽস্মি। তেষাং তদজ্ঞানে হেতুমাহ, দেহেন্দ্রিয়াদয়োঽমী যদংশবিদ্ধা যচ্চৈতন্যাংশেনাবিষ্টাঃ সন্তঃ কর্ম্মসু স্বস্ববিষয়েসু প্রচরন্তি, জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োঃ অন্যদা সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ নৈব প্রচরন্তি। যথা অপ্রতপ্তং লোহং ন দহতি। অতো যথা লোহমগ্নি-শক্ত্যেব দাহকং সৎ অগ্নিং ন দহতি, এবং ব্রহ্মগতজ্ঞানক্রিয়াশক্তিভ্যাং প্রবর্ত্তমানা দেহাদয়স্তন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুশ্চেতি ভাবঃ” ইত্যেষা। অত্রাদ্বৈত শারীরকেঽপি সাংখ্যমাক্ষিপ্যোক্তং যথা—

“অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য কল্প্যেত, যথাগ্নিনিমত্তময়ঃ পিণ্ডাদের্দগ্ধৃত্বং, তথা সতি যন্নিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য, তদেব সর্ব্বজ্ঞং মুখ্যং জগতঃ কারণম্” (ব্রহ্ম, সূ, ১।১।৫) ইতি। শ্রুতিশ্চাত্র—“তমেব ভান্তমনুভাতি” (কঠ,উ, ৫ ।১৫) “কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ” (তৈ, উ, ২।৭।১) “চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্” (বৃ, উ, ৪।৪।১৮) ইত্যাদ্যা। অথ প্রকৃতস্যাবশিষ্টা টীকা—“জীবস্তর্হিদ্রষ্টৃত্বাজ্জানাতু, নেত্যাহ, স্থানেষু জাগ্রদাদিষু। দ্রষ্ট্রপদেশং দ্রষ্টৃসংজ্ঞাং তদেবৈতি প্রাপ্নোতি, নান্যো জীবো নামাস্তি, “নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা” (বৃ, উ, ৩।৭।২৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যদ্বা দ্রষ্ট্রপদেশং দ্রষ্টৃসংজ্ঞং জীবমপি তদেবৈতিজানাতি, নতু জীবস্তজ্জানাতীত্যর্থঃ।” ইত্যেষা। তদুক্তম্—“ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ” (শ্রীভা, ২।১০।৯) ইতি। শ্রুতৌ চ জীবো নামাতোঽন্যঃ স্বয়ং সিদ্ধো নাস্তি, পরন্তু তদাত্মক এবেত্যর্থঃ; তথাতোঽন্যো দ্রষ্টা নাস্তি, সর্ব্বদ্রষ্টুস্তস্যাপরোদ্রষ্টা নাস্তীত্যর্থঃ, ইতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ শ্রীনারদশ্চিত্রকেতুম্॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এক্ষণে স্বরূপাখ্যা অন্তরঙ্গা শক্তির বিষয় নিয়োক্ত দুইটি শ্লোকের দ্বারা বলিতেছেন; যে অন্তরঙ্গা শক্তি ব্যতিরেকে সকল প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার বিষয় জানা আবশ্যক।

অন্তরঙ্গা শক্তি সকল প্রবৃত্তির কারণ।

যথা—“আকাশ সদৃশ অন্তরে ও বাহিরে বিস্তৃত হইলেও যাঁহাকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সকল স্পর্শ করিতে বা জানিতে সক্ষম হয় না, তাঁহাকে নমস্কার করি। এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি যাঁহার অংশে আবিষ্ট হইয়া জাগ্রদাদি অবস্থায় কর্ম্মক্ষম হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য সময়ে অর্থাৎ তদাবেশ ভিন্নকালে, অপ্রতপ্ত লৌহ যেমন দাহ করিতে পারে না; তদ্রূপ উক্ত দেহেন্দ্রিয়াদি কোন কর্ম্মই করিতে সক্ষম হয় না। অতএব জাগ্রদাদি অবস্থাতেই জীব দ্রষ্টা, অনুমন্তা ইত্যাদি ব্যপদেশ লাভ করিয়া থাকে।”

স্বামিপাদ উক্ত শ্লোক দ্বয়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন “ব্যোমবৎ বিতত হইলেও যে ব্রহ্মকে প্রাণ সকল ক্রিয়াশক্তির দ্বারা স্পর্শ করিতে পারে না, মন আদি জ্ঞান শক্তির দ্বারা জানিতে পারে না, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার

করি। ইহাদের জানিতে না পারার কারণ বলিতেছেন; উক্ত দেহ ও ইন্দ্রিয় সকল যাঁহার চৈতন্যাংশের দ্বারা আবিষ্ট হইয়াই জাগ্রৎ ও স্বপ্ন কালে নিজ নিজ বিষয়ক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাদিতে প্রবর্ত্তিত হয় না। যেমন অপ্রতপ্ত লৌহ দাহ করে না, সেইরূপ দেহাদিও, এই লৌহ দৃষ্টান্ত হইতে বিস্পষ্টীকৃত হইতেছে—যেমন লৌহ অগ্নির শক্তিতে দাহকারী হইলেও অগ্নিকে দাহ করে না, তদ্রূপ এই ব্রহ্মগত জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা প্রবর্ত্তমান হইয়াও দেহাদি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কিম্বা জানিতে সক্ষম হয় না।"

অদ্বৈত-শারীরক ভাষ্যেও সাংখ্য মতকে আক্রমণ করিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা—"সাক্ষি-জন্য ঈক্ষণ কর্ত্তৃত্ব প্রধানে আরোপিত হইয়া থাকে, অগ্নি নিমিত্ত উত্তপ্ত লৌহখণ্ডে যেমন দাহ কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হয়, বাস্তবিক লৌহে দাহিকা শক্তি নাই, অগ্নির সম্বন্ধে আগন্তুক তদ্রূপ যাহার জন্য প্রধানে ঈক্ষিতৃত্ব (ঈক্ষণ কর্ত্তৃত্ব) অর্পিত হইতেছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের মুখ্য কারণ হইতেছেন" ইত্যাদি।

শ্রুতিবলেন "দীপ্তিমান তাঁহার দীপ্তিতেই সূর্য্যাদি অনুভাসিত হইতেছেন" পদার্থকৌমুদী টীকা যথা—"সর্ব্বং সূর্য্যাদি তেজো ভান্তং প্রকাশয়ন্তং তমেব ভগবন্তং অনুভাতি প্রকাশতে। সূর্য্যাদি প্রকাশোঽপি ভগবদধীন ইতি ভাবঃ। তথাহি স্মৃতিঃ "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়ত" ইত্যাদিকা। তর্হি কস্য প্রকাশেন ইদং সর্ব্বং জগৎ প্রকাশতে ইত্যত আহ তস্যেতি"।

অর্থাৎ সূর্য্যাদি তাবৎ তেজঃ পদার্থকে যিনি প্রকাশিত করিতেছেন এবং তাহাদের সেই প্রকাশ তাঁহাকেই জানাইয়া দিতেছে, সুতরাং সূর্য্যাদির প্রকাশ ভগবৎ প্রকাশের অধীন। শ্রীভগবান স্বয়ংও বলিয়াছেন—"আদিত্যের যে তেজ জগৎকে প্রকাশিত করে উহা আমারই তেজ" ইত্যাদি। শ্রুতি বলেন "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (কঠ ৫। ১৫ মুণ্ডক ২। ২। ১০) তাঁহার দীপ্তিতে সকল বিভাসিত হইতেছে। "কেইবা চেষ্টাশীল হইত কেই বা প্রাণধারণ করিত; যদি এই আকাশ আনন্দ না হইত" অর্থাৎ শ্রুতির এই "আকাশ" পদ প্রাণ ও তাবৎ ভূতকে উপলক্ষ করিয়াই উক্ত হইয়াছে, আনন্দময় পুরুষের আনন্দই তাবৎ প্রাণিকে সুখিত করিয়া জীবিত রাখিয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্যে যথা—"অয়মপিহি পিণ্ডো জীবতঃ প্রাণেন প্রাণিতি—যত্তপি এষ আকাশে পরমেব্যোম্নি গুহায়াং নিহিত আনন্দো ন স্যান্ন ভবেৎ কো হ্যেব লোকেঽন্যাদ্ পান চেষ্টাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কঃ প্রাণ্যাৎ প্রাণনং কুর্য্যাৎ তস্মাদস্তি তদ্‌ব্রহ্ম, যদর্থাঃ কার্য্য কারণ প্রাণনাদি চেষ্টাঃ, তৎকৃত এবানন্দো লোকস্য কুতঃ? এষহ্যেব পর আত্মানম্ দয়তি আনন্দয়তি সুখয়তি লোকং ধর্ম্মানুরূপং॥"

বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে "যিনি চক্ষুরও চক্ষু শ্রোত্রেরও শ্রোত্র" শাঙ্কর ভাষ্য যথা—"তথা চক্ষুষোঽপি চক্ষুঃ। তথা শ্রোত্রস্যাপি শ্রোত্রম্ ব্রহ্ম শক্ত্যধিষ্ঠিতানাং হি চক্ষুরাদীনাং দর্শনাদি সামর্থ্যম্। স্বতঃ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি-সমানি হি তানি চৈতন্যাত্ম-জ্যোতিঃ শূন্যানি"। এখানে ভাষ্যকারের মতে ব্রহ্ম-শক্ত্যাধিষ্ঠিত হইয়াই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্ব-স্ব-দর্শনাদি কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, অন্যথা কাষ্ঠ পাষাণাদিবৎ হইয়া থাকে। সুতরাং "দেহেন্দ্রিয় প্রাণ" এই শ্লোকে চৈতন্যাংশের আবেশে জীবের শক্তি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, উহা যে শ্রুত্যাদি সিদ্ধ তাহা দেখাইয়া, স্বামিপাদোক্ত অবশিষ্ট টীকার আলোচনা করিতেছেন—"জীব স্বয়ং দ্রষ্টা হইয়া সকল বিষয় জানিতে সক্ষম হউক? এ কথা বলা যায় না, কারণ জাগ্রদাদি অবস্থাতেই জীব দ্রষ্টা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, নচেৎ দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিত থাকিলেও দ্রষ্টা বলা যায় না; পরমাত্ম-শক্তি হইতে পৃথক জীব নামা কেহ নাই। শ্রুতি বলেন "তাঁহা হইতে অতিরিক্ত অন্য দ্রষ্টা নাই।" অথবা মূল শ্লোকোক্ত "দ্রষ্টৃপদেশং" শব্দের ভিন্ন রূপ অর্থ করিলেও "দ্রষ্টা সংজ্ঞায় অভিহিত জীবকে তিনি জানেন, কিন্তু জীব তাঁহাকে জানে না।" ইত্যাদি রূপ অর্থেও পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মারই দ্রষ্টৃত্ব ও জীব-প্রেরকত্ব সুসিদ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয় স্কন্ধেও বলা হইয়াছে "এই তিন কে যিনি জানেন তিনিই আত্মা ও আশ্রয়ের আশ্রয়।" (১)

(১) তত্ত্ব-সন্দর্ভ ১১৯—১২২ পৃষ্ঠা।

* পূর্ব্বে সাংখ্যমতের প্রতি আক্ষেপ করিয়া শাঙ্করভাষ্যের মত দেখান হইয়াছে, পাঠক গণের বোধ সৌকর্য্যার্থ এখানে উক্ত শাস্ত্রের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য দেখান হইতেছে যথা—"আত্মানাত্ম বিবেক সাক্ষাৎকারাৎ কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলাভিমান নিবৃত্ত্যা তৎকার্য্য রাগ-দ্বেষ ধর্ম্মাধর্ম্মাদ্যনুৎপাদে পূর্ব্বোৎপন্ন কর্ম্মণাং চাবিদ্যারূপাদিসহকার্য্যোচ্ছেদরূপদাহেন বিপাকানারম্ভকত্বাৎ প্রারব্ধ সমাপ্ত্যনন্তরং পুনর্জ্জন্মাভাবেন ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরূপো মোক্ষো ভবতি ইতি

"অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।"

আত্মা তাবৎ সুখদুঃখাদ্যনুভবিতা অনাত্মা চ প্রকৃত্যাদি জড় বর্গঃ। তয়োরন্যোঽন্যবৈধর্ম্মোণ পরিণামিত্বাপরিণামিত্বাদিরূপেণ দোষগুণাত্মকেন হেয়োপাদেয়তয়া পৃথকত্বেন জ্ঞানং বিবেকঃ।

মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা বলিয়া সর্ব্বজন বিদিত, কিন্তু কপিল নামে প্রসিদ্ধ দুইজন ঋষি ছিলেন তন্মধ্যে সত্যযুগোদ্ভব মহর্ষি কর্দ্দমের পুত্র ভগবদবতার কপিল বর্ত্তমান প্রচলিত সাংখ্য শাস্ত্রের প্রবক্তা নহেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তদুক্ত মতের সহিত প্রচলিত সাংখ্যের অনৈক্য নিবন্ধন, তৎপরবর্ত্তি অগ্নিবংশজ সগর পুত্রগণের ধ্বংস কর্ত্তা মহর্ষি কপিলকেই সাংখ্য শাস্ত্র প্রণেতা বলিয়া মনে হয়। "নাস্তি সাঙ্খ্য সমং জ্ঞানং" ইত্যাদি বাক্যে সাংখ্য শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইলেও, শ্রুতি বিরুদ্ধ ঈশ্বর প্রতিষেধাংশ রূপ অপরিহার্য্য দোষে বেদান্তাদি শাস্ত্রের ন্যায় আদৃত নহে। কেবল পরমাত্ম-তত্ত্বের বিবেকাংশেই দর্শনান্তর হইতে উহার শ্রেষ্ঠতা। পরাশরীয় উপপুরাণে উক্ত আছে—

সাংখ্যমতের হেয়ত্ব।

"অক্ষপাদ প্রনীতেচ কাণাদে সাঙ্খ্যযোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতি বিরুদ্ধোঽংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ॥"

অর্থাৎ শ্রুত্যেক শরণ সাধুগণ শ্রুতি বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুত্যনুকূল শাস্ত্রের আদর করিয়া থাকেন। বেদান্ত শাস্ত্র সম্পূর্ণ শ্রুতি মূলক উহাতে শ্রুতি বিরুদ্ধ হেয়াংশ না থাকায় উহা সবিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

সাংখ্য শাস্ত্রের তত্ত্ব-সংখ্যান লইয়াই সাংখ্য নাম, সুতরাং "সাংখ্য"—শব্দটী রূঢ়, সম্যক বিবেক সহকৃত আত্ম-তত্ত্ব কথনই সাংখ্য।

আত্মা অনাত্মা বিবেক সাক্ষাৎকার নিবন্ধন কর্ত্তৃত্বাদি অখিল অভিমান নিবৃত্ত হইলে, তৎকার্য্য রাগ, দ্বেষ, ধর্ম্ম, অধর্ম্মাদির অনুৎপত্তি জন্য পূর্ব্বোৎপন্ন কর্ম্ম সকলের ও তৎসহকারি-অবিদ্যার উচ্ছেদরূপ দাহ দ্বারা, বিপাকের অনারম্ভে প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ উভয়বিধ কর্ম্ম নষ্ট হয় সুতরাং আর জন্ম হয় না, ইহাই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি রূপ মোক্ষ।

সাংখ্য শাস্ত্রে মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চমহাভূত ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মূল প্রকৃতি হইতে পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত এই চব্বিশটী তত্ত্বের কতক প্রকৃতি, কতক বিকৃতি, কতকগুলি প্রকৃতি বিকৃতি; কিন্তু পুরুষ প্রকৃতি বিকৃতি হইতে পৃথক নিত্য অপরিণামী এজন্য অনুভয়। মূল প্রকৃতি সত্ত্বরজোতমো গুণাত্মিকা জড়া ও পরিণামিনী, এই নিখিল জগৎ গুণেরই পরিণাম। সত্ত্বগুণ প্রকাশস্বভাব, উহার বৃত্তি শান্তা, রজোগুণ রাগাত্মক ও দুঃখরূপ অর্থাৎ প্রবর্ত্তক উহার বৃত্তিঘোরা, তমোগুণ মোহস্বরূপ ও আবরক, উহার বৃত্তি মূঢ়া। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলেও কার্য্য কালে পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকে। এই গুণের পরিণামে জগতের উৎপত্তি হওয়ায় জগৎ ও সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক হইয়াছে। স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকট জবাকুসুমাদি রাখিলে উহার আভায় যেমন স্ফটিকে রক্তিমাদিচ্ছটা পতিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতির সান্নিধ্যে প্রকৃতির বিকৃতি রূপা-বুদ্ধিরধর্ম্ম সুখ দুঃখাদি পুরুষে প্রতীতি হয়, ইহাই পুরুষের সংসার। অহংবুদ্ধি, ইদংবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি এই তিনটি বুদ্ধির বিকার; যখন পুরুষে প্রকৃতির উপরাগ হয় তখন অহং-বুদ্ধি, যখন প্রকৃতিতে পুরুষের উপরাগ হয় তখন ইদংবুদ্ধি, এতদুভয়ের উপরাগে কর্ত্তব্য বুদ্ধির উদ্ভব হয়। এই ত্রিবিধ বুদ্ধিই ভ্রমাত্মিকা।

"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (শ্বেতা, উ,)

এই শ্রুতি হইতে পুরুষ নিত্য নির্গুণ চেতন কেবল সাক্ষীমাত্র অতএব উদাসীন ও নানা। প্রকৃতি নিত্যা, অচেতনা, পরিণামিনী পুরুষ সান্নিধ্যে জগৎ কর্ত্রী। ইত্যাকার জ্ঞানই বিবেক; বিবেকের উদয়ে দৃষ্ট-দোষা প্রকৃতি পুরুষকে পরিত্যাগ করে, উহাতেই পুরুষের মুক্তি হয়।

স্রক্ চন্দন, বিষয়, বনিতাদি দ্বারা সাময়িক দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও, উহাকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলা যায় না, যেহেতু বাসনা বিদ্যমান থাকায়, উত্তর কালে আবার স্পৃহা আনয়ন করে। পিপ্পলাদি বৃক্ষ যেমন সমূলে উৎপাটিত না হইলে, পুনঃ পুনঃ প্ররোহের উদ্গম হয়। তদ্রূপ বিবেক ব্যতিরেকে সুখ দুঃখাদির মূল কারণ অবিদ্যার উচ্ছেদ হয় না। বিবেক দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ঘটিলে, ভারবাহী পুরুষের মস্তক হইতে ভারাপনয়ন-সমকালে পৃথক কোন সুখের উদয় না হইলেও, সে যেমন আপনাকে সুখী বলিয়া অনুভব করে। মুক্ত পুরুষও তদ্রূপ দুঃখাপগমে আপনাকে সুখী অনুভব করিয়া থাকেন।"

ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। প্রকৃতিকে কর্ত্রী-রূপে স্বীকার করাই সাংখ্য দর্শনের হেয়াংশ, উক্ত দোষ পরিহার জন্যই "ঈক্ষতের্নাশব্দং" (ব্র স্ ১।১।৫) সূত্রের অবতারণা " স ঐক্ষত" (ঐ, উ, ১।১।২, ইত্যাদি শ্রুতিতে পুরুষের ঈক্ষণাদি কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, পুরুষই মূল কর্ত্তা হইতেছেন। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকারেরও ইহাই অভিমত। কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম-ভূত এবং জীব পর্য্যন্ত তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে; শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে "পরমাত্মা হইতে পৃথক স্বয়ং সিদ্ধ জীব নামা কেহ নাই, পরন্তু তদাত্মক অর্থাৎ পরমাত্মা যাহার আত্মারূপে অবস্থান করিতেছেন এমন জীব আছেন। সুতরাং তাঁহার যে কেহ দ্রষ্টা নাই, তিনিই যে সকলকার দ্রষ্টা ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন "ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং" (১৩ অ ২)। বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বীয় ভাষ্যে বলিলেন "হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু মাঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি। জীবাঃ স্বং স্বং ক্ষেত্রং স্বভোগমোক্ষসাধনং জানন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রজাবৎ। অহন্তু সর্ব্বেশ্বর এক এব সর্ব্বাণি তানি নিয়ম্যানি ভর্ত্তব্যানি চ জানন্।......................ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মামেব বিদ্ধি। মদধীনস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বান্মদ্ব্যাপ্যত্বাচ্চ মদাত্মকং জানীহীতি" ইত্যাদি সর্ব্বত্র শ্রীভগবানকেই আমরা সর্ব্বদ্রষ্টা রূপে দেখিতে পাই, জীবাদি সমস্তই তাঁহার নিয়ম্য। পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের এতদ্ উক্তি সর্ব্বথা সুসিদ্ধান্তিত। চিত্রকেতুর প্রতি শ্রীনারদ মহাশয়ের উক্তি॥ ১৯॥

কিঞ্চ—

"দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা নাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ।
সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে॥ (ভা, ৬।৪।২৫)

দেহশ্চাসবশ্চ প্রাণা, অক্ষাণীন্দ্রিয়াণি চ, মনবোঽন্তঃকরণানি, ভূতানিচ মাত্রাশ্চ তন্মাত্রাণি, আত্মানং স্বস্বরূপম্ অন্যং স্ব-স্ব-বিষয়বর্গং, তয়োঃ পরং দেবতাবর্গঞ্চ ন বিদুঃ। পুমান্ জীবস্তু সর্ব্বম্ আত্মানং স্ব-স্বরূপং তদন্যং প্রমাতারং, তয়োঃ পরং দেহাদ্যর্থজাতং তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবর্গং চ বেদ, তথা দেহাদিমূল ভূতান্ গুণাংশ্চ সত্ত্বাদীন্ বেদ, তত্তজ্জ্ঞোঽপ্যসৌ যং সর্ব্বজ্ঞং দেহাদিজীবাত্মাশেষজ্ঞাতারং ন বেদ, তমনন্তং—

"মহদ্গুণত্বাদ্যমনন্তমাহুঃ" (ভা, ১।১৮।১৯) ইতি প্রথমোক্তদিশা স্বরূপভূতানন্তশক্তিমীড়ে। অতএব হি, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" ইত্যারভ্য জীবস্যেতর দ্রষ্টৃত্বমুক্ত্বা, "যত্র স্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃ, উ, ৪।৫।১৫) ইত্যাদিনা তস্য পরমাত্মদ্রষ্টৃত্বং

নিষিধ্য পরমাত্মনস্তু তত্তৎ-সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বং স্বদ্রষ্টৃত্বমপ্যস্তীতি, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃ, উ, ৪।৫।১৫) ইত্যনেনাহ। অয়মর্থঃ—যত্র মায়াবৈভবে দ্বৈতমিব ভবতি, তন্মূলকত্বাত্তদনন্যদপি মায়াখ্যাচিন্ত্য-শক্তি হেতুকতয়া জড়মলিননশ্বরত্বেন তদ্বিলক্ষণতয়া সম্পাদিতং ততঃ স্বতন্ত্রসত্তাকমিব মুহুর্জ্জায়তে, তৎ তত্র ইতরো জীব, ইতরং পদার্থং পশ্যতি, তস্য করণদৃশ্যয়োর্মিথো যোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। যত্র তু স্বরূপবৈভবে তস্য জীবস্য রশ্মিস্থানীয়স্য মণ্ডলস্থানীয়ো য আত্মা পরমাত্মা, স এব স্বরূপশক্ত্যা সর্ব্বমভূৎ অনাদিত এব ভবন্নাস্তে ন তু তৎপ্রবেশেন, তৎ তত্র ইতরঃ স জীবঃ কেনেতরেণ করণভূতেন কং পদার্থং পশ্যেৎ, ন কেনাপি কমপি পশ্যেদিত্যর্থঃ; ন হি রশ্ময়ঃ স্বশক্ত্যা সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গতবৈভবং প্রকাশয়েয়ুর্ন চার্চ্চিষো বহ্নিং নির্দ্দহেয়ুরিতি ভাবঃ। তদেবং সতি যস্য খল্বেবমনন্তং স্বরূপবৈভবং, তং বিজ্ঞাতারং সর্ব্বজ্ঞং পরমাত্মানং কেনেতরেণ করণেন বিজানীয়াৎ, ন কেনাপীত্যর্থঃ। তদেবং জ্ঞানশক্তৌ তত্র সিদ্ধায়াং ক্রিয়েচ্ছাশক্তী চ লক্ষ্যেতে। দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমম্॥ ২০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এতৎ সম্বন্ধে আরো উক্ত হইতেছে—

"দেহ, পঞ্চপ্রাণ, ইন্দ্রিয়সকল, অন্তঃকরণ, ভূতসকল, ভূততন্মাত্রসকল, ইহারা নিজের স্বরূপকে নিজ নিজ বিষয় সকলকে এবং এতদুভয় হইতে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না। কিন্তু পুরুষ অর্থাৎ জীব নিজের স্বরূপ প্রমাতাকে, ইন্দ্রিয়সকলকে, দেহাদি অর্থসমুদয়কে, ইন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতৃ দেবতাসকলকে এবং দেহাদির মূলভূত সত্ত্ব রজঃ তমোগুণকে জানেন, কিন্তু এই সমুদয়কে জানিলেও, দেহাদি জীব পর্য্যন্ত অশেষ তত্ত্বের জ্ঞাতা সর্ব্বজ্ঞ ভগবানকে জানিতে পারে না, সেই সর্ব্বজ্ঞ অনন্তদেবকে (প্রথম ব্যূহাধিপতি সঙ্কর্ষণকে) স্তব করি।" প্রথম স্কন্ধের উক্তি অনুসারে "মহৎগুণশালীত্ব নিবন্ধন যিনি অনন্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন" অর্থাৎ যিনি স্বরূপভূত অনন্ত শক্তিসম্পন্ন তিনিই এখানের স্তব্য-তত্ত্ব। এই জন্য শ্রুতিতেও উক্তি দেখা যায় "যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জীঘ্রতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্রবা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং বিজনীয়াৎ, যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারং অরে! কেন কং বিজানীয়াৎ" ইতি (বৃ, উ ৪।৫।১৫)

স্বরূপশক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব।

উক্ত শ্রুতি অনুসারে যেখানে দ্বৈতবৎ হয়, সেইখানে জীব ইতর বস্তুর দ্রষ্টা হন, আর যেখানে নিজের তাবৎ বস্তুর আত্মত্ব মননে আত্মাস্বরূপ হইয়া যায় সেই খানেই "কেন কং পশ্যেৎ" এই রূপে জীবের পরমাত্ম দৃষ্টির পরিহার করিয়া, "বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়াৎ" এইরূপে পরমাত্মার সেই সমুদয়ের ও নিজস্বরূপের দ্রষ্টৃত্ব আছে ইহা দেখান হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যেস্থলে মায়ার বৈভবে দ্বৈতবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে; সেই স্থলেই পরমাত্ম-ভূত-জীব সকল মূলতঃ পরমাত্মা হইতে পৃথক না হইলেও, অচিন্ত্য মায়াখ্যা শক্তির প্রভাবে জড়, মলিন ও নশ্বরত্বে পরমাত্মা হইতে বিলক্ষণ স্বরূপ সম্পাদিতাবস্থায়, পরমাত্মা হইতে স্বয়ং বারম্বার স্বতন্ত্রসত্ত্বাবৎ হইয়া থাকে, এবং তৎকালেই পৃথক ভাবাপন্ন জীব বিষয়াদি ইতর পদার্থকে দেখিয়া থাকে। কারণ সেই সময়ে জীবের ইন্দ্রিয়াদির সহিত দৃশ্য পদার্থের পরস্পর যোগ্যতা সঙ্ঘটিত হওয়ায়, উক্ত দর্শনাদি সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। জীব তখন স্বয়ং স্বতন্ত্র দ্রষ্টা, শ্রোতা ও মন্তা

ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হন। স্বরূপ বৈভবে, রশ্মি স্থানীয় জীবের সম্বন্ধে মণ্ডলস্থানীয় পরমাত্মা নিজ অচিন্ত্য-স্বরূপ-শক্তির দ্বারা স্বয়ং দ্রষ্টা, শ্রোতাদি ব্যপদেশ লাভ করেন, অনাদিকাল হইতেই এইরূপ হইয়া আসিতেছে; কিন্তু পরমাত্মা যে তৎকালে অনুপ্রবেশ করিয়া দর্শনাদি কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন তাহা নহে। তখন জীব নিজ ইন্দ্রিয়াদি করণ দ্বারা কোনপদার্থকে দেখিয়া থাকে? তদুত্তরে বলিলেন—না, কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন পদার্থকেই দেখিতে সক্ষম হয় না। ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। কারণ সূর্য্যকিরণ কখন তাহার নিজ শক্তির দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত বৈভবকে প্রকাশিত করিতে পারে না; বহ্নির শিখাও কখন বহ্নিকে দাহ করিতে পারে না। জীব সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অতএব যাঁহার এতাদৃশ অনন্ত-স্বরূপ-বৈভব বিদ্যমান সেই সর্ব্ববিজ্ঞাতা পরমাত্মাকে কি কোন জীব তদীয় ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জানিতে সক্ষম হয়? কখনই হইতে পারে না, অর্থাৎ তিনি যাহাকে নিজ শক্তি দ্বারা জানাইয়া থাকেন, সেই জীবই তাঁহাকে জানিতে পারে, অন্যথা নহে।

সুতরাং মূল জ্ঞান শক্তি সম্বন্ধেই যখন এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল, তখন ক্রিয়া শক্তি ও ইচ্ছা শক্তি সম্বন্ধেও এই রূপই জানিতে হইবে। পুরুষোত্তমের প্রতি দক্ষের উক্তি ॥২০॥

বশীকৃত মায়ত্বেনাপি তামাহ—

"স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ স্বধাম্না
কালো বশীকৃতবিস্সৃজ্যবিসর্গশক্তিঃ।" (ভা ৭।৯।২২)

ইতি। "স্বধাম্না চিচ্ছক্ত্যা। যতঃ কালো মায়া প্রেরকঃ" ইতি টীকাচ। আত্মা ত্বত্রজীবঃ, তস্য গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ,

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।" (ভা ১১।২৫।১২)

ইত্যুক্তত্বাৎ। প্রহ্লাদঃ শ্রীনরসিংহম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

উহাই মায়া বশীকৃতস্বরূপে দেখাইতেছেন—

"হে ভগবন! তুমি নিজ চিচ্ছক্তির প্রভাবে নিয়তঃ আত্মার গুণ সকলকে জয় করতঃ কালরূপে মায়াময় জগৎ কার্য্য ও তাহার কারণাদি সমুদয়কে সৃজন করিয়া তাহা হইতে পৃথক ভাবে অবস্থিত রহিয়াছ।" এখানে "কাল" শব্দে মায়ার প্রেরক, "ধাম" শব্দে চিচ্ছক্তি, (ইহাই স্বামিপদের ব্যাখ্যা) এবং "আত্মা" শব্দে জীব ও জীবের গুণ বলিতে সত্ত্বাদি গুণ সকল বুঝিতে হইবে। একাদশ স্কন্ধোক্ত "সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণ জীবের উহা আমার নহে" এই শ্লোকে তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

স্বরূপ শক্তির দ্বারা মায়ার নিয়ম্যত্ব।

"জ্ঞঃ কাল কালঃ" এই শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে শ্রীভগবানই কাল শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তোমার শক্তিভূত যে কাল তুমি সেই কালের ও ক্ষোভক বা নিয়ন্তা। বৈশেষিক দর্শনের মতে, কালকে জন্য বস্তুর জনক ও জগতের আশ্রয় বলা হইয়াছে। অতএব নিজ শক্তি দ্বারা কার্য্যকারণ উভয়াত্মিকা মায়াশক্তিকে স্ববশে রাখায় পূর্ব্বোক্ত অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য্য ও তাহার নিত্যবিদ্যমানতা দেখান হইয়াছে। শ্রীনৃসিংহ দেবের প্রতি প্রহ্লাদ মহাশয়ের উক্তি ॥ ২১ ॥

তথাচ—

"করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং
যস্যেপ্সিতং নেপ্সিতমীক্ষিতুর্গুণৈঃ।

মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং

গ্রাব্ণো নমস্তে গুণ-কর্ম্ম-সাক্ষিণে॥" (ভা ৫।১৮।৩৮)

টীকাচ—"যস্যেক্ষিতুর্জীবার্থমীপ্সিতম্, অত্যন্তানিচ্ছায়ামীক্ষণাযোগাৎ; স্বার্থস্তু নেপ্সিতং; বিশ্বস্থিত্যাদি স্বগুণৈর্মায়া করোতি; তস্যা জড়ত্বেঽপীশ্বরসন্নিধানাৎ প্রবৃত্তিং দৃষ্টান্তেনাহ, যথায়ো লোহং গ্রাবণোঽয়স্কান্তান্নিমিত্তাৎ ভ্রমতি। তদাশ্রয়ং তদভিমুখং সৎ। গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ জীবাদৃষ্টানাং সাক্ষিণে তস্মৈ নমঃ" ইত্যেষা। ভূঃ শ্রীবরাহদেবম্। ॥২২॥

পঞ্চম স্কন্ধের উক্তিতে ও দেখাযায়—

"লৌহ যেমন অয়স্কান্তমণির সান্নিধ্যে নিজের অনিপ্সিত হইলেও তদভিমুখে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তদ্রূপ মায়া ঈক্ষণ কর্ত্তার গুণের দ্বারা নিজের অনভীপ্সিত হইলেও, জীবের ঈপ্সিত বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন, সেই গুণ, কর্ম্ম ও জীবাদৃষ্টের সাক্ষিস্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি।"

স্বামিপাদের টীকা—"ঈক্ষণকর্ত্তা পরমেশ্বরের অত্যন্ত অনিচ্ছায় কখন ঈক্ষণ হইতে পারে না, সুতরাং জীবার্থে ঈপ্সিত ঈক্ষণ-ক্ষুব্ধা মায়া তাহার গুণের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদি কার্য্য করিয়া থাকে। মায়া জড় স্বভাবা হইয়াও, ঈশ্বর সান্নিধ্যে যে তাহার প্রবৃত্তি হয়, উহাই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছেন, যেমন লৌহ অয়স্কান্তমণির শক্তিতে তাহার অভিমুখে আগমনাদি করিয়া থাকে, তদ্রূপ মায়াও ঈক্ষণ কর্ত্তার গুণে শক্তি সম্পন্ন হইয়া সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকে। গুণ সকলের, কর্ম্ম সকলের ও জীবাদৃষ্ট সকলের সাক্ষীভূত তাঁহাকে নমস্কার করি।"

অতএব এখানেও মায়ার উপরে ভগবৎ শক্তির প্রভাব প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে॥ ইহা শ্রীবরাহ-দেবের প্রতি পৃথ্বী দেবীর উক্তি॥ ২২॥

অথ মায়াশক্তিশাবল্যে কৈবল্যানুপপত্তেঃ কৈবল্যেঽপ্যনুভবাভাবে তদানন্দস্যার্থতানুপপত্তেশ্চান্যথা-নুপপত্তিপ্রমাণভস্তামেবাহ—

"ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ

মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥" (ভা, ১।৭।২৩)

ত্বং সাক্ষাৎ স্বয়মেবাদ্যঃ পুরুষো ভগবান্। তথা য ঈশ্বরঃ অন্তর্য্যাম্যাখ্যঃ পুরুষঃ, সোঽপি ত্বমেব, তদেবমুভয়স্মিন্নপি প্রকাশে প্রকৃতেঃ পরস্তদসঙ্গী। নন্বু কথং কেবলানুভবানন্দস্যাপি তদনুভবিত্বং যতো ভগবত্ত্বমপি লক্ষ্যেত, কথঞ্চেশ্বরত্বাৎ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বেঽপি তদসঙ্গিত্বং? তত্রাহ—

"মায়াং ব্যুদস্য" ইতি। অব্যভিচারিণ্যা স্বরূপশক্ত্যা তামাভাসশক্তিং দূরে বিধায়, তয়ৈব স্বরূপশক্ত্যা কৈবল্যে—

"পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতেঃ।

কেবলানুভবানন্দ-সন্দোহো নিরুপাধিকঃ॥" (ভা, ১১।৯।১৮)

ইত্যেকাদশোক্তরীত্যা কৈবল্যাখ্যে কেবলানুভবানন্দে আত্মনি স্বস্বরূপে স্থিতঃ, অনুভূতস্বরূপ-সুখ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং ষষ্ঠে দেবৈরপি—

"স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্।" (ভা ৬।৯।৩৩) ইতি।

সন্দোহশব্দেন চৈকাদশে বৈচিত্রী দর্শিতা, সা চ শক্তিবৈচিত্র্যাদেব ভবতীতি। অত এবমন্ত্যেব স্বরূপশক্তিঃ। প্রকৃতির্নামাত্র মায়য়াস্ত্রৈগুণ্যম্। এবমেব শক্তিত্রয়বিবৃতিঃ স্বামিভিরেব দর্শিতা। তথাহি শ্রীদেবহূতি বাক্যে—

"পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং কালং কবিং ত্রিবৃতং লোক পালম্।
আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে॥" (ভা, ৩।২৪।৩২)

ইত্যত্র, "পরং পরমেশ্বরং। তত্রহেতুঃ স্বচ্ছন্দাঃ শক্তয়ো যস্য তা এবাহ, প্রধানং প্রকৃতিরূপং, পুরুষং তদধিষ্ঠাতারং, মহান্তং মহত্তত্ত্বস্বরূপং, কালং তেষাং ক্ষোভকং ত্রিবৃতমহঙ্কারভূতং, লোকাত্মকং তৎপালাত্মকঞ্চ। তদেবং মায়য়া প্রধানাদিরূপতামুক্ত্বা চিচ্ছক্ত্যা নিষ্প্রপঞ্চতামাহ, আত্মানুভূত্যা চিচ্ছক্ত্যানুগতঃ স্বস্মিন্ লীনঃ প্রপঞ্চো যস্য তং, কবিং সর্ব্বজ্ঞং প্রধানাদ্যাবির্ভাবসাক্ষিণমিত্যর্থঃ" ইতি।

অত্র পুরুষস্যাপি মায়ান্তঃপাতিত্বং তদধিষ্ঠাতৃতয়োপচর্য্যত এব। বস্তুতস্তস্য তু তস্যাঃ পরত্বম্। তথা শ্রীকপিলদেব বাক্যে—

"অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥" (ভা, ৩।২৬।৩) ইতি।

নামস্বরূপয়োর্নিরূপণেন মহাসংহিতায়ামপি, বিবিক্তং তৎ ত্রিশক্তি—

"শ্রীর্ভূর্দুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ।
আত্মমায়া তদিচ্ছাস্যাৎ গুণমায়া জড়াত্মিকা॥" ইতি।

অস্যার্থঃ—শ্রীঅত্র জগৎপালনশক্তিঃ, ভূঃ-তৎ সৃষ্টিশক্তিঃ, দুর্গা-তৎপ্রলয়শক্তিঃ; তত্তদ্রূপেণ যা ভেদংপ্রাপ্তা, সা জীববিষয়া তচ্ছক্তির্জীবমায়েত্যুচ্যতে। পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সম্বাদে—

"অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্গুণৈঃ।"

ইত্যেতদ্বাক্যানন্তরং—

"ততঃ সর্ব্বেঽপি তে দেবাঃ শ্রুত্বা তদ্বাক্যচোদিতাঃ।
গৌরীং লক্ষ্মীং ধরাং চৈব প্রণেমুর্ভক্তিতৎপরাঃ॥" ইতি।

একাদশে চ—

"এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিণী।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥" (ভা, ১১।৩।১৬) ইতি।

আত্মমায়া স্বরূপশক্তিঃ। মীয়তেঽনয়েতি মায়াশব্দেন শক্তিমাত্রমপি ভণ্যতে।

"তস্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ॥" (ভা, ১০।১৩।৪৫)

ইতি ব্রহ্মবাক্যং তথৈব সঙ্গচ্ছতে। শক্তিমাত্রস্য তারতম্যং হি তত্র বিবক্ষিতম্। স্বল্পা শক্তিঃ খল্বনৃতস্য সত্যস্য বা ব্যঞ্জিকা ভবতু নাম, পরাভবায় কল্পত এবেতি হি তত্র গম্যতে। দৃষ্টান্তাভ্যাঞ্চ তথৈব প্রকটিতং তস্যাং তমোবদিত্যাদিভ্যাম্। তথা যুদ্ধেষু মায়াময়শস্ত্রাদিনা বহবশ্ছিন্নভিন্নাজাতা ইতি পুরাণাদিষু শ্রূয়তে। ততঃ সা চ মায়া মিথ্যাকল্পিকা ন ভবতীতি গম্যতে। নহি মরুমরীচিকাজলেন কেচিদার্দ্রা ভবন্তীতি। স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। "অতোমায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনং" ইতি। চতুর্বেবদশিখাখ্যা শ্রুতিশ্চ তথৈব প্রবর্ত্ততে। ততশ্চ "আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ" ইত্যত্র জ্ঞান-ক্রিয়ে অপি লক্ষ্যেতে। "মায়া বয়ুনং জ্ঞানং" ইতি নিঘণ্টৌ চ পর্য্যায় শব্দাঃ।

"ত্রিগুণাত্মিকাথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ।
মায়া শব্দেন ভণ্যন্তে শব্দ-তত্ত্বার্থবেদিভিঃ॥" ইতি শব্দমহোদধৌ।

ত্রিগুণাত্মিকাত্র জগৎস্রষ্ট্যাদিশক্তিঃ। সা চ—
দ্বিধেত্যুক্তমেব। "মায়া স্যাচ্ছাম্বরী বুদ্ধ্যোঃ।" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষে।

"মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ" ইতি বিশ্বপ্রকাশে। ব্যাখ্যাতঞ্চ টীকাকৃদ্ভিরেকাদশে—
"কালো মায়াময়ে জীবে" (ভা, ১১।২৪।২৭) ইত্যত্র,
"মায়া প্রবর্ত্তকে জ্ঞানময়ে বা" ইতি। নবমে—
"দৌষ্মন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযৌ" (ভা, ৯।২০।২৭) ইত্যত্র।
"দেবানামপি মায়াং বৈভবম্". ইতি। তৃতীয়েঽপি

"আপুঃ পরাং মুদম্" (ভা, ৩।১৫।২৬) ইত্যাদৌ যোগমায়াশব্দেন সনকাদাবষ্টাঙ্গযোগ-প্রভাবং ব্যাখ্যায়, পরমেশ্বরে তু চিচ্ছক্তিবিলাসো ব্যাখ্যাতঃ। ততস্ত্রিভেদৈবাত্মমায়েতি সিদ্ধম্। যথা বা "ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ" (ভা, ১।৭।২৩) ইত্যাদিমূলপদ্যমেবমবতার্য্যং; শ্রীবৈকুণ্ঠে মায়াং নিষেধন্নপি সাক্ষাত্তামেবাহ, "ত্বমাদ্য" ইতি। কৈবল্যে মোক্ষাখ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠলক্ষণে আত্মনি স্বাংশ এব স্থিতঃ, কিং কৃত্বা? তত্রাতিবিরাজমানয়া চিচ্ছক্ত্যা মায়াং দূরে স্থিতামপি তিরস্কৃত্যৈব। মতশ্চৈতন্মায়াদিকং নিষেধতা শ্রীশুক-দেবেন—

"প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥" (ভা, ২।৯।২০)

ইতি—

"মোক্ষং পরং পদং লিঙ্গমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্।" ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডে বৈকুণ্ঠপর্য্যায় শব্দাঃ।

অর্জ্জুনঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ২৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অনন্তর জাগতিক সর্ব্ববিধ কার্য্যাবস্থায় যে, সেই অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাব বিদ্যমান তাহা দেখাইয়া, কৈবল্যাবস্থাতেও যে উঁহার শক্তি অক্ষুণ্ণ ভাবে অবস্থিতা তাহা দেখাইতেছেন; মায়া শক্তি শাবল্যে কৈবল্যের অনুপপত্তি আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু কৈবল্যে যদি অনুভবের অভাব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আনন্দেরও প্রয়োজনতা অনুপপত্তি হইয়া পড়ে; সুতরাং "অন্যথা অনুপপত্তি লক্ষণ" অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা কৈবল্যেও শক্তির বিদ্যমানতা উক্ত হইতেছে, যথা—

"তুমি তোমার অব্যভিচারিণী স্বরূপ শক্তির দ্বারা মায়াখ্যা আভাস বা বহিরঙ্গা শক্তিকে দূরীকৃত করিয়া, কেবলানু- ভবানন্দ—নিজ স্বরূপে অর্থাৎ অনুভূত স্বরূপ সুখে অবস্থিত রহিয়াছ, যেহেতু তুমি প্রকৃতি হইতে পর প্রকৃত্যসঙ্গী সাক্ষাৎ আদি পুরুষ শ্রীভগবান, যিনি অন্তর্য্যামী পুরুষ ঈশ্বর সেও তুমি।"

কৈবল্যে ও চিচ্ছক্তির প্রভাব।

অর্থাৎ তুমি স্বয়ং সাক্ষাৎ আদিপুরুষ শ্রীভগবান। এবং পরমেশ্বরাখ্য যে অন্তর্যামী পুরুষ সেও তুমি। অতএব এই উভয়বিধ প্রকাশ হইতে অর্থাৎ আদি পুরুষ শ্রীভগবান রূপে ও অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর রূপে, তুমি যে প্রকৃত্যতীত অসঙ্গী তাহা ব্যক্ত হইতেছে। এখানে আশঙ্কা হইতেছে যে কেবলানুভবানন্দ স্বরূপে তদানন্দানুভবিতা এবং যে অনুভবিতৃত্বে ভগবত্ত্বও লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং কিরূপেই বা ঈশ্বরত্বহেতু প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত্বেও মায়া সঙ্গ রাহিত্য সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তুমি মায়াকে দূরীভূত করিয়া, অর্থাৎ নিজ অচিন্ত্য অব্যভিচারিণী স্বরূপ শক্তির প্রভাবে আভাসরূপা মায়া শক্তিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সেই স্বরূপ শক্তির সহিত কৈবল্যে অবস্থিত হও।" এখানে "কৈবল্য" অর্থে একাদশ স্কন্ধোক্ত শ্লোকের অর্থাবলম্বনে অর্থ করা হইয়াছে যথা "পরাবর রূপ স্বীয়াংশ ও বিভিন্নাংশের পরম আশ্রয় স্বরূপ নিরুপাধিক বিশুদ্ধ স্বরূপভূতানুভবানন্দ সন্দোহরূপ কৈবল্য সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া অবস্থিত আছ। ইহার তাৎপর্য্যে কৈবল্য স্বরূপেও যে স্বগত ভেদ বিদ্যমান তাহাই উক্ত হইয়াছে। "কেবলানাং শুদ্ধানাং স্বরূপ" "ভূতানাং অনুভবানাং যঃ সন্দোহস্তদ্রূপঃ" কারণ অনুভবানন্দ স্বরূপে অবস্থান বলিলেই নিজ স্বরূপ সুখানুভব করিতেছেন, ইহা সিদ্ধ হইতেছে। ষষ্ঠস্কন্ধে দেবগণের স্তুতিতেও উক্ত হইয়াছে "স্বয়ং উপলব্ধ" অর্থাৎ স্বতঃ অভিব্যক্ত যে নিজ সুখ তদনুভব স্বরূপ" পূজ্যপাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিলেন "ভবান্ উপলব্ধ নিজ সুখানুভব এব ভবতি"। একাদশ স্কন্ধে "সন্দোহ" পদের শক্তি-বৈচিত্রী—ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; শক্তির বিচিত্রতাবশতঃই হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাতে এই স্বরূপ শক্তি যে নিত্য বিদ্যমান তাহা সিদ্ধ হইতেছে। "ত্বমাদ্য" এই মূল শ্লোকে যে "প্রকৃতি" শব্দের উল্লেখ আছে, ঐ প্রকৃতি অর্থে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তি।

"তুমি পরমেশ্বর, প্রধান, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, কাল, কবি, ত্রিবৃৎ, লোকপাল, নিজানুভূতি দ্বারা অনুগত প্রপঞ্চ, অর্থাৎ তোমার নিজ চিৎশক্তির দ্বারা প্রপঞ্চ তোমাতেই লীন হইয়া থাকে; অতএব স্বাধীন শক্তি কপিল রূপী তোমার শরণাপন্ন হইলাম।" শ্রীকপিল দেবের প্রতি দেবহূত্যুক্ত এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ শক্তি ত্রয়ের এইরূপ বিবৃতি দেখাইয়াছেন যথা —"তুমি পর অর্থাৎ পরমেশ্বর, কারণ তোমার শক্তি সকল সচ্ছন্দশালিনী, কাহারা ঐ শক্তি শব্দ বাচ্য তাহাও বলিতেছেন; প্রধান—অর্থাৎ প্রকৃতি, তাহার অধিষ্ঠাতা পুরুষ, মহত্ত্ব, ঐ মহত্তত্ত্বের ক্ষোভক কাল, ও ত্রিবৃদহঙ্কার হইতে উদ্ভূত লোক, এবং ঐ লোকপালকও তুমি; অর্থাৎ এক তুমিই তোমার বিভিন্ন শক্তিতে বিভিন্নাকারে হইয়া থাক।" এইরূপে মায়া শক্তিদ্বারা প্রধানাদি রূপের বিষয় বলিয়া, চিৎ-শক্তির প্রভাবে নিষ্প্রপঞ্চতার বিষয় বলিতেছেন; "আত্মানুভূতি অর্থাৎ চিৎ-শক্তির দ্বারা প্রপঞ্চ সমুদয় যাহার নিজের মধ্যে লীন হইয়া থাকে, সেই তোমার, কবি—সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাব ও লয়ের সাক্ষী স্বরূপ" ইত্যাদি। এখানে মায়ার অধিষ্ঠাতা রূপে পুরুষের মায়ান্তঃ-পাতিত্ব উপচরিত হইলেও; বস্তুতঃ প্রকৃতি হইতে পৃথক ও নিগুর্ণ। এবং শ্রীকপিল দেবের বাক্যে উহাই দেখিতে পাওয়া যায় যথা "আদিরহিত, প্রকৃতি হইতে পৃথক,

নির্গুণ, স্বয়ং প্রকাশ, পুরুষ, যিনি আত্মা, যাঁহার প্রকাশ সর্ব্বত্র অভিব্যাপ্ত এবং যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব সমন্বিত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি বিশ্বের একমাত্র কারণ।" এই শ্লোকে স্পষ্টই অনন্ত শক্তিমত্ব উক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসংহিতায় নাম ও স্বরূপের নিরূপণে পৃথক তিনটি শক্তির উল্লেখ হইয়াছে যথা—"সেই মহাত্মার অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে জীব মায়া উহা শ্রী, ভূ ও দুর্গা এই তিন নামে বিভিন্না। আত্ম মায়া, তাঁহার ইচ্ছা। গুণমায়া জড়াত্মিকা।" এখানে একই দৈবী মায়া বিভিন্ন কার্য্যাবস্থায় ভিন্ন আখ্যা লাভ করেন; শ্রী-জগৎ পালনী শক্তি। ভূ-সৃষ্টি শক্তি। দুর্গা—প্রলয় শক্তি। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের যে বিভেদের উল্লেখ হইয়াছে এতৎ সমুদায়ই জীবের নিমিত্ত, সুতরাং এই শক্তি জীব মায়া আখ্যায় কথিতা হয়েন। পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সম্বাদে উক্ত হইয়াছে "আমিই ত্রিবিধ গুণের দ্বারা ত্রিবিধাকারে অবস্থিত হইয়া থাকি।" ইত্যাদি বাক্যের অনন্তর "তাঁহার বাক্যে পরিচালিত দেবতাসকল ভক্তি সহকারে ব্যস্তসমস্ত হইয়া গৌরী, লক্ষ্মী ও ধরাকে প্রণাম করিয়াছিলেন।" একাদশ স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে "আমরা আপনার নিকট শ্রীভগবানের এই সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকারিণী ত্রিবর্ণা নামে অভিহিতা মায়ার বিষয় বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে অপর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন।" পূর্ব্বোক্ত আত্মমায়া বা ইচ্ছা তাঁহার স্বরূপ শক্তি।

অথবা মায়া শব্দের সাধারণ ব্যুৎপত্তি "মীয়তে অনয়া" অর্থাৎ তাঁহাকে জানা যায় যাহা দ্বারা, এইরূপ অর্থ করিলে "মায়া" শব্দে কেবল শক্তি মাত্রই বলা যাইতে পারে। দশম স্কন্ধোক্ত ব্রহ্মার বাক্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, "গাঢ়ান্ধকার রজনীতে নৈহারিক তম যেমন তাহার স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রকাশে সক্ষম হয় না, সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত দিবা লোকে খদ্যোত যেমন তাহার জ্যোতিঃ প্রকাশে সক্ষম হয় না। তদ্রূপ মহাশক্তির নিকট ক্ষুদ্র শক্তি নিজ সামর্থ্য পরিচালনে সক্ষম হয় না।" ব্রহ্মার এই বাক্য হইতে এখানে শক্তির তারতম্য থাকিলেও "মায়া" শব্দ কেবল শক্তিকে উপলক্ষণ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।

স্বল্প শক্তি কাল্পনিক সত্যের প্রকাশক হইলেও, পরক্ষণে উহা যে পরাভবেরই কারণ হইয়া থাকে; ইহাই এখানের তাৎপর্য্য "তম্যাং তমো" এই শ্লোকোক্ত খদ্যোতাদির দৃষ্টান্তদ্বয়ের দ্বারা উহাই প্রকটিত হইয়াছে।

যুদ্ধাদি স্থলে মায়িক শস্ত্রাদি দ্বারা বহু ব্যক্তি ছিন্ন ভিন্ন হইল ইত্যাদি কথা পৌরাণিক আখ্যায়িকায় শোনাযায়, ঐ মায়ার কার্য্য বস্তুত মিথ্যা কল্পিত নয়, কারণ মায়া হইলেও উহার কার্য্য দেখা যায়। মরুমরীচিকা জলে কেহ কখন আর্দ্র হয় না, সুতরাং উহা কেবল কল্পনা।

অতএব পূর্ব্বোক্ত মায়া মাত্রই শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা মায়াখ্যা নিত্যশক্তি যুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। "এই কারণেই বিষ্ণুকে মায়াময় সনাতন আখ্যায় অভিহিত করা হয়।" চতুর্ব্বেদশিখাদি শ্রুতিও এইরূপে তাঁহাতে প্রবর্ত্তিত হয়।

আত্মমায়ার ত্রৈবিধ্য।

"আত্মমায়া তাঁহার ইচ্ছা" এই শ্লোকে মায়ার উল্লেখ হইতে তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ক্রিয়াদি সমুদয়ই লক্ষিত হইয়াছে জানিতে হইবে। নিঘণ্টুকার "মায়া, বয়ুন, জ্ঞান" এই শব্দগুলি মায়ারই পর্য্যায় বাচক বলিয়াছেন। শব্দমহোদধিতে উক্ত হইয়াছে—"শব্দ তত্বার্থ বেদিগণ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি, জ্ঞান ও বিষ্ণু-শক্তিকে মায়া শব্দে অভিহিত করেন।" এখানে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি পূর্ব্বোক্ত শ্রী, ভূ ইত্যাদি শব্দাভিহিতা জগৎসৃষ্ট্যাদি শক্তি। ঐ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিও দ্বিবিধা "মায়া এবং শাম্বরী বুদ্ধি" অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকী বিদ্যা, ইহা ত্রিকাণ্ডশেষের অভিমত। বিশ্ব-প্রকাশের মতে মায়া শব্দ "মায়া, দম্ভ এবং কৃপা" অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। একাদশ স্কন্ধোক্ত "কালোমায়াময়ে জীবে" এই শ্লোকের টীকায় "মায়াময়" শব্দের "মায়াপ্রবর্ত্তক জ্ঞানময় জীব" এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। নবম স্কন্ধে—"দৌষ্মন্তি দেবগণের বৈভব অতিক্রম করিয়াছিলেন" এখানে মায়ার বৈভব অর্থ করা হইয়াছে। তৃতীয় স্কন্ধে—"মুনিগণ উৎকৃষ্ট পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" এই শ্লোকের টীকায় "যোগমায়া" শব্দে "সনকাদিতে অষ্টাঙ্গ যোগের প্রভাব" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, তৎপরে পরমেশ্বর সম্বন্ধে—"চিৎ- শক্তির বিলাস" এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে, যথা—"যোগমায়া বলেনেতি অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভাবেণোপেত্য, পরমেশ্বরে যোগমায়েতি চিচ্ছক্তি বিলাস ইতি দ্রষ্টব্যং।" (স্বামিপাদৈঃ)

অতএব পূর্ব্বোক্ত আত্মমায়া যে ত্রিবিধা তাহা সিদ্ধ হইতেছে। অথবা "ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ" এই মূল শ্লোকের এইরূপ অবতারণাও হইয়া থাকে ; প্রথমতঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ লোকে প্রাকৃতিক গুণমায়াকে নিষেধ করিলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মায়া অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে—"তুমি নিজ অতিবিরাজ মানা চিৎশক্তির প্রভাবে, দূরস্থিতা জীবসম্মোহিনী মায়াকে তিরস্কার করিয়া কৈবল্য বা মোক্ষাখ্য নিজ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে নিজস্বরূপে অর্থাৎ পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছ। ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে যে মায়াদি ছিলনা। শ্রীভাগবতপ্রবক্তা শুকদেব স্বয়ংই মূলে তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন—"যে বৈকুণ্ঠধামে রজোতমো বা তন্মিশ্রসত্ত্বগুণ পর্য্যন্ত নাই যেখানে মায়ার অনবস্থিতি নিবন্ধন তাহার কার্য্য রাগদ্বেষাদি এমন কি কালের বিক্রম—উৎপত্তি, বিনাশ কিছুই নাই। যেস্থানে সুরাসুরাদিগণ দ্বারা সেবিত শ্রীহরির নিত্যপার্ষদগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। (২৭ পৃষ্ঠা) পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে মোক্ষশব্দের বৈকুণ্ঠার্থ "মোক্ষ, পরপদাভিধ-অমৃত, বিষ্ণুমন্দির" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের প্রতি অর্জ্জুন মহাশয়ের উক্তি ॥ ২৩ ॥

অত ঊর্দ্ধং গুণাদিনাং স্বরূপাত্মতানিগমনাৎ স্বরূপশক্তিরেব পুনরপি বিব্রিয়তে, যাবৎসন্দর্ভ-সমাপ্তি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

ইহার পর গুণাদির স্বরূপ ভূততা বলিবার জন্য গ্রন্থের সমাপ্তি পর্য্যন্ত পুনশ্চ স্বরূপ শক্তিই বিবৃত হইবে ॥২৪॥

তত্র গুণানাং স্বরূপাত্মতামাহ :—

"স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্ ভজতি স্বরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥"

(ভা, ১০ । ৮৭ । ৩৮)

টিকা চ—"স তু জীবো যদ্‌যস্মাৎ অজয়া মায়য়া অজামবিদ্যামনুশয়ীত আলিঙ্গেৎ, ততশ্চ গুণাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ জুষন্ সেবমানঃ আত্মতয়া অধ্যস্যন্, তদনু তদনন্তরং সরূপতাং তদ্ধর্ম্মযোগঞ্চ জুষন্, অপেতভগঃ পিহিতানন্দাদিগুণঃ সন্, মৃত্যুং সংসারং ভজতি প্রাপ্নোতি। ত্বমুত ত্বন্তু জহাসি তাং মায়াম্। নন্নু সা ময্যেবাস্তি কথং ত্যাগস্তত্রাহ, অহিরিব ত্বচমিতি। অয়ং ভাবঃ—যথা ভুজঙ্গঃ স্বগতমপি কঞ্চুকং গুণবুদ্ধ্যা নাভিমন্যতে তথা ত্বমজাং মায়াং ; ন হি নিরন্তরাহ্লাদিসম্বিৎকামধেনুবৃন্দপতেরজয়া কৃত্যমিতি তামুপেক্ষসে। কুত এতত্তদাহ—আত্তভগ নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ, মহসি পরমৈশ্বর্য্যে, অষ্টগুণিতে অণিমাদ্যষ্টবিভূতিমতি মহীয়সে পূজ্যসে বিরাজসে। কথম্ভূতঃ ? অপরিমেয়ভগঃ অপরিমেয়ৈশ্বর্য্যঃ, ন ত্বন্যেষামিব দেশকাল-পরিচ্ছিন্নং তবাষ্টগুণিতমৈশ্বর্য্যম্, অপি তু পরিপূর্ণস্বরূপানুবন্ধিত্বাদপরিমিতমিত্যর্থঃ।" ইত্যেষা। তথা চ তত্রৈব পূর্ব্বমুক্তং—

"ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।" (ভা, ১০।৮৭।১৪) ইতি।

যথা—অহিরিবত্বচমিত্যত্র—ত্বক্ শব্দেন পরিত্যক্তা জীর্ণত্বগেবোচ্যতে। স যথা তাং জহাতীতি তৎসমীপমপি ন ব্রজতি, তথা ত্বমপি মায়াসমীপং ন যাসীত্যর্থঃ।

অন্যত্র চ—

"বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।" (ভা,১০।৩৭।২২) ইতি।

তথোদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

"সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ॥" (ভা, ১১।১৫।৩) ইতি।

অগ্রে চ—

"এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতাঃ।" (ভা, ১১।১৫।৫)

অতএব দৈত্যবালকান্ প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্—

"কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।
মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়া॥" (ভা, ৭।৬।২৩) ইতি।

— টীকা চ—

"ননু স এব চেৎ সর্ব্বত্র, তর্হি সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞতাদ্যুপলভ্যেত? তত্রাহ—গুণাত্মকঃ সর্গো যস্যাস্তয়া মায়য়া অন্তর্হিতম্ ঐশ্বর্য্যং যেন" ইত্যেষা। অত্র ভগবদৈশ্বর্য্যস্য মায়য়ান্তর্হিতত্বেন গুণসর্গয়েতি মায়য়া বিশেষণবিন্যাসেন চ তদতীতত্বং বোধয়তি, স্বরূপবৎ। অতঃ পরমেশ্বর ইতি বিশেষণমপি তৎসহযোগেন পূর্ব্ববমেব দত্তমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রুতয়শ্চ—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।" (শ্বে, উ, ৪।৫)

যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ; কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞানাত্মকঃ ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চ;

"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।" (শ্বে, উ, ১।৩) ইত্যাদ্যাঃ।

অত্র স্বগুণৈরিতি—

"যাতীতগোচরা বাচাম্" (বি, পু, ১।১৯।৭৬) ইত্যুক্তেঃ স্বীয়স্বভাবৈরিত্যর্থঃ। শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥২৫॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

একণে গুণ সকলের স্বরূপাত্মতা উক্ত হইতেছে—

"সেই জীব যে কারণে মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। তাহার ফলে সে দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের সেবা করিয়া, নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, তদ্ধর্ম্মাপন্ন হইয়া জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারের ভজনা করিয়া থাকে। নিত্য প্রাপ্তৈশ্বর্য্য পরমাত্মা যাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ করা যায় না, অনিমাদি অষ্ট বিভূতিবৎ নিজ ঐশ্বর্য্যে বিরাজিত হইয়া সর্প যেমন নিজ কঞ্চুক ত্যাগ করিয়া থাকে তদ্রূপ তিনি মায়াকে ত্যাগ করিয়া, থাকেন,"

ঐ টীকা যথা—"জীব যিনি মায়া কর্তৃক অভিভূত হইয়া অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার গুণ অর্থাৎ দেহ ইন্দ্রিয়াদির সেবা করিয়া উহাই তাহার স্বরূপ এই মনন করিয়া, তাহার ধর্ম্মের সেবা করিয়াও আনন্দাদি গুণ পিহিত হইয়া সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু তুমি ঐ মায়াকে ত্যাগ করিয়া থাক। যদি বল মায়া আমাতেই থাকে উহাকে ত্যাগ করা কিরূপে সম্ভব হইবে? উহার দৃষ্টান্ত সর্পের ন্যায়; অর্থাৎ সর্প যেমন উহার নিজাঙ্গভূত কঞ্চুককে নিজের বলিয়া মনে ধারণা করিয়া ত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও তোমার অঙ্গভূতা মায়াকে নিজের বলিয়া মনে করিয়াও নিরন্তর সচ্চিদানন্দ-কামধেনু-বৃন্দ-পতি যে তুমি, মায়ার সহিত তোমার কোন কৃত্য নাই বলিয়া তুমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাক। কিরূপে ইহার সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—তুমি নিত্য প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য, নিজ অনিমাদি অষ্ট বিভূতি মতি ঐশ্বর্য্যে বিরাজিত রহিয়াছ। তোমার উক্ত ঐশ্বর্য্য কিরূপ? যাহার পরিমাণ করা যায় না অর্থাৎ অপরের ন্যায় যাহা দেশ কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, অপিচ পরিপূর্ণ স্বরূপানুবন্ধিত্ব বশতঃ নিত্যই অপরিমিত।"

ভগবদ্গুণের স্বরূপ ভূততা।

শ্রুতি স্তবে ইহার পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে; "তুমি তোমার স্বরূপের দ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থিত আছ।"

অথবা "অহিরিব ত্বচং" এখানে ত্বক্ শব্দে পরিত্যক্তা জীর্ণা ত্বক্‌ই অর্থ। সর্প যেমন নিজ পরিত্যক্ত ত্বক্ (খোলস্) ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আগমন করে, আর কখন উহার নিকটেও গমন করে না, তদ্রূপ তুমিও মায়ার নিকটে গমন কর না, ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে "নিজ স্বরূপভূতা শক্তি দ্বারা তুমি তোমার সকল কার্য্য সমাপন করিয়া থাক, অতএব অপ্রতিবন্ধেচ্ছ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-ঘন-মূর্ত্তি" ইত্যাদি। এইরূপ উদ্ধবের প্রতি ভগবানের নিজের বাক্যেও উক্ত হইয়াছে; "ত্রিকালজ্ঞ যোগপ্রবীণগণ অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির ধারণার বিষয় বলিয়া থাকেন; তন্মধ্যে অষ্ট প্রকার ধারণা মদীয়শক্তি প্রধানা, দশটি সত্ত্বাদি গুণ প্রধানা" ইত্যাদি।

তৎপরেও "হে সৌম্য! মদীয় এই সকল সিদ্ধির মধ্যে আটটি ঔৎপত্তিকা জানিবে।"

অতএব দৈত্য বালকগণকে প্রহ্লাদ মহাশয় বলিয়াছিলেন—"কেবল শুদ্ধানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর, গুণময়ী মায়া দ্বারা নিজ ঐশ্বর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখেন। অর্থাৎ তাঁহার গুণময়ী মায়া সংসারী জীব সম্বন্ধে মোহ বিস্তার করিয়া থাকেন, বলিয়া জীবের নিকট তাঁহার মহিমা অপ্রকাশিত থাকে।"

ঐ স্বামিপাদের টীকা যথা—"যদি শ্রীভগবান সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তাহা হইলে, সর্ব্বত্র তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদির উপলব্ধি হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন গুণাত্মক সৃষ্টি, সেই গুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা যাঁহার ঐশ্বর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে তিনিই ("মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য্যঃ") মায়া কর্তৃক অন্তর্হিতৈশ্বর্য্য" ইত্যাদি। এখানে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য মায়া দ্বারা অন্তর্হিত, এবং মায়ার গুণ-সর্গা এই বিশেষণ বিন্যাসের দ্বারা শ্রীভগবানের স্বরূপ যেমন মায়াতীত, তাঁহার ঐশ্বর্য্যও তদ্রূপ মায়ার অতীত, ইহা বোধিত হইয়াছে। অতএব এখানে পূর্ব্বেই পরমেশ্বর এই বিশেষণ উহাদের সাহচর্য্যে উক্ত হওয়ায়, তিনি এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য যে মায়াতীত ইহাই জানিতে হইবে।

শ্রুতি বলেন—"অজা, একা, লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণা, বহুপ্রজা সৃজমানা, স্বস্বরূপ হইতে অভিন্নাকারা। এক অজ যে প্রকৃতির (অর্থাৎ ঐ মায়ার) সেবা করতঃ তদাসক্ত চিত্ত হইয়া থাকে। অপর অজ অর্থাৎ নিত্যবুদ্ধ পরমাত্মা, ভুক্ত ভোগা মায়াকে ত্যাগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তদতীত অবস্থায় অবস্থিত থাকেন।"

অতএব ভগবান যদাত্মক তাঁহার প্রকাশও তদাত্মিকা। অর্থাৎ তাঁহার মূর্ত্তি ধামাদিও তদাত্মক এখানে জিজ্ঞাসা হইতেছে ভগবান কিমাত্মক? উত্তরে শ্রীভগবান জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক, শক্ত্যাত্মক। "দেবাত্ম শক্তিং", ইত্যাদি শ্বেতাশ্বর উপনিষদেও স্বকীয় অচিন্ত্য শক্তি মত্তার ও ঐশ্বর্য্যের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এই "স্বগুণ" অর্থে

বিষ্ণুপুরাণোক্ত "যাহা বাক্যের অতীত" (১) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, উহার সহিত একবাক্যে; স্বীয় অচিন্ত্য স্বভাব—এই অর্থই বিশেষ সঙ্গত হইতেছে। শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতিগণের উক্তি ॥ ২৫ ॥

"মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ ॥" (ভা, ১১। ১৩। ৪০)

টীকাচ—"কথম্ভূতাঃ? অগুণাঃ, গুণপরিণাম রূপা ন ভবন্তি, কিন্তু নিত্যা ইত্যর্থঃ।"

ইত্যেষা। তথা চ—নারদ পঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে—

"নমঃ সর্ব্বগুণাতীতষড়্গুণায়াদিবেধসে" ইতি। তদুক্তং ব্রহ্মতর্কে—

"গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ।
ন বিষ্ণোর্ন চ মুক্তানাং কাপি ভিন্নো গুণোমতঃ।"

কালিকা পুরাণে দেবীকৃত বিষ্ণুস্তবে—

"যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
ন বিব্রুণ্বন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে ॥
স্ত্রিয়া ময়া তে কিং জ্ঞেয়া নির্গুণস্য গুণাঃ প্রভো।
নৈব জানন্তি যদ্রূপং সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ" ॥ ইতি।

শ্রীহংসদেবঃ সনকাদীন্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

"গুণপরিণাম পরিশূন্য সাম্যাসঙ্গাদি গুণ সকল, নির্গুণ, নিরপেক্ষ, সুহৃদ, প্রিয় ও আত্মা স্বরূপ আমাকে ভজনা করিয়া থাকে।"

স্বামিপাদ লিখিলেন—ঐগুণ সকল কিরূপ? যাহা প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণের পরিণামরূপ নহে, কিন্তু নিত্য ও স্বাভাবিক।" নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—"আদি বিধাতা সর্ব্বগুণাতীত হইয়াও যিনি ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণ সম্পন্ন তাঁহাকে নমস্কার করি।" ব্রহ্মতর্কেও উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর সংসারাদি তাবৎ দুঃখহর্ত্তা হরি যিনি স্বরূপভূত নিজগুণের দ্বারা গুণী আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই শ্রীভগবান বিষ্ণুর ও মুক্তপুরুষগণের গুণ কদাপি তাঁহা হইতে পৃথক নহে।" কালিকাপুরাণে দেবীকৃত বিষ্ণুর স্তবেও উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মাদি দেবগণ তপোধন মুনিগণ যাঁহার রূপাদির বর্ণনে সক্ষম হয়েন না, উহা আমি কিরূপে বর্ণন করিব। ইন্দ্রাদি সুরাসুরগণ যাঁহার রূপের বিষয় পরিজ্ঞাত নহেন, সেই নির্গুণ শ্রীভগবানের রূপ ও গুণাদির বিষয় স্ত্রীরূপা আমি কিরূপে জানিব।"

ভগবদ্‌গুণের নিত্যতা।

উপনিষদের "প্রজ্ঞান ঘন এবানন্দময়" (মণ্ডুক ৫) "আত্মা আনন্দময়" (তৈত্তি, ২।৫।১) ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে স্বরূপার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ে আনন্দময়াদি শব্দে তাঁহার গুণাদির অভেদই প্রতিপাদিত হইয়াছে। "সর্ব্বশক্তি নিলয়ঃ" (বিষ্ণু, পু, ৬।৮।৭) সর্ব্বশক্তি নিলয়—ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের উক্তিতেও তাঁহার নিত্যগুণের উক্তি হইয়াছে।

"সর্ব্বৈর্যুক্তা শক্তিভির্দেবতা সা পরেতি মাং প্রাহুরজস্রশক্তিং।" (ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্)

অতএব শ্রীভগবানের গুণাদি যে নিত্য ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সুসিদ্ধ। সনকাদির প্রতি শ্রীহংসদেবের উক্তি ॥ ২৬ ॥

(১) পূর্ব্বে ৩৮ পৃষ্ঠা ১৭ অঙ্কে উক্ত হইয়াছে—

অন্যত্র শ্রীহংসবাক্যস্থিতাদিগ্রহণক্রোড়ীকৃতান্ তান্ বহূনেব সত্যং শৌচমিত্যাদিভির্গণয়িত্বাহ—

"এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।

প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥" (ভা ১।১৬।৩০)

টীকা চ—"এতে একোনচত্বারিংশৎ। অন্যে চ ব্রহ্মণ্যত্বশরণ্যত্বাদয়ো মহান্তো গুণা যস্মিন্নিত্যাঃ সহজা ন বিয়ন্তি ন ক্ষীয়ন্তে স্ম" ইত্যেষা।

অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণম্—

"কলামহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো ন যদ্বিভূতেঃ পরিণাম হেতুঃ।" (বি, পু, ৪।১।২৭)

ইতি শ্রীপৃথিবী শ্রীধর্ম্মম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অন্যত্র প্রথম স্কন্ধেও শ্রীহংসবাক্যস্থিত গুণাদিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া "সত্যং শৌচং" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত গুণাদির গণনায় "এতে চান্যে চ" শ্লোক উক্ত হইয়াছে।

শ্রীহংস বাক্যস্থিত "আদি" পদের গ্রহণকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া উক্ত গুণাদির বহুত্ব উক্ত হইয়াছে—

"হে ভগবন্! মহত্ত্বকামিগণের একান্ত প্রার্থনীয় এই সকল ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গুণাবলী যাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান আছে এবং যাঁহা হইতে কখন বিগত হয় না, অর্থাৎ অক্ষয়রূপে বর্ত্তমান থাকে।" ঐ স্বামিপাদের টীকা যথা—

"এই উনচল্লিশ প্রকার এবং ব্রহ্মণ্যত্ব শরণ্যত্ব প্রভৃতি মহাগুণ যাঁহাতে নিত্য অর্থাৎ সহজ বা স্বাভাবিক অক্ষয়রূপে অবস্থান করে, কখনও অপসৃত হয় না।"

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত গুণের বিষয়ে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—

"সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্

শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥

জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ

স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ।

প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ

গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্ম্মানোঽনহং কৃতিঃ।" (ভাগ, ১।১৬।২৬-২৭)

সত্য শৌচ দয়া ক্ষান্তি ত্যাগ সন্তোষ সারল্য শম দম তপ সমতা তিতিক্ষা উপরতি শ্রুত জ্ঞান বিরক্তি ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য তেজ বল স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য কৌশল কান্তি ধৈর্য্য কোমলতা প্রতিভাতিশয় বিনয় শীল মনঃপাটব জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয় পাটব ভোগাস্পদতা গাম্ভীর্য্য স্থৈর্য্য শ্রদ্ধা কীর্ত্তি পূজ্যত্ব ও অনহঙ্কার এই উনচল্লিশ প্রকার গুণের উল্লেখ হইয়াছে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বীয় ক্রমসন্দর্ভে সত্যাদি শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

সত্য যথার্থভাষণ, শৌচ শুদ্ধতা, দয়া পরদুঃখাসহন, শরণাগত পালকত্ব ও ভক্তসুহৃদত্ব ইহাতে অন্তর্নিহিত হইয়াছে, ক্ষান্তি ক্রোধোদ্রেকে চিত্তসংযম, ত্যাগ বদান্যতা, সন্তোষ স্বতস্তৃপ্তি, আর্জ্জব অকৌটিল্য, ইহাতে সর্ব্বজীব শুভঙ্করত্ব অন্তর্নিহিত হইয়াছে, শম মনের অনৈশ্চল্য, ইহাতে সুদৃঢ় ব্রতত্ব অন্তর্নিহিত হইয়াছে, দমো বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, তপ ক্ষত্রিয়ত্বাদি লীলাবতারানুরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন, সমতা শত্রুমিত্রাদি বুদ্ধির অভাব, তিতিক্ষা স্বসম্বন্ধীয় পরাপরাধ সহন, উপরতি ঔদাসীন্য, শ্রুত শাস্ত্রবিচার, জ্ঞান পঞ্চবিধ জ্ঞান-বুদ্ধিমত্ত্ব, কৃতজ্ঞত্ব, দেশকালপাত্রজ্ঞত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও আত্মজ্ঞত্ব। বিরক্তি [illegible]সদ্বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্য, ঐশ্বর্য্য নিয়ন্তৃত্ব, শৌর্য্য সংগ্রামোৎ-

শ্রীভগবানের উনচল্লিশ প্রকারাদি গুণ।

সাহ, তেজ প্রভাব, অর্থাৎ প্রতাপখ্যাতি। বল দক্ষতা অর্থাৎ অসুচ্চকর ক্ষিপ্রকারিতা, স্মৃতি কর্ত্তব্যার্থের অনুসন্ধিৎসা, স্মৃতির পাঠান্তরে ধৃতি পদের উল্লেখ থাকিলেও ক্ষোভের কারণ বিদ্যমানেও অব্যাকুলতা, স্বাতন্ত্র্য অপরাধীনতা, কৌশল ত্রিবিধ-ক্রিয়ানৈপুণ্য, যুগপৎ ভূরিকার্য্য সমাধান চাতুর্য্য, কলাবিলাসজ্ঞ। কান্তি কমনীয়তা উহা চারি প্রকার অবয়বের, অঙ্গাদির, বর্ণ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদির এবং বয়সের, তন্মধ্যে রসগত-অধর ও চরণ স্পৃষ্টবস্তু নিষ্ঠ, এতৎ সমুদয়কান্তি হইতে নারীগণ মনোহারিত্বলক্ষণ অসাধারণ ধর্ম্মও জানিতে হইবে। ধৈর্য্য অব্যাকুলতা, কোমলতা প্রেমার্দ্রচিত্ততা, প্রেমবশ্যতাও ইহার অন্তর্নিহিত। প্রতিভাতিশয় প্রাগল্ভ্য, বাবদূকতা ইহারই অন্তর্নিহিত। প্রশ্রয় হ্রীমত্ত্ব, যথোচিত সর্ব্বমানদাতৃত্ব ও প্রিয়ম্বদত্ব ইহার অন্তর্নিহিত। শীল স্বভাব ইহাতে সাধুসমাশ্রয়ত্ব অন্তর্নিহিত "সহ ওজোবলংভগঃ" অর্থাৎ মনঃপাটব জ্ঞানেন্দ্রিয় পাটব, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাটব; ভগ ত্রিবিধ ভোগাস্পদত্ব, সুখিত্ব, সর্ব্বসমৃদ্ধিমত্ত্ব। গাম্ভীর্য্য দুর্ব্বোধাভিপ্রায়ত্ব, স্থৈর্য্য অচাঞ্চল্য, আস্তিক্য বা শ্রদ্ধা শাস্ত্র চক্ষুষ্টং, কীর্ত্তি সাদ্গুণ্যখ্যাতি, ইহাতে সর্ব্বরঞ্জনত্ব অন্তর্নিহিত। পূজ্যত্ব মানবত্ত্ব, অনহঙ্কার গর্ব্বরাহিত্য ইত্যাদি" তেষট্টিপ্রকার গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। এবং "এতে চান্যে চ" এই শ্লোকের "চ" কার হইতে ব্রহ্মণ্যত্ব, সর্ব্ব-সিদ্ধিনিষেবিত্ব, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বাদির উল্লেখ করিয়াছেন।

তন্মধ্যে সন্তোষাদি কতিপয় ভক্ত সম্বন্ধে শ্রীভগবান হইতে অন্যত্রও বিদ্যমান থাকে। এবং "মহত্ত্ব কামিগণের প্রার্থনীয়" এই উক্তি হইতে বরীয়স্ত্ব, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বকেও অপর একটি গুণ বলিয়া জানিতে হইবে। উপরি কথিত গুণ শ্রীভগবানে পূর্ণ ও অবিনশ্বর রূপে অবস্থিত, অন্যত্র ভক্তাদিতে উহার অল্পত্ব ও চঞ্চলত্ব উক্ত হইয়াছে।

শ্রীভগবদ্গুণের অবিনশ্বরতা ও পূর্ণতা সম্বন্ধে সূতের উক্তিও দেখা যায়, যথা—

"অশেষ শ্রীর আস্পদ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য নিরীক্ষণ করিয়াও দ্বারকাবাসিগণের চক্ষু তৃপ্তি লাভ করে নাই।" এখানে "নিত্য" ও "নবিয়ন্তি" এই দুই শব্দ হইতে সকল কালেই যাহা স্বরূপে অবস্থিত আছে "স্বস্বরূপাবস্থিতি"; রূপ একটি গুণেরও উল্লেখ হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন জীবের অলভ্য কতকগুলি নিত্য গুণ শ্রীভগবানে নিয়ত বিদ্যমান যথা—সত্য সঙ্কল্পত্ব, বশীকৃত অচিন্ত্য-মায়ত্ব আবির্ভাব বিশেষত্ব থাকিলেও অখণ্ডশুদ্ধ সত্ত্বগুণের এক মাত্র আশ্রয়ত্ব জগৎ পালকত্ব হতারিগতিদায়কত্ব আত্মা-রামগণাকর্ষিত্ব, ব্রহ্ম রুদ্রাদিনিষেবিত্ব, পরম অচিন্ত্য স্বরূপশক্তিমত্ব, নিত্য নূতন অনন্ত সৌন্দর্য্যাদির আবির্ভাবকত্ব পুরুষাবতারত্বেও মায়ানিয়ন্তৃত্ব, জগৎ সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব, গুণাবতারাদিরবীজত্ব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাশ্রয়রোমবিবরত্ব, বাসুদেব-ও নারায়ণাদি ভগবদ্বাবির্ভাবেও স্বরূপভূত পরমঅচিন্ত্যঅখিলমহাশক্তিমত্ব, স্বয়ং ভগবল্লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ রূপে হতারিমুক্তি-ভক্তিদাতৃত্ব, নিজেরও বিস্মাপকরূপাদি মাধুর্য্যবত্ত্ব, অনিন্দ্রিয় অচেতনপর্য্যন্তেরও অশেষসুখ দাতৃত্ব ও স্বসান্নিধ্য, এই সকল ও অন্য অশেষগুণ শ্রীভগবানে নিত্য বর্ত্তমান। যে গুণের অন্ত না পাইয়া ব্রহ্মা বিমোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুম্ হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।"

"জগতের মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত অবতীর্ণ গুণাত্মা তোমার গুণাবলী কে বর্ণন করিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ কেহই সক্ষম হয় না।" সুতরাং বর্ণিত গুণ সকলের দ্বারা যাঁহার গুণের দিঙমাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে "কলা মুহূর্ত্তাদি পরিমাণাত্মক কাল যাঁহার বিভূতির পরিণামের হেতু হইতে পারে না।" ইহা ধর্ম্মের প্রতি পৃথিবীর উক্তি ॥ ২৭ ॥

অতএব আহ—

"নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥" (ভা ১০।২৮।৬)

যত্র ভগবদাদিত্বেন ত্রিধৈব স্ফুরতি স্বরূপে মায়া ন শ্রূয়তে; তস্য তথা তথা স্ফূর্ত্তির্মায়য়া ন ভবতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—লোকসৃষ্টাবেব বিকল্পিতুং সৃষ্টিস্থিতিসংহারৈর্বিবিধমীশিতুং শীলং যস্যাঃ সা। অতএব ভূগোলপ্রশ্নে হেতুত্বেন রাজ্ঞাপ্যুক্তম্—

"ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ আবেশিতং মনো হ্যগুণেঽপি সূক্ষ্মতম আত্মজ্যোতিষি পরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবাখ্যে ক্ষমমাবেশিতুম্।" (ভা, ৫।১১।৩) ইতি। বরুণঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব উক্ত হইয়াছে—

"যেখানে লোক সৃষ্টিবিকল্পনা মায়ার কথা পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না, সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীভগবানকে নমস্কার করি।"

মূল শ্লোকের আদিতে "ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে" এইরূপে প্রথম ভগবানের উল্লেখ থাকায় উক্ত ভগবত্তত্ত্ব যাহার আদি জীবের সম্বন্ধে উক্ত ত্রিবিধপ্রকারে স্ফুরিত তত্ত্বে অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের স্বরূপে মায়ার বিষয় শুনিতে পাওয়া যায় না। উহা মায়ার দ্বারা হইতে পারে না যেহেতু মায়ার কার্য্য লোক সৃষ্ট্যাদি, সর্ব্বদা সৃষ্টিস্থিতি লয়াদি বিবিধ কার্য্যেই মায়ার স্বভাব নিয়ত থাকে। একারণ ভূগোল প্রশ্নে পরীক্ষিতেরও উক্তি দেখা যায় "সত্ত্বাদি গুণের পরিণামভূত শ্রীভগবানের স্থূলরূপে আবেশিত মন অর্থাৎ যাহা স্থূলরূপের ধারণায় অভ্যস্ত হইয়াছে, উক্ত মনকে অগুণ অপ্রাকৃত সূক্ষ্মতম শুদ্ধসত্ত্বময় স্বয়ংপ্রকাশ বাসুদেবাদি আখ্যায় অভিহিত ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের ধারণায় আবিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।"

অর্থাৎ—তত্রত্য ঋষিগণের মধ্যে ভক্তিমিশ্র যোগমার্গাবলম্বিগণের চিত্ত পরিবর্ত্তনোদ্দেশ্যেই রাজা পরীক্ষিৎ ঈদৃশ প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন। "ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপে" এখানে ভেদবোধিকা ষষ্ঠী বিভক্তি এবং "অগুণে-ভগবতি" এখানে অভেদবোধক সামানাধিকরণ দ্বারা শ্রীভগবানের গুণাতীতত্বই বোধিত হইয়াছে।

অতএব লোক সৃষ্টিবিধায়িনী মায়া যে শ্রীভগবানে নাই বা তদীয় ত্রিবিধ তত্ত্বের কোন তত্ত্ব বিশেষের স্ফূর্ত্তি যে মায়ার দ্বারা হইতে পারে না, তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। ইহা ভগবানেরপ্রতি বরুণদেবের উক্তি ॥২৮॥

তথা—

"তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
যন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্গুরুম্ ॥
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥" (ভাগ, ২।৫।১২—১৩)

তম আদিময়ত্বেন স্বস্য সদোষত্বাৎ, সচ্চিদানন্দঘনত্বেন যস্য নির্দ্দোষস্য নেত্রগোচরে বিলজ্জমানয়া অমুয়া মায়য়া বিমোহিতা অস্মদাদয়ো দুর্দ্ধিয়ঃ। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

ব্রহ্মার বাক্যেও যথা—

"আমি সেই ভগবান বাসুদেবকে ধ্যান ও প্রণাম করি, যাঁহার দুর্জ্জয় মায়ার প্রভাবে আমাকেও লোকে জগৎ-

গুরু বলিয়া থাকে। যে মায়া বিলজ্জিতা হইয়া যাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতেও সক্ষম হয় না, সেই মায়ার শক্তিতে বিমোহিত হইয়া অজ্ঞজনেরা আমি ও আমার বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে।"

এখানে মায়া তমোময়তা নিবন্ধন নিজেকে সদোষা জানিয়া এবং সচ্চিদানন্দঘনময়তা নিবন্ধন শ্রীভগবানকে নির্দ্দোষ জানিয়া, যাঁহার সম্মুখে পর্য্যন্ত আসিতে সক্ষম হয় না। উক্ত বিলজ্জমানা মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া অস্মদাদি অজ্ঞগণ অহং মমাভিমানের বশীভূত হইয়া থাক। ইহা নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি ॥ ২৯ ॥

তদেবমৈশ্বর্য্যাদিষট্‌কস্য স্বরূপভূতত্বমুক্ত্বা, শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপভূতত্বং বক্তুং প্রকরণমারভ্যতে। তত্র তস্য তাদৃশত্বসচিবং নিত্যত্বং তাবৎ পূর্ব্বদর্শিততাদৃশবৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতৃত্বেন সিদ্ধমেব। প্রপঞ্চাবতীর্ণত্বেঽপ্যাহ ত্রিভিঃ—

"নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ॥" (ভাগ, ১০।৩।২৫)

অতঃ শেষসংজ্ঞঃ। তত্রঃ যুক্তিঃ—

"যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥" (ভাগ, ১০।৩।২৬)

হে অব্যক্তবন্ধো সান্নিধ্যমাত্রেণ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক! চেষ্টাং নিমেষোন্মেষরূপাম্। শ্রুতিশ্চ— "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধীতি" (মহানা, উ, ১।৮) সর্ব্বে নিমেষাদয়ঃ কালাবয়বাঃ, বিশেষেণ দ্যোততে বিদ্যুৎ, পুরুষঃ পরমাত্মেতি শ্রুতিপদার্থঃ। সর্ব্বত্র সৃষ্টিসংহারয়োর্নিমিত্তং কাল এব তস্য তু তদঙ্গচেষ্টারূপত্বাৎ তৌ তত্র ন সম্ভবত এবেতি ভাবঃ। তত্র হেত্বন্তরং, ক্ষেমধামেতি। ত্বা ত্বাম্। অত্র স্বাভীষ্টাত্তস্মাদাবির্ভাবাদেব কংসভয়ং কৈমুত্যেন বারিতবতী। তথৈব স্পষ্টং পুনরাহ—

"মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ঁল্লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥" (ভাগ, ১০।৩।২৭)

লোকান্ প্রাপ্য নির্ভয়ং ভয়াভাবম্। ত্বৎপাদাব্জন্তুপ্রাপ্যেত্যুভয়ত্রাপ্যন্বয়ঃ। অত্র ত্বৎ পাদাব্জমিতি শ্রীবিগ্রহমেব তথাপি বিস্পষ্টং সাধিতবতী। অতএব "অমৃতবপুঃ" ইতি সহস্রনামস্তোত্রে।

"মৃতং মরণং তদ্রহিতং বপুরস্যেত্যমৃতবপুঃ" ইতি শঙ্করভাষ্যেঽপি। আদ্যেতি জন্মাভাবোঽপি দর্শিতঃ, সজ্জন্মনি সর্ব্বত্র সাদিত্বস্যৈব সিদ্ধেঃ। তদুক্তম্—

"প্রাদুরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিবপুস্কল" ইতি। (ভাগ, ১০।৩।৮) শ্রুতিশ্চাত্র—

"স ব্রহ্মণা সৃজতি স রুদ্রেণ বিলাপয়তি সোঽনুৎপত্তিরলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দ" ইতি মহোপনিষদি। শ্রীদেবকীদেবী শ্রীভগবন্তম্ ॥৩০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাদির স্বরূপ ভূততা প্রতিপাদন করিয়া, শ্রীবিগ্রহেরও স্বরূপ ভূততা প্রতিপাদন মানসে প্রকরণান্তরের আরম্ভ করিতেছেন। যদিচ শ্রীবিগ্রহের তাদৃশত্বের (স্বরূপ ভূতত্বের) সহায় স্বরূপ নিত্যত্ব পূর্ব্ব প্রদর্শিত

শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ও তাহার অধিষ্ঠাতার বিষয় উক্ত হওয়ায় সিদ্ধ হইয়াছিল। তথাপি প্রকটলীলায় যখন তিনি প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তৎকালেও তদীয় বিগ্রহের স্বরূপ ভূতত্ব ও নিত্যত্ব নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক ত্রয়ের দ্বারা উক্ত হইতেছে;—

শ্রীভগবদ্বিগ্রহের স্বরূপ ভূততা।

"দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে (মহাপ্রলয়ে) চরাচর লোক মহাভূতে, মহাভূত সূক্ষ্মভূতে, সূক্ষ্মভূতসকল অব্যক্ত প্রধানে এবং অশেষাত্মক প্রধান তোমাতে লীন হওয়ায়, একমাত্র তুমিই তখন শেষসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া অবস্থান কর। অথবা অশেষ যে বৈকুণ্ঠাদি 'লোক, সেই নিত্যলোকাদি সকলসংজ্ঞায় অভিহিত হও, অর্থাৎ তুমি স্বয়ংই সেই সেই রূপে অবস্থিত থাক। অথবা এক তোমার গ্রহণে তোমার সেই তাবল্লোকের গ্রহণ হইয়া থাকে। তৎকালে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত গুণময় কিছুই থাকে না, একমাত্র তুমিই অবস্থিত থাক।" এই কারণেই তোমার "শেষ" এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। তৎপক্ষে যুক্তি ও দেখা যায়, যথা—

"হে অব্যক্ত বন্ধো! নিমেষাদি বৎসরান্ত কাল, যাহার বৎসরাবৃত্তি হইতে ক্রমে দ্বিপরার্দ্ধাদি আখ্যা হইয়া থাকে যে কালের অন্তে অখিল প্রপঞ্চ লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পুনশ্চ যে কালের দ্বারাই আবার ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চেষ্টা (সৃষ্টি) হইয়া থাকে, সেই কালকে তোমারই চেষ্টা বলা হইয়াছে। অতএব হে সর্ব্বেশ্বর! অশেষ সুখ-মঙ্গলৈক-নিলয়! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। যেহেতু তোমার পক্ষে প্রপন্নের ভয়বিদূরণ অতি অকিঞ্চিৎকর কার্য্য।"

এখানে স্বামিপাদও চেষ্টা শব্দের "চেষ্টাং লীলাং চেষ্টতে" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্ট্যাদিও যে শ্রীভগবানের লীলা বিশেষ তাহা দেখান হইয়াছে। "অব্যক্ত বন্ধো!" এই আহ্বায়ক শব্দ হইতে যিনি স্ব-সান্নিধ্য মাত্রেই প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, এবং "চেষ্টাং" অর্থে নিমেষ উন্মেষরূপ কার্য্য এই অর্থও বিশেষ সঙ্গত।

"সকল নিমেষাদি পুরুষ হইতে হইয়াছে" এই শ্রুতির অর্থে উহাই দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ নিমেষাদি সকলই কালের অবয়ব, যাহা বিশেষ রূপে দ্যোতিত হয় উহাই বিদ্যুৎ। পুরুষ অর্থে পরমাত্মা। সুতরাং সর্ব্বত্রই সৃষ্টি সংহারাদি কার্য্যের নিমিত্তরূপে একমাত্র কালই উপলক্ষিত হওয়ায়, এবং সেই কাল তাঁহার অঙ্গচেষ্টা রূপে অভিহিত হওয়ায়, একমাত্র কালই সর্ব্বত্র সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত হইতেছে। সুতরাং তাঁহাতে উক্ত সৃষ্টি-সংহার রূপ কার্য্য সম্ভাবিত হইতে পারে না; ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। এতৎপক্ষে হেত্বন্তর যথা "ক্ষেমধাম" অর্থাৎ মঙ্গলৈক-নিলয়! এই শব্দ হইতে কৈমুতিক ন্যায়ে স্বীয় অভীপ্সিত এই আবির্ভাব হইতেই কংস ভয় যে নিবারিত হইয়াছে তাহা বলা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী শ্লোকে উহা আরো স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যথা—"হে আদি পুরুষ! বা হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! মৃত্যুর করাল গ্রাসে ভীত মর্ত্ত্যবাসিগণ উহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার আশায় পলায়ন করতঃ ব্রহ্মাদিলোকে গমন করিয়াও নির্ভয় হইল না, কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে তোমার পাদ-পদ্মের ছায়া প্রাপ্ত হইয়া তাহারা নির্ভয়ে শয়ন করিয়া থাকে বা স্বাচ্ছন্দ্য সুখানুভব করিয়া থাকে। যেহেতু মৃত্যু সেখান হইতে দূরে অপসৃত হইয়াছে।"

এখানে মৃত্যু বলিতে জন্ম মরণাদি সংসরণ, উহাই ব্যাল (সর্প) স্বরূপ, তাহার গ্রাস হইতে রক্ষার জন্য পলায়ন, সুতরাং "মর্ত্ত্যো" বলিতে মরণধর্ম্মী মাত্রকেই বলা হইয়াছে। "লোকান্" বলিতেও ক্রমমুক্তির ক্রমানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক বুঝায়, তদ্রূপ লোক শব্দের উপায় অর্থও হইয়া থাকে (লোক্যন্তে উপায়ত্বেন অধ্যবস্যন্তে ইতি লোকাঃ উপায়াঃ) অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি উপায় সকলকে অবলম্বন করিয়া স্বাচ্ছন্দ্য সুখ লাভ না হওয়ায়; কোন অনির্দ্দিষ্ট সুকৃতি বিশেষের পরিপাকে তোমার ভক্তি পথের স্বাদুস্নিগ্ধ ছায়া লাভে অনায়াসে ত্বদীয় পাদপদ্মের মকরন্দাস্বাদ করিয়া নিবর্ত্তিত মৃত্যু হইয়া স্বাচ্ছন্দ্য-সুখ লাভ করিয়া থাকে।" কেননা ভক্তি পথাবলম্বনে গমন করিলে, আর পতনের বা পদস্খলনের পর্য্যন্ত আশঙ্কা থাকে না "ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ" (ভাগ ১১।২।৩৫) অর্থাৎ অনায়াসে সংসার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং ত্বদীয় লোক প্রাপ্তি বা ত্বদীয় পাদপদ্মের প্রাপ্তিই জীবের নির্ভয়ত্বের একমাত্র কারণ।

এখানে "অজ" শব্দের প্রয়োগে উহার স্বতঃ পুরুষার্থতা ধ্বনিত হইয়াছে। এবং প্রকরণের একার্থতা নিবন্ধন

ইহা যে ব্রহ্মপর নহে, তাহাও স্বতঃই পাওয়া যাইতেছে, কারণ "ত্বৎপাদাব্জং" এই শব্দটি শ্রীভগবানের বিগ্রহের অবলম্বনে উক্ত হইয়াছে।

অতএব সহস্রনাম স্তোত্রে "অমৃতবপুঃ" বলিয়া শ্রীভগবানের একটি নামের উল্লেখ হইয়াছে; শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য "মৃতং মরণং তদ্রহিতং বপুঃ অস্যেত্যমৃতবপুঃ" অর্থাৎ মরণ রহিত নিত্য বিগ্রহ যাঁহার, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "আদ্য" শব্দের প্রয়োগে তাঁহার জন্ম নাই, ইহা দেখান হইয়াছে, করণ সজন্মা মাত্রেই সাদিত্ব সির্দ্ধ আছে, সেখানে অনাদি বা আদ্য শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না।

শ্রীদেবকী হইতে শ্রীভগবানের জন্ম—আশঙ্কারও সম্ভাবনা নাই, যেহেতু "প্রাদুরাসীৎ" এই শব্দ হইতে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের ন্যায় যিনি পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন, বলা হইয়াছে। মহোপনিষদেও দেখা যায় "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমানন্দস্বরূপ হরি স্বয়ং উৎপত্তি-লয়-পরিশূন্য হইয়াও, ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি ও রুদ্রের দ্বারা লয় করাইয়া থাকেন।"

অতএব শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে প্রকটিত শ্রীবিগ্রহও যে নিত্য-পরিপূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য, তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। ইহা শ্রীভগবানের প্রতি দেবকী দেবীর উক্তি॥ ৩০॥

তথা উৎপত্তিস্থিতিলয়েত্যাদিপদ্যে—"যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতম্" ইতি। (ভাগ, ৫।২৫।৯)

যস্য শ্রীসঙ্কর্ষণস্য রূপং ধ্রুবমনন্তং অকৃতঞ্চানাদি। অতএব বর্ষাধিপোপাসনা বর্ণনে ভবেনাপি তদ্রূপমধিকৃত্যোক্তম্—

"ন যস্য মায়াগুণচিত্তবৃত্তিভির্নিরীক্ষতোহ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যত" ইতি (ভাগ, ৫।১৭।১৯)

যত্তু তত্র তদেব রূপমধিকৃত্য শ্রীশুকেন—

"যা বৈ কলা ভগবতস্তামসি" (ভাগ, ৫।২৫।১) ইতি।

তথা—"ভবানীনাথৈঃ"ইতিগদ্যে (ভাগ, ৫।১৭। ১৬)

"তামসীং মূর্ত্তিম্" ইত্যুক্তম্ তন্নিজাংশশিবদ্বারা তমোগুণোপকারকত্বেন জ্ঞেয়ম্।

"উৎপত্তিস্থিতিলয়" (ভাগ, ৫। ২৫। ৯) ইত্যাদি পদ্যানন্তরং শ্রীশুকেনৈব শ্রীনারদবাক্যমনূক্তম্—

"মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।" (ভাগ, ৫।২৫।১০)

তস্মান্নিত্যমেব সর্ব্বং ভগবদ্রূপম্। তথাচ চ পাদ্মোত্তর খণ্ডেতৎস্তুতিঃ—

"অনাদিনিধনানন্তবপুষে বিশ্বরূপিণে" ইতি।

যদত্র স্কান্দাদৌ কচিদ্ভ্রামকমস্তি, তত্তু তত্তৎপুরাণানাং তামসকল্পকথাময়ত্বাত্তত্তৎকল্পেষু চ ভগবতা স্বমহিমাবরণাদ্ যুক্তমেব তদিতি। শ্রীভাগবতেনাপি—

"এবং বদন্তি রাজর্ষে" (ভাগ, ১০।৭৭।৩০) ইত্যাদিনা—তাদৃশং মতং ন মতম্।

তদিদন্তু শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে বিশিষ্য স্থাপয়িষ্যামঃ। স্বমতন্তু—

"সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিঃ" (ভাগ, ১।১৬।২৭) ইত্যাদিনা—

শ্রীপৃথিবীবাক্যেন কান্তিসহ ওজোবলানামপি স্বাভাবিকত্বমব্যভিচারিত্বঞ্চ দর্শয়তা দর্শিতং;

"নষ্টে লোকে" (ভাগ, ১০।৩।২৫) ইত্যাদিনা শ্রীদেবকী বাক্যেন চ। তস্মাৎ সাধূক্তং।
"যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতম্" ইতি। শ্রীশুকঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিত্যতা সম্বন্ধে অন্যত্রও উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"উৎপত্তি স্থিতি লয়" ইত্যাদি শ্লোকে "যাঁহার রূপ নিত্য ও অকৃত" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অর্থাৎ যে সঙ্কর্ষণের রূপ অনন্ত ও অনাদি। অতএব বর্ষাধিপ বর্ণন প্রসঙ্গে মহাদেব কর্ত্তৃক ভগবদ্রূপের বিষয়ে উক্ত হইয়াছে "মায়াগুণ চিত্তবৃত্তি দ্বারা নিরীক্ষণকারীর দৃষ্টি যাঁহার দর্শনে অনুপরিমাণেও সক্ষমতা লাভ করিতে পারে না।" শ্রীশুকদেবও উক্ত ভগবদ্রূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "যাহা শ্রীভগবানের তামসী কলা"। অনন্তর "ভবানীনাথ" ইত্যাদি পদ্যাবলম্বনে "তামসী মূর্ত্তি" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে উহা তদীয় নিজাংশ শিব দ্বারা তমোগুণো-পকারকত্ব রূপে জানিতে হইবে। উৎপত্ত্যাদির বিষয় বর্ণনানন্তর শুকদেব কর্ত্তৃক নারদমহাশয়ের বাক্যের পরেও উক্ত হইয়াছে—"আমাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া যিনি স্বকীয় শুদ্ধ সত্ত্বময় শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহাতে এই সৎ-অসৎ সমুদয় বিভাবিত হইতেছে।" সুতরাং শ্রীভগবানের তাবৎ রূপই যে নিত্য তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পাদ্মোত্তর খণ্ডে উহার এইরূপ স্তুতি দেখা যায়, যথা "যিনি অনাদি অর্থাৎ সকল আদিরও আদি নিধন অর্থাৎ প্রপঞ্চাদি সকলের নিধন স্বরূপ, যিনি স্বয়ং অনিহতাবস্থায় অবস্থান করেন, সেই অনন্ত মূর্ত্তি বিশ্বরূপী শ্রীভগবানকে প্রণাম করি।" তন্মধ্যে স্কন্দপুরাণাদিতে কোথাও শ্রীবিগ্রহের প্রতি যে ভ্রামক উক্তি আছে; উহা কেবল ঐ পুরাণাদির তামসকল্প কথাময়তা বশতঃই জানিতে হইবে, যেহেতু সেই সেই কল্পে শ্রীভগবান স্ব মহিমা গোপন করিয়া থাকেন। অতএব তামসাদি কল্পে তাদৃশ উক্তি অসঙ্গত না হইয়া বরং সঙ্গতই হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও "এবং বদন্তি রাজর্ষে" এই শ্লোকে তামস কল্পোক্ত ভগবদ্ মহিমার ন্যূনতার উক্তি যে অস্বীকার্য্য তাহা বলা হইয়াছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে বিশেষ স্থাপিত হইবে।

শ্রীভগবানের মূর্ত্তি ও মহিমাদি সম্বন্ধে নিজের অভিমত, "সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি" ইত্যাদি পৃথিবী দেবীর বাক্যের দ্বারা শুকমহাশয় যাহা দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীভগবানের কান্তির সহভাবে ওজো বলাদির স্বতঃ সিদ্ধতা নিত্যতা ও অব্যভিচারিতার বিষয় যাহা দেখাইয়াছেন; এবং "নষ্টে লোকে" অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধ কালাবসানে ইত্যাদি দেবকী দেবী বাক্যেও যাহা দেখাইয়াছেন, উহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

অতএব "যাঁহার রূপ ধ্রুব ও অকৃত" এই উক্তি বিশেষ সঙ্গত হইয়াছে। ইহা শুকদেবের উক্তি ॥ ৩১ ॥

বিভুত্বমাহ—

"ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥" (ভাঃ ১০।৯।১৩-১৪)

টীকাচ—

"বন্ধনং হি বহিঃপরীতেন দাম্না অন্তরাবৃতস্য ভবতি, তথা পূর্ব্বাপর বিভাগবতো

বস্তুনঃ পূর্ব্বতো দাম ধৃত্বা পরতঃ পরিবেষ্টনেন ভবতি। ন ত্বেতদস্তীত্যাহ ন চান্তরিতি। কিঞ্চ, ব্যাপকেন ব্যাপ্যস্য বন্ধো ভবতি, তচ্চাত্র বিপরীতমিত্যাহ, পূর্ব্বাপরমিতি। কিঞ্চ তদ্ব্যতিরিক্তস্য চাভাবান্ন বন্ধ ইত্যাহ। জগচ্চ য ইতি। তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজমাত্মজং মত্বা ববন্ধেতি" ইত্যেষা।

জগচ্চ য ইত্যত্র যস্য কারণস্য ব্যতিরেকেণ কার্য্যস্য জগতো ব্যতিরেকঃ স্যাদিতি তদনন্যস্য জগতস্তচ্ছক্ত্যৈব শক্তেস্তদংশাংশরূপয়া রজ্জ্বা কথং বন্ধঃ স্যাৎ; ন হি বহ্নিমর্চ্চিষো দহেয়ুরিতি ভাবঃ। তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমিত্যাদৌ টীকাকৃতাময়মভিপ্রায়ঃ—নমু সর্ব্বব্যাপকং কথং ববন্ধ, নহি ব্রহ্মাণ্ডগোলকাদিকমপি কশ্চিদ্বধ্নাতি? তত্রাহ মর্ত্ত্যলিঙ্গং মনুষ্যবিগ্রহম্। তর্হি কথং ব্যাপকত্বম্? তত্রাহ—অধোক্ষজম্ অধঃকৃতমিন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন তং, সর্ব্বেন্দ্রিয়জ্ঞানাগোচরং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরচিন্ত্যস্বরূপমিত্যর্থঃ। তস্মাত্তদাকারত্বেঽপি তস্মিন্ বিভুত্বমস্ত্যেবেতি ভাবঃ। অধোক্ষজত্বাদেবাব্যক্তত্বমপি ব্যাখ্যাতমিতি তন্মোদ্ধৃতম্। নমু মনুষ্যবিগ্রহত্বেঽপ্যপরিত্যক্তবিভুত্বং কথং মাতুর্নাস্ফুরৎ? তত্রাহ, আত্মজং মত্বেতি। বৎসলাখ্যভিধ-প্রেমরসবিশেষস্য স্বভাবোঽয়ং, যদসৌ স্বানন্দপূরেণ তস্য তাদৃশত্বং প্রত্যনুভবপদ্ধতিম্ আবৃণোতীত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চাতদ্বীর্য্যকোবিদত্বং তস্যা মাহাত্ম্যমেব, তং রজ্জুভির্বদ্ধমপি কর্ত্তুস্তস্য প্রেমরসস্যানুভাবরূপত্বাৎ। তদুক্তম্—"নেমং বিরিঞ্চোন ভবঃ"—(ভা, ১০।৯।২০) ইত্যাদি। প্রাকৃতং যথেত্যনেন অধোক্ষজমিত্য-নেন চ বস্তুতো ব্যাপকত্বং মায়য়া তু মর্ত্ত্যলিঙ্গত্বমিত্যপি পরিহৃতম্। যদ্ধি তর্কগোচরো ভবতি, তত্রৈব কদাচিদসম্ভবরীতিদর্শনেন সাভ্যুপগম্যতে, যত্তু স্বত এব তদতীতং তত্র তৎস্বীকৃতিরতীবমূর্খতা। যথা বাড়বনাম্নো বহ্নের্জলনিধিমধ্য এব দেদীপ্যমানতায়ামৈন্দ্রজালিকতাস্বীকরণম্। শ্রুতিশ্চ "অর্ব্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূবেত্যাদ্যা।" কিঞ্চ যদ্গতং বন্ধনং, তস্য শ্রীবিগ্রহস্যৈব ব্যাপকত্বং বিবক্ষিতং যত্তদোঃ সামানাধিকরণ্যাৎ, তস্যাস্তত্রাকোবিদত্বোপপাদনত্বাচ্চ। তত্র বিগ্রহত্বং পরিচ্ছিন্নতায়ামেব সম্ভবতি, করচরণাদ্যাকারসন্নিবেশাৎ। তস্মাদস্ত্যেব তস্মিন্ পরিচ্ছিন্নত্বং বিভুত্বঞ্চ যুগপদেব। মূলসিদ্ধান্ত এব পরস্পরবিরোধিশক্তিশতনিধানত্বং তস্য দর্শিতম্। দৃশ্যতেঽপি লোকে ত্রিদোষঘ্নমহৌষধীনাং তাদৃশত্বম্। তথৈব বিভুত্বমুক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

"পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোঽপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রহ্ম, সং, ৫।৩৪) ইতি।

শ্রুতিশ্চ মধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা "অস্থূলোঽনণুরমধ্যমো মধ্যমোঽব্যাপকো ব্যাপকো হরিরাদির-নাদিরবিশ্বো বিশ্বঃ সগুণো নির্গুণঃ" ইতি। তথা নৃসিংহতাপনী চ "তুরীয়মতুরীয়মাত্মানমনাত্মানমুগ্র-মণুগ্রং বীরমবীরং মহান্তমমহান্তম্ বিষ্ণুমবিষ্ণুং জ্বলন্তমজ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখমসর্ব্বতোমুখং" (নৃসিংহ তা, ৬।) ইত্যাদিকা। ব্রহ্মপুরাণে—

"অস্থূলোঽনণুরূপোঽসাববিশ্বো বিশ্ব এব চ।
বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপোঽসাবৈশ্বর্য্যাৎ পুরুষোত্তমঃ॥"

ইতি। তথৈব দৃষ্টং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—

"পরমাণ্বন্তপর্য্যন্তসহস্রাংশাণুমূর্ত্তয়ে।
জঠরান্তাযুতাংশান্তস্থিতব্রহ্মাণ্ডধারিণে॥" ইতি।

অতঃ শ্রীগীতোপনিষদশ্চ—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।" (গীতা, ৯।৪—৫) ইতি।

অব্যক্তমূর্ত্তিনেতি তাদৃশরূপত্বাদ্‌বুদ্ধিবৈভবাগোচরস্বভাববিগ্রহেণেত্যর্থঃ। শ্রীশুকঃ॥ ৩২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীভগবদ্বিগ্রহের বিভুত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন যথা—"যাঁহার অন্তর বা বাহির বলিয়া কিছু নাই, যাঁহার পূর্ব্ব বা অপর নাই, যিনি জগতের পূর্ব্বাপর ও বহিরন্তর স্বরূপ, এমনকি যিনিই জগৎ। সেই অব্যক্ত মনুষ্যমূর্ত্তিধারী অধোক্ষজকে, যশোদা দেবী আত্মজ মনে করিয়া সামান্য প্রাকৃত বালকের মত রজ্জুদ্বারা উলূখলে বন্ধন করিলেন।"

শ্রীভগবানের বিগ্রহবন্ধেও বিভুত্ব।

স্বামিপাদের টীকা যথা—"মধ্যে অবস্থিত বস্তুর বাহিরে রজ্জু বেষ্টন করিয়া বন্ধন হইয়া থাকে, —অর্থাৎ পূর্ব্বা পর বিভাগবিশিষ্ট বস্তুর একদেশ হইতে রজ্জু গ্রহণ করিয়া অপর ভাগের পরিবেষ্টনে বন্ধন সম্পাদিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের সম্বন্ধে ঈদৃশ বন্ধন হইতে পারেনা তাহা বলিতেছেন; যাঁহার অন্তর ও বাহির নাই ইত্যাদি, বিশেষতঃ ব্যাপকের দ্বারা ব্যাপ্যের বন্ধন হইতে পারে, যিনি জগতের পূর্ব্বাপর ও বহিরন্তর স্বরূপ—ইত্যাদি পদে উহার বৈপরীত্য উক্ত হইয়াছে সুতরাং পূর্ব্বাপরাদির বিপরীত ভাবের অভাবে বন্ধন সম্ভাবনা কোথায়? তাহার অনুকূল উক্তি "যিনি জগৎস্বরূপ—সেই অধোক্ষজ মনুষ্যমূর্ত্তিধারী তোমাকে আত্মজ মনে করিয়া বন্ধন করিলেন" স্বামিপাদের অভিপ্রায়ানুসারে এখানে শ্রীভগবান বিভুত্বাবস্থা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় নিত্যবিগ্রহে যশোদা দেবীর রজ্জুর ব্যাপ্য হইলেন, তাহাই দেখান হইয়াছে। "জগচ্চ যঃ" এখানে কারণ স্বরূপ যাঁহার ব্যতিরেকে কার্য্যভূত জগতের ব্যতিরেক হইয়া থাকে, অর্থাৎ কারণের বিদ্যমানে কার্য্যের অস্তিত্ব কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব এই অন্বয় ব্যতিরেক সর্ব্বত্র কার্য্যে নিয়ত। অতএব কারণরূপী যে ভগবানের ব্যতিরেকে কার্য্যভূত জগতের ব্যতিরেক হইয়া থাকে, সেই কারণ হইতে অনন্ত জগত, যাহা তাঁহারই শক্তিতে অভিব্যক্ত হইয়া জগদাখ্যায় উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, সেই জগচ্ছক্তির অংশাংশ ভূত রজ্জুদ্বারা কিরূপে তাঁহার বন্ধন হইতে পারে? কারণ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ কখন প্রসূত অগ্নিকে দাহ করিতে পারে না।

তথাপি মনুষ্যাকার ইত্যাদি শব্দের অভিপ্রায়ে সর্ব্বব্যাপককে কিরূপে বন্ধন করিলেন, ব্রহ্মাণ্ড গোলককেই যখন বাঁধিতে পারা যায় না, তখন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বা আশ্রয় স্বরূপ তাঁহার বন্ধন সম্ভাবনা কোথায়? তদুত্তরে বলিয়াছেন—মনুষ্য বিগ্রহ—মনুষ্য বিগ্রহ হইলে ব্যাপকত্বের সম্ভাবনা কোথায়? তৎপক্ষে সযৌক্তিক উত্তর "অধোক্ষজং" অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানকে অধঃকৃত করিয়াছেন, সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বেন্দ্রিয় জ্ঞানাগোচরস্বরূপ ভগবানকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জানিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যাঁহার স্বরূপের

চিন্তা করা যায় না, এমন ভগবানের বিগ্রহ বা মূর্ত্তি মনুষ্যাকার হইলেও তাহাতে বিভুত্ব নিত্যই বর্ত্তমান আছে জানিতে হইবে। বিশেষতঃ অধোক্ষজত্ব ধর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অব্যক্তত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাই টীকাকারের অভিমত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মনুষ্য বিগ্রহেও তিনি যে তাঁহার বিভুত্ব পরিত্যাগ করেন নাই, এ বিষয়ে মাতা শ্রীমতী যশোদা দেবীর স্ফূর্ত্তি হয় নাই কেন? তদুত্তরে বলা হইয়াছে "আত্মজং মত্বা" অর্থাৎ তিনি অপরিত্যক্ত বিভুত্ব ধর্ম্ম হইলেও মাতা তাঁহাকে আত্মজ পুত্রই মনে করিতেন, বাৎসল্যাদি প্রেমের ইহাই স্বভাব যাহা সেই সেই প্রেমরস জনিত আনন্দের পূর্ত্তিদ্বারা ভগবত্ত্ব-বিভুত্বাদি-অনুভবের পদ্ধতিকে আবৃত করিয়া ফেলে, তখন সেই কৃষ্ণ আমার সখা, আমার পুত্র ইত্যাকার ভাবেরই প্রাবল্য থাকে, ঐশ্বর্য্য বিশেষের দর্শনেও তদ্বুদ্ধির অন্যথা হয় না। বরং সেস্থলে এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যাদির অজ্ঞতা দোষের না হইয়া, গুণেরই হইয়া থাকে।

এই দাম বন্ধন ব্যাপারে যখন বারংবার রজ্জু গ্রহণ ও রজ্জুর অল্পতা হইতেছিল, তথাপি এই অদ্ভুত ঘটনায় মাতার হৃদয়ে পুত্রের অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্যের স্ফূর্ত্তি হইল না, অধিকন্তু আমার এই শিশু পুত্রকে আমি বাঁধিতে পারিব না, ইত্যাকার আগ্রহাতিশয্যে যখন শ্রীকৃষ্ণকে রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিতেছিলেন, তৎকালে বাৎসল্য প্রেমরসের মাধুর্য্যময় অনুভবে বন্ধনকারিণী যশোদার হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই উচ্ছসিত বাৎসল্য প্রেমের দ্বারা তাঁহার মহিমাধিক্যই প্রখ্যাপিত হইয়াছে; যথা—

"নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসম্ভবা
প্রসাদং লেভিরে গোপীযত্তৎ প্রাপবিমুক্তিদাৎ॥" (ভা ১০।৯।২০)

অর্থাৎ বিমুক্তিদাতা শ্রীভগবানের নিকট হইতে গোপী যশোদা যে কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, উহা ব্রহ্মা, শিব এমনকি অঙ্গসম্ভবা স্বয়ং লক্ষ্মীও প্রাপ্ত হয়েন নাই।" ইহাতে বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসময়ী জননীর সর্ব্বাপেক্ষা মহিমাধিক্যই দেখান হইয়াছে।

মূলশ্লোকে "প্রাকৃতং যথা"—"অধোক্ষজং" এতদুভয় শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপতঃ ব্যাপকত্ব দেখান হইয়াছে, এবং তিনি যে মায়ার দ্বারা মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন ইহা পরিহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহাতে যুগপৎ এই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নিত্যই বর্ত্তমান ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। যে সকল বস্তু তর্কের গোচর হয়, এমন স্থলে কখন অসম্ভব রীতি দেখিলে, সেই স্থলে মায়ার কল্পনা হইয়া থাকে, কিন্তু যে বস্তু স্বতঃতর্কাতীত সে স্থলে মায়া বা মায়িক কল্পনা করা; যেমন সমুদ্র জলে বাড়বানলের দেদীপ্যমান ঔজ্জ্বল্য দর্শনে যদি কেহ উহাকে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলেন, উহা যেমন তাঁহার মূর্খতার পরিচায়ক, তদ্রূপ এখানে মায়ার কল্পনাও অতীব মূর্খতা।

"অর্ব্বাগ্ দেবতা অস্ত" এই শ্রুতি ও বেদান্ত সূত্রের উভয় লিঙ্গাধিকরণে "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" "দর্শয়তি চাথোঽপি স্মর্য্যতে" (বে, সূ, ৩।২।১৪-১৭) ইত্যাদি সূত্রে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং দহরাধিকরণেও ইহার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যাপক ব্রহ্ম কিরূপে ব্যাপ্য হন তাহা বিশেষ দেখান হইয়াছে "দহর উত্তরেভ্যঃ" (বে, সূ, ১।৩।১৩) শ্রীরামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন "দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম কুতঃ উত্তরেভ্যো হেতুভ্যঃ— তথা সতি হৃদয়াবচ্ছিন্নস্য দ্যাবাপৃথিব্যাদি সর্ব্বাশ্রয়ত্বং নোপপদ্যতে……"জ্যায়ান্‌পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ" ইত্যাদৌ পরিচ্ছিন্ন জ্যায়ত্ব শ্রবণাৎ…ইতি ব্রহ্মপুরশব্দেনোপাস্যতয়া সন্নিহিত পরব্রহ্মণঃ পুরত্বেনোপাসক শরীরং নির্দ্দিশ্য তন্মধ্যবর্ত্তি চ তদবয়বভূতং পুণ্ডরীকাকারমল্পপরিমাণং হৃদয়ং পরস্য ব্রহ্মণো বেশ্মতয়াভিধায় সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিমাশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিমুপাসকানুগ্রহায় তস্মিন্ বেশ্মনি সন্নিহিতং…"

অর্থাৎ দহরাকাশ শব্দে এখানে ব্রহ্মকেই যে বলা হইয়াছে তাহা পরবর্ত্তি হেতু দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। হৃদয়ে অবস্থিত ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইয়া, কিরূপে সর্গ হইতে পৃথিব্যাদি তাবজ্জগতের আশ্রয় হন? ইত্যাকার অসম্ভাবনা ব্রহ্মে আসিতে পারে না

"তিনি পৃথিবী হইতে বৃহৎ অন্তরিক্ষ হইতে বৃহৎ" ইত্যাকার শ্রুতি তাঁহার সর্ব্ববৃহত্তমত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সন্নিহিত পরব্রহ্মের পুর সম্বন্ধে উপাসকের শরীরকে নির্দ্দেশ করিয়া, শরীর মধ্যবর্ত্তি পুণ্ডরীকাকার হৃদয়কে তাঁহার গৃহ রূপে নির্দ্দেশ করিয়া, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি আশ্রিত বাৎসল্যৈক জলধি ভগবান উপাসককে কৃপা করিবার জন্যই তাহার হৃদয়ে সন্নিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমত্তাদ্বারা তাঁহাতে বিগ্রহবত্ত্ব ও বৃহত্ত্ব নির্ব্বাধে অবস্থিত হইতেছে।

"প্রকাশবচ্চা বিশেষাৎ" (বে, সূ, ৩।২।২৫) এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—যথা—"নেত্যানুবর্ত্ততে প্রকাশো বহ্নি, স যথা সূক্ষ্মরূপেণাব্যক্তঃ স্থূলরূপেণ তু দৃশ্যতে এবমীশ্বর ইতি চেন্ন। কুতঃ অগ্নিবৎ সৌক্ষ্যস্থৌল্যবিশেষাভাবাৎ "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমিতি শ্রুতেঃ" অর্থাৎ বহ্নির সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে অপ্রকাশ ও প্রকাশবত্ত্বের মত ঈশ্বর নহেন। তাঁহার স্থূল সূক্ষ্মাদি বিশেষভাব নাই অস্থূল অনণু ইত্যাদি শ্রুতিই তাঁহার নিত্য তদবস্থাবত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। "সর্ব্বত্রৈব প্রকাশোঽসৌ সর্ব্বরূপেষ্বজো মতঃ" সুতরাং যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার বিগ্রহবত্ত্বে ব্যাপকত্বের বাধ হইতে পারেনা। এবং যদ্ ও তৎ শব্দের সামানাধিকরণ্য দ্বারা তাঁহার যে শরীরে বন্ধন সেই শরীরেরই ব্যাপকত্ব বলা হইয়াছে। পরিচ্ছিন্নাবস্থাতেই বিগ্রহবত্ত্বের সম্ভাবনা হইয়া থাকে, করচরণাদি অবয়ব সন্নিবেশেই শরীর বা বিগ্রহ, সুতরাং তদীয় শরীরে অর্থাৎ মা যশোদা যে শরীরকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলেন সেই শরীরে পরিচ্ছিন্নত্ব ও বিভুত্বের যুগপদ্ বিদ্যমানতা নিশ্চয় হইতেছে।

ভগবত্তার মূল সিদ্ধান্তে পরস্পর বিরোধিনী-শক্তি শতের নিধানত্বই ভগবত্ত্ব অর্থাৎ যিনি আশ্রয় তিনিই ভগবান্ ইহা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। এবং বেদান্তের বহুস্থলেই সূত্রানুগত শ্রৌত প্রমাণে ভাষ্যকারগণ ইহা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।

"সম্পত্তেরিতি জৈমিনি স্তথাহি দর্শয়তি" (বে, সূ, ১।২।৩২) এই সূত্রের ভাষ্যে বলদেববিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিভোরপি তস্য প্রাদেশমাত্রত্বং তৎকিল সম্পত্তেরবিচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈশ্বর্য্যাদেব নত্বৌপাধিকমিতি জৈমিনির্ম্মন্যত এব, কুতস্তত্রাহ তথেতি হি যতস্তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং, একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতীত্যাদ্যা শ্রুতিস্তথাবিচিন্ত্যশক্তিকত্বেনেশে বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশং বোধয়তীত্যর্থঃ। তে-চ ধর্ম্মা জ্ঞানত্বেঽপি মূর্ত্তত্বমেকত্বেঽপি বহুত্বমিত্যাদয়ঃ।" "আমনন্তি চৈনমস্মিন্" (বে, সূ, ১।২।৩৩) ঐ ভাষ্য যথা—"এনমচিন্ত্য শক্তিযোগং ধর্ম্মং আথর্ব্বণিকা অস্মিন্ পরমাত্মনি আমনন্তি "অপানিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিরিতি। আম্নেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিরিতি।"

এখানে ভাষ্যকার জৈমিনির মত উত্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন, তিনিও বিভু পরমাত্মার প্রাদেশমাত্রত্বের কথা বলিয়াছেন, উহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিরই প্রভাব। উহা ঔপাধিক নহে, বিভুত্ব সত্ত্বেও পরিচ্ছিন্নত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ উক্ত হইয়াছে। "এক সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দ" "যিনি এক হইয়াও বহুরূপে ও ভাবে অবভাত হন" ইত্যাদি বহু শ্রুতি তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ প্রতিপাদন করিয়াছেন।

তাঁহার বিভুত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় যথা—

"সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বায়ু এবং তদপেক্ষাও অধিকদ্রুতগামী মন, মুনিশ্রেষ্ঠগণের মন কোটি সম্বৎসরেও যে পথের অর্থাৎ যাঁহার অচিন্ত্য তত্ত্বের সীমায় উপনীত হইতে পারেনা কিন্তু যে পথ তাঁহার চরণারবিন্দের অতিসন্নিহিত সেই অবিচিন্ত্যতত্ত্ব আদি পুরুষ ভগবান শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

মাধ্বভাষ্যোক্ত শ্রুতি যথা—"যিনি অস্থূল অনণু অমধ্যম অব্যাপক ব্যাপক অনাদি আদি বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্ব, সগুণ হইয়াও নির্গুণ" ইত্যাদি। নৃসিংহ তাপনী শ্রুতিতে যথা—"তিনি তুরীয় অতুরীয় আত্মা অনাত্মা উগ্র অনুগ্র বীর অবীর মহান্ অমহান্ বিষ্ণু অবিষ্ণু জ্বলন্ত অজ্বলন্ত সর্ব্বতোমুখ অসর্ব্বতোমুখ" ইত্যাদি। ব্রহ্মপুরাণে যথা—"তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, রূপস্বরূপ, অবিশ্ব হইয়াও বিশ্বস্বরূপ সেই পুরুষোত্তম হরি যিনি নিজ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মরূপ অর্থাৎ যাঁহাতে সমকালে বিরুদ্ধধর্ম্ম সকল বর্ত্তমান" ইত্যাদি। বিষ্ণুধর্ম্মেও ঈদৃশী উক্তি পাওয়া যায়, যথা—"পরমাণু হইতে

আরম্ভ করিয়া সহস্রাংশাণুমূর্ত্তি হইয়াও যিনি স্বীয় জঠরে অযুতসংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছেন" ইত্যাদি। অতএব শ্রীগীতোপনিষদেও এতাদৃশী উক্তি যথা—"আমি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছি, পৃথিব্যাদি সকল ভূত আমাতেই অবস্থান করিতেছে কিন্তু আমি কুত্রাপি অবস্থিত নহি, এবং আমাতে যে ঐ সকল ভূত অবস্থান করিতেছে তাহাও নহে। হে অর্জ্জুন! আমার অচিন্ত্য-ঐশ্বরিক যোগ অবলোকন কর।" এখানে অব্যক্তমূর্ত্তি—অর্থাৎ তাদৃশ বিভিন্ন রূপতা নিবন্ধন বুদ্ধিবৈভবের অগোচর স্বভাব শ্রীমূর্ত্তিতে অবস্থিত আছি এইরূপ অর্থ জানিতে হইবে।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্রৌতাদি প্রমাণ নিচয় হইতে বিভিন্ন জাতীয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়রূপ শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের বিষয় স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার অচিন্ত্য বৈভবে সকল অবস্থায় অবস্থিত হইতে পারেন। তাঁহাতে যুগপৎ ব্যাপ্যত্ব ব্যাপকত্বের অসম্ভাবনা আসিতে পারে না। "এতদীশনমীশস্য"। এইটিই শ্রীভগবানের ঈশিত্ব। ইহা শুক মহাশয়ের উক্তি॥ ৩২॥

তদেবং পরিচ্ছিন্নস্যৈব তদাকারস্য বিভুত্বং পুনর্ব্বিদ্বদনুভবেনোক্তপোষন্যায়েন দর্শয়িতুং প্রকরণমারভ্যতে। তত্রৈকাদশপদ্যান্যাহ—

"ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূসম্বেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্বিধা বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥" ভা, ১০।১৪।১১)

স্পষ্টম্।

"উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তি নাস্তি ব্যপদেশ ভুষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥" (ভা, ১০।১৪।১২)

অতঃ সর্ব্বস্য তব কুক্ষিগতত্বেন মমাপি তথাত্বান্মাতৃবদপরাধঃ সোঢ়ব্য ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বিশেষতস্তু ত্বত্তো, মজ্জন্ম প্রসিদ্ধমিত্যাহ—

"জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজাস্ত্বিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি॥" (ভা, ১০।১৪।১৩)

তথাপি ত্বৎ ত্বত্তঃ কিং তু নোৎপন্নোঽস্মি? অপি তু ত্বত্ত এবোৎপন্নোঽস্মীত্যর্থঃ। ননু যদ্যহং প্রলয়োদধিশায়ী নারায়ণঃ স্যাং, তর্হি মত্তস্ত্বমুৎপন্নোঽসীত্যপি ঘটতে, তত্ত্বন্যথৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিল লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥" (ভা, ১০।১৪।১৪).

হে অধীশ! ঈশস্য সর্ব্বান্তর্য্যামিণো নারায়ণস্যাপ্যুপরি বর্ত্তমান, হে ভগবন্! ইত্যর্থঃ। হি নিশ্চিতং স নারায়ণস্ত্বং নাসি, কিন্তু নারায়ণোঽসৌ তবৈবাঙ্গমংশঃ, যদ্যপ্যেবমথাপি মম তদঙ্গোৎপন্নত্বাদঙ্গিনস্ত্বত্ত এবোৎপত্তিরিতি ভাবঃ। কথমসৌ নারায়ণ উচ্যতে, কথং বা মম তস্মাদ্বৈলক্ষণ্যং? তত্রাহ—যোঽসৌ দেহিনামাত্মা অন্তর্য্যামিপুরুষঃ, অতএব নারস্য জীবসমূহস্য অয়নমাশ্রয়ো যত্রেতি তস্য নারায়ণত্বং, সাক্ষাদ্ভগবতস্তব তু তদন্তর্য্যামিতায়ামপ্যৌদাসীন্যমিতিভাবঃ। কিঞ্চ, অখিললোকসাক্ষী, যস্মাৎ অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যতি তস্মাৎ। নারময়তে জানাতীতি নারায়ণোঽসৌ, ত্বং পুনস্তেনাংশেনৈব তদ্দ্রষ্টা, ন তু সাক্ষাদিতি তস্মাদ্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। তর্হি স নারায়ণস্ত্বং ন ভবসীতি মমাপ্যন্যথা নারায়ণত্বমস্তীতি ভবতাভিপ্রেতং, তৎ

কথম্? ইত্যস্যোত্তরং তেনৈব সম্বোধনেন ব্যঞ্জয়তি, অধীশেতি। ঈশঃ প্রবর্ত্তকঃ। ততশ্চ নারস্য অয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স নারায়ণঃ। ততোঽপ্যধিকৈশ্বর্য্যাদধীশস্ত্বমপি নারায়ণঃ। যথা মণ্ডলেশ্বরোঽপি নৃপতিস্তেষামধিপোঽপি নৃপতিরিতি। শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবত্ত্বেন তস্মাদপি পরত্বং, কৃষ্ণ-সন্দর্ভে প্রবন্ধেন দর্শয়িষ্যতে।

নমু—"নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ।
তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

ইতি তথা—"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" (বিষ্ণু, পু, ১।৪।৬)

ইতি তস্যাপি নারায়ণত্বমন্যথাপ্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ, ন-র-ভূ-জলায়নাত্তচ্চাপীতি। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাস্তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাৎ যচ্চ, তচ্চাপি নারায়ণত্বং ভবতি। তর্হি কথং প্রসিদ্ধিপরিত্যাগেনান্যথা নির্ব্বক্ষীত্যত আহ—সত্যং নেতি। তৎ প্রলয়োদধিজলাদ্যাশ্রয়ত্বং সত্যং ন, কিন্তু তথা জ্ঞানং তবৈব মায়েত্যর্থঃ। মায়াত্র প্রতারণশক্তিঃ,

"মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি" বিশ্বপ্রকাশাৎ। দুর্ব্বিতর্কস্বরূপশক্ত্যৈব পরিচ্ছিন্নাপরিচ্ছিন্নায়াস্তন্মূর্ত্তের্জলাদিভিরপরিচ্ছেদাদিতি ভাবঃ। শ্লোকচতুষ্টয়েঽস্মিন্ যস্য নারায়ণস্যান্তর্ভূতং মদাদিকং সর্ব্বমেব জগৎ, সোঽপি তবান্তর্ভূত ইতি তাৎপর্য্যম্। নারায়ণস্য তাদৃশত্বে মন্ত্রবর্ণঃ—

"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥" (মহানা, উ, ৬) ইতি। (৩৩)

তন্মূর্ত্তের্জলাদিভিরপরিচ্ছেদে স্বানুভবং প্রমাণয়তি—

"তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ কিংমে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব।
কিং বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি॥" (ভা, ১০।১৪।১৫)

জগদাশ্রয়ভূতং নারায়ণাভিধং তব তদ্বপুঃ জলস্থমেবেত্যেবং যদি সৎ সত্যং স্যাত্তর্হি তদৈব কমলনালমার্গেণান্তঃ প্রবিশ্য সম্বৎসরশতং বিচিন্বতাপি ময়া হে ভগবন্নচিন্ত্যৈশ্চর্য্য! তৎ কিমিতি ন দৃষ্টম্?

যদি চ তদ্বপুর্মায়ামাত্রং, "মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যোরিতি" ত্রিকাণ্ডশেষরীত্যা মিথ্যাভিব্যঞ্জককলাবিশেষদর্শিতমাত্রং স্যাত্তর্হি কিং বা রূঢ়সমাধিযোগবিরূঢ়বোধেন ময়া হৃদি তদৈব সুষ্ঠু সচ্চিদানন্দঘনত্বেন দৃষ্টং, সমাধ্যনন্তরং কিং বা পুনঃ সপদ্যেব নো ব্যদর্শি ন দৃষ্টম্। অতস্তন্মূর্ত্তের্মায়াময়ত্বং দেশবিশেষকৃতপরিচ্ছেদশ্চ সত্যো ন ভবতীত্যর্থঃ। (৩৪) এতদ্ব্যাখ্যাননিদানং তৃতীয়স্কন্ধেতিহাসো দ্রষ্টব্যঃ। অত্র তচ্চাপি সত্যমিত্যত্র, তচ্চাপি অঙ্গং সত্যমেব, ন তু বিরাড়্বন্মায়েতি, তচ্চেজ্জলস্থমিত্যত্র চ তজ্জলস্থং সদ্রূপং তব বপুর্যদি জগৎ স্যাৎ, প্রপঞ্চান্তঃপাতি স্যাৎ, ইতি ব্যাকুর্ব্বন্তি। তস্মাদেবং নারায়ণাঙ্গকস্য ভগবদ্বিগ্রহস্য বিশ্বোঽপি প্রপঞ্চোঽন্তর্ভূত ইতি স্বয়ং ভগবতা দর্শিতং, শ্রীমত্যা জনন্যৈবানুভূতমিত্যাহ—

"অত্রৈব মায়াধমনাবতারে হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্ফুটস্য।

কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ॥" (ভা, ১০।১৪।১৬)

অত্রৈব তাবৎ শ্রীকৃষ্ণাখ্যে মায়োপশমনেঽবতারে প্রাদুর্ভাবে, বহিশ্চান্তর্জঠরে চ স্ফুটস্য দৃষ্টস্য কৃৎস্নস্য জগতঃ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তং যন্মায়াত্বং, প্রপঞ্চকৃতত্বৎপরিচ্ছেদ্যত্বস্য মিথ্যাত্বং, তজ্জনন্যা জনন্যৈ তে ত্বয়া প্রকটীকৃতং দর্শিতম্। তস্মাত্তবান্ জগদন্তঃস্থ এব, জগত্তু ভবদ্বহির্ভূতমিত্যেবং মায়াধর্ম্মঃ। বস্তুতস্তু দুর্ব্বিতর্কস্বরূপশক্ত্যা মধ্যমত্বেঽপি ব্যাপকোঽসীতি ভাবঃ। (৩৫)

মায়াধমনেতি যস্তবতা কৃপয়া দৃষ্টপ্রমাণেঽপি শ্রীবিগ্রহে সর্ব্বোঽপি প্রপঞ্চোঽন্তর্ভূত ইতি দর্শিতং, তৎ সত্যমেবেতি দ্যোতনার্থং ভগবত্যপ্যন্যথাপ্রতীতিনিরসনার্থঞ্চ পূর্ব্বমেবার্থমুপপাদয়তি—

"যস্যকুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।

তৎ ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥" (ভা, ১০।১৪।১৭)

যস্য তব কুক্ষৌ সর্ব্বমিদং সাত্মং ত্বৎসহিতং যথা ভাতি, তৎ সর্ব্বমিহ বহিরপি তথৈব ত্বয়ি ভাতি ইত্যন্বয়ঃ। অয়মর্থঃ—স্বস্য ব্রজেঽন্তর্ভূততাদর্শনেনৈব সমং ব্রজস্য স্বস্মিন্নন্তর্ভূততাং দর্শয়ন্, তচ্চান্তর্বহির্দর্শনং,—

"কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া" (ভা, ১০।৮।৪০)

ইত্যাদৌ শ্রীজনন্যা এব বিচারে স্বাপ্নিকত্ব-মায়িকত্ব-বিম্বপ্রতিবিম্বতানামযোগ্যত্বাদেকমেবেত্য ভিজ্ঞাপয়ন্ "কিং স্বপ্ন" ইত্যাদাবেব "যঃ কশ্চন ঔৎপত্তিক আত্মযোগ" ইত্যনেন চরমপক্ষাবসিতয়া দুর্ব্বিতর্কস্বরূপশক্ত্যৈব মধ্যমপরিমাণবিশেষ এব সর্ব্বব্যাপকোঽস্মীতি স্বয়মেব ভবান্ জননীং প্রতি যুগপদুভয়াত্মকং নিজধর্ম্মবিশেষং দর্শিতবান্। অতএব দ্বিতীয়ে—

"গৃহ্ণীত যদ্‌যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা" (ভা, ২।৭।২০) ইত্যাদৌ

"প্রতিবোধিতাসীদিত্যুক্তম্।" তস্মাত্তব কুক্ষৌ সর্ব্বমিদং যথা ভাতি, ইহ বহিরপি তথা, তদন্তর্ভূতোঽপি তদ্ব্যাপকোঽসীতি প্রকারেণৈব, ত্বয়ি তৎ সর্ব্বং ভাতীতি। (৩৬) তদেবং তদিদং প্রপঞ্চেন পরিচ্ছেদ্যত্বপ্রত্যয়নং তব মায়য়া স্বযাথার্থ্যাবরণশক্ত্যা বিনা কিং সম্ভবতি ? নৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ। ময়াপ্যেবমেবানুভূতমিত্যাহ—

"অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিতমেকোঽসি

প্রথমং ততো ব্রজ-সুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।

তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতাস্তাবন্ত্যেব

জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥" (ভা, ১০।১৪।১৮)

অদ্যৈব তে ত্বয়া কিমস্য বিশ্বস্য ত্বদৃতে ত্বত্তোবহির্মায়াত্বং মায়য়ৈব স্ফুরণং ভবতীতি মম মাং প্রতি ন দর্শিতম্ ? অপি তু দর্শিতমেব। এতদন্তরাকাররূপাত্বত্তো বহিরেবেদং জগদিতি যন্মুগ্ধানাং ভাতি, তন্মায়য়ৈবেত্যর্থঃ। কথমেতদাকাররূপস্য মম তাদৃশত্বম্ ? তত্রাহ, একোঽসীতি। ব্রজসুহৃদাদিরূপং

যদ্‌যস্মাদাবির্ভূতং তত্তদখিলম্ অধুনা তিরোধানসময়ে যেন পুনরনেন শ্রীবিগ্রহরূপেণাবশিষ্যতে, তদদ্বয়ং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। অশেষপ্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকবস্তূনাং প্রাদুর্ভাবস্থিতিতিরোভাবদর্শনেন তল্লক্ষণাক্রান্তত্বাদিতি-ভাবঃ। ততশ্চাস্য ব্রহ্মত্বে সিদ্ধে ব্যাপকত্বমপি সিধ্যতীতি তাৎপর্য্যম্। (৩৭) নন্বু সৃষ্ট্যাদৌ ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরা ভিন্না এব কারণভূতাস্তথা স্থিতৌ কেচিদন্যেঽবতারাশ্চ, তৎ কথং মমৈবং সর্ব্বকারণত্বমুচ্যতে? তত্রাহ—

"অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্মন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ॥" (ভা, ১০।১৪।১৯)

ত্বমিত্যস্য ভাসীত্যনেনান্বয়ঃ, কর্ত্তৃক্রিয়য়োরন্বয়স্যৈব প্রাথমিকত্বাৎ। কর্ত্তা চাত্র ত্বমিত্যেব মধ্যম পুরুষেণ যুজ্যতে। তস্মাদত্র নেব শব্দঃ সম্বধ্যতে, কিন্ত্বেষ ইত্যত্রৈব। ততশ্চ শ্রীবিগ্রহোঽয়ং বাচ্যঃ, স্বয়ং ভগবত্ত্বেনাস্য গুণাবতারত্বাভাবাৎ, অদ্যৈব ত্বদৃতেঽন্যেত্যনেনাব্যবহিতবচনেন বিরুদ্ধত্বাচ্চ। তস্মাদয়মর্থঃ— ত্বৎপদবীং তব তথাভূতং স্বরূপমজানতাম্ অজানতঃ প্রতি, আত্মা তত্তদংশিস্বরূপস্ত্বমেব, আত্মনা তত্তদংশেন, মায়াং সৃষ্ট্যাদিনিমিত্তশক্তিম্, অনাত্মনি জড়রূপে মহদাদ্যুপাদানে প্রধানে, বিতত্য প্রবর্ত্ত্য, তত্তৎ কার্য্যভেদেন ভিন্ন ইব ভাসীত্যর্থঃ। কথং? জগতঃ সৃষ্টাবহং ব্রহ্মেব বিধানে পালনে এষ ইব এতৎকার্য্য পরিচ্ছিন্ন ইব, পালন মাত্রকার্য্য ইত্যেবার্থঃ, অন্তে ত্রিনেত্র ইবেতি। বস্তুতস্ত্বমেব তত্তদ্রূপেণ বর্ত্তসে, মূঢ়াস্তু ত্বত্তস্তান্ পৃথক্ পশ্যন্তীতি ভাবঃ। যতো দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাক্যম্—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥" (ভা, ২।৬।৩০) ইতি।

অতো ভগবৎস্বরূপৈকত্বেন ন ব্রহ্মাদিবদ্ বিষ্ণুরিবেতি নির্দ্দিষ্টম্। (৩৮) এবং যথা গুণাবতারা-স্তথান্যেঽপ্যবতারা ইত্যাহ—

"সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ॥" (ভা, ১০।১৪।২০)

অজনস্য জন্মেত্যনেন প্রাদুর্ভাবমাত্রং জন্মেতি বোধয়তি—নন্বু ব্রহ্মন্! কিমত্র বিচারিতং ভবতা, যদেকস্যা এব মম মূর্ত্তের্ব্যাপকত্বে সত্যন্যাসাং দর্শনস্থানং ন সম্ভবতীতি, তথা জড়বস্তূনাং ঘটাদীনামেব প্রাকট্য প্রকারো লোকে দৃষ্টঃ, কথং তদিতরস্বভাবানাং চিদ্বস্তূনাং মম শ্রীমূর্ত্ত্যাদীনামিতি। যথা যাবত্যো বিভূতয়ো মম ভবতা দৃষ্টাস্তাবতীভিরেব ভবান্ বিস্মিতো, নাপরাঃ সন্তীতি সম্ভাবয়ন্নিব তৎপরিমিততামধিগতবানস্তীতি। তথা যে মমাংশাঃ পূর্ব্বং বালবৎসাদিরূপাস্ত এব চতুর্ভুজা অভবন্নিতি কস্যাপিরূপস্য কদাচিদুদ্ভবঃ কস্যাপি কদাচিদিতি। (৩৯) কিঞ্চ, সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈকরসমূর্ত্তিত্বাৎ যুগপদেব সর্ব্বমপি তত্তদ্রূপং বর্ত্তত এব, কিন্তু যূয়ং সর্ব্বদা সর্ব্বং ন পশ্যথেতি, তত্র চ যৌগপদ্যং কথমিতি, তত্রাহ—

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥" (ভা, ১০।১৪।২১)

ক বা, কথং বা, কতি বা, কদা বা, যোগমায়াং দুস্তর্কাংচিচ্ছক্তিং বিস্তারয়ন্ তথা তথা প্রবর্ত্তয়ন্ ক্রীড়সীতি ভবত উতীর্লীলাস্ত্রিলোক্যাং কো বেত্তি? ন কোঽপীত্যর্থঃ। "যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদ স"। (কেন, উ, ১১।৩) ইতি ভাবঃ।

অত্র দুর্জ্ঞেয়তাপুরস্কৃতেনৈব সম্বোধনচতুষ্টয়েন চতুর্য্ যুক্তিমাহ, হে ভূমন্! ক্রোড়ীকৃতানন্ত-মূর্ত্ত্যাত্মকশ্রীমূর্ত্তে! অয়ং ভাবঃ—একমপি মুখ্যং ভগবদ্রূপং যুগপদনন্তরূপাত্মকং ভবতি। (৪০) তথৈবাক্রূরেণ স্তুতম্—

"বহুমূর্ত্ত্যেক মূর্ত্তিকম্" (ভা ১০।৪০।৭) ইতি।

তথা শ্রুতিঃ—"একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্" ইতি।

ততো যদা যাদৃশং যেষামুপাসনাফলোদয়ভূমিকাবস্থানং, তদা তথৈব তে পশ্যন্তি। তথা চ, "প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদ্দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্" (বে, সূ, ৩।৩।৪৮) ইত্যত্র ব্রহ্মসূত্রে মধ্বভাষ্যম্— "উপাসনাভেদাদ্দর্শনভেদ" ইতি। দৃষ্টান্তশ্চ যথৈকমেব পট্টবস্ত্রবিশেষপিঞ্ছাবয়ববিশেষাদিদ্রব্যং নানাবর্ণময় প্রধানৈকবর্ণমপি কুতশ্চিৎ স্থানবিশেষাদ্দস্তচক্ষুষো জনস্য কেনাপি বর্ণবিশেষেণ প্রতিভাতীতি। অত্রাখণ্ড-পট্টবস্ত্রবিশেষাদিস্থানীয়ং নিজপ্রধানভাসান্তর্ভাবিততত্তদ্রূপান্তরং শ্রীকৃষ্ণরূপং, তত্তদ্বর্ণচ্ছবিস্থানীয়ানি রূপান্তরাণীতি জ্ঞেয়ম্।

যথা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—

"মনির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাবিভুঃ॥" ইতি।

মণিরত্র বৈদূর্য্যং, নীলপীতাদয়স্তদ্গুণাঃ। তদেবং কেত্যস্য যুক্তিরুক্তা। এবমেব শ্রীবামনা-বতারমুপলক্ষ্য শ্রীশুকবাক্যম্—

"যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ।
বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ সংপশ্যতোর্দিব্যগতির্যথা নটঃ॥" (ভা, ৮।১৮।১২)

ইতি। অর্থশ্চায়ম্ যদ্বপুঃ শরীরং ন কেনাপি ব্যজ্যতে যা চিৎ পূর্ণানন্দস্তৎস্বরূপমেব সৎ বিভূষণা-য়ুধৈর্ভাতি, তদ্বপুস্তদা প্রপঞ্চেঽপি ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা অধারয়ৎ স্থাপিতবান্। পুনশ্চ তেনৈব বপুষা বামনো বটুর্বভূব হরিঃ। এবকারেণ পরিণামবেষান্তরযোগাদিকং নিষিদ্ধম্। কদা? পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ। তেনৈব বপুষা তদ্ভাবে হেতুঃ। দিব্যাঃ পরমাচিন্ত্যাঃ। "যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

স্বস্মিন্নেব নিত্যস্থিতানাং নানাসংস্থানাং প্রকাশনাপ্রকাশনরূপা গতয়শ্চেষ্টা যস্য সঃ। তত্রালক্ষিতস্বধর্ম্মমাত্রোল্লাসাংশেদৃষ্টান্তলেশঃ, যথা নট ইতি। নটোঽপি কশ্চিদাশ্চর্য্যতমঃ দিব্যা পরমবিস্মাপিকা গতির্হস্তকররূপা চেষ্টা যস্য তথাভূতঃ সন্, তেনৈব রূপেণ বৈষম্যাদিকমঙ্গীকৃত্যাপি নানাকারতাং যথা দর্শয়তি। স্বর্গ্যো নটো বা দিব্যগতিঃ। ততশ্চ তত্তদনুকরণং তস্যাত্যন্ততদাকারমেব ভবতি। অত্র পরমেশ্বরং বিনা

অন্যস্য সর্ব্বাংশে তাদৃশত্বাভাবাৎ, নচ দৃষ্টান্তে খণ্ডত্বদোষঃ প্রসঞ্জনীয়ঃ। যথা ভক্ষিতকীটপরিণামলালাজাত-তন্তুসাধনোঽপ্যূর্ণনাভঃ পরমেশ্বরস্য জগৎস্রষ্টাবনন্যসাধকত্বে দৃষ্টান্তঃ শ্রূয়তে—

"যথোর্ণনাভির্হৃদয়াৎ" (ভা, ১১।৯।২১) ইত্যাদি। তদ্বৎ। তদেবং শ্রীব্রহ্মণাপি সর্ব্বরূপ-সম্ভাবাভিপ্রায়েণৈবোক্তম্—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥" (ভা, ৩।৯।১১)

ইতি। প্রণয়সে প্রকর্ষেণ নয়সি প্রকটয়সি, শ্রুতেক্ষিতপথ ইত্যনেন কল্পনায়া নিরস্তত্বাৎ। সর্ব্বরূপ-ত্বেঽপি ভক্তানভিরুচিতরূপত্বেঽপবাদঃ শ্রীকর্দ্দমবাক্যেন—

"অন্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ॥" (ভা, ৩।২৪।৩০)

ইতি। যানি যানি চ ত্বদীয়স্বভক্তেভ্যো রোচন্তে, তানি-আন্যেব তব রূপাণি তে তব অভিরূপাণি যোগ্যানি, নান্যানীত্যর্থঃ। অন্যানি চ, যাদৃশং রন্তিদেবায় কুৎসিতরূপং প্রপঞ্চিতং তাদৃশানি জ্ঞেয়ানি। তাদৃশস্য চ মায়িকত্বমেব হি তত্রোক্তম্—

"তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্।
আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুর্ম্মায়া বিষ্ণুবিনির্ম্মিতাঃ॥" (ভা, ৯।২১।১৫)

ইতি। টীকা চ—

"ত্রিভুবনাধীশাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ, মায়াস্তদীয়ধৈর্য্যপরীক্ষার্থং প্রথমং মায়য়া বৃষলাদিরূপেণ প্রতীতাঃ সন্ত ইত্যর্থ" ইত্যেষা অনভিরূপত্বে হেতুঃ। অরূপিণ ইতি। প্রাকৃতরূপরহিতস্যেতি। টীকা চ—"অপ্রাকৃতত্বেন কুৎসিতত্বাসম্ভবাদিতি ভাবঃ।"

অথ প্রকৃতপক্ষস্য কথং বেত্যাদিত্রয়যুক্তয়েঽবশিষ্টং সম্বোধনত্রয়ং ব্যাখ্যায়তে হে ভগবন্নচিন্ত্যশক্তে! অচিন্ত্যস্য ভগবন্মূর্ত্ত্যাদ্যাবির্ভাবস্যান্যথানুপপত্তেরচিন্ত্যা স্বরূপশক্তিরেব কারণমিতি ভাবঃ। ইয়ং কথং বেত্যস্য যুক্তিঃ। তথা হে পরাত্মন্! পরেষাং প্রত্যেকমপ্যনন্তশক্তীনাং পুরুষাদ্যবতারাণামাত্মন্নবতারিন্! ত্বয়ি তু তাসাং সুতরামনন্তত্বাৎ। তদাবির্ভাববিভূতয়ঃ কতি বা বাঙ্মনসোঽগোচরত্বমাপদ্যেরন্নিতিভাবঃ। ইয়ং কতি বেত্যস্য যুক্তিঃ। তথা হে যোগেশ্বর! একস্মিন্নপি রূপে নানারূপযোজনালক্ষণায়া যোগনাম্ন্যাঃ স্বরূপশক্তে স্তুয়া বা ঈশনশীল! অয়ং ভাবঃ—যথা তব প্রধানং রূপং অন্তর্ভূতানন্তরূপং তথা তবাংশরূপঞ্চ। ততশ্চ যদা তব যত্রাংশে তত্তদুপাসনাফলস্য যস্য রূপস্য প্রকাশনেচ্ছা তদৈব তত্র তদ্রূপং প্রকাশসে ইতি। ইয়ং কদেত্যস্য যুক্তিঃ। তস্মাত্তত্তৎ সর্ব্বমপি তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপেঽন্তর্ভূতমিত্যেবমত্রাপি তাৎপর্য্যম্ উপসংহরতি।

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ স্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখ দুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎসদিবাবভাতি॥"

(ভা, ১০।১৪।২২)॥ ৩২—৪১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছিন্ন বিগ্রহের বিভুত্ব উক্তপোষকতায়ে বিদ্বদনুভবের দ্বারা দেখাইবার অভিপ্রায়ে প্রকরণান্তর অবতারণা করিতেছেন ; ব্রহ্মা শ্রীভগবানের মহিমাবলোকন মানসে তাঁহার প্রতি স্বীয় মায়া পরিচালনে বৎস বালকগণকে অপহরণ করিয়া, যখন স্বয়ং তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যস্থিত একাদশটি শ্লোকে, তিনি শ্রীভগবানের স্বরূপ ও তদীয় যে শ্রীমূর্ত্তির অনুভব করিয়াছিলেন তাহা উক্ত হইতেছে, যথা—

"মহদহঙ্কার, আকাশ, অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী এই পঞ্চভূত সম্বেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত নিজ পরিমাণে সপ্ত-বিতস্তি মাত্র পরিমাণ শরীরধারী অজ্ঞ আমি কোথায় ? আর ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তুমি, বাতায়ন পথে পরমাণু পুঞ্জের গতির ন্যায়, যে তোমার লোম বিবরে ব্রহ্মাণ্ড-সকল গতায়াত করিতেছে, সেই তোমার মহিমা কোথায় ?"

ভগবদ্বিগ্রহের বিভুত্বে বিদ্বদনুভব।

ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলায়, তদবস্থায় যে তাঁহার বিভুত্বের অনুভব করিয়াছিলেন তাহা রোম বিবরে ব্রহ্মাণ্ডের গতায়াতের উল্লেখ হইতে সিদ্ধ হইয়াছে।

"হে অধোক্ষজ ! গর্ভগত বালক যখন তদীয় জননীর কুক্ষিমধ্যে পদক্ষেপ করে তখন কি জননী সেই বালকের পাদপ্রক্ষেপ জনিত অপরাধ গ্রহণ করিয়া থাকেন ? সুতরাং অস্তি, নাস্তি, উভয়ব্যপদেশ ভূষিত তোমার কুক্ষির কি ইয়ত্তা আছে ?"

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই যখন তোমার কুক্ষিমধ্যে অবস্থিত, তন্মধ্যস্থিত এই ব্রহ্মাণ্ডপতি আমিও তোমার গর্ভেই অবস্থিত রহিয়াছি, তখন মাতার ন্যায় আমার অপরাধও তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।

বিশেষতঃ আমি যে তোমার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ইহা সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধই আছে, যথা— "যখন জগৎত্রয় প্রলয়ার্ণবে মগ্ন ছিল সেই সময়ে নারায়ণের নাভিনাল হইতে অজ বিনির্গত হইয়াছিল একথা কখন মিথ্যা নহে, অতএব হে ঈশ্বর ! আমি কি তোমার নাভিপদ্ম হইতে বিনির্গত হই নাই ? অপিচ তোমার নাভিপদ্ম হইতেই হইয়াছি। যদি বল—আমি যদি প্রলয়োদধি-শায়ী নারায়ণ হইতাম, তাহা হইলে আমার নাভি হইতে তোমার জন্ম সম্ভাবিত হইত, তুমি নারায়ণ হইতে হইয়াছ আমি নারায়ণ নহি, এতাদৃশ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ—"তুমি কি নারায়ণ নহ ? যেহেতু তুমিই দেহিগণের আত্মস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছ, হে অধীশ ! তুমিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী বা সাক্ষী। নর, ভূ ও জলের আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ যে নারায়ণ সে তোমারই অঙ্গ স্বরূপ, ইহা অতীব সত্য, ইহা কখন মায়া নহে।"

এখানে "অধীশ !" এই সম্বোধন হইতে—ঈশ নামা সর্ব্বজীবান্তর্যামী নারায়ণেরও উপরে অবস্থিত ভগবান্, অতএব হে অধীশ ! হে ভগবন ! ইহাই উক্ত সম্বোধনের তাৎপর্য্য। "নারায়ণস্ত্বং ন হি" এখানে "হি"—নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, (হি হেতাববধারণে, ইতি অমরঃ) অতএব তুমিই সেই নারায়ণ, নহ কি ? কারণ সেই নারায়ণ তোমারই অঙ্গ বা অংশ। সুতরাং নারায়ণ যদি তোমার অঙ্গ বা অংশ হইল, আমি তোমা হইতে হই নাই, একথার সম্ভাবনা কোথায় ? অঙ্গের কার্য্য যেমন অঙ্গীর কার্য্যরূপে গৃহীত হয়, তদ্রূপ তোমার অঙ্গ বা অংশোৎপন্ন আমার উদ্ভব তোমা হইতেই হইয়াছে, যেহেতু সেই সকলের অংশী পুরুষ তুমি। যদি বল কার্য্যানুসারে নাম হইয়া থাকে, আর কি কারণেইবা নারায়ণ নাম হইয়াছে ? এবং কি নিমিত্তই বা নারায়ণ হইতে আমার বৈলক্ষণ্য ? তদুত্তরে উক্ত হইতেছে "নার—জীব সমূহ বা ব্যষ্টি জীব, ঐ ব্যষ্টি জীবের আশ্রয় বলিয়া নারায়ণ নাম হইয়াছে অতএব দেহিগণের আত্মা বা অন্তর্য্যামী। এবং দেহিগণের আশ্রয় বলিয়াই নারায়ণত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান তোমাতে উক্ত আশ্রয়ত্ব পর্য্যবসিত হইলেও, অন্তর্য্যামিত্বে তোমার ঔদাসীন্য বর্ত্তমান, কেন না, তোমার অংশ পুরুষাবতার

দ্বারা সে কার্য্য হইয়া থাকে। তাহার অপর কারণ তুমি অখিল লোকের সাক্ষী অর্থাৎ অখিল ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তী সমুদয় জীবের সাক্ষীরূপে অবস্থিত থাকমাত্র, কারণ তুমি সকলকে কেবল দেখ সেজন্য তাহাদের কার্য্যে তোমার অভিনিবেশ নাই, "সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" এই শ্রুতি তোমার ঐ সাক্ষিত্ব ধর্ম্মেরই প্রখ্যাপন করিতেছে।

অথবা "নারং জীবং অয়তে জানাতি" জীব সমূহকে যিনি জানেন তিনি নারায়ণ, উক্ত দর্শনাদি কার্য্যও তুমি তোমার অংশ-পুরুষ দ্বারাই করিয়া থাক, স্বয়ং দেখ না এই জন্যই তুমি তাহা হইতে বিলক্ষণ-স্বভাব। অতএব তুমি যে নারায়ণ নহ একথা হইতে পারে না, তদতিরীক্ত অপর কেহ নারায়ণ আছেন, তিনিই জীবের অন্তর্যামী ; এইরূপই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহাও হইতে পারে না, কারণ পূর্ব্বেই "অধীশ!" এই সম্বোধন হইতে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া আছে। "ঈশঃ"—প্রবর্ত্তক, তোমার অংশপুরুষ নারায়ণ কেহ থাকিলেও তুমি তাহার প্রবর্ত্তক হওয়ায়, সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব তোমাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে বিশেষতঃ "নারস্য অয়নং প্রবৃত্তি র্যস্মাৎ" জীবের প্রবৃত্তি যাহা হইতে— এইপ্রকার সমাস করিলে প্রবর্ত্তকত্ব ধর্ম্ম যাঁহাতে বিদ্যমান তিনিই নারায়ণ, তুমি তদপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন কারণ তাঁহাদেরও অধীশ সুতরাং তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। লোকে যেমন মণ্ডলেশ্বরকে রাজা এবং তদধিপতিকেও রাজা আখ্যায় অভিহিত করে, তদ্রূপ তুমিই সাক্ষাৎ বা মুখ্য নারায়ণ।

স্বয়ং ভগবত্তার দ্বারা নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব—কৃষ্ণ-সন্দর্ভে দেখান হইবে।

নারায়ণ যে শ্রীভগবানেরই অবতার বা অংশবিশেষ তদ্বিষয়ে লঘুভাগবতামৃতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—

> পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব কার্য্যার্থম্ অপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্
> দ্বারান্তরেণ বাবিঃস্যু রবতারাস্তদা স্মৃতাঃ।
> তচ্চ দ্বারং তদেকাত্মরূপ স্তদ্ভক্ত এব চ।
> শেষশয্যাদিকো যদ্বদ্বসুদেবাদিকোঽপিচ।
> পুরুষাখ্যা গুণাত্মানো লীলাত্মানশ্চ তে ত্রিধা।" (ল, ভু, ভা, ১+৩)

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্বয়ং রূপ ভগবান বিশ্ব কার্য্যের জন্য স্বয়ং অথবা দ্বারান্তরে অপূর্ব্ববৎ আবির্ভূত অর্থাৎ অপ্রাপঞ্চিক নিত্য ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে অবতার আখ্যা হইয়া থাকে। মৎস্য, হংস প্রভৃতি ইঁহারা অদ্বারক বা স্বয়ং অবতরণ করিয়া থাকেন। দ্বারান্তর অবতার, তদেকাত্মরূপ ও ভক্তরূপ এই দ্বিবিধ—যেমন কারণার্ণবশায়ী হইতে গর্ভোদকশায়ী, ইহা তদেকাত্মরূপ দ্বারান্তর। বসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণ, দশরথ হইতে শ্রীরাম ইত্যাদি ভক্তরূপ দ্বারান্তর। বিশ্বকার্য্যার্থে যথা বিশ্বসৃজন কার্য্যে, প্রকৃতির ক্ষোভ মহত্তত্ত্বাদির উৎপাদন। অথবা বিশ্বের মধ্যে কার্য্য, অসুর সংহারাদি, দেবাদির আনন্দবর্দ্ধন, সমুৎকণ্ঠিত সাধক ভক্তগণকে নিজ সাক্ষাৎকার প্রদানে তাহাদিগের উৎকণ্ঠা বিদূরণ করতঃ প্রেমানন্দ বর্দ্ধন, বিশুদ্ধ ভক্তি প্রচার ইত্যাদি অবতারের প্রয়োজন। উহা পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার ভেদে ত্রিবিধ। নারায়ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই পুরুষাবতার বিশেষ——

> "পরমেশাংশ রূপো যঃ প্রধান গুণভাগিব
> তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতারাপুরুষঃ স্মৃতঃ।" (ল, ভু, ভা, কৃ, ৪)

অর্থাৎ পরমেশ্বরের যে অংশ প্রধানের গুণসম্বদ্ধবৎ হইয়া, প্রকৃতি ও তদ্ভূত প্রাকৃতিক জগতের ঈক্ষণাদি করিয়া থাকেন, যাঁহা হইতে অন্যান্য অবতার সকলের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তিনিই পুরুষাবতার আখ্যায় অভিহিত হন, ভগবানের আদি অবতারই পুরুষাবতার "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" (ভা, ২।৬।৪০) উক্ত পুরুষাবতারের বিভেদ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

প্র° ২।৬।৪২ ও ৩।৫।২৭। শ্লোকস্থ শ্রীচৈ° স্বামিকৃত টীকা দ্রষ্টব্য। এই শ্লোক সাত্বত তন্ত্রে আছে।

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।" (ল, ভু, ভা, কৃ, ৫)

স্বাংরূপ বিষ্ণুর বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণ হইতে মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতীর অন্তর্য্যামী সঙ্কর্ষণ, দ্বিতীয় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন, তৃতীয় সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী ক্ষিরোদশায়ী অনিরুদ্ধ। স্বরূপতঃ এক হইয়াও যিনি অন্যাকারে প্রতিভাত হন, তিনি বিলাস, (ক) তদপেক্ষা ন্যূন শক্তি অংশ। পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার টীকায় লিখিয়াছেন, যথা—"যদ্যপি নারায়ণ বাসুদেবয়োরুভয়োরপি চাতুর্ভুজ্যাৎ শ্যামত্বাচ্চাকৃত্যোরৈক্যমিব প্রতীতং তথাপি সেব্যসেবক ভাবতঃ শ্রীরাম ভরতয়োরিব……তদ্বৈলক্ষণ্যমস্তীতি।" অতএব পরব্যোমাধিপতি বাসুদেব নারায়ণের অংশ, কিঞ্চিৎ ন্যূন শক্তি সম্পন্ন। স্বয়ং ভগবানের চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। সুতরাং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই পরম্পরাক্রমে তিন মূর্ত্তিরই কারণ হইলেন, তৈত্তিরীয় উপনিষদে "শিবমচ্যুতং নারায়ণম্" এই বাক্যে সকল মূর্ত্তির একার্থতা দেখান হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বকারণের কারণরূপী স্বয়ং ভগবান নারায়ণেরও আশ্রয় হওয়ায় ব্রহ্মার উক্তির অসঙ্গতি হইতেছেনা।

"নর হইতে জাত তত্ত্ব সকলকে বুধগণ নর (জল) বলিয়া জানেন, তাহার পূর্ব্ব আশ্রয় বলিয়া তুমিও নারায়ণ নামে অভিহিত হইয়া থাক।" অন্যত্রও যথা—"পুরুষোত্তম বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত জল নারা শব্দে কথিত হয়, উহাতে যিনি বাস করেন তিনি নারায়ণ নামে অভিহিত হন।" ঐ স্বামিপাদের টীকা "নরতীতি নরঃ প্রোক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ" ইতি বচনাৎ। নরঃ পুরুষোত্তমস্তস্মাজ্জাতা নারাঃ তদুক্তম্ তাম্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্র পরিবৎসরান্ তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ।" এই নারায়ণত্ব ধর্ম্ম অন্যত্র প্রসিদ্ধ, এরূপ আশঙ্কা যাহাতে আসিতে না পারে তজ্জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছেন "নর ভূজলায়নাৎ" ইত্যাদি, অর্থাৎ নর হইতে উদ্ভূত যে অর্থ এবং নর হইতে জাত যে জল তাহার আশ্রয় রূপে যাহা বিদ্যমান তাহাতেই নারায়ণত্ব অবস্থিত; সুতরাং এই প্রসিদ্ধির পরিত্যাগ করিয়া, অন্যরূপ কেন বলিতেছ? এই জন্য বলা হইয়াছে "সত্যং ন" প্রলয় কালে যখন সমস্ত পৃথিবী জলমগ্না হয় সেকালে ঐ জলাদির আশ্রয়তা কি সত্য নহে? অপিচ সত্য, কিন্তু উহার যে অন্যথা প্রতীতি সে কেবল তোমারই মায়া, তুমি সকলের আশ্রয় হইয়াও নিজের ঐশ্বর্য্য সকলকে জানিতে দেও না। এখানে মায়া প্রতারণা-শক্তি। বিশ্বপ্রকাশে মায়া, দম্ভ, কৃপা, ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অতএব তোমার দুর্ব্বিতর্ক স্বরূপ শক্তির সামর্থ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন তোমার মূর্ত্তির জলাদিদ্বারা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বের উক্তি অনুসারে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত আমি যে নারায়ণের অন্তর্ভূত, তুমি তাঁহারও অংশী বা আশ্রয় ইহাই এখানের তাৎপর্য্য।

নারায়ণ যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তৎপক্ষে শ্রুতির উক্তি যথা——"ব্রহ্মাণ্ডাদি জগৎ যাহা দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় উহার অন্তরে ও বাহিরে সকল ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত আছেন।" (৩৩)

পুনশ্চ ব্রহ্মা উক্ত ভগবন্মূর্ত্তির জলাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্নত্বের বিষয়ে নিজে যাহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছেন——"হে ভগবন্! সেই সময় আমি তোমার জলস্থিত নিত্য ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ যে দেখি নাই তাহা নহে; তুমি তৎকালেই সহসা উহা আমায় দেখাইয়া ছিলে।" অর্থাৎ জগতের আশ্রয় ভূত গর্ভোদকস্থিত তোমার নারায়ণাখ্য সেই বিগ্রহ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই সময় যখন আমি তোমার নাভি পদ্মে অবস্থিত ছিলাম, তখন পদ্মনাল মার্গের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শতবৎসর ধরিয়া অন্বেষণ করিয়াও আমি তাহার সীমা করিতে পারি নাই, হে

(ক) তত্ত্বসন্দর্ভ——১৩ পৃষ্ঠা

অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যশালিন্! আমি কি তাহা দেখি নাই? আমি সেই ক্ষণেই তোমার বিগ্রহের অপরিমেয়ত্ব অনুভব করিয়াছিলাম। যদি উহা মায়িক অর্থাৎ মায়াকে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা বলিয়া, উহা মিথ্যাভিব্যঞ্জিত বলিয়া উপেক্ষা কর, তাহাও করিতে পার না; যেহেতু তৎপরে আমি রূঢ় সমাধি যোগে বিরূঢ় জ্ঞান লাভ করিয়া কিপ্রকারে সেই ক্ষণেই তোমাকে সচ্চিদানন্দ-ঘন-শ্রীবিগ্রহে অবলোকন করিতে সক্ষম হইলাম। আবার আমার সমাধির পরক্ষণেই আর আমি উহা দেখিতে পাইলাম না। অতএব তোমার মূর্ত্তি মায়িক বা দেশবিশেষের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ইহা কখন সত্য হইতে পারে না, তোমার উক্ত মূর্ত্তিও নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্ন। (৩৪)

এই ব্যাখ্যার নিদান স্বরূপ তৃতীয় স্কন্ধোক্ত ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য। এবং এখানে মূল শ্লোকোক্ত "তচ্চাপিসত্যং" এই "সত্য" শব্দ হইতে, ত্বদীয় অঙ্গভূত সেই নারায়ণ মূর্ত্তিও যে সত্য উহা বিরাট্ মূর্ত্তির মত যে মায়া নহে, তাহা বলা হইয়াছে। "তচ্চেৎ জলস্থং" এইবাক্যে জলস্থিত সদ্রূপ তোমার মূর্ত্তি যদি জগৎ হইত অর্থাৎ জগৎ হইতে পৃথক নিত্য বিগ্রহ না হইত, তাহা হইলে প্রপঞ্চের অন্তর্ভূততা বশতঃ উহার প্রাপঞ্চিকতাপত্তি হইত।

কিন্তু বস্তুতঃ তোমার ঐ মূর্ত্তি প্রাপঞ্চিক নহে, তাহা তুমি স্বয়ং দেখাইয়াছিলে। অর্থাৎ অঙ্গভূত নারায়ণ মূর্ত্তির অঙ্গী যে তোমার এই ভগবদ্বিগ্রহ, এই বিগ্রহের মধ্যে অখিল বিশ্ব প্রপঞ্চ যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তাহা তুমি স্বয়ং দেখাইয়াছিলে, এবং শ্রীমতী জননী তাহা অনুভব করিয়াছিলেন; যথা—"হে ভগবন্! তোমার এই মায়া বিনাশন শ্রীকৃষ্ণাবতারেই তুমি জননীকে এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত বিশ্ব প্রপঞ্চকে স্বীয় জঠরাভ্যন্তরে দেখাইয়া ইহার মায়িকত্ব প্রকটীকৃত করিয়াছিলে।" অর্থাৎ অন্য অবতারে বা অন্য মূর্ত্তিতে নহে, মায়োপশমনকারী শ্রীকৃষ্ণাখ্য তোমার এই প্রাদুর্ভাবেই যুগপৎ বাহিরে ও জঠরাভ্যন্তরে পরিদৃষ্ট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মায়িকত্ব, এবং তোমার শ্রীবিগ্রহের পরিচ্ছেদ্যত্ব এতদুভয়েরই মিথ্যাত্ব তুমি জননীকে দেখাইয়াছ।

সুতরাং তুমি যে সমস্ত জগতের অন্তরে আছ, এবং জগৎও যে তোমার বাহিরে এতদুভয়ই মায়ার ধর্ম্ম, অর্থাৎ তুমি তোমার দুর্ব্বিতর্ক্য স্বরূপ-শক্তির সামর্থ্যে এই মধ্যমাকৃতিতেও যে ব্যাপক তাহা স্থির প্রতীতি করাইয়াছ, এবং তোমাতে যুগপৎ পরিচ্ছিন্নত্ব অপরিচ্ছিন্নত্ব রূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বর্ত্তমান তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। (৩৫)

"মায়া ধমনাবতারে" এই শ্লোকে তোমার দৃশ্য সাধারণ মনুষ্যাকার এই শ্রীবিগ্রহেও যে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, যাহা তুমি কৃপাপরবশ হইয়া দেখাইয়াছ, ইহা যে তোমার যথার্থ স্বরূপ তাহার প্রকাশার্থে, এবং স্বয়ং ভগবান তোমাতে অন্যথা প্রতীতির নিরসনার্থে আমরা দেখিতে পাই, যে তোমার নাম গ্রহণে জীবের নিকট হইতে মায়া দূরে পলায়ন করিয়া থাকে, ত্বদীয় সেই বিগ্রহে মায়ার বিকাশ একেবারেই অসম্ভব তাহা পূর্ব্বেও দেখান হইয়াছে, পুনশ্চ উহা বিশেষ উপপাদিত হইতেছে, যথা—

"যাঁহার কুক্ষি মধ্যে সমস্ত জীবগণের সহিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যথাবৎ অবস্থিত হইয়া বিভাসিত হইতেছে, এবং বাহিরেও আবার তদ্রূপেই অবস্থিত রহিয়াছে, ইহা কখন তোমার অচিন্ত্য শক্তি ব্যতিরেকে হইতে পারে না।" যে তোমার কুক্ষিতে পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড এমন কি যাহার মধ্যে তুমি রহিয়াছ সেই তোমার সহিত যে ভাবে ভাসিত হইতেছে সেই সমস্তই বাহিরেও তদনুরূপ তোমাতে ভাসিত হইতেছে। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে নিজেকে বৃন্দাবনের অন্তর্ভূত দেখাইয়া আবার তদ্রূপে নিজের মধ্যেও ব্রহ্মাদিকে দেখাইয়া মূল শ্লোকোক্ত (নচান্তর্নবহির্যস্য) নিজের যুগপৎ অন্তর্বহিরবস্থা দেখাইয়াছ। যশোদা মাতার "ইহা কি স্বপ্ন, অথবা দেবমায়া" ইত্যাকার প্রথম বিতর্ক, তৎপরে আবার স্বয়ংই "অথবা ইহা আমার পুত্রেরই স্বতঃসিদ্ধোদ্ভূত আত্মযোগ" (প্রভাব) এই বৈচারিক চরম সিদ্ধান্ত হইতে উহার স্বাপ্নিকত্ব, মায়িকত্ব, বিম্বপ্রতিবিম্বত্বাদির নিরাস করতঃ উহা যে এক এবং ত্বদীয় প্রভাব এইটি তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হয়।

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত হইতে তুমি তোমার দুর্বিতর্ক্যস্বরূপ-শক্তির দ্বারা মনুষ্যাকারেও যে সর্ব্বব্যাপক, তোমার এই যুগপদ্বিরুদ্ধ উভয়াত্মক নিজ ধর্ম্ম বিশেষ স্বয়ংই মাতাকে দেখাইয়াছিলে।

অতএব দ্বিতীয় স্কন্ধের "ইঁহার মাতা যশোদা বন্ধনার্থ যত রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ সমস্তের বৈফল্য দর্শনে বিস্মিতা মাতা তৎকর্ত্তৃক জ্ঞাপিতৈশ্বর্য্য হইয়া ছিলেন" এই উক্তি হইতে, তোমার কুক্ষিমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড যেভাবে অবস্থিত বাহিরেও সেইভাবেই অবস্থিত রহিয়াছে, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত হইয়াও যে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপক, এইরূপে সমস্তই যে তোমাতে অবস্থিত তাহা দেখান হইয়াছে। (৩৬)

প্রপঞ্চের দ্বারা এই পরিচ্ছেদত্বের প্রতীতি সেও তোমার স্বকীয় যাথার্থ্যাবরণাত্মিকা শক্তি ব্যতিরেকে কখন কি সম্ভব হইতে পারে? অপিচ হইতে পারে না।

ব্রহ্মা পুনশ্চ বলিতেছেন যশোদাকেই যে তুমি ইহা দেখাইয়াছিলে তাহা নহে, মৎকর্ত্তৃকও তোমার এই তত্ত্ব অদ্যই অনুভূত হইয়াছিল, যথা—"আজ তুমি আমাকে একমাত্র তুমি ভিন্ন, এই বিশ্ব প্রপঞ্চের মায়াময়ত্ব কি সম্যকরূপে দেখাও নাই? অপিচ দেখাইয়াছ। প্রথম কেবল তোমাকে দেখিলাম, তৎপরে ব্রজবালকগণকে, অনন্তর সমস্ত বৎসগণের সহিত সকলকেই আবার চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখিলাম, তৎপরে অখিল তত্ত্বের সহিত মৎকর্ত্তৃক উপাসিত হইতেছ দেখিলাম, অনন্তর সেই সমস্তই এক অমিত অদ্বয় ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইল।" অতএব তুমি আজ আমাকে তোমা ব্যতিরেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মায়ার দ্বারা যে স্ফুরণ হইয়া থাকে তাহা দেখাইয়াছ। তুমি নরাকার মূর্ত্তি তোমার বাহিরে এই জগৎ, অজ্ঞের এইরূপ যে প্রতীতি হইয়া থাকে, উহা মায়ার দ্বারাই হইয়া থাকে। যদি বল মনুষ্য মূর্ত্তি আমাতে তাদৃশ সর্ব্বমূর্ত্তিমত্ত্বের সম্ভাবনা হইতে পারে না? তদুত্তরে বলা হইয়াছে "একোঽসি" প্রথম তুমি একলা ছিলে, তৎপরে তোমার সমস্ত ব্রজ-সুহৃদাদি তোমা হইতেই আবির্ভূত হইল, অনন্তর সেই সমস্তই তোমার এই শ্রীবিগ্রহে অন্তর্নিহিত হইয়া কেবল অদ্বয় ব্রহ্মরূপ তোমার শ্রীবিগ্রহই অবশেষে রহিল। "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি তোমার এই অদ্বয়ত্বের প্রখ্যাপন করিয়াছেন, অশেষ প্রাপঞ্চিক অপ্রাপঞ্চিক বস্তুর আবির্ভাব স্থিতি ও তিরোধান যখন তোমার বিগ্রহে সাক্ষাৎ অনুভব করিলাম তখন উক্ত লক্ষণাক্রান্ত তোমাকে অদ্বয় ব্রহ্মই বা না বলিব কেন? সুতরাং তুমিই অদ্বয় ব্রহ্ম তুমি অভিব্যক্ত অনভিব্যক্ত উভয়াবস্থার প্রকাশে তোমার এই বিগ্রহের ব্রহ্মত্ব অনুভব করাইয়াছ, এবং তাহা হইতে ইহার ব্যাপকত্বও সিদ্ধ হইতেছে। ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। (৩৭)

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইঁহারা বিভিন্ন কারণ বশতঃ পরস্পর ভিন্ন এবং স্থিতি কালে অন্য অবতারও হইয়া থাকেন, কি নিমিত্ত তুমি আমাকে এই সকলের কারণরূপে বলিতেছ?

তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন, যথা—"তুমি স্বয়ং তোমার অংশ পুরুষ দ্বারা সৃষ্ট্যাদি শক্তিকে অনাত্মা জড় প্রধানে প্রবর্ত্তিত করাইয়া সেই সেই কার্য্যে ভিন্নের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাক, যেমন সৃষ্টিকার্য্যে আমি, এই পালন রূপ তোমার কার্য্যে অর্থাৎ যেমন তুমিই তোমার স্বকীয় মূর্ত্ত্যন্তরে করিয়া থাক ও সংহারকার্য্যে ত্রিনেত্র, কিন্তু তোমার মহিমানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহাকে মায়া বলিয়া থাকে, যেহেতু তাহারা অনির্ব্বচনীয়া শক্তির প্রভাব পরিজ্ঞাত নহে।"

অর্থাৎ এখানে ত্বং পদের সহিত ভাসি এই পদের অন্বয় প্রথম নিয়ত, ব্যাকরণের অনুশাসনে কর্ত্তৃপদের সহিতই ক্রিয়াপদের অন্বয় হইয়া থাকে। সুতরাং "ত্বং ইব" এইরূপ ত্বং পদের সহিত "ইব" অব্যয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে না, "এব" পদের সহিতই "ইব" পদের অন্বয়। অতএব স্বয়ং ভগবান যে তুমি তোমার এই শ্রীবিগ্রহই এখানের বাচ্য, ইহাতে গুণাবতারত্ব নাই, কারণ অব্যবহিত পূর্ব্বে "অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য" এই বাক্যের সহিত বিরোধ আপতিত হয়।

এখানে বক্ষ্যমান অর্থই বিশেষ সঙ্গত, যথা—ত্বৎপদবীং—তোমার তথাভূত অচিন্ত্য-অনন্ত শক্তির মহিমানভিজ্ঞের সম্বন্ধে, আত্মা—অর্থাৎ সকল অবতারাদির অংশীভূত তুমি, আত্মনা—সেই সেই অংশে, মায়াং—সৃষ্টিস্থিতি সংহারের নিমিত্ত শক্তিকে, অনাত্মনি—জড়রূপ মহদাদি উপাদান বা প্রধানে প্রবর্ত্তিত করিয়া সৃষ্টি স্থিত্যাদি কার্য্যের দ্বারা ভিন্নবৎ ভাসিত হও। যদি বল আমি ভিন্নবৎ ভাসিত কেন হইব? তদুত্তরে জগতের সৃষ্টিকার্য্যে যেমন—আমি ব্রহ্মা, তোমারই মূর্ত্ত্যন্তর যেমন এই

পালন কার্য্যে, বিনাশে যেমন ত্রিনেত্র, এই কার্য্য পরিচ্ছিন্নের ন্যায়—বস্তুতঃ তুমি স্বয়ংই বিভিন্নরূপে অবস্থিত হইয়া এই বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাক। কিন্তু মূঢ়গণ তোমাকে তাহা হইতে পৃথক দেখিয়া থাকে, তাহারা ত্বদীয় মহিমায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মার উক্তিও ইহারই অনুরূপ, "হে ত্রিশক্তি ধারিন্! আমি তোমার নিয়োগে জগৎ সৃজন করিয়া থাকি, হর ত্বদ্বশীভূত হইয়াই সংহার করিয়া থাকেন, তুমি পুরুষরূপে এই বিশ্বকে প্রতিপালন করিয়া থাক" ইত্যাদি, অতএব এখানে বিষ্ণুমূর্ত্তির শ্রীভগবানের স্বরূপভূততা নিবন্ধন ব্রহ্মাদিবৎ বিষ্ণুতে "ইব" শব্দের প্রয়োগ না হইয়া, পালন কার্য্যে তাৎপর্য্য দেখান হইয়াছে। (৩৮)

ব্রহ্মাদি যেমন তোমার গুণাবতার সেইরূপ তোমার অন্যান্য অবতারও আছেন যথা—"হে প্রভু! তুমি অসুরগণের ও তৎস্বভাব জীবের দুর্ম্মদ বিনাশে ও সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহ বিধান নিমিত্ত অজন—জন্ম রহিত যে তুমি, সেই তুমিও দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, এমন কি তীর্য্যগাদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক।" এখানে অজনের জন্ম এই উক্তি হইতে, তোমার জন্ম যে সামান্য-জীববৎ জন্ম নহে, তোমার প্রাদুর্ভাবই জন্ম নামে অভিহিত বুঝিতে হইবে। যদি বল হে ব্রহ্মণ! তোমার এখানে কি বিচার হইল? একমাত্র আমার মূর্ত্তির ব্যাপকতা সিদ্ধ হইলে আর অপর মূর্ত্তির দর্শন স্থানের সম্ভব হইবে না, কারণ লোকে জড় ঘট পটাদি নানা বস্তুর বিদ্যমানতা দেখিয়া তাহার পৃথক উপলব্ধিও করিয়া থাকে। অতএব তাহা হইতে ইতর স্বভাব চিদ্রূপ আমার অপর মূর্ত্তির দর্শন হইবে না, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এবং তুমি আমার যে সকল বিভূতি দেখিয়াছ তাহাতেই বিস্মিত হইয়াছ, এবং তদধিক অপর কোন বিভূতি আমার নাই, এই সম্ভাবনায় তাহার পরিমিততাভিজ্ঞ হইয়া থাকে। তুমি পূর্ব্বে আমার যে সকল অংশকে প্রথমে বালবৎসাদিরূপে দেখিলে, আবার তাহারাই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইল, অতএব কোন একরূপের কখন উদ্ভব আবার কখন উহার তিরোভাব ইত্যাদিরূপ অনুভব হইয়াছিল। (৩৯) অপিচ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈক রসমূর্ত্তিতা বশতঃ সেই সেই বিশেষ মূর্ত্তি যে নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু যখন তোমরা সকল সময়ে দেখিতে পাওনা, তখন উক্ত মূর্ত্ত্যাদির যুগপৎ বিদ্যমানতা কিরূপে বলিতে পার? ব্রহ্মা এতদাশঙ্কার নিরাসক উত্তর স্বরূপে বলিতেছেন—"হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! অহো! এই তোমার অচিন্ত্য যোগমায়ার প্রভাবে কোন দেশে, কিজন্য, কতপ্রকারে, কোন সময়ে, কি খেলা খেলিয়া থাক তাহা কে জানিতে পারে? কেহই জানিতে সক্ষম হয় না।" অর্থাৎ কোথায়, কেন, কত প্রকার, কোন সময়ে, দুস্তর্কা চিচ্ছক্তি বিস্তার করিয়া (সেই সেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া) কোন ক্রীড়া করিয়া থাক হে লীলাময়! ত্রিলোকে এমন কে আছে যে তোমার ঐ অচিন্ত্য লীলা বুঝিবে? কারণ যিনি তোমাকে জানিয়াছেন বলিবেন তিনি যে তোমায় জানিতে পারেন নাই, তাহা স্থির "যস্যা মতং" এই শ্রুতি তৎপক্ষে প্রমাণ।

ঐ শঙ্কর ভাষ্য যথা—"যস্য ব্রহ্মবিদো অমত মবিজ্ঞাতং ব্রহ্মেতি মতমভিপ্রায়ঃ নিশ্চয়স্তস্য মতং জ্ঞাতং সম্যগ্ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্য পুনর্মতং জ্ঞাতং বিদিতং ময়া ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ো ন বেদৈব স ন ব্রহ্ম জানাতি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম তত্ত্ব এতই দুর্জ্ঞেয় যে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জীবে কখন সম্ভব হইতে পারে না।

অচিন্ত্য শক্তি বলে এই দুর্জ্ঞেয় লীলত্বের বিষয়ে সম্বোধনচতুষ্টয়ে যুক্তি দেখান হইয়াছে—হে ভূমন্! স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি বলে তোমার অনন্ত মূর্ত্তি ক্রোড়ীকৃত করিয়া এই পরিচ্ছিন্ন শ্রীমূর্ত্তি ধারিন্! ইহার তাৎপর্য্য এই যে তোমার এক মুখ্য এই ভগবন্মূর্ত্তি বা রূপ যুগপৎ অনন্ত রূপাত্মক হইয়া থাকে। (৪০) উক্ত বহু মূর্ত্তিতেও একমূর্ত্তি সম্বন্ধে অক্রূরের উক্তি যথা "তুমি বহুমূর্ত্তি হইয়াও একনিজ ভগবন্মূর্ত্তিতে অবস্থিত।" শ্রুতিতে যথা—"এক হইয়াও বহুরূপে দৃশ্যমান হইয়া থাক।" যখন যাহাদের যাদৃশ উপাসনায় ফলোদয় হয়, তুমি তৎকালে তাহাদিগকে সেই মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া থাক।

"প্রজান্তর পৃথকত্ব বদ্ দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্" (বে, সূ, ৩।৩।৫২) এই সূত্রের মাধ্ব ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে "উপাসনা ভেদে দর্শন ভেদ হইয়া থাকে।"

গোবিন্দভাষ্যে যথা—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতি দ্বে প্রজ্ঞে দৃষ্টে। তত্রৈকা শাব্দী অন্যা তূপাসনা। তস্যাঃ পৃথক্ত্বং ভেদঃ। তদ্বদেব তদুপাসকানাং তদ্দৃষ্টির্ভবতি······তথাচোপাসনানুযায়ি ভগবদ্দর্শনং ততো বিমুক্তারিতি" অর্থাৎ "তাঁহাকে জানিয়া তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞা করিবে এই বাক্যে দুইটি প্রজ্ঞা বলা হইয়াছে, উহার একটি শাব্দী অপরটি উপাসনা। উপাসনার ভেদানুসারে প্রাপ্য উপাস্যতত্ত্বেরও আবির্ভাব ভেদ হইয়া থাকে।" "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশীত্যাদি" স্মৃতেশ্চ—যাহার ভাবনা যাদৃশী তাহার সিদ্ধিও তাদৃশী হইয়া থাকে। তৎপক্ষে দৃষ্টান্ত—যেমন ময়ূরকণ্ঠী বর্ণের পট্টবস্ত্র বিভিন্নবর্ণের প্রকাশক হইলেও তাহার সর্ব্ববর্ণান্তর্গত এক প্রধান বর্ণ বিদ্যমান থাকে এবং উহা থাকিলেও, স্থান বিশেষে পাতিত নেত্র দর্শকের সম্বন্ধে, কখন কোন একবর্ণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, আবার কখন বা প্রধান বর্ণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ পট্টবস্ত্র স্থানীয় নিজ প্রধান শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে অন্যান্য বর্ণ স্থানীয় অন্যান্য মূর্ত্তি সকলও অন্তর্ভাবিত, বস্ত্রের অপর বর্ণ বিশেষে প্রতীতির সমকালে যেমন উহার প্রধান বর্ণ তাহার মধ্যে থাকিয়াও প্রতীতির বিষয় হয় না তদ্রূপ তোমার মূর্ত্ত্যন্তরের প্রতীতি সমকালে বস্ত্রের প্রধান বর্ণবৎ মূল শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিও তাহাতেই বিদ্যমান থাকেন জানিতে হইবে।

নারদ পঞ্চরাত্রের উক্তি যথা—"বৈদূর্য্য মণি যেমন এক হইয়াও রশ্মির তারতম্যে নীল পীতাদি বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনন্ত-বৈভবশালী শ্রীভগবানেরও ধ্যান ভেদে বর্ণ ও মূর্ত্তির বিভেদ হইয়া থাকে। মণ্যাদির নীল পীতাদি গুণের মত তোমার লীলা ও অবয়বাদির মহিমাও অনন্ত।

শ্রীবামনাবতারোপলক্ষে শ্রীশুকদেবের এইরূপ উক্তি দেখা যায়, যথা—"ভগবান শ্রীহরি পিতা মাতার নিকট কৃপা করতঃ স্বীয় বিভূষণ আয়ুধাদি পরিশোভিত যে মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টির সম্মুখেই দিব্য গতি নটের ন্যায় সেই চিন্ময়মূর্ত্তিতেই অব্যক্তচিৎ শ্রীবামনমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।"

এখানের এইরূপ অর্থ জানিতে হইবে ;—ভগবানের যে শরীর কাহার দ্বারা বা কোন প্রকারে প্রকাশিত হইবার নহে, অপ্রাপঞ্চিক নিত্য চিৎপূর্ণানন্দ স্বরূপ হইয়াও যে মূর্ত্তি বিভূষণ আয়ুধাদি পরিশোভিত হইয়াছিল সেই বিগ্রহ প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত করাইয়া স্থাপন করিলেন। পুনশ্চ সেই মূর্ত্তিতেই বামন মূর্ত্তিধারণ করিলেন। কখন? পিতা মাতার দৃষ্টির সম্মুখেই। নিত্য চিৎপূর্ণানন্দ স্বরূপেই যে বামন মূর্ত্তি হইয়াছিলেন তৎপক্ষে "তেনৈব বপুষা" এতদুক্তিই প্রমাণ। তৎ-সদ্ভাবে "দিব্যাঃ" পরম অচিন্ত্যস্বরূপের পক্ষে সকলই সম্ভব হইতে পারে। যাহা গীতায় ভগবান নিজে বলিয়াছেন "দিব্যাহ্যাত্ম বিভূতয়:" (গীতা ১০।১৯) "যদ্‌গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি যাঁহার সার্ব্বকালীকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। "গতিঃ" স্বকীয়াবয়বেই নিত্যাবস্থিত নানাসংস্থানাদির (মূর্ত্ত্যাদির) প্রকাশ অপ্রকাশ রূপ—গতি চেষ্টা যাঁহার তিনিই "দিব্য গতিঃ", এখানে জীবের অলক্ষিত স্বধর্ম্ম বিশেষের উল্লাসাংশেই দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে। নট দৃষ্টান্তে যাহা দেখান হইয়াছে, নট যেমন কোন আশ্চর্য্যতম পরম বিস্মাপিকা নানাবিধ করাদি অঙ্গ চেষ্টা দেখাইয়া দর্শকগণকে মোহিত করে, এবং তাঁহার অনুকরণ সম্পূর্ণ অনুকৃতের তুল্য হইয়া থাকে ; তদ্রূপ তিনিও তাঁহার মূর্ত্তিতেই কোন বৈষম্যাদির অঙ্গীকার না করিয়াও মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। সর্ব্বাংশে এতাদৃশ অনুকরণ পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্যের পক্ষে কদাচ সম্ভব হইতে পারে না, দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তিকে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না হওয়ায় আংশিক দোষ গ্রহনীয় নহে, যেমন জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে পরমেশ্বরের সহিত অনন্য সাধকত্বে ভক্ষিত-কীটের পরিণাম জাত লালা হইতে উদ্ভূত তন্তুসাধন ঊর্ণনাভকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, এখানেও তদ্রূপ নটের দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের উক্তি যথা "যেমন ঊর্ণনাভ তাহার হৃদয় হইতে উদ্গত ঊর্ণাসকলকে মুখ হইতে বাহির করে" ইত্যাদি।

সেই কারণে আজ ব্রহ্মাও সকল রূপের সদ্ভাব যে শ্রীভগবানেরমূর্ত্তিতে বিদ্যমান তদভিপ্রায়েই এইরূপ বলিয়াছিলেন যথা—"ভক্তি যোগে হৃদয় পরিশুদ্ধ হইলে তুমি তাহাকে প্রার্থিত শ্রীমূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাক।" (২১ পৃষ্ঠা দেখ) উক্ত শ্লোকে

"প্রণয়সে"—শব্দের "প্রকটিত করিয়া থাক" এইরূপ অর্থ হইবে। "শ্রুতেক্ষিত পথ" পদের প্রয়োগে মূর্ত্তির কল্পিতত্ব নিরাস হইয়াছে। শ্রীভগবান সর্ব্বরূপী হইয়াও ভক্তের অনভীপ্সিত মূর্ত্তিতে যে আবির্ভূত হন্ না, উহা মহর্ষি কর্দ্দমের উক্তিতেও পাওয়া যায়; যথা—"হে ভগবন্! প্রাকৃত রূপাতীত তোমার যে যে রূপ ভক্ত দর্শন বাঞ্ছা করিয়া থাকে, তুমি তাহার রুচির বা প্রার্থনার অনুরূপ সেই সেই মূর্ত্তির অভিব্যক্তি করিয়া থাক।" যে রূপ স্বীয় ভক্তগণের রুচিকর হয়, সেই অভি-রূপ যোগ্য মূর্ত্তির প্রকাশ কর, কিন্তু অন্য রূপ নহে। উক্ত অন্তবিধ যেমন রন্তীদেবের সম্বন্ধে কুৎসিত রূপ প্রপঞ্চিত করিয়াছিলেন। উক্ত রূপের মায়িকত্ব, সেইখানেই উক্ত হইয়াছে, "ফলকামিগণের প্রার্থিত ফল প্রদাতা ব্রহ্মাদি ত্রিভুবনা-ধীশগণ রন্তীদেবকে বিষ্ণু বিনির্ম্মিতা মায়ার দ্বারা আত্মাকে দেখাইয়াছিলেন "ঐ টীকা" ত্রিভুবনাধীশ ব্রহ্মাদিদেবগণ প্রথমে তাহার ধৈর্য্য পরীক্ষার্থ মায়াদ্বারা বৃষলাদি মূর্ত্তিতে প্রতীতির বিষয় হইয়াছিলেন" উহাই—অযোগ্যত্বের প্রতি কারণ। এখানে "অরূপিণঃ" অর্থে প্রাকৃত রূপ রহিতই টীকার তাৎপর্য্য। যাহা অপ্রাকৃত উহা কখন কুৎসিত হইতে পারে না। এখানের তাৎপর্য্যে দেখা যাইতেছে যখন পরীক্ষার জন্য মায়িক মূর্ত্তির গ্রহণ, তখন পরীক্ষার্থ মায়ার গ্রহণে উহাও কৃপার অন্তর্গত হইতেছে।

এক্ষণে মূল ("কো বেত্তি ভূমন্") শ্লোকোক্ত কথং বা—কতি বা—কদা বা, এই বাক্যত্রয়ের যৌক্তিকত্ব বিধায়ক অবশিষ্ট সম্বোধন ত্রয়ের ব্যাখ্যা করিতেছেন;—"হে ভগবন্! হে অচিন্ত্য শক্তে! অর্থাৎ অচিন্ত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের মূর্ত্ত্যাদি আবির্ভাবের অন্যথা অনুপপত্তি হওয়ায়, অচিন্ত্যস্বরূপশক্তিই তৎপ্রতি কারণ হইতেছে, ইহাই "কথং বায় (কি জন্য) পক্ষে যুক্তি। হে পরাত্মন্! তোমার অংশভূত অনন্ত শক্তি সম্পন্ন প্রত্যেক পুরুষাদি অবতারগণের অংশিন্! বা অবতারিন্! সুতরাং তোমাতে ঐ সকল শক্তি সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ইহাই তাৎপর্য্য, অতএব তোমার আবির্ভাবের বিভূতি সকল যে কত প্রকার, তাহা বাক্য ও মনের অগোচর, অচিন্ত্য বিভূতিই—উক্ত অগোচরত্বের প্রতিপাদক। ইহাই "কতি-বা'র" (কত প্রকারের) পক্ষে যুক্তি। হে যোগেশ্বর! এক তোমার রূপের মধ্যে নানারূপ যোজনলক্ষণা যোগ নাম্নী যে স্বরূপশক্তি তাহার দ্বারা ঈশনশীল! ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ, যেমন তোমার প্রধান রূপের মধ্যে অনন্ত রূপাদি অন্তর্নিহিত তদ্রূপ অংশরূপও অন্তর্নিহিত। যখন তোমার যে অংশ উপাসকগণের উপাসনার ফল স্বরূপ যে রূপের প্রকাশনেচ্ছা হয়, তৎক্ষণাৎই তাহার সম্বন্ধে সেই রূপের প্রকাশ করিয়া থাক। ইহাই "কদা"র (কোন সময়ের) পক্ষে যুক্তি।

অতএব ঐ সকলই যে তোমার এই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপের অন্তর্ভূত ইহাই যে এখানে তাৎপর্য্য তাহার উপসংহারে বলিতেছেন; যথা—

এই প্রাপঞ্চিক জড় জগৎ অসৎ, কেননা—ইহা স্বপ্নবৎ জ্ঞানাদি রহিত জড়, প্রকৃষ্ট দুঃখের আধার প্রকৃষ্ট যে দুঃখ উহা হইতে উত্থিত ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত দুঃখময় ও অসৎ হইয়াও আজ নিত্য সুখস্বরূপ জ্ঞান-ঘন-বিগ্রহ ত্বদীয় ইচ্ছা শক্তি বলে আবির্ভূত হইয়া সদ্বৎ অবভাত হইতেছে ॥ ৪১ ॥ ✓

যস্মাদেবং প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চবস্তূনাং সর্ব্বেষামপিতত্ত্ববিগ্রহোঽসি তস্মাদেব নিত্যসুখবোধনলক্ষণা যা তনু-স্তৎস্বরূপেঽনন্তে ত্বয্যেবাশেষমিদং জগদবভাতীত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতং সৎ উদ্যদপি যৎ মুহুরন্তবত্তিরোভবচ্চ। যদ্ যস্মিন্ মুহুর্জায়তে লীয়তে চ তত্তস্মিন্নেবাবভাতি ভুবি তদ্বিকার এবেতি ভাবঃ। তর্হি কিং মম বিকারিত্বং নেত্যাহ। মায়াতো মায়য়া ত্বদীয়াচিন্ত্যশক্তিবিশেষেণ বিকারাদিরহিতস্যৈব "শ্রুতেস্তুশব্দমূলত্বাৎ" (বে, সূ, ২।১।২৭) ইত্যাদৌ পরিণামাস্বীকারাৎ। মুহুরন্তবত্তিরোভবত্যাদেব স্বপ্নাভং তত্তুল্যং নশ্বজ্ঞানমাত্রকল্পিত-ত্বাদপি "বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" (বে, সূ, ২।২।২৯) ইতি ন্যায়েন তথা অবিদ্যাবৃত্তিকমায়াকার্য্যত্বাচ্চ

অন্তর্ধিবণং জীবপরমাত্মজ্ঞানলোপকর্ত্তৃ। উভয়স্মাদপি হেতোঃ পুরুদুঃখ দুঃখং তদীয়সুখাভাসস্তাপিবস্তুতো দুঃখরূপত্বাৎ। বিনা ত্বৎসত্তয়া অসৎস্বরূপং শশবিষাণতুল্যং। তদেবং ভূতমপি সদিবাঽনশ্বরমিবাভাতি মুগ্ধানামিতিশেষঃ। উপলক্ষণঞ্চৈতদ্ব্যবহারজ্ঞানময়মহদাদ্যাত্মকত্বাৎ জ্ঞানোদ্বোধকমিব, স্বর্গাদ্যাত্মকত্বাৎ-সুখমিব চ। তদেবমনন্তস্য তৎপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ স্বরূপশক্ত্যৈব পরিচ্ছিন্নমপরিচ্ছিন্নঞ্চতদেবং বপুরিতি প্রকরণার্থঃ। ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্॥৪২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অর্থাৎ যে কারণে প্রাপঞ্চিক অপ্রাপঞ্চিক সকল বস্তুরই (যাবদ্বস্তুর প্রতীতি হইয়া থাকে) তুমি মূল তত্ত্ব বিগ্রহ। অতএব সেই কারণে তোমার নিত্য জ্ঞানানন্দ লক্ষণ সে বিগ্রহ, সেই সৎস্বরূপ অনন্ত মূর্ত্তি তোমাতেই এই অশেষ জগৎ অবভাত হইয়া থাকে। এখানে সৎ না বলিয়া সদ্বৎ বলিবার কারণ যাহা উত্থিত হইলেও বারংবার যাহা উদ্ভূত হয়, আবার তিরোহিত হইয়া থাকে। যে বস্তু যাহাতে বারংবার জন্মায় ও লীন হয় সে বস্তু তাহাতেই অবভাত হইয়া থাকে, যেমন পৃথিবীতে নানা বিকারের প্রতীতি হয়। তাহা হইলে কি এই সকল আমার বিকার? অবিকারী আমাতে বিকারিত্বের আপতন বলিতে চাও? তদুত্তরে বলিতেছেন না, পৃথিবীর মত তোমার বিকারিত্বের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু—"মায়াতঃ" শব্দে ত্বদীয় অচিন্ত্য-ইচ্ছাশক্তি বিশেষের দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়ায় বিকারিত্বাদি তাবৎ দোষ নিরাকৃত হইয়াছে।

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (১) এই সূত্রে তোমার পরিণাম অস্বীকৃত হইয়াছে। এবং উদ্ভব ও তিরোভাবের পৌনঃপুনতা জন্যই স্বপ্নাভ—স্বপ্নতুল্য বলায় উহা যে অজ্ঞান কল্পিত নহে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, "বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ" এই সূত্রে স্বয়ং তাহা দেখাইয়াছেন।

গোবিন্দ ভাষ্য যথা "—চ শব্দোঽবধরণে স্বপ্নে মনোরথে চ যথা ঘটাদ্যর্থাকারক জ্ঞান মাত্র সিদ্ধো ব্যবহার স্তথা জাগরেঽপি ভবেদিত্যেতন্ন সম্ভবতি কুতঃ বৈধর্ম্ম্যাৎ, স্বপ্নজাগর প্রাপ্তয়োর্বস্তুনোরসাধর্ম্ম্যাদেব।…………স্বমতস্তু স্বমাত্রানুভাব্যং তাবন্মাত্রসময়ং বস্তু স্বপ্নে পরেশঃ সৃজতীতি "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ" (বে সূ ৩।২।১) হীত্যাদিনা বক্ষ্যতে।" অর্থাৎ স্বপ্নও পরেশ কর্ত্তৃক সৃজিত। তদ্রূপ সৃষ্টাদি অবিদ্যাবৃত্তি মায়ার কার্য্য হওয়ায়, মায়া তাহার শক্তিতে জীবের স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে উহাই "অন্তর্ধিষণং" শব্দে বলা হইয়াছে, যাহা জীবাত্ম-পরমাত্ম বিষয়ক জ্ঞান লোপ করিয়া থাকে।

"সপ্নাভ" ও "অন্তর্ধিষণ" এই দুইটি হেতু হইতে জীবের দুঃখ ভাজিত্ব উক্ত হইয়াছে, কারণ জীব যাহা সুখের বলিয়া মনে করে, উহা প্রকৃত সুখ না হইলেও সুখাভাস শব্দে অভিহিত হয়, পরন্তু উহাকেও দুঃখরূপ জানিতে হইবে, যেহেতু আভাস,—আভাস কখন বস্তু স্বরূপ হইতে পারে না, সুতরাং উহাও দুঃখই জানিতে হইবে। ত্বদীয় সত্তা ব্যতিরেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে কিছু বস্তুর উপলব্ধি হইতেছে সে সকলই শশবিষাণবৎ কেবল কল্পনা বা মিথ্যা হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই সমস্ত নশ্বরস্বভাব বস্তুও আজ তোমার সত্তায় মায়া মুগ্ধ জীবের নিকট অবিনশ্বর নিত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে।

জ্ঞান নিত্য হইলেও উহার উদ্বোধক বস্তুর ন্যায় ইহা কেবল উপলক্ষণ মাত্র, কারণ ব্যবহার জ্ঞানময় মহত্তত্ত্বাদ্যাত্মকতাই উহার হেতু, সুখের প্রতি যেমন স্বর্গাদ্যাত্মকতা; তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন মহত্তত্ত্বাদি আজ তদাশ্রয়ভূত অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাই উপলক্ষণ বা অজহৎ স্বার্থা লক্ষণা।

(১) তত্ত্ব সন্দর্ভ ২৭ পৃষ্ঠা।

এই অজহৎ জহৎ স্বার্থা লক্ষণই মায়াবাদের একমাত্র উপজীব্য। এক্ষণে উহার আলোচনা অনাবশ্যক হইলেও, ইহা যে আচার্য্যের স্বীকৃত এই মাত্র জানানই উদ্দেশ্য।

অতএব অন্য সমুদয় বস্তু শ্রীভগবন্মূর্ত্তির পরিচ্ছেদ্য হইলেও, তিনি স্বীয় অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তি বলে পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্ন শ্রীবিগ্রহে অবস্থিত থাকেন, তাহাতে কোন অবস্থা বা ভাবের অসম্ভব হয় না, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য। ইহা ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

তদিত্থং মধ্যমাকার এব সর্ব্বাধারত্বাদ্বিভুত্বং সাধিতম্। সর্ব্বগতত্বাদপি সাধ্যতে—

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥" (ভা, ১০।৬৯।২)

এতদ্বত অহো চিত্রং কিন্তৎ। এক এব শ্রীকৃষ্ণঃ দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রীর্যদুদাবহৎ পরিণীতবান্। নন্বু কিমত্রাশ্চর্য্যমত্রাহ। গৃহেষ্বিতি তৎসংখ্যকেষুসর্ব্বেষ্বিতি শেষঃ। ভবতু ততোঽপি কিং তত্রাহ। পৃথক্ পৃথগেব স্থিত্বা পাণিগ্রহণাদিবিবাহবিধি কৃতবান্। নন্বু ক্রমশ উদ্বাহে নাসম্ভবমেতত্তত্রাহ যুগপদিতি। নন্বু যোগেশ্বরোঽপি যুগপন্নানাবপুংষি বিধায় তদ্বিধাতুং শক্নোতি কিমত্র যোগেশ্বরারাধ্যচরণানাং যুষ্মাকমপি চিত্রং তত্রাহ। একেন বপুষা ইতি। তর্হি কথমনেক বাহ্বাদিকেন ব্যাপকেনৈকেন বপুষা তৎ কৃতবান্ নৈবম্;

"আসাং মুহূর্ত্তএকস্মিন্নানাগারেষু যোষিতাম্।
সবিধং জগৃহে পানীনমুরূপঃ স্বমায়য়া ॥" (ভা, ৩।৩।৮)

ইতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যাদৌ তত্তদনুরূপতাপ্রসিদ্ধেঃ। ইত্যভিপ্রেত্যঃ পূর্ব্বৈনৈকপদোপন্যাসেন পরিহরতি পৃথগিতি। একেন নরাকারেন বপুষা পৃথক্ পৃথক্ত্বেন দৃশ্যমানস্তথা বিহিতবান্। তস্মাদেকমেব নরবপুর্যতো যুগপৎ সর্ব্বদেশং সর্ব্বক্রিয়াঞ্চ ব্যাপ্নোতি তস্মান্মহদাশ্চর্য্যমিতি বাক্যার্থঃ। ইত্থমেব পঞ্চমে—

লোকাধিষ্ঠাতুঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্য "তেষাম্" ইত্যাদি গদ্যোপদিষ্টস্য তাদৃশত্বং ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামি চরণৈঃ—"মহাবিভূতেঃ পারমৈশ্বর্য্যস্য পতিত্বাদেকয়ৈব মূর্ত্ত্যা সমন্তাদাস্ত" ইতি।

"অথো মুহূর্ত্ত একস্মিন্নানাগারেষু তাঃস্ত্রিয়ঃ।
যথোপযেমে ভগবান্ তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ ॥"

ইত্যত্রাপ্যতস্তাবদ্রূপধরত্বং নাম যুগপত্তাবৎপ্রদেশ প্রকাশত্বমেবেতি ব্যাখ্যেয়ম্। নতু নারায়ণাদিবদ্ভিন্নাকারত্বম্। যথোক্তম্—

"অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎ স্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥" (লঘু, ভা, কৃ,) ইতি।

এষ এবান্যত্রাকারস্য প্রকাশস্য চ ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ শ্রীনারদঃ। ৪৩ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব শ্রীভগবানের মধ্যমাকার মনুষ্য মূর্ত্তিতেও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি সর্ব্বাধারত্ব নিবন্ধন বিভুত্ব সাধিত হইতেছে। যেমন বিভুত্বের প্রতি সর্ব্বাধারত্ব তদ্রূপ সর্ব্বগতত্ব ধর্ম্মেও তাঁহার বিভুত্ব অবাধে সাধিত হইয়াছে। তিনি যে যুগপৎ সমভাবে বহুমূর্ত্তিতে অবস্থিত থাকেন, ইহা দেবর্ষি নারদ স্বয়ং বিশেষ অনুভব করিয়াছিলেন, যথা—"ইহা হইতে আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে, যে তিনি এক মূর্ত্তি হইয়াও যুগপৎ ষোড়শ সহস্র মহিষীগণের পৃথক্ পৃথক্ গৃহে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত নর্ম্ম বিলাস রস আস্বাদ করিতেছিলেন।"

এখানে "এতৎবত" শব্দ অত্যাশ্চর্য্য জনিত বিস্ময়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, এক শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র স্ত্রীকে যুগপৎ পরিণয় সূত্রে অঙ্গীকার করিলেন, ইহাতে এমন আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তদুত্তরে বলিলেন উক্ত ষোড়শ সহস্র সংখ্যক গৃহেই তিনি সমকালেই অবস্থিত ছিলেন। যদি বল তাহাতেই বা এমন আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইল? পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদিগের পাণিগ্রহণ করিলেন, একের পর একটির বিবাহ ব্যাপার অসম্ভব না হইলেও যুগপৎ উক্ত ব্যাপার সম্পূর্ণ অসম্ভবই হইতেছে। যদি বল যাঁহারা যোগেশ্বর তাঁহারা যোগবলে যখন নানা শরীর ধারণ করিয়া এবম্বিধ অনেক কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারেন, তখন যোগেশ্বরারাধিতচরণ আপনাদিগের মত ব্যক্তির ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তদুত্তরে বলা হইল, "একমূর্ত্তিতে" তাহা হইলে কি তিনি অনেক বাহু হইয়া ব্যাপক একমূর্ত্তিতে উক্ত উদ্বাহ কার্য্য করিয়াছিলেন? না, তাহা করেন নাই, কারণ উদ্ধব মহাশয়ের উক্তি হইতে সে আশঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে; যথা—"তিনি সেই একমুহূর্ত্তেই বহুগৃহে তাঁহার পত্নীগণোপহৃত নানাবিধ সবিধ নিজ অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা নানা মূর্ত্তিতে বহুহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" এতদভিপ্রায়েই পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "এক" পদোপলব্ধ আশঙ্কা "পৃথক" এই পদের দ্বারা পরিহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ এক নরাকার মূর্ত্তিতে পৃথক্ পৃথক্ দৃশ্যমান হইয়া সপর্য্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং যখন এক মনুষ্যাকার মূর্ত্তিতে সমকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্ববিধকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তখন ইহা পরম বিস্ময়কর ব্যাপার তাহার আর সন্দেহ নাই, ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। পঞ্চম স্কন্ধে সমস্ত লোকের অধিষ্ঠাতা শ্রীভগবদ্বিগ্রহ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"তেষাং" এই গদ্যের টীকায় শ্রীস্বামিচরণ "তিনি মহাবিভূতিসম্পন্ন অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যপতি, তিনি নিজ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যে এক মূর্ত্তিতেই যুগপৎ সেই সমুদায় মূর্ত্তিতে অবস্থিত হইয়াছিলেন।" ইত্যাদি অন্যত্র যথা—"অনন্তর সেই অব্যয় শ্রীভগবান্ সেই একমুহূর্ত্তেই নানাগৃহে সেই সকল স্ত্রীগণ তাঁহাকে যেরূপে বিবাহ করিতে পারেন, সেইরূপ বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।" এখানেও সেই বহুমূর্ত্তিধারণ বলিতে, সমকালে তাবৎপ্রদেশেই নিজ প্রকাশত্ব রূপ অর্থই করিতে হইবে। কিন্তু নারায়ণাদিবৎ ভিন্ন আকারাদি অর্থ হইবে না, উহা হইতে ভিন্ন শ্রীভগবানের প্রকাশ অর্থ জানিতে হইবে।

যথা—

"প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি নোপৃথক্।"

তথাহি—

"অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈ কদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥
দ্বারবত্যাং যথা কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষং প্রতি মন্দিরম্।" (লঘু, ভা, কৃ,) ৭/২১

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বীয় ভাষ্যে বলিয়াছেন যথা—"ননু চন্দ্রাবলী রাধিকাদীনাং রুক্মিনী সত্যভামাদীনাঞ্চ সময়ে বহুতয়া স্থিতঃ কৃষ্ণঃ স্বর্য্যতে, তেষু বহুষু কোঽংশী কস্তুংশ ইতি চেৎ? ভেদেষু বিলাস স্বাংশরূপেষু প্রাগুক্তেষু ন গণ্যতে নান্তর্ভবেদিত্যর্থঃ। হি—হেতৌ, নো পৃথগিতি বিশেষবিভাবিতেনাপান্তত্বেন বিশিষ্টো ন ভবেৎ। প্রকাশ লক্ষণমাহ, অনেকত্রেতি নন্দমন্দিরাৎ বসুদেব মন্দিরাচ্চ নির্গতঃ কৃষ্ণস্তাসাং তাসাঞ্চ মন্দিরেষু যুগপৎ প্রবিষ্টো বিজ্ঞাতোতোকস্যৈব বিগ্রহস্য

যুগপদেব বহুতরা বিরাজমানতা, স প্রকাশাখ্যো ভেদঃ পূর্ব্বোক্ত ভেদেভ্যোঽন্য এব। কুত? ইত্যাহ—সর্ব্বথেতি—আকৃত্যা গুণৈর্লীলাভিশ্চৈকরূপ্যাদিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ এখানে চন্দ্রাবলী রাধিকাদি, রুক্মিণী সত্যভামাদির গৃহে কৃষ্ণ বহুমূর্ত্তিতে অবস্থিত ছিলেন এইরূপ দেখা যায়, উক্ত বহু মূর্ত্তিমধ্যে কেইবা অংশ? কেইবা অংশী? তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রাগুক্ত, বিলাস ও স্বাংশ রূপ ভেদের মধ্যে ইঁহারা অন্তর্ভূত নহেন, "হি নো পৃথক্" এখানে হি—অর্থ হেতু, উক্ত মূর্ত্তিবিশেষ বিভাবিত হইলেও অন্যত্বে গৃহীত হইবে না। যেহেতু ইহা তাঁহার প্রকাশ মূর্ত্তি, একরূপের যখন একদা অনেক মূর্ত্তিতে দেখা যায় যে মূর্ত্তি সর্ব্বরকমে তাঁহারই মত উহাকে প্রকাশ বলে।

শ্রীনন্দ মন্দির ও শ্রীবসুদেব মন্দির হইতে বহির্গত শ্রীকৃষ্ণ যেমন সেই সেই মন্দিরে সমকালে প্রবিষ্ট হইয়া বিভাবিত হন, উক্ত সমবিরাজমানতাই প্রকাশ, উহা তদেকাত্ম, স্বাংশ বিলাসাদি ভেদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যেহেতু—"সর্ব্বথা তৎস্বরূপ" অর্থাৎ আকার, গুণ, লীলাদি সর্ব্বপ্রকারে ঐ মূর্ত্তি একই রকম হইয়া থাকে। দ্বারকায় প্রতি গৃহে এবং শ্রীরাসমণ্ডলে "কৃত্বাতাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপ যোষিতঃ। রেমে ভগবানৃস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া" (ভা, ১০।৩৩।১৯) এখানে শ্রীভগবান গোপীগণের সংখ্যানুরূপ নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত আত্মারামানুরূপ-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, ইহাই প্রকাশমূর্ত্তি, অন্যান্য মূর্ত্তির সহিত ইহার বিভেদ জানিতে হইবে। ইহা নারদ মহাশয়ের উক্তি ॥ ৪৩ ॥

তথৈবাহ।

"ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্ম্মান্ পাবনান্ গৃহ মেধিনাম্।
তমেব সর্ব্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ ॥" (ভা ১০।৬৯।৪১)

সর্ব্বগেহেষু তমেব নতু তস্যাংশান্। একমেব সন্তং নতু কায়ব্যূহেন বহুরূপম্। "একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্" ইতি শ্রুতেঃ। "ন চান্তর্ন বহির্যস্য" ইত্যাদিনা বিভুত্ব সিদ্ধেশ্চ হ স্ফুটমেব দদর্শ ভগবদ্দত্ত শক্ত্যা সাক্ষাদেবানুভূতবান্ নতু কেবলমনুমিতবান্ নারদ ইতি শেষঃ। অতএব—

"কৃষ্ণস্যানন্তবীর্য্যস্য যোগমায়া মহোদয়ম্।
মুহুর্দৃষ্ট্বা ঋষিরভূদ্বিস্মিতো জাতকৌতুকঃ ॥" (ভা ১০।৬৯।৪২)

তত্রচ যোগমায়া দুর্ঘটঘটনী চিচ্ছক্তিঃ। তৃতীয়ে সনকাদীনাং বৈকুণ্ঠগমনে যোগমায়াশব্দেন পরমেশ্বরে তু প্রযুজ্যমানেন চিচ্ছক্তিরুচ্যতে। ইতি স্বামিভিরপি ব্যাখ্যাতমস্তি। জাতকৌতুকো মুনি র্মুহুর্দৃষ্ট্বা বিস্মিতোঽভূৎ। কায়ব্যূহ স্তাবত্তাদৃশেষপি বহুষেব সম্ভবতি। তং বিনাপি মধ্যমাকারেঽপি তস্মিন্ সর্ব্বব্যাপকত্বমপূর্ব্বমিতি তস্যাপি বিস্ময়ে হেতু র্নান্যথেতি স্পষ্টমেব যথোক্তং জ্ঞেয়ম্। অনেন

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ" (শ্বে, উ, ৩।১৬ গীতা ১৩।১৩) ইতি তাদৃশ্যাং শ্রীমূর্ত্ত্যামেব ব্যাখ্যাতং ভবতি। অতএব "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।" (ব্র, সূ, ৩।২।১১)

ইতি সূত্রং তত্ত্ববাদিভিরেবং যোজিতম্। "স্থানাপেক্ষয়াপি পরমাত্মনো ন ভিন্নং রূপং হি যস্মাত্তদ্রূপত্বং সর্ব্বত্রৈব। "সর্ব্বভূতেষ্বেবমেব ব্রহ্ম ইত্যাচক্ষতে" ইতি শ্রুতেঃ।"

"এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে ॥" ইতি মাৎস্যাৎ।

"প্রতিদৃশমিব নৈক ধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ।" (ভা, ১।৯।৪২)

ইতি ভাগবতাচ্চেতি। এবং—

"ন ভেদাদিতিচেন্ন প্রত্যেক মতদ্বচনাৎ" (ব্র, সূ, ৩।২।১২) ইত্যেতস্য "অপি চৈবমেকে" (ব্র, সূ, ৩।২।১৩) ইত্যেতস্যচ সূত্রস্য ব্যাখ্যানং তদ্ভাষ্যে দৃশ্যম্। শ্রীশুকঃ॥ ৪৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

তৎপরবর্ত্তিশ্লোকেও ঐরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"তিনি সকল গৃহেই সেই এক শ্রীভগবানকে পবিত্র গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠান নিরতাবস্থায় অবস্থিত দর্শন করিয়াছিলেন" এখানে নারদ মহাশয় সকল গৃহে তাঁহাকেই দেখিয়াছিলেন, তাঁহার যে কোন অংশকে দেখিয়াছিলেন তাহা নহে। এক হইয়াও যিনি বহুমূর্ত্তিতে বিভাবিত হইতেছিলেন, কায়ব্যূহ দ্বারা তিনি বহুমূর্ত্তি হয়েন্ নাই জানিতে হইবে। শ্রুতি বলেন "যিনি এক হইয়াও বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন।" "যাঁহার অন্তর বাহির নাই" (৬৪-৮৩ পৃষ্ঠা) ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বে যাঁহার বিভুত্বের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই ভগবানকে দেখিয়াছিলেন, ইহা শ্লোকোক্ত "হ" র স্ফুটার্থতা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে, এখানে নারদ মহাশয় যে অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি ভগবদ্দত্ত শক্তিবলে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন। অতএব উক্ত হইয়াছে "সঞ্জাতকৌতুক ঋষি অনন্তবীর্য্যসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের যোগ মায়াখ্যা শক্তির প্রভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন।"

এখানে যোগমায়া অর্থে দুর্ঘট-ঘটনী চিচ্ছক্তি তৃতীয় স্কন্ধে সনকাদি ঋষিগণের বৈকুণ্ঠগমন প্রসঙ্গে উক্ত যোগমায়া শব্দ পরমেশ্বরে প্রযুক্ত হওয়ায় কেবল চিচ্ছক্তি মাত্র অর্থে উক্ত হইয়াছে। স্বামিপাদও যোগমায়া শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সঞ্জাত কৌতুক মুনি এই ভাবে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। যদি বল কায়ব্যূহ দ্বারা এইরূপ বহুমূর্ত্তি সম্ভাবিত হইতে পারে? তাহার পরিহার কল্পে বলিয়াছেন—তাহা ব্যতিরেকেও সেই মনুষ্যাকার শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে এই ঘটনা দর্শনেই ভগবানের এই অপূর্ব্ব সর্ব্বব্যাপকতা তাঁহারও বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল। ইহা সর্ব্বব্যাকপতাভিন্ন অন্য প্রকারে হইতে পারে না, এবং ভগবৎকৃপা ব্যতিরেকেও অনুভব হয় না। তাহা পূর্ব্বেই "নান্যথা" এই শ্লোকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। এবং গীতায় শ্রীভগবানের "সর্ব্বত্রই আমার হস্ত পাদাদি" ইত্যাদি উক্তি এতাদৃশ শ্রীমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব "ন স্থানতোঽপি" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে উভয় লিঙ্গাধিকরণে শ্রীভগবানের বহুমূর্ত্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ "পরমেশ্বরের স্থানাপেক্ষায় ভিন্নরূপ হয় না, যেহেতু তাঁহার রূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান।" তত্ত্ববাদিগণ এই অর্থ করিয়া থাকেন, তৎপক্ষে শ্রুতি প্রমান যথা "ব্রহ্ম সকল ভূতেই এইভাবে অবস্থিত আছেন" মৎস্য পুরাণে যথা—"এক পরঃ পুরুষ বিষ্ণু সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই, সূর্য্য যেমন এক হইয়াও বহু বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ এক বিষ্ণু স্বীয় অনন্ত ঐশ্বর্য্যে বহুরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন।"

এই সূত্রের রামানুজ ভাষ্য যথা—

"... ইদানীং ব্রহ্ম প্রাপ্তি তৃষ্ণাজননায় প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব কল্যাণগুণাত্মকত্ব প্রতিপাদনায়ারভ্যতে তত্র জাগরস্বপ্নসুষুপ্তিমুগ্ধোৎক্রান্তিষু স্থানেষু তত্তৎস্থানপ্রযুক্তা জীবস্য যে দোষাঃ, তে তদন্তর্য্যামিণঃ পরস্য ব্রহ্মণোঽপি তত্রতত্রাবস্থিতস্য সন্তি, নেতি বিচার্য্যতে ....এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—ন স্থানতোঽপি পরস্য-ইতি। ন পৃথিব্যাদ্যাদিস্থানতোঽপি পরস্য ব্রহ্মণঃ অপুরুষার্থ গন্ধসম্ভবতি। কুতঃ? উভয় লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতি স্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গম্ উভয় লক্ষণমভিধীয়তে নিরস্ত নিখিল দোষত্বকল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ। "অপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ধৃতভূত সর্গঃ—"

অর্থাৎ "ব্রহ্ম প্রাপ্তি বিষয়ে আগ্রহ জন্মাইবার জন্য প্রাপ্য ব্রহ্মের নির্দোষত্ব কল্যাণগুণাত্মকত্বাদি প্রতিপাদন মানসে বলিতেছেন,—ব্রহ্মজীব হৃদয়ে অন্তর্য্যামী রূপে অবস্থিত থাকিলেও জীবের স্বপ্ন জাগরণ সুষুপ্ত মোহ উৎক্রান্তি জানত দোষ পরঃপুরুষে স্পর্শ করে না। তাহার মীমাংসা জন্য এই সূত্রের অবতারণা অর্থাৎ পরঃপুরুষ সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান থাকেন, কিন্তু শ্রুতিস্মৃত্যাদিতে উভয় লক্ষণ রূপে উক্ত হওয়া, সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত থাকিলেও আধিষ্ঠানের দোষ অধিষ্ঠাতা তাঁহাতে সংক্রমিত হয় না।"

গোবিন্দ ভাষ্য যথা—

"এবং নিখিল নিয়ামকতয়া ভগবতো মহিমা দর্শিতঃ। ইদানীং বহুধাবভাতোঽপ্যৈক্যং স্বস্মিন্ন ত্যজতীত্যবিচিন্ত্য স্বরূপতা তস্য দর্শ্যতে। যদ্যপি "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ" ইত্যাদিনোক্তমেতৎ তথাপি যুগপদ্বহুভাবেন ভেদ প্রতিতৌ ন সমাহিত-মতোঽত্রাচিন্ত্যত্বেন তৎসমর্থনম্। একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদি শ্রুতম্। তত্র সংশয়ঃ। নানাবিধেষু স্থানেষু স্থিতানি ভগবতো বহূনি রূপাণি মিথো ভিন্নানি ন বেতি? স্থানভেদেন স্থানিনোঽপি ভেদাদ্ভিন্নানি তানি …… ।

"ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।" (বে, সূ ৩।২।১১)

পরন্তু ভগবতঃ স্বরূপং স্থানতোঽপি নোভয়লিঙ্গমুভয়লক্ষণম্। স্থানভেদেঽপি স্থানি বিশেষ্যং ন ভিদ্যতে ইত্যর্থঃ। হি যস্মাদেকমেব স্বরূপমচিন্ত্যশক্ত্যা যুগপৎ সর্ব্বত্রাবভাত্যেকোঽপি সন্নিতি শ্রুতেঃ। স্থানানি ভগবদাবির্ভাবাস্পদানি তদ্বিধলীলাশ্রয়ভূতানি সংব্যোমশব্দিতানি। বিবিধভাববন্তো ভক্তাশ্চ। তেষু সর্ব্বেষ্বেকমেব স্বরূপং বিভাতি"

অর্থাৎ পূর্ব্বে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ও তন্মধ্যবর্ত্তি জীবের নিয়ামকতা দ্বারা ভগবানের মহিমা দর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে বহুধা প্রকাশ সত্ত্বেও ভগবান নিজ স্বরূপে কখন একত্ব ত্যাগ করেন না বলিয়া, তাঁহার অবিচিন্ত্য স্বরূপতা প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বে "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ" এই সূত্রে ইহা উক্ত হইলেও যুগপৎ সেই সেই স্থানে বহুভাবের ভেদে প্রতীতির সমাধান করা না হওয়ায়, এক্ষণে অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাঁহার তত্তদ্ভাবের সমাধান করা হইতেছে "যিনি এক হইয়াও বহুধা প্রকাশিত হয়েন" ইত্যাদি অতএব তাঁহার নানাবিধ স্থানে বিভিন্ন রূপাদি ভিন্ন অথবা এক? কারণ আশ্রয় ভেদে আশ্রয়ীর ভেদ বশতঃ রূপেরও ভেদ নিশ্চয় হইয়া পড়ে? ইত্যাদি শ্রুতিবলেন—ভগবদাবির্ভাবের আস্পদভূত তাঁহার সেই সেই লীলার আশ্রয়ভূত বিবিধভাববিশিষ্ট বিবিধ ভক্তগণ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভাবের অনুরূপ শ্রীমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেও তিনি এক নিজ স্বরূপেই বিভাবিত হয়েন।"

এক ভগবন্মূর্ত্তির ভিন্ন ভাবে অবস্থিতি।

ভাগবতে ভীষ্মদেবের উক্তিও যথা—"জীবগণ নিজ অজ্ঞতাপ্রযুক্ত যেমন এক সূর্য্যকে বহু দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ এই শ্রীভগবানকেও প্রতি শরীর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শরীরী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আজ ইঁহার কৃপায় আমার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে, আমি সর্ব্বত্র একই দর্শন করিতেছি, অর্থাৎ আমার অগ্রে উপবিষ্ট এই শ্রীকৃষ্ণকে বাহ্যান্তর্য্যামিরূপ নিজাংশ-পুরুষ দ্বারা প্রতি জীবের শরীরে বাস করিলেও এক অভিন্ন মূর্ত্তির বোধ লাভ করিয়াছি। এই পরমানন্দঘন-বিগ্রহ ইনি ব্যাপক, স্বীয়ান্তর্ভূত নিজ আকার বিশেষ দ্বারা সকল জীবের হৃদয়ে স্ফুরিত হয়েন, তাহা জানিতে সক্ষম হইয়াছি। যেহেতু ইঁহার কৃপায় আজ আমার শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির ব্যাপকতার অসম্ভব জনিত নানাত্ব-জ্ঞান-লক্ষণ যে মোহছিল, উহা অপসারিত হইয়াছে, শ্রীভগবান নিজ অচিন্ত্য-শক্তি বলে ব্যাপক অব্যাপক উভয় মূর্ত্তিতে বা বহুমূর্ত্তিতে, ভাসিত হইয়া থাকেন। আমার সম্মুখে উপবিষ্ট এই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আমি সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছি। ইহাই ভগবৎকৃপার অবস্থা, যখন সাধক ভক্ত তাঁহার কৃপা লাভ করেন তখন আর তাঁহার বাহ্য জগতের স্ফূর্ত্তি থাকে না, তখন তিনি সর্ব্বত্র তাঁহার আরাধ্য মূর্ত্তির দর্শন পাইয়া থাকেন

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে স্ফূর্ত্তি।" (চৈ, চ, ম, লী)

বেদান্ত সূত্রের—

"নভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" (বে সূ ৩।২।১২)

গোবিন্দ ভাষ্য যথা——"বহুধাবভাতস্যাপি তাত্ত্বিকত্বেন ভেদাভেদপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বোক্তং ন যুক্তমিতি চেন্ন। কুতঃ? প্রতীত্যাদেঃ। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরু রূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশেত্যয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি চ বহুনি চানন্তানি চ তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূতিরিত্যনুশাসনমিতি বৃহদারণ্যকে সর্ব্বেষাং রূপাণামৈক্যোক্তেরিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ বহুধা যিনি অবভাত হইতেছেন তাঁহার উক্ত প্রকাশের তাত্ত্বিকতা স্বীকার করিলে ভেদ অভেদ উভয় আপতনে যেমন অভেদ তেমনি ভেদও লাভ হওয়ায়, পূর্ব্ব কথিত অভেদ উক্তি অযুক্ত হইয়া পড়িতেছে, একথা বলা যাইতে পারে না। যেহেতু বৃহদারণ্যকাদি শ্রুতিতে ভেদ সূচক বাক্য দেখা যায় না। ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন তাঁহার দশ শত বহু অনন্ত অশ্ব। সেই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য, আত্মা, ব্যাপক ও সর্ব্বানুভূতিস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যে বহুধা প্রকাশমান ব্রহ্মের ঐক্যই উক্ত হইয়াছে,

ইহার তাৎপর্য্য যথা—ইন্দ্র—পরমেশ্বর পুরুষোত্তম তিনি স্বীয়া হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদাখ্যা ত্রিবৃত্তিকা পরাশক্তি যুক্ত হইয়া বহুরূপ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ এক পুরুষোত্তমের সহস্র সহস্র প্রকাশ সম্ভাবিত হইতে পারে। এই ইন্দ্র—পরমেশ্বর সঙ্কল্প মাত্রেই বহু মূর্ত্তির আবির্ভাব করেন। এই পরমেশ্বর হইতে মৎস্যাদি দশাবতার হইয়া থাকে। ইনি দ্বারকার প্রতি মন্দিরেই এক মূর্ত্তিতে সংস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার মোহনে বৎসপ ও বৎসাদি হইয়াছিলেন। অতএব ইহাঁর রূপের কোন সীমা নাই, ইনি অনন্ত মূর্ত্তিতে অবস্থিত থাকেন যেহেতু ইনি ব্রহ্ম।"

"ইন্দ্রোমায়াভিঃ" ইত্যাদি শ্রুতির বিদ্যাভূষণ-ব্যাখ্যা যথা "ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ। মায়াভিরিতি। হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদিত্যেবং ত্রিবৃত্তিকয়া স্বরূপশক্ত্যা পরয়েত্যর্থঃ। স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুক্তঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি শ্রুতেঃ। মায়াবয়ুনং জ্ঞানমিতি নিঘণ্টুকোষে জ্ঞানপর্য্যায়াচ্চ। যুক্তা হ্যস্য হরয় ইতি। হি যতোঽসাবচিন্ত্যস্বরূপশক্তিরতোঽস্যৈকস্যৈব ইন্দ্রস্য শতাদশ হরয়ঃ। সহস্রং বিষ্ণুরূপাঃ প্রকাশাঃ যুজ্যন্তে। শক্ররথস্যাশ্বভ্রান্তিং নিবারয়িতুমাহ—অয়ং বা ইতি, অয়মিন্দ্রঃ পরমেশ্বরো বৈ প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা এক এবানেকহরয়ো বিষ্ণবঃ সঙ্কল্প মাত্রাদেবাবির্ভবন্তি।"

"অপিচৈব মেকে" (বে, সূ, ৩।২।১৩)

গোবিন্দভাষ্য যথা—"অপি চেতি কিঞ্চেত্যর্থঃ। অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চেত্যেকে শাখিন এবমভেদেনানন্তরূপত্বেন চৈনং পঠন্তি। অমাত্রঃ স্বাংশভেদশূন্যঃ। অনন্তমাত্রোঽসংখ্যেয়স্বাংশঃ। এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়ত" ইতি স্মৃতেশ্চ।···এবং ধ্যাতৃভাবভেদাৎ—কার্য্যভেদাচ্চানেকতয়া প্রতীতোঽপি হরিঃ স্বরূপৈক্যং স্বস্মিন্ন মুঞ্চতি।······"

অর্থাৎ বেদের বহু শাখা সেই ভিন্ন ভিন্ন শাখাধ্যায়িগণ ভগবানকে অমাত্র ও অনেক মাত্র বলিয়া থাকেন, অতএব অভিন্ন হইয়াও অনন্তরূপ কারণ অমাত্র শব্দের অর্থ স্বাংশভেদ শূন্য, অনন্ত মাত্র শব্দের অর্থ অসংখ্যেয় স্বাংশ শ্রীভগবান ধ্যাতৃভেদে ও কার্য্যভেদে অনেকরূপে প্রতীত হইয়াও স্বরূপের একতা পরিত্যাগ করেন না। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি॥ ৪৪ ॥

তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥"

(ভা, ১।৯।৪২)

তমিমমগ্রত এবোপবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং ব্যষ্ট্যন্তর্য্যামিরূপেণ নিজাংশেন শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতম্। কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যুক্তদিশা তত্তদ্রূপেণ ভিন্নমূর্ত্তিবদ্বসন্তমপি একমভিন্ন মূর্ত্তিমেব সমধিগতোঽস্মি। অয়ং পরমানন্দবিগ্রহএব ব্যাপকঃ। স্বান্তর্ভূতেন নিজাকারবিশেষেণান্তর্য্যামিতয়া তত্র তত্র স্ফুরতীতি বিজ্ঞাতবানস্মি। যতোঽহং বিধূতভেদমোহঃ। অস্যৈব কৃপয়া দূরীকৃতো ভেদমোহঃ ভগবদ্বিগ্রহস্য ব্যাপকত্বাসম্ভাবনাজনিততন্নানাত্ববিজ্ঞান-লক্ষণো-মোহো যস্য তথাভূতোঽহম্। তেষুব্যাপকত্বে হেতুরাত্মকল্পিতানামাত্মন্যেব পরমাশ্রয়ে প্রাদুষ্কৃতানাম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ প্রতিদৃশমিতি প্রণিনাংনানাদেশস্থিতানাম্ অবলোকনমবলোকনং প্রতি যথৈক এবার্কো বৃক্ষকুড্যাদ্যুপরিগতত্বেন তত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সম্পূর্ণত্বেন সব্যবধানত্বসম্পূর্ণত্বেনানেকধা দৃশ্যতে তথেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তোঽয়মেকস্যৈব তত্র তত্রোদয় ইত্যেতম্মাত্রাংশে। বস্তুতস্তু শ্রীভগবদ্বিগ্রহোঽচিন্ত্যশক্ত্যা তথা ভাসতে। সূর্য্যস্তু দূরস্য বিস্তীর্ণাত্মতা স্বভাবেনেতি বিশেষঃ। অথবা তং পূর্ব্ববর্ণিত স্বরূপমিমমগ্রতএবো৸বিষ্টং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি সন্তমপি সমধিগতোঽস্মি। যদ্যপ্যন্তর্য্যামিরূপমেতস্মাদ্রূপাদন্যাকারং তথাপ্যেতদ্রূপমেবাধুনা তত্র তত্র পশ্যামি। সর্ব্বতো মহাপ্রভাবস্যৈতস্য রূপস্যাগ্রতোঽন্যস্য রূপস্য স্ফুরণাশক্তেরিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তো দেশভেদেঽপ্যভেদবোধনায় জ্ঞেয়ঃ। নতু পূর্ণাপূর্ণত্ববিবক্ষায়ৈ "অমীলিত দৃগ্ধ্যধারয়দিতি" "কৃষ্ণ এবং ভগবতিমনোবাক্‌কায়বৃত্তিভি"রিত্যুপক্রমোপসংহারাদিভিরত্র শ্রীবিগ্রহ এব প্রস্তুয়তে। ততো নেদং পদ্যং ব্রহ্মপরং ব্যাখ্যেয়ম্। তদেবং পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্বয়োর্যুগপৎস্থিতেরচরং চরমেব চেত্যেতদপ্যত্র সুসঙ্গচ্ছতে। অতো বিভুত্বেঽপি লীলায়া যাথার্থ্যং সিদ্ধ্যতি। ভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ৪৫॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

"ইনি সেই অজ, স্বনির্ম্মিত শরীরধারী প্রতি জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা। লোক অজ্ঞতা বশতঃ এক সূর্য্যকে উপাধিভেদে যেরূপ বহু দর্শন করে; ইঁহাকেও সেইরূপ প্রতিশরীরে ভিন্ন বোধ করিয়া থাকে। আজ ইঁহার অনুগ্রহে আমার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, আমি আমার সম্মুখে অবস্থিত এই শ্রীকৃষ্ণকেই এক অভিন্ন পরমাত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া কৃত কৃতার্থ হইয়াছি।"

অর্থাৎ অগ্রে উপবিষ্ট এই শ্রীকৃষ্ণ যিনি নিজ ব্যষ্ট্যন্তর্য্যামিরূপ নিজ অংশে শরীরভাজি জীবগণের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। "যাঁহাকে স্বকীয় দেহান্তর্গত হৃদয়াকাশে প্রাদেশ মাত্র পুরুষরূপে বাস করিতে দেখিয়া থাকেন।" ইত্যাদি (বেদান্তের দহরাধিকরণে ও যাহা দেখা যায়) উক্ত্যনুযায়ী সেই সেই রূপে ভিন্ন মূর্ত্তিবৎ বাস করিলেও যাঁহাকে এক অভিন্নমূর্ত্তি বলিয়া সম্যক্‌জ্ঞাত হইয়াছি। এই সেই পরমানন্দবিগ্রহ ইনি ব্যাপক, ইনিই স্বান্তর্ভূত নিজ আকার বিশেষের দ্বারা অন্তর্য্যামিরূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া থাকেন, ইহা আজ জানিতে পারিয়াছি। যেহেতু ইঁহার সম্বন্ধে আমার যে ভ্রম জ্ঞান ছিল তাহা ইঁহারই কৃপায় দূরীভূত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের ব্যাপকতা অসম্ভব জনিত নানাত্বজ্ঞান লক্ষণ যে মোহ পূর্ব্বে ছিল, তাহা তিরোহিত হইয়াছে। সেই সমস্ত জীবে ব্যাপকত্বের প্রতিহেতু "আত্মকল্পিতানাং" অর্থাৎ উক্ত পরমাত্মার ও পরমাশ্রয়ভূত নিজ শ্রীবিগ্রহেই যাহা প্রাদুষ্কৃত। তৎপক্ষে দৃষ্টান্ত যথা—নানাদেশস্থিত প্রাণিগণের দৃষ্টির সম্মুখে একই সূর্য্য যেমন বৃক্ষ প্রাচিরাদি ব্যবধান গত হইয়া কোথাও সম্পূর্ণরূপে কোথাও অসম্পূর্ণরূপে অনেক প্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবও নিজ অজ্ঞানে ইঁহাকে বহু দেখিয়া থাকে।

বিগ্রহবত্বেও বিভুত্ব সম্বন্ধে ভীষ্ম দেবের অনুভব।

এখানে দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের সহিত কেবল একদ্বাংশে দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে। বস্তুতঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিবলে তত্তদ্রূপে ভাসিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সূর্য্য বহুদূরে অবস্থান জনিত নিজ বিস্তীর্ণ স্বভাবে লোক দৃষ্টির ভ্রম উৎপাদন করে। ইহাই সূর্য্যের সহিত শ্রীভগবদ্বিগ্রহের বৈশিষ্ট্য।

অথবা আমি (ভীষ্ম) শ্রীভগবানের যে স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছি সেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে ইনি সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিয়াও নিজ অচিন্ত্য শক্তি বলে যুগপৎ সর্ব্বজীব হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন, ইহা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছি। যদিচ ইঁহার অন্তর্য্যামিরূপ সম্মুখে-দৃষ্ট এইরূপ হইতে অন্যপ্রকার, তথাপি এইরূপেই প্রতি জীবে অবস্থিত দেখিতেছি। মহাপ্রভাব সম্পন্ন এই শ্রীভগবদ্রূপের অগ্রে অপর সকল রূপের স্ফুরণ হইতেছে না। যেহেতু অংশীতে সকল অংশ রূপ অন্তর্নিহিত হওয়ায় সর্ব্বত্রই আমি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিই দেখিতেছি। দেশ ভেদেও যে তাঁহার ভেদ নাই—এই অংশে ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে, "নস্থানতোঽপি" ইত্যাদি সূত্রে ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।) পূর্ণাপূর্ণত্ববিবক্ষায় এখানের উক্তি নহে।

"তদোপসংহৃত্যগিরঃ" এই শ্লোকে (ভা ১।৯।৩০) "অমীলিত দৃগ্‌ব্যধারয়ৎ" এখানে ভীষ্মদেব নিজ বাক্য সমাপ্ত করিয়া বিষয়ান্তর হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ পীতবাসা শ্রীকৃষ্ণকে অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহাতে চিত্তসমর্পণ করিলেন।" এবং "কৃষ্ণ এবং ভগবতি" (১।৯।৪৩) এই শ্লোকে ভীষ্মদেব তদীয় মনোবৃত্তি, বাগ্‌বৃত্তি ও দৃষ্টিবৃত্তি দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণেই উপরত হইলেন এবং তাঁহার প্রাণবায়ু অন্তরে লীন করিলেন" এই উপক্রম উপসংহারাদি হইতে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহই এখানের বিষয় তাহা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভীষ্মদেব যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তিরোহিতভেদ হইয়াছিলেন ইহা শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্যের তাৎপর্য্য নহে জানিতে হইবে।

শ্রীভগবানের এইপ্রকার পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অপরিচ্ছিন্নত্বের যুগপৎ স্থিতি হইতে অচরত্ব ও চরত্ব যে যুগপৎ শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহে বর্ত্তমান তাহাও সুসঙ্গত হইতেছে।

অতএব শ্রীভগবান বিভু হইয়াও তিনি স্বীয় লীলায় পরিচ্ছিন্ন বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার লীলাদি সকলেরই যাথার্থ্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহা শ্রীভগবানের প্রতি ভীষ্মদেবের উক্তি ॥ ৪৫ ॥

এবং তস্য নিত্যত্ববিভুত্বে সাধিতে। তথৈব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিভিরষ্টমস্য ষষ্ঠে—

"অনাবিরাবিরাসেয়ং নাভূতাভূদিতি ব্রুবন্।
ব্রহ্মাভিপ্রৈতি নিত্যত্ববিভুত্বে ভগবত্তনোঃ।" (ভা, ৮।৬।৮ টীকা)

ইতি। তথাহি শ্লোকদ্বয়ং তট্টীকা চ—

"অজাত জন্মস্থিতিসংযমায়াঽগুণায়নির্ব্বাণ সুখার্ণবায়।
অণোরনিম্নেঽপরিগণ্যধাম্নে মহানুভাবায় নমো নমস্তে।
রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং শ্রেয়োর্থিভির্বৈদিকতান্ত্রিকেণ।
যোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্ পশ্যাম্যমুষ্মিন্নু হ বিশ্বমূর্ত্তে!" (ভা, ৮।৬।৮।৯)

ইতীদম্। "শ্রীমূর্ত্তেরয়মাবির্ভাব এব নত্বস্মদাদিবজ্জন্মাদি তদাস্তীত্যাহ। ন জাতা জন্মাদয়ো যস্য, কুতঃ? অগুণায় অতো নির্ব্বাণসুখস্যার্ণবায় অপারমোক্ষসুখরূপায়েত্যর্থঃ। তথাপি অণোরণিম্নে অতিসূক্ষ্মায় দুর্জ্ঞানত্বাৎ। বস্তুতস্তু অপরিগণ্যমিয়ত্তাতীতং ধামমূর্ত্তির্যস্য তস্মৈ। ন চৈতদসম্ভাবিতম্। যতো মহানচিন্ত্যোঽনুভাবো যস্য। তন্মূর্ত্তেঃ সনাতনত্বম-

পরিমেয়ত্বং চোপপাদয়তি রূপমিতি। হে পুরুষর্ষভ! হে ধাতঃ! এতত্তব রূপং বৈদিকেন তান্ত্রিকেণ চ উপায়েন শ্রেয়োর্থিভিঃ সদা ইজ্যং পূজ্যম্ অতো নেদমপূর্ব্বং জাতমিতি ভাবঃ। নন্থ যূয়ং দেবাঃ পূজ্যত্বেন প্রসিদ্ধাঃ সত্যং সর্ব্বেঽপ্যত্রৈবান্তর্ভূতা ইত্যাহ। উ অহো হ স্ফুটম্ অমুষ্মিং স্ত্বয়ি নোঽস্মাং স্ত্রিলোকাংশ্চ সহ পশ্যামি। তত্র হেতুঃ, বিশ্বং মূর্ত্তৌ যস্য অত স্তবৈতদ্রূপং পরিচ্ছিন্নমপি ন ভবতীত্যর্থঃ” ইত্যেষা।

অত্র নির্ব্বাণ সুখার্ণবায়েতি অর্ণবত্বরূপকেণনির্ব্বাণসুখমাত্রত্বং নিরস্য ততোঽপ্যধিকমহাসুখত্বং দর্শিতম্। তদুক্তং শ্রীধ্রুবেণ—

“যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-ধ্যানাদ্ভবজ্জন-কথাশ্রবণেনবাস্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ! মাভূৎ কিম্বান্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥”

(ভা ৪।৯।১০) ইতি।

তথা অণোরণিম্নে ইতি প্রোচ্য অপরিমেয়ধাম্নে ইত্যুক্তে রচিন্ত্যশক্তিত্বরূপেণ মহানুভাবত্বেন সর্ব্ব-পরিমাণাধারত্বং তব দর্শিতমিতি জ্ঞেয়ম্।

অথ স্থূলসূক্ষ্মাতিরিক্ততামাহ দ্বাভ্যাম্—

“স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্ ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন জন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্নচাসন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ। (ভা, ৮।৩।২৪)
এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্ব্বিশেষং ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ।
নৈতে যদোপসসৃপুর্নিখিলাত্মকত্বাত্তত্রাঽখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ॥”

(ভা ৮।৩।৩০)

“যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা” (ভা, ৮।৩।২২) ইত্যাদি প্রাক্তনপদ্যদ্বয়েন যস্মাৎ সর্ব্বকারণ-কারণত্বং ব্যঞ্জিতং তস্মাদ্দেবাদীনাং মধ্যে কোঽপি ন ভবতি। বৈলক্ষণ্যং সাত্ত্বিকত্ব ভৌতিকত্বাদি হীনতৈব স্ত্রীত্বপুরুষত্বহীনতা চ প্রাকৃততত্তদ্ধর্ম্মরাহিত্যম্। অতএব ন ষণ্ড ইত্যুক্তম্। তস্মান্ন কোঽপি জন্তুঃ। কারণভূতঃ সত্ত্বাদিগুণঃ পুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম্ম চ নেত্যাহ। নায়ং গুণঃ কর্ম্মেতি, তয়োরপি প্রবর্ত্তকত্বাদিতি ভাবঃ। কিং বহুনা যদত্র সৎ স্থূলম্ অসৎ সূক্ষ্মং তদেকমপি ন ভবতি স্বপ্রকাশ রূপত্বাদিতি ভাবঃ। “কিন্তু সর্ব্বস্য নিষেধেঽবধিত্বেন শিষ্যত ইতি শেষঃ। মায়য়া তত্তদশেষাত্মকশ্চ। জয়তাৎ মদ্বিমোক্ষণায়াবির্ভবতু” ইতি টীকা চ।

এবমুপবর্ণিতং নির্ব্বিশেষং দেবাদিরূপং বিনা পরং তত্ত্বং যেন তং গজেন্দ্রম্। বিবিধলিঙ্গভিদাভি-মানাঃ। বিবিধা চাস্তৌ লিঙ্গভিদা দেবাদিরূপভেদশ্চ তস্যামভিমানো যেষাম্ অতএব তে ব্রহ্মাদয়ো যদা নোপজগ্মুস্তত্র তদা নিখিলাত্মকত্বাৎ নিখিলানাং তেষাং পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ তদ্বিলক্ষণো মায়য়া অশেষাত্মক-ত্বাদখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীদিতি এবমাবির্ভাবম্ প্রার্থয়মানে শ্রীগজেন্দ্রে যদ্রূপেণাবির্ভূতং তৎ খলু

তাদৃশমেব ভবিতুমর্হতীতি সাধূক্তং স্থূলসূক্ষ্মবস্তুতিরিক্তস্তব শ্রীবিগ্রহ ইতি। অন্যথা স্বপাণিপাদরূপত্বেনৈব তচ্চেতস্যাবির্ভূয় তদ্বিদধ্যাৎ তদুক্তম্—"স্বেচ্ছাময়স্য" (ভা, ১০।১৪।২) ইতি।" শ্লোকদ্বয়মিদং শ্লোকান্তর-ব্যবহিতমপ্যর্থেনাব্যবহিতত্বাদ্ যুগলতয়োপদধ্রে। প্রথমং গজেন্দ্রঃ শ্রীহরিম্। দ্বিতীয়ং শ্রীশুকঃ॥৪৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র যুক্তি অবলম্বনে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব ও বিভুত্ব যাহা সাধিত হইয়াছে, অষ্টম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের পূর্ব্বে স্বামি পাদ স্বয়ং তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

"যাঁহার আবির্ভাব বা তিরোভাব নাই তথাপি যাঁহার তনু আবির্ভূত হইয়াছে। যাঁহার উৎপত্ত্যাদি নাই তথাপিও যিনি হইয়া থাকেন, এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব ও বিভুত্বের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।"

ব্রহ্মার উক্তি ও স্বামি পদের টীকা যথা—"যিনি স্বয়ং জন্ম রহিত হইয়াও এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় বিধান করিতেছেন, স্বয়ং গুণাতীত হইয়াও যিনি নির্ব্বাণ সুখের সাগর স্বরূপ। যিনি স্বয়ং অনু হইতেও অনুতর, যাঁহার মূর্ত্তির সীমা করা যায় না, সেই মহানুভাব স্বরূপ শ্রীভগবানকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে ধাতঃ! হে বিশ্বমূর্ত্তে! শ্রেয়োর্থিগণ কর্ত্তৃক বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধানে পূজিত তোমার এই মূর্ত্তিতে অস্মদাদি দেববৃন্দের সহিত ত্রিলোক অবস্থিত দেখিতেছি।"

ভগবদ্বিগ্রহের স্থূল সূক্ষ্মাতিরিক্ততা।

ঐ ব্যাখ্যা যথা—"অস্মদাদিবৎ শ্রীভগবন্মূর্ত্তির জন্মাদি নাই, তাঁহার আবির্ভাব মাত্রই জন্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, গুণ সম্পর্ক পরিশূন্যতাই যাঁহার জন্মাদি রাহিত্যের কারণ। নির্ব্বাণ সুখের অর্ণব স্বরূপ অর্থাৎ যিনি অপার মোক্ষ সুখরূপ এখানে মোক্ষরূপ বলায়, তাঁহার সহিত মোক্ষের পার্থক্য তিরোহিত হইয়াছে। তথাপি যিনি অণু হইতেও অণুতর যাঁহার পরিমাণ করা যায় না, অর্থাৎ যাঁহার কার্য্য জীবের দুর্জ্ঞেয় এবং এই দুর্জ্ঞেয়ত্ব নিবন্ধন যাঁহাকে অতি সূক্ষ্ম বলা হয়, সুতরাং ইয়ত্তাতীত মূর্ত্তি যাঁহার, তাঁহাকে প্রণাম করি। তোমাতে ইহার অসম্ভাবনার আশঙ্কা হইতে পারে না, যেহেতু তুমি মহানুভাব, অর্থাৎ মহান্ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য যাঁহার, তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব হইতে পারে। যেহেতু তৎপরের উক্তি হইতে এই মূর্ত্তির সনাতনত্ব ও অপরিমেয়ত্ব মূলেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; যথা—হে পুরুষর্ষভ! হে ধাতঃ! তোমার মূর্ত্তি বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা শ্রেয়স্কামিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকে। অতএব উহা যে অপূর্ব্ব নহে, তোমার উক্ত শ্রীমূর্ত্তি যে নিত্যই অবস্থিত রহিয়াছে তাহা দেখান হইয়াছে। যদি বল তোমরা দেবতা জগতে তোমরাই পূজ্যাভিধান লাভ করিয়া খ্যাত রহিয়াছ, আমাকে পূজ্যাভিধান প্রদান করিতেছ কেন? ব্রহ্মার এই বাক্যে তাহার উত্তরও উক্ত হইয়া আছে—জগতে যে দেবগণ পূজ্য হইয়াছেন সেই সকল দেব মূর্ত্তি তোমার এই শ্রীমূর্ত্তিতেই অন্তর্ভূত রহিয়াছেন, তাহা বিস্ময়ের সহিত উক্ত হইয়াছে—"উ" এবং স্ফুটার্থে "হ" উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ তোমার এই মূর্ত্তিতে আমাদের সকলকে এবং সমস্ত প্রাণি বৃন্দের সহিত ত্রিলোককে দেখিতেছি; তৎপক্ষে সহেতুক সম্বোধন হে বিশ্বমূর্ত্তে! অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মূর্ত্তিতে অবস্থিত তিনিই বিশ্বমূর্ত্তি, অতএব তোমার এই মূর্ত্তি আজ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীত হইলেও পরিচ্ছিন্ন নহে, অর্থাৎ তোমার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যে তুমি সকল মূর্ত্তিতেই থাকিতে পার।"

এখানে শ্রীভগবানকে নির্ব্বাণ সুখের অর্ণব বলায়, অর্ণবত্ব পুরস্কারে নির্ব্বাণ সুখমাত্রতা নিরাস করিয়া তদধিক মহাসুখের (পরম প্রেমের) আশ্রয়ত্ব দেখান হইয়াছে।

যাহা ধ্রুবের উক্তিতেও দেখা যায়, যথা—"হে নাথ! তোমার পাদ পদ্মের ধ্যানে, ও (তোমার মহিমার কথা দূরে থাক) তোমার ভক্তজনের মহিমা শ্রবণে জীবের যে আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মানন্দানুভব-রূপ স্বমহিমায় লাভ

হয় না, অতএব অন্তকের (মৃত্যুর) অসির আঘাতে যাহারা স্বর্গাদি লোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি আছে? অর্থাৎ সে আনন্দ যে অতিতুচ্ছ তাহা বলাই বাহুল্য।

এখানে ব্রহ্মার উক্তিতে শ্রীভগবানকে অণু হইতেও অণুতর এবং অপরিগণিত মহিমার আধার বলিয়া অভিহিত করায়; তিনি যে স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিত্ব রূপে ও মহানুভাবত্বে যুগপৎ সকল পরিমাণেরই আধার তাহা দেখান হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। অনন্তর শ্রীভগবানের মূর্ত্তি যে স্থূল ও সূক্ষ্মের অতীত তাহা বক্ষ্যমাণ শ্লোকদ্বারা উক্ত হইতেছে, যথা—

"তিনি দেবতা, অসুর, মর্ত্যজীব, তীর্য্যক, ষণ্ড, স্ত্রী, পুরুষ অথবা অন্য কোন জন্তুও নহেন, গুণ বা কর্ম্মও নহেন, এমন কি সদসদের অতীত চেতন অচেতন উভয় বর্গের অতীত সকল নিষেধের ও অশেষকল্যাণ গুণের আশ্রয় রূপ সেই ভগবান জয় যুক্ত হউন, অর্থাৎ আমার তৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল বর্গকে নিরাস করুন। গজেন্দ্র কর্ত্তৃক এইপ্রকার গুণাতীত রূপে উপবর্ণিত হইয়াও যখন বিবিধ শরীর নাম ও রূপাদ্যভিমানী ব্রহ্মাদি দেবগণ কেহই গজেন্দ্রের মুক্তির জন্য আগমন করিলেন না, তখন গজেন্দ্রোপবর্ণিত নিখিল গুণের আশ্রয় অখিল দেবময় মূর্ত্তি শ্রীহরি আবির্ভূত হইলেন। কারণ গজেন্দ্রের প্রার্থনায় কোন দেব বিশেষের নামোল্লেখ না থাকায় এবং তিনি যে সকল বিশেষণ বিন্যাসে স্তব করিয়াছিলেন, উহা ব্রহ্মাদি দেববৃন্দে অসম্ভব হওয়ায়, আজ পুরুষোত্তম শ্রীহরি গজেন্দ্রের মুক্তির জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "স আত্মা অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে সকল দেবের অঙ্গী রূপে শ্রীহরিই অভিহিত হওয়ায় আজ তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

এই শ্লোকের পূর্ব্বে "ব্রহ্মাদিদেবগণ যাঁহার স্বল্প মাত্র অংশে উদ্ভূত হইয়াছেন" ইত্যাদি বাক্যে যাঁহার সর্ব্বকারণের কারণত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে, উক্তদেবাদিতে সর্ব্বকারণের কারণত্ব না থাকায় তাঁহারা উপস্থিত হন নাই, যেহেতু সাত্ত্বিকত্ব ভৌতিকত্বাদি হীনতার দ্বারা বৈলক্ষণ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, স্ত্রীত্ব পুরুষত্বহীনতা দ্বারা প্রাকৃতধর্ম্ম রাহিত্য দেখান হইয়াছে। অতএব তিনি যে এশ্রেণির কোন প্রাণী নহেন তাহাও বলা হইয়াছে। কারণভূত সত্ত্বাদিগুণ এবং পুণ্য-পাপ লক্ষণ কর্ম্ম তাঁহাতে নাই, ইহা তিনি গুণ বা কর্ম্ম নহেন, ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব যিনি এই সমুদয়ের প্রবর্ত্তক তাঁহাকেই বুঝাইয়াছে।

অধিককি জগতে যাহা সৎ—স্থূল, অসৎ—সূক্ষ্ম, ইহার মধ্যে যিনি একটিও নহেন,কারণ স্বয়ং প্রকাশ রূপত্বহেতু যিনি সদসদের অতীত।

স্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "যিনি এরূপ নহেন কিন্তু এই সকলের নিষেধে অর্থাৎ নিষেধ শ্রুতির বলে যাহা সকলের শেষ সীমায় যাইয়া অবস্থিত, এবং যিনি শেষ সীমায় অবস্থিত হইয়াও স্বীয় মায়ায় অশেষাত্মকরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, তিনি জয়যুক্ত হউন, অর্থাৎ আমার বিমুক্তির জন্য আবির্ভূত হউন।"

অতএব এইরূপে উপবর্নিত নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ দেবাদিরূপ ব্যাতিরেকে পরতত্ত্ব যাঁহার দ্বারা বর্ণিত হইল সেই গজেন্দ্রকে, যখন বিবিধলিঙ্গাভিধাভিমানী অর্থাৎ বিবিধপ্রকারে রূপের ভেদ হইয়াছে যাঁহাদিগের, এবং যে দেবতা সকলের সেইরূপ ও নামের অভিমান আছে, তত্তদভিমানী ব্রহ্মাদিদেবগণ আগমন করেন, নাই তৎকালে উক্ত নিখিল দেবতার পরমাত্ম স্বরূপত্বহেতু যিনি তাহা হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু স্বীয় মায়ায় সেই সকল মূর্ত্তিতে অবস্থিত থাকেন, অর্থাৎ সেই দেবতাগণ যাঁহার অঙ্গরূপে অবস্থিত সেই অঙ্গী শ্রীহরি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

অতএব গজেন্দ্র এইরূপ প্রার্থনা করিলে শ্রীভগবান যে মূর্ত্তিতে—আবির্ভূত হইলেন তাঁহার সেই মূর্ত্তিকে অবশ্য তাদৃশই বলিতে হইবে, সুতরাং শ্রীভগবানের বিগ্রহকে যে সকল পরিমাণের আধাররূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে

অতিরিক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা অতীব সমীচীন। অন্যথা শ্রীভগবান অপানিপাদরূপত্বে গজেন্দ্রের চিত্তে আবির্ভূত হইয়া তাহার রক্ষা বিধান করিতেন। ইহা হইতে "আপনিপাদো জবনো গ্রহীতা" (শ্বেতা, উ, ৩।১৯) ইত্যাদি শ্রুতির অর্থও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রাকৃত হস্তপদাদি নাই। তাহার মূর্ত্তি যে অপ্রাকৃত চিন্ময় তাহা উক্ত হইল। তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত চিন্ময় নিত্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে "ভূতময়াতীত স্বেচ্ছাময়" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের প্রথমটি গজেন্দ্রের এবং দ্বিতীয়টি শুকদেবের উক্তি এবং ইহার মধ্যে কতিপয় শ্লোকের ব্যবধান থাকিলেও পরস্পরার্থের অব্যবধানে একার্থতা নিবন্ধন শ্লোকদ্বয় বলিয়া উদ্ধৃত হইল ॥ ৪৬ ॥

অথ প্রত্যগ্রূপত্বমপ্যাহ—

"স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষপথঃ পরাত্মা যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ।
সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ স্যান্মেঽনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ ॥ (ভা, ১০।৬৪।২৬)

টীকা চ—"হে বিভো স ত্বং মমাক্ষপথঃ লোচন গোচরঃ সন্ কথং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষোঽসীত্যর্থঃ কিমত্রাশ্চর্য্যং তদাহ পর আত্মা অতএব যোগেশ্বরৈরপি শ্রুতিদৃশা অমলহৃদি বিভাব্যশ্চিন্ত্যঃ। যতোঽধোক্ষজঃ অক্ষজমৈন্দ্রিয়কং জ্ঞানং তদধঃ অর্ব্বাগেব যস্য সঃ। যস্যাহি ভবাপবর্গো ভবেৎ তস্য ভবানমুদৃশ্যঃ স্যাৎ উরুব্যসনেন কৃকলাসভব দুঃখেন অন্ধবুদ্ধেস্তু মম এতচ্চিত্রমিত্যর্থঃ।" ইত্যেষা। দর্শন কারণন্তূক্তং নারায়ণাধ্যাত্মে—

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামৃতং প্রভুম্ ॥"

ইতি। তাদৃশ শক্তেরপ্যুল্লাসে তৎকৃপৈব কারণম্ তদুক্তং শ্রুতৌ—

"ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্" (মণ্ডুক, উ, ৩।২।৩) ইতি। "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য" (কঠ, উ, ২।৩।৯ শ্বেতাশ্ব উ, ৪।২০ মহানারা উ, ১।১১) ইত্যাদিকঞ্চ কুত্রচিৎ। এবমেব মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে নারদং প্রতি শ্রীশ্বেতদ্বীপপতিনোক্তম্—

"এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে।
ইচ্ছন্মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতোগুরুঃ ॥
মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈব ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি ॥" (মহাভারত, শান্তি, ৩৩৯।৪৪-৪৬)

ইতি। যথাঽন্যো রূপবানিতি হেতোর্দৃশ্যতে তথায়মপীত্যেতত্ত্বয়া ন জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ স্বস্য রূপিত্বেঽপ্যদৃশ্যত্বমুক্ত্বা নিজরূপস্যাপ্রাকৃতত্বমেব দর্শিতম্। তদ্দর্শনে চ পরমকৃপামধ্যাকৃষ্টা মমেচ্ছৈব কারণমিত্যাহ। ইচ্ছন্নিতি। নশ্যেয়মদৃশ্যতামাপদ্যেয়ম্। তত্র স্বাতন্ত্র্যং জগদ্বিলক্ষণত্বঞ্চ হেতুমাহ ঈশ ইত্যাদি। তথাপি মাং

সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং যৎ পশ্যসি তদ্যুক্তত্বেন যৎ প্রত্যেষি এষা মায়া ময়ৈব সৃষ্টা মম মায়য়ৈব তথা ভানমিত্যর্থঃ। তস্মান্নৈবমিত্যাদি। মায়াত্র প্রতারণশক্তিঃ। তথাহি তত্রৈব শ্রীভীষ্মবচনম্—

"প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ।
সাক্ষাত্তং দর্শয়ামাস দৃশ্যো নান্যেন কেনচিৎ॥" (মহাভা, শা, ৩৩৬।১২)

ইতি। তম্ উপরিচরং বসুং প্রতি স্বাত্মানমিতি শেষঃ। তদগ্রে চ বস্বাদি বাক্যম্—

"ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে।
যস্যপ্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি॥" (মহাভা, শান্তি, ৩৩৬।১৯)

ইতি। তদেবং শ্রুতাবপ্যদৃশ্যত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রীবিগ্রহস্যৈবোক্তাঃ। শ্রুত্যন্তরঞ্চ—"ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য" ইতি। নৃগঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥৪৭॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অনন্তর প্রত্যক্ রূপত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইতেছে যথা—

"বিভো! যোগেশ্বরগণ পরাত্ম-স্বরূপ যে তোমাকে উপনিষল্লব্ধ-জ্ঞানচক্ষুতে দর্শন করিয়া থাকেন, এবং সংসারমুক্ত পুরুষগণকেও আপনি দর্শন দিয়া থাকেন যেহেতু আপনি অধোক্ষজ, আপনাকে এ চক্ষুতে দর্শন করা যায় না। সেই আপনি আজ মহাব্যসনান্ধ-বুদ্ধি আমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছেন।"

ঐ টীকা যথা—"হে বিভো! সেই আপনি আজ আমার চক্ষের গোচর হইয়া কিরূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেন, যদি বলেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? উক্ত বিস্ময়ের কারণ আপনি পরমাত্মা যোগেশ্বরগণ কর্ত্তৃক শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টি (জ্ঞানদৃষ্টিতে) দ্বারা তাহাদিগের অমলান্তঃকরণে চিন্তিত হইয়া থাকেন, যেহেতু আপনি অধোক্ষজ ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান আপনার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে। যাহারা সংসার-মুক্ত হইয়াছে আপনি তাহাদের দৃশ্য হইয়া থাকেন। আজ কৃকলাস জন্ম লাভে মহদ্দুঃখে নিপতিত অন্ধবুদ্ধি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন ইহাই বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছে।" ইত্যাদি।

ভগবদ্দর্শনের কারণ সম্বন্ধে নারায়ণাধ্যাত্মে উক্ত হইয়াছে, যথা—"নিত্য অব্যক্ত হইয়াও ভগবান নিজ শক্তিতে দর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহার শক্তি ব্যতিরেকে সেই অমৃতময় প্রভু পরমাত্মাকে কোন্ ব্যক্তি দর্শন করিতে সক্ষম হয়?" ইত্যাদি বাক্য হইতে তাদৃশ কৃপা শক্তির উল্লাসে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তদীয় কৃপাই তাঁহার দর্শনের কারণ। শ্রুতিতে উক্ত আছে "চক্ষুর দ্বারা তাঁহার রূপ দেখা যায় না, তদীয় ধ্যানাদি দ্বারা তাঁহাকে যে বরণ করে সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে দেখিতে সক্ষম হইয়া থাকে, তাঁহার সম্বন্ধেই তিনি নিজমূর্ত্তির প্রকাশ করিয়া থাকেন।" "তাঁহার রূপ দেখা যায় না" শ্রুতির কোন স্থলে এরূপ উক্তিও দেখা যায়।

মোক্ষধর্ম্মে নারদের প্রতি শ্বেতদ্বীপাধিপতির উক্তি যথা—"হে নারদ! ইহাকে তুমি রূপবান্ বলিয়া জানিও না, আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইতে পারি, আমিই জগতের ঈশ্বর ও প্রভু ইচ্ছা মাত্রেই আমি ইহার সৃষ্টি সংহারাদি বিধান করিতে পারি। ইহা মৎসৃষ্টা মায়া, যাহার বলে তুমি আমাকে দেখিতেছ, সর্ব্বভূত-গুণের দ্বারা যুক্ত হইলেও তুমি আমাকে এইরূপ জানিও না। অর্থাৎ জগতের মধ্যে আকার বিশিষ্ট অপর বস্তু যেমন দৃষ্টির বিষয় হয়, আমার রূপকে তদ্রূপ জানিও না, কারণ এখানে সকল রূপের আধারভূত পরম রূপবৎ হইয়াও স্বীয়রূপের অদৃশ্যতার উক্তি হইতে উহার অপ্রাকৃতত্ব দেখাইয়াছেন। সেই অপ্রাকৃত শ্রীভগবন্মূর্ত্তির দর্শনে পরম কৃপাময়ী স্বীয়া অকুণ্ঠা ইচ্ছা শক্তিরই কারণতা উক্ত হইয়াছে। "ইচ্ছন্" এই

শব্দই উহার প্রতিপাদক। নশ্যেয়ম্ পদ হইতে মুহূর্ত্তে অদৃশ্যতাকে পাওয়াইয়া থাকি। এখানে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও জগদ্বিলক্ষণতার সম্বন্ধে "ঈশ" আদি শব্দই হেতু। তথাপি আমাকে সর্ব্বভূতগুণ যুক্ত বলিয়া যাহা দেখিতেছ এবং তদ্গুণযুক্তস্বরূপে প্রতীতির বিষয় করিতেছ, ইহা মৎসৃষ্টা মায়ার কার্য্য; আমার মায়ায় তাদৃশ ভান হইয়া থাকে, বস্তুতঃ আমি ঐরূপ নহি। এখানে মায়া অর্থে প্রতারণা শক্তি। বহির্মুখ জীব আমার স্বরূপ জানিতে পারে না, তাহাদের নিকট আমি ঐরূপেই প্রতীত হইয়া থাকি। "পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্" (গীতা ৭।২৪) পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"কিং নিমিত্তং ত্বামেব ন প্রপদ্যন্তে ইত্যুচ্যতে—অব্যক্তমিতি; অব্যক্তমপ্রকাশং ব্যক্তিমাপন্নং প্রকাশং গতং ইদানীং মন্যন্তে মাং নিত্যপ্রসিদ্ধমীশ্বরমপি সন্তং, অবুদ্ধয়োঽবিবেকিনঃ পরং ভাবং পরমাত্মস্বরূপমজানন্তোঽবিবেকিনঃ মমাব্যয়ং ব্যয়রহিতমনুত্তমং নিরতিশয়ং মদীয়ং ভাবমজানন্তো মন্যন্ত ইত্যর্থঃ।"

উক্তশ্লোকের আনন্দগিরির টীকা, যথা—

"ভগবদ্ভজনস্যোত্তমফলত্বেঽপি প্রাণিনাং প্রায়েণ তন্নিষ্ঠত্বাভাবে প্রশ্নপূর্ব্বকং নিমিত্তং নিবেদয়তি কিং নিমিত্তমিত্যাদিনা। ....তর্হি কাদাচিৎকত্বং ভগবতি প্রাপ্তং নেত্যাহ নিত্যেতি। কথং তর্হি ভগবন্তমাগন্তুক প্রকাশং মন্যন্তে তত্রাবুদ্ধয় ইত্যুত্তরং।............"

এখানে পূজ্যপাদ আচার্য্যের ভাষ্যে ও আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যায় স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে শ্রীভগবানের ভজন পুরুষার্থ শ্রেষ্ঠ হইলেও জীব অজ্ঞতা বশতঃ প্রসিদ্ধ শ্রীভগবানের নিরতিশয় ভাবের অনুসন্ধান না পাইয়া, ভূভার হরণার্থ প্রকটিত শ্রীবিগ্রহকে আগন্তুক বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা নিত্য, তথাপি এই গুণময়ত্ব বোধের প্রতি অজ্ঞত্বই কারণ।

ঐ মাধ্বভাষ্য—"কো বিশেষ স্তুবান্যেভ্য ইত্যত আহ অব্যক্তমিতি কার্য্যদেহাদিবর্জ্জিতং তদ্বান্ ইব প্রতীয়সইত্যত আহ, ব্যক্তিমাপন্নমিতি কার্য্যদেহাদ্যাপন্নং। তচ্চোক্তং—"সদসতঃ পরং", "নতস্যকার্য্যং", অপাণিপাদঃ", "আনন্দদেহং 'পুরুষং মন্যন্তে গৌণদৈহিকমি"ত্যাদৌ ভাবং যাথার্থ্যং..." অর্থাৎ আমার পরতত্ত্বানভিজ্ঞগণ আমাকে কার্য্যদেহাদি আপন্ন বলিয়াই মনে করে। আমি সদসতের ও কার্য্যাদির অতীত হইলেও তাহারা জানিতে পারে না, কারণ অজ্ঞের নিকট আমি প্রকাশ হই না।

সর্ব্বত্রই আমরা শ্রীভগবানের স্বেচ্ছয়োপেত নিত্য শ্রীবিগ্রহের পরিচয় পাইয়া থাকি। শুষ্ক জ্ঞানে বিরাট্ বিশ্বমধ্যে কেবল স্থূল বিরাটের অনুসন্ধান মাত্র পাইয়া, অজ্ঞ জড় বুদ্ধি জীব শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় নিত্য-বিগ্রহের সন্ধান না পাইয়া, কল্পিত মূর্ত্তির অবতারণা করিয়া থাকে।

ভীষ্মদেবের উক্তিও যথা—"অনন্তর দেবদেব সনাতন শ্রীভগবান প্রীত হইয়া উপরিচর বসুকে অন্যের অদৃষ্টপূর্ব্ব স্বীয় মূর্ত্তির দর্শন করাইয়াছিলেন।" অর্থাৎ নিজের মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। তৎপরেও ঈদৃশ উক্তি দেখা যায় "হে বৃহস্পতে! আপনার বা আমাদের সে সামর্থ্য নাই, যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানকে দেখিতে পাই।"

হে বৃহস্পতে! আপনি বা আমরা তাঁহাকে দেখিতে সক্ষম হই না, তিনি যাহার প্রতি কৃপা করেন নিশ্চয় সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে দেখিতে পায়। এই অধ্যায়ার্থ সংগ্রহে মহামতি শ্রীনীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"পরমেশ্বর দর্শনস্য দৌর্লভ্যং তদ্ভক্ত দর্শনাচ্চ তদ্দর্শনসিদ্ধিরিত্যেতৎ প্রতিপাদয়তি", "চক্ষুর দ্বারা তাঁহার রূপ দেখা যায় না" ইত্যাদি শ্রুতিতেও তদীয় বিগ্রহের অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। ইহা নৃগরাজ শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

অতএব তত্র প্রাকৃতানি রূপাদীনি নিষিধ্য অন্যানি সম্প্রতিপাদ্যন্তে।

"ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা ন নামরূপে গুণদোষ এব বা।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ স্বমায়য়া তান্যনুকাল মৃচ্ছতি॥" (ভা, ৮।৩।৮)

অয়মর্থঃ। অবস্থান্তরপ্রাপ্তির্ব্বিকারঃ। তত্র প্রথমবিকারো জন্মেতি। অপূর্ণস্য নিজপূর্ত্ত্যর্থা চেষ্টা কর্ম্মেতি। মনোগ্রাহ্যস্য বস্তুনো ব্যবহারার্থং কেনাপি সঙ্কেতিতঃ শব্দো নামেতি। চক্ষুষা গ্রাহ্যো গুণঃ রূপমিতি। সত্ত্বাদিপ্রাকৃতগুণনিদানো দ্রব্যস্যোৎকর্ষহেতুধর্ম্মবিশেষো গুণ ইতি প্রকৃতিজে লোকে দৃশ্যতে। যস্য চ সর্ব্বদা স্বরূপস্থত্বাৎ পূর্ণত্বাৎ মনসোঽপ্যগোচরত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ প্রকৃত্যতীতত্বাৎ তানি ন বিদ্যন্তে। তথাপি যস্তানি ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি তস্মৈ নম ইত্যুত্তরশ্লোকেনান্বয়ঃ। অতএব শ্রুত্যাপি "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" (শ্বেতা, উ, ৬।১৯) ইত্যাদৌ "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (কঠ, উ, ১।৩।১৫) ইত্যাদৌচ তন্নিষিধ্যাপি "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" (ছান্দো, উ, ৩।১৪।২) ইত্যাদৌ বিধীয়তে। গুণদোষ ইতি অপরমার্থত্বাদ্ গুণ এব দোষ ইত্যর্থঃ। ততো রূঢ়দোষস্ত সর্ব্বথা ন সম্ভবত্যেবেতি বক্ষ্যতে। তথাচ কৌর্ম্মে—

"ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।
তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন ॥
গুণা বিরুদ্ধা অপি তু সমাহার্য্যাশ্চ সর্ব্বতঃ।" ইতি।

"অয়মাত্মাপহতপাপ্মা" (ছা, উ, ৮।১।৫) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়শ্চ। "এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি এষ উ এব বামণীঃ এষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি এষ উ এব ভামণীঃ এষ সর্ব্বেষু বেদেষু ভাতি" (ছান্দ, উ, ৪।১৫।২—৪) ইত্যাদি চ অতএব "সর্ব্বগন্ধ" ইত্যাদৌ গন্ধাদিশব্দেন সৌগন্ধ্যাদিকমেবোচ্যতে। যদা তু ঋচ্ছতিনান্বয়স্তদা গুণস্য দোষত্বেন রূপকমবিবক্ষিতং শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ পরমার্থত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাচ্চ। নন্বেকত্র তেষাং জন্মাদীনাং ভাবাভাবয়োর্ব্বিরোধ ইত্যাশঙ্ক্য তদ্বিরোধে হেতুমাহ স্বমায়য়েতি। অন্যথানুপপত্তিপ্রমিতা দুস্তর্ক্যা স্বরূপশক্তিরেব তত্র হেতুঃ। অতএব স্বরূপভূতত্বেন তেভ্যঃ প্রাকৃতেভ্যো বিলক্ষণত্বাৎ তান্যপি ন বিদ্যন্ত ইতি চ বক্তুং ন শক্যত ইতি ভাবঃ। যথা শঙ্করশারীরকে—"সমাকর্ষাৎ" (বে, সূ, ১।৪।১৫) ইত্যত্র "নামরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ সচ্ছব্দঃ প্রায়েণ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়া প্রাগুৎপত্তেঃ সদেব ব্রহ্মাশ্রুতাবসদিত্যুচ্যতে" ইত্যুক্তং তথৈব জ্ঞেয়ম্। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

"গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে! ব্যতীত" (বি, পু, ৬।৫।৮৩) ইত্যুক্ত্বা পুনরাহ
"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি" (বি, পু, ৬।৫।৮৪) ইতি।
তথা "জ্ঞান শক্তি বলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥"

ইতি। পাদ্মোত্তর খণ্ডে চ—

"যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ
প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে" ইতি।

"বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-ঘনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্য নিবৃত্তমায়া-
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥" (ভা, ১০।৩৭।২২)

ইতি শ্রীনারদবাক্যাৎ।

"স্বসুখনিভৃত" (ভা, ১২।১২।৬৯) ইত্যাদি বক্তৃহৃদয় বিরোধাচ্চ। ততঃ সর্ব্বথা চিচ্ছক্ত্যা ইত্যর্থঃ। অতঃ স্বামিভিরপি যোগমায়া শব্দেন চিচ্ছক্তির্ব্যাখ্যাতা। নমু প্রাপ্নোতীত্যুক্তেঃ কাদাচিৎ-কত্বমপ্যবগম্যতে তত্রাহ। অনুকালং নিত্যমেব প্রাপ্নোতি কদাচিদপি ন ত্যজতীত্যর্থঃ। স্বরূপশক্তিপ্রকাশিত্বস্ত চ মিথো হেতুহেতুমত্তা জ্ঞেয়া। নমু কথম্ জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বম্ তে হি ক্রিয়ে। ক্রিয়াত্বঞ্চ প্রতিনিজাংশ-মপ্যারম্ভপরিসমাপ্তিভ্যামেব সিধ্যতীতি তে বিনা স্বস্বরূপহান্যাপত্তিঃ। নৈষ দোষঃ। শ্রীভগবতি সদৈবাকারানন্ত্যাৎ প্রকাশানন্ত্যাৎ। জন্মকর্ম্মলক্ষণ-লীলানন্ত্যাদনন্ত-প্রাপঞ্চানন্ত-বৈকুণ্ঠগত-তত্তল্লীলাস্থান তত্তল্লীলাপরিকরাণাং ব্যক্তিপ্রকাশয়োরানন্ত্যাচ্চ। যত এবং সত্যোরপি তত্তদাকারপ্রকাশগতয়োস্ত-দারম্ভসমাপ্ত্যোরেকত্রৈকত্র তে জন্মকর্ম্মণোরংশা যাবৎ ন সমাপ্যন্তে সমাপ্যন্তে বা তাবদেবান্যত্রাপ্যারব্ধা ভবন্তীত্যেবং শ্রীভগবতি বিচ্ছেদাভাবান্নিত্যে এব তত্র তে জন্মকর্ম্মণী বর্ত্তেতে। তত্র তে ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্বিলক্ষণত্বেনারভ্যেতে তে ক্বচিদৈকরূপ্যেণ চেতি জ্ঞেয়ম্। বিশেষণভেদাদ্বিশেষণৈক্যাচ্চ। এক এবাকারঃ প্রকাশভেদেন পৃথক্ ক্রিয়াস্পদং ভবতীতি।

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা" (ভা, ১০.৬৯.২)

ইত্যাদৌ প্রতিপাদিতম্। ততঃ ক্রিয়াভেদাত্তত্তৎক্রিয়াত্মকেষু প্রকাশভেদেষ্বভিমানভেদশ্চ গম্যতে। তথা সত্যেকত্রৈকত্র লীলাক্রমজনিতরসোদ্বোধশ্চ জায়তে।. নমু কথং তে এব জন্মকর্ম্মণী বর্ত্তেতে ইত্যুক্তং পৃথগারব্ধত্বাদন্যে এব তে? উচ্যতে—কালভেদেনোদিতানামপি সমানরূপাণাং ক্রিয়াণামেকত্বম্। যথা শঙ্করশারীরকে—"দ্বির্গো শব্দোঽয়মুচ্চারিতো নতু দ্বৌ গোশব্দাবিতি প্রতীতিনির্ণীতং শব্দৈ-কত্বম্। তথৈব দ্বিঃ পাকো কৃতোঽনেন নতু দ্বিধা পাকঃ কৃতোঽনেনেতি প্রতীত্যা ভবিষ্যতি"। ততো জন্মকর্ম্মণোরপি নিত্যতা যুক্তৈব। অতএবাগমাদাবপি ভূতপূর্ব্বলীলোপাসনবিধানং যুক্তম্। তথাচোক্তং মধ্বভাষ্যে—

"পরমাত্মসম্বন্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ ত্রিবিক্রমত্বাদিষ্বপ্যুপসংহার্য্যত্বং যুজ্যতে" ইতি।

অনুমতং চৈতৎশ্রুত্যা—"যদ্‌গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইত্যনয়ৈব।

উপসংহার্য্যত্বমুপাসনায়ামুপাদেয়ত্বমিত্যর্থঃ তত্র তস্য জন্মনঃ প্রাকৃতাত্তস্মাদ্বিলক্ষণত্বং প্রাকৃত-জন্মানুকরণেনাবির্ভাবমাত্রত্বং কচিত্তদননুকরণেন বা।

"অজায়মানো বহুধাবিজায়তে" ইতি শ্রুতেঃ। তদ্ যথা—

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ"। (ভা, ১০।৩।৮)

ইতি। তথাচ

"সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ।

অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্ স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্"। (ভাগ, ৭।৮।১৮)

ইতি। "কার্দ্দমং বীর্য্যমাপন্নঃ" (ভা, ৩।২৪।৬) ইত্যত্র শ্রীকপিল দেবাবতারপ্রসঙ্গে কর্দ্দমস্য ভক্তি-সামর্থ্যবশীভূত ইত্যেব ব্যাখ্যেয়ম্। বীর্য্যশব্দন্যাসস্তু প্রসিদ্ধং পুত্রত্বমপি শ্লিষ্টং ভবতীত্যেবমর্থঃ। তথা কর্ম্মণো বৈলক্ষণ্যং স্বরূপানন্দবিলাসমাত্রত্বম্। তদ্ যথা—

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (বে, সূ, ২।১।১৩)

ইতি। ব্যখ্যাতঞ্চ তত্ত্ববাদিভিঃ যথা—"লোকে মত্তস্য সুখোদ্রেকাদেব নৃত্যাদিলীলা নতু প্রয়োজনাপেক্ষয়া এবমেবেশ্বরস্য।" নারায়ণ-সংহিতায়াঞ্চ—

"সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু।

কুরুতে কেবলানন্দাদ্ যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্॥

পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ।

মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমুতাস্যাখিলাত্মনঃ॥" ইতি।

নচোন্মত্তদৃষ্টান্তেনাসর্ব্বজ্ঞত্বমপি প্রসঞ্জয়িতব্যম্। স্বরূপানন্দোদ্রেকেণ স্বপ্রয়োজনমনমুসন্ধায়ৈব লীলায়তে ইত্যেতদংশেনৈব স্বীকারাৎ। উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসদৃষ্টান্তেঽপি সুষুপ্ত্যাদৌ তদ্দোষাপাতাৎ। তস্মাৎ স্বরূপানন্দ স্বাভাবিক্যেব তল্লীলা। শ্রুতিশ্চ—

"দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা।" ইতি।

অত্র প্রাকৃতসৃষ্ট্যাদিগতস্য সাক্ষাদ্ভগবচ্চেষ্টাত্মকস্য বীক্ষণাদিকর্ম্মণো বস্তুতস্তু তথাবিধত্বে বৈকুণ্ঠাদিগতস্য কৈমুত্যমেবাপতিতম্। যথোক্তম্ নাগপত্নীভিঃ—

"অব্যাকৃত বিহারায়" (ভা, ১০।১৬।১৭) ইতি।

অতএব শ্রীশুকাদিনামপি তল্লীলাশ্রবণে রাগতঃ প্রবৃত্তির্যুজ্যতে।

অতশ্চ "এবং জন্মানি কর্ম্মাণি হ্যকর্ত্তুরজনস্য চ।

বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ॥" (ভা, ১।৪।৩৫)

ইত্যত্র, জন্মগুহ্যাধ্যায়পদ্যেঽপ্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ম্ "যত্রেমে সদসদ্রূপে" (ভা, ১।৪।৩৩) ইত্যাদিভ্যামব্যবহিতপদ্যাভ্যাম্ যথা—স্বরূপসম্যক্‌জ্ঞানেনৈব কৃতস্যাবিদ্যাকৃতাত্মাধ্যাসসদসদ্রূপনিষেধস্য হেতোর্ব্রহ্মদর্শনং ভবতি। যথা চ—মায়োপরতাবেব স্বরূপসম্পত্তির্ভবতীত্যুক্তম্। এবমেব কবয় আত্মারামা হৃৎপতেঃ পরমাত্মনো জন্মানি কর্ম্মাণি চ বর্ণয়ন্তি। তত্তৎপ্রতিবেধে তদুপরতৌ চৈব সত্যাং তজ্জন্মকর্ম্মানুভবসম্পত্তৌ ভবত ইত্যর্থঃ। সম্পত্তিরত্র সাক্ষাদ্দর্শনম্। তস্মাৎ স্বরূপানন্দাতিশয়িত-ভগবদানন্দবিলাসরূপাণ্যেব তানীতিভাবঃ। অতএব প্রাকৃতবৈলক্ষণ্যাৎ "অকর্ত্তুরজনস্য" ইত্যুক্তম্। অতএব বেদগুহ্যান্যপি তানীতি। যথা—অক্রূরস্তুতৌ—"ত্বয়োদিত" (ভাগ, ১০।৪৮।২৩)

ইত্যাদিবয়টীকায়ামেবেত্থমুত্থাপিতম্।

"ননু তর্হি মমাবতারাস্তচ্চরিতানি চ শুক্তিরজতবদবিদ্যাকল্পিতান্যেব কিং? নহি নহি ইয়ন্তু তব লীলেত্যাহ দ্বয়েন "ত্বয়োদিত" ইতীতি। তথৈব চ ভগবৎস্বরূপসাম্যেনোক্তং বৈষ্ণবে—

"নামকর্ম্মস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে।
যস্যাখিলপ্রমাণানাং স বিষ্ণুর্গর্ভগস্তব।" ইতি। (বি; পু, ৫।২।১৮)

রূপকর্ম্মেতি বা পাঠান্তরম্।

ইত্থমেবাভিপ্রেতং শ্রীগীতোপনিষদ্ভিঃ —

"জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।" ইতি। (গীতা, ৪।৯)

তথা নাম্নো বৈলক্ষণ্যং বাঙ্মনসাগোচরগুণাবলম্বিত্বেন স্বতঃ সিদ্ধত্বম্। তদ্ যথা বাসুদেবাধ্যাত্মে—

"অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ।" ইতি।

ব্রাহ্মে—"অনামা সোঽপ্রসিদ্ধত্বাদরূপো ভূতবর্জ্জনাৎ।" ইতি।

"ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।
তদ্ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজ॥
ন কল্পনামৃতেঽর্থস্য সর্ব্বস্যাধিগমো যতঃ।
ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণুনামভিরীড্যসে॥" (বিষ্ণু, পু, ৫।১৮।৫৩-৫৪)

ইত্যেতদ্বৈষ্ণববচনান্তরমপি ন বিরুদ্ধম্। তথাহি। অত্র আপাততঃ প্রতীতার্থতায়াং কল্পনাশব্দো ব্যর্থঃ স্যাৎ। নামজাত্যাদয়ো ন বিদ্যন্তে ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতার্থসিদ্ধেঃ। স্বয়মেব ব্রহ্মাজাদিশব্দানাং পরমার্থপ্রতিপাদকনামতয়া স্বীকৃতেশ্চ।

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" (শ্বেতা,উ,৪.৫) ইত্যাদিষজায়মানত্বলক্ষণজাতিশ্চ দৃশ্যত এব। তথা নামাদিকল্পনা ন বিদ্যন্তে ইত্যুক্ত্যা স্বয়ং কৃষ্ণাদিনামকল্পনোক্তির্বিরুদ্ধা স্যাৎ কল্পনয়া বা কথমীড্যতা স্যাৎ কল্পনায়া অনিয়তত্বাচ্চ কথং কৃষ্ণাদিনামনৈয়ত্যমুচ্যেত। তস্মান্নামকর্ম্মস্বরূপাণীত্যনুসারাচ্চায়মর্থঃ, যথা—যত্র নামজাত্যাদীনাং নামানি কৃষ্ণাদীনি জাতয়োদেবত্বমনুষ্যত্বক্ষত্রিয়ত্বাদিলীলাঃ তদাদীনাং কল্পনা ন বিদ্যন্তে। কিন্তু "স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্ব্বার্থ"মিত্যুক্তদিশা স্বরূপসিদ্ধনিত্যশক্তিবিলাসরূপাণ্যেব তানীত্যর্থঃ। ততশ্চ যতো যস্মাৎ সর্ব্বস্যাপি দৃষ্টস্য বস্তুনঃ কল্পনাং নামাদিরচনামৃতে অধিগমো ব্যবহারিকবোধো ন ভবতি ততঃ তস্মাদেব হেতোঃ কল্পনাময়ং নাম তন্নামিনং চার্থং সর্ব্বমবজ্ঞায় নিখিলপ্রমাণপরিচ্ছেদাগোচরত্বেন বেদাত্মতয়া স্বতঃসিদ্ধৈঃ কৃষ্ণাদিনামোপলক্ষণৈঃ প্রসিদ্ধৈরেব নামভিঃ স্বতঃসিদ্ধত্বমেবেড্যসে মুনিভির্বেদৈশ্চ শ্লাঘ্যসে। ন তু কল্পনাময়ৈরল্পত্বমপি শ্লাঘ্যসে তাদৃশমহিমভিস্তৈরেব তব মহিমা ব্যক্তীভবতীতি। যথা তৈরেবেড্যসে ব্যক্তমাহাত্ম্যীক্রিয়স ইতি। অত্র যৈঃ শাস্ত্রেঽতিপ্রসিদ্ধৈঃ শ্রীভগবানেব ঝটিতি প্রতীতো ভবতি, যেষাঞ্চ সাঙ্কেত্যাদাবপি তাদৃশপ্রভাবঃ শ্রূয়তে। তেষাং স্বতঃসিদ্ধত্বম্ অন্যেষাং কল্পনাময়ত্বং জ্ঞেয়ম্। অথবা হে নাথ! যত্র নামজাত্যাদীনাং কল্পনা ন বিদ্যন্তে তৎ কেবলবিশেষ্যরূপং পরমং ব্রহ্ম ভবান্।

তত্তৎকল্পনায়া অবিষয়ত্বে হেতুঃ। বিশেষেণ করোতি লীলায়ত ইতি বিকারি তথা ন ভবতীত্যবিকারি ইতি। তদ্রূপেণ ন জায়তে ন প্রকটীভবতীতি হে অজেতি। ততঃ কিমবলম্ব্য তত্র নামজাত্যাদিকল্পনাঃ ক্রিয়ন্তামিতি ভাবঃ। তত্তৎ কল্পনাং বিনা চ সর্ব্বস্যাপ্যর্থস্য বস্তুমাত্রস্যাধিগমমাত্রং ন ভবেৎ। কিমুত তাদৃশব্রহ্মস্বরূপস্য ভবতঃ। কল্পনাময়নামজাত্যাদয়স্তু ন কস্যাপি স্বরূপধর্ম্মা ভবন্তি, যত এবং ততঃ সাঙ্কেত্যাদিনা ভাবিতৈরপি ভবদ্বৎসর্ব্বপুরুষার্থপ্রদৈস্তত্তদ্বিশেষপ্রতিপাদকৈঃ কৃষ্ণাদিনামভিরেব ত্বমীড্যসে নিত্যসিদ্ধশ্রুতিপুরাণাদিভিঃ শ্লাঘ্যসে ন তু নির্ব্বিশেষতাপ্রতিপাদকৈর্নিতরাংকল্পনাময়ৈরিত্যর্থঃ। কিন্তু কৃষ্ণাদীনাং চতুর্ণাং নাম্নাম্ উপলক্ষণত্বমেব জ্ঞেয়ম্। নারায়ণাদিনাম্নামপি সাঙ্কেত্যাদৌ তথা প্রভাবশ্রবণাৎ। "বর্ণা এব তু শব্দ" ইতি ভগবানুপবর্ষ ইত্যনেন "তস্য চ নিত্যত্বাৎ" ইত্যনেন চ ন্যায়েন বর্ণতয়ৈব নিত্যত্বমস্য বেদসারবর্ণাত্মকনাম্নঃ সিদ্ধ্যতি। তথৈব গোপালতাপনী শ্রুতৌ নামময়াষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্যম্—

"তেষ্বক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রকাশয়ন্" ইতি। অত্রাবরকালজাতশব্দাদিময়জগৎ-কারণত্বেন তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ স্বতঃসিদ্ধত্বং তথা ভগবৎস্বরূপাভিন্নত্বঞ্চ তদ্বৈলক্ষণ্যং নাম্নঃ। তদ্ যথা শ্রুতৌ—

"ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে
বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎসৎ" ইত্যাদি।

অয়মর্থঃ—হে বিষ্ণো! তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপম্ অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপম্ তস্মাদস্য নাম্নঃ আ ঈষদপি জানন্তঃ ন তু সম্যগুচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ। তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবপ্যস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে। তথা চোক্তং পাদ্মে—

"অপ্যন্যচিত্তঃ ক্রুদ্ধো বা যঃ সদাকীর্ত্তয়েদ্ধরিম্।
সোঽপি বন্ধক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথা॥"

ইতি। তথা শ্রীভগবত ইব তস্য নাম্নঃ সকৃদপি সাক্ষাৎকারঃ সংসারধ্বংসকো ভবতি। যথা স্কান্দে—

"সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥"

ইতি। শ্রুতৌ চ প্রণবমুদ্দিশ্য—

"ওঁ ইত্যেতৎ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠম্ নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার" ইত্যাদি বহুতরম্। ন চাস্যার্থবাদত্বং চিন্ত্যম্। "তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্" ইতি। পদ্মপুরাণানুসারেণাপরাধাপাতাৎ। যস্য তু গৃহীতনাম্নোঽপি পুনঃ সংসারস্তস্য—

"নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥"

ইতি শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদি প্রমাণিতপুরাণবচনবন্মহদপরাধতদর্থবাদকল্পনাদিকং প্রতিবন্ধকং জ্ঞেয়ম্।

অতএবানন্দরূপত্বমস্য মহহৃদয়সাক্ষিকং যথা শ্রীবিগ্রহস্য। তদুক্তং শ্রীশৌনকেন—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥" (ভাগ, ২।৩।২৪)

অতএব প্রভাসপুরাণে কণ্ঠোক্ত্যা কথিতৈর্হেতুভিঃ সকলবেদফলত্বেন চ ভগবৎস্বরূপত্বমেব প্রতিপাদিতম্—

"মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥" ইতি

তস্মাদ্ভগবৎস্বরূপমেব নাম। স্পষ্টঞ্চোক্তং শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রেঽষ্টাক্ষরমুদ্দিশ্য—

"ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
অষ্টাক্ষরস্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে॥" ইতি।

উপনিষৎসু চ প্রণবমুদ্দিশ্য—

"ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্ ওঁ ইত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।
প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতম্।
অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যোঽনপরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ।
সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্।
প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদয়ে স্থিতম্।
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।
অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঁ কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ।" ইতি।

ন তু পরমেশ্বরস্যৈব তত্তদ্যোগ্যতাসম্ভাবর্ণমাত্রস্য তথোক্তিঃ স্তুতিরূপেবেতিমন্তব্যম্। অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি অস্মিন্নর্থে তেনৈব শ্রুতিবলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎসম্ভবাৎ। তস্মান্নামনামিনোরভেদ এব। তদুক্তম্ পাদ্মে—

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ
পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ" ইতি।

অস্যার্থঃ—নামৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বার্থদাতৃত্বাৎ। ন কেবলং তাদৃশমেব অপি তু চৈতন্যাদিলক্ষণো যঃ

কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ। তত্র হেতুরভিন্নত্বাদিতীতি। নমু তথাবিধং নামাদিকং কথং পুরুষেন্দ্রিয়জন্যং ভবতি, ন, বেদমাত্রস্য ভগবতৈব পুরুষেন্দ্রিয়াদিষ্বাবির্ভাবনাৎ। যথোক্তমেকাদশে স্বয়ং শ্রীভগবতা—

"শব্দব্রহ্মসুদুর্বোধম্" ইত্যারভ্য—

"ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষুর্ণেব লক্ষ্যতে॥" (ভা, ১১।২১।৩৭)

ইতি। দ্বাদশস্য ষষ্ঠে বেদব্যসনপ্রসঙ্গে "ক্ষীণায়ুষ" ইত্যাদৌ, (ভা, ১২।৬।৪৭)

টীকাচ—"তর্হি পুরুষবুদ্ধি প্রভবত্বান্নাদরণীয়ং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতা" ইতি।

"কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়ম্" (ভা, ১২।১৩।১৯)

ইত্যাদৌ তদ্রূপেণেত্যাদিবৎ। এতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্য গর্ভস্তুতাবুক্তম্—

"ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি।" (ভা,১০।২।৩৬)

ইতি। তথারূপস্যাপি বৈলক্ষণ্যং স্বপ্রকাশতা লক্ষণস্বরূপশক্ত্যেবাবির্ভাবিত্বম্। তচ্চ পূর্ব্বং দর্শিতম্। অত এব দ্বিতীয়ে—

"আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতম্।
ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃতঃ।" (ভা, ২।৯।৪)

ইত্যত্র টীকা চ—"ষষ্ঠোক্তমষ্টমাধ্যায়ে পরমেশ্বরস্যাপি দেহসম্বন্ধাবিশেষাৎ কথং তদ্ভক্ত্যা মোক্ষঃ স্যাদিতি "আসীদ্‌যদুদরাৎ পদ্মম্" (ভা, ২।৮।৭) ইত্যাদিনা, তত্রাহ আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থমিতি—আত্মনো জীবস্য তত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং তস্তবেদেন। কিং তৎ যত্তপ আদিনা স্বভজনং ভগবান্ ব্রহ্মণ আহ। কিং কুর্ব্বন্ ঋতং সত্যং চিদ্‌ঘনং রূপং দর্শয়ন্। দর্শনে হেতুরব্যলীকেন তপসাদৃতঃ সেবিতঃ সন্। অয়ং ভাবঃ জীবস্যাবিদ্যয়া মিথ্যাভূতদেহসম্বন্ধঃ। ঈশ্বরস্য তু যোগমায়য়া চিদ্‌ঘনবিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ অতস্তদ্ভজনে মোক্ষোপপত্তিরিতি" ইত্যেষা। অতএব

"স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে" (ভা, ১০।৩।২০) ইত্যাদিদ্বয়ে শ্রীমদানকদুন্দুভিনাপি সমাহিতম্। অত্র হ্যয়মর্থঃ—"সপ্রপঞ্চস্য সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে যদা তস্য স্থিতিমিচ্ছসি, তদা স্বমায়য়া স্বাশ্রিতয়া মায়াশক্ত্যা কৃত্বা আত্মনঃ শুক্লং বর্ণং স্বেন সৃষ্টাং ধর্ম্মপরাং বিপ্রাদিজাতিং বিভর্ষি পালয়সি। অত্র সত্ত্বময্যেব স্বমায়া জ্ঞেয়া নিকৃষ্টত্বাদনুপযুক্তত্বাচ্চ। অথ যদা সর্গমিচ্ছসি তদা রজসা রজোময্যা স্বমায়য়া কৃত্বা উপবৃংহিতং রক্তং কামিনং বিপ্রাদিবর্ণং বিভর্ষি। যদা চ জনাত্যয়মিচ্ছসি তদা তমোময্যা কৃত্বা কৃষ্ণং মলিনং পাপরতং তং বিভর্ষি। অথবা—যদা স্থিতিমিচ্ছসি তদাত্মনঃ শ্রীবিষ্ণুরূপস্য শুক্লং শুদ্ধং গুণসঙ্গরহিতমিত্যর্থঃ। শিবব্রহ্মবত্তস্য তৎ সঙ্গাভাবাৎ। তথৈব সিদ্ধান্তিতং শ্রীশুকদেবেন—

"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বত্ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।" (ভা, ১০।৮৮।৩)

ইত্যাদৌ—

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।" (ভা, ১০।৮৮।৫)

ইত্যাদি। অতএব—

"চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ ।
স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকৌ ।" (ভা, ১০।১৩।৫০)

ইত্যত্র সাত্ত্বিকত্বরাজসত্বে উৎপ্রেক্ষিতে এব, নতু বস্তুতয়া নিরূপিতে। বর্ণং রূপং, নতু কান্তিমাত্রম্। গুণময়ত্বস্বীকারেঽপি তত্তদ্গুণব্যঞ্জকাকারস্যাপ্যপেক্ষ্যত্বাৎ নতু শ্বেতং বর্ণমিতি ব্যাখ্যেয়ং, শ্রীবিষ্ণুরূপস্য পালনার্থং গুণাবতারস্য পরমাত্মসন্দর্ভে ক্ষীরোদশায়িত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণস্য তত্র শ্যামত্বেনাতিপ্রসিদ্ধেঃ, জনাত্যয়-হেতো রুদ্রস্য শ্বেতত্বাতিপ্রসিদ্ধ্যা তদ্বৈপরীত্যাপাতাৎ। তথৈব হি গোভিলোক্তসন্ধ্যোপাসনা। অতোঽত্র ব্রহ্মণো ন শোণবর্ণত্বে তাৎপর্য্যম্। ন চ তত্তদ্গুণানাং তত্তদ্বর্ণনিয়মঃ। পরমতামসানাং বকাদীনাং শুক্লত্ব দর্শনাৎ। সাত্ত্বিকগণোপাস্যানাং শ্রীবাদরায়ণশুকাদীনাং শ্যামত্বশ্রবণাৎ। স্বমায়য়া ভক্তেষু কৃপয়া বিভর্ষি জগতি ধারয়সি প্রকটয়সীত্যর্থঃ। রক্তং রজোময়ত্বেন সিসৃক্ষাদিরাগবহুলম্। কৃষ্ণং তমোময়ত্বেন স্বরূপপ্রকাশরহিতমিত্যর্থঃ।

"পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনং ।" (ভা, ১।২।২৪)

ইত্যুক্তেঃ। নমু কথমন্যার্থেন বাক্যেন লোকভ্রামকংবর্ণয়সি, যতঃ সম্প্রতি জনাত্যয়ার্থং কৃষ্ণোঽয়ং বর্ণো ময়া তমসা গৃহীত ইত্যর্থোঽপ্যায়াতি তদেতদাশঙ্ক্য পরিহরন্নাহ, "ত্বমস্যেতি নির্বুহ্যমানা।" ইতস্তত-শ্চাল্যমানাঃ। অয়ং ভাবঃ—আস্তাং তাবদ্ব্রহ্মঘনত্বশুদ্ধসত্ত্বময়ত্ববোধকং প্রমাণান্তরং গুণানুরূপরূপাঙ্গীকারেঽপি যথা প্রলয়স্য দুঃখমাত্রহেতুত্বাৎ সুষুপ্তিরূপত্বাচ্চ তত্র তদর্থাবসরো ভবতি, তথাস্য তু কালস্য ত্বৎকৃতরক্ষয়া জগৎসুখহেতুত্বাৎ তমোময়াসুরবিনাশযোগ্যত্বাৎ তেষামসুরাণামপি হননব্যাজেন সর্ব্বগুণাতীতমোক্ষাত্মক-প্রসাদলাভাত্তদর্থাবসরো ন ভবতি, সৈন্ধবমানয়েতিবৎ। তথৈবোক্তম্—

"জয়কালে তু সত্ত্বস্য দেবর্ষীন্রজসোঽসুরান্ ।
তমসো যক্ষরক্ষাংসি তৎকালানুগুণোঽভজৎ ।" (ভা, ৭।১।৮)

ইতি। তস্মান্ন তমঃ কৃতোঽয়ং বর্ণ ইতি রজঃসত্ত্বাভ্যাং রক্তশুক্লাবেব ভবত ইতি পূর্ব্বপক্ষিমতম্। ততশ্চ পারিশেষ্যপ্রমাণেন স্বরূপশক্তিব্যঞ্জিতত্বমেবাত্রাপি পর্য্যবস্যতি ইতি ভাবঃ। তথৈব তমেবার্থং শ্রীদেবকীদেব্যপি সম্ভ্রমেণ প্রাগেব বিবৃতবতী—

"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যম্" (ভা, ১০।৩।২৪) ইতি।

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ।

তথা গুণস্য বৈলক্ষণ্যমাত্মারামাণামপ্যাকর্ষণলিঙ্গগম্যাদ্ভুতরূপত্বম্। তদ্ যথা শ্রীসূতোক্তৌ—"আত্মারামাশ্চ মুনয়" ইত্যাদি। "হরের্গুণাক্ষিপ্তমতি" রিত্যাদি চ। অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"গুণাঃ সর্ব্বেঽপি যুজ্যন্তে হ্যৈশ্বর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে ।
দোষাঃ কথঞ্চিন্নৈবাত্র যুজ্যন্তে পরমো হি সঃ ॥

গুণদোষৌ মায়য়ৈব কেচিদাহুরপণ্ডিতাঃ।
ন তত্র মায়া মায়ী বা তদীয়ৌ তৌ কুতো হ্যতঃ॥
তস্মান্ন মায়য়া সর্ব্বং সর্ব্বমৈশ্বর্য্যসম্ভবম্।
অমায়ী হীশ্বরো যস্মাত্তস্মাত্তং পরমং বিদুঃ॥" ইতি।

অথ "ন বিদ্যতে" ইত্যস্য প্রকৃতশ্লোকস্য ব্যাখ্যাবশেষঃ। তদেবংস্বরূপশক্তি বিলাসরূপত্বেন তেষাং প্রাকৃতাদ্বৈলক্ষণ্যং সাধিতম্ তত্র আশঙ্কতে ;—নমু ভবন্তু স্বস্বরূপভূতান্যেব তানি, তথাপি স্বরূপস্যৈব পূর্ণত্বাত্তত্তৎ-প্রাপ্তৌ কিং প্রয়োজনং তত্রাহ "লোকাপ্যয়সম্ভবায়" লোকো ভক্তজনঃ তস্যাপ্যয়ঃ সংসারধ্বংসস্তৎপূর্ব্বকঃ সম্ভবো ভক্তিসুখপ্রাপ্তিঃ, "ভূ প্রাপ্তৌ" তদর্থম্। এতদপ্যুপলক্ষণং, নিত্যপার্ষদানামপি ভক্তিসুখোৎকর্ষার্থম্। তদুক্তং শ্রীমদর্জ্জুনেন প্রথমে—

"তথায়ং চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃতৎ।" (ভা, ১৭।২৫)

ইতি। অস্যার্থঃ—যথাঽন্যে পুরুষাদয়োঽবতারাস্তথায়ঞ্চাবতারঃ সাক্ষাদ্ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্য তবৈব প্রাকট্যং পরমভক্তায়া ভুবো ভারজিহীর্ষয়া জাতোঽপি, অন্যেষাং স্বানাং ভক্তানাম্ অসকৃচ্চ মহুরপ্যনুধ্যানায় নিজভজনসৌখ্যায় ভবতি। নমু তর্হি ভক্তসৌখ্যমেব প্রয়োজনং জাতম্ ইতি—

"পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুত" ইত্যেতৎ কথমুপপদ্যেত, তত্রাহ অনন্যভাবানামিতি। অন্যথা সর্ব্বজ্ঞশিরোমণের্নির্দ্দোষস্য তস্য তন্মাত্রাপেক্ষকানাস্তেষামুপেক্ষায়ামকারুণ্যদোষঃ প্রসজ্যেত ইতি ভাবঃ। আত্মারামেঽপি করুণাগুণাবকাশো "গুণা বিরুদ্ধা অপি তু সমাহার্য্যাশ্চ সর্ব্বতঃ" ইতি স্মরণাৎ বিচিত্রগুণনিধানে শ্রীভগবত্যেব সম্ভবতি। ততোঽন্যত্র তু সঞ্চরিততদ্গুণাংশে তদীয় এব যঃ প্রতিপদমেব সাশ্চর্য্যং শ্রুত্যাদিভিরুচ্চৈর্গীয়তে, যশ্চাবিরিঞ্চিমাপামরজনমাকর্ষন্নেব বর্ত্ততে। তদুক্তং স্বয়মেব—"

"ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ।
নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।" (ভা, ১০।৩২।২০)

ইত্যাদি। তস্মাৎ পরমসমর্থস্য তস্য কৃপালক্ষণং ভক্তজনসুখপ্রয়োজনকত্বং নাম কোঽপি স্বরূপানন্দবিলাসভূতপরমাশ্চর্য্যস্বভাববিশেষ ইতি মূলপদ্যেঽপি "অনুকালমৃচ্ছতী"ত্যনেনৈব দর্শিতম্। অতঃ প্রয়োজনান্তরমতিস্তস্য তস্মিন্নাস্ত্যেব। তৎপ্রয়োজনত্বঞ্চ তস্য পরমসমর্থস্যানন্দবিলাস এবেতি দিক্। যথোক্তম্—

"কৃপালোরসমর্থস্য দুঃখায়ৈব কৃপালুতা।
সমর্থস্য তু তস্যৈব সুখায়ৈব কৃপালুতা॥" ইতি।

গজেন্দ্রঃ শ্রীহরিম্ ॥৪৮॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীভগবানের রূপাদি থাকিলেও উহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না বলিয়া, উক্ত রূপাদি যে প্রাকৃত নহে তাহা বলা হইয়াছে, কারণ প্রাকৃত বস্তুমাত্রই প্রাকৃত অস্মদাদি শরীরাভিমানী মানবের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতএব শ্রীভগবানের প্রাকৃত রূপ গুণাদির নিষেধ করিয়া, উহার অপ্রাকৃততা প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে, প্রকরণান্তরের আরম্ভ করিতেছেন যথা—

"যাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, নাম, রূপ, গুণ ও দোষাদি কিছু নাই। তথাপি যিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশাদির নিমিত্ত যোগমায়াখ্যা স্বীয়া মায়া শক্তির দ্বারা নিয়ত উক্ত জন্ম, কর্ম্ম, রূপ ও গুণাদির প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন।"

শ্রীভগবানের জন্মাদি নাই, ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ জন্মাদি কাহাকে বলে তাহা জানা আবশ্যক হওয়ায়, উহাদের অর্থ নিরূপিত হইতেছে, যথা—বস্তুর ভাবান্তর প্রাপ্তির নাম বিকার, যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, বিকৃত দধির মধ্যে দুগ্ধ অবস্থিত থাকিলেও উহাকে যেমন আর দুগ্ধ আখ্যায় অভিহিত করা যায় না, তদ্রূপ জীবের অন্যথা-খ্যাতিরূপ প্রথম বিকারই জন্ম, অনাদি বহির্ম্মুখ জীব তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম পাসে বদ্ধহইয়া যখন দেবাদি স্থাবরান্ত কোন দেহের আশ্রয়ে তদ্দেহাভিমানী হইয়া নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয়, তখনই তাহার জন্ম বলা হয়।

অপূর্ণের নিজ অভাব বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ত্তির যে চেষ্টা উক্ত চেষ্টাই কর্ম্ম। মনোগ্রাহ্য বস্তুর ব্যবহারার্থ কোন সঙ্কেতিত শব্দই নাম। চক্ষুর্গ্রাহ্য গুণ বিশেষই রূপ। সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ-নিদান বা আশ্রয়ভূত দ্রব্যের উৎকর্ষবিধায়ক ধর্ম্মবিশেষই গুণ।

বৈশেষিক দর্শনে গুণ-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"রূপ রস গন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যা পরিমাণানি পৃথকত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ" (১অ, ১আ, ৬সূ) এই সকল গুণ, গুণত্বরূপে সকল দ্রব্যে সমবেত থাকিয়া দ্রব্যের অভিব্যঞ্জক হইয়া থাকে। ঐ উপস্কারে লিখিত হইয়াছে "গুণানাং সর্ব্বদ্রব্যাশ্রিতত্বং দ্রব্যাভিব্যঙ্গ্যত্বং দ্রব্যাভিব্যঞ্জকত্বঞ্চেতি।"

যিনি সর্ব্বদা স্বরূপস্থত্ব, পূর্ণত্ব, মনেরঅগোচরত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, ও প্রকৃত্যতীতত্বাবস্থায় বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে উক্তবিধ জন্মাদি হইতে পারে না। তথাপি যিনি নিজ মায়াশক্তি অবলম্বনে জগতে জন্মাদির প্রকট করিয়া থাকেন, সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি। এইরূপ উত্তর শ্লোকের অর্থ জানিতে হইবে। অতএব শ্রুতিতে "নিষ্কল নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়," ইত্যাদি বহুবাক্যে তাঁহার জন্মাদি নিষিদ্ধ হইলেও, পুনঃ শ্রুত্যন্তরে তাঁহাকে "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করিয়া উক্ত সকল ধর্ম্মেরই বিদ্যমানতা উক্ত হইয়াছে। "গুণ দোষ এব বা" শব্দের অর্থ গুণ ও দোষ নহে, প্রাকৃত গুণের অপরমার্থতা বশতঃ গুণই দোষরূপ হইয়াছে, ইহাই এথানের অর্থ। অতএব দোষ বলিতে যাহা বুঝায়, উহার সর্ব্বথা অসম্ভব জানিতে হইবে। কুর্ম্মপুরাণে যথা—"শ্রীভগবান্ স্বীয় ঐশ্বর্য্যযোগে বিরুদ্ধার্থে অভিহিত হইলেও সেই পরম পুরুষে কখনও দোষ আচরণ করা যাইতে পারে না, অপিচ সকল বিরুদ্ধ গুণই তাঁহাতে সমাহৃত হইয়া থাকে।" ইত্যাদি শ্রুতিতেও যথা—"এই আত্মা অপহত পাপ্মা" অন্যত্রও যথা "ইহাকে সংযদ্বাম বলা হয়, সকল মঙ্গল যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তিনি সংযদ্বাম, যিনি এইরূপ জানেন তাঁহাকে সকল মঙ্গল আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাকে বামনী বলা হয়, ইনি প্রাণিগণকে সকল পুণ্য কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাকে ভামনী বলা হয়, ইনি সকল বেদে ও লোকে বিভাত হইয়া থাকেন বলিয়া ভামনী আখ্যায় অভিহিত হন, যিনি ইহাকে জানেন তিনও লোকে প্রকাশ লাভ করেন।" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহার গুণবত্তার উক্তি পাওয়া যায়, অতএব "সর্ব্বগন্ধ" ইত্যাদি শব্দে তাঁহার সৌগন্ধ্যাদি বিষয়ের উক্তি জানিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত "অনুকালমৃচ্ছতি" শ্লোকের ঋচ্ছতি-পদের সহিত যখন অন্বয় করিতে হইবে

তখন তদীয় গুণের দোষত্বে রূপক বলিতে পারা যায় না, কারণ উহা শ্রুতি বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ শ্রীভগবানে উক্ত গুণাদি পরমার্থ রূপে বিদ্যমান, উহা পরেও পুনঃ প্রতিপাদিত হইবে। একত্র তাঁহার জন্মাদির ভাব ও অভাবে বিরোধাশঙ্কার আপতন হইতে পারে না, যেহেতু স্বমায়য়া—নিজমায়া শক্তির দ্বারা কার্য্য হইয়া থাকে, বলায় উক্ত বিরোধাশঙ্কা পরিহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ অন্যথা অনুপপত্তির দ্বারা প্রমিতা দুস্তর্কা স্বরূপ শক্তিকেই সেখানে হেতু জানিতে হইবে। অতএব স্বরূপভূততা নিবন্ধন উক্ত প্রাকৃত বস্তু হইতে বিলক্ষণ হওয়ায় তাঁহার জন্মাদির অসম্ভাবনা বলিতে পারা যায় না, "সমাকর্ষাৎ" এই সূত্রের ভাষ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন "নাম ও রূপাদি ব্যাকৃত বস্তুর সম্বন্ধে সৎ শব্দ প্রায়শঃ প্রসিদ্ধ হওয়ায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে উক্ত নাম রূপাদির অভিব্যক্তি না থাকায়, সৎস্বরূপ ব্রহ্মও শ্রুতিতে "অসৎ" আখ্যায় উক্ত হইয়াছেন।" ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায় জানিতে হইবে।

পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও লিখিয়াছেন যথা—"অথাসদ্ব্যাকৃত শব্দয়োর্গতিমাহ। সমাকর্ষাৎ। (বে, সূ, ১।৪।১৫)।

"সোঽকাময়তেতি পূর্ব্বসন্দর্ভপ্রকৃতস্য পরমাত্মনোঽসদ্বা ইত্যত্র আদিত্যো ব্রহ্মেতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণোঽসদেবেদমিত্যত্র চ সমাকর্ষাৎ তত্তচ্চ বাক্যং ব্রহ্মপরমেব। প্রাক্ সৃষ্টের্নামরূপবিভাগাৎ তৎসম্বন্ধিতয়াস্তিত্বভাবাদসচ্ছব্দেন তত্র ব্রহ্মৈবোক্তম্। অন্যথা সদেব সৌম্যেত্যাদ্যনন্তরসম্ভাবিতাসৎকারণতাপ্রত্যুক্তেরাসীদিতি কালসম্বন্ধস্য চ বিরোধঃ। অসন্নেব স ভবতীত্যাদিনা সদ্বাদিনো বিগীতত্বাচ্চ সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্মৈব তদর্থঃ। তদ্বেদং তর্হীত্যত্রাপ্যব্যাকৃতশব্দেন তদন্তরাত্মভূতং ব্রহ্মৈব বোধ্যতে স এষ ইহ প্রবিষ্টেত্যাদিপরবাক্যতস্তস্যাকর্ষণাৎ তচ্ছক্তিকং ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পবশাৎ স্বয়মেব নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে ইতি তত্রার্থঃ। ইতরথা বেদান্তপ্রতিষ্ঠিতত্বং গতিসামান্যঞ্চ শ্রুতং ব্যাকুপ্যেত। তস্মাদেকং ব্রহ্মৈব বিশ্বহেতুরিতি নিশ্চেয়ম্॥" অর্থাৎ অসৎ ও অব্যাকৃত শব্দের গতি নির্দ্দেশ জন্য সমাকর্ষণ হেতু ঐ সকল শব্দ যে ব্রহ্মপর তাহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাদির অবিভাগ হেতু, ব্রহ্মই তৎকালে অসৎ শব্দে উক্ত হইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা "হে সৌম্য ইহা সৎ" ইত্যাদি শ্রুতির অনন্তর সম্ভাবিত অসৎ কারণতায় প্রত্যাখ্যান হেতু "আসীৎ" ছিল এই উক্তিতে কাল সম্বন্ধের বিরোধ হইয়া পড়ে। যাহা অসৎ ছিল তাহা উৎপন্ন হইতেছে, ইত্যাদি বাক্য হইতে 'সৎ' বাদীর মতে দোষাপত্তি হওয়ায় অসৎ শব্দে সূক্ষ্ম-শক্তিক ব্রহ্মই বোধিত হইয়াছেন ইত্যাদি।"

সুতরাং 'সৎ' স্বরূপ ব্রহ্ম যদি 'অসৎ' শব্দে অভিহিত হইতে পারেন, তাহাহইলে 'ন বিদ্যতে যস্য জন্ম কর্ম্ম বা' ইত্যাদ্যুক্ত জন্ম কর্ম্মাদির ভাবাভাব অসঙ্গত না হইয়া, প্রাকৃত অপ্রাকৃত ভেদের দ্বারা বরং সুসঙ্গতই হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বিষ্ণুপুরাণে যথা 'হে মুনে! গুণ ও দোষাদি পরিশূন্য' এই কথা বলিয়া, পুনশ্চ তৎপরে বলিলেন "সমস্ত কল্যাণ গুণাত্মক।" তথা "হেয় গুণাদি পরিশূন্য ভগবৎ শব্দ বাচ্য জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, তেজ, যাঁহাতে অশেষরূপে বিদ্যমান।" ইত্যাদি। পাদ্মোত্তর খণ্ডেও যথা—"সেই জগদীশ্বর যে শাস্ত্রে নির্গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, উহাতে তাঁহার প্রাকৃত-হেয়-গুণ হীনত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইত্যাদিরূপ পূর্ব্বাপর সঙ্গত জানিতে হইবে, 'তিনি স্ব মায়াশক্তির দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন' এখানে মায়া শব্দের অন্যরূপ অর্থ মনন না করিয়া, 'মায়া' শব্দে স্বরূপ শক্তিই জানিতে হইবে। শ্রীভাগবতে যথা "যিনি সমাপ্ত সর্ব্বার্থ, যাঁহার বাঞ্ছা সর্ব্বদা অমোঘ, যিনি স্বীয় তেজে নিত্যই মায়াগুণ প্রবাহকে নিবৃত্ত করিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবানকে স্তব করি।"

এই নারদের উক্তি হইতে এবং "স্বসুখনিভৃত চিত্ত" ইত্যাদি পদ্যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রবক্তা শুকদেবের হৃদয়ের নিষ্ঠায় বিরোধ আপত্তিত হওয়ায়, শ্রীভগবানের চিৎ-শক্তির প্রভাব সর্ব্বথা অক্ষুণ্ণ জানিতে হইবে। এ জন্য স্বামিপাদও 'যোগমায়া' শব্দের চিচ্ছক্তি অর্থ করিয়াছেন। 'নবিদ্যতে' শ্লোকোক্ত 'ঋচ্ছতি' শব্দের 'প্রাপ্নোতি' অর্থ করায় উক্ত জন্মাদির কাদাচিৎকত্বই জ্ঞাপন করাইতেছে এবং উহাতে অনিত্যতা দোষও আপত্তিত হইতেছে? ইত্যাকার আশঙ্কার উত্তরে বলা হইয়াছে—

'অনুকালং' অর্থাৎ নিত্যই তাঁহার জন্মাদি লীলা হইয়া থাকে, কদাপি উহার বিরাম হয় না। স্বরূপ শক্তির দ্বারা প্রকাশিত বিষয়ের পরস্পর হেতুহেতুমত্তা জানিতে হইবে, উক্ত স্থলে হেত্বন্তরের কল্পনা হইতে পারে না। তথাপি আশঙ্কা হইতেছে জন্মকর্ম্মাদির নিত্যতা কিরূপে হইতে পারে জন্মাদি ক্রিয়া, ক্রিয়াত্ব-তাহার প্রতি নিজাংশের আরম্ভ পরিসমাপ্তি লইয়া সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, তদভাবে ক্রিয়ারই স্বরূপ হানি হইয়া পড়ে। এবং লীলাও যখন ক্রিয়া লইয়া তখন তদভাবে লীলাও সিদ্ধ হয় না, বা উহার সারস্য থাকে না। এতদুত্তরে বলিয়াছেন, এদোষ এখানে হইতে পারে না। শ্রীভগবানে সর্ব্বদা আকারের অনন্ততা, প্রকাশের অনন্ততা, জন্ম-কর্ম্ম-লক্ষণ লীলার অনন্ততা, অনন্ত প্রপঞ্চ ও বৈকুণ্ঠগত সেই সেই লীলাস্থানের অনন্ততা বশতঃ এবং লীলারসের আলম্বনভূত পরিকরগণের ব্যক্তি ও প্রকাশের অনন্ততা জনিত, অনিত্যত্বের আপতন হইতেই পারে না। অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেই সেই লীলা-বিধায়ক আকার ও প্রকাশগত আরম্ভ বা সমাপ্তি থাকিলেও, উহাকে অনিত্য বলা যায় না। কারণ শ্রীভগবানের আকার প্রকাশ ভেদে বিভিন্ন ধামাদিতে বিবিধ প্রকারের লীলা ও সেই সেই লীলা-পরিকরগণের দ্বারা নির্ব্বাহিত লীলার সমাপন বা তাহার কোন অংশের সমাপন হইতে নাহইতেই, অপর প্রপঞ্চ ও ধামাদিতে তজ্জাতীয় লীলাদি আরম্ভ হওয়ায়, শ্রীভগবানে কোন কালে কোন সময়ে উহার বিচ্ছেদ সঙ্ঘটিত হয় না। অতএব উক্ত জন্মকর্ম্মাদি লীলা নিত্যই শ্রীভগবানে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং লীলা ক্রিয়া হইলেও সামান্য ক্রিয়ার সহিত ইহার তুলনা করা যায় না, ইহার বিচ্ছেদ না থাকায় নিত্যত্বের অসম্ভাবনাও হইতে পারে না। তন্মধ্যে কখন কোন প্রপঞ্চে কিঞ্চিৎ পার্থক্য কখন একভাবে হইয়া থাকে। ইহাই বিশেষ জানিতে হইবে।

যেমন কোন স্থলে তিনি মাতা যশোদার ক্রোড়ে বসিয়া নবনীতাদি ভোজন করিতেছেন ইত্যাদি বিশেষণ ভেদে বা বিশেষণ ঐক্যে হইয়া থাকে। যেমন প্রকট লীলায় একই আকার প্রকাশ ভেদে পৃথক্ ক্রিয়ার আস্পদ হইয়া থাকে। যাহা "চিত্রং বতৈতদ্" এই শ্লোকে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এবং ক্রিয়াভেদে সেই সেই ক্রিয়াত্মক প্রকাশের ভেদ ও পৃথক্ ক্রিয়াবোধক অভিমান হয়, ও লীলার পর পর ক্রমজনিত রসেরও উদ্বোধ হইয়া থাকে।

এখানে পুনশ্চ আশঙ্কা হইতে পারে, লীলার বিচ্ছেদ না থাকিলেও, উক্ত পৃথক্ পৃথক্ জন্ম, কর্ম্মাদিকে কিরূপে সেই জন্ম কর্ম্মাদি বলিয়া উহার একত্বাবধারণ করিতে পারা যায়? যেহেতু পৃথগারব্ধতা বশতঃ উহা ভিন্নই হইতেছে।

তদুত্তরে শাব্দিকগণ সম্মত দৃষ্টান্তের উল্লেখে বলিতেছেন; কালভেদে কথিত সমান জাতীয় ক্রিয়া সমূহের যেমন একত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে, এখানে লীলা সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিতে হইবে। শঙ্কর শারীরক ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"গোঃ গোঃ বলিয়া দুইবার গো-শব্দ উচ্চরিত হইলেও, এক গো-শব্দের দুইবার উচ্চারণ ভিন্ন, যেমন দুইটী গো-শব্দ বুঝায় না, কারণ উভয় গো-শব্দের একত্বই অবধারিত হইয়া থাকে। যেমন এই ব্যক্তি দ্বারা দুইবার পাক করা হইয়াছে, বলিলে এক পাক ক্রিয়ার বারদ্বয় করা ভিন্ন, পাকক্রিয়ার বিভিন্নত্ব বোধিত হয় না। তদ্রূপ জন্ম কর্ম্মাদি লীলা বহু হইলেও উহার একত্ব ও নিত্যত্ব যুক্তি সিদ্ধ জানিতে হইবে। এই নিমিত্তই আগমাদিতে ভূতপূর্ব্ব লীলার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। মাধ্বভাষ্যে উক্ত হইয়াছে "পরমাত্ম-সম্বন্ধিত্বে নিত্যতা বশতঃ ত্রিবিক্রমত্বাদিতেও উহার উপসংহার্য্যতা যুক্তই হইয়াছে। এবং ইহা "যদ্গতং" ইত্যাদি শ্রুতিরও অনুমোদিত, অর্থাৎ ব্রহ্ম নিষ্ঠ যে কিছু কর্ম্মাদি উহা সকলই নিত্য, মূল শ্লোকে গত-ভবৎ-ভবিষ্যৎ এই শব্দ ত্রয়ে উহার ত্রৈকালিকত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

অথর্ব্বদেবের পিপ্পলাদশাখায় উক্ত হইয়াছে—"একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা" অর্থাৎ নিত্যলীলানুরক্ত ভক্তব্যাপী এক সেই শ্রীভগবান ভক্তগণের হৃদয়ে অন্তরাত্মা স্বরূপে সাক্ষাৎ বিরাজ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিক্রমাদিতে উপসংহার্য্যতা অর্থে উপাসনার উপাদেয়তা জানিতে হইবে। অতএব তাঁহার জন্ম যে প্রাকৃত জন্ম হইতে বিলক্ষণ তাহা স্থির হইতেছে। কখন প্রাকৃত জন্মানুকরণে, কখন বা অননুকরণে আবির্ভাব মাত্রই জন্ম। শ্রুতিতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে "তিনি অজায়মান হইয়াও বহুপ্রকারে জন্ম লইয়া থাকেন"। এই উক্তিতে প্রাকৃতানুকরণে আবির্ভাব মাত্রই জন্ম, প্রতিপাদিত হইয়াছে। অন্যথা বিরুদ্ধ উভয় বাক্যের সারস্য রক্ষা করা যায় না। "দেবরূপিণী দেবকী

হইতে সর্ব্বগুহাশয় বিষ্ণু পূর্ব্বদিকে উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আবির্ভূত হইলেন” এই উক্তিতে পূর্ব্ব কথিত বিষয় সম্পূর্ণই সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীনৃসিংহাবতারে শ্রীভগবান “নিজ ভৃত্য প্রহ্লাদের বাক্যের সত্যতা ও অখিল ভূতে নিজের ব্যাপ্তি পরিদর্শন করাইবার মানসে স্তম্ভ হইতে সভাস্থলে অদ্ভুত নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন।” এবং “কার্দ্দমং বীর্য্যমাপন্ন” এই শ্লোকেরও উক্তিরূপ অর্থ করিতে হইবে ; অর্থাৎ শ্রীকপিল দেবের অবতার প্রসঙ্গে কর্দ্দমের ভক্তি-সামর্থ্য বশীভূত হইয়া শ্রীভগবান আবির্ভূত হইলেন। ইহাই বীর্য্য-শব্দের অর্থ, বীর্য্য—শব্দের সামর্থ্য প্রভাবাদিতেও প্রয়োগ হইয়া থাকে। অথবা বীর্য্য শব্দে প্রসিদ্ধ পুত্রস্বরূপ অর্থও শ্লিষ্ট হইতেছে।

শ্রীভগবানের এই কর্ম্ম বৈলক্ষণ্য, কেবল তাঁহার স্বরূপভূত-আনন্দশক্তির বিলাসমাত্র। “লোকবত্তু” ইত্যাদি বেদান্ত-সূত্রে উহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তত্ত্ববাদিরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যেমন কোন প্রয়োজন না থাকিলেও মদমত্ত ব্যক্তি সুখের উদ্রেকে নৃত্যাদি করিয়া থাকে। তদ্রূপ ঈশ্বরও কোন প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে কার্য্য করেন না। নারায়ণ সংহিতায় উক্ত আছে—শ্রীহরির সৃষ্টাদি কার্য্য কোন প্রয়োজন বিশেষকে অপেক্ষা করিয়া হয় না। মত্তের নৃত্যবৎ কেবল আনন্দ-স্বভাব বশতঃ করিয়া থাকেন। পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের আবার প্রয়োজন কি? মুক্ত ব্যক্তিই যখন আপ্তকাম হন, তখন অখিলাত্মা শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?

আচার্য্য উক্ত সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন -যথা—“তু শব্দেনাক্ষেপং পরিহরতি। যথা লোকে কস্যচিদাপ্তৈষণস্য রাজ্ঞো রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি……… এবমীশ্বরস্যাপ্যনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপাপ্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি। ন হীশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং ন্যায়তঃ শ্রুতিতো বা সম্ভবতি, ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে। যদ্যপ্যস্মাকমিয়ং জগদ্বিম্ববিরচনা গুরুতর-সংরম্ভেবাভাতি তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলৈব কেবলেয়ং অপরিমিতশক্তিত্বাৎ। যদি নাম লোকে লীলাস্বপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মং প্রয়োজনং উৎপ্রেক্ষতে তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে আপ্তকামঃ শ্রুতেঃ।” (বেদা, সূ, ২।১।৩৩)

অর্থাৎ তু শব্দে আক্ষেপ পরিহার করিতেছেন যেমন লোকে কোন আত্মসুখকামী রাজা বা রাজামাত্যের কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকেও ক্রীড়া বিহারাদিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বথানপেক্ষ ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, কেবল লীলাস্বভাব বশতঃই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ঈশ্বর সম্বন্ধে কি ন্যায়তঃ কি শ্রুতিতঃ প্রয়োজনান্তরের কল্পনা সম্ভব হইতে পারে না। অথবা স্বভাব—অর্থাৎ গুণময়ী প্রকৃতির নিজের স্বভাবে হইয়াছে, এরূপ নিয়োগ করিতেও পার না। আমাদিগের নিকট জগদ্বিম্বের রচনা এক গুরুতর সংরম্ভবৎ প্রতিভাত হইলেও ; উহা পরমেশ্বরের লীলা ব্যতিরেকে অপর কিছুই কারণ রূপে আসিতে পারে না, তাঁহার অপরিমিত শক্তিতে সকল কিছুই সম্ভব হইতে পারে। লৌকিক জগতে এতাদৃশী লীলা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম কোন কারণের উৎপ্রেক্ষা সম্ভব হইলেও, শ্রীভবানের কার্য্যে সূক্ষ্ম কারণান্তরের উৎপ্রেক্ষাও সম্ভব হয়না, “আপ্তকামস্য কা স্পৃহা” ইত্যাদি আপ্তকাম শ্রুতি তাহা পূর্ব্ব হইতেই নিরাশ করিয়া রাখিয়াছেন।

পূজ্যপাদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দ ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

“শঙ্কাচ্ছেদায় তু শব্দঃ পরিপূর্ণস্যাপি বিচিত্র সৃষ্টৌ প্রবৃত্তির্লীলৈব কেবলা ন তু স্বফলানুসন্ধি পূর্ব্বিকা”

এখানে তত্ত্ববাদিগণোদ্ধৃত উন্মত্ত দৃষ্টান্তে কেহ শ্রীভগবানে অসর্ব্বজ্ঞত্বের প্রসক্তি আনয়ন না করেন, যেহেতু দৃষ্টান্ত কখন সর্ব্বাংশে সঙ্গত হয় না, উক্ত উন্মত্ত দৃষ্টান্ত—স্বীয় প্রয়োজনের অননুসন্ধানে স্বরূপ ভূত আনন্দের উদ্রেকে লীলা করিয়া থাকেন, এই অংশেই স্বীকৃত হইয়াছে। উচ্ছাস প্রশ্বাস দৃষ্টান্তেও সুষুপ্তি কালে উক্ত অসর্ব্বজ্ঞত্ব দোষ আপতনাশঙ্কায় উহাও গ্রহণ না করিয়া, স্বরূপ ভূত আনন্দের স্বভাবেই লীলা হইয়া থাকে, ইহাই সর্ব্বথা সঙ্গত হইতেছে। শ্রুতি বলেন পরম দেবন-শীল শ্রীভগবানের ইহাই স্বভাব, যিনি নিত্যই পূর্ণকাম তাঁহার স্পৃহা সম্ভাবনা কোথায়? অতএব প্রাকৃত জগৎ-সৃষ্ট্যাদিগত সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের চেষ্টাত্মক বীক্ষণাদি কর্ম্মের অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে তাঁহার যে ঈক্ষণ এবং যাহার ফলে

প্রকৃতির ক্ষোভ এবং তজ্জনিত যে জগৎসৃষ্ট্যাদি ইহাই যখন লীলা মধ্যে পরিগণিত হইল; তখন অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি-ধামের কার্য্য যে লীলা, ইহা কৈমুতিক ন্যায়ে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নাগপত্নীগণ কর্তৃক শ্রীভগবানের স্তুতিতে ভগবানকে "অব্যাকৃতবিহারায়" শব্দে অভিহিত করায়, তাঁহার কার্য্য মাত্রেরই লীলাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তজ্জন্যই আজ শ্রীশুকদেবাদির মত আত্মারামগণেরও তাঁহার লীলা শ্রবণে সানুরাগ প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র উক্তও দেখা যায়—"এইরূপে অজ, অকর্ত্তা, হৃৎপতি, শ্রীভগবানের বেদগুহ্য জন্ম ও কর্ম্মাদি সকল তত্ত্বজ্ঞেরা বর্ণন করিয়া থাকেন"। জন্ম গুহ্যাধ্যায়ে—"যখন এই সদ্ ও অসদ্ উভয় রূপ প্রতিসিদ্ধ হইয়া যায়" এই কথা বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তি শ্লোকে উক্ত জন্মাদির কথা বলায়, স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে, যখন স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞান হয় তখনই অবিদ্যাকৃত আত্মায় সদ্ ও অসদ্ অধ্যাসের নিবৃত্তি জনিত ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত আত্মায় অধ্যস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহের নিবৃত্তি হইলে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে—চিৎ সাম্যে ব্রহ্মের সহিত নিজ চিৎস্বাজাত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। জীব মায়ায় নিজের স্বরূপাবস্থা বিস্মৃত হইয়া, নিজেকে দেহ বলিয়া মনন করিতেছিল, মায়া উপরতা হইলে হৃত বা বিস্মৃত সম্পত্তি লাভে, জীবের নিত্যচিৎকণাদি স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। তদনন্তর স্বরূপ স্ফূর্ত্তির পরিপাকে ক্রমে জীব আত্মারামাবস্থায় উপনীত হয়। এইরূপে আত্মারামগণ চিৎসুখানুভবে নিমগ্ন থাকিয়াও, তদনন্তর আনন্দ লাভ কামনার যোগ্যতা লাভ করিয়া, শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্মাদি বর্ণন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অবিদ্যা ও তজ্জনিত অধ্যাসদ্বয়ের নিবৃত্তি হইলে, শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্মাদি অনুভব করিবার সামর্থ্য (সাক্ষাৎ দর্শন) লাভ হয়। নিবৃত্তাধ্যাস আত্মারামগণের ভগবজ্জন্মাদির অনুভব হয় বলায়, শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার জনিত আনন্দ যে স্বরূপানন্দকে অতিক্রম করে তাহা বলাই বাহুল্য! অন্যথা আত্মারামগণের জন্মাদি লীলা বর্ণনে প্রবৃত্তিই আসত না। সুতরাং শ্রীভগবানের এই জন্ম কর্ম্মাদি যে অপ্রাকৃত তাহা অনায়াসবোধ্য হইলেও "অকর্ত্তা ও অজন" এই উভয় শব্দে তাহা বিশেষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব উহা বেদগুহ্য, বেদে যাহা অতি রহস্যময় বলিয়া স্পষ্ট বর্ণিত হয় নাই, কেবল আভাসে শঙ্কেত করা হইয়াছে, তাহাই বেদগুহ্য। মন্ত্র ভাগবতাদিতে উহা বিশদ দেখান হইয়াছে। তত্ত্বসন্দর্ভ-ব্যাখ্যায় ইহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি। "বৃহচ্চতদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং" (মু, ৩৷৭) "রসোবৈসঃ" (তৈ, ২৷৭৷২) ইত্যাদি শ্রুতিই উহার প্রমাণ। শ্রীভগবানের এই বেদগুহ্য লীলার প্রকাশ করিয়া মহর্ষিবেদব্যাস কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, এবং পুরাণও স্বীয় নামের সাফল্যবিধান করিয়াছেন।

শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ" (গীতা ৭৷২৫) আনন্দলীলারসবিগ্রহ শ্রীভগবানের জন্মাদি মূঢ়জন কিরূপে বুঝিতে পারিবে, সেই নিমিত্ত অক্রুরের স্তবে "ত্বয়োদিত" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া সমাধান করিয়াছেন "তবে কি তোমরা আমার অবতার ও তাহাদিগের চরিতাদি শুক্তিতে রজত জ্ঞানের মত অবিদ্যা কল্পিত, ভ্রম মাত্র বলিতে চাও? না, না, ইহা তোমারই লীলা,—যখন পাষণ্ডপথাভিলম্বী অসদ্গণ কর্তৃক বেদ বিহিত ধর্ম্ম ব্যাহত হয়, তখনই জগতের হিতের নিমিত্ত তোমার উদয় হইয়া থাকে।" ইত্যাদি।

বিষ্ণুপুরাণেও ইহার অনুরূপ উক্তি দেখা যায়, যথা—"যাঁহার নাম কর্ম্ম স্বরূপাদি অখিল প্রমাণের বিষয় হয় না, সেই বিষ্ণু আজ তোমার গর্ভগত হইয়াছেন।" এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন "—যৎস্বরূপাদীন্যখিলানি প্রমাণানি অল্পত্বমহত্ত্বাদিপরিমাণানি পরিচ্ছেদস্য নির্দ্ধারস্য গোচরে ন বর্ত্তন্তে।—" এতদভিপ্রায়ে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদের উক্তিও যথা "আমার এই দিব্য জন্ম কর্ম্মাদি যে এইরূপ তত্ত্বতঃ জানে।" ইত্যাদি এখানে অনেকে শ্রীভগবানের জন্মকর্ম্মাদি জানিলেও যে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন না, তত্ত্বতঃ নাম রূপাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ, ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষ। এবং বাঙ্মনের অগোচর গুণাবলম্বিত্ব বশতঃই তাঁহার নামের বৈলক্ষণ্য ও স্বতঃ সিদ্ধ। বাসুদেবাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে "তাঁহার গুণাদির অপ্রসিদ্ধতা বশতঃই তিনি অনামা বলিয়া কীর্ত্তিত হন।" ব্রহ্মপুরাণেও যথা "অপ্রসিদ্ধতা বশতঃ তিনি অনামা ও ভূতবর্জ্জিত হওয়ায় অরূপী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।" অতএব বিষ্ণুপুরাণের উক্তিরও অসঙ্গতি হইতেছে না—যথা—"হে নাথ! যেখানে

নাম জাত্যাদির কোন কল্পনা নাই, তুমি সেই পরব্রহ্ম, নিত্য অবিকারী ও অজ কোন প্রকার কল্পনা ব্যতিরেকেও যে তোমাতে সকল অর্থের অধিগম হইয়া থাকে ; তুমি অচ্যুত, অনন্ত, বিষ্ণু, কৃষ্ণ নামে অভিহিত ও আরাধিত হইতেছে।" এখানে আপাততঃ প্রতীতার্থেই যখন কল্পনা ব্যর্থ হইতেছে, অর্থাৎ যিনি অজাদি শব্দে অভিহিত হইতেছেন, তিনি আবার কৃষ্ণ, অনন্তাদি নামে অভিহিত হইতেছেন ; যেহেতু নাম জাত্যাদি নাই, এই কথা হইতেই বিবক্ষিত অর্থের সিদ্ধি হইয়াছে, বহুনামে ও বহুরূপে যিনি প্রতীত হন তাঁহাকে অনামা আখ্যা না দিয়া গত্যন্তর নাই। কারণ ব্রহ্ম, অজ আদি শব্দ উঁহার পরমার্থের প্রতিপাদক শ্রীকৃষ্ণাদি নামেই স্বীকৃত হইয়াছে। "অজাং একাং" ইত্যাদি শ্রুতিতে অজারমামন্ত লক্ষণ জাতির উল্লেখ দেখাবাইতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত কারিকাদ্বয়ে একবার নামাদি কল্পনার নিরাশ করিয়া, পুনশ্চ স্বয়ংই "তুমি কৃষ্ণাদি নামে অর্চ্চিত হও" ইত্যাকার কল্পনামূলক উক্তির পরস্পর বিরোধ হোউক ? এবং কল্পনা দ্বারাতেই বা তাঁহার পূজ্যতা কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে ? যেহেতু কল্পনার অনিয়ততা হেতুক, কল্পিত কৃষ্ণাদি নামের প্রাপকত্বাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? কিন্তু যখন কৃষ্ণাদি নাম গ্রহণে, এমন কি ঐ সকল নামের আভাষেও প্রাপ্তি দেখা যাইতেছে। তখন "নাম কর্ম্ম স্বরূপাদির এইপ্রকার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে, যথা নাম জাত্যাদি—পদে নাম—কৃষ্ণাদি নাম, জাতি—দেবত্ব মনুষ্যত্বাদি, লীলা তদানিন্তন কার্য্য, ইত্যাদির কল্পনা করিতে হয় না। কিন্তু তিনি পূজ্যপাদ আচার্য্যের স্বীকৃত "আপ্তকাম" শ্রুতি সিদ্ধ সমাপ্তসর্ব্বার্থ হইয়াও, স্বরূপসিদ্ধ নিত্য স্ব শক্তির বিলাশ রূপ, ঐ নাম ও রূপাদি অঙ্গীকার বা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। নামাদি কল্পনা ব্যতিরেকে যখন জাগতিক দৃষ্ট বস্তু সকলেরই প্রতীতি হয় না, তখন ঐ যুক্তি অবলম্বন করিলে কল্পনাময় নাম বা নামী প্রভৃতি সকল অর্থকে অবজ্ঞা করিয়া, নিখিল প্রমাণের অগোচর, বেদাত্মতা রূপে স্বতঃসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণাদি নামে উপলক্ষিত প্রসিদ্ধ সেই সকল নামের দ্বারা মুনিগণ কর্ত্তৃক তুমি স্তুত হইয়া থাক, এবং তোমার স্বতঃসিদ্ধ সেই সেই নামাদির উল্লেখে বেদেও তুমি শ্লাঘিত হইয়া থাক। কিন্তু কল্পনাময় অন্য শব্দের দ্বারা তুমি শ্লাঘিত হওনা, মহিমাবাচক উক্ত শব্দের দ্বারাই তোমার মহিমা প্রখ্যাপিত হয়। অথবা শ্লোকোক্ত—নামভিরীড্যসে—এখানে এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে—ঐ নামাদি দ্বারা অব্যক্তমহিমা তোমাকে তুমি স্বয়ংই ব্যক্তমাহাত্ম্য করিয়াছ। এখানে বুঝিতে হইবে যে—শাস্ত্রে অতি প্রসিদ্ধ নামাদিদ্বারা শ্রীভগবান অতি সত্বরই পরিজ্ঞাত হয়েন।

নামের কথাকি উক্ত নামের সাঙ্কেত্যাদিরও অদ্ভুত প্রভাবের বিষয় শাস্ত্রে প্রথিত হওয়ায়, উক্ত নামাদির স্বতঃসিদ্ধতা এবং তদিতর অন্যের কল্পনা ময়তা জানিতে হইবে। অথবা (ন যত্র নাথ! বিদ্যন্তে নাম জাত্যাদি কল্পনাঃ) এই শ্লোকের এরূপ অর্থও সঙ্গত হয়, যথা—'হে নাথ! যেখানে নাম জাত্যাদির কোন কল্পনাই বিদ্যমান নাই,' এমন বিশেষ্য স্বরূপ পরব্রহ্মই তুমি। তোমার অবিকারিত্বই সেই সেই নামাদি কল্পনার অবিষয়তার প্রতি হেতু। যাহা বিশেষরূপে করা হয়, উহাই বিকারী, তুমি তেমন ভাবে হওনা, অতএব হে অবিকারিন্! এবং তুমি ঐরূপ জন্মাও না, অর্থাৎ প্রকট হওনা, সুতরাং হে অজ! তাহাহইলে কাহাকে অবলম্বনকরিয়া নামাদির কল্পনা করিবে, বিশেষতঃ নাম বা রূপের কল্পনা ব্যতিরেকে কোন বস্তুর অধিগম মাত্রও হয় না, তখন তাদৃশ ব্রহ্মস্বরূপ তোমার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এখানে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে কল্পনাময় নাম বা জাত্যাদি কাহারও স্বরূপধর্ম্ম হইতে পারে না। যেমন শুক্তিতে কল্পিত রজত জ্ঞান, কখন রজত স্বরূপের উপলব্ধি করাইতে পারে না। ইহাই যখন নিয়ম হইল, তখন তোমার নাম কল্পিত হইতেই পারে না, যেহেতু সাঙ্কেত্যাদিক্রমে ভাবিত হইয়াও, তোমার মত তোমার নাম সর্ব্ব পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকে, সেই সেই বিশেষ গুণ ও লীলাদি প্রতিপাদক শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, অনন্ত, অচ্যুত প্রভৃতি নামে পূজিত এবং নিত্যসিদ্ধ শ্রুতি ও পুরাণাদিতে তুমিই ঘোষিত হইয়া থাক। নির্ব্বিশেষতা প্রতিপাদক সম্পূর্ণ কল্পনাময় বাক্যে তুমি কখন অভিহিত হও না। এখানে কৃষ্ণাদি যে চারিটি নামের উল্লেখ হইল, উহা নাম মাত্রের প্রতি উপলক্ষণ, শ্রীভগবানের প্রত্যেক নামেরই মহিমা ঐরূপ জানিতে হইবে। নারায়ণাদি নামেরও সাঙ্কেত্যাদিতে উক্তরূপ প্রভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। "নারায়ণায়েতি

ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিং" ইত্যাদি অজামিলের মুক্তি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। সুতরাং এবম্প্রভাব সম্পন্ন ত্বদীয় নাম কখন কল্পিত হইতেই পারে না।

শব্দ-তত্ত্ব-বেত্তা ভগবান উপবর্ষ বর্ণকেই শব্দ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "তস্য চ নিত্যত্বাৎ" (বেদ, সূ, ২।৪।১৬) বেদান্তের এই সূত্রেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে বর্ণের নিত্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, বেদের সারস্বরূপ বর্ণাত্মক নামের নিত্যত্ব সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে। গোপাল তাপনী শ্রুতিতে নামময় অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রসঙ্গে ব্রহ্মার বাক্য যথা—"সেই অক্ষর সকলের মধ্যে ভবিষ্যৎ জগৎ রূপ প্রকাশিত করিয়া" তৎপরবর্ত্তিকালে-জাত শব্দাদিময় জগতের প্রতি মন্ত্রের কারণতা দ্বারা, সামান্য শব্দ হইতে মন্ত্রাত্মক শব্দের নিত্যত্ব-রূপ বৈলক্ষণ্য বশতঃ স্বতঃসিদ্ধতা এবং ভগবৎ-স্বরূপাভিন্নতা সিদ্ধ হইয়াছে, শ্রীভগবান ও তাঁহার নাম পরস্পর অভিন্ন এই অভিন্নতাই উহার বিশেষ লক্ষণ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "হে বিষ্ণো! প্রণবাদি ব্যঞ্জিত সৎও চিৎস্বরূপ তোমার নাম, ইহার সামান্য জ্ঞানে অক্ষর মাত্রের উচ্চারণে আমরা সুমতি লাভ করিয়া থাকি" ইত্যাদি। অর্থাৎ হে বিষ্ণো! তে—তোমার নাম, চিৎ—চিৎস্বরূপ, অতএব মহঃ—স্বপ্রকাশরূপ, অতএব এই নামের আ—ঈষন্মাত্র জ্ঞান যে জ্ঞানে উচ্চারণাদির সম্যক্ মহিমা বোধ পুরস্কারে বিশেষভাবে উচ্চারণাদি হয় নাই, তথাপি বিবিক্তন্—কেবল উহার অক্ষর মাত্রের অভ্যাসে আমরা সুমতি—তদ্বিষয়া বিদ্যা ভজামহে—প্রাপ্ত হইব। যেহেতু—"ওঁ তৎ-সৎ"—ওঁ—প্রণবব্যঞ্জিত তৎ—সেই বস্তু সৎ—নিত্যস্বপ্রকাশ স্বরূপ। অতএব কি ন্যায়, কি শ্রুতি সর্ব্বত্রই নামের অভিন্নতা ও স্বপ্রকাশতা দেখিতে পাওয়া যায়। ভয় দ্বেষাদি স্থলেও যেমন নামের সহিত মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাঙ্কেত্যাদিতেও নামের মুক্তি প্রদাতৃত্ব শক্তি শাস্ত্র সিদ্ধ। পদ্মপুরাণে যথা "অশুচিত্ত বা ক্রুদ্ধ হইয়া যদি কোন ব্যক্তি সর্ব্বদা হরিনাম করে তাহার কর্ম্ম পাশ ছিন্ন হয়, চেদিপতি শিশুপালের ন্যায় সেও মুক্ত হইয়া থাকে।"

নাম ও নামির অভিন্নতা

শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভের মত, তাঁহার নামের সাক্ষাৎকারও সংসারধ্বংসক হইয়া থাকে। স্কন্দ-পুরাণে যথা—"হরি এই অক্ষর দ্বয় যে ব্যক্তি একবার উচ্চারণ করে সেও মোক্ষ লাভে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকে।"

প্রণবের উদ্দেশে শ্রুতির উক্তি যথা "ওঁ—এই শব্দ ব্রহ্মের অতি নৈকট্য বিধায়ক, যাহার উচ্চারণ সংসার-ভয় ত্রাণ করিয়া থাকে, এজন্য 'তার' নামে অভিহিত হয়।" ইত্যাদি বহুতর শাস্ত্রেই নামের মহিমা দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে কেহ অর্থবাদ কল্পনা করিবেন না, নামের মহিমায় অর্থবাদ কল্পনা, একটী অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আজ নাম গ্রহণকারিরও যে পুনঃ সংসারাদি দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অপরাধেরই ফল। শ্রীবিষ্ণু-ভক্তি চন্দ্রোদয়াদি প্রমাণিত পুরাণ বচনে দেখা যায়—"যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পরমেশ্বরের অনুব্রজ্যা না করে, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা হইলেও সে ব্যক্তি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া থাকে।" অতএব নামের সম্বন্ধে অর্থবাদ কল্পনা মহাপরাধ এবং ঐ সকল অপরাধই মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক জানিবে।

শ্রীবিগ্রহবৎ নামের আনন্দরূপত্ব সম্বন্ধে মহাজনের হৃদয়ের অনুভবই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রীশৌনক মহাশয়ের উক্তি যথা—"ইহা বড়ই খেদের বিষয় শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়াও যাহার চিত্ত দ্রবিভূত না হয়, নেত্রে জল না আসে বা গাত্রে হর্ষ-জনিত রোমাঞ্চ না হয়, নিশ্চয় তাহার হৃদয় প্রস্তরসারে নির্ম্মিত।" অতএব প্রভাস পুরাণে শ্রীভগবানের নিজের উক্তিতে নামই সকলবেদের ফল এবং শ্রীভগবানের স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা—"হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! মধুর হইতেও মধুরতর, মঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গলতম, সকল বেদলতিকার চিৎস্বরূপ উত্তম ফল এই কৃষ্ণনাম যদি কেহ শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবার মাত্রও গ্রহণ করে, সেই গ্রহণকারী ব্যক্তিকে নাম সংসার হইতে ত্রাণ করিয়া থাকেন।" অতএব নাম শ্রীভগবানেরই স্বরূপ, নারদ পঞ্চরাত্রে অষ্টাক্ষর মন্ত্রোদ্দেশে বিশেষ স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, যথা "স্বয়ং ভগবান নারায়ণ অষ্টাক্ষর মন্ত্ররূপে লোকের মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন।" মাণ্ডুক্যাদি উপনিষদেও প্রণবোদ্দেশে এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যথা "ওঁ—ই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ওঁ—এই অক্ষর জগৎ, প্রণবই অপর ব্রহ্ম। প্রণবই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রণবই অপূর্ব্ব, অনন্তর, অবাহ্য, অনপর ও অব্যয়। প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তে অবস্থিত। এইরূপে প্রণবকে জানিলেই তাঁহাকে জানা হয়। প্রণবকেই সর্ব্বহৃদয়ে অবস্থিত ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। ধীরব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী ওঁ—কারকে জানিয়া আর শোকাদি করেন না। পরিমাণ পরিশূন্য হইয়াও, অনন্ত পরিমাণে পরিমিত দ্বৈতজ্ঞানের নিবর্ত্তক, মঙ্গল নিলয় ওঁ—কে (প্রণবরূপী ব্রহ্মকে) যিনি জানিয়াছেন, তিনিই মুনি, তদ্দিতর কেহ মুনি নামে অভিহিত হয়েন না।" ইত্যাদি বহুস্থলেই নামের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পরমেশ্বরে উক্ত যোগ্যতার সম্ভব বশতঃ ওঁ-কারাদি বর্ণের সম্বন্ধে ইহা স্তুতিমাত্র মনে করা না হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের অবতারাদি বিভিন্ন মূর্ত্তির মত ইহাও তাঁহার বর্ণরূপ—অবতার, উক্ত শ্রুতিবলে ইহা তাঁহার সহিত অভেদে অঙ্গীকৃত হইয়াছে জানিতে হইবে। সুতরাং নাম ও নামির সর্ব্বথা অভিন্নতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। পদ্মপুরাণে, যথা— "চৈতন্যরস বিগ্রহ কৃষ্ণ ও তাঁহার নামের অভিন্নতাবশতঃ নামও চিন্তামণিস্বরূপ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্য মুক্ত।" অর্থাৎ—নামই চিন্তামণি যেহেতু—নাম সকল অর্থ প্রদানে সক্ষম, কেবল সর্ব্বার্থ প্রদাতৃত্ব শক্তিই আছে তাহা নহে, উহা-অভিন্নতা বশতঃ চৈতন্যরস-বিগ্রহ-কৃষ্ণই। পরস্পরের অভিন্নতাই পরস্পর প্রাপ্তির কারণ হয়, নাম অভিন্ন বলিয়াই নাম উচ্চারণ করিলে তাঁহার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে, তথাবিধ অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপ নাম কিরূপে পুরুষের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের জন্য হয়েন? তদুত্তরে বলা হইয়াছে, উহা স্বয়ং পুরুষেন্দ্রিয়বেদ্য হয় নাই, কেবল নাম কেন পরম কারুণিক শ্রীভগবান বেদ মাত্রকেই পুরুষেন্দ্রিয়াদিতে আবির্ভূত করিয়াছিলেন। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"শব্দ ব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ॥
ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা।
ভূতেষু ঘোষরূপেন বিসেষুর্ণেব লক্ষ্যতে॥" (১১।২১।৩৬-৩৭)

"প্রাণেন্দ্রিয়মনোময় শব্দব্রহ্ম বিশেষ দুর্বোধ উহার পার নাই, উহা সমুদ্রবৎ গম্ভীর ও দুর্ব্বিগাহ্য। অনন্তশক্তি-সম্পন্ন, ব্যাপক, ব্রহ্ম যে আমি, মৎকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া মৃণাল মধ্যে ঊর্ণার মত সমস্ত প্রাণিগণ মধ্যে নাদরূপে উক্ত বর্ণাত্মক শব্দ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা অন্তর্দ্রষ্টা মনীষিরা জানিতে সক্ষম হয় অপরে অনুভব করিতে পারে না।" এই শ্লোকে স্বামিপাদোদ্ধৃত শ্রুতি যথা—"চত্বারি বাক পরিমিতা বিপদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ গুহায়াং ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি" অর্থাৎ শব্দরূপী ব্রহ্মের চারিটিরূপ মধ্যে তিনটি অন্তর্দ্রষ্টা মনীষিরা জানিয়া থাকেন, কেবল বৈখরীরূপ চতুর্থ ভাগকে বলিয়া থাকে। কিন্তু তাহারও সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হয় না। দ্বাদশস্কন্ধে—

"ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্বান্ দুর্ম্মেধান্ বীক্ষ্যকালতঃ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্তন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ॥ (ভাগ, ১২।৬।৪৭)

অর্থাৎ কালপ্রভাবে প্রাণিগণকে ক্ষীণায়ু, ক্ষীণবল, অল্পপ্রজ্ঞ দেখিয়া ব্রহ্মর্ষিবেদব্যাস হৃদয়স্থিত পরমাত্মরূপী অচ্যুত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এখানের টীকার অভিপ্রায়েও দেখা যায়, পুরুষবুদ্ধিজনিত অনাদর সম্ভাবনা আসিতে পারে না, যেহেতু হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রেরণায় কার্য্য হইয়াছিল। "কস্মৈ যেন" ইত্যাদি শ্লোকেও, ভগবান ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রেরণা করিয়াছিলেন ইত্যাকার তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। এবং এই সমস্ত বাক্যের একাভিপ্রায়েই গর্ভস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সাক্ষিস্বরূপ তোমায় নাম, রূপ, গুণ, জন্ম ও কর্ম্মাদিদ্বারা নিরূপণ করা যায় না, যেহেতু তুমি মন ও বাক্যের দ্বারা অনুমেয় হও তোমাকে সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ জানিবার উপায় নাই, তথাপি হে পরমভোতমান! ভক্ত তোমায় জানিতে সক্ষম হইয়া থাকে।" অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ তুমি দ্রষ্টা জীবের অন্তরে পরমাত্ম-মূর্ত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া, সকল দৃশ্যবস্তুর প্রত্যক্ষাদি

করাইয়া থাক, তোমার স্বরূপ মূর্ত্তির সাক্ষাদনুভব তোমার কৃপা সাপেক্ষ, তুমি ভক্তগণের অভ্যুদয় ও অপবর্গ বিধানের জন্য ভজনীয় রূপাদি প্রকট কর, ভক্ত তোমার ভজন করিয়া থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ জানিতে পারে না, যেহেতু তুমি অনন্ত ও অতর্ক, সুতরাং বাক্ মনের অতীত। এই জন্য তোমাকে অনুমেয়বর্ত্ম বলা হইয়াছে। কারণ তুমি সাক্ষী। কিন্তু দৃঢ় ভজন-নিষ্ঠ ভক্তের নিকট তুমি অজ্ঞাত থাক না, সে তাহার ভজনবলে তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া থাকে। অতএব শ্রীভগবানের রূপের ও বৈলক্ষণ্য জানিতে হইবে, যেহেতু উহা স্বপ্রকাশতা লক্ষণ স্বরূপ শক্তির প্রভাবেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"ভগবান্ ব্রহ্মার অকপট ভক্তিতে অভ্যর্থিত হইয়া, উহাকে আত্মতত্ত্ব বিশুদ্ধির নিমিত্ত, স্বীয় রূপ দর্শন করাইয়া ছিলেন।" অর্থাৎ জীবতত্ত্ব পরিজ্ঞাত করাইবার নিমিত্ত, উহার সম্ভব হইতে পারে যেহেতু তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া নিজ ভজন বিষয়ক উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা নিজ সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তির দর্শন করাইয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জীবের দেহে আর শ্রীভগবানের বিগ্রহের পার্থক্য জানাইবার জন্য, জীবের অবিদ্যা জনিত প্রাপঞ্চিক অনিত্য দেহ-সংযোগ; শ্রীভগবানের স্বীয় যোগমায়ায় অপ্রাপঞ্চিক নিত্যচিদ্ঘন বিগ্রহের আবির্ভাব; পরস্পরের এই মহান্ পার্থক্যের উপলব্ধি করান। অতএব শ্রীভগবানের ভজনই অবিদ্যান্ধ জীবের মুক্তির একমাত্র উপায় ইত্যাদি।

আনক দুন্দুভি বসুদেব মহাশয়ের উক্তি যথা—"তুমি ত্রিলোকের স্থিতির নিমিত্ত" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েও এই জাতীয় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা তুমি, যখন স্থিতির ইচ্ছাকর, তখন তোমার আশ্রিতা মায়া শক্তির দ্বারা শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়া নিজ সৃষ্ট ধর্ম্মপরায়ণ বিপ্রাদি জাতিকে পালন কর, এখানে মায়াকে সত্ত্বময়ী বলিয়া জানিতে হইবে, কারণ উহাই পালনের উপযুক্তা। অনন্তর যখন সৃষ্টিবাসনা কর, তখন রজোগুণে রজোময়ী স্বীয়মায়াকে গ্রহণ করিয়া তদুপবৃংহিত বিপ্রাদিবর্ণকে সৃজন কর। যখন জগতের বিনাশ ইচ্ছা কর তখন তমোময়ী মায়া শক্তির দ্বারা মলিন পাপরত বিপ্রাদিকে বিনাশ কর। অথবা যখন স্থিতি ইচ্ছা কর, তখন নিজ বিষ্ণুরূপের গুণসঙ্গরহিত শুদ্ধ মূর্ত্তি প্রকাশ কর, যেহেতু শিব ও ব্রহ্মার ন্যায় বিষ্ণুর গুণসঙ্গ নাই। শ্রীশুকদেবের উক্তিতে ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে "শিব শক্তিযুক্ত ত্রিলিঙ্গ ও গুণসংবৃত" ইত্যাদি. "হরি নির্গুণ প্রকৃতি হইতে পর সাক্ষাৎ-পুরুষ" ইত্যাদি, অতএব ব্রহ্মা ভগবানের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাহাতে "চন্দ্রিকাকিরণ সদৃশ অতিবিশদ-স্মিতসহ কৃত অরুণ-অপাঙ্গবীক্ষণ দ্বারা ভক্তমনোরথ সমূহের পূরণের ন্যায়, রজঃ ও সত্ত্বের দ্বারা স্রষ্টা ও পালকরূপে দেখিলেন, অর্থাৎ সত্ত্ববৎ বিশদস্মিত হইতে পালক, এবং রজোবৎ অরুণগুণে স্রষ্টার ন্যায় দেখিলেন। এখানে সাত্ত্বিকত্ব ও রাজসত্ব উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে, কোন বস্তু বিশেষ নিরূপিত হয় নাই। অতএব বর্ণ বলিতে রূপ, কান্তিমাত্র নহে। অথবা যদি গুণময়স্বরূপ অর্থ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সেই সেই গুণের ব্যঞ্জক আকারকে অপেক্ষা করিয়া উহা বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। শ্বেত বা রক্তবর্ণে উহার তাৎপর্য্য নহে।. (পরমাত্মসন্দর্ভে পালনার্থে গুণাবতার ক্ষীরোদশায়ী—বিষ্ণুর শ্যামবর্ণ মূর্ত্তির কথা ব্যক্ত হইবে।) বিষ্ণুর শ্যামবর্ণ অতি প্রসিদ্ধ। জনাত্যয় হেতু রুদ্রের শ্বেতবর্ণও অতি প্রসিদ্ধ, অতএব বর্ণ বলিতে গুণের ব্যঞ্জক অর্থ স্বীকার না করিলে, সর্ব্বত্রই বৈপরীত্যের আপাত হইয়া থাকে। গোভিলোক্ত সন্ধ্যোপাসনার স্থলেও এইরূপ দেখিয়া থাকি।

অতএব এখানে ব্রহ্মার রক্তবর্ণে তাৎপর্য্য নহে, সৃজন বাসনায় তাৎপর্য্য। সুতরাং সেই সেই গুণের সেই সেই বর্ণ নিয়ম সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ জগতেই দেখা যায় পরম তামস স্বভাব বক শ্বেতবর্ণ। আর পরম সাত্ত্বিক পুরুষগণেরও উপাস্য নারায়ণের বা শুকের শ্যামবর্ণ। অতএব তুমি ভক্তসম্বন্ধে কৃপা করিয়া সিসৃক্ষাদিরাগবহুল রজোগুণময়ী মূর্ত্তি ধারণ কর, এবং কৃষ্ণ—তমোময়ত্বহেতু স্বরূপ-প্রকাশ রহিত মূর্ত্তি ধারণ কর, এইরূপ অর্থই সঙ্গত। "পার্থিব, দারু হইতে ধূম, ধূম হইতে অগ্নি যেমন সাক্ষাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মের সাধক, তদ্রূপ লয়াত্মক তমো হইতে বিক্ষেপাত্মক রজো ব্রহ্মের কথঞ্চিৎ প্রকাশক, রজো হইতেও যাহা সত্ত্ব উহাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মের প্রকাশক। অতএব সেই সেই গুণানুরূপ গুণোপাধিক হয়

ব্রহ্মাদিরও উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে। শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যৎ সত্ত্বং তৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দর্শনং। অতস্তত্তদ্‌গুণোপাধীনাং হরব্রহ্মাদীনামপি যথোত্তরং বৈশিষ্ট্যং ইতি ভাবঃ।"

এখানে যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে লোককে ভ্রান্ত করিবার জন্যই, বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ করা হইতেছে, যেহেতু সম্প্রতি জনাত্যয় জন্যই কৃষ্ণাবতার এবং আমি তমোগুণেই এই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছি? এইরূপ আশঙ্কার অপনোদনার্থে উক্ত হইতেছে, "তুমি লোক রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ" এই শ্লোকে স্বামিপাদের উক্তি যথা—"রিরক্ষিষুঃ রক্ষিতুমিচ্ছুরবতীর্ণোঽসি কৃষ্ণেন বর্ণেন অতঃ-সাধূনাং রক্ষণার্থং রাজন্য সংজ্ঞা যে অসুরকোটীযুথপাস্তৈঃ নির্বুহ্যমানা ইতস্ততশ্চাল্যমানাশ্চমূঃ সেনা নিহনিষ্যসি।" সুতরাং এ সংহার প্রলয়ের সংহার নহে, সাধুগণের রক্ষাই অবতারের প্রয়োজন, অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বময়ত্ব ও সচ্চিদানন্দঘনত্ব বোধক প্রমাণান্তরের অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, গুণানুরূপ রূপেরই যদি অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, দুঃখমাত্র হেতু প্রলয়ের অবস্থা সুষুপ্তি ঐ সুষুপ্তি কাল দুঃখেরই অবসর, ইহা যেমন অবশ্য অঙ্গীকার্য্য, তদ্রূপ এইকালে ভগবৎকৃত রক্ষা দ্বারা জগতে সুখাদি বিহিত হইয়াছে, তৎসহ তামসপ্রকৃতি অসুর বিনাশ এবং উক্ত বিনাশ ব্যপদেশে তাহাদিগকে সর্ব্বগুণাতীত মুক্তি প্রদান রূপ কৃপা করিয়াছিলেন, অসুরগণও যখন কৃপা লাভ করিয়াছিল, তখন দুঃখানুভবের পরিবর্ত্তে মুক্তি-সুখানুভব করিয়াছিল সুতরাং তৎ সমকালে দুঃখানুভবের অবসরই থাকিতে পারে না।

"সৈন্ধব অনয়ন কর" এই শব্দ উচ্চারণ হইতে উভয়ার্থের প্রতীতি হইলেও, ভোজনাদি কালোচিত লবণ অর্থেরই যেমন বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও কাল ও কার্য্যোচিত অর্থ জানিতে হইবে। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যথা "সত্ত্বের জয় কালে দেব ও ঋষিগণের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে বর্দ্ধন করাও, রজোগুণের জয় কালে অসুরগণের ও তমোগুণের জয় কালে যক্ষ, রাক্ষসগণের দেহে রজো ও তমোকে বর্দ্ধিত করাইয়া কালের অনুরূপ গুণের ভজনা করিয়া থাক।"

অতএব বর্ণে কৃষ্ণ হইলেও উহা তমো গুণকৃত নহে, তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে। রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ হইতে রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ ইহা পূর্ব্বপক্ষীয় মত, পূর্ব্বপ্রদর্শিত শাস্ত্র যুক্তি বলে উহা খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তি প্রমাণ নিচয় হইতেও উহা যে স্বরূপ শক্তির দ্বারা প্রকাশিত, তাহাই পর্য্যবসিত হইবে।

শ্রীদেবকী দেবী ইহা পূর্ব্বেই সসম্ভ্রমে বলিয়াছিলেন—"তোমার যে রূপ ইহা অব্যক্ত আদ্য" ইত্যাদি এখানে রূপ শব্দ শ্রীবিগ্রহরূপবস্তুকে অধিকার করিয়াই বলা হইয়াছে।

এক্ষণে পুনশ্চ প্রকৃতানুসরণে—ন বিদ্যতে— শ্লোকে উক্ত গুণের ব্যাখ্যা করিতেছেন—তোমার গুণের একটি বিশেষ লক্ষণ যে আত্মারামগণের আকর্ষণ স্বভাবে পরম অদ্ভুত। "আত্মারাম মুনিগণও" "শ্রীহরির গুণে বিচলিত চিত্ত হইয়া" ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও উক্ত হইয়াছে "পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের স্বীয় অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যে তাঁহাতে সকল গুণেরই সম্ভব হইয়া থাকে, কিন্তু সেই পরম পুরুষে দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না। কোন কোন অতত্ত্বজ্ঞ মায়া দ্বারা তাঁহাতে গুণ ও দোষ উভয়ের সদ্ভাব বলিয়া থাকেন। কিন্তু উহা সমীচীন নহে, যেহেতু সেখানে প্রাকৃতিক মায়া বা মায়ির সম্ভাবনা না থাকায়, মায়িক গুণ দোষের সম্ভাবনা হইতেই পারে না। ঈশ্বর অমায়ী বলিয়াই যখন পরম—মায়াতীত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, তখন তাঁহাতে মায়িক রূপগুণাদি আসিতে পারে না, তৎসমুদায়ই তাঁহার স্বীয়-অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্য-সম্ভূত বলিয়াই জানিতে হইবে।"

অতএব উল্লিখিত শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তি অনুসারে তাঁহার রূপাদি স্বরূপ শক্তির বিলাসরূপ হওয়ায়, প্রাকৃত হইতে বিলক্ষণত্ব সাধিত হইতেছে। কিন্তু এখানে অপর এক আশঙ্কার আপতন হইতেছে যে, তাঁহার জন্মাদি স্বীয় স্বরূপ শক্তির বিলাস ভূত হইল—স্বীকার করিলেও, দেখা যায় যাহা স্বরূপ ভূত, তাহা পূর্ণ, যাহা পূর্ণ তাহার আবার প্রাপ্তির অর্থাৎ গ্রহণের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, লোকের বিনাশ ও অভ্যুদয়ের জন্য, অর্থাৎ লোক—ভক্তগণ তাহাদের সংসার ধ্বংস রূপ অপায় বিধান করিয়া, তাহাদিগকে ভক্তি সুখ প্রদান করা—সম্ভব। ভূ-ধাতুর প্রাপ্তি অর্থ প্রসিদ্ধ, অথবা

ইহা অবান্তর ভাব মাত্র, প্রকৃত কথা নিত্য পার্ষদ গণের ভক্তি সুখের উৎকর্ষ বিধানার্থ। অর্জ্জুনের বাক্যে ইহার স্পষ্ট উক্তি যথা—

"পৃথিবীর ভার হরণের জন্য তোমার এই অবতার একথা বলিতে পারি না, অনন্যভজন পরায়ণ নিজ-জনের হৃদয়ে নিরন্তর তোমার অনুধ্যান প্রসারিত করিবার জন্যই, তোমার অবতার।" অর্থাৎ যেমন তোমার পুরুষাদি অন্যান্য অবতারের প্রকট হইয়া থাকে, ইহা তদ্রূপ প্রকট হইলেও, সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাখ্য তোমার এই প্রাকট্য পরম ভক্তিমতী পৃথিবীর ভারহরণেচ্ছায় হইলেও, উহাই প্রাকট্যের মুখ্য কারণ নহে, তোমার অনন্য-ভক্তগণের হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ লীলার স্ফূর্ত্তি বিধানে, ভজন সুখের বিস্তারার্থই স্বয়ং তোমার এই প্রপঞ্চে আগমন। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ভক্তগণের সৌখ্য বিধানই প্রয়োজন, এবং তাহা হইলে শ্রীভগবানের লীলায় প্রয়োজনাপেক্ষার স্বীকার করিতে হয়, এবং প্রয়োজন সদ্ভাবে "পূর্ণানন্দ তাঁহার প্রয়োজনমতি কোথায়" ইত্যাদি বাক্যের সঙ্গতি কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তর "অনন্যভাবানাম্" এই শব্দেই দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীভগবান্ যদি তাঁহার উপর সম্পূর্ণনির্ভরকারী অনন্য ভজনপরায়ণ ভক্তকে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহাতে অকারুণ্য দোষের প্রসক্তি আসিয়া পড়ে। আত্মারামগণেও কারুণ্যগুণের অবকাশ দেখা যায়, যথা—"বিরুদ্ধ সমুদয় গুণই তাঁহাতে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে।" এই শাস্ত্র বাক্য হইতে, বিচিত্র গুণ-নিধান শ্রীভগবানে সমস্তই সম্ভব হইয়া থাকে। যে ভগবদ্গুণের অংশমাত্র অন্যত্র সঞ্চারিত হইলে তাহাকেও তদ্রূপ করিয়া থাকে বলিয়া, শ্রুত্যাদিতে বিঘোষিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া আপামর জীবকে আকর্ষণ করিয়া যে গুণ অবস্থিত আছে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং গোপীকাগণকে বলিয়াছিলেন, "দেখ জগতে অনেক রকম চরিত্রের লোক আছে, তন্মধ্যে আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী ইহারা ভজনকারী জনকেও ভজনা করে না, অতএব অভজন করিলে যে ভজনা করিবে, তাহা হইতেই পারে না? কিন্তু হে সখীগণ! আমি উক্ত চারি প্রকার ব্যক্তির মধ্যে কেহই নহি, আমি ইহাদিগের গণ্ডির বাহিরে আমি আমার স্বতঃসিদ্ধ কারুণ্যগুণে সকলকে অতিক্রম করিয়া পরম কারুণিক ও সুহৃৎ, আমার করুণা ভজন-অভজনকারী-সকলেই পাইয়া থাকে। তবে যে আমি ভজনকারিকেও ভজনা করি না, ইহা কেবল আমার প্রতি তাহাদিগের নিরন্তর ধ্যানপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য জানিবে। সুতরাং তাহাদের সাক্ষাতে প্রকটিত হইয়া ভজনা না করিলেও, আমি অপ্রকট থাকিয়া, আরো অধিক ভাবে তাহাদের ভজনা করিয়া থাকি।" অতএব এখানে "অনুকালমৃচ্ছতি" এই মূল পদ্যের ব্যাখ্যায়, পরম-সামর্থ্য সেই ভগবানের কৃপা, ভক্তজনের সুখের নিমিত্ত, স্বীয় স্বরূপানন্দেরবিলাসভূত পরমাশ্চর্য্যস্বভাবে হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার প্রয়োজন মতিস্বরূপে, আপ্তকামত্বে যে সংশয় উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আসিতেই পারে না। অতএব শ্রীভগবানের প্রয়োজন বলিতে, পরম শক্তি-সমর্থ সম্পন্নের আনন্দ-বিলাসই জানিতে হইবে। যথা—

"অসমর্থ কৃপালুর কৃপালুতা দুঃখের জন্যই প্রকাশ পায় এবং সমর্থ কৃপালুর কৃপালুতা সুখের জন্যই হইয়া থাকে।" গজেন্দ্র শ্রীহরিকে ইহা বলিয়াছিলেন ॥৪৮॥

তস্মাদপাণিপাদশ্রুতেরপি সদনন্তস্বপ্রকাশানন্দবিগ্রহ এব ভগবতি তাৎপর্য্যং নান্যত্রেতি প্রতিপাদয়ন্তি—

"তমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর
স্তববলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ॥" (ভাগ, ১০।৮৭।২৮)

অয়মর্থঃ—অত্র করণং নাম বাস্যাদিবৎ কর্ত্তৃশক্তি প্রেরিততয়া কার্য্যকরং কর্ত্তুর্ভিন্নতমং কেবলকরণত্বাপন্নমেব বস্তুজীকৃতং, ন তু স্বরূপত্বাপন্নমপি যত্তদপি। যথা দহনাদৌ তচ্ছক্ত্যাদিকং, গৌণার্থত্বাৎ স্বরাড়ুপদনিরুক্তেঃ

স্বেনেতি তৃতীয়ান্তপদস্য স্বরূপশক্ত্যাবেব পর্য্যবসানাচ্চ। ততো জীবস্য চিদ্রূপত্বাৎ পাণ্যাদীনাং স্বতো জড়ত্বাত্তদধীনশক্তীনাং তেষাং ভিন্নতমানাং করণত্বং মুখ্যার্থমেব। ততোঽসৌ তদাসক্তত্বাৎ সকরণঃ ত্বন্তু তদন্তর্য্যামী তদনাসক্তত্বাৎ তদনপেক্ষো যতঃ স্বরাট্ স্বরূপশক্ত্যৈব রাজসে ইতি। তথা প্রলয়কালাবসানে,—

"স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা।" (ভাগ, ১০।৮৭।২৩)

ইতি বিবুদ্গণগুরুভিরস্মাভিরপি নিজালম্বনত্বেন বর্ণ্যমানপরমদিব্যকরণগণবিচিত্রোঽপ্যসৌ অকরণ এব। কুতঃ? স্বরাট্—স্বেন স্বরূপশক্তিবিশেষসিদ্ধপ্রাদুর্ভাববিশেষেণ স্বরূপেনৈব তত্তৎকরণতয়া রাজসে। তেষাং স্বরূপভূতত্বেন মুখ্যকরণত্বায়োগাদিতি ভাবঃ। অন্যথৌপাধিকবস্তুদ্বারা তবাপি প্রকাশে কথং নাম স্বরাট্ত্বং সিধ্যেদিতি চ।

"আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃহ, উ, ৪।৪।১৯)

ইত্যাদি শ্রুতেঃ "আনন্দমাত্র করপাদমুখোদরাদিঃ" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। ননু ময়ি তথাভূতস্বরূপশক্তীনামস্তিতায়াং কিং প্রমাণং, তত্রাহুঃ "অখিলকারকশক্তিধরঃ" ইতি। অখিলেভ্যঃ প্রাণিভ্যঃ কারকাণি করণানি চক্ষুরাদিগোলকানি তেষু শক্তীশ্চেন্দ্রিয়ানি ধরসি দদাসীতি তথা সর্ব্বেষু তেষু তত্তদ্ধারণাৎ। তাস্তু ত্বয়ি স্বতঃসিদ্ধা অব্যয়াঃ পূর্ণা এব সন্তীতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—

"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষু" ইত্যাদ্যা (বৃহ, উ, ৪ ৪।১৮)
"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (শ্বে, উ, ৬.৮) ইত্যাদ্যা চ।

তদুক্তমেকাদশে—

"যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজঈহা॥" (ভাগ, ১১।৪।৪)

অতএব—

"বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্" (বে, সূ, ২।১।৩১) ইত্যত্র সূত্রকারোঽপি তদুক্তম্ ইত্যনেন, "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (বে,সূ,২।১।২৭) ইত্যুক্তরীত্যৈব শ্রুত্যেকগম্যং তর্কাতীতং তস্য বিকরণত্বং সকরণত্বঞ্চ সাধিতবান্। শ্রুতিশ্চ "নতস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" (শ্বে, উ, ৬।৮) ইত্যাদ্যা। অথবাখিলকারকশক্তিধরোঽপি ত্বমসাবকরণ এবেত্যন্বয়ঃ। কুতঃ? স্বরাড়িত্যাদি। অতঃ সর্ব্বতো বিলক্ষণমহিমত্বাৎ অনিমিষা দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ তৎপূজ্যা বিশ্বসৃজো ব্রহ্মাদয়োঽপি তব তুভ্যং বলিমুপহারম্ উদ্বহন্তি শিরোভির্বহন্তি। অজয়া তেষামধিকারিণ্যা মায়য়াপি সহিতাঃ। সাপি আভাসশক্তিরূপা স্বরূপানন্দশক্তিময়ায় তুভ্যমাত্মসম্পদুদ্ভাবনার্থং বলিং হরতীত্যর্থঃ। সমদন্তি চ মনুষ্যৈর্দত্তং হব্যকব্যাদিলক্ষণং বলিং ভক্ষয়ন্তি চ। অত্র দৃষ্টান্তঃ, বর্ষভুজ ইতি। বর্ষং খণ্ডমণ্ডলং। কথং বলিমুদ্বহন্তি, তত্রাহুঃ বিদধতীতি। ত্বদাজ্ঞাপালনমেব বলিহরণমিত্যর্থঃ।

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চম" (তৈ, উ, ২।৪।১)

ইতি শ্রুতেঃ। অথবা ননু মম পাণ্যাদিকরণানাং স্বরূপভূতত্বে যুক্তিং কথয়তেত্যত আহুঃ, অনিমিষাঃ করণাধিষ্ঠাতৃদেবাস্তব বলিমুদ্বহন্তীতি। আজ্ঞানজদেবব্রহ্মাদিবিশ্বসৃজঃ বিশেষাং সৃষ্টিহেতবঃ। অন্যে তত্তদধিষ্ঠাতৃ-

দেবতাশ্রয়াদেব করণৈর্বিষয়ং প্রকাশয়িতুম্ শক্নুবন্তি। ত্বং পুনস্তেষামপ্যাশ্রয় ইতি ত্বৎকরণানাং স্বপ্রকাশতাপত্তেঃ স্বরূপভূতত্বমেবেতি। অথাপ্যান্তাং মহাশক্তির্ম্মায়েবাশ্রয় ইত্যত আহুঃ, অজয়েতি। নন্বু জীবা অপি নিজেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণামাশ্রয়া ভবন্তি, তত্রাহুঃ—বিদধতীতি। বিষয়ভোগদ্বারেষ্বিন্দ্রিয়েষু ভবতা বিশ্বপতিনা দত্তাধিকারাণাং দেবানামেবাধিকার্য্যাঃ কতিপয়গ্রামভৌমিকা ইব জীবা, ইতি ন তেষামাশ্রয়াঃ, কিন্তু ভবানেব তেষামধিকারকত্বাদাশ্রয় ইতি ভাবঃ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ৪৯॥

তস্মাদ্বিলক্ষণপাণিপাদাদিত্বেনৈবাপাণিপাদাদিত্বম্। যথাহ—

"ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্ম্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্।

জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥"

(ভাগ, ১০।৬০।৪৫)

অত্র শ্রীভগবতি কেশাদীনাং শ্রূয়মাণানামানন্দস্বরূপত্বমন্যেষাং স্বভাবঃ এবেতি বৈলক্ষণ্যং স্পষ্টমেব। অতএব হি হিরণ্যকশিপুং প্রতি তন্মারকজননিষেধলক্ষণ বরদানমপি সঙ্গচ্ছতে।

"অস্ত্রভির্ব্বাসুমদ্ভির্ব্বা সুরাসুরমহোরগৈঃ।" (ভাগ, ৭।৩।৩৭),

ইতি; ন চৈতৎ করণস্য নিষেধপরং, কিন্তু কর্ত্তুরেব, কর্ত্তৃপ্রকরণাৎ, অপ্রাণিভিঃ প্রাণিভির্বেত্যুক্তেস্তস্যৈব প্রাপ্তত্বাৎ। হস্তর্জীববদ্দেহসাম্যেঽপি (হস্তৃজীববদ্দেহসাম্যেঽপি) সপ্রাণভাগান্নিক্রান্তস্য কর্ত্তরীয়নখাগ্রভাগস্য (কর্ত্তনীয়নখাগ্রভাগস্য) ত্যক্তপ্রাণত্বাচ্চ। তস্মাৎ অস্মাকং "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ" ইতি "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ" ইতি চ শ্রুতির্নাসঙ্গতেতি। অতএবোক্তং বারাহে—

"ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মেদোমজ্জাস্থিসম্ভবা

ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ।" ইতি।

তচ্চাপ্রাকৃতমূর্ত্তিত্বন্তস্য মহাযোগিত্বাদিচ্ছাকৃতমিতি ন, কিন্ত্বীশ্বরত্বান্নিত্যমেবেত্যর্থঃ। তথা চ প্রয়োগঃ। ঈশ্বরঃ সবিগ্রহঃ জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নবৎকর্ত্তৃত্বাৎ কুলালাদিবৎ। স চ বিগ্রহো নিত্যঃ ঈশ্বরকরণত্বাৎ তজ্জ্ঞানাদিবদিতি। অতএব বিলক্ষণত্বমপি। জীবচ্ছবমিতি চৈতন্যযোগেন জীবত্বং স্বতন্ত্রশবম্। ততঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্ত-চিদেকরসত্বাৎ সদা জীবত্বেবেতি বৈলক্ষণ্যং যুক্তং নিত্যানন্দচিদ্রূপত্বাদ্ভজনীয়ত্বং চ যুক্তমিতিভাবঃ। শ্রীরুক্মিণী শ্রীভগবন্তম্॥৫০॥

নামরূপিত্ববিধিনিষেধশ্রুতিভির্ব্বিবদমানানাং বিবাদাবসরে তদেব হ্যুপপাদয়তি।

"অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়োরেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্ময়োঃ।

অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাঙ্খ্যয়োঃ সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহত্তৎ॥" (ভাগ, ৬।৪।৩২)

অস্তীতি যোগঃ স্থূলোপাসনাশাস্ত্রং, তত্র হি ভগবতো নামরূপিত্বং শ্রূয়তে তদ্দৃষ্টকল্পনালাঘবাৎ ঘটপটাদিলক্ষণাখিলনামধেয়ত্বং পাতালপাদাদিকত্বঞ্চেতি বিধীয়তে। নাস্তীতি সাঙ্খ্যং জ্ঞানশাস্ত্রং, তত্রহি নিষেধশ্রুতিভিস্তস্য নামরূপিত্বং যন্নিষিধ্যতে তৎ প্রাপঞ্চিকনামরূপিত্বস্য কল্পিতত্বাৎ সর্ব্বথৈব নাস্তীতি নিশ্চীয়তে। তদুক্তমুভয়মতস্যৈব প্রাক্

"স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ" (ভাগ, ৬।৪।২৮) ইত্যাদিনা, "যদ্যন্নিরুক্তং বচসানিরূপিতং"

(ভাগ, ৬৪।২৯) ইত্যাদিনা চ, অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনি নিষ্ঠা যয়োঃ তমেব বিবাদং স্ফুটয়তি, ভিন্নৌ অস্তীতি নাস্তীত্যেবম্ভূতৌ বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ যয়োঃ তয়োঃ। নম্বাস্তামনয়োর্ভিন্নবিষয়ত্বং নেত্যাহ, একস্থয়োঃ সমানবিষয়য়োঃ। তদেবং বিবাদে সতি যৎ কিঞ্চিৎ সমং সমঞ্জসত্বেনৈব অবেক্ষিতং প্রতীতং বস্তু তদ্দ্বয়োরপি বৃহন্মহদনুকূলং ভবতি। কিন্তুৎ সমঞ্জসং, যৎ পরং নামরূপাদত্যন্তুতদভাবাচ্চ বিলক্ষণং; যত্র যুগপন্নামরূপিত্বানামরূপিত্বামপি বক্তুং শক্যেত, তদ্বিলক্ষণং কিমপি নামরূপলক্ষণমেব বস্ত্বিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। একস্মিন্নেব বস্তুনি নামরূপিত্ববিধিনিষেধাভ্যাং পরস্পরং শ্রুতয়ঃ পরাহতার্থাঃ স্যুঃ। অত্র তু পরত্বেনোভয়ত্রাপি প্রাক্তনযুক্ত্যা সমঞ্জসম প্রাকৃতনামরূপিত্বমেব বিধিনিষেধশ্রুতিতাৎপর্য্যেনোপস্থাপ্যত ইতি তত্তন্মত বিবাদমাত্রম্। ইত্থমেবাত্র শ্রীধ্রুবেণ নির্ব্বিবাদত্বমুক্তম্—

"তির্য্যঙ্‌নগদ্বিজসরীসৃপদৈত্যদেবমর্ত্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষম্।
রূপং স্থবিষ্ঠমজ তে মহদাদ্যনেকং নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ॥"

(ভাগ, ৪।৯।১৩) ইতি।

অত্র রূপশব্দস্যৈবোভয়ত্র বিশেষ্যত্বেন, "ভূপ! রূপমরূপঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ" ইতি বৈষ্ণব বাক্যানুসারেণ চ অতঃপরং চতুর্ভুজাদিত্বলক্ষণং রূপং বপুরিত্যর্থঃ। তচ্চাগ্রে দর্শয়িষ্যতে। তন্ন বেদ্মি এতৎপর্য্যন্তং কালং নাজ্ঞাশিষমিত্যর্থঃ। তদেব ব্যনক্তি;

"যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলমনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভির্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু॥" (ভাগ, ৬।৪।৩৩)

যো নামরূপ রহিত এব নামানি রূপাণি চ ভেজে প্রকটিতবান্, জন্মকর্ম্মভিঃ সহ তানি চ প্রকটিতবানিত্যর্থঃ। ব্যতিরেকেদোষমাহ—অনন্তঃ। যদি তস্মিন্নামরূপিত্বাদিকং নাস্তি তর্হি তচ্ছক্তিমত্ত্বং প্রতি সান্তত্বমেব প্রসজ্যেতেতি। তদুক্তং প্রচেতোভিঃ—

"ন হ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়তে।" (ভাগ, ৪।৩০।৩১) ইতি।

তত্তৎ প্রকাশনে হেতুঃ ভগবান্ ভগাত্মকশক্তিমান্। তস্যাঃ শক্তের্ম্মায়াত্বং নিষেধতি, পরমঃ পরাখ্যশক্তিরূপা মা লক্ষ্মীর্যস্মিন্; অন্যথা পরমত্বব্যাঘাতঃ স্যাদিতি ভাবঃ।

"তস্মান্নমায়য়া সর্ব্বং সর্ব্বমৈশ্বর্য্যসম্ভবম্।
অমায়ো হীশ্বরো যস্মাত্তস্মাত্তং পরমং বিদুঃ॥"

ইত্যুক্তেঃ। নম্বু সর্ব্বনাম বিশ্বরূপত্বে তদ্গ্রাহিষ্ণে চ সন্ত্যেব তত্তদুপাসকাঃ প্রমাণম্, অত্র তু কে স্যুরিত্যাশঙ্ক্যাহ, পাদমূলং ভজতামনুগ্রহার্থমিতি। যোগসাঙ্খ্যয়োস্তত্তত্ত্বং ন সম্যক্ প্রকাশতে কিন্তু ভক্তাবেব।

"ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তস্মাদযুক্তং তয়োর্বিবাদমাত্রত্বমিতি ভাবঃ। অতএব বক্ষ্যতেঽনন্তরমেব—

"ইতিসংস্তুবতস্তস্য স তস্মিন্নঘমর্ষণে।
প্রাদুরাসীৎ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ॥
কৃতপাদঃ সুপর্ণাংশে———" (ভাগ, ৬।৪।৩৫-৩৬)

ইত্যাদি। পাদমূলং ভজতামিত্যনেন তান্ প্রতি রূপপ্রাকট্যাৎ পূর্ব্বমপি রূপমস্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতম্—

"চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ভেজ ইত্যতীতনির্দ্দেশঃ প্রামাণ্যদার্ঢ্যায়ানাদিত্বং বোধয়তি। অনন্তপদস্য চ নামানি রূপাণি চানন্তান্যেবেতি ভাবঃ।

অত্র "প্রাকৃতনামরূপরহিতোঽপি" ইতি টীকা চ॥ দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমম্॥ ৫১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব অপাণিপাদ শ্রুতিরও নিত্য, অনন্ত, স্বপ্রকাশ, আনন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানেই তাৎপর্য্য, নির্ব্বিশেষ করচরণাদি রহিত ব্রহ্মে যে উহার তাৎপর্য্য নহে, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রুত্যধ্যায়ে যথা—"তুমি করণ সম্বন্ধরহিত হইয়াও অখিল প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়াদির শক্তি প্রবর্ত্তিত করাইয়া থাক, যেহেতু তুমি স্বরাট্ স্বয়ংই দীপ্তি পাইতেছ, অবিদ্যাবৃত ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং তাহাদের পূজ্য বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদিও মনুষ্যাদি দত্ত হব্য, কব্যাদি লক্ষণ বলি গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা সকলেই আবার অত্যন্ত চকিত হইয়া তোমার পূজার বিধান করিয়া থাকে। অর্থাৎ অধিকৃত দেবতাগণ নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া তোমার আজ্ঞাপালন বা পূজা করিয়া থাকে। জগতে যেমন খণ্ড প্রদেশাধিপতি প্রজোপহৃত করাদি স্বয়ং ভোগ করিলেও উপঢৌকনাদি দ্বারা সম্রাটের তুষ্টি বিধান করিয়া থাকে, শ্রীভগবানকেও তদ্রূপ ব্রহ্মাদি দেবগণ পূজা করিয়া থাকে।"

অপাণিপাদ শ্রুতির শ্রীভগবানেতাৎপর্য্য

ইহার বিশেষ অর্থ যথা,—করণ বলিতে বুঝিয়া থাকি যাহার সাহায্যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, যেমন কাষ্ঠাদি ছেদন কার্য্যে কুঠারাদি বুঝিয়া থাকি, উহা কর্ত্তৃশক্তি প্রেরিত হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে, অতএব করণত্ব ধর্ম্মাপন্ন বস্তু কর্ত্তা হইতে পৃথক বস্তুরূপে অঙ্গীকৃত বলিতে হইবে। কিন্তু যাহা স্বরূপত্বাপন্ন যেমন দহনাদি কার্য্যের প্রতি অগ্নির দাহিকাশক্ত্যাদি, ইহা অগ্নির স্বরূপ হইতে পৃথক না হইয়াও দাহের কারণ হওয়ায়, ইহাকে গৌণ করণ বলা হয়।

স্বরাট্ পদের নিরুক্তিতে তৃতীয়াস্ত পদ স্বরূপশক্তিতেই পর্য্যবসিত হওয়ায় উহাও গৌণ। জীবের চিদ্রূপতা বশতঃ এবং তাহার হস্ত, পদাদির স্বতঃই জড়ত্ব নিবন্ধন, তদধীন শক্তিসম্পন্ন হস্ত পদাদি জীব হইতে ভিন্ন হওয়ায় উহাদের মুখ্যকরণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। জীব ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিতে না পারায়, উহার ইন্দ্রিয়াসক্তি অবশ্যম্ভাবী সুতরাং জীব সকরণক। কিন্তু তুমি অকরণক, তুমি জীবের অন্তর্য্যামী হইলেও তোমার করণাসক্তি না থাকায়, তুমি অনপেক্ষ, যেহেতু তুমি স্বরাট্ তোমার কার্য্য ইন্দ্রিয়াদি করণ সাপেক্ষ নহে, তুমি তোমার স্বরূপ শক্তিতেই রাজিত হইতেছ।

প্রলয় কালাবসানে তোমার শ্রীমূর্ত্তির হস্তাদির মনোহারিত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব শ্রুত হওয়ায় উহারও সচ্চিদানন্দময়ত্ব স্বরূপাভিন্নত্ব সিদ্ধই রহিয়াছে যথা—"স্ত্রিগণ কামতঃ উরগেন্দ্র ভোগ সদৃশ মনোহর বর্ত্তুল ভুজদ্বয়ের কমনীয় শোভায় মুগ্ধ হইয়া যাহা নিয়ত ধ্যান করিয়া থাকে। আর শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা আমরাও তোমার সম কৃপালাভের পাত্র, আমরা তোমার চরণ কমল মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া অন্তে তোমাকে প্রাপ্ত হইব।" স্বামিপাদ এই শ্লোকের অর্থ সংগ্রহে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন—

"চরণস্মরণং প্রেম্না তব দেব সুদুর্লভম্।
যথা কথঞ্চিন্ হরে! মম ভূয়াদহর্নিশম্॥"

অর্থাৎ হে হরি! প্রেমভরে বিভোর হইয়া তোমার চরণের স্মরণ সুদুর্লভ। আমি যেন কোন রকমে অহর্নিশ তোমার চরণ স্মরণ করিতে পারি এই কৃপা বিতরণ কর। অতএব মহর্ষি বেদব্যাসাদি বিদ্বদ্গণ-গুরুগণের ও

আমাদিগের উপাসনার পরম আলম্বনভূত বর্ণ্যমান বিচিত্র দিব্য পাণিপাদাদি করণে শোভিত হইলেও তুমি অকরণ। যেহেতু তুমি স্বরাট্—স্বীয় স্বরূপশক্তি বিশেষে সিদ্ধ যে প্রাদুর্ভাব ঐ প্রাদুর্ভাব বিশেষে সেই হস্তপদাদি করণে পরিশোভিত হইয়া, রাজিত হইতেছ। কিন্তু উক্ত হস্তপদাদি করণের স্বরূপ ভূতত্ব নিবন্ধন, জীববৎ তোমার হস্তপদাদির মুখ্য করণতা নাই, কারণ উহা করণ হইয়াও কর্ত্তা সদৃশ বলিয়া করণ বিদ্যমানেও তুমি অকরণক। অন্যথা ঔপাধিক বস্তুদ্বারা তোমার প্রকাশ বা কার্য্য স্বীকার করিলে, স্বরাট্ত্ব—রূপ-ধর্ম্মের অর্থাৎ স্বপ্রকাশত্বের সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে?

"তুমি আনন্দ, অজর, পুরাণ, এক হইয়াও বহুপ্রকারে দৃশ্যমান হইয়া থাক।" "অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা এক তুমি ভিন্ন আর কিছু নাই" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "যাঁহার হস্ত, পদ, মুখ, উদরাদি সকলই আনন্দময়" ইত্যাদি স্মৃতিতে তোমার উক্ত প্রভাবের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। এখানে শ্রীভগবান যদি জীবকে ভ্রান্ত করিয়া তাঁহার স্বরূপ গোপনাভিপ্রায়ে আশঙ্কা উত্থাপন করেন, ঈদৃশী শক্তির অস্তিত্বে প্রমাণ কি? তদুত্তরে উক্ত হইয়াছে—"অখিল কারক শক্তিধর" অর্থাৎ তুমি অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অখিল প্রাণিগণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনাদি সকল শক্তিই প্রদান করিতেছ। ঐ সকল প্রাণিকে সেই সকল শক্তি প্রদান কর বলিয়া তোমার ঐ সমুদায় শক্তি যে নিত্যা স্বতঃসিদ্ধা, অব্যয়া, ও পরিপূর্ণা রূপে তোমায় বিদ্যমানা রহিয়াছে তাহা সিদ্ধ হইতেছে। শ্রুতি বলেন—"তুমি প্রাণেরও প্রাণ চক্ষুরও চক্ষু" "পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল, ক্রিয়া, প্রভৃতি বিবিধা শক্তি আছে।" শ্রীভাগবতের

পাণিপাদাদির স্বরূপ ভূততা

একাদশ স্কন্ধে "যাঁহার ইন্দ্রিয় দ্বারা সমষ্টি ব্যষ্টি জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় নামক উভয় ইন্দ্রিয় সকল শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ-ভূত-সত্ত্বা হইতে প্রাণিগণের জ্ঞান, যাঁহার শ্বসন ও প্রাণ হইতে প্রাণিগণের দেহশক্তি, ইন্দ্রিয় শক্তি সকল উদ্ভূত ও শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে।" ইত্যাদি উক্তি দেখা যায়। অতএব "বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্" এই সূত্রেও উক্ত বিকরণত্বের আশঙ্কার সমাধান করিয়াছেন। অর্থাৎ "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" এই সূত্রে চিন্তার অতীত বিষয়ে যেমন শব্দই একমাত্র প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে এবং তৎপক্ষে মণ্ডুকাদি শ্রুত্যুক্ত "বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং" ইত্যাদি শব্দ প্রমাণে তাঁহার অচিন্ত্য দিব্য রূপাদির বিষয় প্রতিপাদিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। এমন কি যাঁহার জাগতিক বিভূতি ভূত মণি মন্ত্রাদির অচিন্ত্য প্রভাব সর্ব্বানুভব সিদ্ধ, সেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর স্বীয় শক্তির অচিন্ত্যত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় উপস্থিত না হইয়া বরং উহা সুসিদ্ধান্তিতই হইয়াছে। তদ্রূপ বিকরণ বা সকরণ সম্বন্ধে শব্দই যে প্রমাণ, তাহা দেখান হইয়াছে"—গোবিন্দভাষ্য—যথা—

"কর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণো ন সম্ভবত্যনিন্দ্রিয়ত্বাৎ, শক্তিমন্তোঽপি দেবাদয়ঃ সেন্দ্রিয়া এব তত্তৎকার্য্যক্ষমা বিজ্ঞায়ন্তে। ব্রহ্ম ত্বনিন্দ্রিয়ং কথং বিশ্বকার্য্যায় ক্ষমং স্যাৎ।·········এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্। (বেদা সূ, ২।১।৩১)

অনিন্দ্রিয়ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বং নেতি যদুচ্যতে তদুক্তম্—উত্তরত্র স্বাভাবিক পরশক্তিকতাং দর্শয়ন্ত্যা শ্রুত্যৈব তৎসমাহিতং—তথাহি তৈরেব পঠ্যতে তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ পতিং পতীনাং পরমং পুরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্············সকারণং কারণাধিপাধিপো—ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপ ইতি······ পাণ্যাদি বর্জ্জিতোঽপ্যসৌ মহাপুরুষো গ্রহণাদি কার্য্যভাগ্ ভবতীত্যুক্তম্ প্রাক্।············প্রাকৃত করণ বিরহেঽপি স্বরূপানুবন্ধিকরণ মত্ত্বাদনুপপন্নং ন কিঞ্চিদপি।············সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি তৈরেব পঠিতত্বাৎ॥"

অর্থাৎ প্রথম আশঙ্কা হইল, অনিন্দ্রিয় ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় কি না? শক্তিসম্পন্ন দেবতারা সকলেই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট, এবং সেন্দ্রিয় বলিয়াই তাঁহাদের কার্য্যক্ষমত্ব দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়বত্তা যদি কার্য্যক্ষমত্বের নিয়ামক হয়, তাহাহইলে অনিন্দ্রিয় ব্রহ্ম কিরূপে বিশ্বকার্য্যে সমর্থ হইবেন? ইত্যাকার পূর্ব্বপক্ষীয় মত খণ্ডনার্থে এই সূত্রের অবতারণ করিতেছেন;—

ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় রহিত বলিয়া যে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অযুক্ত হইবে, তাহা বিবেচিত হইতে পারে না; কারণ শ্রুতিই উত্তর বাক্যে স্বাভাবিক পরা শক্তি সমন্বিতত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং তাহা হইতে উক্ত আশঙ্কার সমাধান করিয়া অনিন্দ্রিয়ত্বেও ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব অযুক্ত হয় না, তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। শ্রুতি যথা—"তিনি ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও পরম ঈশ্বর। তিনি দেবতাগণেরও পরম দেবতা। তিনি লোকপালগণেরও অধীশ্বর। প্রধানেরও প্রধান, ত্রিভুবনের ঈশ্বর ও পূজ্য। তাঁহার কার্য্য বা করণ নাই। তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। তাঁহার স্বাভাবিকী পরা শক্তি শ্রবণ করা যায়। তাঁহার জ্ঞান্ ক্রিয়া ও ইচ্ছা শক্তি সকলই স্বাভাবিকী। তাঁহার অধিপতি বা ঈশ্বর কেহ নাই। তিনি বিশ্বের কারণ। তিনি কারণাধিপগণেরও অধিপতি। তাঁহার জনক বা অধিপতি উভয়ই নাই।" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁগার হস্তপদাদি করণের (ইন্দ্রিয়ের) নিষেধ করিয়াও, উক্ত মহাপুরুষের গ্রহণাদি কার্য্যের কথা বলিয়াছেন। তিনি যথন ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেবতাবৃন্দেরও অধিপতি ও নিয়ামক, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়ের অসদ্ভাব বোধক শ্রুতির প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াসদ্ভাব অর্থ জানিতে হইবে, প্রাকৃত করচরণাদি না থাকিলেও, স্বরূপানুবন্ধি পরশক্তিময় অপ্রাকৃত শরীরেন্দ্রিয়াদির সদ্ভাব বশতঃ তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বাদি কোন কিছুরই অনুপপত্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রুতির অন্যত্র তাঁহার সর্ব্বতঃ পানিপাদাদির বিশেষ উল্লেখ থাকায় তাঁহার তর্কাতীত বিকরণত্ব ও সকরণত্ব সাধিত হইয়াছে। অথবা অখিলকর্ত্তৃত্ব শক্তি ধারণ করিয়াও তুমি পরম কারণ স্বরূপ এবং স্বয়ং অকরণ, যেহেতু তুমি স্বরাট্। অতএব সর্ব্বরকমেই তোমার মহিমা বিলক্ষণ হওয়ায়, অনিমিষ ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং তাহাদেরও পূজ্য বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি তোমার উপহার মস্তকে করিয়া বহন করিয়া থাকে। ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের অধিকারে অবস্থিতা স্বীয়া যে মায়া ঐ মায়ার সহিত উহারা তোমার উপহার প্রদান করে। অর্থাৎ ঐ মায়া তোমার শক্তির নিকট অতি তুচ্ছা, স্বরূপানন্দ শক্তিময় তোমার নিকট হইতে তাহারা নিজ সম্পদের উদ্ভব কামনায় তোমার পূজা করিয়া থাকে, জগতে যজ্ঞাদিতে মনুষ্য দত্ত হব্য, কব্যাদি লক্ষণ পূজা তাহারা গ্রহণ বা ভক্ষণ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তোমার শক্তি বলিয়া অথবা তোমার কৃপাশক্তির বলে তাহারা শক্তি সম্পন্ন বলিয়া অর্চ্চিত হইয়া থাকে, জাগতিক দৃষ্টান্তে খণ্ড মণ্ডলাধিপতি সাধারণ প্রজাবৃন্দের নিকট করাদি পূজা গ্রহণ করিয়া যেমন মহামণ্ডলেশ্বর সম্রাটের আরাধনা করিয়া থাকে, তদ্বৎ দেবতাগণও তদীয় শক্তিগণের সহিত নিয়ত তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে। তৈত্তিরিয়ক শ্রুতিতে যথা—"ইঁহা হইতে ভীত হইয়া বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, সূর্য্য প্রতিনিয়ত উদিত হইয়া থাকে, ভীত হইয়াই অগ্নি ও ইন্দ্র স্বীয় স্বীয় অধিকার সম্পাদন করে, মৃত্যুও যথাকালে প্রাণিগণকে গ্রাস করিয়া থাকে।" শ্রুতি তোমার যে ঐশ্বর্য্যের কথা স্পষ্ট ঘোষণা করিতেছে, তদুপরি তোমার ঐশ্বর্য্যের বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তব্য কিছু থাকিতে পারে না, অতএব হে ভগবন! তুমি যে সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন তৎপক্ষে কোন সন্দেহই আসিতে পারে না। যদি বল তোমার হস্ত পদাদি করণের (ইন্দ্রিয়ের) স্বরূপ ভূতত্বের সম্বন্ধে যুক্তি কি? তদুত্তরে শ্রুতিগণ বলিতেছেন; অনিমিষাঃ—করণাধিষ্ঠাতৃদেববৃন্দ তোমার পূজা বিধান করিয়া থাকেন। সৃষ্টি কাল হইতে প্রাপ্ত-দেবত্ব বিশ্ব-স্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অন্য দেবতা বা জীবগণ সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবগণের আশ্রয়ে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। তুমি সেই সমস্ত দেবতাগণেরও আশ্রয়, সুতরাং তোমার ইন্দ্রিয় তাহাদের নিরপেক্ষ হওয়ায় উহাদিগকে স্বপ্রকাশ না বলিয়া গত্যন্তর নাই, অতএব তুমি স্বয়ং যেমন সচ্চিদানন্দময় তোমার ইন্দ্রিয়াদিও তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময়। তথাপি যদি বলা যায় মহাশক্তি মায়াই আশ্রয় হউক? তৎ-সমাধানে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; অজয়া—মায়ার সহিতই দেবতারা পূজা বিধান করিয়া থাকে বলায়; মায়ার আশ্রয়তা নিরস্ত হইয়াছে পুনশ্চ যদি এরূপ আশঙ্কা হয় জীবগণও নিজ নিজ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃগণের আশ্রয় হইয়া থাকে তদুত্তরে;—বিদধতী—অর্থাৎ বিশ্বপতি আপনার দ্বারা দত্তাধিকার দেবতাগণের অধিকারে অবস্থিত জীবসমূহ কতিপয় গ্রামভৌমিক তুল্য, সুতরাং এবমবস্থাপন্ন জীব কথন তাহাদের আশ্রয় হইতে পারে না। একমাত্র তুমিই সর্ব্বাধিকারিত্ব বশতঃ সকলকারই আশ্রয় হইতেছ, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। শ্রুতিগণ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন॥ ৪৯॥

জীবের ও দেবতাগণের হস্ত পদাদি হইতে শ্রীভগবানের হস্ত পদাদি বিলক্ষণ স্বভাবের হওয়ায়, হস্তপদাদি বিদ্যমানে

—আপাণি পাদাদিত্বের স্থাপনা। বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে যথা—"হে স্বামিন্! তোমার পাদপদ্ম-মকরন্দের আঘ্রাণ করিয়াও, যে স্ত্রী ত্বক, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশাদিদ্বারা বহিরাবৃত এবং মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, কফ, বিষ্ঠা, পিত্ত ও বায়ু পরিপুরীত দেহধারী জীবন্তে মৃত কাহাকেও কান্ত বুদ্ধিতে ভজনা করে, সে বিমূঢ়া অর্থাৎ তদপেক্ষা আর দুর্ভাগ্যবতী নাই।" এখানে শ্রীভগবানে শ্রূয়মাণ কেশাদির আনন্দ স্বরূপতা এবং অন্যত্র উহার অভাব হইতে পরস্পরের বৈলক্ষণ্য স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। অতএব হিরণ্যকশিপুর প্রতি তাহার মারক- জনের ও অস্ত্রের নিষেধথ্যাপক ব্রহ্মার বরদানেরও সঙ্গতি হইতেছে। যথা—"বিগত প্রাণ বা সপ্রাণ দেব অসুর উরগাদি হইতে" ইত্যাদি বাক্য কর্ত্তৃপ্রকরণে পঠিত হওয়ায়, ইহা করণের (ইন্দ্রিয়াদির) নিষেধ পর নহে, কিন্তু কর্ত্তারই নিষেধপর; অপ্রাণিগণ বা প্রাণিগণ হইতে কর্ত্তাকেই পাওয়া যাইতেছে। হনন কর্ত্তার জীবের ন্যায় দেহে সাম্য বিদ্যমান থাকিলেও, সপ্রাণদেহ ভাগ হইতে নিষ্ক্রান্ত কর্ত্তনীয় নখাগ্রভাগের ত্যক্তপ্রাণতা বশতঃ পূর্ব্বের কর্ত্তৃ—পদপর অর্থ সঙ্গত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের হস্ত-পদাদির বিলক্ষণতা

সেকারণ আমাদিগের "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র" "অস্যমহতোনঃশ্বসিতম্" ইত্যাদি শ্রুতিরও অসঙ্গতি হইতেছে না। অতএব বরাহপুরাণ বচনে যথা—"তাঁহার মূর্ত্তি প্রাকৃত মেদ, মজ্জা ও অস্থির দ্বারা হয় নাই, যোগজও নহে, কিন্তু ঈশ্বরত্ববশতঃ অচ্যুত, বিভু, সত্যস্বরূপ হইতেছে।" অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ অচ্যুতের মূর্ত্তিও সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার অপ্রাকৃত সেই মূর্ত্তিমত্ত্ব মহাযোগিত্ববশতঃ ইচ্ছাকৃত নহে, সর্ব্বদেশে ও কালে যিনি স্বীয় ঈশিতৃত্ব শক্তিকে লইয়া অবস্থিত আছেন তাঁহার মূর্ত্তি নিত্য, ইহাই উপরিউক্ত শ্লোকাদির তাৎপর্য্য। কুম্ভকারাদিবৎ জ্ঞান ইচ্ছা প্রযত্নবৎ কর্ত্তৃত্ব হেতুক—ঈশ্বর সবিগ্রহ, ইত্যাকার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের জ্ঞানাদি যেমন নিত্য তদ্রূপ তাঁহার মূর্ত্তি বা শরীর নিত্য। সুতরাং অপর সমস্ত প্রাণির শরীর হইতে তাঁহার বিলক্ষণত্বও সুসিদ্ধ রহিয়াছে। পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "জীবচ্ছবং" পদে জীবিত হইয়াও মৃত একথার তাৎপর্য্য এই যে জীবদেহে চৈতন্যের সংযোগ হইলে, চেতনার উন্মেশ হইয়া থাকে, নতুবা ঐ দেহ স্বতঃ অচেতন বা শব সদৃশ।

শ্রীভগবানের বিগ্রহ বা শরীর চিৎসম্বন্ধে চেতিত নহে, যেহেতু তিনি চিদেকরস অর্থাৎ চিদ্‌ভিন্ন যাহাতে অপর কিছু নাই, সচ্চিদানন্দ স্বরূপের শরীরও সচ্চিদানন্দময়, সদা সর্ব্বক্ষণই জীবিত, এই নিত্য চিদ্ভাবেই বৈলক্ষণ্য সুসঙ্গত হইতেছে। এই নিত্য-আনন্দচিদ্রূপ-শ্রীভগবন্মূর্ত্তির ভজনীয়তাও যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। ইহা শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন ॥৫০॥

এক্ষণে শ্রীভগবানের নাম ও রূপ সম্বন্ধে বিধি ও নিষেধ শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া পরস্পর বিবাদকারিগণের বিবাদাবসরে উক্ত শ্রুত্যাদি হইতে নাম ও রূপই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইতেছে যথা—"উপাসনাদি যোগ শাস্ত্র ও সাংখ্যাদি জ্ঞান শাস্ত্রে অভিহিত এক ব্রহ্মনিষ্ঠ অস্তি ও নাস্তি উভয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের বিবাদে প্রতীত বৃহৎ ব্রহ্মই বিবাদের আস্পদ হইতেছেন, পাদাদি বিধি ও নিষেধ অধিষ্ঠান ভূত এক বস্তুকে অবলম্বন ব্যতিরেকে হইতে পারে না, সুতরাং উহা পাদাদিমৎ রূপেরই অনুকূল হইতেছে।"

অনামরূপ শ্রুতির অপ্রাকৃতনামরূপে তাৎপর্য্য

অর্থাৎ-- অস্তি এই শব্দের প্রতিপাদক স্থূল উপাসনা শাস্ত্র, উহাতে শ্রীভগবানের নাম ও রূপবত্বের বিষয় বিশ্রুত হইয়াছে দৃষ্ট বস্তুতে কল্পনা লাঘব হওয়ায়, ঘটপটাদি অখিল নামধেয়ত্ব ও পাতাল পাদাদিত্ব—শ্রুতিই বিধান করিয়াছেন। নাস্তি—এই শব্দ সাংখ্য জ্ঞানশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপাসনায় যখন বিরাটরূপের পাতালাদিকে তাঁহার পাদরূপে অভিহিত করিয়া উহা উপাসনার বিষয় করা হইয়াছে, তখন নিষেধ শ্রুতির ভিন্নরূপ তাৎপর্য্য অবশ্যই স্বীকার্য্য, প্রাপঞ্চিক নামও রূপ কল্পিত হওয়ায়, তাঁহার নাম ও রূপ যে কল্পিত নহে তাহাই এখানে নিশ্চয় করিয়াছেন। এই উভয় মত উত্থাপনের পূর্ব্বে অনুরূপ উক্তিও দেখা যায়, যথা—"তিনি সকল নামধারী, তিনি বিশ্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যে, তথা—"যাহা যাহা বাক্যে অভিহিত এবং বুদ্ধিতে ব্যবসিত" ইত্যাদি বাক্যেও তাঁহার উভয় অবস্থা বলা হইয়াছে। অতএব অস্তি, নাস্তি এই দুয়ের নিষ্ঠা যে বস্তুতে হইয়াছে তিনিই অস্তিনাস্তির আস্পদ। এখানে উভয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের বিষয়ভেদ স্বীকার করা যাইতে পারে না, যেহেতু একস্থয়োঃ—এই বাক্যে বিরুদ্ধ উভয়ের

সমবিষয়ত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এবম্বিধ বিবাদস্থলে যাহাতে উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া প্রতীত হয়, তাহাই উভয়েরই মহদনুকূল বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

উক্ত সামঞ্জস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হইয়াছে, পরং—নাম রূপ ও নাম রূপের অত্যন্ত অভাব হইতে যাহা বিলক্ষণ, উহাই পর; অর্থাৎ যাহাতে যুগপৎ নাম-রূপিত্ব ও অনাম-রূপিত্ব উভয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ করা যায়, এবম্প্রকার নাম ও রূপ সম্পন্ন বস্তুই বুঝিতে হইবে। এক বস্তুতে নাম রূপের বিধি ও নিষেধ দ্বারা পরস্পর শ্রুতি সকলের অর্থ পরাহত হয়। সুতরাং এখানে বিলক্ষণ বস্তুরূপে পূর্ব্বোক্ত যুক্ত্যনুসারে উভয় শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অপ্রাকৃত নাম রূপের সম্বন্ধে বিধি ও প্রাকৃত নাম-রূপের নিষেধই শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারে উপস্থাপিত হইয়াছে, ইহাই উক্ত উভয় মতের বিবাদ মীমাংসা।

এইরূপ অর্থাবলম্বনে, ভগবদ্দত্ত জ্ঞান লাভ করিয়া ধ্রুব মহাশয় কর্ত্তৃক নির্ব্বিবাদের বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, যথা—"হে অজ! তির্য্যক, নগ, দ্বিজ, সরীসৃপ, দেব, দৈত্য, এবং মর্ত্ত্যাদিরূপে ও মহদাদি অনেকাকারে ব্যাপ্ত সদসদ্ হইতে বিলক্ষণ তোমার বিরাট্ রূপের বিষয় জানিতে সক্ষম হইয়াছি, কিন্তু হে পরম! ইহার পর, শব্দ ব্যাপারের অতীত তোমার ঈশ্বর স্বরূপের তত্ত্ব অবগত হইতে পারি নাই।"

এই শ্লোকে উভয়ত্র রূপ—শব্দের বিশেষ্যত্বে উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণেও যথা "হে ভূপ! তাঁহার রূপ ও অরূপ পর ও অপর" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত রূপ বা মূর্ত্তিমত্ত্বের সম্বন্ধে বিশেষ্য নির্দ্দেশই দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং উভয়ত্র বাক্যের সঙ্গতি হইতে ইহার পরও যে তোমার চতুর্ভুজ দ্বিভুজাদি নিত্য (রূপ) শ্রীবিগ্রহ (রূপ শব্দের বিগ্রহার্থ অগ্রে ব্যক্ত হইবে) আছে উহা এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই; ইহাই এখানে ব্যক্ত করা হইয়াছে। হংস গুহ্য স্তবে যথা—"অনন্ত অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য শ্রীভগবান যিনি প্রাকৃত নাম রূপাতীত হইয়াও পাদপদ্ম ভজন পরায়ণ ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বোর্জ্জিত রূপ ও কর্ম্মানুসারে নামের প্রকট করিয়া থাকেন, সেই পরম পুরুষ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" অর্থাৎ যিনি নাম রূপ রহিত হইয়াও স্বীয় জন্ম ও কর্ম্মের সহিত নাম রূপের প্রকট করিয়া থাকেন, যেহেতু—অনন্ত; তাঁহাতে নাম-রূপের অসদ্ভাব বলিলে, তাঁহার শক্তিমত্ত্বের প্রতি সান্তত্ব-দোষ প্রসক্তি হয়। প্রচেতার উক্তিতে অনন্ত পদের স্পষ্টার্থ দেখান হইয়াছে যথা—"যাঁহার বিভূতির অন্ত নাই তিনিই অনন্ত নামে, অভিহিত হয়েন।" সুতরাং নাম-রূপের অসদ্ভাবে বিভূতির সান্তত্ব অনিবার্য্য। রূপ নামাদি প্রকাশ সম্বন্ধে হেতু—ভগবান্ অর্থাৎ ভগাত্মক শক্তিমান, এবং উক্ত শক্তির মায়াত্ব নিষেধে পরম—পদের সন্নিবেশ হইয়াছে; অর্থাৎ পরাখ্য শক্তিরূপা মা—লক্ষ্মী যাঁহাতে বিদ্যমান তিনিই পরম পদে অভিহিত হয়েন। অন্যথা পরমত্বেরও ব্যাঘাত হইয়া থাকে। "অতএব তাঁহার কোন কার্য্যই মায়িক নহে, সকলই তদীয় ঐশ্বর্য্য সম্ভূত, তিনি অমায়ী তিনি ঈশ্বর এই জন্যই তাঁহাকে পরম বলিয়া জানিবে।" ইত্যাদি অনুকূল উক্তি দেখা যায়।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে, সকল নাম ও বিশ্বরূপবত্ত্বের সদ্ভাবে অসদ্ভাবে তাঁহার উপাসকগণই প্রমাণ রহিয়াছেন, এখানে উপাসক কোথায় এরূপ আশঙ্কাও আসিতে পারে না; কারণ পাদমূল ভজনকারিগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ প্রকট করিয়া থাকেন, যোগ ও সাংখ্যাদি দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয় না, কিন্তু ভক্তের ভক্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। "ভক্তিই ভগবানকে দেখাইয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। অতএব পরস্পর উভয় মতের বিবাদ মাত্রতা অসঙ্গত নহে যেহেতু উহা তত্ত্বপ্রকাশক হইয়াছে। অনন্তর তৎপরবর্ত্তি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "ইত্যাকারে দক্ষ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া অঘমর্ষণ ভক্তবৎসল ভগবান্ গরুড়ে আরোহণ করিয়া তাহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছিলেন।" ইত্যাদি এবং পূর্ব্ব শ্লোকে "পাদ মূলং ভজতাং" এইরূপ অভিধান হইতে যৎকালে ভগবান প্রকট রূপে দর্শন দিলেন, তৎপূর্ব্বেও যে তাঁহার রূপ—হস্তপদাদি বিশিষ্ট বিগ্রহ ছিল, তাহাও অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। চরণং পবিত্রং—ইত্যাদি শ্রুতিও তাহারই পরিচয় দিতেছে। এবং "ভেজে"—এই পদে অতীতকাল নির্দ্দেশ হইতে অতীত কালেও শ্রীবিগ্রহ সদ্ভাবের দার্ঢ্য বিধানে অনাদিত্ব বোধিত হইয়াছে। স্বামিপাদও স্বীয় টীকায় "প্রাকৃত নামরূপ রহিত হইলেও" ইত্যাকার আভাসে, নিত্য অপ্রাকৃত বিগ্রহ অঙ্গীকার করিয়াছেন। দক্ষ মহাশয় শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন ॥৫১॥

তদেবং নিত্যত্বাদ্ বিভুত্বাৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ স্থূলসূক্ষ্মপ্রাকৃতবস্তুতিরিক্তত্বাৎ প্রত্যগ্রূপত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ সর্ব্বশ্রুতিসমন্বয়সিদ্ধত্বাত্তদ্রূপং-পরমতত্ত্বরূপমেবেতি সিদ্ধম্। তথৈব হি পরমবৈদুষ্যেণানুভূতং স্পষ্টমেবাহ, ত্রিভিঃ।

"রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন
শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং
যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্।
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি।
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ।" (ভাগ, ৩৷৯৷২-৪)

টীকাচ—ননু ত্বমপি সম্যক্ ন জানাসি, যত্ত্বয়া দৃষ্টং রূপমেতদপি গুণাত্মকমেব, নির্গুণং ব্রহ্মৈব তু সত্যং তত্রাহ, রূপমিতি দ্বাভ্যাম্। অববোধরসোদয়েন শশ্বন্নিবৃত্তং তমো যস্মাত্তস্য তব যদেতদ্রূপং, ত্বয়ৈব স্বাতন্ত্র্যেণ সতামুপাসকানামনুগ্রহায় গৃহীতমাবিষ্কৃতম্। অবতারশতস্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মকস্য যদেকং বীজং মূলম্, তৎপ্রদর্শনার্থং গুণাবতারবীজত্বং দর্শয়তি যন্নাভীতি। হে পরম! অবিদ্ধবর্চ্চঃ-অনাবৃতপ্রকাশম্ অবিকল্পং-নির্ভেদম্ অতত্রবানন্দমাত্রম্। এবম্ভূতং যদ্ভবতঃ স্বরূপং তৎ অতো রূপাৎ পরং ভিন্নং ন পশ্যামি কিন্তু ইদমেব তৎ। অতঃ কারণাৎ তে-তব অদ-ইদং রূপমাশ্রিতোঽস্মি। যোগ্যত্বাদপীত্যাহ, একমুপাস্যেষু মুখ্যং, যতো বিশ্বসৃজম্। অতএব অবিশ্বং বিশ্বস্মাদন্যৎ। কিঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চাত্মানং কারণমিত্যর্থঃ। নন্বেবমপি সোপাধিকমেতদর্ব্বাচীনমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ, তদেবেদং হে ভুবনমঙ্গল! যতস্তে ত্বয়া অস্মাকমুপাসকানাং মঙ্গলায় ধ্যানে দর্শিতম্। ন হ্যব্যক্তবর্ত্মাভিনিবেশিতচিত্তানামস্মাকং সোপাধিকং দর্শনং যুক্তমিতি ভাবঃ। অতস্তুভ্যং নমোঽনুবিধেম অনুবৃত্ত্যা করবাম। তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং নাদ্রিয়ন্তে, তত্রাহ, যোঽনাদৃত—ইতি। অসৎপ্রসঙ্গৈ-র্নিরীশ্বরকুতর্কনিষ্ঠৈঃ"

ইত্যেষা। অত্র কল্পিতমপ্যর্থান্তরং তস্য বিদ্বদ্গণগুরুত্বান্নসংভবত্যেবেতি ব্যঞ্জিতং, ন হ্যব্যক্তবর্ত্মেতি। উক্তঞ্চৈতৎ স্তুতিতঃ প্রাক্ "অব্যক্তবর্ত্মাভিনিবেশিতাত্মেতি" (ভাগ, ৩৷৮৷৩৪) "মাং নাদ্রিয়ন্ত" ইতি বিগ্রহরূপং

মামিত্যেবার্থঃ। বিগ্রহস্যৈব পরব্রহ্মত্বেন স্থাপিতত্বাৎ। অতএব যে বিগ্রহমেতাদৃশতয়া ন মন্যন্তে তে বিবদমুভব বিরুদ্ধমতয়ো নেশ্বরমপি মন্যন্ত ইত্যত আহ, নিরীশ্বরেতি। যত এব—

"যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥" (ভাগ, ৩।৯।৫)

ইত্যনন্তরপদ্যে তু শব্দেন যোঽনাদৃত ইত্যাদ্যুক্তেভ্যো বহির্মুখজনেভ্যো বিলক্ষণত্বেন নির্দ্দিষ্টানাং তাদৃশশ্রীভগবদ্রূপনিষ্ঠানামেব শ্রুতিবাতনীতমিতি-শব্দেন প্রমাণেন, ভক্ত্যা গৃহীতচরণ-ইত্যনুভবেন চ প্রাশস্ত্যমুক্তম্॥ ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণম্॥ ৫২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রযুক্ত্যনুসারে নিতাত্ব, বিভুত্ব, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব, স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রাকৃত-বস্তু হইতে অতিরিক্তত্ব, প্রত্যগ্‌রূপত্ব, স্বপ্রকাশত্ব, সর্ব্বশ্রুতি সমন্বয়-সিদ্ধত্ব হইতে শ্রীভগবানের রূপ বা বিগ্রহ পরমতত্ত্বভূত-নিত্যবিগ্রহ, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে উহার বৈদ্বদ্যদ্বারা স্পষ্টানুভবের বিষয় বলিতেছেন, অর্থাৎ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎ দর্শনে স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বক্ষমাণ শ্লোকত্রয়ে কথিত হইতেছে; যথা "অববোধরসের উদয়ে নিত্য-নিবৃত্ত-তম, অবতার শতের একমাত্র বীজভূত তোমার এইরূপ বা বিগ্রহ, উপাসকগণকে কৃপা করিবার নিমিত্ত যে রূপের আবিষ্কার করিয়াছ, এবং যাহার নাভিপদ্ম-ভবন হইতে আমি আবির্ভূত হইয়াছি। হে পরম! তুমি বিশ্বস্রষ্টা অতএব বিশ্ব হইতে ভিন্ন হইয়াও স্থূলসূক্ষ্ম মহাভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতারও কারণভূত, এইরূপকে, অনাবৃত প্রকাশ, নির্ভেদ, আনন্দমাত্রস্বরূপ তোমা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করিনা, এই কারণে আমি তোমার এই রূপের বা বিগ্রহেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

ভগবদ্রূপেরপরতত্ত্বত্ব

হে ভুবন মঙ্গল! আমাদিগের (উপাসকগণের) প্রতি মঙ্গলবিধান করে ধ্যানে বশীভূত হইয়া যে মূর্ত্তিতে তুমি দর্শন দিয়া থাক, নিরীশ্বর কুতর্ক-নিষ্ঠ নারকী যাহার অনাদর করে, হে ভগবন্! আমি তোমার সেই শ্রীমূর্ত্তির উদ্দেশে বারম্বার প্রণাম করি।"

উক্তশ্লোকত্রয়ের স্বামিপাদের টীকা যথা—"প্রথমতঃ আশঙ্কা করিতেছেন ব্রহ্মা তুমিও আমার সম্যক্ তত্ত্ব জান না যেহেতু আমার দৃষ্ট এইরূপ, ইহা গুণাত্মকই গুণাতীত ব্রহ্মই সত্য। ইত্যাকার আশঙ্কা অপনোদন মানসে ব্রহ্মার উক্তি; রূপম্ ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা। অববোধরসের উদয়ে নিত্য নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে তমো-অর্থাৎ ঔপাধিক সম্বন্ধ যাহা হইতে, এমন যে তোমার এইরূপ, সম্পূর্ণ-স্বাধীন তোমাকর্ত্তৃক উপাসকগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য গৃহীত অর্থাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বাত্মক অবতার শতের যাহা একমাত্র বীজ-মূল, এবং উক্ত অবতার শতের মূলত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত গুণাবতারেরও বীজত্ব দেখাইতেছেন, যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ইত্যাদি, হে পরম! অবিদ্ধবর্চ্চ-অনাবৃতপ্রকাশ, অবিকল্প-নির্ভেদবিকল্পপরিশূন্য অতএব আনন্দমাত্র এবম্ভূত তোমার স্বরূপ যে রূপ অর্থাৎ তোমাতে ও তোমার রূপেতে কোন পার্থক্য নাই, তুমি যেমন সচ্চিদানন্দময় স্বতন্ত্র, তোমার রূপও স্বতন্ত্র সচ্চিদানন্দ অতএব তোমার রূপ হইতে তোমাকে ভিন্ন দেখিতেছি না কিন্তু ইহাই, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট তোমার মূর্ত্তিই তুমি। এইকারণে তোমার এই রূপের—মূর্ত্তির শরণাপন্ন হইলাম। তোমার এই শ্রীমূর্ত্তির শরণাপন্ন হইবার পক্ষে বিশেষ যোগ্যতাও দেখা যায়, যেহেতু উপাস্যগণের মধ্যে তুমিই মুখ্য, যেহেতু তুমি বিশ্বের স্রষ্টা,

সুতরাং তুমি বিশ্বাতীত, কারণ স্রষ্টা ও সৃজ্য বস্তু কখন এক নহে, তুমি সৃজ্য বিশ্ব হইতে পৃথক। অর্থাৎ সমস্তভূত ও ইন্দ্রিয়ের কারণ। অতএব গুণাতীত। আজ যে তোমাকে মূর্ত্তিমৎস্বরূপে দর্শন করিতেছি, সে তুমিও কি সোপাধিক? ইত্যাকার অর্ব্বাচীন কল্পিত আশঙ্কার পরিহার জন্য বলিতেছেন; তাহা নহে। যেহেতু তোমার মূর্ত্তি তোমার স্বরূপভূত, হে ভুবন মঙ্গল! মাদৃশ উপাসকের মঙ্গল নিমিত্ত ধ্যানে ত্বৎকর্ত্তৃকই মূর্ত্তি দর্শিত হইয়াছে, অব্যক্তবর্ত্মে অভিনিবিষ্টচিত্ত মাদৃশ জনের ঔপাধিক দর্শন সঙ্গত হইতেই পারে না, সুতরাং উহা ঔপাধিক নহে, ইহাই এখানের তাৎপর্য্য।

ভগবদ্রূপেরপরতত্ত্বে বিদ্বদনুভব

অতএব হে ভগবন! আমি তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি। এখানে যেন শ্রীভগবান আশঙ্কার আরোপ করিয়া বলিতেছেন—কোন কোন ব্যক্তি আমার অনাদর করে কেন?

তদুত্তরে বলিতেছেন "যেঽনাদৃত" ইত্যাদি অর্থাৎ নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিরা অসৎতর্কের অবতারণা করিয়া শ্রীভগবানের বিগ্রহাদিতে অনাস্থা করিয়া থাকে। এখানে স্বামিপাদের ইহাই অভিপ্রায়।

এই শ্লোকে কল্পিত কোন অর্থান্তরের আপাতন সম্ভাবিত হইতে পারে না, বিদ্বদ্গণশ্রেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং যে তৎকালে অব্যক্তবর্ত্মে-নিবেশিত-চিত্ত, তাহা স্বীয় মুখে স্তুতির পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামিপাদ টীকায় "তবে তাহারা কেন আমাকে আদর করে না," স্থলে "মাং" পদের দ্বারা যে বিগ্রহে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই বিগ্রহেরই সম্বন্ধে অনাদর বুঝিতে হইবে, যেহেতু তৎকালে তিনি সেই শ্রীমূর্ত্তিতেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে ব্রহ্মার বাক্যে তাঁহার বিগ্রহেরই পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব যাহারা এই ভগবদ্বিগ্রহকে এতাদৃশ নিত্য-আনন্দ-চিদ্রূপে স্বীকার না করে, তাহারাই বিদ্বদনুভবের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, তাহারা যখন শাস্ত্র প্রতিপাদিত বিদ্বদনুভব অস্বীকার করিতে পারে, তখন অনায়াসে ঈশ্বর অস্বীকারও করিতে পারে, ইহা বলাই বাহুল্য! তজ্জন্যই স্বামিপাদ তাহাদিগের সম্বন্ধে "নিরীশ্বর" পদের উল্লেখ করিয়াছেন। যেহেতু উক্ত হইয়াছে—

"হে নাথ! যাহারা শ্রুত্যাদি-বাত-প্রবাহিত তোমার চরণাম্বুজকোষের গন্ধ কর্ণবিবরে আঘ্রাণ করিয়া থাকে, পরাভক্তিবলে গৃহীত চরণ ত্বদীয় সেই ভক্তের হৃদয়াম্বুজ হইতে তুমি কখন দূরে যাইতে পারনা, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে তুমি বাস করিয়া থাক।" এই শ্লোকের "তু" শব্দ হইতে শ্রীভগবদ্রূপে পরানিষ্ঠা প্রাপ্ত জনের, "শ্রুতিবাতনীত"—এই শব্দ হইতে শাস্ত্র প্রমাণ এবং "ভক্ত্যাগৃহীতচরণঃ"—এই শব্দ হইতে অনুভব, এতদুভয়ের দ্বারা "যেঽনাদৃত" শ্লোকোক্ত বহির্মুখ জন হইতে, (উল্লিখিত গৃহীত চরণ ভক্তের) বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশে শ্রেষ্ঠত্বই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে ইহা বলিয়াছিলেন ॥৫২॥

আবেশাবতারতয়া প্রতীতস্য শ্রীঋষভদেবস্যাপি বিগ্রহ এবং যোজ্যতে, যথা—

"ইদংশরীরং মম দুর্বিভাব্যং তত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্ম্মঃ।
পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম্ম আরাদতো হি মামৃষভং প্রাহুরার্য্যাঃ॥" (ভাগ, ৫।৫।১৯)

ইদং মনুষ্যাকারশরীরং হি নিশ্চিতং দুর্বিভাব্যং দুর্বিতর্ক্যং যত্তত্ত্বং তদেব। যত্রৈব ধর্ম্মো ভাগবতলক্ষণস্তত্রৈব মে হৃদয়ং মনঃ। যদ্ যস্মাত্তদ্বিপরীতাদিলক্ষণোঽধর্ম্মো ময়া পৃষ্ঠে কৃতঃ। ততঃ পরাঙ্মুখোঽহমিত্যর্থঃ। অতএব বক্তুরস্য ঋষভদেবস্য চ সর্ব্বান্তিমলীলাপি ব্যাজেনান্তর্দ্ধানমেব প্রাকৃতলোকপ্রতীত্যনুসারেণৈব তু তথা বর্ণিতম্। আত্মারামতারীতিদর্শনার্থম্। তদুক্তম্

"যোগিনাং সাম্পরায়বিধিমনুশিক্ষয়ন্" (ভাগ, ৫।৬।৬) ইতি।

অতঃ স্বকলেবরং জিহাসুরিতাত্র কলেবরশব্দস্য প্রপঞ্চ এবার্থঃ। উপাসনাশাস্ত্রে তস্য তথা প্রসিদ্ধেঃ তথা—

"অথ সমীরবেগবিধুতবেণুসঙ্ঘর্ষণজাতোগ্রদাবানলস্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহ"

(ভাগ, ৫।৬।৮)

ইত্যস্য বাস্তবার্থে তু তেন সহেতি কর্ত্তৃসাহায্যে তৃতীয়া। গৌণমুখ্যন্যায়েন কর্ত্তর্য্যেব প্রাথমিকপ্রবৃত্তেঃ। ততশ্চ দাবানলস্তদ্বনবর্ত্তিতর্ব্বাদিজীবানাং স্থূল দেহং দদাহ, ঋষভদেবস্তু সূক্ষ্মং দেহমিতি তস্য সর্ব্বমোক্ষদত্বমনুসন্ধেয়ম্।

"স যৈঃ স্পৃষ্টোঽভিদৃষ্টো বা সংবিষ্টোঽনুগতোঽপি বা।
কোশলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥" (ভাগ, ৯।১১।২২)

ইতিবৎ। ততোঽনলসাধর্ম্ম্যং বর্ণয়িত্বা তদ্বদন্তর্দ্ধানমেব তস্যেতি চ ব্যঞ্জিতম্। অতএব "ঋষভদেবাবির্ভাবস্তৃতীয়োঽধ্যায়" ইত্যেবোক্তম্ ন তু তজ্জন্মেতি। শ্রীঋষভদেবঃ স্বপুত্রান্ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীনারায়ণের কথা দূরে থাক, আবেশাবতার রূপে প্রতীত শ্রীঋষভদেবের বিগ্রহেও এইরূপ নিরুপাধিক নিত্যচিদ্বিগ্রহের যোজনা হইয়া থাকে ; যথা—

"আমার এই মনুষ্যাকার শরীর অবিতর্ক্য যেহেতু ইহা আমার ইচ্ছা মাত্রে গৃহীত, বিশুদ্ধসত্ত্বময়তত্ত্ব এই হৃদয় যেখানে ধর্ম্ম অবস্থিত রহিয়াছে। কারণ আমাকর্ত্তৃক অধর্ম্ম দূরহইতেই উৎসারিত হইয়াছে, তজ্জন্য আর্য্যরা আমাকে ঋষভ আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে।" অর্থাৎ এই মনুষ্যাকার শরীর নিশ্চয়ই দুর্বিভাব্য (তর্কাতীত) যে তত্ত্ব তৎস্বরূপই জানিবে, যেখানে ভাগবত লক্ষণ-ধর্ম্ম সেইখানেই আমার হৃদয় অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম্মই আমার হৃদয়, এবং যেখান হইতে উহার বিপরীত লক্ষণ অধর্ম্ম, মৎকর্ত্তৃক পরাভূত বা অপসারিত হইয়াছে অর্থাৎ অধর্ম্ম হইতে আমি সর্ব্বক্ষণই পরাঙ্মুখ আছি। অতএব বক্তা ঋষভদেবের সর্ব্বশেষ অন্তিম লীলাও যে অন্তর্ধান মাত্র, তাহা ছল পূর্ব্বক প্রাকৃত লোকের প্রতীত্যনুসারে তদনুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার অপর কারণ আত্মারামগণের শরীর ত্যাগের রীতি প্রদর্শনার্থও বলা যাইতে পারে। যথা—"যোগিগণের দেহত্যাগের প্রকার শিক্ষা করাইয়া" অতএব "স্বীয় কলেবর ত্যাগেচ্ছু" এখানে কলেবর শব্দের প্রপঞ্চ অর্থই সঙ্গত, উপাসনা শাস্ত্রের বহুস্থলেই দেখা যায় কলেবর শব্দ প্রপঞ্চার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। "বায়ুবেগে পরিচালিত হইয়া বৃক্ষাদি সঙ্ঘর্ষজ দাবানল সেই বনকে দাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহিত সমস্ত বনকে দাহ করিল" এখানে প্রকৃত অর্থ "তেন সহ" এই তেন পদে কর্ত্তৃসাহায্যে তৃতীয়া বিভক্তি বুঝিতে হইবে। গৌণ মুখ্য ন্যায়ের অনুশাসনে কর্ত্তাতেই প্রথম প্রবৃত্তি, অনন্তর সেই দাবানল সেই বনস্থিত বৃক্ষাদি জীবের স্থূল দেহ দাহ করিয়াছিল। ঋষভদেবের দেহ স্থূলের অতীত সুতরাং তিনি যে অগ্নির সহায়তা করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার দেহ যে দাহ হয় নাই, ইহাই এখানের তাৎপর্য্য।

ঋষভদেবের অপ্রাকৃত দেহ

কারণ তিনিই যখন সকলকে মোক্ষপ্রদান করিয়াছিলেন, তখন যাঁহার নিজের মোক্ষপ্রদাতৃত্ব শক্তি তিনি সামান্য বহ্নির সাহায্যে স্বীয় কলেবর দাহ করাইতে পারেন না, আর তাঁহার সাহচর্য্যে বনস্থ বৃক্ষাদি জীব স্বীয় স্থূলদেহ ত্যাগের সাবকাশ লাভ করিয়াছিল। আমরা শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস ব্যাপারেও দেখি—"যাহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিল, যাহারা স্পর্শ করিয়াছিল, তিনি যেখানে উপবেশন করিয়াছিলেন, যাহারা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল সেই কোশলবাসী জনগণ সকলেই দেহমুক্ত হইয়া যোগিগণ-গম্য স্থানে গমন করিয়াছিল।" অতএব এখানে অনলের সাধর্ম্ম্য বর্ণন করিয়া তাঁহার অন্তর্ধানই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এজন্য অধ্যায় শেষে ঋষভদেবের আবির্ভাব রূপ তৃতীয় অধ্যায় ইহাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জন্ম এরূপ উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীঋষভদেব স্বীয় পুত্রগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥৫৩॥

তদেবং ঋষভস্যাপি বিগ্রহে তাদৃশতা চেৎ কিমুত স্বয়ং ভগবত ইত্যাহ—

"মুণিগণ নৃপবর্য্য সঙ্কুলেঽন্তঃ
সদসি যুধিষ্ঠির রাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশিগোচর এষ আবিরাত্মা॥" (ভা, ১৷৯৷৪১)

টীকাচ—

"এষ জগতামাত্মা মম দৃশিগোচরো দৃষ্টিপথঃ সন্নাবিঃ প্রকটো বর্ত্ততে। অহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ।" ইত্যেষা। শ্রীভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তম্॥৫৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

আজ যখন আমরা ঋষভদেবের (বিগ্রহ) সম্বন্ধে এইরূপ অপ্রাকৃত বিগ্রহের বিষয় অবগত হইতেছি; তখন সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে! ভীষ্মদেবের উক্তিতে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—"যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে মুণিগণ ও নৃপশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা পরিবৃত সভামধ্যে যিনি মুণিশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অহো! কি মনোহর রূপ, কি আশ্চর্য্য মহিমা ইত্যাকারে অভিহিত ও সাশ্চর্য্যে বিলোকিত হইয়া পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আজ আমার দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া সাক্ষাৎ প্রকট হইয়াছেন, অহো! আমার কি সৌভাগ্য।" এখানে স্বামিপাদ, স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের জগৎ পূজ্যতা স্মরণ করিয়া ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন; এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন "ইনি জগতের আত্মা আমার দৃষ্টিপথের সম্মুখে প্রকট হইয়াছেন, ইহা আমার অল্প ভাগ্যের কথা নহে" ইত্যাদি।

ভগবদ্বিগ্রহের জগৎ পূজ্যতা

অতএব এখানে দেখা যাইতেছে, তিনি যে বিগ্রহে আসিয়াছিলেন, সেই বিগ্রহেই তিনি জগদাত্মা। সুতরাং সেই বিগ্রহটী যে ঔপাধিক বা জীবকল্পিত নহে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে॥ ৫৪॥

তত্রৈবচ—

"রূপং যত্তদ্" ইত্যাদৌ "স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ"। (ভাগ, ১০৷৩৷২৪) ইতি।

যত্তৎ কিমপি রূপং বস্তু প্রাহুর্বেদাঃ। কিং তদ্বস্তু-তদাহ, অব্যক্তমিত্যাদি "এবম্ভূতং কিমপি কার্য্যকল্প্যং বস্তু যৎ, স এব সাক্ষাদক্ষিগোচর স্ত্বং বিষ্ণুরিতি।" তথা চ পাদ্মে নির্ম্মাণখণ্ডে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীবেদব্যাস বাক্যম্—

"ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন!
যত্তৎ সত্যং পরংব্রহ্ম জগদ্যোনিং জগদ্পতিম্।
বদন্তিবেদশিরসশ্চাক্ষুষং নাথ! মেঽস্তু তৎ॥"

ইতি। তত্র হেতুঃ, অধ্যাত্মদীপঃ দেহিতৎকারণকার্য্যসঙ্ঘপ্রকাশকত্বেনাবভাসমান ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতস্য ন তব ভয়শঙ্কেতি ভাবঃ। ইত্যেষ প্রকরণানুরূপঃ শ্রীস্বামিদর্শিতভাবার্থোঽপি শ্রীবিগ্রহপর এব। অন্যত্র ভয়সম্ভাবনানুপপত্তেঃ। শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তম্॥৫৫॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীদেবকী দেবীর বাক্য ও শ্রীবিগ্রহের সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দেখা যায়—"তোমার এই যে রূপ" এই শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন "সেই তুমি অধ্যাত্মদীপ সাক্ষাৎ বিষ্ণু।" কংস ভয়ে ভীতা দেবকী পুত্ররূপে আবির্ভূত শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের দর্শন লাভ করিয়া স্বয়ং কৃতার্থা হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে জাত পুত্র সকল বিনষ্ট হওয়ায়, পুত্রের প্রাণ রক্ষায় বড়ই ভীতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার আর সে ভয়ের আশঙ্কা নাই, তিনি পুত্রের রূপের কথা বলিতেছেন বেদসকল সেই যে রূপের কথা বলিয়া থাকে, কি সে বস্তু? অব্যক্তাদি কি? না, এবম্ভূত কার্য্যকল্প যে বস্তু, সে এই যে বিগ্রহে আমার চক্ষুর গোচরে অবস্থিত হইয়াছ, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু তুমিই বেদের অভিহিত বস্তু। পদ্মপুরাণে নির্ম্মাণখণ্ডে শ্রীভগবান্‌কে বেদব্যাস বলিয়াছিলেন "হে মধুসূদন! আমি তোমাকে আমার এই চক্ষুতে দেখিতে ইচ্ছা করি, সত্য, পরব্রহ্ম, জগদ্যোনি, জগৎপতি ইত্যাদি নামে বেদ যাঁহাকে বলিয়া থাকেন, হে নাথ! সেই, সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্ম জগৎপতি আমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হউন।" এখানে দেবকীদেবীর বাক্যের সহিত বেদব্যাস মহাশয়ের প্রার্থনার ঐক্য হইতে সেই বেদ প্রতিপাদ্য বস্তু যে সাক্ষাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়েন, তাহা দেখান হইয়াছে। আজ তিনিই সেই মূর্ত্তিতে দেবকীর সম্মুখে উপস্থিত, তৎপক্ষে যোগ্যতম হেতু দেওয়া হইয়াছে—অধ্যাত্মদীপ—অর্থাৎ দেহী-জীব, তাহার কারণ ও কার্য্যসত্ত্বের প্রকাশকত্বে যিনি নিত্য, অবভাসমান রহিয়াছেন, সকলকে প্রকাশিত করিতেছেন। অতএব এবম্ভূত যে তুমি, সে তোমার ভয় শঙ্কা নাই। দেবকী দেবীর এই উক্তি অতীব সমীচিন কারণ পুত্র বিগ্রহে ভয় শঙ্কা থাকিলেও এই মহাপুরুষ লক্ষণসূচক পুত্র মূর্ত্তি দর্শনে তিনি শুচিস্মিতা হইয়াছিলেন কেননা শ্রীভগবান্‌ই আত্মজরূপে মূর্ত্তিমান্। এই প্রকরণের অনুরূপ স্বামিপাদের প্রদর্শিত ভাবার্থ মূলগ্রন্থে দেখিলে সকলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন, তিনি এখানে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহপর ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যদ্যপি ইহার তাৎপর্য্য অন্যপ্রকার হইত, তাহা হইলে ভয় শঙ্কার অনুৎপত্তি হইত না॥ ইহা শ্রীদেবকীদেবী শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন॥ ৫৫॥

অতস্তদংশানামপি তাদৃশত্বমাহ—

"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্॥" (ভাগ, ১০।১৩।৫৪)

টীকাচ—

সর্ব্বেষাং মূর্ত্তিমত্ত্বেঽপ্যবিশেষমাহ, সত্যজ্ঞানেতি। সত্যাশ্চ জ্ঞানরূপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরূপাশ্চ। তত্রাপি তদেকমাত্রা বিজাতীয়সম্ভেদরহিতাঃ। তত্রাপি একরসাঃ সদৈকরূপা মূর্ত্তয়ো যেষাং তে। যদ্বা সত্যজ্ঞানাদিমাত্রৈকরসং যদ্ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তির্যেষাং ইতি। অতএব উপনিষদ্ আত্মজ্ঞানং সৈব দৃক্ চক্ষুর্যেষাং তেষামপি হি নিশ্চিতম্। অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যাঃ ন স্পৃষ্টং স্পর্শযোগ্যং ভূরিমাহাত্ম্যং যেষাং তে তথাভূতঃ, "সর্ব্বে ব্যদৃশ্যন্তেতি" ইত্যেষা। অত্র মাত্র পদং তদ্বর্ণাদীনাং স্বরূপান্তরঙ্গধর্ম্মত্বং বোধয়তি। ন হ্যত্রাপরস্মিন্নর্থে মূর্ত্তিশব্দঃ কেবলাত্মপর ইতি স্বামিনঃ শ্রীশুকদেবস্য বা মতং, লক্ষণায়াঃ কষ্টকল্পনাময়ত্বাৎ। অস্পৃষ্টেত্যত্র অস্পৃষ্টেতি ভূরিমাহাত্ম্যেতি অপীতি উপনিষদ্দৃগেতি পদচতুষ্টয়স্যৈবব্যস্তস্য সমস্তস্য চ সারস্যভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ উক্তপ্রকরণানুরোধাৎ "তেঽচক্ষুভাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্" (৩।১৫।৩৮) ইত্যাদ্যুদাহরিষ্যমাণানুসারাৎ

"স্বসুখ" ইত্যাদি শ্রীশুকহৃদয়বিরোধাচ্চ। অতএব "বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং, বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে, তয়োবনিত্য-সুখবোধতনৌ" ইত্যাদিবাক্যানি চ ন লাক্ষণিকতয়া কদর্থনীয়ানি। তথৈব—

"আনন্দমূর্ত্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধম্" ইত্যাদৌ
"দোর্ভ্যাংস্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্ত
মানন্দমূর্ত্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপম্" (ভাগ, ১০।৪৮।৭)

ইত্যাদৌ চ দর্শনালিঙ্গনাভ্যামন্যার্থত্বং ব্যবচ্ছিদ্যতে। উক্তঞ্চ মহাবারাহে—

"সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হেয়োপাদেয়রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥
পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
দেহদেহিভিদাশ্চাত্র নেশ্বরেবিদ্যতে ক্বচিৎ॥" (ভাগ, ৪।৪।৩১)

ইতি। শ্রীশুকঃ॥ ৫৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

তাঁহার অংশমূর্ত্তিরও তাদৃশতা (অপ্রাকৃত নিত্যবিগ্রহত্ব) সম্বন্ধে বলিতেছেন যথা—"আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ পরম-জ্ঞানিগণও যাঁহার সত্য জ্ঞান ও অনন্তানন্দস্বরূপ মূর্ত্তি সকলের মহিমা অবগত হয়েন না।" স্বামিপাদ উহার তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন, "মূর্ত্তিমত্ত্বে সকলকারই অবিশেষ অর্থাৎ একবিধতা যথা—সত্য, জ্ঞানরূপ, অনন্ত, আনন্দরূপ মূর্ত্তি সকল যাঁহার। যাহা তদেকমাত্র—কোন বিজাতীয় ভেদ যাহাতে একেবারেই নাই, এবং যে মূর্ত্তিসকল সদাই একরূপে অবস্থিত থাকেন। অথবা সত্যজ্ঞানাদিমাত্র স্বরূপই যে ব্রহ্ম, উহাই যাহাদিগের মূর্ত্তি। অতএব উপনিষদ্ আত্মজ্ঞানই হইয়াছে চক্ষু যাহাদিগের, তাহাদিগের দ্বারাও হি—নিশ্চিতরূপে স্পর্শযোগ্য হয় নাই মূর্ত্তিসকল যাঁহার, এবম্ভূত মূর্ত্তিসকলকে দেখিয়াছিলেন।" ইত্যাদি এখানে স্বামিপাদ তৎপূর্ব্ববর্ত্তি শ্লোকের তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মা শ্রীভগবানের আংশিক মূর্ত্তিসকল সম্বন্ধেও যাহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন,—তিনি গোপবালক বা বৎসগণকেও যে যুগপৎ অনন্ত চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে—

ভগবদংশের নিত্য বিগ্রহবত্ত্ব

"তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ, পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ॥"

বৎস, বৎসপাল এমন কি তাহাদিগের যষ্টিবিষাণাদি সমুদায়কেই তিনি চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। এখানে মাত্র পদে তাঁহার বর্ণাদিরও স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্ম্মত্ব বোধিত হইয়াছে। মূর্ত্তি শব্দও এখানে অপর কোন অর্থে প্রযুক্ত না হইয়া, কেবল আত্মস্বরূপ অর্থেই যে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই স্বামিপাদ ও শ্রীশুকদেবের অভিমত। কারণ মাত্র—পদে লক্ষণা করিলে, বিশেষ কষ্ট কল্পনা করিতে হয়। অস্পৃষ্টাদি পদ অর্থাৎ অস্পৃষ্ট ভূরি মাহাত্ম্য, অপি এবং উপনিষদ্-দৃক্—এই পদ চতুষ্টয়ের ব্যস্তার্থ বা সমস্তার্থের স্বারস্যভঙ্গ প্রসঙ্গ হেতুক এবং ব্রহ্মার উক্তি বিষয়ক প্রকরণের অনুরোধেও, এখানে ভিন্নার্থ হইতেই পারে না। "সনকাদি মুনিগণ তাহাদিগের সমাধির ফল স্বরূপ যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিলেন।" স্বামি-পাদের টীকা যথা—"কথম্ভূতম্? স্বসমাধিনা ভাগ্যং ভজনীয়ং ফলং যদ্ব্রহ্ম তদেবাক্ষবিষয়ম্" এই কুমার চতুষ্টয়ের

ভগবদংশেরও তাদৃশতা

বাক্য ও অনুভবের অনুসারেও শ্রীভগবৎবিগ্রহের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময়ত্বই প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেবের "স্বসুখনিভৃতচেতা" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হৃদয়ের নিষ্ঠানুসারেও উক্ত প্রকার অর্থ ই সঙ্গত হয়।

অতএব "বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন, বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তি, নিত্যসুখবোধতনু তোমাতে," ইত্যাদি সকল বাক্যের লাক্ষণিক কদর্থকরা সর্ব্বথা অসঙ্গত।

অন্যত্র উক্তিও যথা "সাক্ষাৎ লব্ধ আনন্দমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া" ইত্যাদি "আনন্দমূর্ত্তিকান্তকে বাহুদ্বারা পরিবেষ্টন করতঃ বক্ষে ধারণ করিয়া বহুদিনের সঞ্চিত হৃদয়ের তাপ দূর করিয়াছিল—" ইত্যাদি পদ্যে দর্শন ও আলিঙ্গনাদি হইতে কল্পিত অন্যার্থের ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে। মহাবরাহ পুরাণেও উক্ত আছে "সেই পরমাত্মা শ্রীভগবানের সকল দেহই নিত্য ও শাশ্বত, হেয়োপাদান রহিত, যে দেহে প্রকৃতিজাত কোন কিছু নাই, যাহা পরমানন্দসমূহ ও জ্ঞান মাত্রস্বরূপ ঈশ্বরে কথনই দেহ দেহী বিভেদ নাই।" ইত্যাদি সর্ব্বত্রই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিত্বের কথাই পাওয়া যায়। ইহা শুকদেবের উক্তি ॥৫৬॥

ইত্থমেবাভিপ্রেত্যাহ—

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥" (ভাগ, ১০।১৪।৫৫)

এবং—

"নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে" (ভাগ, ১০।১৪।১)

ইত্যাদি বর্ণিতরূপম্ অবেহি মৎপ্রসাদলব্ধবিদ্বত্তয়ৈবানুভব নতু তর্কাদীনা বিচারয়েত্যর্থঃ। এবম্ভূতোঽপি মায়য়া কৃপয়া জগদ্ধিতায় সর্ববস্থাপি স্বাত্মানং প্রতি চিত্তাকর্ষণায় দেহীব জীব ইবাভাতি ক্রীড়তি। ইবশব্দেন শ্রীকৃষ্ণস্তু ন জীববৎ পৃথগ্দেহং প্রবিষ্টবানিতি গম্যতে। অতএব শ্রীবিগ্রহস্য পরমপুরুষার্থলক্ষণত্ব-মুক্তং শ্রীধ্রুবেণ—

"সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ।" (ভাগ, ৪।৯।১৭)

ইত্যত্র, টীকা চ—হে ভগবন্! পুরুষার্থঃ পরমানন্দঃ স এব মূর্ত্তির্যস্য তস্য তব পাদপদ্মম্ আশিষো-রাজ্যাদেঃ সকাশাৎ সত্যা আশীঃ পরমার্থফলং, হি নিশ্চিতং, কস্য, তথা তেন প্রকারেণ ত্বমেব পুরুষার্থ ইত্যেবং নিষ্কামতয়া অনুভজতঃ" ইত্যেষা। শ্রীশুকঃ ॥৫৭॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এইরূপ অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে "এই শ্রীকৃষ্ণকে তুমি অখিলাত্মার (অখিল জীবের) পরমাত্মা বলিয়া জানিবে, তিনি আজ জগতের হিতের নিমিত্ত অন্তরঙ্গা মায়াশক্তিতে দেহির ন্যায় আভাত হইয়া থাকেন।" পূর্ব্ববর্ত্তি "নৌমীড্য তে" অর্থাৎ "জগৎপূজ্য অভ্রবপু তোমাকে নমস্কার করি" ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিতরূপ শ্রীকৃষ্ণকে জানিবে, ভগবৎ প্রসাদলব্ধ জ্ঞানবত্তার দ্বারা যাহা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছি; তর্কাদিদ্বারা বিচার করিয়া যাহা জানা যায় নাই, কারণ তর্কাদিবিচারে সম্যক তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয় না। এবম্ভূত হইয়াও যিনি স্বীয় কৃপাশক্তিতে জগতের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ জগতের সকল জীবের চিত্তকে নিজের শ্রীমূর্ত্তির মাধুর্য্যময়-মহিমা দর্শন করাইয়া জীববৎ অবভাত হন—ক্রীড়া করেন। এখানে ইব শব্দের অর্থে শ্রীকৃষ্ণ

জীবের মত পৃথক্ দেহে প্রবিষ্ট হয়েন, এরূপ অর্থ বুঝাইতেছে না। তিনি তাঁহার স্বরূপ-ভূত বিগ্রহেই অবভাত হন তাঁহাতে ও বিগ্রহে কোন বিভেদ নাই অতএব শ্রীবিগ্রহের পরমপুরুষার্থতা সম্বন্ধে ধ্রুব মহাশয়কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—"হে ভগবন্! পুরুষার্থমূর্ত্তিস্বরূপ তোমার পাদপদ্মই রাজ্যাদি হইতে ভজনকারির পরমপুরুষার্থ-ফলরূপ।" ঐ টীকা—পরমানন্দই যাঁহার মূর্ত্তি, সেই তোমার পাদপদ্ম আশিষো—রাজ্যাদি হইতে সত্যা, আশী, অর্থাৎ পরমার্থফল, হি—নিশ্চিত, কাহার? যে তোমার পাদপদ্মকে পরমপুরুষার্থ জানিয়া নিষ্কাম ভাবে ভজন করিয়া থাকে।" ইত্যাদি স্বামি পাদের অভিপ্রায়ে শ্রীভগবানের পাদপদ্মকেই যখন পুরুষার্থের সার রূপে বর্ণন করা হইয়াছে, তখন ঐ বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত নিত্য আনন্দঘন তাহা বলাই হইয়াছে। ইহা শুকমহাশয়ের উক্তি ॥৫৭॥

অতঃ শব্দপ্রতিপাদ্যং যদ্ব্রহ্ম তচ্ছ্রীবিগ্রহ এবেত্যুপসংহারযোগ্যং বাক্যমাহ—

"তাবৎ প্রসন্নো ভগবান্ পুষ্করাক্ষঃ কৃতে যুগে।
দর্শয়ামাস তং ক্ষত্তঃ শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ।" (ভাগ, ৩।২১।৭)

যদ্বপুর্দধৎ প্রকাশয়ন্নসৌ শুক্লাখ্যো ভগবান্ কৃতেযুগে বর্ত্ততে। তদেব শব্দপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম পরমতত্ত্বং তং কর্দমং প্রতি দর্শয়ামাসেত্যর্থঃ। শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥৫৮॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব শব্দ প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম উহাও যে শ্রীবিগ্রহ এরূপ উপসংহার যোগ্য বাক্য বলিতেছেন, যথা—"হে ক্ষত্তঃ! সত্যযুগে পুষ্করাক্ষ ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া শব্দব্রহ্মময় বিগ্রহে (কর্দমকে) দর্শন দিয়াছিলেন।" অর্থাৎ যে মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সত্যযুগে ভগবান শুক্ল আখ্যায় অবস্থিত ছিলেন, উহাই শব্দপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-পরতত্ত্ব,—কর্দমকে তাঁহার সমাধিযুক্ত তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া দেখাইয়াছিলেন। অতএব শব্দ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম আর তাঁহার বিগ্রহ যে অভেদ ইহাই এখানের অভিপ্রায়। শ্রীমৈত্রেয় মহাশয় বিদুরকে বলিয়াছিলেন ॥৫৮॥

শুক্লমূর্ত্তির অপ্রাকৃতত্ব

তদেবং সিদ্ধে ভগবতস্তাদৃশে বৈলক্ষণ্যে দৃশ্যত্বাৎ ঘটবদিত্যাদ্যসদনুমানং ন সম্ভবতি কালাত্যয়োপদিষ্টত্বাৎ। তদেতদভিপ্রেত্য তস্মিন্ সত্যতাপুরস্কৃতং ষড়্ভাববিকারাদ্যভাবং স্থাপয়ন্ পূর্ণস্বরূপত্বমভ্যুপগচ্ছতি।

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥" (ভাগ, ১০।১৪।২৩)

নৌমীড্যতে (১০।১৪।১) ইত্যাদিনা স্তুত্যত্বেন প্রতিজ্ঞারূপোঽয়মভ্রবপুরাদিলক্ষণস্ত্বম্ এক এব সর্ব্বেষামাত্মা পরমাশ্রয়ঃ। তদুক্তম্ "একোঽসি প্রথমমিতি" (১০।১৪।১৮) "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্" ইতি চ যতস্ত্বমাত্মা তত এব সত্যঃ, পরমাশ্রয়স্য সত্যতামবলম্ব্যৈবান্যেষাং সত্যত্বাৎ তস্যৈব সত্যত্বস্য মুখ্যা বিশ্রান্তিরিতি ভাবঃ। তদুক্তম্—"সত্যব্রতং সত্যপরং" (১০।২।২৬) ইত্যাদি,

"সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সাত্যো হি নামতঃ॥"
(মহাভা, উ, ৭০।১২-১৩)

ইত্যুদ্যমপর্ব্বণি চ। ন চ ত্বয়ি জন্মাদয়ো বিকারাঃ সন্তীত্যাহ, আদ্যঃ কারণম্। "একোঽসি প্রথমম্" ইত্যাদৌ তাদৃশত্বদৃষ্টেঃ, অতো ন জন্ম, কিন্তু "প্রত্যক্ষত্বং হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চন।" ইতি পাদ্মরীতিকমেব। অত এব স্কান্দে—

"অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাত্মানমব্যয়ম্।
আরোপয়ন্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাত্মকং জড়ং॥"

ইতি। আদ্যত্বে হেতুঃ, পুরুষঃ-পুরুষাকার এব সন্ পুরাণঃ—পুরাপি নবঃ কার্য্যাৎ পূর্ব্বমপি বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" (বৃহ, উ, ১।৪।১) ইতি। অতএব জন্মান্তরাস্তিত্বলক্ষণং বিকারং বারয়তি নিত্যঃ সনাতনমূর্ত্তিঃ। তথা পূর্ব্ববন্মধ্যমাকারত্বেঽপি পূর্ণ ইতি বৃদ্ধিম্। অজস্রসুখো নিত্যমেব সুখরূপ ইতি পরিণামম্। সুখস্য পুংস্ত্বং ছান্দসং, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃহ, উ, ৩।৯।২৮) ইত্যত্রানন্দস্য নপুংসকত্ববৎ। তথা অক্ষর—ইত্যপক্ষয়ম্। অমৃত—ইতি বিনাশম্। পূর্ণত্বে হেতুঃ, অনন্তঃ, অদ্বয়—ইতি দেশকালপরিচ্ছেদরহিতঃ, বস্তুপরিচ্ছেদরহিতোঽপি, অন্যস্য তচ্ছক্তিত্বাত্তং বিনানবস্থানাৎ। অত্রামৃতত্বোপপাদনায় চতুর্ব্বিধক্রিয়াফলত্বঞ্চ বারয়তি। তত্রোৎপত্তিরাদ্য—ইত্যনেনৈব নিরাকৃতা। শিষ্টত্রয়ং স্বয়ংজ্যোতির্নিরঞ্জনউপাধিতো মুক্ত ইতি পদত্রয়েণ। তত্র চ প্রাপ্তিঃ ক্রিয়য়া জ্ঞানেন বা ভবেৎ। ক্রিয়য়া প্রাপ্তিঃ-আত্মপদেনৈব-নিরাকৃতা, সর্ব্বপ্রত্যগ্রূপত্বাৎ। তথা জ্ঞানতঃ প্রাপ্তিং বারয়তি, স্বয়ং জ্যোতিরিতি। তদুক্তং ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবতা—

মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনম্" (ভাগ, ২।৯।২২) ইতি।

টীকা চ—"এতচ্চ মৎ কৃপয়ৈব ত্বয়া প্রাপ্তমিত্যাহ। মনীষিতমিচ্ছা, তুভ্যম্ দাতব্যমিতি যা মমেচ্ছা তস্যা অনুভাবোঽয়ম্। কোঽসৌ, তমাহ, মম লোকস্যাবলোকনং যৎ" ইত্যেষা। তদুক্তম্—

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ"

ইতি। নমু শ্রীভগবতোদ্ধবং প্রতি "বাসুদেবো ভগবতাম্" (ভাগ, ১১।১৬।২৯) ইত্যাদিকং বিভূতিমধ্যে গণয়িত্বা সর্ব্বান্তে "মনোবিকারা এবৈতে" (১১।১৬।৪১) ইত্যুক্তম্ সত্যম্। তদ্গণনং প্রাচুর্য্যবিবক্ষয়া ছত্রিণো গচ্ছন্তীতিবৎ। তত্রৈব হি—

"পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্
বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্যং তমঃপরম্।" (ভাগ, ১১।১৬।৩৭)

ইত্যত্র পরশব্দেন ব্রহ্মাপি তন্মধ্যে গণিতমস্তি। তদেবং প্রাপ্তির্নিষিদ্ধা। অথবিকৃতিরপি তুষাপাকরণেনাব-

ঘাতেন ব্রীহীণামিবোপাধ্যপাকরণেন ভবেৎ। তচ্চাসঙ্গত্বান্নসম্ভবেদিত্যাহ মুক্ত উপাধিত ইতি। তদুক্তম্—"বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে" (১০।১১।১৭) "বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং" (১০.৩৭।২২) ইত্যাদৌ চ। তস্মাৎ

"মম নিশিত শরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি" (১।৯।৩৪) ইত্যাদিকন্তু মায়িকলীলাবর্ণনমেব।

এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতাঃ
যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত ন নূনং তে স্মরন্ত্যমু।" (১০।৭৭।৩০)

ইত্যাদিন্যায়েন বাস্তবত্ববিরোধাৎ। তথাহি স্কান্দে—

"অসঙ্গশ্চাব্যয়োঽভেদ্যোঽনিগ্রাহ্যে ঽশোষ্য এব চ।
বিদ্ধোঽস্যগাচিতো বদ্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদৃশ্যতে॥
অসুরান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়ত্যেষ সুরেষ্বপি।
মানুষ্যান্মধ্যয়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কদাচন॥"

ইতিশ্রীভীষ্মস্য যুদ্ধসময়ে দৈত্যাবিষ্টত্বাত্তথা ভানং যুক্তমেবেতি। কিন্ত্বধুনা দুঃস্বপ্নদুঃখস্যেব তস্য নিবেদনং কৃতমিতিজ্ঞেয়ম্। সংস্কারোঽপি কিমতিশয়াধানেন মলাপাকরণেন বা? তত্রাতিশয়াধানং পূর্ণত্বেনৈব নিরাকৃতম্। মলাপাকরণং বারয়তি, নিরঞ্জনঃ নির্ম্মলঃ বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। শ্রীব্রহ্মা॥ ৫৯॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শব্দ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের বিগ্রহবত্ত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, দৃশ্যত্বহেতু ভগবানে তাদৃশ বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হউক, ঘটাদিদৃশ্য বস্তুবৎ, শ্রীবিগ্রহে—ইত্যাকার অসদনুমানের সম্ভাবনা হয় না, যেহেতু উহা কালাত্যয়ে উপদিষ্ট হওয়ায় দৃশ্যত্ব হেতুই হইতে পারে না। এতদভিপ্রায়ে ভগবদ্বিগ্রহের সত্যতা পুরস্কৃত ষড়্ভাববিকারাদির অভাব স্থাপিত করিয়া, পূর্ণ-স্বরূপত্বের অভ্যুপগম নির্দ্দেশ করিতেছেন। "এক সেই আত্মা, তিনি পুরাণ পুরুষ, সত্য, স্বয়ং জ্যোতি, অনন্ত, আদ্য, নিত্য, অক্ষর, অজস্রসুখস্বরূপ, নিরঞ্জন, পূর্ণ, অদ্বয়, উপাধিশূন্য, অতএব অমৃত।" নৌমীড্য তে—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে স্বতাত্বে প্রতিজ্ঞাত এই অভ্রবপুরাদি লক্ষণ

পূর্ণস্বরূপত্বের স্থাপন

তুমি এক হইয়াও সকলকার আত্মা—যেহেতু তুমিই পরমাশ্রয়। যথা—"একোঽসি প্রথমং" প্রথমে তুমি একই ছিলে, ইত্যাদি "এই কৃষ্ণকে তুমি অখিল জীবের আত্মা বলিয়া জানিবে" ইত্যাদি বাক্যে যখন তুমি আত্মা আখ্যায় অভিহিত হইয়াছ, তখন তুমি সত্যস্বরূপই হইতেছ। কারণ পরম আশ্রয় স্বরূপ তোমার সত্যতাকে অবলম্বন করিয়াই অন্যের সত্যতা হওয়ায়, তোমাতেই সত্যত্বের চরম বিশ্রান্তি পর্য্যবসিত হইতেছে। যথা—"সত্যব্রত সত্যপর" ইত্যাদি দেবগণের স্তুতিতে। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে সঞ্জয়োক্তিতে "সত্যে কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত এবং কৃষ্ণেও সত্য প্রতিষ্ঠিত, সত্য—ধর্ম্ম তাহার ফল হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তেরও সত্যতা অবধারিত, অতএব সেই গোবিন্দ নামতঃ যথার্থই সত্য।" এবম্ভূত সত্য-স্বরূপ তোমাতে জন্মাদি ষড়্ বিকার নাই, ইহার বিশেষ উক্তি জন্য বলা হইয়াছে, আদ্য—তুমি সকলের আদি অর্থাৎ কারণ। ব্রহ্মা প্রথমে তাদৃশ ভাবেই দেখিয়া বলিয়াছিলেন "প্রথমে তুমি একছিলে" ইত্যাদি। অতএব তোমার জন্ম নাই, কিন্তু তোমার জন্ম বলিলে আমরা প্রত্যক্ষতাই বুঝিয়া থাকি। পদ্মপুরাণে যথা—"প্রত্যক্ষত্বই শ্রীহরির জন্ম, কোন প্রকার বিকারের সম্ভাব তাহাতে নাই।" স্কন্দ পুরাণেও যথা—"শ্রীভগবানের আনন্দাত্মা অব্যয় পরদেহকে না জানিয়া অজ্ঞজন জনিমৎ পঞ্চভূতাত্মক জড়দেহের আরোপ করিয়া থাকে।" তুমি যে আদ্য উক্ত আদিভূতত্বের প্রতি হেতু পুরুষ

আকার হইয়াও পুরাণ অর্থাৎ পুরাকালেও তুমি নব, কার্য্যের পূর্ব্বেও তুমি বর্ত্তমান ছিলে। শ্রুতিতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে "অগ্রে পুরুষাকারে এই আত্মাই ছিলেন।" অতএব জন্ম ও তদনন্তর অস্তিত্ব লক্ষণ বিকারও বারিত হইয়াছে, যেহেতু তুমি নিত্য সনাতন মূর্ত্তি। "জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে পরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি" এই ছয়টি বিকার জীবাদি দেহে আছে, কিন্তু নিত্য আদি পুরুষ তোমাতে এ বিকারের সম্ভাবনা নাই, ইহাই এখানের অভিপ্রায়। অতএব তোমার প্রকটিত মধ্যমাকারেও তুমি পূর্ণ—সুতরাং বর্দ্ধন বা বৃদ্ধি লক্ষণ বিকার নাই, অজস্র সুখ স্বরূপ—নিত্যই যাঁহার বিগ্রহসুখরূপ তাহাতে পরিণাম লক্ষণবিকারাশঙ্কাই নাই, "বিজ্ঞান আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম" এখানে আনন্দপদে ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগবৎ সুখ শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগ, ছান্দস্ জানিতে হইবে। এইরূপ অক্ষর-পদ হইতে অপক্ষয়লক্ষণ বিকার, অমৃত-পদ হইতে বিনাশলক্ষণ বিকাররাহিত্য দেখান হইয়াছে। পূর্ণত্ববোধের প্রতি হেতুরও উল্লেখ দেখা যায়, অনন্ত ও অদ্বয়, যিনি দেশ ও কালপরিচ্ছেদ রহিত তিনি অনন্ত, অর্থাৎ কি দেশে কি কালে যাঁহার অনন্তত্বের শেষ হয় না। যিনি বস্তু বিশেষ পরিচ্ছেদ শূন্য তিনি অদ্বয়—কিন্তু তাদৃশ পরিচ্ছেদ রহিত হইয়াও, তোমার শক্তিত্ব হেতু কার্য্য কারণভূত অন্য কোন বস্তুরই তোমাকে ছাড়িয়া অবস্থান সম্ভব হয় না, অর্থাৎ উহাদের স্বতঃ বিদ্যমান সম্ভাবনা না থাকায়, তুমিই এক মাত্র আছ—অতএব অদ্বয়।

শ্রীবিগ্রহের ষড়্ বিকার রাহিত্য

এখানে পূর্ব্বোক্ত অমৃতত্বের বিশেষ উপপাদন করে, চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফল লক্ষণ—বিকারের নিষেধ দেখাইতেছেন। চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফল যথা—

শ্রীবিগ্রহের চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফল রাহিত্য

"যদসজ্জায়তে পূর্ব্বং জন্মনা যৎপ্রকাশতে।
তন্নির্বর্ত্ত্যং বিকার্য্যঞ্চ কর্ম্মদ্বেধা ব্যবস্থিতম্॥
প্রকৃত্যুচ্ছেদসম্ভূতম্ কিঞ্চিৎ কাষ্ঠাদি ভস্মবৎ।
কিঞ্চিৎ গুণান্তরোৎপত্ত্যা সুবর্ণাদি বিকারবৎ॥
ক্রিয়াকৃত বিশেষানাং সিদ্ধির্যত্র ন বিদ্যতে।
দর্শনাদনুমানাদ্বা তৎপ্রাপ্যমিহ কথ্যতে॥"

যাহা পূর্ব্বে ছিল না কার্য্যের দ্বারা প্রকাশিত হইল, উহা নিবর্ত্ত্য ক্রিয়াফল, (১) কাষ্ঠাদি ভস্মবৎ প্রকৃতির উচ্ছেদ সম্ভূত (২) সুবর্ণ হইতে কুণ্ডলাদি রূপ গুণান্তরোৎপত্তি (৩) ভেদে বিকার্য্যফল দ্বিবিধ। যেখানে ক্রিয়া কৃত কোন বিশেষ সিদ্ধি বিদ্যমান থাকে না উহা প্রাপ্য ক্রিয়াফল (৪) এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফলের মধ্যে আদ্য—এই পদ হইতে উৎপত্তিরূপ নিবর্ত্ত্যক্রিয়াফল বারিত হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রকৃত্যুচ্ছেদক, গুণান্তরাধায়ক ও প্রাপ্যরূপ, তিনটী ক্রিয়াফল স্বয়ং জ্যোতি, নিরঞ্জন এবং উপাধি হইতে মুক্ত এই বিশেষণত্রয়ে নিরাকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রাপ্তি—ক্রিয়া দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা হইয়া থাকে? যদি ক্রিয়া দ্বারা বলা যায়, তাহা আত্ম-পদ হইতে নিরাকৃত হইয়াছে—আত্মার প্রত্যক্ রূপতাই ক্রিয়াফলের নিবারক হইয়াছে। দ্বিতীয় জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তিও স্বয়ং জ্যোতি—পদ হইতে নিবারিত হইয়াছে। যাহা শ্রীভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন—"আমার লোকের এই দর্শন মৎপ্রদত্ত ইচ্ছাশক্তিবলে জানিবে।" ঐ টীকার তাৎপর্য্যও যথা—"এই দর্শন তুমি আমার কৃপায় লাভ করিয়াছ, মনীষিত ইচ্ছা—তোমাকে প্রদান করিব বলিয়া আমার যে ইচ্ছা, ইহা তাহারই অনুভব। উহা কি? এই আমার লোকের (বৈকুণ্ঠাদির) দর্শন। সুতরাং জৈব-জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা হইতে জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তি স্বতঃনিরস্ত হইয়াছে। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"শ্রীভগবান নিত্য, অব্যক্ত হইলেও নিজ শক্তিতে দেখিয়া থাকেন।" যদি বলা যায়—শ্রীভগবান উদ্ধবকে যে বলিয়াছিলেন—"উৎপত্তি প্রলয়াদিবেত্তা ভগবান্ নামে অভিহিত জনের মধ্যে আমি বাসুদেব, অর্থাৎ তাহাদেরও ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানশক্তির পরিচালক।" ইত্যাদি বিভূতি মধ্যে গণনা করিয়া সর্ব্বশেষে উপসংহার বাক্যে বলিলেন, "এই বিভূতির ভেদ সমূহ মনোবিকার, ইহা পরমার্থভূত নহে।" তৎসমাধানার্থে, উক্ত বাক্য অঙ্গীকার করিয়া লইয়া

বলিতেছেন, উপসংহারের এতদুক্তি প্রাচুর্য্যবিবক্ষায়; যথা—"মুখ্যার্থস্যেতরাক্ষেপো" ইত্যাদি উপাদান লক্ষণার ইতরার্থের-বোধ প্রাচুর্য্যে—"ইতরস্য শক্যতাবচ্ছেদকাতিরিক্ত ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্য আক্ষেপঃ প্রত্যায়নং এষোপাদান লক্ষণা স্যাদিত্যর্থঃ...... ছত্রিণো গচ্ছন্তীত্যাদৌ ছত্রিসার্থবাহিত্বেন ছত্রিনস্তদ্ভিন্নাশ্চ প্রতীয়ন্তে, ছত্রিণাং বাহুল্যমত্রিরত্র প্রয়োজনং" এখানেও তদ্রূপ প্রাচুর্য্যার্থবিবক্ষায় জানিতে হইবে। কারণ ঐ স্থলে "পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, বাষ্প, জ্যোতি, মহান্, বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত, রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ ও পর এই সমুদয়ই আমি" এখানে পর শব্দে ব্রহ্মাও তন্মধ্যে গণিত হইয়াছেন। এই সকল বিভূতির উক্তি যে প্রাচুর্য্য বিবক্ষায় তাহা বলাই বাহুল্য, সুতরাং ভগবৎ বিগ্রহ সম্বন্ধে প্রাপ্তি রূপা ক্রিয়াফল, নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অনন্তর বিকৃতির নিষেধ দেখাইতেছেন; ধান্যের তুষ অপাকরণ ও অবঘাতের ন্যায়, উপাধির অপাকরণে স্বরূপের উপলব্ধি হউক? ইহাকে বৈকারিক ফল বলি? ইহা অতীব অসঙ্গত হওয়ায় অসম্ভব হইতেছে, যেহেতু উপাধি হইতে মুক্ত—এই পদ হইতে নিত্য উপাধিপরিশূন্যত্ব প্রখ্যাপিত হওয়ায়, উপাধির অপাকরণ সম্ভব হয় না। অন্যত্র যথা—"বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি" "বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন" ইত্যাদি বাক্যে নিত্য নিরুপাধিক বিগ্রহের বিষয়ই অভিহিত দেখা যায়। তজ্জন্য ভীষ্মদেবের স্তবে "আমার নিশিতশরে বিভিদ্যমান শরীর" ইত্যাদি বাক্য মায়িক লীলাবর্ণনাবসরে অসঙ্গত হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেই স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে "পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান রহিত কোন কোন ঋষিরা যে সকল বিরুদ্ধ বাক্যের প্রয়োগ করেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ের অনুসরণ করেন না।" ঐ স্বামিপাদের টীকা যথা—"কেচ-কেচন, নান্বিতাঃ অনন্বিতাঃ পূর্ব্বাপরানুসন্ধান রহিতাঃ। তদাহ যৎ স্ববাচ ইতি তন্নানুস্মরন্তীত্যর্থঃ।" এই ন্যায়াবলম্বনে, উক্ত বাক্যে বাস্তবত্বের বিরোধ হেতু উহা আদরণীয় হয় না। স্কন্দপুরাণে যথা—"অসঙ্গ, অব্যয়, অভেদ্য, অনিগ্রাহ্য, অশোষ্য হইয়াও সেই দেব বিষ্ণু অসুরগনকে মোহিত করিয়া, কখন বিদ্ধ, কখন অসৃগাচিত, কখন বদ্ধবৎ নিজেকে দেখাইয়া থাকেন, এমন কি দেবতাগণের সম্বন্ধেও মনুষ্যাকার মধ্যাবয়ব দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু মুক্তগণ সম্বন্ধে কখন তাদৃশ ভাব দেখান্ না।" যুদ্ধকালে দৈত্যাবিষ্টতা বশতঃ শ্রীভীষ্মদেবের তাদৃশ ভান, সঙ্গতই হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা দুঃস্বপ্ন দর্শনের ন্যায় কাতর প্রাণে শ্রীভগবানের নিকট উহার বিবেদন করিয়া তাদৃশ ভাবজনিত স্বীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, এইরূপ তাৎপর্য্য জানিবে। সংস্কার বা গুণান্তরাধান রূপ বিকৃতির নিরাকরণাভি-প্রায়ে বলিতেছেন; সংস্কার অর্থে বস্তুর অতিশয়াধান, অথবা মলাপাকরণ? যদি অতিশয়াধান বলা হয়, তাহা হইলে যিনি পূর্ণ, তাঁহার সেই পূর্ণত্বের দ্বারা অতিশয়াধান নিরাকৃত হইয়াই রহিয়াছে। অথবা যদি মলাপাকরণ বলা হয় তাহাও নিরঞ্জন-নির্ম্মল—যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি, যাহার মাথা নাই তাহার যেমন মাথা ব্যথা হয় না, তদ্রূপ তাঁহার মলাপকরণ হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি যে সর্ব্ববিধ বিকারাদি পরিশূন্য পূর্ণজ্ঞানানন্দঘনস্বরূপ তাহাই সুসিদ্ধ হইতেছে। ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন॥ ৫৯॥

তদেবং পূর্ব্বং তদৈশ্বর্য্যাদীনাং স্বরূপ ভূতত্বং সাধিতং, তচ্চ তেষাং স্বরূপান্তরঙ্গধর্ম্মত্বাদ্ যুক্তম্। যথা—জ্যোতিরন্তরঙ্গধর্ম্মাণাং তদীয়শুক্লাদিগুণানাং জ্যোতির্ভূতত্বমেব, ন তমআদিরূপত্বং, তদ্বৎ। শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপ লক্ষণত্বং সাধিতং, তচ্চ যুক্তম্, সর্ব্বশক্তিযুক্ত পরমবস্ত্বেকরূপত্বাত্তস্য। তত্র যো নিজান্তরঙ্গ-নিত্যধর্ম্মঃ শ্রীবিগ্রহতাগমকস্তত্তৎসংস্থানলক্ষণস্তদ্বিশিষ্টং পরমানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব শ্রীবিগ্রহঃ, সএব চান্তরঙ্গ-ধর্ম্মান্তরাণাম্ ঐশ্বর্য্যাদীনামপি নিত্যাশ্রয়ত্বাৎ স্বয়ং ভগবান্, যথা—শুদ্ধখণ্ডলড্ডুকম্। যতো যথা—লড্ডুকতাগমকসংস্থানবিশিষ্টখণ্ডমেবলড্ডুকং, তদেব খণ্ডস্বাভাবিকসৌগন্ধ্যাদিমচ্চেতি লোকৈঃ প্রতীয়তে প্রযুজ্যতে চ, তথা—"রূপং যদেতৎ" (ভা, ৩।৯।২) ইত্যাদিষু পরং তত্ত্বমেব শ্রীবিগ্রহঃ স এব চ ভগবান্—ইতি—বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীয়তে প্রযুজ্যতে চৈবেতি।

তদেবং শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপত্বং সাধয়িত্বা, তৎপোষণার্থং প্রকরণান্তরমারভ্যতে; যাবৎপার্ষদ-নিরূপণম্। তত্র পরিচ্ছদানাং তৎস্বরূপভূতত্বে তদঙ্গসহিততয়ৈবাবির্ভাবদর্শনরূপং লিঙ্গমাহ, দ্বয়েন।

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং।
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্॥" (ভাঃ, ১০।৩।৯)

ইত্যাদি স্পষ্টম্। শ্রীশুকঃ॥ ৬০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এইরূপে পূর্ব্বে পূর্ণ জ্ঞানানন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাদির স্বরূপ ভূততা সাধিত হইয়াছে, উক্ত ঐশ্বর্য্যাদি তাঁহার স্বরূপভূত অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম হওয়ায় যুক্তই হইয়াছে, যেমন আমরা জ্যোতিঃ পদার্থকে (আলোকাদিকে) ও তাহার শুক্লাদিবর্ণ ভূতগুণকে পদার্থ হইতে ভিন্ন তম আদিরূপে না দেখিয়া, উহাকেও জ্যোতিঃই বলিয়া থাকি। তদ্বৎ শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও ঐশ্বর্য্যাদির পূর্ণস্বরূপ ভূততাই জানিতে হইবে, তাঁহার ধর্ম্ম বা গুণকে কখনও পৃথক করা যায় না। (৩২-৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অতএব সর্ব্বশক্তিমান পরম বস্তুস্বরূপ শ্রীভগবানের একরূপতা হেতুক উক্ত ঐশ্বর্য্যাদির পূর্ণস্বরূপতা যুক্তিযুক্তই হইতেছে। অনন্ত শক্তিমানের বিবিধ শক্তি বা ধর্ম্ম মধ্যে যাহা তাঁহার নিজ অন্তরঙ্গ নিত্যধর্ম্ম, যাহা শ্রীবিগ্রহের গমক সেই সেই (শক্তি বা ধর্ম্ম) সংস্থান লক্ষণ তদ্বিশিষ্ট পরমানন্দ লক্ষণ বস্তুই শ্রীবিগ্রহ—(সচ্চিদানন্দ স্বরূপের ধর্ম্ম সৎ-চিৎ আনন্দ ও সৎ-চিৎ আনন্দের শক্তি, সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী) তাঁহার অন্তরঙ্গ ধর্ম্মান্তর স্বরূপ কথিত ধর্ম্ম ও শক্তি সম্ভূত তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদিও নিত্য, যে ঐশ্বর্য্যাদির নিত্যাশ্রয় রূপেই তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা ("ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য" ইত্যাদি) লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে যেমন শুদ্ধ ক্ষীরের লাড়ু বলিলে, তাহার অবয়বাদি সংস্থানের ক্ষীর হইতে ভিন্নতা বুঝায় না, এবং উক্ত লাড়ুর সাধক সংস্থান বিশেষের মিলনে লাড্ডু হইয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীবিগ্রহও জানিতে হইবে, "রূপং যদেতৎ" এই শ্লোকে ব্রহ্মার উক্তি হইতে পরতত্ত্বই যে বিগ্রহ, এবং সেই বিগ্রহই শ্রীভগবান্—ইহা বিদ্বদ্‌গণ কর্ত্তৃক অনুভূত ও প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীবিগ্রহের পূর্ণস্বরূপ-ভূততা

এক্ষণে শ্রীবিগ্রহের পূর্ণ-স্বরূপতার সাধন করিয়া উহার পোষণার্থে, পাদাদি নিরূপণার্থ প্রকরণান্তরের আরম্ভ করিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার বিগ্রহ তাঁহার বেশ-ভূষাদি, তাঁহার অস্ত্রাদি, তাঁহার ধামাদি ও পার্ষদাদি সকলই নিত্য এবং স্বরূপভূত এবং উক্ত পরিচ্ছদাদির স্বরূপ-ভূততা বশতঃই আমরা পরিচ্ছদাদির সহিত আবির্ভাব দেখিয়া থাকি। যথা—শ্রীভগবান যখন কংসের কারাগৃহে আবির্ভূত হইলেন, তখন দেবকী দেবী বসুদেব মহাশয় "সেই পদ্মপলাশলোচন চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রাদি ধৃতায়ুধ অদ্ভুত বালককে"। ইত্যাদি শ্লোক দ্বয়ে তাঁহার শ্রীবিগ্রহের আবির্ভাবের সহিত আয়ুধাদি পরিশোভিত মূর্ত্তির কথাই পাইয়া থাকি। শ্রীশুকদেবের উক্তি॥ ৬০॥

এবমভিপ্রায়েণৈবেদমাহ

"যথৈকাত্ম্যানুভাবানাং বিকল্পরহিতঃস্বয়ম্।
ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যা ধত্তেশক্তীঃ স্বমায়য়া॥
তেনৈব সত্যমানেন সর্ব্বজ্ঞোভগবান্ হরিঃ।
পাতুসর্ব্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বগঃ॥" (ভাগ, ৬।৮।৩২—৩৩)

ঐকাত্ম্যানুভাবানাং কেবলপরমস্বরূপদৃষ্টিপরাণাম্ বিকল্পরহিতঃ পরমানন্দৈকরসপরমস্বরূপতয়া স্ফুরন্নপি, যথা যেন প্রকারেণ স্বেষু স্বস্বামিতয়া ভজৎসু যা মায়া কৃপা তয়া হেতুনা, স্বয়ং বিচিত্রশক্তি-

ময়েন স্বরূপেণৈব কারণভূতেন, ভূষণাদ্যাখ্যাঃ শক্তীঃ শক্তিময়াবির্ভাবান্ ধত্তে গোচরয়তি। তেনৈব বিদ্বদনুভবলক্ষণেন সত্যপ্রমাণেন তদ্যদি সত্যং স্যাত্তদেত্যর্থঃ। তৈরেব ভূষণাদিলক্ষণৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বরূপৈর্বিচিত্র স্বরূপাবির্ভাবৈর্নঃ পাতু। অত এব শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে বলিকৃতচক্রস্তবে—

"যস্য রূপমনির্দ্দেশ্যমপি যোগিভিরুত্তমৈঃ"

ইত্যাদি। তদনন্তরঞ্চ—"ভ্রমতস্তস্য চক্রস্য নাভিমধ্যে মহীপতে।
ত্রৈলোক্যমখিলং দৈত্যো দৃষ্টবান্ ভূর্ভুবাদিকম্॥"

ইতি। তদেবমেব নবমে শ্রীমদম্বরীষেণাপি চক্রমিদং স্তুতমস্তি লিঙ্গানি-গরুড়াকারধ্বজাদীনি। অনেন যৎ ক্বচিদাকস্মিকত্বমিব শ্রূয়তে, তদপি শ্রীভগবদাবির্ভাববজ্‌জ্ঞেয়ম্। অত্র তৃতীয়ে

চৈতন্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে" (ভাগ, ৩।২৮।২৮)

ইত্যপি সহায়ম্। অতো দ্বাদশেঽপি—

"কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজঃ।" (ভাগ, ১২।১১।১০)

ইত্যাদিকং বিরাড়্গতত্বেনোপাসনার্থমভেদদৃষ্ট্যা দর্শিতমেব যথাসম্ভবং সাক্ষাচ্ছ্রীবিগ্রহত্বেনাপ্যনুসন্ধেয়ম্। তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

"আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্।
বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ॥" (বি, পু, ১।২২।৬৬)

ইতি। বিশ্বরূপো মহেন্দ্রম্॥ ৬১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এতদভিপ্রায়েই (শ্রীবিগ্রহ ও আয়ুধাদির) উক্ত হইতেছে—"কেবল একমাত্র পরমাত্মার অনুধ্যানকারিগণের বিকল্প তিরোহিত হইয়া পরমস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইলেও, ভগবান বিচিত্র কৃপাশক্তিবলে তাহাদের সম্বন্ধে ভূষণায়ুধাদি পরিশোভিত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগ শ্রীভগবান্ হরি, বিদ্বজ্জনানুভূত প্রমাণে, সেই সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগকে রক্ষাকরুন।" অর্থাৎ কেবল পরমস্বরূপদৃষ্টপরায়ন-জনগণের বিকল্পরহিত পরমানন্দই যাঁহার পরম স্বরূপ হইয়াছে, ইত্যাকারে স্ফুরিত হইলেও, যাঁহারা শ্রীভগবানকেই একমাত্র প্রভু জানিয়া ভজন করিয়া থাকে, তুমি সেই ভজনপরায়ণ জনগণকে কৃপা করিবার জন্য স্বীয় অনির্ব্বচণীয় কৃপা শক্তিতে স্বয়ং বিচিত্র শক্তিময়তাস্বরূপ ভূষণাদি আখ্যা স্বীয় শক্তিময় আবির্ভাবে তাহাদের গোচর হও, অর্থাৎ নিজ কৃপাশক্তিতে সভূষণ সায়ুধ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া থাক। সেই বিদ্বদনুভবলক্ষণ সত্যপ্রমাণে অর্থাৎ উক্ত বিদ্বদ্গণের অনুভব যদি সত্য হয়, তাহাহইলে সেই ভূষণাদি পরিশোভিত সায়ুধধারী বিচিত্র স্বীয় স্বরূপ বিগ্রহের আবির্ভাবে, সর্ব্বত্র আমাদিগকে রক্ষা করুন।

অতএব বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত বলিরাজকৃত চক্রের স্তবেও দেখাযায় যথা—"উত্তম যোগিগণেও যাঁহার রূপের নির্দ্দেশ করিতে পারে না।" ইত্যাদি। তদনন্তরও যথা—"হে মহিপতি! দৈত্যগণ তাঁহার ভ্রমনশীল বিচিত্র চক্রের নাভিমধ্যে ভূর্ভুবাদি অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে দেখিয়াছিল।" শ্রীভাগবতের নবমস্কন্ধে রাজর্ষি অম্বরীষ কর্ত্তৃক ভগবৎ চক্রের এতাদৃশ স্তুতিও দেখা যায়। লিঙ্গ—গরুড়ধ্বজাদি চিহ্ন। কোন কোন স্থানে ইহাদের আকস্মিকবৎ যাহা শ্রুত হইয়া থাকে, উহাও শ্রীভগবানের আবির্ভাবের মতন জানিবে অর্থাৎ নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ

যেমন ভক্ত বিশেষের প্রতি কৃপাবিশেষ বিতরণেচ্ছায় আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ আয়ুধাদি শ্রীবিগ্রহে নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও আবশ্যকানুসারে তাহারও আবির্ভাব বা প্রকটদর্শন হইয়া থাকে। কৌস্তুভমণি সম্বন্ধে তৃতীয়স্কন্ধে যথা—"শ্রীভগবানের কণ্ঠে নির্ম্মল জীবতত্ত্ব স্বরূপ কৌস্তুভ মণি শোভিত রহিয়াছে।" দ্বাদশ স্কন্ধেও যথা—"অজ শ্রীভগবান্ কৌস্তুভ মণি ব্যপদেশে স্বাত্ম-জ্যোতিকে ধারণ করিয়া থাকেন।"

ইত্যাদি শ্লোকে বিরাট্‌গতস্বরূপে প্রাপ্ত পুরুষের উপাসনার নিমিত্ত অভেদ দৃষ্টিতে দেখান হইলেও, উহা শ্রীবিগ্রহ গতত্বেও যথাসম্ভব সঙ্গত হইয়া থাকে জানিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণেও যথা "ভগবান্ হরি কৌস্তুভ মণি স্বরূপে নির্লেপ, নির্গুণ, অমল ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিকে ধারণ করিয়া থাকেন।" অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্যাশক্তি সকল, নিত্যই ভগবদ্বিগ্রহে মণি ও অস্ত্রাদি রূপে অবস্থিতা, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য। বিষ্ণু পুরাণের প্রথম অংশের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হইবে। বিশ্বরূপ মহেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

অথ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকস্যাপি তাদৃশত্বং।

"তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ"। (ভাগ, ২।৯।৯)

ইত্যত্র সাধিতমেব, পুনরপি দুর্ধিয়াং প্রতীত্যর্থং সাধ্যতে। যতঃ স কর্ম্মাদিভির্ন প্রাপ্যতে, প্রপঞ্চাতীতত্বেন শ্রূয়তে, তং লব্ধবতামস্খলনগুণসাত্ত্বেন স্তূয়তে, নৈর্গুণ্যাবস্থায়ামেব লভ্যতে, লৌকিকভগবন্মন্দিরেতস্যাপি তদাবেশাৎ নৈর্গুণ্যমতিদিশ্যতে ইত্যতঃ স তু তদ্রূপতয়া স্তবরামেণ গম্যতে, সাক্ষাদেব প্রকৃতেঃ পরতন্ত্রঃ শ্রূয়তে, নিত্যতয়োদ্‌ঘোষ্যতে, মোক্ষসুখমপি তিরস্কুর্ব্বন্ত্যা ভক্ত্যৈব লভ্যতে, সচ্চিদানন্দঘনত্বেনাভিধীয়ত ইতি।

তত্র কর্ম্মাদিভিরপ্রাপ্যত্বম্ যথা—

"দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদম্।
মর্ত্ত্যাদীনাঞ্চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্ ॥
অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্ব্বাঃ কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥
যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ ॥" (ভাগ, ১১।২৪।১২—১৪)

সিদ্ধানাং যোগাদিভিঃ ত্রিতয়াৎ পরং মহর্লোকাদি। ভূমেরধশ্চাতলাদি। ত্রিলোক্যাং পাতালাদিকভূর্ভুবঃ স্বশ্চেতি। কর্ম্মণাং গার্হস্থ্যধর্ম্মাণাম্। তপো বানপ্রস্থেন, ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ। তত্র ব্রহ্মচর্য্যোপকুর্ব্বাণনৈষ্ঠিক-ভেদেন ক্রমান্মহর্জনশ্চ বানপ্রস্থেন তপঃ, ন্যাসেন সত্যং যোগতারতম্যেন তু সর্ব্বমিতি জ্ঞেয়ম্। মদ্গতিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকঃ ভক্তিযোগপ্রাপ্যত্বেন বক্ষ্যমাণঃ—

"যন্ন ব্রজন্তি"। (ভাগ, ৩।১৫।২৩)

ইত্যাদিবাক্যসাহায্যাৎ লোকপ্রকরণাচ্চ। উক্তঞ্চ তৃতীয়ে দেবান্ প্রতি ব্রহ্মণৈব—

"তৎসঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্র দৃষ্টৈঃ" (ভাগ, ৩।১৫।২০)

ইত্যাদি। টীকা চ—"তাবন্মাত্রেণ দৃষ্টৈঃ ভক্তানাং বিমানৈঃ ন তু কর্ম্মাদিপ্রাপ্যৈঃ" ইত্যেষা এবমেব শ্রুতিশ্চ "পরীত্য (ক্ষ্য) লোকান্ কর্ম্মজিতান্ ব্রাহ্মণোনির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন"

ইতি। অত্রাপ্যকৃত ইত্যস্য বিশেষ্যং লোক ইত্যেব, তৎপ্রসক্তেঃ। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্" (মহানারায়ণ, উ, ৪।৮ গীতা ১৮।৬১) ইত্যাদৌ

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ (গীতা ১৮.৬২)

ইতি শ্রীভগবদুপনিষৎসু। শ্রীভগবান্॥ ৬২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহাদির পূর্ণস্বরূপ ভূততা প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে—"ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান স্বীয় লোক দেখাইয়াছিলেন; (২২-২৫ পৃঃ) ইত্যাদি প্রকরণে পূর্ব্বে উক্ত বৈকুণ্ঠ-লোকের তাদৃশতা সাধিত হইলেও, পুনশ্চ অবিশ্বস্ত তর্কনিষ্ঠগণের বিশেষ প্রতীতি বিধান মানসে পুনশ্চ উহা শ্রৌত-যুক্ত্যাদি দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে। যেহেতু উক্ত লোক কর্ম্মাদি দ্বারা পাওয়া যায় না, উহা প্রপঞ্চাতীত। জগতে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দিরে, ভগবৎ সান্নিধ্যের বা নিবাসের আবেশতায় উহার নৈর্গুণ্য অতিদেশ হইয়া থাকে। যে স্থানে সাক্ষাৎ নিত্যসান্নিধ্য বিদ্যমান সেই লোক বা ধাম যে গুণাতীত নিত্যস্বরূপভূত, ইহা কৈমুতিক ন্যায়ে সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে। শাস্ত্রে উহার প্রকৃত্যতীতত্তা ও নিত্যতা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, যাহা মোক্ষ সুখ-তিরস্কারিণী-ভক্তি দ্বারা লাভ হইয়া থাকে; এবং যাহা সচ্চিদানন্দঘনরূপত্বে স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীবৈকুণ্ঠাদি লোকের স্বরূপ ভূততা

কর্ম্মাদি দ্বারা ভগবল্লোকের অপ্রাপকতা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি, যথা—"স্বর্লোক দেবতাগণের নিবাস স্থান ভুবর্লোক ভূতগণের নিবাস স্থান, ভূর্লোক মর্ত্ত্যাদির নিবাস স্থান। ত্রিতয়া—অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত স্থানই সিদ্ধগণের নিবাস। ভূর্লোকের অধোলোক অর্থাৎ অতলাদি অসুর ও নাগাদির নিবাস স্থান, প্রভু সেই ভগবান ত্রিলোকে জীবের স্বীয় স্বীয় সত্ত্বরজঃতমোআদি ত্রিগুণ কর্ম্মের অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের গতি ও ভোগবিধানকল্পে এইরূপ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যোগ, তপস্যা, ও কর্ম্মন্যাসী মুমুক্ষুজনের প্রাপ্য ঐ সকল নির্ম্মল, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্যাদি লোকে গতি হইয়া থাকে, ভক্তিযোগে ভজনকারিগণ মদ্গতি লাভ করিয়া থাকে।" অর্থাৎ সিদ্ধগণের যোগাদিদ্বারা লভ্য ত্রিগুণের অতীত মহর্লোকাদিতে গতি হইয়া থাকে।

কর্ম্মাদি দ্বারা লোকের-অপ্রাপকতা।

আমরা যে চতুর্দ্দশ ভুবনের কথা শুনিয়া থাকি ঐ চতুর্দ্দশ ভুবনের অবস্থানের ক্রম, যথা—

"ভূর্লোকঃ কল্পিত পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ॥
গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ॥
তৎকট্যাঞ্চাতলং কৢপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যাস্তু তলাতলং॥
মহাতলন্তু গুল্‌ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলম্।
পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্॥ (ভাগ, ২।৫।৩৮-৪১)

ভূরাদি সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত ক্রমোর্দ্ধে এবং অতলাদি পাতাল পর্য্যন্ত সপ্ত ক্রম নিম্নলোক, এই চতুর্দ্দশ লোক বিরাট্

পুরুষের অবয়বে কল্পিত হইয়াছে। নিম্নলোকের মধ্যে সুতলাখ্য লোকের শুদ্ধ-এই বিশেষণ হইতে উহা নিম্নক্রমে পঠিত হইলেও, উহার বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে।

এই সকল লোক সাধারণতঃ ত্রিলোক নামেও অভিহিত হইয়া থাকে, উহা ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক। কর্ম্মানুসারে এই সকল লোকের প্রাপ্তির বিষয় যাহা উক্ত হইয়াছে, ঐ স্থলে কর্ম্মানুসারে—গার্হস্থ্যাদি ধর্ম্মানুসারে, তপ—বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য্য, তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে উপকুর্ব্বাণ, ও নৈষ্ঠিক রূপে দুইটী ভেদ আছে, যাঁহারা উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী তাঁহারা মহর্লোক, এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ফলে জনলোকে গমন করিয়া থাকেন,—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিকের লক্ষণ সম্বন্ধে ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্তি যথা—

"ব্রহ্মচার্য্যপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎপরঃ।
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ॥
উপকুর্ব্বাণকো জ্ঞেয়ো নিষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ।" (কূর্ম্ম, পু, ২ অ)

বিধিবদ্ বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মতৎপর হইয়া যিনি আমরণ উক্তাবস্থায় জীবন অতিবাহন করেন, তিনি নৈষ্ঠিক। বেদাদি বিধিবৎ অধ্যয়ন করিয়া যিনি পুনশ্চ গার্হস্থ্যাশ্রমে গমন করেন, তিনি উপকুর্ব্বাণ। ইহাই উভয়বিধ ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ। বানপ্রস্থ দ্বারা তপঃসিদ্ধি, ন্যাসের দ্বারা সত্য, এবং যোগের তারতম্যানুসারেই ঐ সকল লোক প্রাপ্তির তারতম্য জানিতে হইবে। মদগতি -অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি, উহার ভক্তিযোগ দ্বারা প্রাপ্যত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তৎপক্ষে যথা—"যন্ন ব্রজন্তি" ইত্যাদি ব্রহ্মার উক্তিতে কথিত হইয়াছে, যাহারা ভগবৎপ্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, তৎসৃষ্ট জাগতিক রচনানুবাদে ভ্রংশমতি হয়, তাহারা বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে সক্ষম হয় না। বৈকুণ্ঠলোকের মহিমা কীর্ত্তন স্থলেও যথা—শ্রীহরির পাদপদ্মে যে সকল ভক্ত একবার আনত হইয়াছে তৎফলে তাহাদের দৃষ্ট, বিমান সকলে পরিব্যাপ্ত" ইত্যাদি ঐ টীকায় স্বামিপাদের ব্যাখ্যানুসারেও উক্তরূপ অর্থই পাওয়া যায়, ভক্তিব্যতিরেকে কর্ম্মাদি অপর কোন সাধনেরই বৈকুণ্ঠ-প্রাপকতা নাই, তাহা দেখাইয়াছেন।

মুণ্ডক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্ম্মজিত লোক অতিক্রম করিয়া নির্ব্বেদ লাভ করিয়া থাকে, কৃত কর্ম্ম দ্বারা অকৃত লোক (বৈকুণ্ঠাদি) পাওয়া যায় না।" এই শ্রুতির অকৃত পদের বিশেষ্য লোকই, কারণ তৎপ্রসক্তিরই উল্লেখ হইতেছে। শ্রীপাদবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাষ্যপীঠকে লিখিয়াছেন "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন, নকর্ম্মণা নপ্রজয়া ধনেন" ঐ টীকা যথা—"নাস্ত্যকৃত ইতি, অকৃতো ভগবল্লোকঃ কৃতেন কর্ম্মণা নাস্তি ন সিদ্ধ্যতি। সাধ্যসাধনয়োস্তয়োর্বৈরূপ্যাদিত্যর্থঃ। এখানে সাধ্য সাধনের বৈরূপ্য হেতুটি বিশেষ সঙ্গত হইয়াছে। অতএব ভগবল্লোক প্রাপ্তির প্রতি ভক্তিই একমাত্র সাধন। মহানারায়ণোপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতার উক্তিতে "ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আছেন" ইত্যাদি এবং "হে ভারত! সর্ব্বরূপে—একান্তভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার কৃপায়, পরা শান্তি ও শাশ্বত ধাম লাভ হইবে।" ইত্যাদি সর্ব্বত্র ভগবদ্ভক্তিরই লোকপ্রাপকতা সম্বন্ধে উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন॥ ৬২॥

প্রপঞ্চাতীতত্বম্—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্।
বিরিঞ্চিতা মেতি ততঃ পরং মাম্॥
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং।
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥" (ভাগ, ৪।২৪।২৯)

টীকাচ—

"ততোঽপি পুণ্যাতিশয়েন মামেতি, ভাগবতস্তু অথ দেহান্তে অব্যাকৃতং "নামরূপে ব্যাক-

রবাণি" (ছা, উ ৬।৩।২) ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণাবিষয়ং প্রপঞ্চাতীতং বৈষ্ণবংপদং বৈকুণ্ঠমেতি। যথাহং রুদ্রো ভূত্বাধিকৃততয়া বর্ত্তমানঃ বিবুধা দেবা শ্চাধিকারিকাঃ কালাত্যয়ে অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গে সত্যেষ্যন্তীতি "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" (বেসূ, ৩।৩।৩৩) ইতি ন্যায়েন। শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসম্॥ ৬৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

বৈকুণ্ঠাদি লোকের প্রপঞ্চাতীতত্ব দেখান হইতেছে "জীব শতজন্ম যদি স্বীয়ধর্ম্মনিষ্ঠাপরিত্যাগে বিহিতের অনুষ্ঠান এবং নিষেধের পরিত্যাগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারে, তাহারা তৎপরে ব্রহ্মা হইতে পারে। অনন্তর সেই ভাগবত স্বীয় অধিকার অন্তে দেহত্যাগ করিয়া, অব্যাকৃত বৈষ্ণব পদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া থাকে, আমি বা দেবতাগণ অধিকারান্তে যেমন গমন করিয়া থাকি।" অর্থাৎ বিরিঞ্চিপদ লাভের অনন্তর অধিক পুণ্যের ফলে, আমাকে পাইয়া থাকে সেই ভাগবত দেহান্তে "নামরূপে ব্যাকরবাণি" এই শ্রুতি সিদ্ধ নামরূপ ব্যাকরণের অবিষয়—প্রপঞ্চাতীত—বৈষ্ণবপদ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে আগমন করে। বেদান্তের "যাবদ্-অধিকার তাবৎ অধিকারে অবস্থান" এই সূত্রে অধিকার পর্য্যন্তই স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠানের বিষয় ও সঞ্চিত কর্ম্মের ধ্বংসের বিষয় উক্ত হইয়াছে। যথা—

বৈকুণ্ঠলোকের প্রপঞ্চাতীতত্ব

গোবিন্দভাষ্য—"ন খলু সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদাং বিদ্যাসিদ্ধৌ সত্যাং বিমুক্তিরিত্যস্মাভিরুচ্যতে। কিন্তু যেষাং সঞ্চিতস্য কর্ম্মণো বিদ্যয়া বিনাশঃ ক্রিয়মানস্য তয়া বিশ্লেষঃ শরীরারম্ভকস্য তু তস্য ভোগেন সংক্ষয়স্তেষামেব তস্যাং সেতি। ব্রহ্মাদীনাং ত্বাধিকারিকাণাং বিনষ্টবিশ্লিষ্টসঞ্চিতক্রিয়মাণকর্ম্মণামপ্যধিকারারম্ভকং কর্ম্ম যাবদধিকারং ন ক্ষীয়তেঽতস্তেষাং তাবৎ প্রপঞ্চেঽবস্থিতির্ভবেৎ। তদারম্ভকস্য তস্য সমাপ্তৌ তু তে বিমুচ্য পরং পদং বিশন্তীতি ইদন্তু বোধ্যম্ অচিরাধিকারা মঘবাদয়োঽধিকারান্তে চিরাধিকারং ব্রহ্মাণং গচ্ছন্তি। তদধিকারান্তে তস্মিন্ বিমুক্তে তেন সহ বিমুচ্যন্তে।"

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার সিদ্ধি হইলেই যে মুক্ত হইবে ইহা আমাদিগের বিশেষ রুচিকর হয় না, বিদ্যা ফলে যাহাদিগের সঞ্চিত কর্ম্মের বিনাশ হয়, ভোগের দ্বারা তাহাদিগের শরীরারম্ভক কর্ম্মেরও বিনাশ হইলে, পরা মুক্তি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে আধিকারিক ব্রহ্মাদির পদলাভোচিত কর্ম্মফলে সেই পদে উন্নিত হইয়া তাবৎ কাল অবস্থানানন্তর, তাহারা পরম পদে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ইত্যাদি।

অতএব কালাত্যয়ে ভগবৎপদ বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্তি সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, উহা বেদান্ত সম্মত বিশেষ সঙ্গত জানিতে হইবে। ইহা রুদ্র প্রচেতাকে বলিয়াছিলেন। ৬৩॥

ততোঽস্খলনম্।

"অথো বিভূতিং মম মায়য়াচিতা
মৈশ্বর্য্য মষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বা স্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্যমে তেঽশ্নুবতে হি লোকে॥
ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥" (ভাগ, ৩।২৫।৩৬-৩৭)

অথোঽবিদ্যানিবৃত্ত্যনন্তরং মম মায়য়া ভক্তবিষয়ককৃপয়াচিতাং তদর্থং প্রকল্পিতাং বিভূতিং ভোগসম্পত্তিম্। তথা অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যমনুপ্রবৃত্তং স্বভাবসিদ্ধম্। তথা, ভাগবতীং শ্রিয়ং সাক্ষাদ্ভগবৎ সম্বন্ধিনীং সার্ষ্টি সংজ্ঞাং সম্পত্তিমপি অস্পৃহয়ন্তি, ভক্তিসুখমাত্রাভিলাষেণ যদ্যপি তেভ্যো ন স্পৃহয়ন্তীত্যর্থঃ। তথাপি তু মে মম লোকে বৈকুণ্ঠাখ্যে অশ্নুবতে প্রাপ্নুবন্ত্যেবেতি স্ববাৎসল্যবিশেষো দর্শিতঃ। যথা সুদামমালাকারবরে—

"সোঽপি বব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দ্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্॥
ইতি তস্মৈ বরান্ দত্ত্বা শ্রিয়ঞ্চান্বয় বর্দ্ধিনীম্॥" (ভাগ, ১০।৪১।৫২)

ইতি। অতস্তেষাং তত্রাঽনাসক্তিশ্চ দ্যোতিতা। অবিদ্যানন্তরমিতি মম কৃপয়াচিতামিতি চ তেষামনর্থরূপত্বং খণ্ডিতম্। কিম্বা মায়য়াচিতাম্ ব্রহ্মলোকাদিগতাং সম্পত্তিমপীতি তেষাং সর্ব্ববশীকারিত্বমেব দর্শিতম্। ন তু তদ্ভোগঃ, তস্যাতিতুচ্ছত্বাৎ তেষ্বনর্হত্বাৎ। শ্রুতিশ্চাত্র—

"তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে
এবমেবাঽমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"
(ছা', উ, ৮।১।৬)

ইত্যনন্তরম্—

"অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যকামাং
স্তেষাং সর্ব্বেষ্ লোকেষু কামচারী ভবতি।" (ছা, উ, ৮।১।৬)

ইতি। নন্বেবং তর্হি লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিবৎ ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিদ্বিনাশঃ স্যাৎ, তত্রাহ শান্তরূপে শান্তমবিকৃতম্ রূপং যস্য তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে মৎপরাস্তদ্বাসিনো লোকাঃ কদাচিদপি ন নঙ্ক্ষ্যন্তি, ভোগ্যহীনা ন ভবন্তি। অনিমিষো মে হেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং নো লেঢ়ি, তান্ন গ্রসতে। "ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (ছা উ, ৮।১৫।১) ইতিশ্রুতেঃ।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন!
মাং প্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (গীতা, (৮।১৬)

ইতি শ্রীগীতোপনিষদ্ভ্যঃ। সহস্রনামভাষ্যেঽপ্যুক্তম্—"পরমুৎকৃষ্টময়নং স্থানং পুনরাবৃত্তি শঙ্কারহিতমিতি পরায়ণঃ; পুংলিঙ্গপক্ষে বহুব্রীহিরিতি। ন কেবলমেতাবত্তেষাং মাহাত্ম্যমিত্যাহ, যেষামিতি। যেষাং মাং বিনা ন কশ্চিদপরঃ প্রেমভাজনমস্তীত্যর্থঃ। যদ্বা—গোলোকাদিকমপেক্ষ্যৈব মুক্তম্। তত্র হি তথাভাবাএব শ্রীগোপা নিত্যা বিদ্যন্তে। অথবা তং লোকং কীদৃগ্ভাবা অবিদ্যানন্তরং প্রাপ্নুবন্তীতি, তত্রাহ—যেষামিতি। যে কেচিৎ পদ্মোত্তরখণ্ডেদর্শিতমুনিগণসবাসনাঃ প্রিয়ঃ পতিরিতি মাং ভাবয়ন্তি, যে কেচিচ্চ সনকাদিসবাসনাঃ আত্মা ব্রহ্মৈবাঽয়ং সাক্ষাদিতি মাং ভাবয়ন্তি, এবমন্যে চ যে যে, ত এব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। সুহৃদ ইতি বহুত্বং সৌহৃদ্যস্য নানাভেদাপেক্ষয়া। এবং চতুর্থে শ্রীনারদবাক্যে—

"শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ।
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ॥ (ভাগ, ৪।১২।৩৬)

ইতি। শ্রীকপিলঃ॥ ৬৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বে পুণ্যাতিশয় জনিত ভগবৎ কৃপালব্ধবৈকুণ্ঠাদিলোকে গমনের বিষয় উক্ত হইয়াছে। পুণ্যলব্ধ স্বর্গাদি অপরলোক হইতে ভোগান্তে যেমন পতন সম্ভাবনা আছে, ভগবৎকৃপালব্ধ বৈকুণ্ঠাদিলোক হইতে তদ্রূপ পতন সম্ভাবনা নাই, তদ্বিষয়ের আলোচনা হইতেছে যথা—"জীব যখন সাধন সহকৃতমদীয় কৃপালাভে অবিদ্যাবন্ধন নির্মুক্ত হইয়া অনিমাদি অষ্টাঙ্গ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও তদ্ভোগে মুগ্ধ না হইয়া, পুনরাচরিত ভক্তিবলে স্বতঃলব্ধ বৈকুণ্ঠস্থা ভাগবতী সম্পত্তি (যাহা আমার কৃপাশক্তিতে আবৃত রহিয়াছে) যদি তৎকালে শুদ্ধভজনাভিলাষে, উক্ত স্বতঃলব্ধ ভোগে নিস্পৃহও হয়, তথাপি সে আমার বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করে এবং তথায় অবস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য লোকের ন্যায় ভোক্তার ভোগ্য কালের বিনাশ হয় না, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ মদীয় লোকে মৎপরায়ণ জীব কখন ভোগ্যহীন হয় না। পূর্ব্বে যে সকল আধিকারীক দেবগণের দেবত্বের সীমা ছিল, যাহারা সাধন বলে বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহাদিগকেও আমার কাল-চক্র গ্রাস করিতে পারে না, কারণ "যাহারা আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, আত্মা, স্নেহাস্পদ, বিশ্বাসাস্পদ, উপদেষ্টা, হিতকারী ও পূজ্যরূপে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা কালচক্রের আঘাতের বাহিরে অবস্থান করে।" অর্থাৎ ভক্তকে কৃপা করিবার জন্য সালোক্য, সার্ষ্টি সামীপ্যাদি, ভোগ সম্পত্তি প্রকটিত হইয়াছে, ভক্ত যদি আমার বিশুদ্ধ সেবাসুখাভিলাষে ঐ সকল কামনা নাও করে, তথাপি আমার লোকেই তাহার অবস্থিতি নির্দ্দিষ্ট থাকে। এখানে শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের বৈশিষ্ট্য দেখান হইয়াছে। সুদামা মালাকারের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যেমন বর দিয়াছিলেন, যথা—শ্রীভগবানকে বর প্রদানে উদ্যত দেখিয়া (সামান্যাবস্থাপন্ন হইয়াও) বর প্রার্থনা করিল, হে ভগবান্! অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তোমাতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, তোমার ভক্তগণের কৃপা সৌহার্দ্য লাভ করিতে পারি, আর যেন সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া করিতে পারি। শ্রীভগবান ভক্তের প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তবাৎসল্য স্বভাবে বশীভূত হইয়া, সুদামার অপ্রার্থিত অন্বয় (কুলসন্তত্যাদি) বর্দ্ধিনী ভাগবতী-শ্রী প্রদান করিলেন।" এখানে ভগবানের ভক্তবাৎসল্য এবং ভক্তের ভোগে অনাসক্তি প্রখ্যাপিত হইয়াছে। অবিদ্যানন্তর—ও আমার কৃপার আচিত—এতদুভয় পদ হইতে, সাধারণ দৃষ্টিতে সম্পদ অনর্থের মূল হইলেও, ভগবৎ কৃপালব্ধ সম্পদের অনর্থরূপতা খণ্ডিত হইয়াছে। অথবা "মায়ায় আচিত"—শব্দের যদি ব্রহ্মলোকাদিগত সর্ব্ব সম্পত্তিকেই সে বশীভূত করিতে সক্ষম হয়, তথাপি সে তাহা অতিতুচ্ছ জানে, অযোগ্য ভোগ হইতে বিরত হইয়া থাকে; ইহাও এখানে দেখান হইয়াছে।

শ্রুতি-বলেন—"ইহলোকে যেমন কর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যলব্ধভোগের ক্ষয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরলোকেও কর্ম্মার্জ্জিতপুণ্য-লব্ধ লোক ও ভোগের ক্ষয় হইয়া থাকে।" তৎপরে ঐশ্রুতি পুনশ্চ বলিলেন—"যিনি এখানে আত্মাকে ও সত্যকল সকলকে জানিয়া লোকান্তরে গমন করেন, তিনি সকল লোকে সচ্ছন্দচারী হয়েন।" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে স্বর্গাদি লোকের সহিত লোকত্ব-পুরস্কারে এক হওয়ায়, বৈকুণ্ঠলোকেও ভোগ্য ও ভোক্তার কদাচিৎ বিনাশ সম্ভাবনা হউক? এই আশঙ্কার পরিহারে উক্ত হইয়াছে। "শান্তরূপে"—অর্থাৎ শান্ত অবিকৃতরূপ বৈকুণ্ঠলোকে মৎপরায়ণ তল্লোক বাসিগণ কখনও ভ্রষ্ট বা ভাগ্যহীন হয়েন না, বা আমার কাল-চক্র গ্রাস করে না, "তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার নিত্যাবস্থিতির বিষয় উক্ত হইয়াছে, ভগবদ্গীতোপনিষদে যথা—"হে অর্জ্জুন! পৃথিব্যাদি হইতে

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্তেরই পুনরাবৃত্তি আছে, কিন্তু হে কৌন্তের যাহারা আমাকে লাভ করে, তাহাদের পুনশ্চ আর জন্ম হয় না।" সহস্রনাম ভাষ্যে যথা—"পরায়ণঃ" সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান যাঁহার, যে স্থানে গমনকারির পুনরাবৃত্তিশঙ্কা নাই। (পুংলিঙ্গ পক্ষেই বহুব্রীহি-সমাস হইয়াছে) উক্ত লোকাদি গমনকারির এতাবৎ—ই মাহাত্ম্য নহে, তাহারা অপর সকল বস্তুতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, যাহাদের আমি ভিন্ন আর কোন বস্তুই প্রিয়ত্বের বা প্রেমের ভাজন নহে তাহারা আমাকেই সর্ব্বার্পণ করিয়া থাকে। অথবা যদি গোলোকাদি ধামাপেক্ষায়, উক্ত প্রিয়ত্বাদির উক্তি ধরা যায়, তাহাহইলেও সেখানে নিত্য গোপীগণ বিদ্যমানই রহিয়াছে।

অথবা মূল শ্লোকে যে লোকের কথা বলা হইয়াছে উক্ত লোক কীদৃশ ভাবাপন্ন যাহা অবিদ্যা নাশানন্তর পাওয়া যায়? তদুত্তরে "যেষাং—অর্থাৎ যাহাদের আমিই—পতি প্রভৃতি, যথা পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে দেখান হইয়াছে, যে সকল মুনিগণ আমাকে পতি, প্রিয় ইত্যাদি বাসনায় ভাবনা করে—যেমন তন্মধ্যে সনকাদি আমাকে আত্মা বা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে ভাবনা করে, অথবা অপর এতাদৃশ বাসনা সম্পন্ন যাহারা যে ভাবে আমায় ভজনা করে তাহারা তাহাই পাইয়া থাকে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্টতঃ ভাবনানুরূপ ভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "সুহৃদ" এই পদে বহুবচন সৌহার্দ্দ্যের নানাবিধ ভেদকে অপেক্ষা করিয়া অভিহিত হইয়াছে। চতুর্থস্কন্ধে নারদের উক্তিতে যথা—"শান্ত সমদর্শী শুদ্ধ, সর্ব্বভূত রঞ্জক, এমন অচ্যুতপ্রিয় বান্ধবগণ অচ্যুতের ধামে গোলোকাদিতে গমন করিয়া থাকে।" এই সকল উক্তি হইতে ধামের চিৎস্বরূপতা ও ধাম (বৈকুণ্ঠাদি) হইতে অপতনের বিষয় বিশদরূপেই দেখান হইয়াছে। ইহা শ্রীকপিলদেব বলিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

প্রপঞ্চাতীতত্বং ততোঽস্খলনঞ্চ যুগপদাহ—

"আতপত্রন্তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজা ধামাকুতোভয়ম্। (ভাগ, ১২।১১।১৯)

ইতি—প্রপঞ্চরূপস্যৈবেতি প্রকরণাৎ, দ্বিজা ইতি সম্বোধনম্। শ্রীসূতঃ ॥ ৬৫ ॥

নৈর্গুণ্যপ্রাপ্যত্বম্

সত্ত্বেপ্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ ॥" (ভাগ, ১১।২৪।২২)

লোকপ্রসক্তের্মল্লোকমিতি বক্তব্যে তৎপ্রাপ্তির্নাম মৎপ্রাপ্তিরেবেতি স্বাভেদমভিপ্রেত্যাহ, মামেবেতি। শ্রীভগবান্ ॥ ৬৬ ॥

সুতরাং নৈর্গুণ্যাশ্রয়ত্বম্

"বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥" (ভাগ, ১১।২৫।২৫)

তদাবেশেনৈবাস্যাপি নির্গুণত্বব্যপদেশ ইতি ভাবঃ। স এব প্রকৃতেঃ পরত্বম্।

"ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্ভাস্বরং তমসঃ পরম্।
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ।
শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ ॥" (ভাগ, ১০।৮৮।২৫-২৬)

অগমৎ জগাম, শিব ইতি শেষঃ। শ্রীশুকঃ ॥ ৬৭ ॥

নিত্যত্বম—

"গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ॥" (ভাগ, ২৫।৩৯)

টীকাচ—

"ব্রহ্মলোকঃ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ, নতুস্‌জ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তি"—ইত্যেষা।
ব্রহ্মভূতো লোকঃ-ব্রহ্মলোকঃ। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদং॥ ৬৮॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীভগবদ্ধামের প্রপঞ্চাতীতত্ব এবং ধাম প্রাপ্তের (জীবের) অস্খলনত্বের বিষয় উক্ত হইতেছে, যথা—"হে দ্বিজগণ! বৈকুণ্ঠ ধাম নির্ভয় আতপত্রস্বরূপ, সেখানে জীবগণ নির্ভয় হইয়া থাকে।"

শ্রীভগবানের সেবার উপযোগী চামরাদি প্রাপঞ্চিক বস্তু হইলেও, উহা তাঁহার সেবায় প্রযুক্ত হইলে অপ্রাপঞ্চিক অবস্থায় উপনীত হয়, ইহা দেখাইবার জন্য এতদধ্যায়ে উক্ত সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উহারা কে কোন স্থান অধিকার করিবে, সেই নিমিত্ত স্থান নির্দ্দেশ ক্রমে বলিতেছেন, বৈকুণ্ঠই আতপত্র স্বরূপ, সংসার সূর্য্যকিরণে উত্তপ্তশির জীব যদি কোন ভাগ্যবলে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে ধাম স্বীয় শীতল ছায়ায় তাঁহার সমস্ত উত্তাপ ও ভয় বিদূরীত করিয়া থাকে, ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। ইহা সূতের উক্তি॥ ৬৫॥

ধামের প্রপঞ্চাতীতত্ব

উক্ত ধামের গুণাতীতত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, যথা—"যাহারা সত্ত্বগুণে প্রলীন হয়, অর্থাৎ দেহের উৎক্রান্তি কালীন, গুণের উৎকর্ষফলে কাহার কিদৃশী গতি লাভ হইয়া থাকে তৎপক্ষে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে স্বর্গলোকে গমন হইয়া থাকে, তৎকালে রজোগুণের উৎকর্ষে নরলোকে, এবং তমোগুণের উৎকর্ষে নরকাদিতে গতি হইয়া থাকে।" কিন্তু নির্গুণভাবাপন্ন জীব সকল, আমাতে (অর্থাৎ মদীয়স্বরূপ-ভূত লোকে) যাইয়া থাকে। যেহেতু এখানে লোকের প্রসক্তি বশতঃ মদীয় লোক না বলিয়া আমাতে যায়, এই উক্তি হইতে বৈকুণ্ঠের প্রাপ্তিও আমারই প্রাপ্তি মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। স্বীয়ধাম ও স্বরূপের অভেদাভিপ্রায়েই ঈদৃশী উক্তি জানিতে হইবে। ইহা শ্রীভগবানের উক্তি॥ ৬৬॥

নৈর্গুণ্য প্রাপ্যত্ব

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যানুসারে সুতরাং ধামের নৈর্গুণ্যাশ্রয়ত্ব সিদ্ধই হইতেছে, অন্যত্রও যথা—"বনে বাস করিলে সাত্ত্বিক বাস, গ্রামাদি নগরে বাস করিলে রাজস বাস, দ্যূতাদি অপবিত্র আলয়ে বাস তামস বাস, আমার নিকেতনে অর্থাৎ আমার শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও যেখানে নিত্য আমার অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে, এমন গৃহে বাসও নির্গুণ বাস বলিয়া জানিবে।" এখানে শ্রীভগবানের নিত্য-সান্নিধ্যের আবেশে শ্রীমন্দিরাদি বা শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত গৃহাদির নৈর্গুণ্য ব্যপদেশ জানিতে হইবে। এই ভগবৎ সান্নিধ্যের আবেশে নির্গুণতার বিষয় অভিহিত হওয়ায়, মথুরা মণ্ডলাদি ভগবদ্ধামের নৈর্গুণ্য কৈমুতিক ন্যায়ে স্বতঃসিদ্ধ। অতএব বৈকুণ্ঠাদিলোকের অপ্রাকৃতত্ব সুদৃঢ় হইতেছে। "অনন্তর দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব বৃকাসুর-ভয়ে ভীত হইয়া তমো গুণাতীত স্বতঃ ভাস্বর বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন, যাহা ন্যাসিগণের পরমাগতি স্বরূপ—অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদর্থে অশেষবিধকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়াছেন, রাগ দ্বেষাদিরহিত ভগবন্নিষ্ঠচিত্ত অতএব হিংসাদি যাঁহাদিগের দেহে আদৌ বর্ত্তমান নাই—সেই সকল মহাত্মাগণ যে বৈকুণ্ঠলোককে প্রাপ্যলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য বলিয়া মনে করেন, যেখানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না।" এই ধামের নৈর্গুণ্য ও নিত্যত্ব সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনে উক্ত হইয়াছে,

ধামের নৈর্গুণ্যাশ্রয়তা

গোবিন্দভাষ্য যথা—

"তৎ প্রাপ্তিলক্ষণামুক্তিঃ ক্ষয্যা স্যাদক্ষয্যা বেতি। লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিব তস্মাৎ পাতসম্ভবাৎ ক্ষয্যা স্যাদিতি প্রাপ্তে—

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (বেদান্ত, সূ, ৪।৪।২২)

ভগবদুপাসনয়া তদবগতিপূর্ব্বয়া তল্লোকং গতস্য ন তস্মাদাবৃত্তির্ভবতি। কুতঃ শব্দাৎ। "এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্তত ইতি শ্রুতেঃ।" (ছান্দ, উ, ৮।১৫।১)

"মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

ন চ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীহরিঃ স্বাধীনমুক্তং স্বলোকং কদাচিৎ পাতয়িতুমিচ্ছেৎ মুক্তো বা কদাচিৎ তং জিহাসেদিতি শক্যং শঙ্কিতুম্?

"প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ—
ইত্যাদিষু দ্বয়োর্মিথঃ স্নেহাতিশয়াভিধানাৎ।
যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরং।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্তুমুৎসহে॥"

অর্থাৎ ভগবৎ ধাম প্রাপ্তি লক্ষণা মুক্তি ক্ষয্যা অথবা অক্ষয্যা, কারণ লোকত্বে অবিশেষ হেতু স্বর্গাদি লোক হইতে পতন সম্ভাবনাবৎ ভগবৎলোক হইতেও পতন হউক? তদুত্তরে সূত্রের অবতারণা হইতেছে, শব্দ হইতে অর্থাৎ শ্রুত্যাদি শাস্ত্র হইতে অনাবৃত্তির বিষয়ই শ্রুত হইতেছে, ভগবানকে জানিয়া তাঁহার যে উপাসনা হইয়াছে, উক্ত উপাসনা জনিত প্রাপ্তলোক হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। কারণ শাস্ত্র বলেন, "উক্ত মার্গে প্রতিপদ্যমান-লোক হইতে আবৃত্তি হয় না, সেই সাধক উক্ত ভজনপথাবলম্বনে ব্রহ্মলোক (ভগবল্লোক) প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তথা হইতে তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না।" গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন "'যে মহাত্মা আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহার পরমা সিদ্ধি হইয়াছে, তাহাকে পুনশ্চ অনিত্য দুঃখবহুল জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। হে অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাদি তাবৎ লোকই পুনরাবৃত্তি-ধর্ম্মী কিন্তু ঐ সকল লোকের অপেক্ষা না করিয়া যে আমাকে আশ্রয় করে পুনশ্চ তাহার আর জন্ম হয় না। যেহেতু সর্ব্বেশ্বর ভগবান শ্রীহরি নিজ লোক প্রাপ্ত কোন ভক্তকেই পাতিত করিতে ইচ্ছা করেন না, যদি বল মুক্ত জীব স্বয়ংই তাঁহাকে ত্যাগ করে? এ আশঙ্কাও করিতে পার না, 'ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, জ্ঞানিগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়, এবং আমিও তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং উভয়ে পরস্পর স্নেহাতিশয্যে আবদ্ধ হইয়া, কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, কারণ ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন "যাহারা বন্ধনের মূল কারণ-স্বরূপ পত্নী, গৃহ, পুত্রাদি, ধন সম্পদ এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি কিরূপে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে সক্ষম হইতে পারি?" সূত্র ও ভাষ্যের তাৎপর্য্যে ভগবল্লোকের নিত্যতা ও অক্ষয্যতা বিশেষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা শুক মহাশয়ের উক্তি॥ ৬৭॥

অনাবৃত্তি সূত্রের অর্থ

ভগবদ্ধামের নিত্যত্ব সম্বন্ধে পুনশ্চ উক্ত হইতেছে যথা—লোক নির্ম্মাণ বা তদুদ্ভব সম্বন্ধে বলিয়াছেন বিরাট পুরুষের "গ্রীবাতে জনলোক, স্তনদ্বয় হইতে তপোলোক এবং মস্তক হইতে সত্যলোক বা নিত্য ব্রহ্মলোক উদ্ভূত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ ব্রহ্মলোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক উহা নিত্য, সুতরাং প্রপঞ্চের অন্তর্বর্তি নহে,

অতএব ব্রহ্ম-ভূতলোক—ব্রহ্মলোক এইরূপ অর্থই এখানে সঙ্গত সুতরাং উহার নিত্যত্ব এবং অপ্রাপঞ্চিকত্ব স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে। ইহা ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥

মোক্ষসুখতিরস্কারি ভক্ত্যেকলভ্যত্বম্—

"যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা
চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥ (ভাগ, ৩।১৫।২৩)
যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ
বৈক্লব্য বাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ (ভাগ, ৩.১৫।২৫)

যদ্বৈকুণ্ঠং, যচ্চ নোঽস্মাকমুপরিস্থিতং, নঃ স্পৃহণীয়শীলা ইতি বা। দূরে যমো যেষাং তে, সিদ্ধত্বেন দূরীকৃতযমনিয়মাঃ সন্তো বা ব্রজন্তীতি। ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশস ইত্যনেন তথাবিধায়া ভক্তের্মোক্ষসুখতিরস্কারিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ সূচিতা।

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি"
"যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াং
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞা ॥" ইত্যাদৌ— (ভাগ, ৩।১৫।৪৮)

ইতি সনকাদ্যুক্তেঃ ॥ শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

মোক্ষসুখ তিরস্কারিত্ব ও ভক্তি লভ্যত্ব।

শ্রীভগবানের ধামাদি প্রাপ্তি-জনিত সুখ, মুক্তি-সুখকে তিরস্কার করিয়া থাকে এবং উহা কেবল ভক্তি-বলেই যে লভ্য তাহাই দেখান হইতেছে, যথা—"যে বৈকুণ্ঠাদি লোকে সকলে যাইতে সক্ষম হয় না, অর্থাৎ যাহারা শ্রীহরির রচিত সৃষ্ট্যাদি লীলা অনুবাদে বুদ্ধিনাশক অর্থ, কামে আসক্ত-চিত্ত হৃত-পুণ্য হতভাগ্য জীব, এমন ভজনোপযোগী জন্ম লাভ করিয়াও ভোগে মুগ্ধ হইয়া, যখন সেই সেই বিষয়ের শ্রবণে ব্যাপৃত হয়, বড়ই খেদের বিষয় তৎকালে তাহারা নিরালম্ব নরকে পাতিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা সেই ঋষভ (দেব) শ্রেষ্ঠ শ্রীহরির উপাসনায় ব্যাপৃত-চিত্ত হয়। যম (মৃত্যু বা যমনিয়মাদি) তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে। সেই স্পৃহণীয় পরম করুণ স্বভাব ভক্তগণ শ্রীহরির যশোগানে আনন্দাশ্রু বর্ষণ ও পুলকী-কৃতাঙ্গ হইয়া থাকেন, যাঁহারা আমাদের (ব্রহ্মাদির) অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যবান্ তাঁহারাই সেই শাশ্বত আনন্দময় ধামে গমন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে বৈকুণ্ঠাদি ধাম অস্মদাদির উপরে অবস্থিত বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভক্তগণ ভজনে পরানিষ্ঠা লাভ করিয়া, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদিকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কারণ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ হইয়াছে তখন তাঁহারা ত্বদীয় যশোগানে বিভোর হন। এখানে যমাদিকে দূরে পরিত্যাগ করেন বলায়, তৎসাধ্য মোক্ষসুখকে তিরস্কার স্বতঃ সূচিত হইয়াছে।

সনকাদি কুমারগণ ভক্তি প্রার্থনা করিয়া ভক্তগণের সুখাতিশয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন; হে ভগবন্! তোমার চরণারবিন্দৈকশরণ ভক্তগণ তোমার রমণীয় পবিত্র যশোগানের মাধুর্য্যাস্বাদে তন্ময় হইয়া, ত্বৎপ্রদত্ত মোক্ষাখ্য কৃপাকেও যখন অত্যন্ত বলিয়া মনে করে না। তখন তুচ্ছ ইন্দ্রাদি দেবত্বের কথা আর কি বলিব? এখানে "ভর্ত্তুর্মিথঃ" ইত্যাদি শব্দ হইতে পূর্ব্বকথিত ভক্তি হইতে মুক্তির হীনত্ব স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মা দেবগণকে বলিয়াছিলেন॥ ৬৯॥

সচ্চিদানন্দরূপত্বম্।

"এবমেতন্ময়াদিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি যে পথঃ
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।" (ভাগ, ১১।২০।৩৭)

যে পথঃ জ্ঞানকর্ম্মভক্তিলক্ষণান্ মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ান্, জ্ঞানকর্ম্মণোরপি ভক্তেষু ভক্তেঃ প্রথমতঃ ক্বচিৎ কদাচিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্যকারিত্বাৎ। ক্ষেমং মদ্ভক্তিমঙ্গলময়ং মৎস্থানং পরমং ব্রহ্মেতি বিদুর্জানন্তি। ইত্থমেবোদাহরিষ্যতে চ—

"ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং। (ভাগ, ১০।২৮।১৪)
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনং।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥" (ভাগ, ১০।২৮।১৫)

ইতি। উভয়ত্রাপি চকারাদ্যধ্যাহারাদিনা স্বর্থান্তরং কষ্টং ভবতি। তৈরেব চ "তমসঃ—প্রকৃতেঃ পরম্" ইতি বৈকুণ্ঠস্যাপি বিশেষণত্বেন ব্যাখ্যাতমিতি। শ্রীভগবান্॥ ৭০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

ধামের সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। যথা—"এই মদাদিষ্ট পথাবলম্বী পুরুষগণ (ভক্তগণ) আমার পরম মঙ্গলময় লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং পরতত্ত্বের পরিজ্ঞান লাভ করে।" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি লক্ষণ মৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত পথের অবলম্বনে আমাকে ও আমার নিত্যধামকে লাভ করিয়া থাকে। এখানে ভক্তি আমাকে লাভের প্রকৃষ্ট উপায় হইলেও, জ্ঞান ও কর্ম্ম কখন কখন কিঞ্চিৎ সাহায্য করে বলিয়া উহাদিগকেও উপায় মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, ভক্তি লাভের পূর্ব্বে প্রথমতঃ জ্ঞান-তত্ত্ববোধের ও কর্ম্ম-চিত্ত শুদ্ধি বিধান করে বলিয়া ইহারাও উপায়, কিন্তু শুদ্ধা ভক্তির উদয়ে জ্ঞানকর্ম্ম অপসৃত হইয়া, তৎকালে ভক্তিবলেই সমস্ত তত্ত্বের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি আপনা হইতে হইয়া থাকে ও মদীয় মঙ্গলময় ভক্তিলভ্য পরম ধামে গতি লাভ করে। অন্যত্র ঈদৃশ উদাহরণ যথা,—

ধামের সচ্চিদানন্দ রূপতা।

"মহাকারুণিক ভগবান্ বিভু এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপগণকে তমোগুণাতীত স্বীয় লোক দর্শন করাইয়াছিলেন। অজড় (চিৎস্বরূপ) স্বপ্রকাশ সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ ধাম, যাহা গুণাপায়ে সমাহিত মুনিগণ দর্শন করিয়া থাকেন।" এতদুভয় শ্লোকে চকার অধ্যাহার করিয়া অর্থান্তর স্বীকারে কষ্ট কল্পনা হয়। যেহেতু তমোগুণের অতীত অর্থাৎ প্রকৃতির পর, এই বিশেষণ বৈকুণ্ঠলোক সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে। অতএব ভক্তিলভ্য ভগবদ্ধাম যে নিত্য সচ্চিদানন্দময় তাহা সিদ্ধ হইতেছে। ইহা—শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছিলেন॥ ৭০॥

তথৈব—

"ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ।
কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে॥
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ।
নবৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানং॥
পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তৎ।
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ॥
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা।
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে॥" (ভাগ, ২।২।১৭-১৮)

অতৎ চিদ্ব্যতিরিক্তং, নেতি নেতীত্যেবমুৎস্রষ্টুমিচ্ছবো দৌরাত্ম্যং ভগবদাত্মনোরভেদদৃষ্টিং বিসৃজ্য, অর্হস্য শ্রীভগবতঃ, পদং চরণারবিন্দং, পদে পদে প্রতিক্ষণং, হৃদা উপগুহ্য আশ্লিষ্য, নান্যস্মিন্ সৌহৃদং যেষাং তথাভূতাঃ সন্তো যদামনন্তি জানন্তি, তদ্বৈষ্ণবং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠমিতি ব্রহ্মস্বরূপমেব তদিতি তাৎপর্য্যং। অনেন প্রেমলক্ষণসাধনলিঙ্গেন নিরাকাররূপমর্থান্তরং নিরস্তং। অত্র নিরাকারপরায়ণস্যাপি মুক্তাফলটীকা-কৃতো দৈবাভিব্যক্তিতা গী—র্যথা—"তৎ পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি।—অধিকৃতাধিষ্ঠিতরাজাধিষ্ঠিতত্বাৎ ব্রহ্মাদি-পদানামপি বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতত্বাৎ পরমিত্যুক্তং বিষ্ণুনৈবাধিষ্ঠিতমিত্যর্থ ইতি। অতএব শ্রুতাবপি তস্য স্বমহিমৈক-প্রতিষ্ঠিতত্বং।

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি" (ছা, উ, ৭।২৪।১)

ইতি। অতএবোক্তম্—"ক ইত্থা বেদ যত্র স" (কঠ, উ, ১।২।২৫) ইতি। শ্রীশুকঃ॥ ৭১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

যে বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে পারিলে সাধক সকল কৃত্য হইতে বিরত হইতে পারেন, অর্থাৎ যাহা প্রাপ্ত হইলে তদুত্তর প্রাপ্য আর কিছু থাকে না, তৎসম্বন্ধে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে ;—

"যেখানে দেববৃন্দেরশ্রেষ্ঠ কালও আত্মশক্তি পরিচালনে সক্ষম হয় না, সেখানে দেবতারা যে স্বীয় শক্তি পরিচালন করিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য, সুতরাং দেবনিয়ম্য জগতের প্রাণিবৃন্দের কথা আসিতেই পারে না। কারণ উহা উপাধিপরিশূন্য, সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ যেখানে নাই, গুণের বিকারভূত অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব বা প্রধানও যেখানে নাই। অতৎ—ত্যাগবাসনায়, আত্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, ইত্যাকারে মনন করিয়া, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ-দৌরাত্ম্য পরিত্যাগে শ্রীভগবানে অনন্ত সৌহার্দ্দ বশতঃ সেই পূজ্য শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করতঃ, উক্ত বৈষ্ণবপদ-বৈকুণ্ঠধামকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে আশ্রয় করিয়া থাকে।" অর্থাৎ অতৎ—বলিতেই চিদ্ব্যতিরিক্ত বস্তু, নেতি নেতি —ইত্যাদিরূপে উক্ত অতদ্বস্তুকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া দেহাত্মবুদ্ধি এবং অনন্তকল্যাণগুণ-নিলয় ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের সহিত আত্মার (জীবের) অভেদ বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া, সেই পরমপূজ্য বিশ্বনিয়ন্তা দেবগণের আরাধ্য শ্রীভগবানের চরণারবিন্দকে প্রতিক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকে। এখানে—উপগুহ্য—এই ক্রিয়ার অর্থ আলিঙ্গন। সংসারে অজ্ঞজীব হৃদয়ের তাপোপশম কামনায়, কমনীয় প্রাণারাম বলিয়া যাহা আলিঙ্গন করিয়া থাকে, আত্ম

সেই সকলের নশ্বরতা ও আরামের পরিবর্ত্তে দুঃখ বহুলতার উপলব্ধি করিয়া, সকল পরিত্যাগে চির অবিনশ্বর নিত্য কমনীয় শ্রীভগবানের চরণারবিন্দকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার মাধুর্য্যে ও মিত্রত্বে মোহিত হইয়া আর ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না, তৎকালে তাহার দিব্যজ্ঞানোদয়ে তাঁহাকেই একমাত্র সুহৃদ জানিয়া, অপর সকলের সৌহার্দ্দ পরিত্যাগে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাতেই স্থাপিত-সৌহার্দ্দ হইয়া থাকে। এবং তৎকালে সেই বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ বৈকুণ্ঠ-লোককে জানিতে সক্ষম হয়। প্রেমলক্ষণ এই সাধন হইতে নিরাকাররূপ অর্থান্তর নিরস্ত হইয়াছে। মুক্তাফল টীকাকার নিরাকারবাদ স্বীকার করিলেও, দৈবপ্রেরিত তাঁহার বাক্য যথা—"সেই পরমপদকে বৈষ্ণব পদ বলিয়া থাকে। অধিকৃত রাজ্যাদি সম্পদে অধিষ্ঠিত রাজার যেরূপ স্থিরাধিষ্ঠিতৃত্ব ধর্ম্ম, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি পদেরও বিষ্ণু-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতত্ব নিবন্ধনই পরত্ব উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মাদি পদ যে বিষ্ণুকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। অতএব শ্রুতিতে ও তাঁহার স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিতত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, যথা—"সেই ভগবান কোথায় অধিষ্ঠিত আছেন? স্বীয় মহিমায়।" কঠোপনিষদেও যথা—"প্রাকৃত বুদ্ধি যথোক্তসাধন রহিত কোন ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হয়?" ঐ শঙ্কর-ভাষ্যে যথা—"প্রাকৃতবুদ্ধির্যথোক্তসাধনরহিতঃ সন্ ক ইত্থা—ইত্থমেবং যথোক্ত সাধন-বানিবাত্যর্থঃ বেদ বিজানাতি যত্র স আত্মেতি।" উক্ত ভাষ্যের টীকায় যথা—

"যত্র স্বে মহিম্নি স বিশ্বোপসংহর্ত্তা বর্ত্ততে তথা ভূতং তং কো বেদেতি সম্বন্ধঃ।" (কঠ, উ, ১।২।২৫)

ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ৭১ ॥

ক ইত্থেত্যাদিশ্রুতেরর্থত্বেনাপি স্পষ্টমাহ।

"স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ॥" (ভাগ, ৪।২৯।৪৮)

যে ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকং কর্ম্মমাত্রপ্রতিপাদকমাহুস্তে জনার্দ্দনস্য স্বং স্বরূপং লোকং ন বিদুঃ কিন্তু স্বর্গাদিকমেব বিদুঃ। যত্র—লোকে। শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষম্॥ ৭২ ॥

এবঞ্চ—

ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্ (ভা, ৬।৯।৩৩) ইত্যাদি গদ্যে "পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্ম-যোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুটপারমহংস্যধর্ম্মেণোদ্ঘাটিততমঃকবাটদ্বারেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্।" (ভাগ, ৬।৯।৩৩)

তমঃ প্রকৃতিরজ্ঞানং বা। আত্মলোকে স্বস্বরূপে লোকে। এষ আত্মলোক এষ ব্রহ্ম-লোক ইতি।

"দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ পরমাত্মাপ্রতিষ্ঠিতঃ।" (মাণ্ডুক্য, ২।২।৭)

ইত্যাদি শ্রুতৌ—

"যত্তৎ সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং।
নিত্যং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি।
এতল্লোকা ন বিদুর্লোকসারং
বিদন্তি তৎকবয়ো যোগনিষ্ঠাঃ" ইতি পিপ্পলাদ শাখায়াম্।

"পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্‌যতয়ো বিশন্তীতি" পরস্তাম্ "তদ্বা এতৎপরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র ন দুঃখাদি ন সূর্য্যো ভাতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দোষস্তদানন্দং শাশ্বতং শান্তং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ" তদেতদৃশ্চাভ্যুক্তং "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবান্‌সঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদমিতি"। শ্রীনৃসিংহ পূর্ব্বতাপন্যাম্ (৫।১০)

ন ত্বিয়মপি ব্রহ্মপরত্বেনৈব ব্যাখ্যেয়া, বন্দিতত্বেন যত্র গত্বেত্যনেন চ তদনঙ্গীকারাৎ। যতঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ শ্রীবিষ্ণুলোকমুদ্দিশ্য ঋগিয়মনুস্মৃতা। যথা—

"ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্ ॥
নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্।
স্থানং তৎপরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে ॥
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষাপ্তিহেতবঃ।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ
তৎসার্ষ্ট্যোৎপন্নযোগেদ্ধাস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
যত্রৈতদোতং প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম্।
ভাব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥
দিবীব চক্ষুরাততং বিততং তন্মহাত্মনাম্।
বিবেকজ্ঞানবৃদ্ধঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥" (বি, পু, ২।৮।৯৩—৯৮)

ইতি। তাপনী শ্রুতৌ তু

"যত্র ন বায়ুর্বাতি"—ইত্যাদিকং—প্রাকৃত-তত্তন্মাত্রনিষেধাত্মকং, তত্রাপি তত্তচ্ছ্রবণাৎ।

যত্র তু—

"মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্বাণৈর্হৃদি বিদ্ধস্তু তান্ স্মরন্।
নৈচ্ছন্মুক্তিপতের্মুক্তিং পশ্চাত্তাপমুপেয়িবান্ ॥" (ভাগ, ৪।৯।২৯)

ইতি, তথা—

"অহো বত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্য পশ্যত।
ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বাহযাচে যদন্তবৎ ॥" (ভাগ, ৪।৯।৩১)

ইতি শ্রীধ্রুবস্যাপূর্ণমনস্কতা শ্রূয়তে, তদুচ্চপদ কামনয়ৈব তত্ প্রার্থিতবতা তেন লব্ধমনোরথাতীত-বরেণাপি স্বসঙ্কল্পমেব তিরস্কর্ত্তুমুক্তমিতি ঘটতে। তত্র হ্যেবোক্তং শ্রীবিদুরেণ—

"সুদুর্ল্লভং যৎ পরমং পদং হরেঃ" (ভাগ, ৪।৯।২৮) ইতি।

স্বয়ং শ্রীধ্রুবপ্রিয়েণ—

"ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।
উপরিষ্টাদৃষিভ্যস্ত্বং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ॥" (ভাগ, ৪।৯।২৫)

ইতি। শ্রীপার্ষদাভ্যামপি—

"আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।" (ভাগ ৪।১২।২৬)

ইতি। শ্রীসূতেন চ—

"ধ্রুবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণম্" (ভাগ, ৪।১৩।১) ইতি।

পঞ্চমে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনে চ—

"বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং প্রদক্ষিণং প্রক্রামন্তি॥ (ভাগ, ৫।২২।১৭)

ইতি। "যত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমভিবদন্তি" (ভাগ, ৫।২৩।১) ইতি চ।

প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেঽপি তদ্ধর্ম্মমুক্তত্বং—

"বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ" (ব্র, সূ, ৪।৪।১৯) ইতি ন্যায়েন।

অতোঽস্মিল্লোঁকে প্রাপঞ্চিকস্য বহিরংশস্যৈব প্রলয়ো জ্ঞেয়ঃ, তস্য তু তদানীমন্তর্দ্ধানমেব। এতদালস্ব্যৈব হিরণ্যকশিপুনোক্তং—

"কিমন্যৈঃ কালনির্দ্ধুতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিঃ" (ভাগ, ৭।৩।১১)

ইতি। অতোঽন্যাপি যে তথা বদন্তি তেঽপি তত্তুল্যা ইতি ভাবঃ। অথ শ্রীমহাবৈকুণ্ঠস্য তাদৃশত্বন্তু সুতরামেব। যথা—নানা শ্রুতিপথোত্থাপনেন পাদ্মোত্তরখণ্ডেঽপি প্রকৃত্যন্তর্গতবিভূতিবর্ণনানন্তরং তাদৃশত্বমভিব্যঞ্জিতং শ্রীশিবেন—

"এবং প্রাকৃতরূপায়া বিভূতে রূপমুত্তমম্।
ত্রিপাদ্বিভূতিরূপস্তু শৃণু ভূধরনন্দিনি।
প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্।
অনেককোটিসূর্য্যাগ্নিতুল্যবর্চ্চসমব্যয়ম্॥

সর্ব্ববেদময়ং শুভ্রং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতম্।
অসংখ্যমজরং নিত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জ্জিতম্॥
হিরণ্ময়ং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়ম্।
সমানাধিক্যরহিতমাদ্যন্তরহিতম্ শুভম্॥
তেজসাত্যদ্ভুতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরং।
এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ॥
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম শাশ্বতং নিত্যমচ্যুতম্।
ন হি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটিশতৈরপি॥

হরেঃ পদং বর্ণয়িতুং ন শক্যং ময়া চ ধাত্রা চ মুনীন্দ্রবর্য্যৈঃ।
যস্মিন্ পদে অচ্যুতঈশ্বরো যঃ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥
যদক্ষরংবেদগুহ্যং যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য উ তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
অক্ষরং শাশ্বতং নিত্যং দিবীব চক্ষুরাততম্॥
আ প্রবেষ্টুমশক্যং তদ্‌ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
জ্ঞানেন শাস্ত্রমার্গেণ বীক্ষ্যতে যোগিপুঙ্গবৈঃ॥
অহং ব্রহ্মাচ দেবাশ্চ ন জানন্তি মহর্ষয়ঃ।
সর্ব্বোপনিষদামর্থং দৃষ্ট্বা বক্ষ্যামি সুব্রতে!
বিষ্ণোঃ পদে পরমে তু মধ্ব উৎসঃ শুভাহ্বয়ঃ।
যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা আসতে স্বসুখং প্রজাঃ॥
অত্রহি তৎ পরং ধাম গীয়মানস্য শার্ঙ্গিণঃ।
তদ্ভাতি পরমং ধাম গোভির্গেয়ৈঃ শুভাহ্বয়ৈঃ॥
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ জ্যোতিরুত্তমম্।
অথাতো ব্রহ্মণো লোকঃ শুদ্ধঃ স হ সনাতনঃ॥
সামান্যাবিযুতে দূরে অন্তেঽস্মিন্ শাশ্বতে পদে।
তস্থতু র্জাগরূকেঽস্মিন্ যুবানৌ শ্রীসনাতনৌ॥

যতঃ স্বসারৌ যুবতী ভূ-লীলে বিষ্ণুবল্লভে।
অত্র পূর্ব্বে যে চ সাধ্যা বিশ্বেদেবাঃ সনাতনাঃ॥
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তঃ শুভদর্শনাঃ।
তৎপদং জ্ঞানিনো বিপ্রাজাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে॥
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।
তস্মিন্ বন্ধবিনির্মুক্তাঃ প্রাপ্যন্তে স্বসুখং পদম্॥
যৎপ্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তস্মান্মোক্ষ উদাহৃতঃ।
মোক্ষঃ পরং পদং লিঙ্গমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্॥
অক্ষরং পরমং ধাম বৈকুণ্ঠং শাশ্বতং পরম্।
নিত্যঞ্চ পরমব্যোম সর্ব্বোৎকৃষ্টং সনাতনম্॥
পর্য্যায়বাচকান্যস্য পরং ধাম্নোঽচ্যুতস্য হি।
তস্য ত্রিপাদ্‌বিভূতেস্তু রূপং বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ॥"

ইত্যাদি। এতদ্রীতিকশ্রুতয়ো বৈদিকেষু প্রায়ঃ প্রসিদ্ধা ইতি নোদাহ্রিয়ন্তে। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে জিতন্তে স্তোত্রে ;—

"লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্‌গুণসংযুতম্।
অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতম্॥
নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ।
সভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভম্॥
বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতম্।
অপ্রাকৃতং সুরৈর্বন্দ্যমযুতার্কসমপ্রভম্॥"

ইতি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

"তমনন্তগুণাবাসং মহত্তেজো দুরাসদম্।
অপ্রত্যক্ষং নিরুপমং পরানন্দমতীন্দ্রিয়ম্॥"

ইতি। ইতিহাসসমুচ্চয়ে মুদ্‌গলোপাখ্যানে ;—

"ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্দ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরংব্রহ্মেতি যদ্বিদুঃ॥
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা যে জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ধ্যানযোগপরাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ॥

যেঽর্চ্চয়ন্তি হরিং বিষ্ণুং কৃষ্ণং জিষ্ণুং সনাতনম্।
নারায়ণমজং দেবং বিষ্বক্‌সেনং চতুর্ভুজম্ ॥
ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতঞ্চ স্মরন্তি যে।
লভন্তে তেঽচ্যুতস্থানং শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥"

ইতি। স্কান্দে শ্রীসনৎকুমার মার্কণ্ডেয় সংবাদে—

"যো বিষ্ণুভক্তো বিপ্রেন্দ্র! শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিতঃ।
স যাতি বিষ্ণুলোকং বৈ দাহপ্রলয়বর্জ্জিতম্ ॥"

ইতি। অত্র পদধামাদিশব্দেন স্থানবাচকেন স্বরূপে (ব্রহ্মণি) স্বরূঢ়েন যদি কশ্চিৎ কথঞ্চিৎ স্বরূপমেববাচয়তি, তর্হ্যন্যত্র তৎপ্রসঙ্গে—

"তেঽভিগচ্ছন্তি মৎস্থানং যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ"

ইত্যাদৌ সাক্ষাদেব স্থানশব্দনিগদেন তন্নিরসনীয়ম্। যদি তত্রাপি চকারাদধ্যাহারাদিদৈন্যেন পূর্ব্বদর্শিতেতিহাসসমুচ্চয়স্য পরং ব্রহ্মেতি যদ্‌বিদুরিতি বিশেষণবিরুদ্ধং বাক্যভেদমেবাঙ্গীকরোতি তর্হি স্বমতে তত্র তত্রোক্তলোকশব্দঃ সহায়ীকর্ত্তব্যঃ ততশ্চ পদধামস্থানলোকরূপাণাং তেষাং শব্দানামেকত্র বস্তুনি প্রয়োগাৎ পরস্পরমন্যার্থং দূরীকুর্ব্বন্তস্তে কং বা ন বোধয়ন্তিস্বমর্থং, যথা ভগবান্ হরির্বিষ্ণুরয়মিতি। অথ হন্ত তত্রাপি চেৎ স্বরূপমাত্রবাচকতাং ভিক্ষতে তর্হি স্ফুটমেব পাদ্মবৈষ্ণবাদি বচনৈর্বিপক্ষো ক্ষেপণীয়ঃ। কর্ম্মাদ্যপ্রাপ্যত্বাদিপ্রতিপাদকবাক্যানি তু বিশেষতো বেত্রপাণিরাপতিসন্তোবেতি বক্তব্যম্। তস্মাৎ "ওঁং নমস্তে" (ভাগ, ৬।৯।৩৩) ইত্যাদিগদ্যমপি সাধ্বেব ব্যাখ্যাতম্। দেবাঃ শ্রীহরিম্ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

"কে তাঁহাকে এইরূপ জানিতে সক্ষম হয়" ইত্যাদিরূপ কঠশ্রুতির অর্থরূপেও স্পষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যথা—মলিন বুদ্ধি অজ্ঞেরা বেদকে স্বর্গাদিলোকের সাধনভূত কর্ম্মাদি পর বলিয়া থাকে, তাহারা বেদতত্ত্বানভিজ্ঞ, যেহেতু তাহারা উহার স্বরূপভূত আত্মতত্ত্বাখ্য লোকপর অর্থ অবগত নহে, যেখানে দেব জনার্দ্দন সাক্ষাৎ বিরাজিত আছেন। অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলে তাহাদের স্বর্গাদি লোকেরই জ্ঞান হইয়া থাকে, তদুপরি সাধ্য-সার-ভূত বৈকুণ্ঠাদি দিব্যধামের জ্ঞান তাহাদের হয় না। ইহা নারদ মহাশয় প্রাচীনবর্হিষকে বলিয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

অন্যত্র এইরূপ বিশেষ উক্তি যথা—

মিতাক্ষরতা বশতঃ পদ্যে শ্রীভগবানের গুণযোজনে অক্ষম হইয়া "ওঁ নমস্তে হস্ত ভগবন্" ইত্যাদি গদ্যাবলম্বনে দেবতারা শ্রীভগবানের স্তব করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে স্বামিপাদ রচিত শ্লোক যথা—

"মিতাক্ষরাণি পদ্যানি ন মীয়ন্তে হরের্গুণাঃ।
ইতি পদ্যৈরতুষ্যন্তঃ সদ্যো গদ্যেন তুষ্টুবুঃ ॥"

"পরমহংস পরিব্রাজকগণ কর্ত্তৃক আত্মযোগাখ্য পরম সমাধি দ্বারা পরিভাবিত ও পরিস্ফুট পারমহংস্যধর্ম্মরূপ ভগবদ্ভজন তদ্দ্বারা তমোরূপ কবাট উদ্‌ঘাটিত হইলে স্বস্বরূপ লোকে (আত্মলোকে বা ব্রহ্মলোকে) স্বতঃ অভিব্যক্ত নিজ সুখানুভব রূপ মহিমায় অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ তমঃ প্রকৃতি বলিতে অজ্ঞান ও বলা যায়। আত্মলোক—ব্রহ্মলোক

শ্রুতি যথা:—"দিব্য ব্রহ্মপুরে এই পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন" পিপ্পলাদশাখায় উক্ত আছে—"সেই সূক্ষ্ম তত্ত্বই জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহা নিত্য বৈষ্ণবপদাখ্যায় অভিহিত হয়। সমস্তলোকের সারভূত বৈষ্ণবপদকে (বৈকুণ্ঠাদিকে) সকলে জানিতে সক্ষম হয় না, যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণই জানিয়া থাকে।" ঐ পরবর্ত্তি শাখায় উক্ত হইয়াছে—সেই গুহানিহিতপরমেশ্বর কর্ত্তৃক স্বর্গাদি বিভ্রাজিত হইতেছে, যেখানে যতিগণ গমন করিয়া থাকেন।" নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনীতে যথা—"মন্ত্ররাজাধ্যাপকের ইহা পরমধাম, যেখানে দুঃখাদি নাই, যেখানে সূর্য্য ভাসিত হয় না, বায়ু প্রবাহিত হয় না, চন্দ্রমা প্রকাশিত হয় না, নক্ষত্রের প্রভা দেখা যায় না, যে স্থানে মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নাই, অনিষ্টাদি ষড়্‌দোষ স্থান প্রাপ্ত হয় না, সেই মঙ্গলালয় আনন্দ, শাশ্বত, শান্ত, ব্রহ্মাদি বন্দিত, যোগিগণধ্যেয়, পুনরাবৃত্তিপরিশূন্য, ঋগাদিমন্ত্রোক্ত বিষ্ণুর পরমপদ যোগিগণ যেস্থানে যাইয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না।

"বিদ্বদ্‌গণ বিষ্ণুর উৎকৃষ্ট স্থান সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন, আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর দৃষ্টি যেমন অবিরোধে প্রসৃত হইয়া থাকে তদ্বৎ তাঁহারা অবিরোধে দর্শন করিয়া থাকেন। যে পরমপদ মেধাবিগণকে সম্যগ্ দীপিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাঁহারা অপ্রমাদে তাঁহার ধ্যান ও স্তুতি করিয়া থাকেন তাঁহারাই তাঁহার ভাস্বর লোকের দর্শন পাইয়া থাকেন।" (সায়ণাচার্য্যানুগত ব্যাখ্যা) (উক্ত মন্ত্রের মহীধরকৃত বেদদীপাখ্য ব্যাখ্যানুসারেও উক্তবিধ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়) "বেদান্ত পারগগণ বিষ্ণুর সেই পরমস্বরূপকে, আকাশে চক্ষুর ন্যায় বা আদিত্য মণ্ডলের ন্যায় তেজোমণ্ডল সদৃশ সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন। (চক্ষু-শব্দে মণ্ডল বা আদিত্য অর্থ "তচ্চক্ষুর্দেবহিতং" ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত আছে) ইত্যাদি মন্ত্রকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপর করিয়া ব্যাখ্যা করা অতীব অসঙ্গত কারণ ধ্যান ও স্তুতি করিয়া থাকেন এবং যেখানে যাইলে আর পুনরাগমন করেন না। ইত্যাকার উক্তি হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা অনঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই ঋকের অনুসরণ করিয়া, বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে "সপ্তর্ষিগণের উর্দ্ধে উত্তরাংশে যে স্থানে ধ্রুব অবস্থিত সেই ধ্রুবের আশ্রয়ভূত পৃথিব্যাদি হইতে দিব্য তৃতীয় স্থান পরম ভাস্বর বিষ্ণুপদ, হে বিপ্র! নির্দ্ধূত-দোষ-পঙ্ক সংযতাত্মা যতিগণ পাপপুণ্যের ক্ষয়ে সেই পরমমোক্ষ স্থান লাভ করিয়া থাকেন। বিবিধদেহ প্রাপ্তির হেতুভূত পাপ পুণ্যের উপরমে, অশেষ দুঃখের হেতুর নিবৃত্তি হইলে যেস্থানে গমন করিয়া আর কোন প্রকার শোক করিতে হয় না, উহাই বিষ্ণুর পরম-পদ। ধর্ম্ম ধ্রুবাদি লোক সাক্ষিগণ যেস্থানে সমান-ঐশ্বর্য্যোৎপন্ন (সার্ষ্টি) দীপ্তিতে উদ্ভাসিত থাকেন, উহাই বিষ্ণুর পরমপদ। হে মৈত্রেয়! যেখানে এই সচরাচরভূত সকল ওতপ্রোত রহিয়াছে, অতীত ও ভাবি-বিশ্ব যেস্থানে অবস্থিত, উহাই বিষ্ণুর পরমপদ। আকাশ মার্গে আতত সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্যেরমত মহাত্মনগণের অপ্রাপঞ্চিক সর্ব্বাবভাসক বিবেক জ্ঞানের দ্বারা যাহা বর্দ্ধিত উহাই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ তাঁহারাই বৈকুণ্ঠ লোকের অপরিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন।"

তাপনী শ্রুতির "যেখানে বায়ু প্রবাহিত হয় না ইত্যাদি উক্তি প্রাকৃত বায়্বাদির নিষেধ পর জানিতে হইবে, যেহেতু উক্ত ধামে যখন বায়্বাদির বর্ণনা দেখা যায়, তখন পরব্যোমাদির মত ঐ সকলের অপ্রাকৃতত্ব স্বীকার ব্যতিরেকে সঙ্গতি হয় না।

ধ্রুব বিমাতার বাক্যবাণ-বিদ্ধ হৃদয়ে নিয়ত তৎস্মরণে মুক্তিপতি শ্রীভগবানের নিকট মুক্তি কামনা না করিয়া, অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "অহো! মন্দভাগ্য আমার অনাত্মতা দেখ! ভবচ্ছেদ শ্রীভগবানের পাদমূলে উপস্থিত হইয়াও নশ্বর ভোগের বাঞ্ছা করিলাম। এখানে প্রার্থিত বর প্রাপ্তেও অপূর্ণমন্যতা দেখান হইয়াছে। তচ্চপদ কামনা দ্বারা তৎকর্ত্তৃক মনোরথের অতীত বর লাভ সঙ্ঘটিত হইলেও, সঙ্কল্প-তিরস্কারের জন্যই ঈদৃশী উক্তি সঙ্ঘটিত হইতে পারে।

বিদুর মহাশয় বলিয়াছিলেন "শ্রীহরির পরমপদ বড়ই সুদুর্ল্লভ" শ্রীধ্রুবপ্রিয়াবতারে শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন "পার্থিব রাজ্যাদি ভোগের অনন্তর, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত সপ্তর্ষিলোকের উপরিস্থিত আমার স্থানে গমন করিবে, যে স্থান হইতে

যতিগণের পুনরাবৃত্তি হয় না।" ভগবৎ, পার্ষদ্ সুনন্দনন্দের উক্তিতে দেখা যায় "জগদ্বন্দ্য বিষ্ণুর পরমপদে অবস্থান কর।" সুত মহাশয়ের উক্তিতে "ধ্রুবের বৈকুণ্ঠপদে অধিরোহণ"—পঞ্চমে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনে উক্ত হইয়াছে "বিষ্ণুর যাহা পরমপদ উহাকে সপ্তর্ষিগণ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন" ঐ পরবর্ত্তি অধ্যায়ে "উহাকে বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন" পুর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা ধ্রুবাদি লোকের উপরিস্থিত বিষ্ণুলোক প্রপঞ্চের অন্তর্গতত্ব রূপে বর্ণিত হইয়াও প্রাপঞ্চিক ধর্ম্মমুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; বেদান্ত সূত্রের গোবিন্দ ভাষ্যে যথা—

"নমু মুক্তশ্চেৎ কার্য্যান্তর্গতান্ ভুঙ্ক্তে তর্হি সংসারিতো ন বিশেষস্তেষাং বিনাশিত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ—

"বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ" (বেদা, সূ, ৪।৪।১৯)

বিকারে প্রপঞ্চে জন্মাদিষট্‌কে বা ন বর্ত্ততে ইতি বিকারাবর্ত্তি নিরবদ্যং ব্রহ্মস্বরূপং তদ্‌গুণভূতং তদ্ধামাদিকং চ। তত্তদ্বিষয়া বিদ্যয়া তত্তদাবৃত্তিপরিক্ষয়ান্মুক্তস্তদনুভবং তিষ্ঠতীতি ন কিঞ্চিদূনং। হি যতঃ কঠশ্রুতির্মুক্তস্য তথা স্থিতিমাহ।"

অর্থাৎ মুক্তপুরুষও যদি কার্য্যান্তর্গত ভোগের বশবর্ত্তি থাকিলেন, তাহা হইলে সংসারী হইতে মুক্ত পুরুষের বৈশিষ্ট্য কোথায়? তদুত্তরে এই সূত্রের অবতারণা মুক্তপুরুষ সকলে প্রাপঞ্চিক জন্মাদি ষড়্‌বিকার নাই। ভগবদ্বিষয়া বিদ্যাবৃত্তি দ্বারা অবিদ্যারক্ষয় হেতু মুক্তপুরুষ নিরবদ্য ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া তদ্‌গুণভূত সচ্চিদানন্দময় ধামাদির আনন্দ উপভোগ করেন, তাহাতে তাঁহার কিছুক্ষতি হয় না। কঠোপনিষদেও মুক্তের স্থিতির বিষয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।"

ঐ রামানুজ ভাষ্য যথা—

"যদি সংসারিবন্মুক্তোঽপি বিকারান্তর্বর্ত্তিনো ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে, তর্হি বন্ধস্যেব মুক্তস্যাপ্যন্তবদেব ভোগ্যজাতমল্পং চ স্যাৎ; তত্রাহ—"বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ।"

বিকারে—জন্মাদিকে ন বর্ত্ততে ইতি বিকারাবর্ত্তি; নির্ধূত-নিখিলবিকারং নিখিলহেয়প্রত্যনীককল্যাণৈকতানং নিরতিশয়ানন্দং, পরং ব্রহ্মসবিভূতিকং, সকল কল্যাণগুণমনুভবতি মুক্তঃ।"

অর্থাৎ মুক্তপুরুষ সবিভূতিক সকল কল্যাণগুণক পরব্রহ্মের নিরতিশয় আনন্দানুভব করিয়া থাকেন।

অতএব উক্ত লোকের বাহিরের প্রাপঞ্চিক অংশের লয় ও তৎকালে ধামের অন্তর্ধান হইয়া থাকে, জানিতে হইবে। ইহা অবলম্বন করিয়াই হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছিল; "কল্পান্তে কালনির্ধূত ধ্রুবাদি বৈষ্ণবপদের প্রয়োজন কি?" অদ্যাপি ঐ জাতীয় কথা যাহারা বলিয়া থাকে, তাহারাও হিরণ্যকশিপু তুল্য জানিতে হইবে।

অতএব বৈকুণ্ঠলোকের যখন সচ্চিদানন্দময়তা দেখান হইল, তখন মহাবৈকুণ্ঠলোক যে সচ্চিদানন্দময়, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইল। পাদ্মোত্তর খণ্ডে প্রকৃতির অন্তর্গত বিভূতির বর্ণনানন্তর নানা শ্রুতির উত্থাপন করিয়া, শ্রীশিবকর্ত্তৃকও বৈকুণ্ঠের সচ্চিদানন্দময়তা অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে;

সচ্চিদানন্দময়তা মহাবৈকুণ্ঠ লোকের

"হে ভূধর নন্দিনি! প্রাকৃত বিভূতির রূপের উত্তমতা শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে ত্রিপাদ্‌বিভূতির রূপের বিষয় শ্রবণ কর। প্রধান ও পরব্যোমের মধ্যে বিরজা নাম্নী নদী, যাহা বেদাঙ্গস্বেদ জলে প্রস্রাবিতা ও পবিত্রা। তাহার পারে পরব্যোম যাহা ত্রিপাদ্‌ভূত ও নিত্য, অমৃত শাশ্বত অনন্ত উহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাহা শুদ্ধসত্ত্বময় দিব্য ও অক্ষর অনেককোটি সূর্য্যপ্রভাতুল্য যাহার প্রভা এবং যাহা অব্যয় উহাই ব্রহ্মপদ। সর্ব্ববেদময় শুভ্র সর্ব্বপ্রলয় রহিত জাগ্রত-স্বপ্নাদিবর্জ্জিত অসংখ্য অজর নিত্য, যাহা হিরণ্ময়, ব্রহ্মানন্দ-সুখনামে অভিহিত। যাহার সমান, অধিক, আদি বা অন্ত নাই। যাহা স্বীয় অদ্ভুত তেজে পরম রমণীয়, নিত্য আনন্দ-সাগর-স্বরূপ, ইত্যাদি অশেষ গুণোপেত যাহা উহাই বিষ্ণুর পরম-পদ। যাহা সূর্য্য, চন্দ্র বা পাবকের দ্বারা ভাসিত হয় না, যে স্থানে গমন করিলে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না উহাই হরির পরম ধাম। বিষ্ণুর এই নিত্য অচ্যুত ধামের বর্ণনা শতকোটি কল্পেও করিতে অক্ষম। মুনীন্দ্রবর্য্যগণ, ব্রহ্মা, এবং আমিও শ্রীহরির এই ধামের সম্পূর্ণ বর্ণনে

ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের উক্তি

সক্ষম নহি। জানি না অচ্যুত ঈশ্বর স্বয়ংই স্বীয় পদের মহিমা সম্পূর্ণ জ্ঞাত কি না? বেদগুহ্য যাহা অক্ষয় যাহাকে অবলম্বন করিয়া দেবতারা অবস্থান করিতেছেন, যে তাঁহাকে না জানে, ঋক্ মন্ত্র তাহার কি করিবে? যাহারা এই বেদগুহ্য মহিমা অবগত হইয়াছে, তাহাদেরই যথার্থ বেদপরিজ্ঞান হইয়াছে, তাহারাই বিষ্ণুর পরম পদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকে। যাহা অক্ষয় ও নিত্য যাহা আকাশবৎ বিতত। ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবগণ যেখানে প্রবেশে সক্ষম হন না, যোগিশ্রেষ্ঠগণ শাস্ত্রোত্থ জ্ঞানমার্গে যাহা দেখিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, মহর্ষিগণ, দেবতারা, এবং আমিও যাহা জানি না। হে সুব্রতে! আমি সকল উপনিষদের অর্থ দেখিয়া তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। বিষ্ণুর পরম পদ যেখানে শুভাবহবিধি সকল অবস্থিত, যেখানে ভূরিশৃঙ্গ গাভী সকল ও প্রজা সকল স্বসুখে নিমগ্ন থাকে। উহাই কীর্ত্তনীয় শাঙ্গীর পরম ধাম। শুভাবহ গায়ত্রী কর্ত্তৃক নিয়ত গীত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। যাহা তমোতীত আদিত্যবর্ণ উত্তমজ্যোতিঃরূপ, অতএব যাহা শুদ্ধ ও সনাতন। এই লোকে শ্রীর সহিত বিষ্ণু নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। চিরযৌবনা বিষ্ণুবল্লভা ভূ-শক্তি ও লীলা-শক্তি যেখানে অবস্থান করিয়া থাকেন। বিশ্বেদেবাদি শুভদর্শন নিত্যসিদ্ধসাধকগণ যাহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে পদ জাগরূক জ্ঞানিগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। উহাই বিষ্ণুর পরম ধাম যাহা মোক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কর্ম্মপাশবিমুক্ত জীবগণ ঐ ধামে স্ব-সুখ-পদ অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপ সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যে পদ লাভ করিলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না বলিয়া, মোক্ষ নামে উদাহৃত হইয়া থাকে। যাহার মোক্ষ, পরমপদ, অমৃত, বিষ্ণুমন্দির ইত্যাদি নাম দেখা যায়। অক্ষর, পরমধাম, বৈকুণ্ঠ, শাশ্বতপদ, নিত্য, পর-ব্যোম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইত্যাদি সকল পদই শ্রীভগবান অচ্যুতের পরম ধামের পর্য্যায় বাচক শব্দ। শ্রীভগবানের ত্রিপাদ্বিভূতির রূপের বিষয় বিস্তরে বর্ণন করিলাম। "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি" এই মন্ত্রে পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে ভগবানের একপাদ বিভূতি রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ভগবানের ত্রিপাদ্‌বিভূতির মহিমা যাহা বর্ণিত হইল, ইহা কোন ক্রমেই আধুনিক তর্কনিষ্ঠ হৃদয়েও অতিরঞ্জিত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না, বা তৎপক্ষে বৃথা তর্কের আপতন সম্ভব হইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। ইত্যাকার বিভূতিদ্যোতক বহুশ্রুতি বেদে প্রসিদ্ধ থাকায় উহা উদ্ধৃত করা হইল না।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে ব্রহ্মানারদ সম্বাদে উক্ত হইয়াছে—"দিব্যষড়্‌গুণ সম্পন্ন, গুণত্রয়বিবর্জ্জিত, অবৈষ্ণবগণের অপ্রাপ্য, নিত্যকৈশোর তন্ময়সিদ্ধগণে পরিবৃত; সভা, প্রাসাদ, বন, উপবন, বাপী, কূপ, তড়াগ ও বৃক্ষসমূহে পরিশোভিত, দেবগণের দ্বারা বন্দিত অযুতার্কসমপ্রভ বৈকুণ্ঠলোক নামক দিব্য ধাম।"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে "অনন্তগুণের আবাস, দুরাসদ, অপ্রত্যক্ষ, নিরুপম, পরানন্দ স্বরূপ, অতীন্দ্রিয় সেই তেজোময় ধাম।" ইতিহাস সমুচ্চয়ে মুদ্‌গলোপাখ্যানে যথা—"ব্রহ্মলোকের উর্দ্ধে বিষ্ণুর পরমপদ, শুদ্ধ, সনাতন, জ্যোতিঃস্বরূপ সেই লোক যাহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন। মায়াতীত, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যানযোগপরায়ণ সাধুগণ সেই লোকে গমন করিয়া থাকেন। যাহারা হরি, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, সনাতন, অজ, বিশ্বক্‌সেন, চতুর্ভুজ দেব নারায়ণের ধ্যান করে অথবা সেই দিব্যপুরুষ অচ্যুতকে স্মরণ করে, তাহারাই সেই অচ্যুত নিত্য স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। স্কন্দ পুরাণে শ্রীসনৎকুমার মার্কণ্ডের সম্বাদে যথা—"হে বিপ্রেন্দ্র! শঙ্খ চক্রাদি চিহ্নিত বৈষ্ণবই দাহ প্রলয়াদি বর্জ্জিত বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।" পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্ধামের বাচক রূপে স্থান বিশেষে পদ-ধাম ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ হইয়াছে ঐ সকল শব্দই স্থান বাচক, উহা ব্রহ্ম-স্বরূপের বাচক নহে, কারণ যদি উহা স্বরূপের বাচক হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রসঙ্গে ঈদৃশী উক্তি হইত না, "তাহারা আমার স্থানে অভিগমন করিয়া থাকে যে স্থানকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানে।" এখানে সাক্ষাৎ স্থান—শব্দের উল্লেখে উহার স্বরূপের বাচকতা নিরস্ত হইয়াছে। তথাচ যদি চ-কার অধ্যাহারাদি রূপ দৈন্য স্বীকার করিয়া পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস সমুচ্চয়ের "যত্র পরং ব্রহ্মেতি যদ্‌বিদুঃ"—এই স্থলে বিশেষণ বিরুদ্ধ বাক্যের ভেদই অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে তত্তৎস্থলে উক্ত "লোক" শব্দকে সহায় করিলে, আর স্বরূপের বাচক বলিতে পারা যাইবেই না। সুতরাং পদ-ধাম-স্থান-লোক প্রভৃতি সকল শব্দই একবস্তুর উদ্দেশে প্রযুক্ত বলিলে পরস্পরের

অন্যার্থ দূরীকৃত করিয়া, কাহাকে না স্বীয়-অর্থবোধ করায়? যেমন ভগবান্, হরি, ইত্যাদি শব্দ হইতে বিষ্ণু অর্থেরই বোধ হয়।

তথাপি যদি কেহ উহার স্বরূপ বাচকতা ভিক্ষা করেন, তাহা হইলে পাদ্ম-বৈষ্ণবাদি বচন অবলম্বনে অনায়াসে বিপক্ষ-নিরাশ করা যায়। কর্ম্মাদি দ্বারা অপ্রাপকত্ব প্রতিপাদক বাক্য সকল, বিশেষ রূপেই স্বরূপার্থবাদীর প্রতিষেধক জানিবে। অতএব "নমস্তেঽস্তু ভগবন্নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবল জগদাধার লোকৈকনাথ সর্ব্বেশ্বর, লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিত পরিস্ফুট-পারমহংস্যধর্ম্মেণোদ্ঘাটিততমঃ কবাট দ্বারে চিত্তেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবান্" (ভাগ, ৬।৯।৩৩).

অর্থাৎ অশেষ গুণাধার স্বীয়লোকে স্বয়ং উপলব্ধনিজ সুখানুভবী ভগবান তোমাকে প্রণাম করি। ইত্যাদি পদ্যে স্পষ্টই শ্রীভগবল্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহা শ্রীহরি দেবতাগণকে বলিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥

তদেতচ্ছ্রীবৈকুণ্ঠস্বরূপং নিরূপিতম্।

তচ্চ যথা শ্রীভগবানের ক্বচিৎ পূর্ণত্বেন ক্বচিদংশত্বেন চ বর্ত্ততে তথৈবেতি বহুবস্তস্যাপি ভেদাঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ দ্রষ্টব্যাঃ, যেষু শ্রীমৎস্যদেবাদীনামপি পদানি বক্ষ্যন্তে।

তদেব সূচয়তি—

"এবং হিরণ্যাক্ষমসহ্যবিক্রমং স সাদয়িত্বা হরিরাদিশূকরঃ।
জগাম লোকং সমখণ্ডিতোৎসবং সমীড়িতঃ পুষ্করবিষ্টরাদিভিঃ ॥"
(ভাগ, ৩।১২।২৮)

সাদয়িত্বা হত্বা। পবিত্রারোপপ্রসঙ্গে চৈবমাহ বৌধায়নঃ—

"এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ বর্ষে বর্ষে ন সংশয়ঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্রদেবো নৃকেশরী ॥"

ইতি। বায়ুপুরাণে তু শিবপুরমপি তদ্বৎ শ্রূয়তে। যথা—

"অন্তোঽস্য সমন্তাৎ তু সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ।
সমস্তাদ্ যেন তোয়েন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি ॥
বাহ্যতো ঘনতোয়স্য তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ মণ্ডলম্।
ধার্য্যমাণং সমন্তাৎ তু তিষ্ঠতে ঘনতেজসা ॥
অয়োগুড়নিভো বাহ্যঃ সমন্তাৎ মণ্ডলাকৃতিঃ।
সমস্তাদ্ ঘনবাতেন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি ॥
ভূতাদিশ্চ তথাকাশং ভূতাদিঞ্চ তথা মহান্।
মহান্ ব্যাপ্তো হ্যনন্তেন অব্যক্তেন তু ধার্য্যতে ॥
অনন্তমপরিব্যক্তমনাদিনিধনঞ্চ তৎ।
তম এব নিরালোকমমর্য্যাদমদেশিকম্ ॥

তমসোঽন্তে চ বিখ্যাতমাকাশান্তে চ ভাস্বরম্।
পর্য্যন্তায়ামতস্তস্য শিবস্যায়তনং মহৎ॥
ত্রিদশানামগম্যস্তু স্থানং দিব্যমিতি শ্রুতিঃ॥"

ইতি। শ্রীমৈত্রেয়ঃ॥ ৭৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্ব বর্ণিতানুসারে শ্রীবৈকুণ্ঠের স্বরূপ নিরূপিত হইল। উক্ত বৈকুণ্ঠলোকের বহুভেদ আছে অর্থাৎ যেমন শ্রীভগবান কোথাও পূর্ণরূপে কোথাও অংশরূপে অবস্থিত থাকেন, তদ্রূপ ঐ ধামেরও পূর্ণত্ব ও অংশত্ব আছে—পাদ্মোত্তর-খণ্ডাদিতে উহা বিশেষ বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমৎস্যাদি লীলাবতারের যাহাতে স্থিতি কথিত হইয়াছে। যথা—হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া ভগবান্ আদি শূকর নিজ ধামে গমন করিলেন, ঈদৃশী উক্তি পাওয়া যায়।

"অসহ্য বিক্রম হিরণ্যাক্ষকে এইরূপে বধ করিয়া, আদি শূকরমূর্ত্তি—শ্রীহরি ব্রহ্মাদি দ্বারা সংপূজিত হইয়া, অখণ্ডিতোৎসব স্বীয় লোকে গমন করিয়াছিলেন। স্বামিপাদ "সাদয়িত্বা—হত্বা" এইরূপই অর্থ করিয়াছেন। বৌধায়নও পবিত্রারোপণ-প্রসঙ্গে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন;—"যে মহাত্মা প্রতি বৎসর এইরূপে ব্রত করেন, তিনি শ্রীনৃসিংহদেবের পরম ধামে গমন করিয়া থাকেন।" বায়ুপুরাণে শিব লোকের সম্বন্ধেও এইরূপ উক্তি দেখা যায়। যথা—অন্ত ওথের চতুর্দ্দিকে ঘনজলপ্রবাহ প্রবাহিত আছে। যাহার দ্বারা ধৃত হইয়াই উক্ত অন্তজলৌঘ অবস্থিত আছে। ঘন তোয়ের বাহির হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে ঊর্দ্ধে একটী মণ্ডল, যাহা নিবিড় তেজের দ্বারা ধৃত হইয়া অবস্থিত আছে। যাহার চতুর্দ্দিকে গোলাকার লৌহ তুল্য মণ্ডলাকৃতি বহ্নি-পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, যাহার চতুর্দ্দিকে ঘন বায়ুমণ্ডল উহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে পঞ্চ, মহাভূত,—আকাশাদি ভূততন্মাত্র, মহত্তত্ত্ব, যাহা পুনশ্চ অনন্ত অব্যক্ত কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। যাহা অনাদি নিধন অনন্ত অপরিব্যক্ত, নিরালোক অমর্য্যাদ অপরিচ্ছিন্ন তমঃই যাহার স্বরূপ সেই তমোঽভ্যন্তরে বিখ্যাত আকাশে পরম ভাস্বর বিস্তৃত মহৎ শিবলোক অবস্থিত, যে স্থান ত্রিদশ-গণের অগম্য পরম দিব্য স্বরূপ বলিয়া কথিত।" ইহা মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তি॥৭৪॥

শিবলোক বর্ণন।

এবঞ্চ যথা—শ্রীভগবদ্বপুরাবির্ভবতি লোকে, তথৈব ক্বচিৎ কস্যচিৎ তত্ পদস্যাবির্ভাবঃ শ্রূয়তে।

"পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ।
তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্॥
বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ।
রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া॥" (ভাগ, ৮।৫।৪—৫)

যথা ভগবদ্ আবির্ভাবমাত্রং জন্মেতি ভণ্যতে, তথৈব বৈকুণ্ঠস্যাপি কল্পনমাবির্ভাবনমেব নতু প্রাকৃতবৎ কৃত্রিমত্বম্। উভয়ত্রাপি নিত্যত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ তৎসাম্যেনাহ, জজ্ঞে ইতি। শ্রীবিকুণ্ঠাসুতস্যৈবেদং বৈকুণ্ঠম্। মূলবৈকুণ্ঠস্য তু সৃষ্টেঃ প্রাক্ শ্রীব্রহ্মণাদৃষ্টমিতি দ্বিতীয়ে প্রসিদ্ধমেব।

"স তদ্বিকেতং পরিসৃত্য শূন্যমপশ্যমানঃ কুপিতো ননাদ।" (ভাগ, ৮।১৯।১১)

তৎস্থানন্তু স্বর্গাদিগতমেব জ্ঞেয়ম্॥ শ্রীশুকঃ॥

তদেবং শ্রীবৈকুণ্ঠস্য স্বরূপভূতত্বে সিদ্ধে তদন্তর্ভূতানাং শ্রীপার্ষদানাং তাদৃশত্বং সুতরাং সিদ্ধমেব, মুক্তৈশ্চৈবং

তৎসেবকানাম্। "নাহদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" ইতি তৎসদৃশতাভাবনামন্তরেণোদ্দেশেনাপি তৎসেবায়ামনধিকারাৎ, সাক্ষাত্তু সাক্ষাদেব তৎসদৃশত্বমিতি। তদেবং নিত্যপার্ষদানাং কৈমুত্যমেবাপতিতম্। অতএবাহ—

"দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্।" (ভাগ, ৭।১।৩৪)

ইতি। জন্মহেতুভূতৈঃ প্রাকৃতৈর্দেহেন্দ্রিয়াসুভির্হীনানাং শুদ্ধসত্ত্বময়দেহানামিত্যর্থঃ। যুধিষ্ঠিরঃ শ্রীনারদম্॥৭৫॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

"শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের আবির্ভাবের ন্যায় তদীয় লোকেরও কখন কখন আবির্ভাবের বিষয় শোনা যায়।"

অর্থাৎ "রৈবত মন্বন্তরে" শুভ্রের বিকুণ্ঠা নাম্নী পত্নীতে তাঁহাদিগের প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান্ বৈকুণ্ঠবাসী সুরগণের সহিত স্বীয়অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রমা দেবীর প্রার্থনায় তাঁহার প্রিয় বিধান করে লোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোককেও আবির্ভূত করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের আবির্ভাব যেমন জন্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠের কল্পনাও উহার আবির্ভাব, প্রাকৃতবৎ কৃত্রিম নহে। শ্রীভগবান ও তদীয় ধাম উভয়ই নিত্য হওয়ায়, "জজ্ঞে"—এই ক্রিয়াপদ আবির্ভাবাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীবিকুণ্ঠাসুতের ইহা এই ব্যুৎপত্তি করিয়া বৈকুণ্ঠপদ সিদ্ধ হইয়াছে। মূল বৈকুণ্ঠ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রসিদ্ধই আছে। "হিরণ্যকশিপু তাঁহার নিকেতন শূন্য দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া সিংহনাদ করিয়াছিল" ইহাই মূল বৈকুণ্ঠ লোক, ইহা যে স্বর্গাদি লোকের ঊর্দ্ধে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রযুক্ত্যনুসারে বৈকুণ্ঠ লোকের স্বরূপভূততা সিদ্ধ হওয়ায়, সুতরাং তত্রত্য পার্ষদগণেরও তাদৃশতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেবকগণ সম্বন্ধে উহা হওয়াই আবশ্যক "নাহদেবোদেবমর্চ্চয়েৎ" দেবতা না হইয়া দেবার্চ্চন করিবে না, এই শাস্ত্র বাক্য হইতে তাঁহার সদৃশ ভাবনা ব্যতিরেকে উদ্দেশেও সেবার অনধিকার বশতঃ সাক্ষাৎ উপাসনায় সাক্ষাৎ সদৃশত্বের ঔচিত্য অবশ্যম্ভাবী হইতেছে। অতএব নিত্যপার্ষদগণের স্বরূপভূততা কৈমুতিক ন্যায়ে সুসিদ্ধ হইতেছে।

পার্ষদগণের স্বরূপ-ভূততা।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, "দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণাদিহীন বৈকুণ্ঠ-পুরবাসিগণের" উক্তশ্লোকের স্বামিপাদ ব্যাখ্যা যথা—জন্মের হেতুভূত, প্রাকৃতদেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণরহিত শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ" এখানে প্রাণ, ইন্দ্রিয়রহিত শুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ বলায়, উহা যে স্বরূপভূত নিত্যপার্ষদদেহ তাহা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির মহাশয় নারদকে ইহা বলিয়াছিলেন॥৭৫॥

তথা—

আত্মতুল্যৈঃ ষোড়শভির্বিনা শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ।
পর্য্যুপাসিতমুন্নিদ্রশরদম্বুরুহেক্ষণম্॥" (ভাগ, ৬।৯।১৯)

ষোড়শভিঃ শ্রীসুনন্দাদিভিঃ। শ্রীশুকঃ॥৭৬॥

অতএব কালাতীতাত্তে পরমভক্তানামপি পরমপুরুষার্থ সামীপ্যাশ্চেত্যাহ।

"তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষো জ্ঞ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্॥" (ভাগ, ৭।৯।২৪)

স্পষ্টম্। প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥৭৭॥

তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

"ত্রিপাদ্বিভূতের্লোকাস্তু অসংখ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শুদ্ধসত্ত্বময়াঃ সর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ সুখাহ্বয়াঃ॥
সর্ব্বেনিত্যা নির্ব্বিকারাঃ হেয়রাগবিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বে হিরণ্ময়াঃ শুদ্ধাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভাঃ॥
সর্ব্বে বেদময়া দিব্যাঃ কামক্রোধাদিবর্জ্জিতাঃ।
নারায়ণপদাম্ভোজভক্ত্যেক রসসেবিনঃ॥
নিরন্তরং সামগানপরিপূর্ণসুখং শ্রিতাঃ।
সর্ব্বে পঞ্চোপনিষদ্ স্বরূপা বেদবর্চ্চসঃ॥"

ইত্যাদি। অত্র ত্রিপাদ্বিভূতিশব্দেন প্রপঞ্চাতীতলোকোঽভিধীয়তে, পাদবিভূতিশব্দেন তু প্রপঞ্চ ইতি।

যথোক্তং তত্রৈব—

ত্রিপাদ্ব্যাপ্তিঃ পরং ধাম্নি পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ত্রিপাদ্বিভূতির্নিত্যং স্যাৎ অনিত্যং পাদমৈশ্বরম্॥
নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরং ধাম্নিস্থিতং শুভম্।
অচ্যুতং শাশ্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাশ্রিতম্॥
নিত্যং সম্ভোগ্যমীশ্বর্য্যা শ্রিয়াভূম্যা চ সংবৃতম্॥"

ইতি। অতএব তদনুসারেণ দ্বিতীয়স্কন্ধোঽপ্যেবং যোজনীয়ম্।

তত্র—

"সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।
মহিমৈষ ততোব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ॥" (ভাগ, ২।৬।১৭)

অমৃতাদিদ্বয়ং তৃতীয়ঞ্চেন বন্ধ্যমানস্য ক্ষেমস্যাপ্যুপলক্ষণম্।

শ্রুতৌ চ;—"উতামৃতত্বস্যেশানঃ" (শ্বেতা, উ, ৩।১৫) ইত্যত্রামৃতত্বং তদ্যুগলোপলক্ষণম্। অত্র ধর্ম্মিপ্রধাননির্দ্দেশঃ, শ্রুতৌ তু তত্র ধর্ম্মমাত্রনির্দ্দেশস্যাপি তত্রৈব তাৎপর্য্যম্। তত্রামৃতং—"স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্" (ভাগ, ২।৯।৯) ইতি "পরং ন যৎপরম্" (ভাগ, (২।৯।৯) ইত্যুক্তানুসারেণ পরমানন্দঃ। অতএব "অমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম্" ইতি তৎ পর্য্যায়ঃ। অভয়ং—"ন চ কালবিক্রমঃ" (ভাগ, ২।৯।১০) ইত্যাদ্যুক্তানুসারেণ ভয়মাত্রাভাবঃ। অতএব "দ্বিজা ধামাকুতোভয়ম্" (ভাগ, ১২।১১।১৯) ইত্যুক্তম্। ক্ষেমং—"ন যত্র মায়া" (ভাগ, ২।৯।১০) ইত্যাদ্যুক্তানুসারেণ ভগবদ্বহির্মুখতাকরগুণসম্বন্ধাভাবাদ্ভগবদ্ভজনমঙ্গলাশ্রয়ত্বং জ্ঞেয়ম্। তথা চ নারদীয়ে—

"সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা।
দ্বিজেন্দ্র তব ময্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী।

ইতি। অতএব—

"ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানম্" (ভাগ, ১১।২০।২৭) ইত্যুক্তম্। তত্র তত্তচ্ছব্দেন লক্ষণাময়কষ্টকল্পনয়া জনলোকাদিবাচ্যতাং নিষেধন্ হেতুং ন্যস্যতি। মর্ত্ত্যং

"ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ" (ভাগ, ১১।১০.৩০) ইত্যাদিন্যায়েন মরণধর্ম্মকম্। অন্নং কর্ম্মাদিফলং ত্রিলোক্যাদিকং যস্মাদত্যগাৎ অতিক্রম্যৈব তত্র বিরাজত ইতি। এষঃ—অমৃতাদ্যৈশ্বর্য্যরূপঃ। দুরত্যয়ঃ—ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ কেনচিন্মনসাপ্যবরোদ্ধুমশক্যঃ। তদেবমমর্ত্ত্যমৈশ্বর্য্যং ত্রিপাৎ, মর্ত্ত্যমেকপাৎ ইতি তস্য চতুষ্পাদৈশ্বর্য্যং পুনর্বিবৃণোতি।

"পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু॥ (ভাগ, ২।৬।১৮)

তিষ্ঠন্ত্যত্র সর্ব্বভূতানীতি স্থিতয়ো মর্ত্ত্যাদৈশ্বর্য্যাণি তানি পাদা ইবাধিষ্ঠানভূতানি যস্য তস্য স্থিতিপদঃ পাদেষু চতুর্ষ্বেব ঐশ্বর্য্যভাগেষু সর্ব্বভূতানি পার্ষদপর্য্যন্তানি। পাদান্ দর্শয়তি। ত্রয়াণাং সাত্ত্বিকাদি-পদার্থানাং মূর্দ্ধেব মূর্দ্ধা প্রকৃতিঃ তস্য মূর্দ্ধসু তদুপরি বিরাজমানেষু শ্রীবৈকুণ্ঠলোকেষু অমৃতং ক্ষেমমভয়ঞ্চাধায়ি নিত্যং ধৃতমেব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। ততঃ পূর্ব্বস্য মর্ত্ত্যান্নমাত্রাত্মকত্বাদেকপাত্ত্বম্, উত্তরস্যামৃতাদিত্রয়াত্মকত্বাৎ ত্রিপাত্ত্বমিতি ভাবঃ। তদনেন "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যস্যার্থো দর্শিতঃ। অস্য পাদস্তথাস্যৈব দিশি বৈকুণ্ঠে যদমৃতাদ্যাত্মকং ত্রিপাৎ তচ্চ বিশ্বাভূতানি ইত্যর্থঃ। অত্রাধিষ্ঠানা-ধিষ্ঠেয়য়োরৈক্যোক্তিঃ। (১) অথ—চতুষ্পাত্ত্বে ত্রিলোকীব্যবস্থাবৎ পক্ষান্তরং দর্শয়তি।

"পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং য আশ্রমাঃ।
অন্তস্ত্রীলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধোঽবৃহদ্ব্রতঃ॥" (ভাগ, ২।৬।১৯)

চ—শব্দঃ উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। প্রপঞ্চাদ্বহিঃ পাদাস্ত্রয়ঃ আসন্নেব, প্রপঞ্চাত্মকস্য চতুর্থপাদস্যৈব বিভাগবিবক্ষায়াং তু ত্রিলোক্যা বহিশ্চান্যে পাদাস্ত্রয় আসন্নিত্যেবং মন্ত্রেঽপি (২) হি তথৈব "পুনঃ"—শব্দ। তে কে? অপ্রজানাং ব্রহ্মচারিবনস্থযতীনাম্ আশ্রমাঃ প্রাপ্যা যে লোকাঃ। অতএব ধর্ম্মত্রয়প্রাপ্যত্বাৎ চতুর্ণামপি ত্রিপাত্ত্বম্। অপরস্তু চতুর্থঃ পাদস্ত্রিলোক্যা অন্তরিতি গৃহমেধস্তৎপ্রাপ্যঃ যস্মাৎ অবৃহদ্ব্রতো ব্রহ্মচর্য্য রহিত ইতি। অতত্রবোভয়ত্রাপি পুরুষশ্চতুষ্পাদিত্যাহ।

"সৃতী বিচক্রমে বিষ্বঙ্ সাশনানশনে উভে।
যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ॥" (ভাগ, ২।৬।২০)

---

(১) বৎ—অত্র মতুপ্ ন তু বতিঃ।

(২) ত্রিপাদূর্দ্ধমুদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ (পুরুষ সূ, ৪)

বিষ্ণু—সর্ব্বব্যাপী, পুরুষঃ—পুরুষোত্তমঃ, এতে স্থতী তেপ্রপঞ্চাপ্রপঞ্চলক্ষণে জীবস্য গতী, বিচক্রমে—আক্রম্য স্থিতঃ।, কথম্ভূতে? সাশনানশনে—কর্ম্মাদিফলভোগতদতিক্রমযুক্তে। তস্যৈব এতদাক্রমণে হেতুঃ—যৎ যয়োঃ স্থত্যোঃ, অবিদ্যা মায়ৈকত্র, বিদ্যা চিচ্ছক্তিরন্যত্রাশ্রয় ইত্যর্থঃ।

পুরুষোত্তমস্তু তয়োর্দ্বয়োরপ্যাশ্রয়ঃ। বক্ষ্যতে চ—"যস্মাদণ্ডং বিরাট্ যজ্ঞে" (ভাগ. ২।৬।২১) ইত্যাদিনা। তস্মাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈনৈকদেশৈশ্বর্য্যেণ চ চতুষ্পাত্ত্বমিতি ভাবঃ। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্।।৭৮॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পার্ষদগণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

"শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ ব্যতিরেকে শ্রীভগবানের সদৃশ ষোড়শ শক্তিদ্বারা পর্য্যুপাসিত শরদম্বুরুহতুল্য চক্ষু পার্ষদগণ।" ষোড়শ—শ্রীসুনন্দাদি দ্বারা উপাসিত। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি।।৭৬॥

পার্ষদগণের স্বরূপ

অতএব উঁহারা যে কালাতীত এবং পরম ভক্তগণেরও প্রার্থনীয় সামীপ্য, উহাই শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের বাক্য হইতে বিবৃত হইতেছে, "হে ভগবন! আমি শরীর ধারিগণের প্রার্থিত ভোগ, জ্ঞান, আয়ু, ঐশ্বর্য্য, এমনকি ইন্দ্রের বৈভব, বা ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক গত বৈভবও চাহি না, কালাত্মা তোমার উরুবিক্রমে যাহা বিধ্বস্ত হইবে এমন অণিমাদি সিদ্ধিকেও প্রার্থনা করি না। তুমি কৃপাপূর্ব্বক তোমার ভৃত্যের সমীপে আমাকে স্থান প্রদান করিও।" ইহা প্রহ্লাদ মহাশয় শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছিলেন।।৭৭॥

পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীভগবানের ত্রিপাদ্‌বিভূতি মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বময়, ব্রহ্মানন্দসুখাখ্য, নিত্য নির্ব্বিকার, হেয়রাগবর্জ্জিত, হিরণ্ময়, শুদ্ধ, কোটিসূর্য্যসমপ্রভ, বেদময়, কামক্রোধাদিবর্জ্জিত, শ্রীনারায়ণ-পদাম্ভোজে যাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি সেই একমাত্র ভক্তিরসসেবিগণের দ্বারা ব্যাপ্ত, নিরন্তর সামাদি ভগবন্মহিমা গানে পরিপূর্ণ সুখশ্রিত, বেদদীপ্ত পঞ্চোপনিষৎস্বরূপ অসংখ্যলোক (ধাম) পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।" অতএব এই ত্রিপাদ্‌-বিভূতি শব্দে প্রপঞ্চাতীত লোকই অভিহিত এবং পাদ-বিভূতি শব্দে প্রাপঞ্চিক বিভূতি বা পার্থিবাদি জগতের ঐশ্বর্য্য জানিতে হইবে। যাহা ঐ স্থলেই উক্ত হইয়াছে; "তাঁহার ত্রিপাদের ব্যাপ্তি পরমধামে, একপাদের ব্যাপ্তি ইহ-জগতে জানিবে। উক্ত ভগবৎসম্বন্ধীয় ত্রিপাদ্‌বিভূতি নিত্য, এক একপাদ বিভূতি প্রাপঞ্চিক সুতরাং অনিত্য। পরমেশ্বরেরস্বরূপ. নিত্য, শুদ্ধ, অচ্যুত, শাশ্বত, (সর্ব্বকাল সমাবস্থায় অবস্থিত) দিব্য, সর্ব্বকালেই যৌবনবৎ শোভাসম্পন্ন তাঁহার পরধামে অবস্থিত, যাহা নিত্য সম্ভোগ্য শ্রী, ভূ, প্রভৃতি ঈশ্বরীগণ কর্ত্তৃক সংবৃত।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধের বৈকুণ্ঠলোক বর্ণনাও এইরূপই যোজনীয় জানিবে। উক্তস্থলে সেইলোক অমৃত ও অভয়ের ঈশ (প্রদাতা) যেখান হইতে মর্ত্ত্য (মরণ-ধর্ম্মক) অন্ন (কর্ম্মফল) অতিক্রান্ত হইয়াছে, (জন্মমৃত্যুর হেতু যেখানে নাই) ইহাই সেই পরম পুরুষের অচিন্ত্য-মহিমা।

এখানে অমৃত ও অভয়, এই পদ বক্ষ্যমাণ শ্লোকোক্ত ক্ষেম-পদের উপলক্ষণ। "উতামৃতত্বস্যেশান" এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষন্মন্ত্রে অমৃতত্ব—পদে অমরণধর্ম্মত্বই—ভাষ্যের তাৎপর্য্য; অতএব মন্ত্রের অমৃত—পদ অমৃত ও অভয় এই উভয় পদের উপলক্ষণ। শ্লোকে ধর্ম্মিপ্রধান নির্দ্দেশ, শ্রুতিতে ধর্ম্মমাত্র নির্দ্দেশ হইলেও উভয় ধর্ম্মিপ্রধানেই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। সেস্থানে অমৃত—"আত্মদর্শিবিবুধগণের দ্বারা যাহা নিত্য অভিবন্দিত" "নিজমর্ত্ত্যোৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠলোক, যদপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই" ইত্যাদ্যুক্ত্যনুসারে মন্ত্রের পরমানন্দ স্বরূপতা অভিহিত হইয়াছে।

অতএব "অমৃতং বিষ্ণুমন্দিরম" এখানে অমৃত পদ উক্ত পরমানন্দেরই পর্য্যায়ক। অভয়—"যেখানে কালের

প্রভাব নাই" এই উক্তির অনুসারে ভয়মাত্রেরই অভাব বোধিত হইয়াছে। "হে দ্বিজগণ! অকুতোভয় যে ধাম" স্বামিপাদের টীকা যথা "হে দ্বিজাঃ অকুতোভয়ং কৈবল্যং ধাম গৃহমভজৎ, যদ্বা বৈকুণ্ঠস্য বিশেষণমকুতোভয়ং ধামেতি।" অতএব বৈকুণ্ঠধাম যে কৈবল্যস্বরূপ অভয়, তাহা উক্ত হইয়াছে।

ক্ষেম—"যেখানে মায়া নাই" এই উক্তি হইতে, যাহার মায়ানির্মুক্ততা দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বহির্মুখতাবিধায়ক গুণসম্বন্ধের অভাবে, যাহা শ্রীভগবদ্ভজনরূপ পরম মঙ্গলের আশ্রয়, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। নারদ পুরাণে উক্ত হইয়াছে। "হে দ্বিজেন্দ্র! আমাতে তোমার সর্ব্বমঙ্গলোপরি অবস্থিতা, সদা পূর্ণানন্দময়ী অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক।" "অতএব শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছিলেন "কালমায়াদি রহিত আমার স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে" ইত্যাদি। "মর্ত্ত্যামৃতং যদত্যগাৎ। অর্থাৎ যে স্থান হইতে জন্মমরণের কারণ বিদূরিত হইয়াছে; এই শ্লোকে তৎপদের লক্ষণাময় কষ্ট কল্পনা করিয়া, জনলোকাদির অর্থ নিষেধ পক্ষে, স্পষ্টই নির্দ্দেশ হইয়াছে, মর্ত্ত্যং—অর্থাৎ মরণাদির কারণ এবং ভয়, "দ্বিপরার্দ্ধকালব্যাপী আয়ু লাভ করিয়াও ব্রহ্মার আমা হইতে ভয় আছে।" শ্রীভগবানের এই উক্তিতে ব্রহ্মা মরণ বা তদ্ভয় পরিশূন্য না হওয়ায় উক্ত জন লোকাদির মরণ-ধর্ম্মকতা সিদ্ধই রহিয়াছে। অন্নং—কর্ম্মাদিফল, অর্থাৎ ত্রিলোকাদিকে অতিক্রম করিয়া যাহা বিরাজিত রহিয়াছে, ত্রিলোকের ভোগ কর্ম্মজন্য হওয়ায়, ত্রিলোক অতিক্রম না করিলে আর কর্ম্মমুক্ত হওয়া যায় না। এবং—অর্থাৎ অমৃতাদি ঐশ্বর্য্যরূপ এই লোক। দুরত্যয়ঃ—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য তপ আদি কোন শক্তিবলে যাহা মনেও ধারণা করিতে পারা যায় না, সুতরাং অচিন্ত্য এই অমর্ত্ত্য ঐশ্বর্য্যই ত্রিপাদ্‌বিভূতি, মর্ত্ত্য ঐশ্বর্য্য এক পাদ। এক্ষণে পুনশ্চ তাঁহার চতুষ্পাদ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধে মন্ত্রের সহিত একবাক্যে শ্রীভাগবতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিবৃত হইতেছে;—

"পুরুষের পদে ভূতসকল অধিষ্ঠিত হওয়ায় উহারা স্থিতিপদ নামে অভিহিত, ত্রিমূর্দ্ধা প্রকিতির উপরে বিরাজমান লোকে ক্ষেম,, অমৃত, অভয়, নিত্য বিধৃত রহিয়াছে।" অর্থাৎ এখানে সকল ভূতগণ অবস্থান করে বলিয়া উহা স্থিতি, মর্ত্ত্যাদি লোকের ঐশ্বর্য্য সমূহ যাহার পাদ স্বরূপ অধিষ্ঠান হওয়ায় স্থিতিপদ নামে অভিহিত, উক্ত মহাপুরুষের চতুষ্পাদ ঐশ্বর্য্য মধ্যে স্বীয় পার্ষদ হইতে সমস্ত ভূতসকল অবস্থিত। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যে কিছু পদার্থ আছে উক্ত পদার্থ সকলের মস্তকরূপা প্রকৃতি তদুপরি অর্থাৎ তৎসম্বন্ধ পরিশূন্য হইয়া নিত্য বিরাজমান শ্রীবৈকুণ্ঠাদি লোকে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় নিত্য বিধৃত হইয়াছে, অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় অমৃতাদিকে একই বলা হইয়াছে। "মর্ত্ত্যামৃতযদত্যগাৎ" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে যে সকল উক্তি হইয়াছে উহার মরণ-ধর্ম্মাত্মকতা নিবন্ধন একপাদত্ব, তৎপরবর্ত্তি লোকাদির অমৃত ও অভয়াদিত্ব নিবন্ধন ত্রিপাদত্ব অভিহিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এই মন্ত্রের অর্থ দেখান হইয়াছে। শ্রীভগবানের মহিমা বা পাদবিভূতি তাঁহারই বৈকুণ্ঠলোকে যাহা অমৃত, ক্ষেম ও অভয়াত্মকরূপে ত্রিপাদ, বিশ্বভূত একপাদ ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। এখানে অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় উভয়ের ঐক্যোক্তি জানিতে হইবে।

এখানে চতুষ্পাদ্ সম্বন্ধে যেমন ত্রিলোক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তদ্রূপ পক্ষান্তরে দেখান হইতেছে—"প্রপঞ্চের বাহিরে ত্রিপাদ অবস্থিত আছে, যাহা অপ্রজগণের প্রাপ্য, ত্রিলোকের মধ্যে অপর পাদ যাহা অমৃহস্থগণের প্রাপ্য।" এখানে পাদাস্ত্রয়োবহিশ্চ এই চ—কার উক্ত সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত, অর্থাৎ প্রপঞ্চের বাহিরে ত্রিপাদ অবস্থিত আছেই, কারণ পপঞ্চাত্মক চতুর্থ পাদের বিভাগ বলিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, প্রাপঞ্চিক ত্রিলোকের বাহিরে অন্য ত্রিপাদ বিদ্যমান আছে ইহাই এখানের তাৎপর্য্য, পুরুষ সূক্তমন্ত্রে "পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ" (পুরু, সূ, ৪) এই পুনঃ—শব্দ উহারই নির্দ্দেশক। উক্ত পাদবিভূতি যাহাদিগের প্রাপ্য? তদুত্তর স্বরূপ মূলশ্লোকে অপ্রজানাং ব আশ্রমাঃ—এই অপ্রজা শব্দের ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও যতিগণের প্রাপ্য লোক সকলই বুঝাইতেছে। অপর চতুর্থ ত্রিলোকের অন্তর্ভূত—অব্রহ্মচারী গৃহস্থগণের প্রাপ্য।

অতএব যে রকমেই দেখা হউক, পুরুষের চতুষ্পাদ বিভূতি সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায়। যথা—"সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবান্ জীবের ভোগ ও অপবর্গ সম্বন্ধীয়া উভয়বিধা গতি বিধান করিয়া থাকেন, যেহেতু পুরুষ অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়েরই আশ্রয়।" অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষ শ্রীভগবান্ জীবের প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক লক্ষণ গতিকে আবৃত করিয়া অবস্থিত আছেন; কর্ম্মাদি ফলভোগ ও কর্ম্মাদি ফল ভোগাতীত; উক্ত উভয়ের মধ্যে একটী অবিদ্যা-রূপা, অপরটী বিদ্যা—চিচ্ছক্তিরূপা, পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তি উভয়েরই আশ্রয়। "যাহা হইতে বিরাট, ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল" এখানে সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও একদেশৈশ্বর্য্যের দ্বারাও চতুষ্পাদত্ব সুসিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বিদ্যা অবিদ্যারূপা গতি সম্বন্ধে স্বামিপাদ লিখিয়াছেন "যদ্ যতঃ অবিদ্যা কর্ম্মরূপা একা, বিদ্যা চ তৎসাধনোপাসনারূপান্যা" "বিদ্যৈব তন্নির্ধারণাৎ" (বেদান্ত সূ, ৩।৩।৪৮) ইত্যাদি সূত্রেও তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। "বিদ্যৈব মোক্ষহেতুঃ ন তু কর্ম্ম। ......তমেব বিদ্বিত্বেত্যাদৌ তস্যান্তস্যাবধারণাৎ; বিদ্যাশব্দেনেহ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিরুচ্যতে। বিদ্যাকুঠারেণ শীতেন ধীর ইতি"

অর্থাৎ বিদ্যা সাধন উপাসনারূপা বলিয়াই স্বামিপাদ শ্রুত্যাদির সহিত একবাক্যে পরমা গতির হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ রামানুজস্বামিও উক্ত সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন "যদুক্তং মনশ্চিতাদয়ঃ ক্রিয়াময় ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়া-রূপা এবেতি; নৈতদস্তি; বিদ্যারূপা এবৈতে—বিদ্যারূপকত্বাগ্নিন ইত্যর্থঃ.........। ইহা ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন ॥১৮॥

এবং সান্তরঙ্গবৈভবস্য ভগবতঃ স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপভূতত্বম্। সা চ শক্তিবিশিষ্টস্যৈব স্বরূপত্বাৎ স্বরূপান্তঃপাতেঽপি ভেদলক্ষণাং বৃত্তিং ভজন্তী তত্র প্রকাশবিশেষং বৈচিত্রী-বৃন্দঞ্চ প্রকটয়তি। তত্র তত্র তাদৃশত্বে ব্রহ্মোপাসনাসিদ্ধগুরব এবাস্মাকং প্রমাণম্।

তদেতদাহ চতুর্দ্দশভিঃ—

"এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ
স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্য্যহৃদ্যঃ।
তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনাম-
ন্বেষণীয় চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ।
তস্যাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুংভি-
স্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্।
হংসশ্রিয়োর্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোল
শুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাম্বুম্।
কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং স্পৃহণীয়ধাম
স্নেহাবলোককলয়াহৃদি সংস্পৃশন্তম্।
শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়াশ্রিয়াস্ব-
শ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যম্।
পীতাংশুকে পৃথুনিতম্বিনি বিস্ফুরন্ত্যা
কাঞ্চ্যালিভিবিরুতয়া বনমালয়া চ।

বস্ত্রপ্রকোষ্ঠ বলয়ংবিনতাসুতাংসে
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুমানমব্জম্।
বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হ-
গণ্ডস্থলোন্নসমুখং মণিমৎকিরীটম্।
দোর্দ্দণ্ডষণ্ডবিবরে হরতাপরার্দ্ধ্য-
হারেণ কন্ধরগতেন চ কৌস্তুভেন।
অত্রোপসৃষ্টমিতি চোৎস্মিতমিন্দিরায়াঃ
স্বানাং ধিয়া বিরচিতং বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্।
মহ্যং ভবস্য ভবতাঞ্চ ভজন্তমঙ্গং
নেমুর্নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ।
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ।
তে বা অমুষ্য বদনাসিতপদ্মকোশমু-
দ্বীক্ষ্য সুন্দরতরাধরকুন্দহাসম্।
লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মঙ্ঘ্রী-
দ্বন্দ্বং নখারুণমণিশ্রয়ণং নিদধ্যুঃ।
পুংসাং গতিং মৃগয়তামিহ যোগমার্গৈঃ
ধ্যানাস্পদং বহুমতং নয়নাভিরামম্
পৌস্নং বপুর্দর্শয়ানমনন্যসিদ্ধৈ-
রৌৎপত্তিকৈঃ সমগৃণন্ যুতমষ্টভোগৈঃ।

শ্রীকুমারা উচুঃ—

যোঽন্তর্হিতো হৃদিগতোঽপি দুরাত্মনাং ত্বং
নাদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্ত রাদ্ধঃ।
যর্হ্যেব কর্ণবিবরেণ গুহাং গতো নঃ
পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন।
তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং
সত্ত্বেন সম্প্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাম্।

যত্তেঽনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ় ভক্তিযোগৈ—
রুদ্গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ।
নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে ।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ।
কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্যদি নু তে পদয়ো রমেত ।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ
পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ।
প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূতরূপং
তেনেশ নির্বৃতিমবাপুরলং দৃশো নঃ ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম
যোঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥" (ভাগ, ৩।১৫।৩৭-৫০)

অথ ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে। "এবং তদৈবেতি। টীকা চ "এবং স্বানাং মহৎসু অতিক্রমমপরাধং তৎক্ষণমেব বিবুধ্য, তস্মিন্ যত্র তে সনকাদয়স্তাভ্যাং জয়বিজয়াভ্যাং রুদ্ধাঃ, তং দেশং যযৌ। আর্য্যাণাং হৃদ্যঃ মনোজ্ঞঃ। চরণৌ চলয়ন্নিতি। অয়ং ভাবঃ—মচ্চরণদর্শনপ্রতিঘাতজং ক্রোধং তৌ দর্শয়ন্ শময়িষ্যামীতি ত্বরাব্যাজেন পদ্ভ্যামেব যযৌ। শ্রী-সাহিত্যঞ্চ নিষ্কামানপি বিভূতিভিঃ পূরয়িত্বা ক্ষমাপয়িতুম্ ইতি" ইত্যেষা। অত্র তেষামাত্মারামাণামপ্যানন্দ-দানার্থং চরণদর্শনেন তস্য সচ্চিদানন্দঘনত্বং শ্রী-সাহিত্যেন তচ্ছক্তিবিলাসস্যাপি স্বরূপাতিতরত্বং বিবক্ষিতম্। স্বানামিতি বহুবচনং দ্বয়োরপ্যপরাধঃ সর্ব্বেষ্বেব পরিবারেষ্বাপততীত্যপেক্ষয়া তয়োর্বহুমানাদ্বা। স্বশব্দেন মুনীনাং ন তাদৃশং তদাত্মীয়ত্বমিতি বিবক্ষিতম্।

তত্র তৈর্দৃষ্টং দেবমনুবর্ণয়তি পঞ্চভিঃ। তং ত্বাগতমিতি। তে সনকাদয়ঃ স্বসমাধিনা ভাগ্যং ভজনীয়ং ফলং যদ্ব্রহ্ম তদেবাক্ষবিষয়ং, যদ্বা স্বসমাধেঃ স্বস্য হৃদি ব্রহ্মাকারেণ পরতত্ত্বস্ফূর্ত্তের্ভাগ্যং ফলরূপম্। যতোঽক্ষবিষয়ং তদীয়-স্বপ্রকাশকতাশক্তি-সংস্কৃত-নিখিলধীন্দ্রিয়স্ফুরিতত্বেন সম্প্রতি বিস্পষ্ট-মেবানুভূয়মানম্। অনেন পূর্ব্ববৎ তস্য শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাখ্যানাং সর্ব্বেষামেবধর্ম্মাণাং সচ্চিদানন্দঘনাত্মত্বং সাধিতম্। তথা নিত্যমেব তথাবিধসততোদিতস্বর-মাধুরীবৈচিত্র্যানুভবপূর্ব্বক-পরমপ্রেমানন্দসন্দোহেন সেবমানৈস্তস্যাত্মীয়ৈঃ পুরুষৈরাণীত সেবৌপয়িকনানাবস্তুভিঃ সেব্যমানং ভগবন্তং কথঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিদেব তদানীং কেনাপি সমাধিজভাগ্যোদয়েন কেবলমপশ্যন্নিতি তেষাং পরমবিদুষাং স্পৃহাস্পদাঃ স্বয়ং শ্রীবৈকুণ্ঠপুরুষেষু কস্যা অপি ভগবদানন্দশক্তের্বিলাসময়ত্বং দর্শিতম্।

অথ তেষাং ভগবদ্রতেরুদ্দীপনত্বেন চিত্তক্ষোভকত্বাত্তৎপরিচ্ছদাদীনামপি তাদৃশত্বমাহ। হংসেতি-সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। কেশরামুক্তাময়প্রালম্বাঃ। কৃৎস্নপ্রসাদেতি। কৃৎস্নস্য দ্বারপালমুনিবৃন্দস্য প্রসাদে সুমুখমিতি স্পৃহণীয়ানাং গুণানাং ধাম স্থানমিতি, তত্তদ্গুণানাং তাদৃশত্বং দর্শিতম্। স্নেহাবলোকেতি বিলাসস্য। স্বঃ—সুখভোগস্থানানি নিত্যানন্তানন্দরূপিত্বাৎ তেষাং চূড়ামণিমাত্মধিষ্ণ্যং স্ব স্বরূপং স্থানং শ্রীবৈকুণ্ঠং তাদৃশেঽপ্যুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া কৃত্বা সুভগয়ন্তমিব তত্র ভূষণবিশেষং নিদধানমিব। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে। অনেন শ্রীবৈকুণ্ঠস্য। উক্তঞ্চ "তদ্বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং" ইত্যাদৌ "আপুঃ পরাং মুদম্" (ভাগ, ৩।১৫।২৬) ইত্যাদি। বক্ষ্যতে চ—

"অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ম্প্রভম্ ॥
ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য চ
প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্ ॥" (ভাগ, ৩।১৬।২৭-২৮)

পীতাংশুকে ইতি। কাঞ্চ্যা বনমালয়া চেত্যত্রেত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া। বিদ্যুদিতি। হরতা মনোহরেণ। তদেবং পরিচ্ছদাদীনামপি তাদৃশত্বং বর্ণয়িত্বা পুনস্তস্যৈবাতিমনোহরত্বমাহ। অত্রোপসৃষ্টমিতি। ইন্দিরায়া উৎস্মিতং গর্ব্বঃ অত্র ভগবতি উপসৃষ্টম্, অস্য কান্তস্য নিত্যেন লাভেন নিত্যমেবাধিকমাবির্ভাবিতমিতি তদীয়ানাং ধিয়া বিতর্কিতম্। অত্র হেতুঃ বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্—অনন্ত-স্বরূপ-রূপগুণসম্পদ্ভির্যুক্তম্। নম্বেবম্ভূতস্য লক্ষ্ম্যা অপি রহস্যমহানিধিরূপস্য পরমবস্তুনঃ কথং প্রকাশঃ সম্ভবতীত্যত আহ, মহ্যমিতি। মদাদীনাং ভক্তানাং কৃতে অঙ্গং ভজন্তং মূর্ত্তিং প্রকটয়ন্তম্ অস্মদ্বিষয়কমঙ্গীকারং ভজন্তমিত্যর্থঃ। উল্লঙ্ঘিতবিবিধসীমসমাতিশায়িসম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্। মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবা (যামুনাচার্য্যস্তোত্রে) ইতিবৎ।

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি"

ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তথাভূতং তমচক্ষতেতি। নিরীক্ষ্য চ মুদা কৈঃ শিরোভির্নেমুঃ। ন বিশেষেণ তৃপ্তা দৃশো নেত্রাণি যেষাং তে।

তস্যেতি। টীকা চ—"স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমিত্যাহ। তস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈর্মিশ্রা যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো যো বায়ুঃস্ববিবরেণ নাসাচ্ছিদ্রেণ, অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি, সংক্ষোভং চিত্তেঽপি হর্ষং তনৌ রোমাঞ্চম্।" ইত্যেষা।

অত্র পদয়োররবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রা যা তুলসীতি ব্যাখ্যেয়ম্। অরবিন্দতুলস্যৌ চ তদানীং বনমালান্বিতে এব জ্ঞেয়ে। অস্তু তাবদ্ভগবদাত্মভূতানাং তেষামঙ্গোপাঙ্গাদিনাং তেষু ক্ষোভকারিত্বং তৎসম্বন্ধিসম্বন্ধিনো বায়োরপীতি ভাবঃ।

হর্ষকারিতং সম্ভ্রমমাহ দ্বাভ্যাম্। তে বা—ইতি। তে, বৈ কিল, বদনমেব অসিতপদ্মকোষঃ ঈষদ্বিকসিতং নীলাম্বুজং তৎ উৎ ঊর্দ্ধং বীক্ষ্য লব্ধমনোরথাঃ সন্তঃ, নখা এবারুণমণয়ঃ তেষাং শ্রয়ণমাশ্রয়ভূতংঅঙ্ঘ্রিযুগ্মং

পুনরবেক্ষ্য অধোদৃষ্ট্যা বীক্ষ্য পুনঃপুনরেবং বীক্ষ্য যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গলাবণ্যগ্রহনাশক্তেঃ পশ্চান্নিদধ্যুশ্চিন্তয়ামাসুঃ, যুগপদেব কথমিদমিদং সর্ব্বং পশ্যেমেত্যুৎকণ্ঠাভিঃ স্থায়িভাবপোষকং চিন্তাখ্যং ভাবমবাপুরিত্যর্থঃ।

পুংসামিতি। বহুমতং ব্রহ্মণোঽপি ঘনপ্রকাশত্বাদত্যাদরাস্পদম্। পৌংস্নং বপুর্দর্শয়ানমিতি। পুরুষস্য গর্ভোদশায়িনো গুণাবতাররূপং শ্রীবিষ্ণ্বাখ্যং যদ্বপুস্তদভিন্নতয়া স্বং বপুর্দর্শয়ন্তং, ন তু ব্রহ্মাদিবদন্যথাত্বেনেত্যর্থঃ। অনন্যেন স্বেনৈব সিদ্ধৈঃ স্বরূপভূতৈরিত্যর্থঃ। অতএবোৎপত্তিকৈঃ তদ্বদেবানাদিসিদ্ধৈরিত্যর্থঃ। অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যৈর্যুতং বিশিষ্টং, নতু উপলক্ষিতম্। অনেন তেষাং স্বত্যাস্পদ বিশেষণত্বেন ঐশ্বর্য্যোপলক্ষিত সমস্তভগানাং তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতম্। সমগৃণন্ সম্যগস্তুবন্নিতি।

অথ শ্রীভগবতস্তাদৃশভাবব্যঞ্জিনীং নিজাম্ উক্তিং তেষামেব স্ব-হার্দ্দাভিব্যক্তিকরেণ স্তুতিবাক্যেন প্রমাণয়তি, শ্রীকুমারা উচুরিতি—স্তুতিমাহ য ইতি পঞ্চভিঃ। "অত্রাক্ষরজুষামপি" ইত্যনুসৃত্য ব্যাখ্যায়তে,—নিত্যং ব্রহ্মরূপেণ প্রকাশসে, ন তচ্চিত্রম্ ইদানীন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বলক্ষণেন স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষেণ প্রকাশিতয়া ঘনপ্রকাশপরতত্ত্বৈকরূপয়া মূর্ত্ত্যা প্রত্যক্ষোঽসি, অহো ভাগ্যমস্মাকমিত্যাহুঃ। হে অনন্ত! যস্ত্বং হৃদ্গতোঽপি দুরাত্মনামন্তর্হিতো ন স্ফুরসি, স নোঽস্মাকমন্তর্হিতো ন ভবসি, নয়নমূলং ত্বদ্যৈব রাদ্ধঃ প্রাপ্তোঽসি। তথা চ—

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (ব্রসূ. ৩।২।২৪) ইত্যস্য বিষয়বাক্যং—

"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্নিতি।" (কঠ, উ, ২।১।১)

অন্তর্দ্ধানাভাবে হেতুঃ, ভবদুদ্ভবেন ব্রহ্মণা তেনাস্মৎপিত্রা যর্হি যদেবানুবর্ণিতরহা উদ্দিষ্টব্রহ্মাখ্যরহস্যঃ, তদৈব নঃ কর্ণমার্গেণ তদ্রূপতয়া গুহাং বুদ্ধিং গতোঽসীতি।

নন্বু পিত্রোপদিষ্টং ভবতামদৃশ্যমাত্মতত্ত্বাখ্যং রহঃ, অহং ত্বন্য এব স্যাং, দৃশ্যত্বাৎ? নৈবম্। অস্মৎ প্রত্যভিজ্ঞয়া ভেদনিরাসাদিত্যাহুঃ, তং ত্বামিতি। হে ভগবন্! পরং কেবলমাত্মতত্ত্বং ব্রহ্মস্বরূপং ত্বাং বিদাম বিদ্মঃ প্রত্যভিজানীমঃ। কেন প্রত্যভিজানীথ? সম্প্রতি অধুনা সত্ত্বেন,—অস্মাস্বেতদ্রূপাবির্ভাবেন; এতাবন্তং কালং ন জ্ঞাতবন্তো বয়ম্, অধুনা তু সাক্ষাদনুভবেন নিশ্চিতবন্তঃ স্ম ইত্যর্থঃ। যং শুদ্ধচিত্তবৃত্তৌ ব্রহ্মবৎ নেত্রেঽপ্যস্মাকম্ স্ফুরসি, ন তু দৃশ্যত্বেনেতি ভাবঃ। ন কেবলং প্রত্যভিজ্ঞামাত্রমিত্যাহুঃ;—এষামস্মাকং রতিং রচয়ন্তম্,—অন্যথা রতিরপি তদ্যাস্মাকং নোত্তবেদিতি ভাবঃ। নিরহং মানাদিত্বেনান্যেষামপ্যাত্মারামাণামন্ততো রত্যভাবমেব দ্যোতয়ন্তস্তদাশ্রিতত্বমাহুঃ, তত্রৈব সাধনবৈশিষ্ট্যাৎ কিমপি বৈশিষ্ট্যমাহুঃ। যৎ—তদ্রূপত্বেনাবির্ভবদাত্মতত্ত্বং তেঽনুতাপঃ—কৃপা, তেনৈব বিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈর্বিদ্মঃ, যদ্বা অনুতাপো—দৈন্যং তেন বিদিতৈস্তে তব দৃঢ়ভক্তিযোগৈঃ। কীদৃশাঃ? উদ্গ্রন্থয়ো—নিরহংমানাঃ, অতএব বিরাগাঃ। তদেবং পিত্রানুবর্ণিতরহা ইত্যত্র রহঃশব্দশ্চতুঃশ্লোকীরীত্যা প্রেমভক্তেরেব বাচক ইতি ব্যঞ্জিতম্।

অথ পূর্ব্বমভেদমতয়োঽপি সম্প্রতি স্বরূপানন্দশক্তিবিলাসৈর্বিচিত্রিতমতয়ো ভূয়োঽপি ভেদাত্মিকাং ভক্তিমেব প্রার্থয়িতুং ভক্তানাং সুখাতিশয়মাহুঃ, নাত্যন্তিকম্—ইতি। আত্যন্তিকং মোক্ষলক্ষণং প্রসাদমপি, কিমুতান্যদিন্দ্রাদিপদম্।

ইদানীং স্বাপরাধং দ্যোতয়ন্তো ভক্তিং প্রার্থয়ন্তে, কামমিতি। হে ভগবন্। অতঃ পূর্ব্বমস্মাকং বৃজিনং নাভবৎ, ইদানীন্তু সর্ব্বাণ্যপি জাতানি, যতস্ত্বদ্ভক্তৌ শপ্তৌ। অতস্তৈর্বৃজিনৈর্নিরয়েষু কামং নোঽস্মাকং ভবো জন্ম স্যাৎ। অনেন,—

"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (ব্রসূ, ৪।১।১৩)

ইতি ন্যায়েনাসম্ভবতত্তাবানাং ব্রহ্মজ্ঞানিনামপি স্বেষাং বহুনরককারিবৃজিনাপাতক্ষমাপণেন তয়োঃ—"ইত্থম্ভূতগুণোহরি" ইতিবৎ সর্ব্বাদ্ভুতমহত্তমত্বং সূচিতম্। অহো নিরয়া অপি ভবেয়ুরেব, ন তাবতাপি পর্য্যাপ্তং, তেভ্যশ্চ নাস্মাকমপি ভয়ম্, অত্র তু মূলং দুস্ফলং ভগবৎপরাঙ্‌মুখীভাব এব, স ত্বস্মাকং মাভূদিতি সকাকু প্রার্থয়ন্তে। নু বিতর্কে। যদি তু নশ্চেতস্তে পদয়ো রমেত, তত্রাপ্যলিবদেব কেবলতন্মাধুর্য্যাস্বাদাপেক্ষয়া, নতু ব্রহ্মত্বানুভবাপেক্ষয়া এবং বাচশ্চেত্যাদি। অত্র ভক্তাপরাধস্য ভগবতা ক্ষমা তদিচ্ছামাত্রকৃততৎক্রোধজননাত্তেষামপরাধাভাসত্বেনেতি জ্ঞেয়ম্।

শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্ কৈবল্যান্নরকোঽপি ত্বদ্ভক্তিমাত্রং কাময়মানানামস্মাকং তদবিরোধিত্বাৎ শ্রেয়ানিতি স্বারস্যলব্ধং তথাপীত্থং কৃতার্থত্বমস্মাকমতিচিত্রমিত্যাহুঃ, প্রাদুরিতি। অনাত্মনাম্ আত্মনস্তব একান্তভক্তিরহিতানামপ্রকটোঽপি ইৎ—ইত্থং যঃ প্রতীতোঽসি, তস্মৈ তুভ্যং নম ইদং বিধেমেতি।

অত্রেতদুক্তং ভবতি। এতে ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধানাং পরাবরগুরূণামপি গুরবঃ। অতএব পরমহংসমহামুনীনাম্ ইত্যুক্তম্—

"তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাবপ্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ।
সনন্দনাদ্যৈর্হৃদি সংবিভাব্যম্ (ভাগ, ৯।৮।২৩) ইতি শ্রীমদংশুমদ্‌বাক্যাদৌ;

ইহাত্মতত্ত্বং-"সম্যগ্‌জগাদমুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্" (ভাগ, ২।৭।৫) ইতি ব্রহ্মবাক্যাদৌ;

"তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ"—ইত্যাদি শ্রুতৌ চ তথা প্রসিদ্ধম্। আসন্নানুভবস্যৈবতু সিদ্ধস্যাণিমাদিভি র্বিঘ্নোঽপি সম্ভাব্যঃ, নতু সিদ্ধানুভবস্য,

"তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ (ভাগ, ৩।২৮।৩৮)

ইতি শ্রীকপিলদেববাক্যাৎ। অতএব তেষাং প্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহানাং ক্রোধাদিকমপি দুর্ঘটঘটনাকারিণ্যা শ্রীভগবদিচ্ছয়ৈব জাতমিতি তৈরপি ব্যাখ্যাতম্। তদেবং তেষাং সততব্রহ্মানন্দমগ্নত্বং সিদ্ধম্। তদুক্তম্—" অক্ষরজুষামপি " ইতি, "যোঽন্তর্হিতঃ" ইত্যাদি চ। শ্রূয়তে চান্যত্র ব্রহ্মজুষামবিক্ষিপ্তচিত্তত্বম্। যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্—

"কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিলবৃত্তি যৎ।
চিত্তং ব্রহ্মসুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ॥" (ভাগ, ৭।১৫।৩৫)

ইতি। তথাপি তেষাং ভগবদানন্দাকৃষ্টচিত্তত্বমুচ্যতে এবমন্যেষামপ্যাত্মারামাণাং তাদৃশত্বং শ্রূয়তে।

"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ" (ভাগ, ১২।১২।৬৯)

ইত্যাদিষু। অথ লোকসংগ্রহার্থৈবেষা তেষাং ভক্তিপ্রক্রিয়া, প্রাচীনসংস্কারবশা বা? নৈবম্। উভয়ত্রাপি,—

বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ" (ভাগ, ৩।২৮।৩৭)

ইতিবৎ তত্রাবেশাসম্ভবাৎ। দৃশ্যতে যন্ত্রাবেশঃ।

মানসা মে সুতা যুষ্মৎ পূর্ব্বজাঃ সনকাদয়ঃ।
চেরুর্বিহায়সা লোকাঁল্লোকেষু বিগতস্পৃহাঃ॥" (ভাগ, ৩।১৫।১২)

ইত্যভিধানাৎ। ভগবতি ত্বাবেশঃ,

"পরমহংসমহামুনীনামন্বেষণীয়চরণৌ" (ভাগ, ৩।১৫।৩৭)

ইত্যত্র যাদৃচ্ছিকতাবিরোধ্যন্বেষণীয়ত্বাভিধানাৎ। পঞ্চমে তু—

"অসঙ্গনিশিতজ্ঞানানলবিধুতাশেষমলানাং ভগবৎস্বভাবনামাত্মারামাণাং মুনীনামনবরতপরিগুণিতগুণগণ" (ভাগ, ৫।৩।১১) ইত্যত্র গদ্যে তদেকনিষ্ঠত্বমপ্যুক্তম্।

"অজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ" (ভাগ, ১২।১২।৬৯) ইত্যত্রৈব চ। অত্রাপি,—

"তেনেশ নির্বৃতিমবাপুরলং দৃশোর্নঃ" (ভাগ, ৩।১৫।৫০)

ইত্যাদৌ সুখদত্বমপি সাক্ষাদেবোক্তম্। অত্র পূর্ব্বোক্তহেতোশ্চ স্তুতৌ প্রত্যুতোপালম্ভপ্রসঙ্গাচ্চ—

"স্নেহাবলোক কলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তম্"। (ভাগ, ৩।১৫।৩৯)

ইতি সাক্ষাদুক্তেশ্চ দৃশামেব সুখং জাতমিত্যনাসক্তিরেব ব্যঞ্জিতেত্যপি ন ব্যাখ্যেয়ম্।

তস্মাদাত্মারামাণাং রমণাস্পদত্বাদ্ ব্রহ্মাখ্যমাত্মবস্ত্বেব শ্রীভগবান্। তত্রাপি

চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ। (ভাগ ৩।১৫।৪৩)

ইতি শ্রবণাৎ ততোঽপি ঘনপ্রকাশঃ, তত্তদ্বিচিত্রশ্রীভগবদঙ্গোপাঙ্গাদ্যভিনিবেশদর্শনানন্দবৈচিত্রীচোপলভ্যতে, সা চান্যথানুপপত্ত্যা স্বরূপশক্তিবিলাসরূপৈবেতি। ননু ভবতু তেষামানন্দাধিক্যাত্তস্মিন্ নির্ব্বিশেষস্বরূপানন্দস্যৈব ঘনপ্রকাশতা উপাধিবৈশিষ্ট্যাৎ; যতঃ বিশুদ্ধসত্ত্বাংশভাবিতায়াং চিত্তবৃত্তৌ যদ্ব্রহ্ম স্ফুরতি, তদেব ঘনীভূতাখণ্ডবিশুদ্ধসত্ত্বময়ে ভগবতি স্ফুরত্তদধ্যস্ততয়া তদৈক্যমাপন্নায়াং তস্যাং বিশেষত এব স্ফুরতি। অতএব শ্রীবিগ্রহাদিপরব্রহ্মণোরভেদবাক্যমপি তদত্যন্ততাদাত্ম্যাপেক্ষয়ৈব। অতএব তত্র তত্রোপাধাবেক এব নির্ভেদপরমানন্দঃ সমুপলভ্যতে, ন তু বিশেষাকারগন্ধোঽপি, তত্তদুপাধেরপেক্ষণন্তু প্রতিপদতদানন্দসমাধিকৌতুকনিবন্ধনং তস্মাৎ কথমনেন প্রমাণেন তত্তদুপাধীনামপি পরতত্ত্বাকারত্বং সাধ্যতে? ইতি উচ্যতে—

ভবন্মতে তাবদ্ যৎ শুদ্ধচিত্তবৃত্তৌ পরব্রহ্ম স্ফুরতি, সম্যগেব স্ফুরতি, ভেদাংশলেশপরিত্যাগেনৈব ব্রহ্মবিদ্যাত্বাঙ্গীকারাৎ। অসম্যগ্‌জ্ঞানস্য তত্ত্বানঙ্গীকারাৎ তেন কৈবল্যাসম্ভবাচ্চ। অতো ন শ্রীবিগ্রহাদাবধিকাবির্ভাবাঙ্গীকারো যুজ্যতে। কিঞ্চ শুদ্ধসত্ত্বময়া বিগ্রহাদিলক্ষণোপাধয় ইতি বদতস্তব কোঽভিপ্রায়ঃ? কিং তৎপরিণামাস্তে তৎপ্রচুরা বা? নাদ্যঃ। রজোঽসদ্ভাবেন পরিণামাসম্ভব ইতি হ্যুক্তম্। ন চান্ত্যঃ। যেষু বিগ্রহাদিষু তৎপ্রাচুর্য্যং তে মিশ্রসত্ত্বস্য কার্য্যভূতা ইত্যর্থাপত্তৌ—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ" (ভাগ, ১০।২।৩৪)

ইত্যাদিবচনজাতে বিশুদ্ধপদবৈয়র্থ্যমিতি চোক্তমেব। অস্তু বা বিমিশ্রত্বং, তথাপি তাদৃশে ব্রহ্মস্ফুরণযোগ্যত্বৈব ন সম্ভবেৎ কিং পুনর্বিশেষেণেত্যুদ্দেশ্যবিস্মৃতিশ্চ স্যাৎ। অথাখণ্ডবিশুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়ত্বেন তেঽপি তদ্রূপতয়ৈবোচ্যন্তে। ততশ্চ তৈরনুভূতাখণ্ডশুদ্ধসত্ত্বে তস্মিন্ ব্রহ্মানুভবন্তীতি চেৎ, তৎ অযুক্তং কল্পনাগৌরবাৎ।

"তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্" (ভাগ, ৩।১৫।৩৮)

ইতি সাক্ষাদেব গোচরীকৃতত্বেন উক্ততয়া, পরম্পরাদৃষ্টত্বপ্রতিঘাতাচ্চ। তস্য শুদ্ধসত্ত্বস্য প্রাকৃতত্বস্তু নিষিদ্ধমেব, তস্মান্ন তে প্রাকৃতসত্ত্বপরিণামা নবা তৎপ্রচুরাঃ, কিন্তু স্বপ্রকাশতালক্ষণশুদ্ধসত্ত্বপ্রকাশিতা ইতি প্রাক্তনমেবোক্তং ব্যক্তম্। অত এব তেষামুপাধিত্বনিরাকৃতেস্তত্তদনুভবানন্দবৈচিত্রী চ সম্পদ্যতে। তথৈব তমেবমেবম্ভূতমচক্ষতেতি তত্তদ্বিষয়সৌন্দর্য্যবর্ণনং প্রস্তুতোপকারিত্বাৎ সার্থকং স্যাৎ, অখণ্ডশুদ্ধসত্ত্বময়মাত্রেণৈবাভিপ্রেতসিদ্ধেঃ। অতএব—

"নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশঃ" (ভাগ, ৩।১৫।৪২)

ইতি দৃক্‌সম্বন্ধিত্বাদ্রূপকৃতৈবাতৃপ্তিরুক্তা। তথৈব-চ-শব্দেনৈবাক্ষরজয়িত্বং পদারবিন্দপরিমলাত্মকবায়ুলক্ষণস্য তদ্বিশেষস্য দর্শিতম্। অন্যথোভয়ত্রাপি ব্রহ্মানন্দস্যৈব নির্ব্বিশেষতয়োপলভ্যমানত্বে বিদ্যাজুষামপীত্যুপাধিপ্রধানমেবোচ্যেত, উপাধিযুগলস্যৈব মিথঃ স্পর্দ্ধিত্বপ্রাপ্তেঃ। অনেনাক্ষরানুভবসুখজয়িত্ব কথনেন বশিষ্ঠাদীনাং পুত্রশোকাদিকমিব তদাবেশাভাস এবায়মিত্যপি নিরস্তম্। অথ এবমেবোক্তং শ্রীস্বামিভিরপি "স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ" ইতি। তস্মাদস্তি বৈচিত্র্যমিতি। অতএব তৈরপি বিচিত্রতয়ৈব প্রার্থিতং—

"চেতোঽলিবদ্‌যদি নু তে পদয়ো রমেত" (ভাগ, ৩।১৫।৪৯)

ইত্যাদৌ। "অর্কেচেন্মধুবিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" ইতি ন্যায়েন তদুপাধ্যন্তরান্বেষণবৈয়র্থ্যাৎ, তেষামতদন্বেষণকৌতুকাভাবাচ্চ। কিঞ্চ, ন তেষামভেদাত্মকোঽনুভবো বা দৃশ্যতে, প্রত্যুত—

"নেমুর্নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ," (ভাগ, ৩।১৫।৪২)

"কামংভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাৎ" (ভাগ, ৩।১৫।৪৯)

ইত্যাদৌ তৎপ্রতিযোগিনমস্কারাদ্যুপলক্ষিতভেদাত্মকভক্তিসুখমেব দৃশ্যতে। তস্মান্মায়িকোপাধিনির্হীনত্বাদ্ধেয়াংশতয়া প্রতিভাতত্বাচ্চ ন তজ্জাতীয়ং সুখমন্যজাতীয়ং কর্ত্তুং শক্নোতি—ইতি সন্ত্যেবান্যথানুপপত্তিসিদ্ধায়াঃ স্বরূপশক্তেরেব বিলাসাঃ। অপি চ। অস্তু তাবজ্জীবন্মুক্তদশায়াং তন্মতে বিম্বোপাধিপ্রতিফলিতস্যৈব সতো ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ শ্রীভগবতো ঘনপ্রকাশতা সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তমুক্তিদশায়ামপি সাক্ষাত্তাদৃশতাস্ত্যেবেতি সুব্যক্তং;

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদম্" (ভাগ, ৩।১৪।৪৮)

ইত্যাদৌ। তস্মান্নোপাধিতারতম্য চিন্তা।

"ভবতঃ কথায়াঃ" ইত্যনেন নিরুপাধিব্রহ্মভূয়াদুপরি চ বৈচিত্রী স্ফুটমেবাসৌ স্বীকৃতা। তস্মাৎ সান্দ্রবৈভবস্য ভগবতঃ সুখৈকরূপত্বং, তদ্রূপত্বেঽপি ব্রহ্মতোঽপি ঘনপ্রকাশত্বং, স্বরূপশক্তিবিলাস-

বৈচিত্রী চেতি বিদ্বদনুভবপ্রমাণেন নির্ণীতম্। তত্র, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে" ইতি।

"যং সর্ব্বে দেবা আমনন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ" (নৃঃহ, তা, ২।৪)

ইত্যত্র শ্রুতাবদ্বৈতবাদগুরবোঽপি।

"কৃষ্ণো মুক্তৈরীজ্যতে বীতমোহৈঃ"

ইতি ভারতে।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্‌ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" (গীতা, ১৮।৫৪)

ইতি শ্রীভগবদ্গীতোপনিষৎসু।

"মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দস্বরূপিণি।"

ইতি ভারত তাৎপর্য্য প্রমাণিতা শ্রুতিশ্চ। তথা—

আ প্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" (ব্র, সূ, ৪।১।১২)

ইত্যত্র চ মধ্বভাষ্য প্রমাণিতা সৌপর্ণশ্রুতিঃ—

"সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তি মুক্তাহ্যেনমুপাসত" ইতি।

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদবলি প্রভৃতি মহাভাগবতসম্বন্ধমভিপ্রেত্য শ্রীবিষ্ণু পুরাণেঽপ্যুক্তম্—

"পাতালে কস্য ন প্রীতির্বিমুক্তস্যাপি জায়তে" (বি, পু, ২।৫।৭)

ইতি শ্রীব্রহ্মা দেবান্॥ ৭৯॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বে শ্রীভগবানের ত্রিপাদ্‌বিভূতির বিষয় যাহা উক্ত হইয়াছে, উহা অন্তরঙ্গবৈভবশালী শ্রীভগবানের স্বরূপ ভূত শক্তি দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায়, উক্ত বৈভবেরও স্বরূপ ভূততা সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বিভূতি শক্তিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের স্বরূপত্ব নিবন্ধন স্বরূপের অন্তঃপাতি হইলেও বিভিন্নপ্রকারা বৃত্তিকে ভজনা করায় উহা হইতে প্রকাশ বিশেষ, ও বৈচিত্রী সমূহ, প্রকটিত হইয়া থাকে। উক্ত বৈশিষ্ট্যবর্ণনে ব্রহ্মোপাসনা-সিদ্ধ চতুঃসনাদি গুরুগণই আমাদিগের প্রমাণ; অর্থাৎ তাঁহারা উক্ত বিভূতির মহিমা যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অনুভূত পথাবলম্বনে আমরা উহা বর্ণন করিব। শ্রীভাগবতের চতুর্দ্দশ শ্লোকে উহাই উক্ত হইতেছে;—

ত্রিপাদ্বিভূতির স্বরূপ ভূততা

"আর্য্যগণের-পরমপূজ্য অরবিন্দনাভ শ্রীভগবান্ তৎক্ষণাৎ স্বীয় পার্ষদগণের সদতিক্রম অবগত হইয়া, পরমহংস-মুনীন্দ্রগণের চির-অন্বেষণীয়চরণ হইয়াও শ্রীলক্ষ্মী দেবীর সহিত পদব্রজে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে অকস্মাৎ এই ভাবে গমনোদ্যত দেখিয়া, সেবাকার্য্যে নিযুক্ত পুরুষগণের কেহ বা গমনোচিত ছত্র-পাদুকাদি আনয়নে ব্যস্ত হইলেন কেহ বা হংসবৎশুভ্রচামর বীজন করিতে লাগিলেন, কেহ বা স্নিগ্ধ-শীতলাম্বুকণবর্ষী-মুক্তাকলাপেকৃতবেষ্টনী শ্বেত ছত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন, এই ভাবে কুমারগণ তাঁহাদিগের সমাধির ভাগ্য ভজনীয় স্বরূপ ব্রহ্মকে অবলোকন করিয়াছিলেন। কুমারগণ দেখিলেন, শ্রীভগবান তাঁহাদিগের সকলকার উপরে প্রসন্নানন, স্পৃহণীয়গুণগণের আশ্রয়, প্রসাদদৃষ্টিতে সস্নেহ-

কটাক্ষপাত করিয়া সকলকার হৃদয় বিমলানন্দে উচ্ছলিত করিতেছেন, শ্যামবর্ণ বিশাল বক্ষঃস্থলে পরিশোভিত শ্রীবৎসচিহ্নের প্রভায়, সর্গ বলিলে সত্যলোক পর্য্যন্ত যে সমুদয় লোককে বুঝাইয়া থাকে, তাহার চূড়ামণি স্বরূপে অবস্থিত বৈকুণ্ঠলোককে শোভিত করিয়াছে, পীতবস্ত্রোপরি পৃথুনিতম্বে উজ্জ্বল মেখলা ও অলিগণ-গুঞ্জিত লম্বমান বনমালা গলদেশে শোভিত। রমণীয় রত্নবলয়ে পরিশোভিত একটি হস্ত পার্ষদোত্তম গরুড়ের স্কন্ধে অর্পিত রহিয়াছে, অপর হস্তে লীলাকমল পরিচালন করিতেছেন। স্বপ্রভায় বিদ্যুৎকেও হেপণকারী মকরকুণ্ডলে ও মস্তকস্থিত প্রোজ্জ্বল মণিময় কিরীটে পরিস্ফুরিত গণ্ড ও সমুন্নত-নাসা মুখকমলের শোভা বিশেষ বর্দ্ধিত করিতেছে। কৌস্তভমণি ও মনোহর ভুজ চতুষ্টয় মধ্যে লম্বিত হার, বিশালবক্ষের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে।

শ্রীভগবন্মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য সর্ব্বতোভাবে বর্ণন কোন ক্রমেই সম্ভব নহে ; তবে ভক্তগণ দেখিয়া ছিলেন, সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যও সম্পদের নিদান ভূতা শ্রীলক্ষ্মী দেবী স্বয়ং যে সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে গর্ব্বিতা ছিলেন, শ্রীভগবৎ সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহার সে গর্ব্ব তিরোহিত হইয়াছে। আমার (ব্রহ্মার) ও ভব প্রভৃতি স্বীয় ভক্তগণের সম্বন্ধে প্রকটিত-মূর্ত্তি শ্রীভগবানকে অবিতৃপ্ত নয়নে বারম্বার দর্শন করিয়া কুমারগণ আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অবনত মস্তকে প্রনাম করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের নাসিকায়, অম্বুজাক্ষ শ্রীভগবানের পদারবিন্দে অর্পিত সকেশর তুলসীর সুঘ্রাণ প্রবিষ্ট হওয়ায়, ব্রহ্মানন্দেনিমগ্ন তাঁহাদিগেরও চিত্ত আনন্দাপ্লুত ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। সিদ্ধকাম কুমারগণ শ্রীভগবানের অরুণ ওষ্ঠে কুন্দবিনিন্দিত সহাস্য নীলোৎপলনিভ বদন মণ্ডল উর্দ্ধ মুখে অবলোকন করিয়া এবং নখরূপ অরুণ মণির আশ্রয় পদযুগল বারম্বার দর্শন ও প্রণাম করিয়াও যুগপৎ সার্ব্বাঙ্গিক লাবণ্য গ্রহণে অসমর্থ ও অতৃপ্ত হইয়া শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছিলেন। যোগ মার্গে পরমগতিকামী যোগিগণের ধ্যানের আস্পদ, অন্যের চির অসিদ্ধ, অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য সম্বলিত যে মূর্ত্তির ধ্যান তাঁহারা করিয়া থাকেন। সেই নয়নাভিরাম পৌরুষ মূর্ত্তির দর্শন করিয়া কুমারগণ বক্ষ্যমান রীতিতে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।

চতুঃসন কৃতস্তব

"তুমি নিত্য ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত রহিয়াছ, ইহা কিছু বিচিত্র নহে! কিন্তু আমাদিগের ভাগ্যের কথা বলিতে পারিনা, হে অনন্ত! তুমি দুরাত্মগণের অন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও প্রকাশিত হওনা ; আমাদিগের অন্তরস্থিত তুমি আজ কৃপা করিয়া দর্শনদানে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছ। তোমার নাভিকমলোদ্ভূত লোক স্রষ্টা অস্মদীয় জনক ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যখন তোমার মহিমা অনুবর্ণিত হইয়াছিল, তৎকালেই তুমি কর্ণপথে আমাদিগের হৃদ্গুহায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলে। হে ভগবন্! পিতৃবর্ণিত শ্রেষ্ঠ পরমাত্মতত্ত্বই যে তুমি তাহা আমরা জানিয়াছি, তোমার এই বিশুদ্ধ সত্ব শ্রীমূর্ত্তিতেই তুমি প্রতিক্ষণ ভক্তগণের রতি বর্দ্ধন করিয়া থাক। অহং-মমতা-পরিশূন্য বিগতরাগ মুনিগণ ত্বদীয় কৃপালব্ধ শ্রবণাদি দৃঢ়া ভক্তি বলে তোমাকে জানিয়া থাকে। তাহারা তখন মোক্ষাখ্য কৃপাকেও গণনার মধ্যেই ধারণা করে না, তখন তোমার ভ্রূভঙ্গরূপ কালের ভয়ে সতত ভীত (নশ্বর) ইন্দ্রাদি পদ যে অতীবতুচ্ছ তৎপক্ষে আর বক্তব্য কি? অশেষ মঙ্গলের নিদান কীর্ত্তনার্হ তোমার কথাই পরম পবিত্র ও রমণীয় বলিয়া তদাস্বাদে বিভোর থাকে।

হে ভগবন্! অতঃপর যেন আর ভক্তাপরাধরূপ পাপে আমাদিগকে লিপ্ত হইতে না হয়, ভক্তাপরাধ পাপে সকল পাপই সম্ভাবিত হইতে পারে এবং তৎফলে অসদ্গতি লাভ হয় হউক! কিন্তু আমাদের চিত্ত যেন তোমার পাদপদ্মে অলিবৎ রমিত হয়, আমাদিগের বাক্য যেন তুলসীরমত তোমার অঙ্ঘ্রিশোভা বর্দ্ধণ করে, কর্ণবিবর যেন নিয়ত তোমার গুণে পরিপুরিত থাকে। হে বিপুলকীর্ত্তিশালিন্! আজ তুমি আমাদিগকে যে রূপ দেখাইয়াছ, হে ঈশ! তাহাতে আমাদিগের দৃষ্টি পরম নির্বৃতি লাভ করিয়াছে। অনাত্মগণের সর্ব্বথা অপ্রাপ্য আজ আমরা তোমার যে কৃপালাভ করিয়াছি; তাহার বিনিময়ে তোমাকে দিবার মত আমাদের কিছুই নাই, আমরা তোমাকে প্রণাম করি।

সনকাদির দ্বারা জয়, বিজয় অভিশপ্ত হইলে শ্রীভগবান তৎক্ষণাৎ স্বয়ং ঘটনাস্থলে আগমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে উহাই ক্রমান্বয়ে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করা হইতেছে ; তত্রৈব—শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন শ্রীভগবান স্বীয় পার্ষদ জয়, বিজয়ের দ্বারা মহদতিক্রম-অপরাধ অবগত হইয়া সেখানে গিয়াছিলেন। কারণ তিনি আর্য্যগণের মনোজ্ঞ

চরণ দ্বয়ের পরিচালন করিয়া, ইহার তাৎপর্য্য—আমার চরণ দর্শনের প্রতিঘাতে ক্রোধিত ঋষিগণকে চরণ দর্শন করাইয়া শমিত করিবার অভিপ্রায়ে, সত্বর (পায়ে) হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন ; শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে করিয়া যাইবার, তাৎপর্য্য—নিকামিগণকেও স্বীয় বিভূতিদ্বারা পরিপূরিত করাইয়া ক্ষমা করিবার জন্য। স্বামিপাদের এই ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে আত্মারামগণকেও আনন্দ প্রদানার্থ এবং চরণ দর্শন করাইয়া শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়তা উপলব্ধি করাণই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়, এবং শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সাহিত্যে বিভূতির দ্বারা পরিপূরিত হইবে, উক্ত চিৎশক্তির বিলাস যে তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তাহাই এখানে বিবক্ষিত হইয়াছে। স্বানাং—পদে দুই জনের পরিবর্ত্তে বহুবচনের উল্লেখ করিয়া জয় বিজয় দুইজনের অপরাধ যে সকলকার উপর আপতিত হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য অথবা উঁহাদের গৌরবেও বলা যাইতে পারে। স্ব—পদ হইতে মুনিরা তাদৃশ নিজজন যে তৎকালেও হয়েন নাই, অর্থাৎ আত্মারাম অপেক্ষাও যে ভক্তশ্রেষ্ঠ ইহাই স্ব-পদের তাৎপর্য্যে বিবক্ষিত হইয়াছে।

এক্ষণে সনকাদি শ্রীভগবানকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন তাহাই পাঁচটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। তং ত্বাগতং—এই শ্লোকে যথা—তাঁহারা নিজ সমাধিদ্বারা ভজনীয় ফল স্বরূপ ব্রহ্মকে আজ অক্ষির বিষয় করিয়াছিলেন। অথবা স্ব-সমাধেঃ-স্বস্ব নিজের হৃদয়ে ব্রহ্মাকারে পরতত্ত্বস্ফূর্ত্তির যে ভাগ্য উঁহাই ফল, অর্থাৎ তৎফলেই শ্রীমূর্ত্তির সন্দর্শন, তদীয় স্বপ্রকাশকতা শক্তির দ্বারা সংস্কৃত, বুদ্ধি আদি নিখিল ইন্দ্রিয়ে স্ফুরিত রূপে সম্প্রতি বিস্পষ্টরূপ অনুভূয়মান। অর্থাৎ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম-এই মন্ত্রানুমননে সোঽহং ভাবাবস্থায় যে বৃহৎ চৈতন্য কেবল মাত্র বুদ্ধিবেদ্য ছিলেন, উক্ত বেদ্যাবস্থায় সাধকের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপাপন্নাবস্থা ছিল এক্ষণে উক্তানুভবের ফলে, সেই ধী মাত্রবেদ্য সচ্চিদানন্দময় স্বীয়স্বপ্রকাশতা শক্তিবলে ধী ও ইন্দ্রিয় উভয়ের বেদ্যাবস্থায় উপনীত হওয়ায়, সচ্চিদানন্দস্বরূপাবস্থা, সচ্চিদানন্দস্বরূপের আস্বাদাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি সকল ইন্দ্রিয় ধর্ম্মের (তদনুভূত বিষয়ের) সচ্চিদানন্দঘনত্ব সাধিত হইয়াছে। এবং তৎফলেই শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির সন্দর্শন। ইহাই স্ব-সমাধিভাগ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সনকাদি ঋষিগণ শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া, যাঁহারা শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্ত মাধুর্য্যময়ী-মূর্ত্তি নিত্য দর্শন ও তথাবিধ প্রোজ্জ্বলতর মাধুরী বৈচিত্র্যের অনুভব করিয়া, তাদৃশ পরম প্রেমানন্দসমুদ্রে নিমগ্ন—সেবকগণ, যাঁহার পরম-আত্মীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পুরুষগণদ্বারা উপনীত সেবোপযোগী ছত্র চামরাদি নানা বস্তুর দ্বারা নিত্য সেবিত শ্রীভগবানকে তৎকালে কোন সুযোগে সমাধিজনিত কোনভাগ্যের ফলে কেবল মাত্র দর্শন করিলেন। কিন্তু তাদৃশভাবে সেবা করিবার অধিকার হইল না; ইহা হইতে পরমবিজ্ঞ তাঁহাদিগের-স্পৃহণীয় শ্রীবৈকুণ্ঠপুরুষে শ্রীভগবানের কোন অনির্ব্বচনীয় আনন্দশক্তির বিলাসময়তা দেখান হইয়াছে; এই সেবানন্দ তাঁহাদিগের ব্রহ্মানন্দকে পরাভূত করিয়াছিল, ইহাই অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দানুভবির ও সেবাস্পৃহা

তাঁহাদিগের চিত্তক্ষোভ বিধায়িনী ভগবদ্রতির উদ্দীপক শ্রীভগবানের পরিচ্ছদাদিরও সচ্চিদানন্দময়তা উক্ত হইয়াছে। হংসশ্রিয়ো—ইত্যাদি বাক্যে, ছত্রের মুক্তাময় বেষ্টনী ইত্যাদি, যাহাতে তাঁহারা মুগ্ধ হইতেছিলেন, উহার অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে সন্দেহই হইতে পারে না।

কৃৎস্নপ্রসাদ—ইত্যাদি বাক্যে দ্বারপাল ও মুনিবৃন্দের প্রতি প্রসাদ-স্মিতশোভিত আনন, এবং স্পৃহণীয় তাবৎ গুণের আশ্রয়—এখানে উক্ত গুণের তাদৃশতা দেখান হইয়াছে। স্নেহাবলোক—ইত্যাদি বাক্যেও অবলোকন বিলাসেরও সচ্চিদানন্দময়তা উক্ত হইয়াছে। স্ব—সুখভোগের স্থান সকলেরই নিত্য-অনন্ত-আনন্দময়তা হেতু সেই সকল স্থানের চূড়ামণিবৎস্থিত স্ব-স্বরূপস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ, উক্ত বৈকুণ্ঠলোকও স্বীয় বক্ষঃস্থলস্থিতা শ্রী-দ্বারা বিশেষভাবে আনন্দবিধায়ক হইয়াছে; ইহা হইতে বৈকুণ্ঠের তাদৃশতা তাঁহাদিগের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছিল। তস্মিশুরু—আপুঃ পরাং মুদং—এবং তৎপরে "অনন্তর সেই মুনিগণ নেত্রোৎসবজনক স্ব-প্রকাশ শ্রীহরিকে ও তাঁহার ধামকে দর্শন করিয়া, শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করতঃ প্রহৃষ্টচিত্তে বৈষ্ণবী-শ্রীর প্রশংসা করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি বাক্যে ধামের তাদৃশতা স্পষ্টই অভিহিত হইয়াছে।

কান্ত্যা, বনমালয়া,—এইখানে ইত্থম্ভূতার্থে তৃতীয়া। হরতা—মনোহর, এইরূপে পরিচ্ছদাদির তাদৃশতা বর্ণন করিয়া, অতিমনোহরত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, অত্রোপসৃষ্টম্—এই শব্দ হইতে ইন্দিরার গর্ব্ব শ্রীভগবানের সহিত নিত্য মিলিত হওয়ায়, অত্যধিক শোভাবর্দ্ধিত হইয়াছে ইত্যাকার তদীয় পার্ষদগণের চিত্তে বিতর্ক হইয়াছিল; তৎপক্ষে "বহু সৌষ্ঠবাঢ্যম্" শব্দকে হেতু বলিতে পারা যায়, কারণ অনন্ত স্বরূপভূত রূপ, গুণ ও সম্পত্তি দ্বারা নিত্যযুক্ত। এখানে আশঙ্কা আসিতে পারে—এই রহস্যমহানিধিরূপ পরম বস্তুরও লক্ষ্মী দেবীর দ্বারা প্রকাশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে ঐ খানেই উক্ত হইয়াছে—"মহ্যং" ইত্যাদি অর্থাৎ অস্মদাদি ভক্তগণের জন্য যিনি শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া আমাদিগের প্রার্থিত অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহার স্বভাবই ঐরূপ, যমুনাচার্য্য স্বীয় স্তোত্রে বর্ণন করিয়াছেন—"সম অতিশয়াদি সম্ভাবনাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমার যে স্বভাব সর্ব্বদা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তুমি স্বীয় মায়াশক্তি বলে উহা গোপন করিলেও তোমায় অনন্যভাব পরায়ণ কোন কোন ভক্ত নিয়ত উহা দেখিয়া থাকেন।" "ভক্তি তোমাকে পাওয়াইয়া থাকে, ভক্তিই তোমাকে দেখাইয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিতে ভক্তের নিকট তোমার নিত্য প্রকাশ অভিহিত হইয়াছে। অতএব এবম্ভূত তাঁহাকে অবিতৃপ্ত নয়নে তাঁহারা বারম্বার দর্শন করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের শ্রেষ্ঠতা

এখানে স্বামিপাদ ও স্বীয় টীকায়—স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের আধিক্য বর্ণন করিয়াছেন;—তাঁহার (শ্রীভগবানের) পাদপদ্মে অর্পিত কেশরাদি বিমিশ্রিত যে তুলসী পত্র, উহার মকরন্দে সুগন্ধ বায়ু, নাসপথে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দানুভাবগণেরও চিত্তে অতিহর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চ বিধান করিয়াছিল। এখানে পদে অরবিন্দ তুলসী বলিতে তৎকালে যাহা আপাদলম্বিত বনমালায় গ্রথিত ছিল। শ্রীভগবানের আত্মভূত অঙ্গ উপাঙ্গাদির ক্ষোভকারিত্ব সম্ভাবিত হইলেও, এখানে তৎসম্পর্কিত বায়ুরও ক্ষোভকারিত্বশক্তি প্রখ্যাপনে মহিমাধিক্য প্রকটিত হইয়াছে।

সনকাদির অতি হর্ষজনিত সম্ভ্রম পরবর্ত্তি শ্লোকদ্বয়ে বিবৃত হইয়াছে। "তাঁহারা শ্রীভগবানের ঈষদ্ বিকশিত নীলাব্জসদৃশ অক্ষিশোভিত মুখকমল উর্দ্ধমুখে সন্দর্শন করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন, নখরূপ অরুণ-মণির আশ্রয় অঙ্ঘ্রির শোভা যুগপৎ দর্শনে অক্ষম হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন; "কিরূপে সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্যাবলোকন করিব।" ঈদৃশী চিন্তা হইতে স্থায়িভাবের পোষক চিন্তাখ্যভাব প্রকটিত হইয়াছে। "পুংসাং'—এই শ্লোকে বহুমতং—এই পদ হইতে, ব্রহ্মের ঘনপ্রকাশত্ব নিবন্ধন যাহা পরম আদরাস্পদ—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবল ব্রহ্মরূপে এতাবৎ অনুভবের বিষয় মাত্র ছিল; এক্ষণে সেই সচ্চিদানন্দঘনশ্রীমূর্ত্তির সন্দর্শনসহ অনুভবে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, এ-নিমিত্ত উহা তাঁহাদের অত্যাদরাস্পদ হইয়াছিল।

পৌরুষংবপুর্দর্শয়ানং—এখানে গর্ভোদকশায়ী পুরুষের গুণাবতাররূপ শ্রীবিষ্ণ্বাখ্য যে মূর্ত্তি উহার সহিত অভিন্না স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি যিনি দেখাইলেন, যাহা ব্রহ্মাদিমূর্ত্তিবৎ অন্য নহে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ স্বরূপভূতা এবং যাহা অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সমন্বিতা, কিন্তু উহাদের দ্বারা উপলক্ষিত নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। সুতরাং স্তুতির আস্পদ—এই বিশেষণ হইতে ঐশ্বর্য্যোপলক্ষিত ষড়্ ভগেরই অনাদিসিদ্ধ স্বরূপভূততা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। অতএব সনকাদি ঋষিগণ শ্রীবৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠাধীশের তাবৎ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সম্যক্ স্তুতি করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীভগবানে যে সনকাদির তাদৃশভাব উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা তাঁহাদিগের হৃদয়ের ভাবাভিব্যক্তিকারিণী উক্তি হইতে প্রমাণীকৃত হইতেছে।

কুমারগণ স্তুতিবাক্যে বলিয়াছিলেন, যথা—হে ভগবান্! তুমি যে নিত্য ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইয়া থাক, ইহা কিছু বিচিত্র নহে, ইদানীং বিশুদ্ধ-সত্বলক্ষণ-স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষের দ্বারা প্রকাশিত ঘনপ্রকাশপরতত্ত্বৈকরূপ শ্রীমূর্ত্তিতে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছ; ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই বিষয়ে উক্তি যথা—হে অনন্ত! তুমি সকলকার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়াও দুরাত্মস্বভাব জনগণের সম্বন্ধে অন্তর্হিত হও অর্থাৎ

তাঁহাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হও না, কিন্তু সেই তুমি আজ আমাদিগের অন্তর ও বাহিরে স্ফুরিত হইয়া, সাক্ষাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছ।

ব্রহ্মসূত্রে গোবিন্দভাষ্য যথা—"অথ প্রতীচোঽপি তস্য জ্ঞানভক্তিলভ্যত্বং দর্শয়তি। সর্ব্বথা দৌর্লভ্যে নৈরাশ্যেন ভক্তেরনুদয়ঃ। তথাহি শ্রূয়তে কৈবল্যোপনিষদি; "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতীতি।" অত্র শ্রদ্ধালুর্ভক্তিমান্ হরিং ধ্যায়ন্ প্রাপ্নোতি—ইতি প্রতীয়তে। ইহ মানসেন প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যো হরিরুত চক্ষুরাদিনা বেত্তি বীক্ষায়াং "মনসৈবেদমাপ্তব্যং মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি সাবধারণাদ্‌বৃহদারণ্যকবাক্যান্মানসেনৈব তেন গ্রাহ্য ইতি প্রাপ্তে—

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং" (ব্র, সূ, ৩।২।২৪)

অপিরত্র গর্হায়াম্। গর্হিতোঽয়ং পূর্ব্বপক্ষঃ। সংরাধনে সম্যগ্ ভক্তৌ সত্যাং চক্ষুরাদিনা প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যোঽসৌ ভবতি। কুতঃ প্রত্যক্ষেতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্নিতি কাঠকে। "জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্তুতস্তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মান", ইতি মুণ্ডকে চ বিদ্বত্তদৃশ্যত্ব শ্রবণাৎ।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন!
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ!"

ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। তস্মাৎ সম্যগ্ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ শ্রীহরিরিতি সিদ্ধম্। চক্ষুরাদীনি তু তয়া ভাবিতানি। অতস্তৈঃ স বেদ্যঃ। এবং সতি এবকারোঽযোগব্যবচ্ছেদী ভবেৎ।

অর্থাৎ—প্রত্যক্ ব্রহ্ম ব্যাপক হইলেও তিনি যে জ্ঞান ও ভক্তির গ্রাহ্য ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে; সর্ব্বথা দুর্লভ বস্তুতে নৈরাশ্যবশতঃ ভক্তির উদয়ই হইতে পারে না। কৈবল্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম বস্তুকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানযোগ দ্বারা পাওয়া যায়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়েন, এইরূপ প্রতীতি হয়। উক্ত প্রাপ্তি মানস প্রত্যক্ষ অথবা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ? এইরূপ সংশয়ে, ব্রহ্মকে মন দ্বারাই লাভ করা যায় তাঁহাকে মন দ্বারাই দর্শন করিতে হয়, এই প্রকার বৃহদারণ্যক বাক্য হইতে ব্রহ্ম মনেরই গ্রাহ্য ইত্যাকার সিদ্ধান্তের মীমাংসা-কল্পে এই সূত্রের অবতারণা;—

"সম্যক্ ভক্তিলাভ হইলে পরমেশ্বরের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।"

অর্থাৎ অপি—শব্দ নিন্দার্থে। উপরি উক্ত পূর্ব্বপক্ষ গর্হিত। সম্যক্ ভক্তি হইলে পরমেশ্বর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়েন। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মা ইন্দ্রিয় সকল নিরুদ্ধ করিয়া:ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মবিগ্রহ ভগবানকে দেখিলেন না; কিন্তু অমৃত ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচক্ষু হইয়াই প্রত্যগাত্মা শ্রীভগবানকে দর্শন করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবের ইন্দ্রিয় সকল বিষয়াভিমুখ, এই বিষয় প্রাবল্যেই সৃষ্টি, এই বিষয়াসক্ত জীব অন্তরাত্মা পরমেশ্বরকে দেখিতে পান না, সুতরাং জীবের অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, তজ্জন্য বলিলেন; তন্মধ্যে কোন ধীর ব্যক্তি সৎপ্রসঙ্গলব্ধ হরিভক্তিরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া, কারণ ধীর—তাঁহাকে বলা হইয়া থাকে—যাঁহার ধীকে তিনি পরিচালন করেন বা পালন করেন, সেই ধীর ব্যক্তি সংযত হইয়া,—তাঁহাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলে প্রত্যগাত্মা শ্রীহরিকে দেখিয়া থাকেন। তৎপক্ষেও শ্রুতির স্পষ্ট উক্তি দেখা যায় "আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্" অর্থাৎ যে সকল ধীর ব্যক্তিরা তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারাই শাশ্বত সুখলাভে সক্ষম হন, অপরের ভাগ্যে তাদৃশ সুখলাভ সংঘটিত হয় না। মুণ্ডকোপনিষদেও অভিহিত হইয়াছে—"ধ্যানশীল বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষই সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে সম্যক্ দর্শন করেন। অতএব জ্ঞান পরিষ্কৃত ভক্তি দ্বারাই

পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিও যথা—"হে অর্জ্জুন! তুমি যেরূপে আমার যে রূপ (মূর্ত্তি) দেখিলে, বেদ, তপস্যা, দান ও পূজা দ্বারা কেহই আমাকে এইরূপে দেখিতে পান না। অর্থাৎ এই নরাকার চতুর্ভুজ তোমার সখা দেবকী-নন্দন আমি বেদাদি দ্বারা দর্শনের বিষয় হই না; অর্থাৎ উক্ত সাধনফলে কেহ আমায় দেখিতে পায় না। কিন্তু অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমি বেদ্য হই, অর্থাৎ জীব আমাকে সম্যক্ জানিতে ও দেখিতে পারে। সুতরাং শ্রীহরি যে ভক্তি-ভাবিত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরই বেদ্য, তাহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে। অতএব "মনসৈবানুদ্রষ্টব্য" এই শ্রুত্যভিহিত এবকার অযোগ-ব্যবচ্ছেদী, অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষত্বের অযোগ ব্যবচ্ছেদ করিয়াছে, চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষত্বের যোগ ব্যবচ্ছেদিত হয় নাই।"

আমাদিগকে দর্শন দিবার অপর একটী বিশিষ্ট হেতু; অস্মদ্‌পিতা ভবদুদ্ভূত-ব্রহ্মা যখন ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বের রহস্য বিষয়ে উপদেশ করিয়াছিলেন, তৎকালেই তুমি আমাদিগের কর্ণ-মার্গ দিয়া, সেইরূপে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে।

যদি বল—তোমাদের পিতা তোমাদিগকে যে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন, উহা অদৃশ্যআত্মতত্ত্বাখ্য-রহস্য; আমি উহা হইতে পৃথক্ দৃশ্যতত্ত্ব? একথা বলিতে পার না, কারণ আমাদিগের প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা দৃশ্যাদৃশ্যতত্ত্বের ভেদ নিরস্ত হইয়াছে।

"তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্ম তত্ত্বং" এই শ্লোকে তুমিই যে সেই, তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে; হে ভগবান্! আমরা তোমাকেই পরব্রহ্ম স্বরূপে জানিয়াছি, কিরূপে জানিলাম তদুত্তরে, আমাদিগের সম্বন্ধে অধুনা তুমি যে রূপের আবির্ভাব করিয়াছ, উক্ত শ্রীমূর্ত্তির দর্শনেই আমরা জানিয়াছি। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের উপদিষ্ট রহস্য সম্বন্ধে অপরোক্ষানুভূতি ছিল না, এক্ষণে উহা সাক্ষাদনুভবের দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছি। অধুনা শুদ্ধচিত্তবৃত্তিতে ব্রহ্ম স্বরূপবৎ তুমি আমাদিগের নেত্রেও স্ফুরিত হইয়াছ, ইহা প্রাপঞ্চিক বা ঔপাধিক দৃশ্য বিষয়বৎ নহে। আমরা এতদিন তোমাকে চিত্তে অনুভব করিয়া ব্রহ্মানন্দী ছিলাম, আজ তোমার কৃপায় তোমাকে কেবল জানিলাম তাহা নহে, তোমার শ্রীমূর্ত্তিতে আমাদিগের রতি রচিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছ; তৎফলে আমাদিগের পূর্ব্বানুভূত ব্রহ্মই যে তুমি তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে, তুমি যদি সে তত্ত্ব না হইতে, তাহা হইলে তোমার শ্রীমূর্ত্তিতে কখনই আমাদিগের রতি উদ্ভূত হইত না। যেহেতু নিরহংমান অপর আত্মারামগণেরও অন্যত্র রতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

"পরমাত্মতত্ত্বং"—এই পদে উক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন, উক্ত ব্রহ্মতত্ত্বে সাধনের বৈশিষ্ট্য বশতঃ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যও বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তোমার কৃপা-বিদিত দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা জানিয়া থাকেন; অথবা অনুতাপ—অর্থে দৈন্য, উক্ত দৈন্য হইতে বিদিত বা লব্ধ ভক্তি যোগ দ্বারা তোমাকে জানিয়া থাকেন। কীদৃশ ব্যক্তিরা জানিতে সক্ষম হন? তাহাও বলা হইয়াছে—"উদগ্রন্থয়ঃ" অর্থাৎ যাহারা অহং মমতা শূন্য হইয়া বিরাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব "পিত্রানুবর্ণিতরহাঃ" এখানে রহঃ—শব্দ চতুশ্লোকী রীতি অনুসারে প্রেম ভক্তিরই বাচক ইহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

চতুশ্লোকে রহঃ পদের অর্থ যথা—

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥" (ভাগ, ২।৯।৩০)

এই শ্লোকের স্বামিপাদ ব্যাখ্যা যথা,—

"জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থম্। বিজ্ঞানমনুভবঃ। রহস্যং ভক্তিঃ সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামীত্যাদি নির্দ্দেশাৎ তদঙ্গং সাধনম্।"

এখানে স্বামি পাদ রহস্য শব্দে সুগোপ্য ভক্তি অর্থ করায়, উহা যে সাধন অতিক্রম করিয়া প্রেম ভক্তির উদ্দেশে অভিহিত তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

সনকাদি পূর্ব্বে অভেদবাদী থাকিলেও এক্ষণে স্বরূপভূত আনন্দশক্তি বিলাসের দ্বারা বিচিত্রিত মতি হইয়া

ভেদাত্মিকা ভক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য ভক্তের সুখাতিশয় সম্বন্ধে বলিতেছেন; নাত্যন্তিকং—এই শ্লোকে যথা—ভক্তগণ মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ তোমার কৃপাকে অত্যন্ত অর্থাৎ চরম মনে করেন না, সুতরাং কৈমুতিক ন্যায়ে তাহাদিগের নিকট ইন্দ্রাদিপদের অতীব তুচ্ছতা সুসিদ্ধ হইয়াছে।

সনকাদির ভক্তি প্রার্থনা

এক্ষণে তাঁহারা স্বীয়াপরাধের উল্লেখ করিয়া, কামম্—ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন; হে ভগবান্! আর যেন ভক্তাপরাধ না করি, ইতিপূর্ব্বে আমাদের কোন পাপ না থাকিলেও, তোমার ভক্তকে অভিসম্পাত করায়, এক্ষণে সকল পাপই জন্মিয়াছে। তজ্জন্য সম্ভাবিত নিরয়গমনকে তুচ্ছ করিয়া, ভক্তি প্রার্থিত হইতেছে।

এই প্রার্থনা হইতে ব্রহ্ম সূত্রোক্ত উত্তর পূর্ব্ব পাপের বিনাশের বিষয় অভিহিত হইয়াছে;—

ভক্তির পাপহারিত্ব

গোবিন্দভাষ্য যথা—

"এবং বিদ্যা সাধনং বিচার্য্য তৎফলমিদানীং বিচারয়তি, ছান্দোগ্যে যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেব বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যত ইতি। তদ্ যথৈষীকাতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানং প্রদূয়ন্ত ইতি চ শ্রূয়তে। ইহ সংশয়ঃ, ক্রিয়মাণসঞ্চিতপাপে ভোগেন ক্ষপণীয়ে উত বিদ্যা প্রভাবাৎ তয়োরশ্লেষবিনাশৌ স্যাতামিতি। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং" ইতি স্মৃতেস্তেনাপি তে ভোগেন ক্ষপণীয়ে। এবং সতি শ্রুত্যর্থস্য তদ্বিদাং প্রাশস্ত্যং লক্ষয়তীতি প্রাপ্তে।

"তদধিগম উত্তর পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (ব্রসূ, ৪।১।১৩)

তস্য ব্রহ্মণোঽধিগম স্তদধিগমঃ। ব্রহ্মবিদ্যেত্যর্থঃ। তস্যাং সত্যামুত্তরস্য ক্রিয়মাণস্য পাপস্যাশ্লেষঃ পূর্ব্বস্য তু সঞ্চিতস্য বিনাশো ভবতি। কুতঃ তদিতি। যথেত্যাদিভ্যাং বাক্যাভ্যাং তয়োস্তথাভিধানাদিত্যর্থঃ। নহি শ্রুতেঽর্থে সঙ্কোচঃ শক্যঃ কর্ত্তুম্। নাভুক্তমিত্যাদিকং ত্বজ্ঞবিষয়তয়া যুক্তিমৎ॥"

অর্থাৎ বিদ্যা সাধন বিচার করিয়া এক্ষণে তাহার ফল বিচার করিতেছেন—শ্রুতি বলেন পদ্ম পত্র যেরূপ জলে নির্লিপ্ত থাকে সেইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানীতে পাপ স্পর্শ করে না, তুলা যেমন অগ্নি সংস্পর্শে ভস্মীভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানিগণের সকল পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। এখানে সংশয় হইতেছে, আরব্ধ পাপ এবং সঞ্চিত পাপ ভোগদ্বারা বিনষ্ট হইবে অথবা বিদ্যা প্রভাবে? স্মৃত্যাদির উক্তি অনুসারে কৃতকর্ম্মের ভোগ ব্যতিরেকে কোটিকল্পেও ক্ষয় হয় না। কৃতকর্ম্ম জনিত শুভাশুভ ফল অবশ্য ভোক্তব্য। ইত্যাকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে, এই সূত্রের অবতারণা "শ্রুতিব্যপদেশ হেতু ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে ক্রিয়মাণ পাপের অশ্লেষ ও সঞ্চিত পাপের ক্ষয় অবশ্য স্বীকার্য্য।" ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত—পুষ্কর পত্রবৎ—এই বাক্য হইতে পাপ বিনষ্টের কথাই অভিহিত হইয়াছে শ্রুত্যর্থের সঙ্কোচ অকর্ত্তব্য। "নাভুক্তম্" ইত্যাদি উক্তি অজ্ঞ পুরুষপর হওয়ায় অসঙ্গতি হইতেছে না।"

শ্রীভাষ্যে যথা—"এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে তদধিগমে ইতি। বিদ্যা প্রাপ্তৌ পুরুষস্য বিদ্যামাহাত্ম্যাদুত্তরপূর্ব্বা ঘয়োরশ্লেষবিনাশ যুপপদ্যাতে, এবম্বিধং হি বিদ্যামাহাত্ম্যমবগম্যতে···বেদ্যভূত পরমপুরুষারাধনস্বরূপা পূর্ব্বকৃতাঘসঞ্চয়জনিত পরপুরুষাপ্রীতিং বিনাশয়তি সৈব বিদ্যা স্বোৎপত্ত্যুত্তরকালভাব্যঘনিমিত্ত পরমপুরুষাপ্রীত্যুৎপত্তিং চ প্রতিবধ্নাতি।"

অর্থাৎ বিদ্যাধিগমে—ইত্যাদি উক্তি হইতে প্রাপ্ত-বিদ্য পুরুষের বিদ্যামাহাত্ম্যে উত্তর পূর্ব্ব পাপের অশ্লেষ ও বিনাশ হইয়া থাকে। বেদ্যভূত পরম-পুরুষের আরাধনরূপা বিদ্যা পূর্ব্বকৃত অঘ সঞ্চয় জনিত পরম পুরুষের অপ্রীতি বিনষ্ট করে এবং উত্তরকালে ভাবী অঘ নিমিত্ত পরম পুরুষের অপ্রীতি উৎপত্তির প্রতিবেধ করিয়া থাকে।

বিদ্যার পাপহারিত্ব সম্বন্ধে বেদান্তের অভিমত।

এই ন্যায়ানুসারে জ্ঞানিগণের বৃজিনাপাত অসম্ভব হইলেও, কুমারগণ বহুবিধ নরক জনক স্বীয় পাপের আগমন সম্বন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা করায় "শ্রীহরির গুণই ঈদৃশ" এই বাক্যবৎ আত্মারাম ও শ্রীভগবানের সর্ব্বাদ্ভুত মহত্তমতা সূচিত হইয়াছে। কুমারগণ সখেদে বলিতেছেন, আমাদের নিকৃষ্টগতি হয় হউক, উহা আমাদিগের অপরাধের পক্ষে পর্য্যাপ্ত দণ্ড নহে, কিন্তু

এতাবৎকাল আমরা যে ভগবানকে বিস্মৃত ছিলাম উক্ত বিস্মৃতিরূপ মূল দুষ্কলেই আমাদিগের আশঙ্কা ; সুতরাং এই ভগবৎ-পরাঙ্মুখী ভাব যেন আমাদিগের আর না হয়, তাহাই সকাতরে প্রার্থনা করিতেছেন! অর্থাৎ তোমার স্মৃতি থাকিলে আমরা নরককেও সাদরে বরণ করিতে পারি। স্থ—ইহা বিতর্কে। আমাদিগের চিত্ত যেন তোমার পাদ-পদ্মে রমিত হয়, এবং উহাও অলিবৎ কেবল শ্রীচরণের মাধুর্য্যাস্বাদ পক্ষে, কিন্তু উহা ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ঐক্যানুভব অপেক্ষায় নহে। এই বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল যেন তোমার মাধুর্য্যের আস্বাদ করিতে সক্ষম হয়। এখানে কুমারগণের ক্রোধ, ভক্তাপরাধ জনিত ভগবান্ কর্ত্তৃক ক্ষমা প্রভৃতি শ্রীভগবানের ইচ্ছামাত্র কৃত হওয়ায়, ইহা উহাঁদিগের অপরাধাভাস জানিতে হইবে।

সেবা প্রার্থনা দ্যোতক এই শ্লোকদ্বয়ে, ত্বদীয় ভক্তিমাত্র কামী আমাদিগের, ভক্তির অবিরোধিত্ব বশতঃ কৈবল্য হইতে নরকও যে শ্রেয়ঃ, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। তথাপি ঈদৃশ কৃতার্থতা অতিবিচিত্র, ইহা "প্রাদুশ্চকর্থ"—এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে ;—তোমার একান্ত ভক্তি রহিত অনাত্মগণের সম্বন্ধে অপ্রকট হইয়াও এইরূপে যে তুমি সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছ, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

এখানে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যাসিদ্ধ পরাবর গুরুদিগেরও গুরু অতএব "পরমহংস মহামুনিগণের অন্বেষনীয় চরণ" অষ্টমে অংশুমদ্ বাক্যেও—"সেই জ্ঞানঘন স্বীয়স্বভাবে প্রধ্বস্ত মায়িক গুণ-ভেদমোহ সনন্দনাদি কর্ত্তৃক হৃদয়ে সম্যক অনুভূত।"—"সনকাদি মুনিগণ আত্মতত্ত্ব স্বীয় চিত্তে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি দ্বিতীয় স্কন্ধোক্ত ব্রহ্মার বাক্যে।—"ভগবান সনৎকুমার মৃদিত কষায় তাঁহাকে তমোঽতীত মার্গ দেখাইয়া ছিলেন।" ইত্যাদি সনৎ সুজাতীয় শ্রুতিতেও যাহা সিদ্ধানুভবের কোন বিঘ্ন ঘটে না—প্রসিদ্ধ আছে। এবং আসন্নাসু যাহা ভবসিদ্ধের অনিমাদিসিদ্ধির দ্বারা বিঘ্ন সম্ভাবনায় কপিল দেব বাক্যে যথা—"প্রাপ্তসমাধি যোগ আত্মজ্ঞ পুরুষ স্বাপ্ন্য দেহাদি তুল্য সপ্রপঞ্চ দেহকে ভজনা করে না।" ইত্যাদি।

অতএব মায়াগুণ জনিত ভেদ মোহ যাঁহাদিগের প্রকৃষ্টরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবমবস্থাপন্ন কুমারগণের ক্রোধাদি সকলই শ্রীভগবানের দুর্ঘটঘটনাকারিণী-ইচ্ছাশক্তিতে সম্পাদিত হইয়াছিল জানিতে হইবে। স্বামিপাদেরও ইহাই অভিমত—সুতরাং তদবস্থাতেও তাঁহাদিগের ব্রহ্মানন্দনিমগ্নতা সুসিদ্ধই রহিয়াছে। অক্ষরজুষাং—এই শ্লোকে উহা ব্যক্তই হইয়াছে। যোঽন্তর্হিত—ইত্যাদি শ্লোকে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের অবিক্ষিপ্তচিত্ততা প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যস্থানের উক্তিতে দেখা যায়—ব্রহ্মানন্দীঅবিক্ষিপ্তচিত্তেই থাকেন ; শ্রীনারদ মহাশয়ের বাক্য যথা—"কামাদি দ্বারা অনাবিদ্ধ প্রশান্তাখিলবৃত্তি ব্রহ্মসুখস্পৃষ্ট ব্যক্তির চিত্ত অন্যত্র বিষয়াদিতে আকৃষ্ট হয় না।" কিন্তু তদবস্থাতেও তাঁহারা ভগবদানন্দে আকৃষ্ট হন, তৎসম্বন্ধে উক্তি পাওয়া যায়। কেবল যে সনকাদি সম্বন্ধে ঈদৃশী উক্তি তাহা নহে, অন্যান্য আত্মারামগণ সম্বন্ধেও তাদৃশতা শোনা যায়।

"স্ব-সুখনিমগ্ন-চিত্ততার বলে যাঁহাদের অন্যভাব বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারাও অজিত শ্রীভগবানের মনোহর লীলায় আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া থাকেন" ইত্যাদি।

এক্ষণে সনকাদির এই ভক্তি প্রক্রিয়া কেন হইল? ইহা কি লোক সংগ্রহার্থ? অথবা প্রাচীন সংস্কারের ফলে? এই আশঙ্কাদ্বয়ের কোনটিরই সম্ভাবনা হইতে পারে না। "মদিরামদান্ধ ব্যক্তি যেমন পরিধেয়-বাসের প্রতি লক্ষ্যশূন্য হয়।" তদ্রূপ তাঁহাদের সর্ব্বথা আবেশের অসম্ভবতাই সিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ স্পষ্টই উহাঁদিগের অন্যত্র অনাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় ; ব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের পূর্ব্বজ আমার মানস পুত্র সনকাদি ঋষিগণ ভূরাদিলোকে বিগতস্পৃহ হইয়া, আকাশ মার্গে তদূর্দ্ধ লোকাদিতে বিচরণ করিয়া থাকে।" এই বাক্যে অন্যত্র আবেশ না থাকিলেও শ্রীভগবানে আবেশ অভিহিত হইয়াছে ; এবং "তাঁহার চরণযুগল পরমহংস মহামুনিগণেরও অন্বেষণীয়" এই বিশেষণ হইতে যাদৃচ্ছিকতার অবিরোধে অন্বেষণীয়তার অভিধান হইতে, পরমহংসগণের ভগবৎচরণাবেশই অভিহিত দেখা যায়। "অনন্যরূপ তীব্র জ্ঞানানলের দ্বারা যাঁহাদিগের অশেষবিধ মালিন্য বিধৃত হইয়া গিয়াছে, অতএব তোমাদের মত নিজস্ব স্বভাব আত্মারাম

মুনিগণের সম্বন্ধেও যাঁহার গুণগণের কথাই পরম মঙ্গলের বিধায়ক, সেই আত্মারামগণ যাঁহার দর্শন না পাইলেও কেবল মাত্র যাঁহার গুণালোচনায় অভ্যস্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ নিয়ত যাঁহার গুণের আলোচনা করিয়া থাকেন।" পঞ্চম স্কন্ধোক্ত এই গদ্যেও আত্মারামগণের একমাত্র ভগবন্নিষ্ঠতা উক্ত হইয়াছে।

"অজিত শ্রীভগবানের মনোহর লীলায় যাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট" এখানেও ভগবন্নিষ্ঠা দেখান হইয়াছে। সনকাদির নিজের উক্তিতে "আমাদের দৃষ্টির পরম নির্বৃতি লাভ হইয়াছে" এখানেও পরম সুখদত্ব অভিহিত হইয়াছে। "তোমার হৃদয়স্পর্শী সস্নেহাবলোকন পরম্পরায়" ইত্যাদি স্তুতি ও সাক্ষাৎ উক্তি হইতে সনকাদি আত্মারামগণের ভগবদাসক্তি স্পষ্টই ব্যঞ্জিত দেখা যায়, সুতরাং তদ্বিরোধী ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে না।

এই সমস্ত উক্তি পরম্পরা হইতে আত্মারামগণের পরমরতির আস্পদ হওয়ায়, আত্মারামগণ প্রথমতঃ সামান্যাকারে যে ব্রহ্মাখ্যতত্বকে পাইয়া আত্মারাম হইয়াছিলেন, উক্ত ব্রহ্মাখ্যতত্ববস্তুই যে শ্রীভগবান্ তাহা সর্ব্বপ্রকারে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। অক্ষর ব্রহ্ম সেবিগণের শ্রীবৈকুণ্ঠাধীশকে দর্শন, তদীয় শ্রীচরণার্পিত তুলস্যাদির আঘ্রাণে শরীর ও চিত্তের সংক্ষোভ হওয়ায়; লব্ধ-অক্ষরব্রহ্ম হইতে শ্রীভগবানে সচ্চিদানন্দের ঘন-প্রকাশ অবশ্য বক্তব্য; এবং সেই শ্রীভগবানের বিচিত্র মাধুর্য্যময় অঙ্গ উপাঙ্গাদিতে অভিনিবেশ হইতে, দর্শনাদি জনিত আনন্দবৈচিত্রী অর্থাৎ বিচিত্র আনন্দানুভূতি দেখা যাইতেছে। অন্যথা অনুপপত্তি প্রমাণে উক্তানুভূতি যে স্বরূপ শক্তির বিলাস রূপা, ইহা বলাই বাহুল্য।

এখানে আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে, আত্মারামগণের আনন্দাধিক্য হয় হউক, উহাদিগের আনন্দাধিক্য হইতে, নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ আনন্দেরই উপাধি বৈশিষ্ট বশতঃ এই ঘন প্রকাশতা (ঘনীভূততা)। অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্বাংশ দ্বারা বিভাবিত চিত্তবৃত্তিতে যে ব্রহ্ম স্ফুরিত হইয়া থাকেন, উহাই ঘনীভূত-অখণ্ড-বিশুদ্ধ-সত্বময় ভগবন্মূর্ত্তিতে স্ফুরিত হইয়া, ভগবদধ্যস্ততাবশতঃ তদৈক্য আপন্ন চিত্তে বিশেষাকারে স্ফুরিত হইয়া থাকে অর্থাৎ তখনই আত্মারামের পরিপূর্ণতা হইয়া থাকে।

শ্রীভগবদ্বিগ্রহে নির্ব্বিশেষ বাদির আক্ষেপ

অতএব শ্রীবিগ্রহাদি ও পরব্রহ্মের অভেদ বাক্যও অত্যন্ততাদাত্ম্য অপেক্ষায় উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সেই সেই উপাধিতে এক নির্ভেদ পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে, কোন আকার বিশেষের উপলব্ধি হয় না। প্রতিপদে আনন্দ-সমাধি কৌতুক নিবন্ধন সেই সেই উপাধির (নির্ভেদ পরমানন্দ উপাধির) অপেক্ষা, সুতরাং এই মাত্র প্রমাণ দ্বারা সেই সেই উপাধির পরতত্বাকারত্ব কিরূপে সাধিত হইতে পারে ?

এবম্প্রকারের আক্ষেপ পরিহারার্থে বলিতেছেন :—তোমাদের মতে শুদ্ধচিত্তবৃত্তিতে যে পরব্রহ্ম স্ফুরিত হন, যাঁহার সম্যক্ স্ফুরণে ভেদাংশের লেশ পর্য্যন্ত অপনীত হইয়া যাওয়ায়, উহা ব্রহ্মবিত্তারূপে অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। কারণ অসম্যক্ জ্ঞানকে যখন তত্ব বলিয়া অঙ্গীকার করাই যায় না, বিশেষ তদ্দ্বারা কৈবল্যও অসম্ভব হইয়া থাকে। এই জন্য শ্রীবিগ্রহাদিস্থলে তোমার কল্পিত আবির্ভাবাধিক্যের অঙ্গীকার যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। আরো শুদ্ধ সত্বময়ী বিগ্রহাদি

উপস্থাপিত আক্ষেপের সমাধান

লক্ষণ উপাধি ইহা বলিবার অভিপ্রায় কি ? উহা কি শুদ্ধ সত্বের পরিণাম অথবা শুদ্ধ সত্ব প্রচুর ? উহা পরিণাম বলিতে পার না, যেহেতু রজোগুণের অসদ্ভাব বশতঃ পরিণামেরও অসম্ভাবনা হইতেছে, একথা স্বয়ং বলিয়াছ। দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রাচুর্য্যের কথাও বলিতে পার না, কারণ বিগ্রহাদি যে সকল স্থানে প্রাচুর্য্য স্বীকৃত হইয়াছে উহা মিশ্রসত্বেরই কার্য্যভূত, সুতরাং প্রাচুর্য্য স্বীকার করিলে, অর্থাপত্তি-প্রমাণে উহার শুদ্ধসত্বতার পরিহার হইয়া মিশ্রসত্বতাপত্তি হইয়া পড়ে, এবং "তুমি স্থিতির নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্বকে আশ্রয় করিয়া থাক" ইত্যাদি বহু স্থলে বিশুদ্ধ পদের ব্যর্থতাপত্তি হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

যদি মিশ্র সত্বই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ স্থলে ব্রহ্মস্ফূরণ যোগ্যতাই অসম্ভব হওয়ায়, বিশেষানন্দ স্ফুরণের কথাই সুদূর পরাহত হইতেছে; এবং উদ্দেশ্য বিস্মৃতিও আসিয়া পড়িতেছে। অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্বের আশ্রয়তাবশতঃ বিগ্রহাদিও অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্বরূপে উক্ত হইয়া থাকে। অনন্তর উহাতেই অনুভূত, অখণ্ড শুদ্ধসত্বস্বরূপ যে উপাধি ঐ উপাধিতে

ব্রহ্মানুভব হইয়া থাকে, যদি একথা বল, তাহাও অযুক্ত হইতেছে যেহেতু উহাতে কল্পনা গৌরব হইয়া পড়িতেছে এক নিত্য বিগ্রহের পরিবর্তে অনেকগুলি উপাধি কল্পনা বিশেষ গৌরব দোষদুষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ "সনকাদি যাহা তাঁহাদিগের সমাধির ভাগ্যরূপে সাক্ষাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের গোচর করিয়া বলিলেন" তখন সেইখানে পরম্পরাক্রমে দৃষ্ট প্রতিহত হইয়া গিয়াছে। যাহা বিমিশ্র সত্ত্ব বলিতে উদ্যত হইতেছ, তাহা হইতেই পারে না; কারণ উহার প্রাকৃতত্ব পূর্ব্বহইতেই নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং উহা যে প্রাকৃত সত্ত্ব পরিণাম বা তৎপ্রচুর নহে, তাহা সুসিদ্ধই রহিয়াছে, অতএব স্বয়ং-প্রকাশতা-লক্ষণ শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা প্রকাশিত ইহা পূর্ব্বেই অভিহিত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে কুমারগণ তাঁহাকে এবমেবম্প্রকারে দর্শন করিয়া, যে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের বর্ণন করিয়াছেন, উহা প্রস্তুত বিষয়ের (স্বপ্রকাশ অখণ্ড শুদ্ধসত্ত্বের) উপকারিতায় সার্থক হইয়াছে; যেহেতু অখণ্ড শুদ্ধসত্ত্বময় মাত্র দ্বারাই তাঁহাদের অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধি দেখা যায়। অতএব তাঁহারা দর্শন করিলেও তাঁহাদিগের "দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি লাভ ঘটে নাই" এখানে চাক্ষুষ সম্বন্ধের অভিধানে রূপকৃতই অতৃপ্তি উদ্বোধিত হইয়াছে। তথা "অক্ষর জুষাং"—এই শব্দ হইতে অক্ষর জন্মিত্ব,—"পদারবিন্দ কিঞ্জল্ক"—এখানে পদারবিন্দ পরিমলাত্মক বায়ুর বৈশিষ্ট্য দেখান হইয়াছে।

এতদুভয় স্থলে ব্রহ্মানন্দেরই নির্ব্বিশেষরূপে উপলভ্যমানতা যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, উভয় উপাধির পরস্পর স্পর্দ্ধিত্ব পাওয়ায়, মূল শ্লোকে "অক্ষর জুষাম্"—ইহার পরিবর্তে—"বিদ্যাজুষাম্—এইরূপ উপাধি প্রধান ভাবের উক্তি হইত।

এখানে অবিনশ্বর ব্রহ্মানুভব জনিত সুখ জয়ের উক্তি হইতে, বশিষ্ঠাদির পুত্রশোকাদিবৎ, ইহা যে আবেশাভাস নহে, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এতদভিপ্রায়েই স্বামিপাদের উক্তি—"স্বরূপ-আনন্দ হইতে উঁহাদিগের ভজনানন্দের আধিক্য বলা হইতেছে"—সুতরাং এখানে যে আনন্দ-বৈচিত্র আছে তাহা সুসিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অতএব কুমারগণ—"চেতোঽলিবৎ"—ইত্যাদি শ্লোকে বিচিত্রানুভবানন্দ জনিত বিচিত্র সেবাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "গৃহকোনে যদি মধু লাভ করিতে পারা যায়, তজ্জন্য পর্ব্বতে গমনের আয়াস কেহই স্বীকার করে না।" এই ন্যায়ানুসারে পৃথক উপাধি অন্বেষণের ব্যর্থতাই দেখা যাইতেছে; এবং উঁহাদিগের ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তন্তরের অন্বেষণ কৌতুকও ছিল না।

বিশেষতঃ এখানে সনকাদিকুমারগণের অভেদাত্মক অনুভব দেখাই যায় না, প্রত্যুত—নেমুর্নিরীক্ষ্য—কামংভবঃ স্ববৃজিনৈঃ—ইত্যাদি শ্লোকে অভেদানুভবের প্রতিযোগী নমস্কারাদি প্রার্থনা হইতে, ভেদাত্মক ভক্তিসুখ লাভই দেখান হইয়াছে। সুতরাং মায়িক উপাধির নিকৃষ্টতা বশতঃ উহা হেয়বোধে পরিত্যক্ত হওয়ায়; ভগবৎ সাক্ষাৎকার জনিত আনন্দকে অন্য জাতীয় করিতে পারা যায় না, অতএব অন্যথা অনুপপত্তি-প্রমাণ সিদ্ধ-স্বরূপ-শক্তিরই বিলাসজনিত মূর্ত্ত্যাদির সাক্ষাৎকার ও তজ্জনিত আনান্দানুভবাদি সুসিদ্ধ হইতেছে।

অপিচ তোমাদের মতে জীবন্মুক্ত দশায় বিদ্যারূপ উপাধিতে প্রতিফলিত ব্রহ্ম এবং মুক্তিদশায় সর্ব্ববিধ উপাধি হইতে নির্ম্মুক্ত শুদ্ধ ব্রহ্মবৎ, এখানেও শুদ্ধব্রহ্ম হইতে শ্রীভগবানের ঘনপ্রকাশতা ও সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত সচ্চিদানন্দ-বিলাস-মূর্ত্তিমত্তা, "নাত্যন্তিকং"—ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা সুব্যক্ত হওয়ায়, উপাধি তারতম্যের চিন্তারই অবকাশ হইতে পারে না।

ভবতঃ কথায়াং—অর্থাৎ তোমার পরম পাবন রমণীয় কীর্ত্তনার্হ কথারসজ্ঞ—এই শ্লোক হইতে নিরুপাধি-ব্রহ্ম হওয়া অর্থাৎ অহং ব্রহ্মাস্মি বা সোঽহং ভাবের উপরেও যে এক অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্র্যানুভব করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীভগবানের স্বীয়াত্মরূপ বৈভবের সুখৈক রূপতা, উক্ত সুখরূপতাসত্ত্বেও ব্রহ্ম হইতে ঘন প্রকাশতা এবং স্বরূপ শক্তির বিলাসবৈচিত্রতা বিদ্বদনুভব রূপ প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত সুখ বিলাস বৈচিত্র্যাধীশ শ্রীভগবানকে মুক্ত পুরুষগণ লীলায় বিগ্রহ (ভজনোপযোগী শরীর) ধারণ করিয়া ভজনা করিয়া থাকেন। "যাঁহাকে সকল দেবতারা মুমুক্ষু ব্রহ্মবাদিগণও" ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত ভজন ব্যাপার অদ্বৈতবাদগুরু স্বয়ংও স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—"বীতমোহমুক্তপুরুষগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণ পূজিত হইয়া থাকেন" ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মভূত

প্রসন্নাত্মা, যে শোক করে না, যে আকাঙ্ক্ষা করে না। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন সেই ব্যক্তি আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকে।" "মুক্তগণেরও নিত্যানন্দস্বরূপিনী ভক্তি হইয়া থাকে." এই ভারততাৎপর্য্য প্রমাণিত শ্রুতিতেও মুক্ত্যনন্তর ভক্তির উল্লেখ দেখা যায়। এবং ব্রহ্মসূত্রে "আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্"। (ব্রহ্ম সূ, ৪।১।১২)

এই সূত্রে "সর্ব্বদা ইঁহাকে উপাসনা করিবে, মুক্তগণ মুক্তির উত্তরকালেও উপাসনা করিয়া থাকেন" (ইহার ব্যাখ্যা, তত্ত্বসন্দর্ভের ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অতএব শ্রীপ্রহ্লাদ বলি প্রভৃতি মহাভাগবতগণের সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া শ্রীবিষ্ণু পুরাণে উক্ত হইয়াছে "বিমুক্ত কাহারই বা পাতালে প্রীতি না হয়" ইত্যাদি। ইহা ব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

অতএব অশেষপুরুষার্থস্বরূপ এবাসাবিতি স্ফুটমেবাহুর্পন্তেন।

"অথানয়াপি ন ভবত ইজ্যয়োরুভারয়া সমুচিতার্থমিহোপলভামহে।" "আত্মন এবানুসবনম্ সা ব্যতিরেকেন বোভূয়মানাশেষপুরুষার্থস্বরূপস্য।" (ভাগ, ৫।৩।৭।৮)

টীকাচ:—"আত্মনঃ স্বত এবানুসবনং সর্ব্বদা অঞ্জসা সাক্ষাৎ বোভূয়মানা অতিশয়েন ভবন্তো যে অশেষাঃ পুরুষার্থাস্তে স্বরূপং যস্য পরমানন্দস্য" ইত্যেষা। শ্রুতিশ্চ

"সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" (ছান্দোগ্য, উ, ৩।১৪।২) ইত্যাদৌ। ঋত্বিগাদয়ঃ শ্রীযজ্ঞপুরুষম্ ॥৮০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রবাক্যানুসারে বিদ্বদ্‌কুলশ্রেষ্ঠগণের অনুভবে শ্রীভগবানই যে অশেষ পুরুষার্থস্বরূপ তাহা উক্ত হইয়াছে, পঞ্চমস্কন্ধে ঋত্বিক্‌গণের উক্তি যথা—"অনেকাঙ্গে সুসমৃদ্ধ ইজ্যার দ্বারাও তোমার সমুচিত প্রয়োজন সিদ্ধ দেখিতে পাই না। অর্থাৎ তুমি সম্যক্ পরিতুষ্ট হও না।" স্বতঃসিদ্ধ নিয়তঅতিশয়িত অশেষপুরুষার্থস্বরূপ আনন্দময় তোমার"। স্বামিপাদ ব্যাখ্যা যথা—স্বতঃই সর্ব্বদা সাক্ষাৎ অতিশয়বর্দ্ধিত যাহার পরমানন্দই অশেষ পুরুষার্থের স্বরূপ। শ্রুতিতে যিনি সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। অর্থাৎ এখানে স্পষ্টতঃই ভক্তিলভ্য আনন্দময় শ্রীভগবানের পরমানন্দলাভই, পুরুষার্থ শ্রেষ্ঠরূপে উক্ত হইয়াছে। ইহা ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞপুরুষ শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥

তবেদং ব্রহ্মণোঽপি যৎ শ্রীভগবতি প্রকাশসম্যক্ত্বং ব্যঞ্জিতং, তৎ পূর্ব্বমেব বিদ্বদনুভববচনপ্রচয়েন সিদ্ধমপি বিশেষতো বিচার্য্যতে। তত্রৈকমেবতত্ত্বং দ্বিধাশব্দ্যত ইতি ন বস্তুনো ভেদ উপপদ্যতে। আবির্ভাবস্যাপি ভেদদর্শনাৎ, ন চ সংজ্ঞামাত্রস্য, কিন্তু স্বস্বদর্শনযোগ্যতাভেদেন দ্বিবিধোঽধিকারী দ্বিধাদৃষ্টং তদুপাস্ত ইতি। তত্রাপ্যেকস্য দর্শনস্য বাস্তবত্বমন্যস্য ভ্রমজত্বমিতি ন মন্তব্যম্, উভয়োরপি যাথার্থ্যেন দর্শিতত্বাৎ। ন চৈকস্য বস্তুনঃ শক্ত্যা বিক্রিয়মানাংশকত্বাদংশতোভেদঃ, বিকৃতত্বনিষেধাত্তয়োঃ। তস্মাদ্দৃষ্টের সম্যক্ সম্যক্ত্বাৎ সত্যাপি সম্যক্ত্বে তদনুসন্ধানাদ্বা একস্মিন্নধিকারিণ্যেকদেশেন স্ফুরদেকভেদঃ পরস্মিন্নখণ্ডতয়া দ্বিতীয়ো ভেদঃ। এবং সতি যত্র বিশেষং বিনৈব বস্তুনঃ স্ফূর্ত্তি, সা দৃষ্টিরসম্পূর্ণা, যথা ব্রহ্মাকারেণ; যত্র স্বরূপভূত নানাবৈচিত্রীবিশেষ বদাকারেণ, সা সম্পূর্ণা, যথা শ্রীভগবদা-কারেণেতি লভ্যতে।

তদেতদভিপ্রেত্য প্রথমং দৃষ্টিতারতম্যেন তদভিব্যক্তি তারতম্যং তন্মহাপুরাণাবির্ভাবকারণাভ্যং প্রতি-পাদ্যন্তে ষড়্ভিঃ।

শ্রীনারদ উবাচ—

"জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনম্।
অথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো॥" (ভাগ ১।৫।৪)

শ্রীব্যাস উবাচ—

"ত্বং পর্য্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকী মন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী।
পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো ব্রতৈঃ স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্ব॥ (ভাগ, ১৷৫৷৭)

শ্রীনারদ উবাচ—

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্॥ (ভাগ, ১৷৫৷৮)
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ (ঐ ১২)
নমোভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায়ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃসঙ্কর্ষণায় চ।
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকম্।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্॥ (ভাগ, ১৷৫৷৩৭ ৩৮)

শ্লোকা অমী বহুভিঃ সংমিশ্রা অপ্যবিস্তরত্বায় ঝটিত্যর্থপ্রত্যয়ায় চ সংক্ষিপ্তৈব সমুদ্ধৃতাঃ ক্রমেণার্থা যথা ;—জিজ্ঞাসিতং—ইতি, টীকাচ—

"যত সনাতনং নিত্যং পরং ব্রহ্ম, তচ্চ ত্বয়া জিজ্ঞাসিতং বিচারিতম্ অধীতমধিগতং প্রাপ্তঞ্চেত্যর্থঃ। অথাপি শোচসি তৎকিমর্থমিতি শেষঃ।" ইত্যেষা—

ত্বম্—ইতি, ত্বমর্ক ইব ত্রিলোকীং পর্য্যটন্ তথা বৈষ্ণবযোগবলাংশেন চ প্রাণবায়ুরিব সর্ব্বপ্রাণিনামন্তশ্চরঃসন্ আত্মনাং সর্ব্বেষামেব সাক্ষী বহিরন্তর্বৃত্তিজ্ঞঃ। অতঃ পরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো যোগেন নিষ্ণাতস্য। তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—

"ইজ্যাচার-দয়া-হিংসা-দান-স্বাধ্যায়-কর্ম্মণাম্
অয়ংহি পরমো লাভো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্।"

ইতি। অবরে চ ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ব্রতৈঃস্বাধ্যায় নিয়মৈর্নিষ্ণাতস্যাপি মে অলমত্যর্থং যন্ন্যূনং তৎ স্বয়মেব বিচক্ষ্ব বিতর্কয়।

ভবতা—ইতি ভগবদ্‌যশোবর্ণনোপলক্ষণং ভজনং বিনা যেনৈব কেবলব্রহ্মজ্ঞানেন অসৌ ভগবান্ ন তুষ্যেত, তদেব দর্শনং জ্ঞানং খিলং ন্যূনং মন্যে। তদেব স্পষ্টয়তি নৈষ্কর্ম্যং ইতি, টীকা চ—"নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম-তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্ম্মতারূপং নৈষ্কর্ম্ম্যম্। অজ্যতে অনেনেত্যঞ্জনমুপাধিঃ তন্নিবর্ত্তকং নিরঞ্জনম্ এবম্ভুতমপি জ্ঞানম্ অচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বর্জ্জিতং চেৎ অলমত্যর্থং ন শোভতে সম্যগপরোক্ষত্বায় ন কল্পত ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখস্বরূপং যৎ কাম্যং কর্ম্ম, যদপ্যকারণমকাম্যং তচ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ, তদপি কর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ কুতঃ পুনঃ

শোভতে? বহির্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাৎ” ইত্যেষা। যদ্বা নিরঞ্জনমিতি নিরুপাধিকমপি—ইত্যর্থঃ। পরমাদরণীয়ত্বাদেব দ্বাদশাস্কে শ্রীসূতেনাপি পুনঃ স্মৃতমিদং পদ্যম্।

তস্মাদ্ভক্তিরেব সম্যগ্দর্শনহেতুরিত্যুপসংহরতি দ্বাভ্যাম্।

নমঃ—ইতি, মন্ত্রমূর্ত্তিং মন্ত্রোক্তমূর্ত্তিং মন্ত্রোঽপি মূর্ত্তির্যস্যেতি বা। অমূর্ত্তিকং মন্ত্রোক্তব্যতিরিক্ত মূর্ত্তিশূন্যং প্রাকৃতমূর্ত্তিরহিতং বা মূর্ত্তিস্বরূপয়োরেকত্বাৎ প্রাকৃতবন্নবিদ্যতে, পৃথক্ত্বেন মূর্ত্তির্যস্য তথাভূতং বা। স পুমান্ সম্যগ্দর্শনঃ, সাক্ষাচ্ছ্রীভগবতঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বাদিতি ভাবঃ। শ্রীসূতঃ ॥৮১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব ব্রহ্মের সম্যক্ প্রকাশত্বই শ্রীভগবান, যাহা পূর্ব্বে বিদ্বদনুভব বচন পরম্পরায় ব্যঞ্জিত হইয়া সিদ্ধ হইলেও বিশেষরূপে বিচার করিয়া উহার দার্ঢ্য বিধান করিতেছেন। সেখানে দেখান হইয়াছে একই তত্ত্ব দ্বিবিধরূপে শব্দিত হইয়াছেন, বস্তুতঃ উহার কোন পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। এবং কেবল যে নামে ভেদ তাহা নহে, কিন্তু ব্রহ্ম ও ভগবানের আবির্ভাবেরই ভেদ অভিহিত হইয়াছে; নিজ নিজ দর্শনের যোগ্যতা ভেদে দ্বিবিধ অধিকারী একই বস্তুকে দ্বিবিধ প্রকারে আবির্ভূত দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একের দর্শনের বাস্তবতা, অপরের ভ্রমজন্যতা বলা যাইতে পারে না; যেহেতু উভয়ের সম্বন্ধেই (স্বীয় স্বীয় যোগ্যতানুসারে) যাথার্থ্য দর্শিত হইয়াছে। এক বস্তুর শক্তি দ্বারা বিক্রিয়মান অংশরূপে আংশিক ভেদ ইহাও বলা যায় না, যেহেতু উক্ত আবির্ভাব দ্বয়েরই যাথার্থ্যতাবশতঃ বিকৃততা নিরাকৃত হইয়াছে।

সুতরাং দৃষ্টির অসম্যক্ সম্যকতা বশতঃ অথবা সম্যকতা সত্তেও অনুসন্ধানের অভাবে এক অধিকারিতে একদেশে স্ফূর্ত্তি পাইয়া একভেদ, অপর অধিকারিতে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইয়া, দ্বিতীয় ভেদ হইয়া থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব যেখানে বিশেষ ব্যতিরেকে বস্তুর স্ফূর্ত্তি, উহাই অসম্পূর্ণা দৃষ্টি, যেমন ব্রহ্মা আকারে স্ফূর্ত্তি; যেখানে স্বরূপভূত নানাবিধ বৈচিত্রী বিশেষ বিশিষ্টাকারে স্ফূর্ত্তি, উহাই সম্পূর্ণা দৃষ্টি যেমন শ্রীভগবদাকারে লাভ হইয়া থাকে।

তজ্জন্য এতদভিপ্রায়ে দৃষ্টির তারতম্যকে অবলম্বন করিয়া অভিব্যক্তির তারতম্য এবং মহাপুরাণ আবির্ভাবের কারণ দ্বারা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকষট্‌কে প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীনারদ মহাশয় মহর্ষি বেদব্যাসকে বলিতেছেন যথা—

“হে মহাপ্রভব! যাহা সনাতন ব্রহ্মনামে অভিহিত তুমি উক্ত তত্ত্বকে জানিয়াছ এবং উহাকে আয়ত্ত করিয়াছ। তথাপি অকৃতার্থবৎ আত্মানুশোচনা করিতেছ কেন? ব্যাসদেব বলিলেন—

হে দেবর্ষে! আপনি সূর্য্যবৎ ত্রিলোক পর্য্যটন করিয়া সর্ব্বদর্শী হইয়াছেন এবং বায়ুরন্যায় অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া সাক্ষিস্বরূপে সকলের বুদ্ধিবৃত্তি অবগত হইতেছেন, অতএব স্বাধ্যায়াদি নিয়মপালনে বেদপারদর্শী এবং যোগবলে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও আমার এই ন্যূনতার কারণ কি বিচার করিয়া বলুন। নারদ মহাশয় বলিলেন—মহর্ষে! তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশকীর্ত্তন কর নাই, সুতরাং ভগবানের প্রীতি সম্পাদিত না হওয়ায়, তোমার এই আত্মার অপরিতোষ। নিরুপাধিক অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভাব বর্জ্জিত হইলে সম্যক্ শোভিত হয় না, সুতরাং দুঃখবহুল কাম্যকর্ম্ম বা অকাম্যকর্ম্ম ঈশ্বরে অনর্পিত হইয়া কিরূপে শোভা পাইতে পারে! হে ভগবন্ তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপী চতুর্ব্যূহাত্মক তোমাকে ধ্যান ও প্রণাম করি। এইরূপে বাসুদেবাদি মূর্ত্তিবাচক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রময়মূর্ত্তি হইলেও প্রাকৃতমূর্ত্তি রহিত যজ্ঞপুরুষ ভগবানের যিনি বন্দনা করেন, তিনি সম্যক্দর্শী হয়েন।”

এই শ্লোকগুলি বিক্ষিপ্তভাবে বহু বাক্যের সহিত সংমিশ্রিত থাকিলেও সত্বর অর্থ প্রত্যয় নিমিত্ত সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। ইহার স্বামিপাদ ব্যাখ্যানানুসারে অর্থ যথা—“জিজ্ঞাসিতং—যাহা সনাতন নিত্য পরব্রহ্ম, তাহা তোমা কর্ত্তৃক বিচারিত হইয়াছে এবং তুমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছ। তথাপি কি নিমিত্ত শোক করিতেছ?”

যম্—তুমি সূর্য্যের ন্যায় ত্রিলোক পর্য্যটন করিতেছ, এবং বৈষ্ণবযোগবলে প্রাণবায়ুর মত সকল প্রাণির অন্তশ্চর হইয়া সকল আত্মার বহিরন্তরবৃত্তির জ্ঞানলাভ করিয়াছ। অতএব পরব্রহ্মে যোগনিষ্ণাত আমার ন্যূনতার কারণ কি তাহা ব্যক্ত কর।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

যোগদ্বারা আত্মতত্ত্বের দর্শনই যজ্ঞ, আচার, দয়া, অহিংসা, দান, স্বাধ্যায়াদি কর্ম্মের পরম ফলস্বরূপ বা লাভ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।" "অবরে—অর্থাৎ পরাবর ব্রহ্ম বলিতে পরব্রহ্মতত্ত্ব, অবর ব্রহ্ম বলিতে বেদাখ্য শব্দব্রহ্মবিষয়ে স্বাধ্যায় নিয়মাদি ব্রতাচারী আমার এই ন্যূনত্বের কারণ নির্দ্ধারণ করুন। ভবতা—শ্রীভগবানের যশোবর্ণন রূপ ভজন ব্যতিরেকে, শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানে শ্রীভগবান পরিতুষ্ট হন না, ইহাই আমি তোমার ন্যূনত্বের অর্থাৎ অতৃপ্তির কারণ বলিয়া মনে করি।"

উহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যথা নৈষ্কর্ম্যা—ইত্যাদি শ্লোকে, ঐ টীকা যথা—"নিষ্কর্ম্ম—ব্রহ্ম-তদেকাকারতা অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সহিত জীবের একাকরতা রূপ নিষ্কর্ম্মের ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য। অজ্যতে অর্থাৎ সংমিলিত হয় ইহার দ্বারা এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অঞ্জন অর্থে উপাধি, উহার যাহা নিবর্ত্তক তাহাই নিরঞ্জন. এবম্ভুত জ্ঞানও যদি অচ্যুত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারের চ্যুতি পরিশূন্য অত এব সর্ব্বরূপে সর্ব্বশক্তিতে সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ শ্রীভগবানে ভক্তি বর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে উহার সম্যক্ বিকাশ হয় না, অর্থাৎ উহা পূর্ণ অপরোক্ষানুভব নামে, কথিত হইতে পারে না। তৎকালে অর্থাৎ কি সাধনকালে, কি ফলকালে, অভদ্র—অর্থাৎ দুঃখস্বরূপ যে কাম্যকর্ম্ম, অথবা নিষ্কামকর্ম্মও (এখানে চ উভয়বিধ কর্ম্মেরই দ্যোতক) যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা বহির্ম্মুখত্বের দ্বারা সত্ত্বশোধকতার অভাবে বৃথা হইয়া থাকে।" অথবা নিরঞ্জন শব্দের নিরুপাধিক অর্থ স্বীকার করিলেও, উক্তবিধ তাৎপর্য্যই হইয়া থাকে। ইহা পরম আদরণীয় বলিয়া, দ্বাদশস্কন্ধের শেষভাগে সূতমহাশয় এই শ্লোকের পুনরুল্লেখ করিয়া গ্রন্থের উপসংহারে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

অতএব একমাত্র ভক্তিই যে সম্যক্ দর্শনের উপায়, তাহা অভিহিত হইতেছে, নমঃ—এই শ্লোকে, মন্ত্রমূর্ত্তি অর্থাৎ মন্ত্রোক্তমূর্ত্তি মন্ত্রে তাঁহার যে মূর্ত্তি অভিহিত হইয়াছে, অথবা মন্ত্র ও যাঁহার একটি মূর্ত্তি। "অমূর্ত্তিকং মন্ত্রোক্ত মূর্ত্তিব্যতিরিক্ত মূর্ত্তি শূন্য, অথবা প্রাকৃত মূর্ত্তি পরিশূন্য, অর্থাৎ অস্মদাদি জীবের ন্যায় যাঁহার প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই, অস্মদাদির দেহ ও দেহী ইহাতে যেমন বিভেদ আছে আত্মা যেমন কর্ম্মানুগত দেহ ধারণ করিয়া সুখ দুঃখের ভোক্তা হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার দেহ দেহী গত ভেদ নাই; যেহেতু তাঁহার মূর্ত্তি ও তাঁহার স্বরূপের একত্ববশতঃ উহা অমূর্ত্তি; অমূর্ত্তি শব্দের সর্ব্বথা মূর্ত্তিরহিত অর্থ নহে; সচ্চিদানন্দ স্বরূপের মূর্ত্তি ও সচ্চিদানন্দাত্মিকা—"যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তি।" সেই পুরুষইসম্যকদর্শী অর্থাৎ যে ব্যক্তি এইরূপে যজ্ঞপুরুষ শ্রীভগবানের ভজন করিয়া থাকেন তিনিই সম্যকদর্শন লাভ করিয়া থাকেন। অতএব সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেরই সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব অভিহিত হইয়াছে—

"তস্যৈব আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং" এই শ্রুতিও ইহার প্রস্ফুট প্রমাণ। ইহা সূতমহাশয় শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন ॥৮১॥

তদেবং দৃষ্টিতারতম্যদ্বারা তদভিব্যক্তিতারতম্যেন শ্রীভগবত উৎকর্ষ উক্তঃ। অথ লিঙ্গান্তরৈরপি দর্শ্যতে তত্রাত্মারামজনাকর্ষলিঙ্গেন গুণোৎকর্ষবিশেষেণ তস্যৈব পূর্ণতামাহ।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়োনির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভুতগুণো হরিঃ ॥" (ভাগ ১।৭।১০)

টীকাচ—

"নির্গ্রন্থা গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। তদুক্তং গীতায়,—

যদাতে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥

ইতি। যদ্বা গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নির্বৃত্তহৃদয় গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। নমু মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেত্যাদি সর্ব্বাক্ষেপ পরিহারার্থমাহ, ইত্থম্ভূত গুণঃ" ইত্যেষা॥ শ্রীসূত॥ ৮২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৃষ্টির তারতম্যানুসারে তাঁহার অভিব্যক্তির তারতম্যে শ্রীভগবানের উৎকর্ষ উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে অন্য প্রকারেও শ্রীভগবানের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ আত্মারামগণের আকর্ষণসামর্থ্যের দ্বারা গুণের উৎকর্ষতা বশতঃ শ্রীভগবানেরই পূর্ণতা কথিত হইতেছে।

"যাঁহাদিগের অহঙ্কারের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বিধিনিষেধাতীত সেই আত্মারাম মুনিগণও বিপুলবিক্রম শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; শ্রীহরির গুণই এইরূপ।" স্বামিপাদ লিখিয়াছেন নির্গ্রন্থাঃ অর্থাৎ যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অতীত হইয়াছেন; গীতায় যথা—যখন তোমার মোহকলিল বুদ্ধি বিদূরিত হইবে, তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবে।" অথবা গ্রন্থিই গ্রন্থ নিবৃত্ত হইয়াছে হৃদয়ের গ্রন্থি সকল যাহাদের অর্থাৎ বন্ধনের হেতুভূত হৃদয়ের সকল ভাব বিদূরিত হইয়াছে। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে মুক্ত পুরুষের ভক্তিতে প্রয়োজন কি? ইত্যাকার সকল আক্ষেপ পরিহারার্থ উক্ত হইয়াছে, শ্রীহরির গুণই ঈদৃশ, তিনি আত্মারামগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, এখানে স্বামিপাদ আত্মারামগণের আকর্ষণ স্বভাবে—এইরূপ ব্যাখ্যা করায়, স্পষ্টতঃই ব্রহ্ম হইতে শ্রীভগবানের উৎকর্ষই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা সূত মহাশয়ের উক্তি॥ ৮২॥

আরোহ ভূমিকা ক্রমেণাপি তস্যৈবাধিক্যমাহ—।

"মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্তৎ সদসতঃ পরম্।
গুণাবভাসে বিগুণ এক ভক্ত্যানুভাবিতে॥
নিরহঙ্কৃতির্নির্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্।
প্রত্যক্ প্রশান্তধীর্ধীরঃ, প্রশান্তোর্ম্মিরিবোদধিঃ॥
বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি।
পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ॥
আত্মানং সর্ব্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্।
অপশ্যৎ সর্ব্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি॥
ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ (ভাগ, ৩।২৪।৪২—৪৬)

এক ভক্ত্যা অব্যভিচারিণ্যা সাধনলক্ষণয়া ভক্ত্যা, অনুভাবিতে নিরন্তরমপরোক্ষীকৃতে তাং বিনা কস্যচিদপ্যর্থস্যাসিদ্ধেঃ। নিরহঙ্কৃতিত্বাদেব নির্মমঃ। তদ্দ্বয়াভাবাদেব মনআদীনামপ্যভাবঃ সিধ্যতি। সমদৃক্ ভেদাগ্রাহকঃ। স্বদৃক্স্বস্বরূপাভেদেন ব্রহ্মৈব পশ্যন্ প্রত্যক্ অন্তর্মুখী প্রশান্তা বিক্ষেপরহিতা ধীর্জ্ঞানং যস্য সঃ। তদেবং ব্রহ্মজ্ঞানমিশ্রভক্তিসাধনবশেন ব্রহ্মানুভবে জাতেঽপি ভক্তিসংস্কারবলেন লব্ধপ্রেমাদেস্তদুর্দ্ধমপি, শ্রীভগবদনুভবমাহ। বাসুদেবে ইতি। প্রত্যগাত্মনি সর্ব্বেষামাশ্রয়ভূতে পরেণ প্রেমলক্ষণেন ভক্তি-ভাবেন তচ্ছক্ত্যৈব লব্ধা আত্মানস্তদীয়াত্মকা অহঙ্কারাদয়ো যেনেতি। ব্রহ্মজ্ঞানেন প্রাকৃতাহঙ্কারাদি-

য়ানন্তরমাবির্ভূতান্ প্রেমানন্দাত্মক শুদ্ধসত্ত্বময়ান্ লব্ধবানিত্যর্থঃ। নমু ত এব প্রত্যাবর্ত্তস্তাং কিম্বা পূর্ব্ববদমী অপি বন্ধহেতবো ভবস্তু? নেত্যাহ মুক্তবন্ধনঃ।

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (ব্রহ্ম, সূ, ৪।৪।২২)

ইতি ন্যায়াৎ ভক্ত্যতিশয়েন লব্ধাত্মত্বমেব প্রতিপাদয়তি, আত্মানমিতি। আত্মাত্র পরমাত্মা, সর্ব্বথা তস্য ভগবানেবাস্ফুরদিতি বাক্যার্থঃ। ততঃ সাক্ষাদেব তৎপ্রাপ্তিমাহ, ইচ্ছাদ্বেষেতি। তদেবং তেন ভাগবতী গতিঃ প্রাপ্তা। হেয়ত্বাদন্যত্রেচ্ছাদ্বেষবিহীনেন তস্মাদেব হেতোঃ সর্ব্বত্র সমচেতসা। তদুক্তম্—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥" (ভাগ, ৬।১৭।২৮)

যদ্বা "ময়া লক্ষ্ম্যা সহ বর্ত্ততে ইতি সম" ইতি সহস্রনামভাষ্যাৎ ভগবচ্চেতসেতি। প্রাপ্তো ভাগবতীং গতিমিতি পাঠে, স কর্দ্দম এব তাং গতিং প্রাপ্তঃ। অত্র ভগবদ্ভক্তিযোগেনেত্যেব বিশেষ্যমিতি। এবমেবোক্তং শ্রীভগবদুপনিষৎসু—

"বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াং স্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্‌ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" (গীতা ১৮।৫১—৫৫)

অত্র বিশতির্মিলনার্থঃ, যথা দুর্য্যোধনং পরিত্যজ্য যুধিষ্ঠিরং প্রবিষ্টবানয়ং রাজেতি। শ্রীদশমেঽপি শ্রীগোপৈর্ব্রহ্মসম্পত্ত্যনন্তরমেব বৈকুণ্ঠো দৃষ্ট ইতি শ্রীস্বামিভিরেব চ ব্যাখ্যাতম্॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ॥ ৮৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

আরোহভূমিকাক্রমেও অর্থাৎ অধিকারির অবস্থার উত্তরোত্তর উৎকর্ষে উপলভ্য তত্ত্বেরও তারতম্যের বিষয় মূল-হইতে দেখান হইতেছে:—

সাধকের তারতম্যে তত্ত্বের তারতম্য

"নির্গুণ সদসদতীত ব্রহ্মে অব্যভিচারিণী ভক্তিবলে চিত্ত ভাবিত হইলে, সাধক নিরহঙ্কার নির্ম্মম দ্বন্দ্বাতীত সমদর্শী হইয়া আত্মদর্শন করতঃ প্রশান্তোর্ম্মি উদধিবৎ প্রত্যক্ প্রবণ প্রশান্তবুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। অনন্তর পরাভক্তিবলে প্রত্যগাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বাসুদেবে অর্পিতচিত্ত হইয়া নির্ম্মুক্তবন্ধন হন। তৎকালে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আত্মস্বরূপ ভগবানকে এবং আত্মরূপ ভগবানে সর্ব্বভূত অবস্থিত দেখিয়া থাকেন। অনন্তর ইচ্ছাদ্বেষ বিহীন সর্ব্বত্র সমচিত্ত সাধকের ভগবদ্ভক্তিবলে ভাগবতী গতি লাভ হইয়া থাকে।"

অর্থাৎ অব্যভিচারিণী সাধন লক্ষণা ভক্তি দ্বারা অনুভাবিত (নিরন্তর অপরোক্ষানুভব) হইয়া থাকে, তৎকালে উক্ত ব্রহ্মানুভূতি ব্যতিরেকে অপর কোন অনুভূতিই থাকে না। অহং অভিমান শূন্যতা বশতঃই নির্ম্মমাবস্থা। এই অহং মমতারূপ উভয়ের অভাব হইতে মন আদিরও অভাব সিদ্ধ হইয়াছে। সমদর্শী—ভেদের অগ্রাহক অর্থাৎ ভেদজ্ঞান পরিশূন্য। আত্মদর্শী—আত্মার সহিত অভেদে ব্রহ্মদর্শন করিয়া। প্রত্যক্—অন্তর্মুখী, প্রশান্তা বিক্ষেপ রহিতা ধী-জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই প্রশান্ত-ধী। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান বিমিশ্রা ভক্তির সাধনে, সাধকের ব্রহ্মানুভব হইলেও, ভক্তি সংস্কার বলে যে প্রেমাদি ও তদূর্দ্ধ শ্রীভগবদ্বিষয়ক অনুভব হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে বলা হইতেছে; বাসুদেবে—প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ সকলের আশ্রয়ভূত আত্মায় প্রেমলক্ষণা পরাভক্তি ভাবের ফলে, তাঁহার শক্তিতে তদীয়াত্মক অহঙ্কারাদি যাঁহার দ্বারা লব্ধ হইয়াছে, তিনিই লব্ধাত্মা পুরুষ, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে প্রাকৃতাহঙ্কারাদি লয়ের পর ভক্তি সংস্কার বশতঃ আবির্ভূত প্রেমাখ্যা পরাভক্তির দ্বারা তৎকালে সাধক আত্মাকে ও তদীয়াত্মক—প্রেমানন্দাত্মক শুদ্ধসত্ত্বময় অহঙ্কারাদিকে লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত, অহঙ্কারাদি, ইন্দ্রিয়াদি সকল থাকিলেও উহার প্রাকৃত বৃত্তি তিরোহিত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রেমানন্দাত্মিকা বৃত্তি লাভে তৎকালে সাধকের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

এখানে যদি এরূপ আশঙ্কা করা যায় উহা প্রবর্ত্তিত হয় হউক, কিম্বা পূর্ব্ববৎ উহারাই পুনশ্চ বন্ধের হেতু হউক? তদুত্তরে বলা হইয়াছে তাহা হইতে পারে না, অনাবৃত্তিঃ—শব্দাৎ—এই সূত্রে ভক্তির আতিশয্যে, আত্মসাক্ষাৎকার লাভই প্রতিপাদিত হইয়াছে;—

গোবিন্দ ভাষ্য যথা—

"অত্র ভগবল্লোক প্রাপ্তিবাক্যানি বিষয়ঃ তত্রৈবং সংশয়ঃ তৎপ্রাপ্তিলক্ষণা মুক্তিঃ ক্ষয্যা স্যাদক্ষয্যাবেতি? লোকত্বা-বিশেষাৎ স্বর্গাদিব তস্মাৎ পাতসম্ভবাৎ ক্ষয্যা স্যাদিতি প্রাপ্তে—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। (ব্রহ্ম, সূ, ৪।৪।২২)

ভগবদুপাসনয়া তদবগতিপূর্ব্বয়া তল্লোকং গতস্ত ন তস্মাদাবৃত্তির্ভবতি। কুতঃ শব্দাৎ। এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্তত ইতিশ্রুতেঃ। মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাংগতাঃ। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। ইতি স্মৃতেশ্চ। ন চ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীহরিঃ স্বাধীনমুক্তং স্বলোকাৎ কদাচিৎ পাতয়িতুমিচ্ছেৎ মুক্তো বা কদাচিৎ তং জিহাসেদিতি শক্যং শঙ্কিতুং।......দ্বয়োর্মিথঃ স্নেহাতিশয়াভিধানাৎ।

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।

মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥

ইত্যাদিষু ভজদত্যাগ সঙ্কল্প ভজনীয়ৈকসংবৃতি স্মরণাৎ নির্দ্দোষাচ্চ।......স্বাশ্রিতবাৎসল্যবারিধিঃ সর্ব্বেশ্বরঃ স্বভক্তানাং স্বনিমিত্তপরিত্যক্তসর্ব্ববিষয়াণাং স্ববৈমুখ্যকরীমবিদ্যাং নির্ধূয় তানতিপ্রিয়ান্ নিজাংশান্ স্বান্তিকমুপানীয় কদাচিদপি ন জিহাসতি।......বিদিতনিজাংশিস্বরূপস্তদিতরনিস্পৃহস্তদনুবৃত্তিপরিশুদ্ধস্তমনন্তানন্দচিৎস্বরূপং প্রসাদাভিমুখং সুহৃত্তমং নিজস্বামিনং প্রাপ্য কদাচিদপি তদ্বিচ্যুতিং নেচ্ছতীতি শাস্ত্রাদেবাধিগতমতঃ শাস্ত্রৈকশরণৈস্তথৈব তত্তদাস্থেয়মিতি।"

অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের ভগবল্লোক প্রাপ্তি সূচক বাক্যই এই প্রকরণের বিষয়। এখানে সংশয় হইতেছে লোকত্বের অবিশেষ হেতু উক্ত ভগবল্লোক প্রাপ্তি লক্ষণা মুক্তি অনিত্যা বা নিত্যা? স্বর্গাদিলোকবৎ ভগবল্লোক হইতে পতনের সম্ভাবনা বশতঃ উহাকেও অনিত্যা বলা হউক? এই সংশয়ের নিরাসার্থ পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা—

ভগবদুপাসনা ও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভে তল্লোকগত জীবের তথা হইতে পুনরাবৃত্তি নাই "প্রতিপদ্যমানা" 'মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মুক্তের পুনরাবৃত্তি নিষেধই দেখা যায়। সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি স্বাধীন মুক্ত জীবকে স্বলোক হইতে কখনই পাতিত করিতে ইচ্ছা করেন না এবং মুক্ত-জীবও কদাচিৎ শ্রীভগবানকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন না।

ক্লেশপরিমুক্ত পান্থের স্বগৃহ অপরিত্যাগের ন্যায় শুদ্ধসত্ত্বাবেশিত চিত্ত পুরুষ কখন শ্রীকৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না। ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর অপরিত্যাগের বিষয়, অধিকন্তু ভক্তের একমাত্র শ্রীভগবানে সংস্থিতির বিষয় স্পষ্টতঃই উক্ত হইয়াছে।

সত্যবাক্, সত্যসংকল্প, স্বাশ্রিত-বাৎসল্যবারিধি সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান স্বনিমিত্ত-পরিত্যক্ত-সর্ব্ব-বিষয়-ভক্তের সম্বন্ধে স্ববৈমুখ্যকারিণী অবিদ্যা বিনির্ধূত করিয়া, অতি প্রিয় নিজাংশগণকে স্বসমীপে আনয়ন করিয়া আর তাহাদিগকে পরিত্যাগের ইচ্ছাই করেন না। জীবও ভাগ্যক্রমে গুর্ব্বাদি প্রসাদে নিজ অংশীস্বরূপ শ্রীভগবানের তত্ত্ব বিদিত হইয়া, তদিতর বিষয়ে বিগতস্পৃহ হইয়া ভগবদনুবৃত্তি দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়েন, তখন সেই অনন্তানন্দ-চিৎস্বরূপ প্রসাদাভিমুখ সুহৃত্তম নিজস্বামিকে প্রাপ্ত হইয়া, পরম রমনীয় অখিল-রসস্বরূপ বস্তুর আস্বাদে কৃতকৃতার্থতা বশতঃ তাঁহার বিচ্যুতির ইচ্ছা করেন না।

এখানে মূলেও আত্মানং—ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে—আত্মা—পরমাত্মা, সর্ব্বপ্রকারে এখানে সাধকের ভগবৎ স্ফূর্ত্তিই হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। অনন্তর সাক্ষাৎ রূপে তাঁহাকে পাইয়া থাকেন। ইচ্ছা দ্বেষ—ইত্যাদি শ্লোকে উত্তরকালে তাঁহাদের ভাগবতী গতি লাভের বিষয়ই বলা হইয়াছে। অন্যত্র হেয়তাবশতঃ অন্যত্র ইচ্ছা ও দ্বেষ পরিশূন্য হওয়াই সমচিত্ততা। উক্ত সমচিত্ততাই গতিলাভের হেতু।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে "নারায়ণপর জনগণ কিছুতেই ভীত হয়েন না, স্বর্গ, মোক্ষ বা নরক ইহাকে সমচক্ষেই দেখিয়া থাকেন।" অথবা সমচেতসা—ইহার সহস্র নাম ভাষ্যানুসারে লক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান আমাতে এই ব্যুৎপত্তি (ময়া লক্ষ্যাসহ বর্ত্ততে ইতি সম) অনুসারে ভগবচ্চিত্ততাই সিদ্ধ হইয়াছে। "প্রাপ্তা ভাগবতীং গতিং" এখানে—প্রাপ্তো ভাগবতীং গতিং—এইরূপ পাঠ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও মহর্ষি কর্দ্দম সেই গতি লাভ করিয়াছিলেন, এই অর্থ করিতে হইবে এবং ভগবদ্ভক্তি যোগেই যে সেই গতি হইয়াছিল, ইহাই এখানের বিশেষ অভিপ্রায়। গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—"বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ধারণাবলে আপনাকে নিয়মিত করিয়া, শব্দাদি বিষয়ের পরিত্যাগ করিবে, অনন্তর তদ্ধেতুভূত রাগ, দ্বেষাদির পরিহারে নির্জ্জন পবিত্র প্রদেশে অবস্থান, লঘু আহার, দেহ, বাক্য ও মনের সংযম, পরে শ্রীহরি চিন্তানিরত হইয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিবে। অহঙ্কার, বল দর্প, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া নিস্তরঙ্গ সিন্ধুবৎ শান্তি ও নির্ম্মলাবস্থায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্ম-স্বরূপ সংপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি মদন্য বিষয়ে শোক বা আকাঙ্ক্ষা করে না, ক্রমে সর্ব্বভূতে সমত্ব উপস্থিত হইলে, পরা মদ্ভক্তি লাভ করে। ঈদৃশী ভক্তি প্রভাবে আমি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব তাহা বস্তুতঃ সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া, অনন্তর আমাতে প্রবেশ করে। এখানে বিশ-ধাতুর মিলনার্থ, রাজপুরে প্রবেশ করিল, বলিলে যেমত পুর হওয়া না বুঝাইয়া, দেহেন্দ্রিয়ের সংযোগ বুঝাইয়া থাকে। এই রাজা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এখানে যেমন যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়াছেন এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে। তদ্রূপ এখানেও, আমার সহিত মিলিত ও আমার তত্ত্বের সম্যক্ পরিজ্ঞানই প্রবেশের তাৎপর্য্য। সনিষ্ঠ সাধকের ইহাই সাধন ও সাধ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি।

স্বামিপাদ দশমস্কন্ধে ঈদৃশী ব্যাখ্যাই করিয়াছেন—"গোপগণ ব্রহ্ম-সম্পত্তির অনন্তর বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিয়াছিলেন।" ইহা মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছিলেন ॥৮৩॥

তথা—

তস্মাজ্‌-জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥ (ভা, ১১।১৯।৫)

স্বাত্মানং জীব স্বরূপম্। জ্ঞানং বিজ্ঞানং চ ব্রহ্মণ্যম্। কিং বহুনা অত্র শ্রীচতুঃসনৎকাদয় এবোদাহরণমিতি ॥ শ্রীভগবান্ ॥৮৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

জ্ঞানের উত্তরে পুরুষ যে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন; যথা—"হে উদ্ধব! জ্ঞানের ফলে জীব-স্বরূপ নিজেকে জানিয়া, উক্ত পরোক্ষাপরোক্ষ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ভক্তি-ভাবিত চিত্তে আমাকে ভজনা কর।" এখানে আত্মা জীবস্বরূপ। জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পন্ন অর্থে ব্রহ্ম বিষয়ক পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞান লাভ করিয়া। এখানে শ্রীশুকদেব শ্রীচতুঃসনাদিই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উঁহাদিগের অবস্থার আলোচনা, যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উহা হইতে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অনন্তর যে তাঁহারা ভগবদ্ভজন-পরায়ণ হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট অভিহিত হইয়াছে ॥৮৪॥

শ্রীভগবতা শব্দব্রহ্মময়কম্বুপৃষ্ঠকপোল তৎপ্রকাশিত যথার্থনিগদো ধ্রুবো বালকোঽপি তথা বিবৃতবান্ ইত্যেবমানন্দচমৎকারবিশেষশ্রবণাদপি তস্যৈব পূর্ণত্বমাহ।

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ! মাভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥" (ভাগ, ৪।৯।১০)

স্বমহিমনি অসাধারণমাহাত্ম্যেঽপি মাভূৎ ন ভবতীত্যর্থঃ অন্তকাসিঃ কালঃ ॥ ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ম্ ॥৮৫॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

হে ভগবান! দেহধারিগণ তোমার পাদপদ্মেরধ্যান, ও ত্বদীয় ভক্তজনের কথা শ্রবণে যে শান্তিলাভ করিয়া থাকে। হে নাথ! স্বীয় অসাধারণ মহিমায় অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভেও তাহা হয় না। সুতরাং কালকবলে গ্রস্তহইয়া স্বর্গাদিলোক হইতে যাহারা পতিত হয়, তাহাদের আর কথা কি?" অর্থাৎ ধ্রুবমহাশয় শ্রীধ্রুবপ্রিয়াবতার শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন, জীব যখন স্বীয় অসাধারণ মাহাত্ম্যে অবস্থিত হইয়াও, তোমার শ্রীচরণ-ধ্যানাদি-জনিত শান্তির কিঞ্চিৎ অংশও লাভ করে না, তখন ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গাদি লোকের আর কথা কি! ॥ ৮৫ ॥

পরমসিদ্ধিরূপাদ্ব্রহ্মণি লয়াদপি তদ্ভজনস্য গরীয়স্ত্বেন তস্যৈব গরীয়স্ত্বমুপদিশতি।

"অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সি" (ভাগ, ৩।২৫।৩১)

"সিদ্ধের্মুক্তেরপি টীকা চ। সিদ্ধের্জ্ঞানাৎ মুক্তের্বেতি শ্রীভগবন্নাম কৌমুদী চ ॥ শ্রীকপিলদেবঃ ॥৮৬॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

জীবের পরম সিদ্ধিস্বরূপ ব্রহ্মে লয়—হইতে, তাঁহার ভজনের শ্রেষ্ঠতাহেতু অর্থাৎ সোঽহংভাবে জীব-ব্রহ্মের ভেদ তিরোহিত ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি মুক্তি শ্রেষ্ঠরূপে অভিহিত হইলেও সেই মুক্তিকেও তুচ্ছ করিয়া, মুক্ত পুরুষের ভজন বাসনা হইতে তদপেক্ষা ভজনে আনন্দাধিক্যতাহেতু ভজনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হওয়ায়, ভজনীয় ভগবত্তত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠত্ব উপদেশ করিতেছেন; শ্রীকপিলদেবের বাক্যে যথা—

অনিমিত্তা ভাগবতী-ভক্তি সিদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা, এখানে স্বামিপাদও সিদ্ধি পদের মুক্তি অর্থ করিয়াছেন। নাম কৌমুদীকারও সিদ্ধি অর্থে জ্ঞান বা মুক্তি এতদুভয় অর্থ করিয়াছেন ॥ ৮৬ ॥

তদেবং শ্রীভগবানেবাখণ্ডং তত্ত্বং সাধকবিশেষাণাং তাদৃশযোগ্যতাভাবাৎ সামান্যাকারোদয়ত্বেন তদসম্যক্ স্ফূর্ত্তিরেব ব্রহ্মেতি সাক্ষদেব বক্তি, যাত্যাম্—

"জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দ লক্ষণঃ॥
যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একোনানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥" (ভাগ, ৩।৩২।৩২—৩৩)

টীকাচ—"অনেন চ জ্ঞানযোগেন ভগবানেব প্রাপ্যঃ, যথা ভক্তিযোগেনেত্যাহ। নৈর্গুণ্যো জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো ভক্তিলক্ষণশ্চ যো যোগঃ তয়োর্দ্বয়োরপ্যেক এবার্থঃ প্রয়োজনম্। কোঽসৌ? ভগবচ্ছব্দো লক্ষণং জ্ঞাপকো যস্য। তদুক্তং গীতাসু—

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।" (গীতা ১২।৪) ইতি। নন্বু জ্ঞানযোগস্যাত্মলাভঃ ফলং শাস্ত্রেণাবগম্যতে, ভক্তিযোগস্য তু ভজনীয়েশ্বরপ্রাপ্তিঃ কুতস্তয়োরেকার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি। যথা বহূনাং রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ ক্ষীরাদিরেক এবার্থো মার্গভেদপ্রবৃত্তৈরিন্দ্রিয়ৈর্নানা প্রতীয়তে, চক্ষুষা শুক্ল ইতি রসনেন মধুর ইতি স্পর্শেন শীত ইত্যাদি, তথা ভগবানেক এব তত্তদ্রূপেণাবগম্যতে" ইত্যেষা। অত্র ভগবানেবাঙ্গিত্বেন নিগদিতঃ। অতঃ সর্ব্বাংশপ্রত্যায়কত্বাদ্ভক্তিযোগশ্চ মনঃস্থানীয়ো জ্ঞেয়ঃ॥ শ্রীকপিলদেবঃ॥ ৮৭॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র ও সাধকানুভব হইতে শ্রীভগবানই পূর্ণ অখণ্ডতত্ত্বস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন, সাধকবিশেষের তাদৃশ যোগ্যতার অভাবে অর্থাৎ অখণ্ড-ভগবত্তত্ত্ব গ্রহণ সামর্থ্যের অভাবে সামান্যাকারে তাঁহার অসম্যক্স্ফূর্ত্তিই ব্রহ্ম-আখ্যায় অভিহিত ও স্ফুরিত হইয়া থাকে, ইহা শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত হইতেছে—"নির্গুণ জ্ঞানযোগ ও মন্নিষ্ঠ ভক্তিযোগ এতদুভয়ের দ্বারা ভগবৎ শব্দাখ্য একই প্রয়োজন সম্পাদিত হইয়া থাকে। যেমন বহুগুণাশ্রয় একবস্তুর (আম্রাদি ফলের) পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ রসাদির পরিগ্রহণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক ভগবানই শাস্ত্রোক্ত উপাসনার প্রকারভেদে নানারূপে প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকেন।"

স্বামিপাদের ব্যাখ্যা যথা—ভক্তিযোগের ফলে যেমন শ্রীভগবান্ প্রাপ্য হয়েন, তদ্রূপ জ্ঞানযোগের দ্বারাও প্রাপ্য হইয়া থাকেন, ইহাই বলা হইতেছে, নির্গুণ জ্ঞানযোগ ও মন্নিষ্ঠ-ভক্তিলক্ষণ যোগ, ইহাদের উভয়ের একই অর্থ—প্রয়োজন। উহা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন ভগবচ্ছব্দ যাহার জ্ঞাপক হইয়াছে। গীতায় উহাই উক্ত হইয়াছে—সংযতেন্দ্রিয় সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিতে উপাসনাকারী সাধক, সর্ব্বভূতের মঙ্গলে রত থাকিয়া আত্মসাক্ষাৎকার পূর্ব্বিকা মদর্পিত-কর্ম্মলক্ষণা মদ্ভক্তিবলে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" এখানে আশঙ্কা হইতে পারে শাস্ত্র চিরদিনই জ্ঞান বা যোগের দ্বারা আত্ম-লাভরূপ ফলের অর্থাৎ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মাবাপ্তির কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তিযোগের ফল ভজনীয় পরমেশ্বরকে পাওয়া, সুতরাং কিরূপে উভয়ের একার্থতা হইবে? তৎপক্ষেই দৃষ্টান্ত যেমন রস, রূপাদি বহু গুণের আশ্রয় ক্ষীরাদি একই অর্থ মার্গভেদে প্রবৃত্ত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নানাভাবে অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়ে উহার স্বাদুতা, দর্শনেন্দ্রিয়ে শুক্লাদি বর্ণের প্রতীতি হয়, তদ্রূপ এক শ্রীভগবানও উপাসনার মার্গভেদে ব্রহ্মাদিরূপে অবগত হইয়া থাকেন।" এখানে উক্ত সর্ব্বরূপের অঙ্গীস্বরূপে এক শ্রীভগবানই অভিহিত হইয়াছেন। অতএব সর্ব্বাংশের প্রত্যায়কতা নিবন্ধন মনস্থানীয় (অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় মন যেমন রূপরসাদি সকলের প্রত্যায়ক)

ভক্তিযোগই সর্ব্বাংশের প্রত্যায়ক, জ্ঞান কেবলব্রহ্মের, যোগ পরমাত্মার এবং ভক্তি অংশীস্বরূপ সশক্তিক সচ্চিদানন্দ-ঘন-শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীভগবানের প্রত্যায়ক হওয়ায়, সর্ব্বাংশেরই প্রত্যায়ক হইতেছে, জানিতে হইবে। ইহা শ্রীকপিলদেবের উক্তি॥৮৭॥

অতএব তদংশত্বেনৈব ব্রহ্ম শ্রূয়তে—

"অহং বৈ সর্ব্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ॥" (ভাগ, ৬।১৬।৫১)

টীকা চ—"সর্ব্বভূতান্যহমেব। ভূতানামাত্মা ভোক্তাপ্যহমেব। ভোক্তৃভোগ্যাত্মকং বিশ্বং মদ্ব্যতিরিক্তং নাস্তীত্যর্থঃ। যতোঽহং ভূতভাবনঃ ভূতানাং প্রকাশকঃ কারণঞ্চ। নম্নু শব্দব্রহ্ম প্রকাশকং পরব্রহ্ম কারণং প্রকাশকঞ্চ সত্যং তে মমৈব রূপে ইত্যাহ। শব্দব্রহ্মেতি। শাশ্বতী শাশ্বত্যৌ।" ইত্যেষা। অত্র শব্দব্রহ্মণঃ সাহচর্য্যাৎ পরব্রহ্মণোঽপ্যংশত্বমেবায়াতি। শ্রীসঙ্কর্ষণশ্চিত্রকেতুম্।

অতো ভগবতোঽসম্যক্‌প্রকাশত্বাদ্বিভূতিনির্বিশেষ এব তদিত্যপ্যাহ।

"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥" (ভাগ, ৮।২৪।৩৮)

মহিমানমৈশ্বর্য্যং বিভূতিনির্বিশেষমিতি যাবৎ। অতএব মে ময়া অনুগৃহীতম্ অনুগ্রহেণ প্রকাশিতম্ হৃদি অপরোক্ষং বেৎস্যসি ত্বয়া কৃতৈঃ সংপ্রশ্নৈর্ময়া বিবৃতমিতি স তু যদ্যপি মদনুভবান্তর্ভূত এব ব্রহ্মানুভব ইত্যতো নাস্তি মত্তঃ পৃথগনুভবাপেক্ষা তথাপি ভক্তিপ্রকাশিতসাক্ষান্মদনুভবে তন্মাত্রানুভবো ন স্ফুটো ভবতি। যদি তদীয়স্ফুটতায়াং তবেচ্ছা কথঞ্চিদ্ বর্ত্ততে তদা সাপি ভবেদিতিভাবঃ। অতএব—

"এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ।" (ভাগ, ১০।৪৬।৩১)

ইতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যম্। জ্ঞানস্যেত্যেকবচনাদেকং ব্রহ্মৈবোচ্যত ইতি। শ্রীমৎস্যদেবঃ সত্যব্রতম্॥৮৮॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব মূলশ্লোকে ভগবদংশরূপে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, যথা,—

"আমিই সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান, সর্ব্বভূতের আত্মাও আমি, সর্ব্বভূতের কারণও আমি, অতএব শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয়ই আমার নিত্য মূর্ত্তি জানিবে।"

স্বামিপাদ ব্যাখ্যা যথা।—সর্ব্বভূত সকল আমিই, ভূতগণের আত্মা অর্থাৎ ভোক্তাও আমি। মদ্ব্যতিরিক্ত ভোক্তৃ ও ভোগ্যাত্মক বিশ্ব নাই অর্থাৎ জড় বা চিৎ-রূপে যাহা কিছু দেখিতেছ তৎসমুদয় আমাকে ছাড়িয়া নহে। যেহেতু আমি ভূতভাবন—ভূতের প্রকাশক ও কারণ। যদি বল শব্দব্রহ্ম প্রকাশক এবং পরব্রহ্ম কারণ ও প্রকাশক ইহা সত্য হইলেও, এতদুভয়ই যে আমার রূপ, তাহা বলা হইয়াছে। শব্দব্রহ্ম—এই শব্দ হইতে উভয় দেহই শাশ্বতী এখানে শব্দব্রহ্মের সাহচর্য্যে পরব্রহ্মেরও অংশত্ব বোধিত হইয়াছে। অতএব কার্য্যকারণাত্মক উভয় ভাবের অতীত শ্রীভগবান যে অংশী তাহাও অর্থতঃ প্রস্ফুট হইয়াছে। ইহা শ্রীসঙ্কর্ষণ চিত্রকেতুকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

অতএব শ্রীভগবানের অসম্যক্ প্রকাশত্বহেতু নির্ব্বিশেষ বিভূতিই যে ব্রহ্ম, এতদ্ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"মদীয়ং"—তোমার হৃদয়ে জিজ্ঞাসার অভ্যুদয়ে মৎকর্ত্তৃক সানুগ্রহে প্রকাশিত পরব্রহ্মাখ্য মদীয় মহিমা জানিতে পারিবে।" অর্থাৎ

আমার বহু ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নির্ব্বিশেষ বিভূতিরূপ ঐশ্বর্য্য, অতএব উহা মদনুগ্রহে তব হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে, তুমি উহার অপরোক্ষানুভব করিতে পারিবে, তৎকৃত সংপ্রশ্নের ফলেই আমার অনুগ্রহ ও প্রকাশ জানিবে; অপিচ উক্ত নির্ব্বিশেষানুভব মদীয় অনুভবেরই অন্তর্ভূত, ব্রহ্মানুভবের স্থলে, সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভগবান্ যে আমি, সেই আমার অনুভব হইতে, পৃথক্ অনুভবের অপেক্ষা নাই, কারণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যের মধ্যেই ঐশ্বর্য্যের অংশ বিশেষ ব্রহ্মও অন্তর্নিহিত আছে, তথাপি ভক্তি-প্রকাশিত ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ ভগবদাকারে সাক্ষাৎ মদনুভবে, ঐশ্বর্য্যৈকদেশ বিশেষের পরিস্ফুটানুভব হয় না। যদি তাদৃশানুভবে তোমার কথঞ্চিদিচ্ছা থাকে, তাহা হইলে উক্ত নির্ব্বিশেষ অনুভবও হইবে। এতদভিপ্রায়ে উদ্ধব মহাশয় বলিয়াছিলেন, "সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তিতে পরিদৃশ্যমান এই রাম ও মুকুন্দ (কৃষ্ণ) ইঁহারা পুরাণ পুরুষ, জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, ইঁহারাই প্রধান ও পুরুষ নামে অভিহিত, সর্ব্বভূত মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের পৃথক নাম ও রূপাদি পৃথক জ্ঞানের অভিব্যক্তি করাইয়া থাকেন, ইঁহারাই জীবের নিয়ন্তা।" এখানে মূল শ্লোকে এক ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই জানন্ত—এই এক বচনান্ত প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ সকলের মূলেই যে এক অদ্বয়-তত্ত্ব, এবং তাঁহারই অবস্থানুসারে বিভিন্নাভিব্যক্তির বিভিন্ন নাম, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ইহা শ্রীমৎস্যদেব সত্যব্রতকে বলিয়াছিলেন॥ ৮৮॥

তথাচ বিভূতিপ্রসঙ্গ এব—

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্।
বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্॥ (ভাগ. ১১।১৬।৩৬)

টীকা চ "পরং ব্রহ্ম চ" ইত্যেষা। অতএব শ্রীবৈষ্ণবসাম্প্রদায়িকৈঃ শ্রীমদ্ভির্বালমন্দরাচার্য্য মহানুভাবচরণৈরপ্যুক্তম্—

যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরঞ্চ যদ্ দশোত্তরাণ্যাবরনাণি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ॥

ইতি শ্রীভগবান॥ ৮৯॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

বিভূতি প্রসঙ্গেও যথা—"পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, একাদশেন্দ্রিয়, জীব, প্রকৃতি, তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব প্রকৃতির এই গুণত্রয়, এবং ইহার পর পরতত্ত্ব ব্রহ্ম এ সকলই আমি।" স্বামিপাদ পর—শব্দের ব্রহ্ম—এই অর্থই বলিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক, মহানুভাবশ্রেষ্ঠ শ্রীবালমন্দরাচার্য্যও বলিয়াছেন, "ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, উহার দশোত্তর আবরণ, গুণসকল, প্রধান, পুরুষ, পরপদ এবং পর হইতেও পর ব্রহ্ম এই সমুদয় তোমারই বিভূতি।" ইত্যাদি বাক্যেও ভগবদ্বিভূতিরই উল্লেখ দেখা যায়। ইহা শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন॥৮৯॥

অতো ব্রহ্মরূপে প্রকাশে তদ্বৈশিষ্ট্যানুপলম্ভনাৎ তৎপ্রভাবত্বলক্ষণমপি তস্য ব্যপদিশ্যতে।

"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতিঃ" (ভাগ ১০।৩।২৪) ইত্যাদি।

ব্রহ্মৈব জ্যোতিঃ প্রভা যস্য তথাভূতং রূপং শ্রীবিগ্রহম্। তথাচোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ইতি।

শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তং॥ ৯০॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব ব্রহ্মরূপে প্রকাশে উক্ত বৈশিষ্ট্যের অননুভব বশতঃ উহা ভগবৎ-প্রভাব রূপেও উক্ত হইয়া থাকে। দেবকী দেবী স্বীয় স্তবে বলিয়াছিলেন, "বেদে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত আন্ত রূপের কথা বলিয়া থাকে, ব্রহ্ম উহারই জ্যোতিঃ।" অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়াছে প্রভা যাঁহার এবম্ভূত যে শ্রীবিগ্রহ। ব্রহ্ম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"অনন্ত প্রভাবশালী শ্রীভগবানের যে প্রভা, কোটি কোটি জগদণ্ডে ও অশেষ বসুধাদিতে বিভিন্ন প্রকারের বিভূতির পরিচয় দিয়া থাকে, যাঁহার—নিষ্কল অনন্ত অশেষভূত ব্যাপকাবস্থা ব্রহ্ম-নামে অভিহিত, আমি সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দের ভজনা করি।"

ঐ টীকা যথা—"তস্য সর্ব্বাবতারিত্বেন পূর্ণত্বমুক্তা স্বরূপেণাপ্যাহ—যস্তেতি; দ্বয়োরেক রূপত্বেঽপি বিশিষ্টতয়াবির্ভাবাৎ শ্রীগোবিন্দস্য ধর্ম্মিরূপত্বমবিশিষ্টতয়াবির্ভাবাদ্ব্রহ্মণো ধর্ম্মরূপত্বং" অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকে সর্ব্বাবতারের অবতারিত্ব স্বরূপে পূর্ণতা বলিয়া, স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ও ভগবানের একরূপতা হইলেও বিশিষ্টাবির্ভাবে শ্রীগোবিন্দের ধর্ম্মিরূপতা এবং অবিশিষ্টাবির্ভাবে ব্রহ্মের ধর্ম্মরূপতা (যাহা জ্যোতিঃ—প্রভা—ইত্যাদি শব্দে অভিহিত) দেখান হইয়াছে। ইহা শ্রীদেবকীদেবী ভগবানকে বলিয়াছিলেন ॥ ৯০ ॥

অতো ব্রহ্মণঃ পরত্বেন শ্রীভগবন্তং কণ্ঠোক্ত্যৈবাহ—

যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীব সংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ (ভাগ, ৪।২৪।২৮)

রংহো ব্রহ্ম তস্মাদপি পরং ততঃ সুতরাং ত্রিগুণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ জীবাত্মনঃ পরং ভগবন্তং যঃ সাক্ষাৎ শ্রবণাদিনৈব ন তু কর্ম্মার্পণাদিনা প্রপন্নঃ, ইত্যন্বয়ঃ। তথাচ বিষ্ণুধর্ম্মে নরকদ্বাদশী ব্রতে শ্রীবিষ্ণুস্তবঃ—

"আকাশাদিষু শব্দাদৌ শ্রোত্রাদৌ মহদাদিষু।
প্রকৃতৌ পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপি চ স প্রভুঃ ॥
যথৈক এব সর্ব্বাত্মা বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ।
তেন সত্যেন মে পাপং নরকার্ত্তিপ্রদং ক্ষয়ম্ ॥
প্রযাতু সুকৃতস্যাস্তু মমানুদিবসং জয়ঃ।" ইতি।

অত্র প্রকরণানুরূপেণ সর্ব্বাত্মশব্দেন চান্যথা সমাধানং পরাহতম্। তথাচ—তত্রোত্তরং ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে—

"যন্ময়ং পরমং ব্রহ্ম তদব্যক্তঞ্চ যন্ময়ম্।
যন্ময়ং ব্যক্তমপ্যেতদ্ ভবিষ্যামি হি তন্ময়ঃ ॥"

ইতি। তত্রৈব বাসর্ক্ষপূজাপ্রসঙ্গে ততঃ পরত্বংস্ফুটমেবোক্তম্।

"যথাচ্যুতত্বং পরতঃ পরস্মাৎ স ব্রহ্মভূতাৎ পরমঃ পরাত্মন্।
তথাচ্যুত! ত্বং কুরু বাঞ্ছিতং তন্মমাপদং চাপহরাপ্রমেয় ॥"

ইতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—

"স ব্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ" ইতি। (বিপু, ১৫।৫৫)

"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মুণ্ডক, উ, ২।১।২) ইতি শ্রুতেঃ।

শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসম্॥ ৯১॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব আমরা শ্রীরুদ্রের উক্তিতেও ব্রহ্ম হইতে ভগবানের পরত্বের বিষয় দেখিতে পাই—যথা, "যে ব্যক্তি ত্রিগুণ হইতে, জীব সংজ্ঞিত পুরুষ হইতে এবং রহস্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ বাসুদেবের সাক্ষাৎ শরণাপন্ন হইয়াছে—সে ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রিয়।" অর্থাৎ রহঃ—ব্রহ্ম তাঁহা হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ সুতরাং ত্রিগুণ—প্রধান হইতে এবং জীব সংজ্ঞিত—জীবাত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ শ্রবণাদি দ্বারা ভজনা করিয়া থাকে, কর্ম্মার্পণাদি দ্বারা গৌণভাবে ভজন করে না—সেই ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রিয়। ইহাই অন্বয়। তথাচ বিষ্ণুধর্ম্মে নরকস্থজীবকৃত দ্বাদশীব্রতে শ্রীবিষ্ণুস্তবে উক্ত হইয়াছে—"আকাশাদিতে, শব্দাদিতে, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়তে, মহদাদি তত্ত্বে, প্রকৃতিতে, পুরুষে, এমনকি ব্রহ্মেও সর্ব্বাত্মা যে এক বাসুদেব সকলের নিয়ন্তা রূপে অবস্থিত তাঁহার এই সত্য জ্ঞান হইতে আমার নরকার্ত্তিপ্রদ সকল পাপ ক্ষয় হউক, অতএব সুকৃতিশীল আমার অনুদিন জয় হউক।" ইত্যাদি, এখানে প্রকরণানুরূপ সর্ব্বাত্মাদি শব্দ হইতে ইহার ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা পরাহত হইয়াছে। অপিচ তদুত্তর ক্ষত্রবন্ধু-উপাখ্যানেও উক্ত হইয়াছে—"এই পরব্রহ্ম যন্ময়, সেই অব্যক্তাদি যন্ময়, এবং এই ব্যক্ত চরাচরাদিভূতজাতও যন্ময়, আমিও তন্ময় হইব।" উক্ত স্থলে মাস ও নক্ষত্রাদি পূজা প্রসঙ্গেও ব্রহ্ম হইতে ভগবানের পরত্ব স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—হে পরাত্মন্! পর হইতেও পর যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম হইতে তুমি যেমন পরম ও অচ্যুত, তদ্রূপ হে অচ্যুত! তুমি আমার অভিলষিত কামনা পুরণ কর, হে অপ্রমেয়! তোমার অপার শক্তিবলে আমার সকল আপদ অপসৃত কর।" বিষ্ণুপুরাণেও যথা—"তিনি ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ, পরপারভূত অর্থাৎ অনাত্মভূত প্রপঞ্চের ও ব্রহ্মের অবধিরূপ, ইহা তাঁহার নিরঙ্কুশ অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যেরই পরিচায়ক।" মুণ্ডকোপনিষদে যথা—"অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতেও পরতর" ইত্যাদি। শ্রীরুদ্র ইহা প্রচেতসগণকে বলিয়াছিলেন॥ ৯১॥

তদেবমেবাভিপ্রায়েণ "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" (তৈত্তি, উ, ২।১।২) ইত্যাদাবন্তরঙ্গান্তর-জৈকৈকাত্মকথনান্তে—"ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈত্তি, উ, ২।৫।১) ইতি শ্রুত্যুক্তায়াঃ পঞ্চম্যা অপি প্রতিষ্ঠায়া উপরি। শ্রীগীতোপনিষদো যথা—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্" (গীতা, ১৪।২৭)

অত্র ব্রহ্মশব্দসন্নিহিত প্রতিষ্ঠা শব্দেন সা শ্রুতিঃ স্মর্য্যতে। তত শ্চৈবমেব ব্যাখ্যেয়ম্। হি-শব্দঃ,

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" (গীতা, ১৪।২৬)

ইত্যস্য নিরন্তরপ্রাচীনবচনস্য হেতুভাবিবক্ষয়া। অতো গুণাতীত ব্রহ্মণঃ প্রকৃতার্থত্বাৎ প্রাচীনার্থ হেতু বচনেঽস্মিন্নুপচারেণ তচ্ছব্দস্য ব্রহ্মশক্তিরূপং হিরণ্যগর্ভরূপং বা অর্থান্তরমযুক্তং কিন্ত্বেবমেব যুক্তং যথা। নমু মদ্ভক্ত্যা কথং নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ; সা তু তদেকানুভবেন ভবেৎ তত্রাহ ব্রহ্মণো হি—

ইতি। হি যস্মাৎ ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন শ্রুতৌ যৎ প্রসিদ্ধং তচ্চ তস্যামেব শ্রুতৌ আনন্দময়াঙ্গত্বেন দর্শিতম্ তস্য পুচ্ছস্বরূপিতব্রহ্মণঃ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (ব্রহ্ম, সূ, ১।১।১২) ইতি সূত্রকার সম্মত পরব্রহ্মভাব আনন্দময়াখ্যঃ প্রচুরপ্রকাশো রবিরিতিবৎ প্রচুর আনন্দরূপ শ্রীভগবানহং প্রতিষ্ঠা। যদ্যপি ব্রহ্মণো মম চ ন ভিন্ন বস্তুত্বং তথাপি শ্রীভগবদ্রূপেণৈবোদিতে ময়ি প্রতিষ্ঠাত্বস্য পরাকাষ্ঠেত্যর্থঃ। স্বরূপশক্তি প্রকাশেনৈব স্বরূপপ্রকাশস্যাপ্যাধিক্যার্হত্বাৎ। নির্বিশেষ-ব্রহ্ম প্রকাশস্যাপ্যুপরি শ্রীভগবৎপ্রকাশশ্রবণাৎ। অত একস্যাপি বস্তুনস্তথা তথা প্রকাশভেদো রজনীখণ্ডিনো জ্যোতিষো মার্ত্তণ্ডমণ্ডল তদ্‌গভস্তিভেদবদুৎপ্রেক্ষ্যঃ। অতো ব্রহ্মপ্রকাশস্যাপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়া কৃতেন মদ্ভজনেন ব্রহ্মণি নীয়মানো ব্রহ্মধর্ম্মমপি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি সংপ্রবদতে—

"শুভাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্বগস্য তথাত্মনঃ" ইতি, ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রাপি স্বামিভিঃ—
সর্বগস্যাত্মনঃ পরব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা। তদুক্তং ভগবতা—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্"—ইতি। অত্র চ তৈর্ব্যাখ্যাতম্ "ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘণীভূতং ব্রহ্মৈবাহম্। যথা ঘণীভূতপ্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ" ইতি। অত্র চ্ছি প্রত্যয়স্ত তত্তদুপাসকহৃদি তৎপ্রকাশস্যাভূতত্বং ব্রহ্মণ উপচর্য্যতে ইতীত্থমেব। অত্রৈব "প্রতিষ্ঠা প্রতিমেতি" টীকা মৎসরকল্পিতা। ন হি তৎকৃতা অসম্বন্ধত্বাৎ। ন হি নিরাকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি। ন চ তৎপ্রকাশস্য প্রতিমা সূর্য্যঃ। ন চামৃতস্যাব্যয়স্যেত্যাদ্যনন্তরপাদত্রয়োক্তানাং মোক্ষাদীনাং প্রতিমাত্বং ঘটতে। ন বা শ্রুতিশৈলীবিষ্ণুপুরাণয়োঃ সংবাদিতাস্তি। তস্মান্ন সা—আদরনীয়া যদি বা—আদরনীয়া তদা তচ্ছন্দেনাপ্যাশ্রয় এব বাচনীয়ঃ। প্রতি লক্ষীকৃত্য মাতি পরিমিতং ভবতি যত্রেতি তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্যাহুঃ।

"দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা—
মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ।
পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্।" (ভাগ ১০।৮৭।১৭)

অসুভৃতো জীবা দৃতয় ইব শ্বসদাভাসা অপি যদি তে তবানুবিধা ভক্তা ভবন্তি তদা শ্বসন্তি প্রাণন্তি। তেষু ভক্তানামেব জীবানাং জীবনং মন্যামহে ইতি ভাবঃ। কথং যস্য তব অনুগ্রহতঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপমণ্ডং দেহং মহদহমাদয়োঽসৃজন্ অতঃ স্বয়মেব তথাবিধাৎ ত্বত্তঃ পরাঙ্মুখানামন্যেষাং দৃতিতুল্যত্বং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। অনুগ্রহমেব দর্শয়ন্তি অত্র মহদহমাদিষু অন্বয়ঃ প্রবিষ্টস্ত্বমিতি। কথং মৎপ্রবেশমাত্রেণ তেষাং তথা সামর্থ্যং স্যাৎ? তত্রাহুঃ। যদ্ যস্মাৎ সন্ত আনন্দময়াখ্য ব্রহ্মণোঽবয়বস্য প্রিয়াদেরসতস্তদন্যস্মাদন্নময়াদেশ্চ যৎ পরং পুচ্ছভূতং সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম তৎ খলু ত্বং, তত্রাপি এষু প্রতিষ্ঠাবাক্যেষু অবশেষং বাক্যশেষত্বেন স্থিতং "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্" ইত্যাদাবত্রত্র প্রসিদ্ধম্।

আত্মতত্ত্ব বিশুদ্ধ্যর্থ্যং যদাহ ভগবানৃতম্" (ভাগ, ২।৯।৪)

ইত্যাদৌ ঋতত্বেনাপি প্রসিদ্ধং শ্রীভগবদ্রূপমেব ত্বম্ অতোঽন্নময়াদিষু পুরুষবিধঃ পুরুষাকারো যশ্চরমঃ প্রিয়মোদপ্রমোদানন্দব্রহ্মণামবয়বী আনন্দময়ঃ স ত্বমিতি।

তস্মান্মূল পরমানন্দরূপত্বাৎ তবৈব প্রবেশেন তেষাং তথা সামর্থ্যং যুক্তমেবেতি ভাবঃ।

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্‌যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" (তৈত্তি, উ, ২।৭।১)

ইতি শ্রুতেঃ। প্রকরণেঽস্মিন্নেতদুক্তং ভবতি। যদ্যপ্যেকস্বরূপেঽপি বস্তুনি স্বগতনানা-বিশেষো বিদ্যতে তথাপি তাদৃশশক্তিযুক্তায়া এব দৃষ্টেস্তত্তৎসর্ব্ববিশেষগ্রহণে নিমিত্ততা দৃশ্যতে ন ত্বন্যস্যাঃ। যথা মাংসময়ী দৃষ্টিঃ সূর্য্যমণ্ডলং প্রকাশমাত্রত্বেন গৃহ্লাতি দিব্যা তু প্রকাশমাত্রস্বরূপত্বেঽপি তদন্তর্গতদিব্যসভাদিকং গৃহ্লাতি। এবমত্র ভক্তেরেব সম্যক্ত্বেন তয়ৈব সম্যক্ তত্ত্বং দৃশ্যতে। তচ্চ ভগবানেবেতি তস্যৈব সম্যগ্‌রূপত্বম্। জ্ঞানস্য তু অসম্যক্ত্বেন দর্শিতত্বাৎ তেনাসম্যগেব তদ্দৃশ্যতে। তচ্চ ব্রহ্মেতি তস্য অসম্যগ্‌রূপত্বম্। তত্র চ সামান্যত্বেনৈব গ্রহণে কারণস্য জ্ঞানস্য তদন্তরীণাবান্তর-ভেদপর্য্যালোচনেষ্বসামর্থ্যাদ্বহিরেবাবস্থিতেন তেন ভাবতপরমহংসবৃন্দানুভবসিদ্ধনানাপ্রকাশবিচিত্রেঽপি স্বপ্রকাশলক্ষণপরতত্ত্বে প্রকাশসামান্যমাত্রং যদ্ গৃহ্যতে তৎ তস্য প্রভারূপত্বেনৈবোৎপ্রেক্ষ্যতে। ততশ্চা-ঘনত্বমংশত্বং বিভূতিত্বঞ্চ ব্যপদিশ্যতে তস্য। তস্মাদখণ্ডতত্ত্বরূপো ভগবান্ সামান্যাকারস্ফূর্ত্তিলক্ষণত্বেন স্বপ্রভাকারস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয় ইতি যুক্তমেব।

অতএব "যস্য পৃথিবী শরীরং যস্য আত্মা শরীরং যস্যাব্যক্তং শরীরং যস্যাক্ষরং শরীরং এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।" ইত্যেতচ্ছ্রুত্যন্তরং চাক্ষর-শব্দোক্তস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাত্মত্বেন নারায়ণং বোধয়তি। উক্তাত্মাদিশব্দপারিশেষ্যপ্রমাণেন "চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরযুষামপি"

ইতি প্রয়োগদৃষ্ট্যা চাত্র হ্যক্ষরশব্দেন ব্রহ্মৈব বাচ্যম্। তথা শ্রীভগবতা সাংখ্যকথনে—

"কালে মায়ামযে জীবে" (ভাগ, ১১।২৪।২৭)

ইত্যাদৌ মহাপ্রলয়ে সর্ব্বাবশিস্টত্বেন ব্রহ্মোপদিশ্য তদাপি তস্য দ্রষ্টৃত্বং স্বস্মিন্নুক্তম্।

"এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া॥" (ভাগ, ১১।২৪।২৯)

ইত্যত্র পরাবরদৃশেত্যনেন সোঽয়ঞ্চাত্র বিবেকঃ। সাংখ্যং হি জ্ঞানং তচ্ছাস্ত্রং খলু স্বরূপভূতত্তদ্বি-শেষমনুসন্ধায় যত্তৎ স্বরূপমাত্রং তদানীমবশিষ্টং বদতি, তদেবচ প্রপঞ্চাবচ্ছিন্ন চরমপ্রদেশে প্রপঞ্চলয়াবৈকুণ্ঠে এব স্বরূপভূতবিশেষাপ্রকাশবদবশিষ্যমাণত্বেন বক্তুং যুজ্যতে। তচ্চ সবিশেষ্যমাত্রং স্বরূপশক্তিবিশিষ্টেন বৈকুণ্ঠস্থেন শ্রীভগবতা পৃথগিব তত্রানুভূয়ত ইতি। তদেবং নির্ব্বিশেষত্বেন স্পর্শরূপরহিতস্যাপি তস্য ভগবৎপ্রভারূপত্বমুৎপ্রেক্ষ্য তদভিন্নত্বেন ব্রহ্মত্বং ব্যপদিষ্টম্। ততঃ স্পর্শরূপাদিমাধুরীধারিতয়া সবিশেষস্য সাক্ষাদ্ভগবদঙ্গজ্যোতিষঃ সুতরামেব তৎ সিধ্যতি। যথোক্তং শ্রীহরিবংশে মহাকালপুরাখ্যানে শ্রীমদর্জ্জুনং প্রতি স্বয়ং ভগবতা ;—

"ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্ যদ্ দৃষ্টবানসি।
অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনম্॥
প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী।
তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ॥
সা সাংখ্যানাং গতিঃ পার্থ! যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাম্।
তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ॥
মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত॥"

প্রকৃতিরিতি তৎপ...ভাত্বেন স্বরূপশক্তিত্বমপি তস্য নির্দ্দিষ্টম্। এবং পূর্ব্বোদাহৃতকৌস্তুভাদিবিষয়ক বিষ্ণুপুরাণবা...ক্যমপ্যেতদুপোদ্বলকত্বেন দ্রষ্টব্যম্।

তস্মাৎ দৃতয় ইবেত্যাপি সাধ্বেব ব্যাখ্যাতম্। শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ৯২॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

ব্রহ্ম হইতে ভগবানের পরত্বাভিপ্রায়ে—"সবা এষ পুরুষো অন্নরসময়ঃ" সেই প্রসিদ্ধপুরুষ অন্নরস প্রাচুর্য্যবান্, ইত্যাদি শ্রুতিতে অন্তরঙ্গেরও অন্তরঙ্গস্বরূপে একাত্মতাকথনান্তে চরম প্রতিষ্ঠাই ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অর্থাৎ যাহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, উঁহাই প্রতিষ্ঠা সুতরাং প্রতিষ্ঠা অর্থ, আধারে পর্য্যবসিত হওয়ায় ব্রহ্মই উঁহার আশ্রয়। বিশদাভিপ্রায়ে উক্ত মূল শ্রুতি এখানে উদ্ধৃত হইল, যথা—

"স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ; অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ, অয়মাত্মা, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষ বিধতাম্, অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অপানঃ উত্তরঃ পক্ষঃ আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ, অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ। সবা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্, অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ, ঋগ্দক্ষিণঃ পক্ষঃ সামোত্তরঃ পক্ষঃ, আদেশ আত্মা, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ তেনৈষপূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতাম্, অন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ, ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা-আনন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। সবা এষপুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতাম্, অন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদো উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। (তৈত্তি উ, (২।১।১)

অর্থাৎ এই অন্নরসময় কোষই দেহরূপ পুরুষ। পুরুষদেহে যথাবস্থিত শিরই শির—দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, এই বাম বাহুই বাম পক্ষ, এই মধ্যম দেহভাগই আত্মা, এই নাভির অধোভাগই পুচ্ছ ও আশ্রয়, এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অথচ ইঁহার অন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মস্বরূপ প্রাণময়কোষ, তদ্দ্বারাই ইনি পূর্ণ। এই প্রাণময় কোষও পুরুষসদৃশ, প্রাণময় পুরুষও অন্নময় পুরুষের অনুরূপ, উঁহার প্রাণই শির, ব্যান দক্ষিণ পক্ষ, অপান উত্তর পক্ষ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ ও আশ্রয়, ইনিই পূর্ব্বোক্ত অন্নময় পুরুষের আত্মা, আবার প্রাণময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অন্তর্ব্বর্ত্তী উত্তর আত্মস্বরূপ মনোময় পুরুষ আছেন, এই মনোময় দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ থাকেন। মনোময়ও পুরুষাকার

বিশিষ্ট, যজুই ইঁহার শির, ঋক দক্ষিণ পক্ষ, সাম উত্তর পক্ষ, আদেশ আত্মা, সর্ব্বাঙ্গিরস পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা। ইনি প্রাণময়ের আত্মা। এই মনোময় হইতে অন্তর বিজ্ঞানময় আত্মা, ইনি আবার মনোময়ের আত্মা, মনোময় ইঁহার দ্বারা পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময়ও পুরুষবিধ, শ্রদ্ধাই ইঁহার শির, ঋত ইঁহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য ইঁহার উত্তর পক্ষ, যোগ ইঁহার আত্মা, মহঃ ইঁহার পুচ্ছ ও আশ্রয়, ইনি মনোময়ের শারীর আত্মা। এই বিজ্ঞান হইতে অন্য ইঁহার অন্তর্বর্ত্তী আত্মা আনন্দময়, এই আনন্দময়ের দ্বারা বিজ্ঞানময় পূর্ণ, এই আনন্দময়ও পুরুষ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রীতি অনুসারে প্রিয়ই আনন্দময়ের শির, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দময় আত্মা, ব্রহ্ম ইঁহার পুচ্ছ ও আধার। (তৈ, উ, ২।৫।১) এখানে পুনশ্চ আশ্রয়ভূত ব্রহ্ম কে? বা তাঁহার স্বরূপ কি? তদ্বিষয়ে আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইতে, জিজ্ঞাসার ক্রমোৎকর্ষের পর্য্যবসানে আনন্দব্রহ্মেই জিজ্ঞাসার শেষ দেখিতে পাই। যথা, "ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ, বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি, তং হোবাচ যতো বা ইমানিভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযান্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি স তপো অতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা।" অর্থাৎ ভৃগু পিতা বরুণের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, পিতা বরুণ প্রথমতঃ তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণের দ্বার স্বরূপ অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্য ইত্যাদির দ্বারা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ (বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া বস্তুর প্রকাশক) করিলেন।

যাহা হইতে পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগদুৎপন্ন হইয়াছে, উৎপত্তির অন্তর যাঁহার দ্বারা প্রাণাদির ধারণে বর্দ্ধিতাদি হইতেছে ও অবস্থিত রহিয়াছে, অন্তে যাঁহাতে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মকে তপস্যা দ্বারা সবিশেষ জানিতে চেষ্টা কর; এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া, ভৃগু তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন, যেহেতু নিয়ত সাধ্যবিষয়ে সাধনান্তর হইতে তপস্যাই শ্রেষ্ঠ সাধন। বিনা তপস্যায় কাহাকে কখন কোন অভীষ্ট লাভ করিতে দেখা যায় নাই। (প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসু সম্বন্ধে তপস্যার উপদেশও দেওয়া হইয়াছে) ভৃগু পিতা বরুণের উপদেশে তপস্যা দ্বারা তত্ত্বাধিগমে যেমন সামর্থ্য লাভ করিতে ছিলেন, তাঁহাকে সেই ভাবেই উত্তরোত্তর শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; যথা—"অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, মনো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ, বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, অনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ," এইখানেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সমাপ্তি, উক্ত আনন্দ বা আনন্দময় ব্রহ্মই শ্রীভগবান, যিনি স্বীয় আনন্দানুভবে অনন্দী হন, "রসো বৈ সঃ" এই শ্রুতিতে যাঁহার রসস্বরূপতা উদ্ঘোষিত হইয়াছে, সেই রসস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্মই শ্রীভগবান, এইখানেই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পর্য্যাপ্তি। এখানে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

আনন্দ ব্রহ্মেই জিজ্ঞাসার সমাপ্তি

"অন্নময়াদাত্মনোধিপ্রবৃত্তা এবমন্তোঽপি তপসা এব সাধনেন অনেনৈব ক্রমেণানু প্রবিশ্যানন্দং ব্রহ্মবেদ স এবং বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানাৎ প্রতিতিষ্ঠত্যানন্দে পরমে ব্রহ্মণি" অর্থাৎ অন্নময় হইতে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে তপস্যা দ্বারা যখন আনন্দ ব্রহ্মকে জানিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহার বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়, এই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠা হইতে, আনন্দ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানিতে ও অনুভব করিতে সক্ষম হয়। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বন্" এই শ্রুতিতেও সেই অদ্বয় ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া, বিদ্যার পরিসমাপ্তি অভিহিত হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহং" এখানে ব্রহ্ম শব্দ সন্নিহিত প্রতিষ্ঠা শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যর্থের স্মরণ করাইতেছে। সুতরাং বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত হইতেছে। যথা, হি—অর্থে গীতোক্ত অব্যভিচারী ভক্তি যোগের দ্বারা যে আমার সেবা করে, সেই ব্যক্তি এই সকল গুণকে সম্যক্ অতিক্রম করিয়া আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়া থাকে, (অর্থাৎ ব্রহ্ম সদৃশ নিজেকে চিৎরূপে অনুভব করে) অতি প্রাচীন এই বচনে সাধন ভক্তিকে হেতু রূপে নির্দ্দেশ করায়, স্পষ্টতঃই গুণাতীত ব্রহ্মের প্রকৃতার্থ শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। "মাঞ্চ যো ঽব্যভিচারেণ" এই শ্লোকোক্ত তৎ শব্দের ব্রহ্মশক্তি রূপ বা হিরণ্যগর্ভরূপ অর্থান্তর অযুক্ত, কিন্তু এইরূপ অর্থই সঙ্গত; যেমন—অর্থাৎ তোমার ভক্তি দ্বারা কিরূপে নির্গুণ ব্রহ্ম-ধর্ম্ম প্রাপ্তি সম্ভব হইবে? যেহেতু ব্রহ্ম-ধর্ম্ম প্রাপ্তি ঐক্যানুভবে হইয়া থাকে, উহারই উত্তরে পরবর্ত্তি বাক্য "ব্রহ্মণো হি" হি—যেহেতু "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতিতে পরম

প্রতিষ্ঠার রূপে যাহা প্রসিদ্ধ, উহা সেই শ্রুতিতেই (যাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে) আনন্দময়ের অঙ্গরূপে দর্শিত হইয়াছে সেই পুচ্ছ রূপী ব্রহ্মের বিশদার্থ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (ব্রহ্ম সূ, ১।১।১২) এই সূত্রে সূত্রকার স্বয়ং প্রতিপাদন করিয়াছেন। গোবিন্দ ভাষ্যে যথা—"কিঞ্চোত্তরত্র ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুং প্রতি তৎ পিতা বরুণো বিশ্বোৎপত্ত্যাদিহেতুভূতং বস্তু ব্রহ্মেত্যুপদিশ্য পুনঃ স বুদ্ধ্যার্থময়প্রাণ মনো বিজ্ঞানানি ক্রমেণ ব্রহ্মেত্যুক্ত্বান্তে আনন্দময়ং ব্রহ্মেত্যুপদর্শ্যোপররাম। মহুক্তেয়ং বিদ্যা ভগবন্নিষ্ঠৈত্যাভিদধৌ। অথোপসংহারেঽপি, স য এবম্বিদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য এতমন্নময়মাত্মানং উপসংক্রম্যে-ত্যাদ্যুক্ত্বা এতমানন্দময়মাত্মানং উপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্নীকামরূপ্যনুসঞ্চরন্নেতৎ সাম গায়ন্নাস্তে ইত্যুক্তমতঃ পরং ব্রহ্মৈবানন্দময়ঃ।" অর্থাৎ এখানে অন্নময়াদি দুঃখময় কোষসমূহের মধ্যে আনন্দময় কোষের উল্লেখ হইলেও উহার মুখ্যত্বের হানি হইতেছে না, যেহেতু উহা উক্ত সকল কোষেরই অন্তর্ব্বর্ত্তী পরমোপকারী বেদশাস্ত্র, অজ্ঞ জনের বোধ সৌকর্য্যার্থে অরুন্ধতী-দর্শন ন্যায়ে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট ও অন্তর্ব্বর্ত্তী রূপে জানাইবার জন্য অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত একস্থানেই উপদেশ করিয়াছেন, অতএব আনন্দময় পুরুষেই মুখ্য তাৎপর্য্য। পিতা বরুণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্রকে বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতির কারণভূত বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা প্রথম উপদেশ করিয়া আনন্দময় পুরুষেই ব্রহ্মোপদেশের পর্য্যাপ্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিরত হইলেন, মদুক্ত ভগবন্নিষ্ঠাত্মিকা এই বিদ্যা বলে যিনি আনন্দময় পুরুষকে জানিতে সক্ষম হয়েন তিনি মৃত্যুর পর উৎকৃষ্ট গতি লাভে পূর্ণকাম হইয়া সামমন্ত্রে ভগবদ্‌যশো গান করিয়া যথেচ্ছক্রমে চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণ ও শ্রীভগবানের সহিত নিত্য বিহার করিয়া থাকেন।

অতএব সূত্রকারের অভিমতেও দেখা যায়, আনন্দময়াখ্য পুরুষ, প্রচুর প্রকাশ রবিতুল্য, প্রচুর আনন্দরূপ শ্রীভগবান আমিই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ব্রহ্মেরও আশ্রয়। যদিচ ব্রহ্মে ও আমাতে বস্তুতঃ অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ং—এই শ্রুত্যুক্ত অদ্বয়-তত্ত্বরূপে কোন পার্থক্য নাই, তথাপি আংশিকত্বে ও পূর্ণত্বে ভেদ আছে, সুতরাং শ্রীভগবদ্রূপে উদিত আমাতেই প্রতিষ্ঠাত্বের পরাকাষ্ঠা। যেখানে স্বরূপ শক্তির প্রকাশ সেইখানে স্বরূপ শক্তির প্রকাশের দ্বারাই স্বরূপেরও প্রকাশাধিক্য যোগ্যতা অবশ্য স্বীকার্য্য। তজ্জন্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশের উপরেও শ্রীভগবানের প্রকাশ শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। এই হেতু এক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ভেদ হইয়াছে, যেমন রজনী বিখণ্ডী জ্যোতী মার্ত্তণ্ডমণ্ডল ও তাহার কিরণের ভেদ এখানেও তদ্রূপ উৎপ্রেক্ষা জানিবে। অতএব ব্রহ্মের প্রকাশও আমার অধীন হওয়ায়, কৈবল্য কামনায় কৃত মদ্ভজনের দ্বারা উক্ত কৈবল্যকামী ব্রহ্মে নীয়মান হইয়া ব্রহ্মধর্ম্মও পাইয়া থাকে।

এতৎ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—শুভাশ্রয় সচিত্ত সর্ব্বগ আত্মার আশ্রয়—স্বামিপাদ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সর্ব্বগ পরব্রহ্মেরও আশ্রয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা। শ্রীভগবানও উহাই বলিয়াছেন—আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। স্বামিপাদ অর্থ করিয়াছেন—ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি। প্রকাশ স্বরূপ সূর্য্যের, ঘনীভূত প্রকাশ যেমন সূর্য্যমণ্ডল তদ্রূপ জানিবে। এখানে ঘনীভূত—পদে চ্বি—প্রত্যয়েরঅভূততদ্ভাবার্থ ব্রহ্মে উপচরিত হইয়াছে, অর্থাৎ যেকাল পর্য্যন্ত উপাসকের হৃদয়ে কেবল ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি ছিল, তৎকালে ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের প্রকাশের অভূতত্বের অসম্ভাব হইতেছে না, সুতরাং "প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা ইতি"—ইত্যাকার স্বামিপাদের টীকা যে মৎসর কল্পিত তাহা বলাই বাহুল্য। উহা তাহার কৃত নহে, তাহাতে অসম্বদ্ধ দোষ হয়। অথবা যাহাকে নিরাকার বলিতেছ, সেই নিরাকার ব্রহ্মেরও প্রতিমা সম্ভব হইতে পারে না। তাহার প্রকাশের প্রতিমা সূর্য্যও হইতে পারে না। অমৃত, অব্যয়, ইত্যাদি পাদত্রয়োক্ত মোক্ষাদিরও প্রতিমায় সম্বটিত হইতে পারে না। এবং তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণ বা শ্রুতিতে উহা সম্পাদিত হইত না। সুতরাং প্রতিষ্ঠা শব্দের—প্রতিমা এই অর্থ আদৃত হইতে পারে না। যদি বা আদৃত হয়, তাহা হইলে প্রতিমা শব্দের আশ্রয়ার্থ হইবে, যথা—প্রতি লক্ষ্মী কৃত্য মাতি অর্থাৎ তিনি অনন্ত অপরিমীম হইয়াও যেখানে মিত হইয়াছেন—উহাই প্রতিষ্ঠা। এই সমুদায় অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"যাহারা তোমার অনুবর্ত্তী ভক্ত, তাহাদিগের জীবনই সার্থক, তদিতর লোকের প্রাণ ধারণ ভস্ত্রার

প্রতিষ্ঠা শব্দের আশ্রয় অর্থেই তাৎপর্য্য

(কামারের জাঁতা) ন্যায় বৃথা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে মাত্র। যাঁহার অনুগ্রহে মহদহঙ্কারাদি সকল সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ দেহ সৃজিত, যাহাতে অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ সচেতনবৎ হয়, অর্থাৎ তন্মধ্যে যিনি পুরুষাকারে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া কার্য্য করান। এই অন্নময়াদির চরম পুচ্ছ রূপে উক্ত যে ব্রহ্ম উহাও আপনি, এবং সদসদাতিরিক্ত অবাধিত সত্য ও সাক্ষিস্বরূপও আপনি।"

অর্থাৎ প্রাণধারী জীব ভস্ত্রার ন্যায় কেবল শ্বাস প্রশ্বাস করিলেও উহাদিগকে প্রাণধারী বলা যায় না, তন্মধ্যে যাহারা তোমার ভজন করিয়া থাকে, তাহাদিগকেই প্রাণধারী জীব বলা যায়; যেহেতু তাহাদিগের জীবনকেই জীবন বলিয়া মনে করি। কারণ যে তোমার অনুগ্রহেই এই সমষ্টি ব্যষ্টিরূপ দেহ ও মহদহঙ্কারাদির সৃষ্টি, অতএব স্বতঃই যাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, সেই তোমার প্রতি যাহারা পরাঙ্মুখ তাহাদিগের প্রাণ ধারণ যে দৃতি তুল্য, তাহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বোক্ত অনুগ্রহ সম্বন্ধে বলিতেছেন—মহদাদিতে যিনি প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈত্তি, ২।৬।২) ইত্যাদি শ্রুতি উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদি এরূপ আশঙ্কা করা হয় যে—আমার প্রবেশ মাত্রে তাহাদের এরূপ সামর্থ্য কি প্রকারে সম্ভব হয়? তদুত্তরে বক্তব্য, স্বতঃসিদ্ধ আনন্দময়াখ্য ব্রহ্ম অবয়বের প্রিয়াদির অসৎ হইতে ইতর অন্নময়াদির যাহা শ্রেষ্ঠ পুচ্ছভূত, সেই সকলের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ যে ব্রহ্ম, উহাও তুমি, এই প্রতিষ্ঠা বাক্যের অবশেষ বাক্য রূপে স্থিত, "ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা আমি" এই বাক্য শাস্ত্রান্তর প্রসিদ্ধ।

"আত্মতত্ত্ব (জীবের তত্ত্বজ্ঞান জন্য) বিশুদ্ধির জন্য ভগবান ব্রহ্মাকে যাহা বলিয়াছিলেন ও অবশেষে স্বীয় চিদ্‌ঘন রূপ দেখাইয়াছিলেন।" এখানে ঋতত্ত্বের দ্বারাও প্রসিদ্ধ শ্রীভগবদ্রূপও তুমি; অতএব অন্নময়াদি শ্রুতি বাক্যে পুরুষাকার যে চরম বস্তু প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, আনন্দ ব্রহ্মের অবয়বী—আনন্দময় সেও তুমি। সুতরাং মূল পরমানন্দ-রূপতা বশতঃ তোমার প্রবেশ দ্বারাই তাহাদিগের তাদৃশ সামর্থ্যলাভ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল ইহা যুক্তি সঙ্গত। "এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত, তাহা হইলে কাহারই বা প্রাণাপানাদিচেষ্টা থাকিত কেই বা প্রাণধারণ করিত।" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে আনন্দময়েরই অভিব্যক্তি দেখা যায়। এই প্রকরণে ইহাও পাওয়া; যায় যে—যদ্যপি স্বরূপভূত এক বস্তুতে স্বগত নানাবিধ বিশেষ বিদ্যমান আছে কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে উহা দেখা যায় না, তাদৃশ শক্তি-শালিনী দৃষ্টিই উহার দর্শনে সক্ষম হইয়া থাকে। যেমন মাংসময়ী দৃষ্টি সূর্য্যমণ্ডলের প্রকাশময়তা দেখিয়া থাকে, দিব্য দৃষ্টি প্রকাশময়তার সহিত তদভ্যন্তরস্থ সভাদির দর্শনে সক্ষম হয়।

ভক্তির সম্যক সামর্থ্যতাও তদ্রূপ ভক্তির দ্বারাই তত্ত্বের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি বা দর্শন হইয়া থাকে। এক অদ্বয় তত্ত্বান্তর্গত ব্রহ্ম, পরমাত্মাদি স্বগত নানাবস্থায় অবস্থিত শ্রীভগবানই অন্নময়াদিরূপে উপদিষ্ট অদ্বয় তত্ত্বের (বা ব্রহ্মের) সম্যক্ রূপ, উহা যখন ভক্তিবলে সাধকের হৃদয়ে উদিত হয়েন, তখন তাঁহার অন্য কোন অংশেরই অভাব বা অদর্শন থাকে না—সর্ব্বাংশের সহিতই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানের বল—অসম্যক্ বল, সুতরাং তদ্দৃষ্ট তত্ত্বও অসম্যক্। অতএব শ্রীভগবানের অসম্যক্‌রূপত্বই ব্রহ্মত্ব। অর্থাৎ জ্ঞানদৃষ্টিকে অসম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করায়, তদ্দৃষ্ট বস্তুও অসম্যক্ সুতরাং অনন্ত-অচিন্ত্য-শ্রীভগবানের যে অবস্থায় শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল না, তদবস্থা অসম্যক্ অবস্থা হওয়ায় ব্রহ্ম অসম্যক্-রূপ হইতেছেন। সামান্যাকারে অদ্বয়-তত্ত্ব উপলব্ধির কারণভূত জ্ঞানের সে সামর্থ্য নাই, যাহা দ্বারা তত্ত্বের অন্তর্গত অবান্তর ভেদের পর্য্যালোচনা করিতে পারে, যেহেতু জ্ঞান বাহিরেই অবস্থিত থাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। ভাগবত পরমহংসবৃন্দের অনুভবসিদ্ধ নানাবিধ স্ব-প্রকাশ-বিচিত্রতা থাকিলেও উহার কেবল প্রকাশ সামান্য মাত্রের যে গ্রহণ উহা তাঁহার কেবল প্রভামাত্রের গ্রহণ বলিয়া উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে, কবিরাজ গোস্বামি ইহা খুব সহজে বুঝাইয়াছেন যথা—

"তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য-নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ॥

* * * * * *

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥" (চৈ, চরি, আঃ, ২)

অতএব অঘনত্ব, অংশত্ব ও বিভূতিত্ব-রূপেই উহার ব্যাপদেশ হইয়াছে। সুতরাং অখণ্ডতত্ত্ব-স্বরূপ শ্রীভগবান সামান্যাকারে স্ফূর্ত্তিলক্ষণ ব্রহ্মেরও যে আশ্রয় ইহা যুক্তি-সঙ্গত এই নিমিত্ত উপনিষদে বলা হইয়াছে—'যাঁহার পৃথিবী শরীর, যাঁহার আত্মা শরীর, এমন সেই নির্ম্মল সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক দিব্য দেব নারায়ণ।" এই শ্রুতিতে স্পষ্ট অক্ষর শব্দোক্ত ব্রহ্মেরও আত্মরূপে নারায়ণই বোধিত হইয়াছেন।

উক্ত আত্মাদি শব্দের পরিশেষে লব্ধ নারায়ণ শব্দের প্রমাণ হইতে, পূর্ব্বোক্ত সনকাদির অবস্থার বিবরণ, অর্থাৎ সেই "অক্ষরসেবিগণেরও চিত্ত সংক্ষুভিত হইয়া ছিল" এখানে—অক্ষর শব্দের বাচ্যার্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সাংখ্যযোগ কথন প্রসঙ্গে শ্রীভগবান স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

"কালো মায়াময়ে জীবে জীবআত্মনি ময্যজে
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ।"

(ভাগ, ১১।২৪।২৭)

এই শ্লোকে মহাপ্রলয়ে সকলকার অবশেষ-ভূত নিরুপাধি ব্রহ্মের উপদেশ করিয়া, তৎকালে উহারও দ্রষ্টারূপে নিজেকে উপদেশ করিয়াছেন। এবং তৎপরবর্ত্তি শ্লোকে সংশয় গ্রন্থি ভেদী এই সাংখ্য বিধি কথিত হইল। যাহার প্রতিলোম বিলোম দ্বারা পরাবর দ্রষ্টৃস্বরূপ মদ্বিষয়ক বিবেকই এখানের তাৎপর্য্য। কারণ সাংখ্য জ্ঞান বা তৎশাস্ত্র স্বরূপভূতবিশেষানুসন্ধানে যাহা যাহা প্রলয়ের পরেও অবশিষ্ট বলিয়া অভিহিত, উহাই ব্রহ্মাখ্য তত্ত্ব, উহাই প্রপঞ্চাবচ্ছিন্ন চরমপ্রদেশে অবস্থিত; প্রপঞ্চলয়ে উহা বৈকুণ্ঠে, কারণ প্রাপঞ্চিক বস্তু মাত্রই কুণ্ঠিত বা বিকৃত, বৈকুণ্ঠ অবিকৃত উহা স্বরূপভূত, সুতরাং উহাকেই অবিকৃত অবশেষ বা সীমা বলা যুক্তিযুক্ত হইতেছে। আপাততঃ বিশেষ্য মাত্র স্বরূপ ব্রহ্ম, স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীভগবানের সহিত পৃথক্‌বৎ অনুভূত হইয়া থাকে কিন্তু বস্তুতঃ অপৃথক্; কারণ নির্ব্বিশেষত্বে স্পর্শরূপাদি রহিত ব্রহ্ম শ্রীভগবানের প্রভারূপে উৎপ্রেক্ষিত হওয়ায়, ব্রহ্মত্ব যে ভগবদভিন্ন তাহা দেখাইয়াছেন; অতএব স্পর্শরূপাদি মাধুরী-ধারী সবিশেষ অনন্ত-অচিন্ত্য-শক্তি সম্পন্ন শ্রীভগবানের অঙ্গজ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মের অভিন্নতা সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে। হরিবংশে মহাকাল পুরাখ্যানে শ্রীমদর্জ্জুনকে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন যথা "ব্রহ্মতেজোময় দিব্য যাহা মহদরূপে দেখিতেছ, হে ভরত শ্রেষ্ঠ! উহা সমস্তই আমার তেজ, অতএব উহাও সনাতন আমি। এবং অব্যক্ত ব্যক্তরূপা নিত্যা সেই প্রকৃতী উহাও আমার শক্তি, শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্‌গণ তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন, হে পার্থ! উহাই সাংখ্য তত্ত্বানুশীলনপরায়ণযোগী ও তপস্বিগণের গতিস্বরূপা। পরব্রহ্ম প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সকল জগতের বিভাগ করিয়া থাকেন, এবং ঐ পরব্রহ্মকে আমার ঘনতেজ বলিয়া জানিবে।" এখানে প্রকৃতিকে প্রভারূপে নির্দ্দেশ করায় উহার স্বরূপ-শক্তি-ভূতত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণোক্ত কৌস্তভমণি বিষয়ক বাক্যও ইহারই পোষক জানিবে। অতএব দৃতয় ইত্যাদি শ্লোকে ভগবৎ পরাঙ্মুখ জীবকে যে দৃতিরূপে নিন্দা করা হইয়াছে উহা অতীব সমীচীন। ইহা শ্রুতিগণ শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন॥ ৯২॥

ততশ্চ যস্মিন্ পরমবৃহতি সামান্যাকারসত্ত্বায়াস্তদঙ্গজ্যোতির্যোঽপি বৃহত্ত্বেন ব্রহ্মত্বং তস্মিন্নেব মুখ্যা তচ্ছব্দ প্রবৃত্তিঃ। তথা চ ব্রাহ্মে—

"অনন্তো ভগবান্ ব্রহ্ম আনন্দেত্যাদিভিঃ পদৈঃ।
প্রোচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ পরেষামুপচারতঃ।"

ইতি। কচিচ্চানন্তগুণযুক্তত্বেনৈব ভগবান্ ব্রহ্মেত্যুচ্যতে যথা পাদ্মে—

"পৃথগ্‌বক্তুং গুণাস্তস্য ন শক্যন্তেঽমিতত্বতঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মশব্দেন সর্ব্বেষাং গ্রহণং ভবেৎ॥
এতস্মাদ্‌ব্রহ্মশব্দোঽসৌ বিষ্ণোরেব বিশেষণম্।
অমিতো হি গুণো যস্মান্নান্যেষাং তন্মতেবিভুম্॥"

ইতি। অত্রনির্গলিতোঽয়ং মহাপ্রকরণার্থঃ। যদদ্বয়ং জ্ঞানং তদেব তত্ত্বমিতি তত্ত্ববিদো বদন্তি। তচ্চ বৈশিষ্ট্যং বিনৈবোপলভ্যমানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে বৈশিষ্ট্যেন সহ তু শ্রীভগবানিতি। স চ ভগবান্ পূর্ব্বোদিতলক্ষণ শ্রীমূর্ত্ত্যাত্মক এব নতু মূর্ত্তঃ। অথ—

"দ্বে রূপে মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ" (বি, পুঃ ৬।৭।৪৭)

বিষ্ণুপুরাণপদ্যে তস্য চতুর্বিধত্বমঙ্গীকুর্ব্বদ্ভির্যত্ত্বমূর্ত্তত্বমপি পৃথগঙ্গীকর্ত্তব্যং তদা ব্রহ্মত্ববৎ তদুপাসকদৃষ্টি যোগ্যতামুরূপমেবাস্তু। তথাহি—যস্য সমীচীনা ভক্তিরস্তি তস্য পরমূর্ত্ত্যা শ্যামসুন্দরচতুর্ভুজাদিরূপয়া প্রাদুর্ভবতি। যস্যাঽর্ব্বাচীনোপাসনা রূপা তস্যাঽপরমূর্ত্ত্যা পাতালপাদাদি কল্পনাময্যেব। যস্য চ রূক্ষং জ্ঞানং তস্য পরেণ ব্রহ্মলক্ষণামূর্ত্তত্বেন। যস্য জ্ঞানপ্রচুরা ভক্তিস্তস্য ত্বপরেণেশ্বরলক্ষণামূর্ত্তত্বেনেতি। অত্রাপরত্বং পরমূর্ত্ত্যাবির্ভাবানন্তরসোপানত্বেন ন ব্রহ্মবদতীব মূর্ত্তত্বানপেক্ষ্যমিত্যেবম্। ন ত্বশ্রেষ্ঠত্ববিবক্ষয়েতি জ্ঞেয়ম্। পরমূর্ত্ত্যাপেক্ষয়া পরত্বং বা। তত্রৈব তদ্বিশ্বরূপং বৈরূপ্যমন্যদ্ধরের্মহদিতি বিশ্বাধিষ্ঠান ত্বেন নিত্যত্ববিভুত্বে।

"মূর্ত্তং ভগবতোরূপং সর্ব্বাপাশ্রয় নিস্পৃহম্"

ইতি নিরুপাধিত্বম্।

"চিন্তয়েদ্ ব্রহ্মভূতং তম্"

ইতি পরতত্ত্বলক্ষণত্বম্। ত্রিভাবভাবনাতীত ইতি তত্র প্রসিদ্ধকর্ম্মময়জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ময়—কেবলজ্ঞানময়ভাবনাত্রয়াতীতত্বেন পরতত্ত্বলক্ষণত্বেঽপি ভক্ত্যৈকাবির্ভাবিতয়া সম্যক্ প্রকাশত্বম্ মূর্ত্তস্যৈব ব্যঞ্জিতম্। অতএব

"শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ" (বি, পুঃ ৬।৭।৭৫)

ইত্যুক্তম্। ততশ্চ তস্যাঃ শ্রীমূর্ত্তেরপি সকাশাৎ তদন্তে প্রত্যাহারোক্তিঃ কেবলাভেদোপাসকং প্রতি ব্যবস্থাপিতা ভবতীত্যপ্যনুসন্ধেয়ম্। অত্র "তদ্বিশ্বরূপরূপম্" ইত্যেতৎ পদ্যং মূর্ত্তপরমেবেতি জ্ঞেয়ম্।

"সমস্তশক্তিরূপাণি যত্‌করোতি নরেশ্বর
দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাখ্যা চেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া।" (বি, পুঃ ৬।৭।৭১)

ইত্যনন্তরবাক্যবলাৎ, যতঃ প্রথমস্য তৃতীয়ে—

"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ" (ভাগ, ১।৩।২)

ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণস্য মূর্ত্তস্যৈব তত্তদবতারিত্বং দর্শিতম্—

"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্" (ভাগ. ১।৩।৩৫)

ইতি। তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যমিতি পঠন্তিঃ শ্রীরামানুজচরণৈরপি মূর্ত্তপরত্বেনৈব ব্যাখ্যাতম্। বিশ্বরূপাদ্বৈরূপ্যং বৈলক্ষণ্যং যত্র তদ্বিশ্বলক্ষণং মূর্ত্তং স্বরূপমিতি। তদেবং তস্য বস্তুনঃ শ্রীমূর্ত্ত্যাত্মকত্ব এব সিদ্ধে যৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদিলক্ষণা মূর্ত্তিঃ শ্রূয়তে সাপি পূর্ব্বোক্তলক্ষণায়াঃ শ্রীমূর্ত্তের্নপৃথগিতি বিভুত্বপ্রকরণান্তে ব্যঞ্জিতমেব। যত্তু—

"বৃহচ্ছরীরোঽভিবিমান রূপো
যুবাকুমারত্বমুপেয়িবান্ হরিঃ।
রেমে শ্রিয়াঽসৌ জগতাং জনন্যা
স্বজ্যোৎস্নয়া চন্দ্র ইবামৃতাংশুঃ ॥"

ইতি—পাদ্মোত্তরখণ্ড বচনম্, অত্র পরব্রহ্মস্বরূপশরীরঃ সর্ব্বতোভাবেন বিগতপরিমাণোঽপি নিত্যং কৈশোরাকারমেব প্রাপ্তঃ সন্ শ্রিয়া সহ রেমে ইত্যর্থঃ।

উপেয়িবান্—ইত্যুক্তাবপি নিত্যত্বমপহতপাপ্মেতিবৎ। তত্রৈব তদীয়তচ্ছ্রীমূর্ত্ত্যাধিষ্ঠাতৃক-ত্রিপাদ্বিভূতেরপি প্রবট্টকেন বাক্যসমূহকেন পরমনিত্যতাপ্রতিপাদনাৎ। তথাচোক্তম্ তত্রৈব—

"অচ্যুতং শাশ্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাশ্রিতম্।
নিত্যং সম্ভোগমীশৈর্য্যা শ্রিয়াভূম্যা চ সংবৃতম্ ॥"

ইতি। তস্মাৎ শ্রীভগবান্ যথোক্তলক্ষণ এব। স এব বদন্তীত্যস্য—মুখ্যার্থভূতং মূলং তত্ত্বমিতি পর্য্যবসানম্। তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারায়ণীয়োপাখ্যানে—

"তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্ব্বতোমুখৈঃ
তত্ত্বমেকো মহাযোগী হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।" ইতি।

নারায়ণীয়োপনিষদি চ—

"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্"

ইতি। অত্র শ্রীরামানুজোদাহৃতাঃ শ্রুতয়শ্চ—

"যস্য পৃথিবী শরীরম্ ইত্যারভ্য—এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ"—

ইত্যাদ্যা বহ্ব্যঃ ইহ শ্রীভগবদংশভূতানাং পুরুষাদীনাং পরমতত্ত্ববিগ্রহতাসাধনং বাক্যজাতমপি তস্যাংশিন-স্তদ্রূপবিগ্রহত্বং কৈমুত্যেনাভিব্যনক্তি—ইতি পূর্ব্বত্র চোত্তরত্র চ গ্রন্থে তথোদাহরণানি। বিষ্ণুপুরাণে তু সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্তমধিকৃত্য তথোদাহরণম্—

"যে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষবস্থিতে॥
অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ।" (বি, পু, ১।২২।৫৩)

ইত্যুক্ত্বা জগন্মধ্যে ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশ রূপাণি চ পঠিত্বা পুনরুক্তম্—

"তদেতদক্ষরং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্।
আবির্ভাবতিরোভাব জন্মনাশবিকল্পবৎ॥" (বিপু, ১।২২।৫৮)

ইতি। তদেতদক্ষরাখ্যং পরব্রহ্ম নিত্যম্, অখিলং জগত্তু আবির্ভাবাদিভেদবদিত্যর্থঃ। তত্রাবির্ভাবতিরোভাবৌ শ্রীবিষ্ণুতদংশানাং। জন্মনাশৌ ত্বন্যেষাম্। অতো জগত্ত্যাবির্ভাবাদিকত্বেনৈব পূর্ব্বেষাং (ব্রহ্মাদীনাং) তদন্তঃপাতব্যপদেশো ন বস্তুত ইত্যর্থঃ। অথ সদা স্বধাম্নি বিরাজমানত্বেন ক্ষররূপতো মূর্ত্তত্বাদিনা চাক্ষরতোঽপি বিলক্ষণং তৃতীয়ং রূপং ভগবতঃ পরমং স্বরূপমিতি পুনরুচ্যতে।

"সর্ব্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোঽপরম্।
মূর্ত্তং তদ্‌যোগিভিঃ পূর্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে॥
স পরঃ সর্ব্বশক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ।
মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ো হরিঃ।
তত্র সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চৈবাখিলং জগৎ॥" (বিপু, ১।২২।৬১-৬২)

ইতি—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বং যোগিভিশ্চিন্ত্যতে। তথা ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ উপাসনানুক্রমেণ যথৈবাক্ষরাদনন্তরং তদুক্তং তথা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদ্যনুসারেণ ব্রহ্মসাক্ষাৎ কারানন্তরাবির্ভাবী চ স ইত্যর্থঃ। যতঃ সর্ব্বাসাং শক্তীনাং স্বরূপভূতাদীনাং পরমাশ্রয়ঃ। অতএব সর্ব্বব্রহ্মময়োঽখণ্ড-ব্রহ্মস্বরূপশ্চ। অক্ষরাখ্যস্য পূর্ব্বস্য শক্তিহীনত্বেন খণ্ডত্বাৎ। যদ্বা অতএব সর্ব্ববেদবেদ্য ইত্যর্থঃ। তত এব চ তত্র সর্ব্বমিত্যাদীতি। এবং

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ (গীতা ১৫।১৮,)

ইত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদি যোজ্যা। অত্র যদ্যপি "কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" ইত্যক্ষরশব্দেন শুদ্ধজীব এব প্রস্তূয়তে তথাপি পরব্রহ্ম চ লক্ষ্যম্। "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম"—ইতি তচ্চ তত্র পূর্ব্বোক্ত-মিতি।• অনয়োশ্চিন্মাত্র বস্তুত্বেনৈকার্থত্বাদিতি। তদেতদভিপ্রেত্য,—

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ"—ইত্যাদৌ মূর্ত্তস্যৈব স্বয়ংভগবত এব লক্ষণত্বং (তল্লক্ষ্যত্বং) সাক্ষাদেবাহ "তত্ত্বং পরং যোগিনাম্" ইতি। যোগিনাং চতুঃসনাদীনাম্॥ শ্রীশুকঃ॥৯৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যাঁহাতে দেশতঃ কালতঃ শক্তিতঃ পরম বৃহৎ রূপ গুণাদিসকল অবস্থিত সেই সর্ব্বপ্রকার-পরম বৃহত্ত্বের সামান্যাকারে সত্তামাত্রের দ্যোতক অঙ্গজ্যোতিরও বৃহত্ত্বহেতু ব্রহ্মত্ব বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে

ব্রহ্মত্বের মুখ্য প্রবৃত্তি যাঁহাতে সর্ব্বপ্রকারের বৃহত্ত্বধর্ম্ম অবস্থিত তাঁহাতেই (শ্রীভগবানেই) হইতেছে। উক্ত বৃহত্ত্ব ধর্ম্মের দ্বারা যাঁহাকে ব্রহ্মনামে অভিহিত করা হয়, তিনি যে নির্ব্বিশেষ নহেন তাহাও এস্থলে ব্যক্ত হইতেছে, কারণ যখন বড় বলিতেছি তখনই তাহাতে ধর্ম্মের আপতন স্বতঃই হইতেছে, "মহতো মহীয়ান্" শ্রুতি তাঁহার এই বৃহত্ত্বেরই দ্যোতক। পুনশ্চ যখন "অণোরণীয়ান্" শ্রুতি পঠিত হইবে, তখনই বিরুদ্ধ অণুত্ব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি ব্যতিরেকে অসম্ভব হওয়ায়, বাধ্য হইয়া শক্তি স্বীকার করিতেই হইতেছে, সুতরাং ব্রহ্মত্বের মুখ্য প্রবৃত্তি শ্রীভগবানে স্বীকার করিতেই হইবে। লৌকিক ব্যবহারে আমরা যে মানুষকে বড়লোক—পদে অভিহিত করি তাঁহার সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা বৃহদাকার দেখিয়া বড়লোক আখ্যা দিইনা, ধনাদিসম্পদশালী পুরুষকে যেমন বড়—এই আখ্যা প্রদান করা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম পক্ষেও জানিতে হইবে। ব্রাহ্মে যথা—"আনন্দ ইত্যাদি পদের দ্বারা অভিহিত সেই অনন্ত শ্রীভগবানই ব্রহ্ম, এই অনন্ত আনন্দাদি পদের উপচার হইতে, এক বিষ্ণুই (অর্থাৎ সর্ব্বত্রানুপ্রবিষ্ট ব্যাপক—বিষ্ণুই) এখানে অভিহিত হইয়া থাকেন।" অর্থাৎ অনন্ত আনন্দাদি গুণযুক্ততা হেতু ব্রহ্ম নামে কথিত। পাদ্মে যথা "অপরিমিত গুণশালীত্ব নিবন্ধন তাঁহার গুণসকল পৃথগ্‌ভাবে বর্ণন করিতে অক্ষম হইয়া এক ব্রহ্ম শব্দের উচ্চারণে অনন্ত সকল গুণেরই গ্রহণ হয়, একারণ ব্রহ্ম শব্দ বিষ্ণুরই বিশেষণ হইতেছে, যেহেতু বিভু (ব্যাপক) শ্রীভগবান বিষ্ণু ব্যতিরেকে, অন্যে এই অমিত গুণের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব এখানে এই মহাপ্রকরণের (অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বের) নির্গলিত যাথার্থ্যতা যথা—যাহা অদ্বয় জ্ঞান উহাই তত্ত্ব—তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা, বলিয়া থাকেন, বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে উপলভ্যমানাবস্থাই—ব্রহ্ম নামে কথিত, এবং বৈশিষ্ট্যের সহিতই তিনি ভগবান্। সেই ভগবান্ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট— শ্রীমূর্ত্ত্যাত্মক, কিন্তু প্রাকৃত মনুষ্যাদিবৎ কেবল মূর্ত্ত নহেন। হে ভূপ! সেই ব্রহ্ম মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পর ও অপর রূপে চতুর্ব্বিধ" এখানে উক্ত সেই ব্রহ্ম মূর্ত্তির চতুর্ব্বিধত্ব স্বীকার কারীগণ যদি অমূর্ত্তত্বকেও পৃথক ভাবে অঙ্গীকার করেন তাহা হইলে ব্রহ্মত্ববৎ উহাও উপাসকের যোগ্যতার অনুরূপেই হইবে। অপিচ যাহার সমীচীনা ভক্তি আছে, তাহার নিকট শ্যামসুন্দর কখন চতুর্ভুজ কখন দ্বিভুজরূপে পরা-মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। যাহার অহংোপাসনা তাহার সম্বন্ধে অপর মূর্ত্তি পাতাল পাদাদি কল্পনাময়ী বিরাট মূর্ত্তিতে; যাহাদের কেবল রূক্ষ জ্ঞানমার্গে উপাসনা তাহাদিগের সম্বন্ধে পর—অর্থাৎ অমূর্ত্তত্ব লক্ষণ ব্রহ্মাকারে; যাহাদিগের জ্ঞান প্রচুরা ভক্তি বিদ্যমান তাহাদিগের সম্বন্ধে অপর রূপে অর্থাৎ জগৎস্রষ্টৃত্ব লক্ষণ ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই ঈশ্বরাবির্ভাবের অপরত্ব—ব্রহ্মবৎ মূর্ত্তত্বানপেক্ষ্য নহে জানিবে এবং এই পর—শব্দ এখানে শ্রেষ্ঠত্ব বিবক্ষায় উক্ত নহে; অথবা পরমূর্ত্তি অপেক্ষা অপর অর্থাৎ পৃথক অর্থেই অপর শব্দের উল্লেখ। বিষ্ণুপুরাণে উহার পরেই উক্ত হইয়াছে—"বিশ্বরূপ—রূপে শ্রীহরির অন্য একটী মহৎ রূপ" অতএব উক্ত রূপেও সমস্ত বিশ্বের অধিষ্ঠানতা বশতঃ উহারও নিত্যত্ব এবং বিভুত্ব জানিবে। কারণ তৎপরবর্ত্তি পদ্যে মূর্ত্তিমৎ শ্রীভগবানের রূপ—সর্ব্ববিধ হেয়গুণাতীত" স্বামিপাদ পূর্ব্ব শ্লোকের টীকায় আভাস দিয়াছেন "ভগবন্মূর্ত্তিধারণমেব দৃঢ়ী করোতি অতেচেতি যাত্যাং।" সর্ব্বাপাশ্রয়-নিস্পৃহ—শব্দের প্রতি বাক্যে বলিয়াছেন—আশ্রয়নীয়েষু অর্থেষু নিস্পৃহং পরমানন্দরূপত্বাৎ।" সুতরাং উপাধি শূন্যই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মভূত তাঁহাকে চিন্তা করিবে—এখানে উহার-পর ব্রহ্ম-লক্ষণতা উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব পদ্যে ত্রিভাব-ভাবনার অতীত অর্থাৎ—

"তদাশ্রয়ঃ স্বচিত্তস্ত সর্ব্বগস্ত তথাত্মনঃ ত্রিভাব ভাবনাতীত"

এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—সর্ব্বগস্ত আত্মনঃ পরব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয় প্রতিষ্ঠা তদুক্তং ভগবতা—"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।" ইত্যাদি এখানে উক্ত সর্ব্বগ শ্রীভগবানের ধারণা যে ত্রিবিধ ভাবনায়—অর্থাৎ ১। প্রসিদ্ধ কর্ম্মময়, ২। জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়ময়, ৩। কেবল-জ্ঞানময়, পরতত্ত্ব লক্ষণত্ব রূপে এই ভাবনাত্রয়ের অতীতত্ব থাকিলেও উহাতে কেবল ভক্তিতে আবির্ভূত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন, ইহা মূর্ত্তিমৎ শ্রীভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। অতএব বলা হইয়াছে "তদাশ্রয় স্বচিত্ত সর্ব্বগ পরমাত্মাও আমার শ্রীভগবান।"

শ্রীমূর্ত্তি হইতে—কেবল অভেদোপাসকেরই যে প্রত্যাহার ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ইহাও অনুসন্ধেয়। এখানে পূর্ব্বোক্ত বিশ্বরূপ রূপাদি—এই পদ্য যে শ্রীভগবন্মূর্ত্তিপরই তাহা জানিবে। যেহেতু ঐ দ্বিতীয় চরণে—সমস্ত শক্তিরূপাণি—দেবতির্য্যঙ্‌ মনুষ্যাদি সমস্তই যাঁহার শক্তিরূপ এবং ইহাদিগের সকলকে যিনি স্বীয় লীলায় সচেষ্ট করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বীয়া জগল্লীলা শক্তিতে অনায়াসে চেষ্টাদি ব্যাপার বিশিষ্ট করিয়াছেন। গর্ভোদকশায়ী যাঁহারা—ইত্যাদি প্রথম স্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়োক্ত্য-নুসারেও মূর্ত্তিমৎ যোগনিদ্রাশায়ী পুরুষেরই সেই সেই অবতারিত্ব দেখান হইয়াছে। "ইহাই নানাবতারের বীজ—আশ্রয়" ইত্যাদি শ্লোক অবতারিত্বপর। তদ্বিশ্বরূপ বৈরূপ্যং—ইতাদি শ্লোক পাঠকারী শ্রীরামানুজাচার্য্যও মূর্ত্তিপরস্বরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বিশ্বরূপ হইতে বিলক্ষণ স্বভাব হইলেও এই বিশ্বলক্ষণ মূর্ত্তি হইয়াছে, স্বরূপ যাঁহার, অতএব সেই অদ্বয় বস্তুর মূর্ত্ত্যাত্মকতা সিদ্ধ হইতেছে যেহেতু শ্রীভগবৎস্বরূপই সমস্ত শক্তি প্রাদুর্ভাবের কর্ত্তা—সর্ব্বতঃ পাণিপাদ লক্ষণা সর্ব্ব মূর্ত্তির বিষয় যাহা শোনা যায়; উহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত শ্রীমূর্ত্তি হইতে পৃথক নহে, তাহা বিভুত্ব—প্রকরণের অগ্রে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। পাদ্মোত্তরখণ্ডে যথা—বৃহৎ শরীরাভিমানবিগতরূপ যুবা কুমারত্বকে স্বীকার করিয়া, শ্রীহরি অমৃতাংশু চন্দ্র যেমন স্বীয় জ্যোৎস্নার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তদ্রূপ জগজ্জননী লক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এখানে পরব্রহ্ম-স্বরূপ-শরীর সর্ব্বতোভাবে বিগত পরিমাণ হইলেও, নিত্য কৈশোরাকার ধারণে লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য। উপেয়িবান—পদের উক্তি থাকিলেও নিত্য কৈশোরের বাধ হয় না, যেমন অপহত পাপ্মা—পদে নিত্য পাপ রাহিত্যের বোধ হইয়া থাকে, ইহাও তদ্বৎ জানিবে। শ্রীমূর্ত্ত্যধিষ্ঠাতৃক-ত্রিপাদ্‌ বিভূতির প্রতিপাদক বাক্য সমূহের দ্বারা পরম নিত্যতা প্রতিপাদিত হওয়ায়, এখানেও উহার নিত্যত্ব অবাধিত জানিতে হইবে। উক্ত শ্রুতিতেই—"অচ্যুত, শাশ্বত, দিব্য, সদা যৌবন আশ্রিত শ্রী ও ভূ-শক্তি সংবৃত—ঈশ্বরী সহ নিত্য সম্মিলিত" ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহের তাৎপর্য্যে যথোক্ত লক্ষণ অর্থাৎ অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিশালী নিত্য লীল, নিত্য কৈশোরবয়ঃ সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি-শ্রীভগবান অতএব বদন্তি-তৎতত্ত্ববিদঃ—এই শ্লোকোক্ত মুখ্যার্থভূত অদ্বয় তত্ত্বই শ্রীভগবান—ইহা পর্য্যবসিত হইতেছে।

মোক্ষধর্ম্মের নারায়ণীয়োপাখ্যানের উক্তি যথা—"তত্ত্ব জিজ্ঞাসু জনগণের সর্ব্বতোমুখিন্‌ হেতু সকলের দ্বারা মহাযোগী প্রভু নারায়ণ শ্রীহরিই একমাত্র তত্ত্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছেন।"

নারায়ণোপনিষদে যথা—"নারায়ণই পরব্রহ্ম, প্রভু, নারায়ণই পরতত্ত্ব।" শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদোদাহৃত শ্রুতি যথা—পৃথিবী যাঁহার শরীর—যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা দিব্য দেব নারায়ণ—ইত্যাদি। এখানে শ্রীভগবানের অংশভূত পুরুষাবতারগণের পরতত্ত্ব ও নিত্য শ্রীবিগ্রহত্বের সাধক বাক্যজাত হইতে কৈমুতিক ন্যায়ে উক্ত পুরুষাবতারাদির অংশী পুরুষের তদ্রূপতা (পর তত্ত্ব) নিত্যচিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহত্বও অভিব্যক্ত হইয়াছে; ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, উত্তরত্রও বিশেষ ভাবে উদাহৃত হইবে। বিষ্ণুপুরাণে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যথা—"সেই পরব্রহ্মের দুইটি রূপ একটি মূর্ত্ত অপরটি অমূর্ত্ত উহা সর্ব্বভূতে অবস্থিত ক্ষর ও অক্ষর স্বরূপ; সেই পরব্রহ্ম অক্ষর, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, ক্ষর।" ইহার পর জগৎ মধ্যে—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ঈশ—রূপাদি পাঠ করিয়া পুনশ্চ উক্ত হইয়াছে—

"হে মুনিবর! এই পুরুষ অক্ষর নিত্য কখন কখন ইঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে, অখিল জগৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। এই অক্ষরাখ্য পরব্রহ্ম নিত্য, অখিল জগৎ আবির্ভাব—জন্মনাশাদিভেদবৎ।" এখানে জগৎকে আবির্ভাবাদিভেদবৎ বলায়; জগতের সৃষ্টি পালনাদি কার্য্যে শ্রীবিষ্ণুর অংশভূত অবতারাদির আবির্ভাব তিরোভাব, এবং তদন্ত স্থূলত্ব—জগতের জন্ম-নাশ। অতএব জগতে আবির্ভাবাদিকে লইয়া, ব্রহ্মাদির তদন্তঃপাতব্যপদেশ বস্তুতঃ নহে।

এক্ষণে স্বধামে নিত্য বিরাজমান ক্ষর রূপ হইতে এবং মূর্ত্তত্ব হেতুক অক্ষর হইতে বিলক্ষণ স্বভাব অর্থাৎ ক্ষরাক্ষরাতীত তৃতীয়-স্বরূপই শ্রীভগবানের পরম-স্বরূপ যাহা তাঁহার নিত্যধামে বিরাজিত, ইহাই পুনরালোচিত হইতেছে।

যোগারম্ভে যোগিগণ ব্রহ্মের অপর (শ্রেষ্ঠ) স্বরূপভূত সর্ব্বশক্তিময় বিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া থাকেন। সকল ব্রহ্ম-শক্তির মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তিনিই ঘনীভূত-ব্রহ্মমূর্ত্তি শ্রীহরি; যেহেতু সর্ব্বব্রহ্মময়, অর্থাৎ যাহা (বৃহত্ত্ব) লইয়া ব্রহ্ম—ঐ সর্ব্ববিধ বৃহত্ত্বের যিনি আশ্রয় বা যেখানে উহার পর্য্যবসান। অখিল জগতে যিনি কার্য্যতঃ, কারণতঃ, উপাদানতঃ, শক্তিতঃ, ওতঃপ্রোতঃ রহিয়াছেন, উক্তাবস্থার পরিজ্ঞানই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান। সুতরাং সর্ব্বশক্তিময় বিষ্ণুকে ব্রহ্মের অপর স্বরূপ বলা হইয়াছে, ন—পর-অপর, যদপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই। স্বামিপাদ ব্যাখ্যা যথা—"অপরং—যদপেক্ষা ন বিদ্যতে পরং যস্মাৎ তদপরং শ্রেষ্ঠং রূপম্"। এই রূপ যোগিগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে চিন্তা করেন; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম উপাসনার সামান্যাকারে ব্রহ্মজ্ঞান, পরে উপাসনার অনুক্রমে অক্ষরজ্ঞান, তদনন্তর সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বা সর্ব্বশক্তিময় বিষ্ণুর জ্ঞান। গীতার ভগবদুক্তিতেও তাহাই পাওয়া যায়—ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা সাধক—ইত্যাদি বাক্যানুসারে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কারের অনন্তর- আবির্ভাবী ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রীমূর্ত্তি শ্রীভগবান্। যেহেতু তিনিই স্বরূপভূত সকল শক্তির পরম আশ্রয়। অতএব সর্ব্বব্রহ্মময়—অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ—ইত্যাদি সকল বাক্যই সঙ্গত হইতেছে। সুতরাং অক্ষরাখ্য পূর্ব্বানুভূত ব্রহ্মের শক্তিহীনতা বশতঃ খণ্ডত্ব স্পষ্টই সুসিদ্ধ হইতেছে। অথবা যিনি সর্ব্ববেদবেদ্য—তিনি পরিপূর্ণ, তদিতরের খণ্ডত্ব। সেই জন্য তাঁহাতেই (শ্রীভগবানেই) সর্ব্ব প্রকারের বৃহত্ত্বাদি "এই প্রকারে আমি ক্ষরাতীত অক্ষর হইতেও উত্তম, আমি বেদে ও লোকে পুরুষোত্তম—নামে খ্যাত" ইত্যাদি গীতোপনিষদ বাক্যও যোজনীয়। এখানে যদিচ—কূটস্থকেই অক্ষর বলে—এই বাক্যে অক্ষর শব্দে শুদ্ধজীবই প্রস্তুতার্থ, তথাপি পরব্রহ্মও উহার লক্ষ্য, কারণ "অক্ষরই পরম-ব্রহ্ম"—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চিন্মাত্র বস্তুত্বে একার্থতা নিবন্ধন শুদ্ধ-জীব ও পরব্রহ্মের অক্ষরত্ব সুব্যক্ত।

শ্রীভগবানে তাঁহার অংশভূত পুরুষাবতারাদি, অসম্যক আবির্ভাব—ব্রহ্ম পরমাত্মাদি সকলেই অবস্থিত আছেন, এবং সাধক স্বীয় সাধনানুসারে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিতে সকলই দেখিয়া থাকেন, উহা কংস সভায় প্রবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই সুব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

"অগ্রজের সহিত রঙ্গ স্থলে প্রবিষ্ট শ্রীভগবানকে মল্লগণ বজ্রসম, সাধারণ মনুষ্যেরা নরশ্রেষ্ঠ রূপে, স্ত্রীগণ মূর্ত্তিমান কন্দর্পস্বরূপে, গোপগণ স্বজন রূপে, উন্মার্গগামী রাজাগণ তাহাদিগের শাস্তা রূপে, পিতা মাতা স্বীয় পুত্ররূপে, ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুর মূর্ত্তিরূপে, অজ্ঞগণ বিরাট রূপে, যোগিগণ পরতত্ত্ব রূপে, বৃষ্ণিবংশীয়গণ পরদেবতা রূপে দেখিয়া ছিলেন।"

এখানে শ্রীভগবান যে সর্ব্বরস-স্বরূপ তাহাও সুব্যক্ত হইয়াছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণকেই যোগিগণ পরতত্ত্ব রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে যোগিগণ বলিতে তত্ত্ববেত্তা চতুঃসনাদিকেই বুঝিতে হইবে। ইহা শ্রীশুকদেবের উক্তি॥ ৯৩॥

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতস্য নিগমকল্পতরুপরমফলভূতস্য শ্রৈষ্ঠ্যেসত্যপি তথাভূতস্যাপি ভগবদাখ্য পরমতত্ত্বস্যাকর্ষবিদ্যারূপত্বাদেব পরমশ্রৈষ্ঠ্যমাহ—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥" (ভাগ, ১।১।২)

অত্র বস্তাবদ্ধর্ম্মো নিরূপ্যতে স খলু

"সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" (ভাগ, ১।২।৬)

ইত্যাদিকয়া—

"অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥" (ভাগ, ১।২।১৩)

ইত্যন্বয়া রীত্যা ভগবৎ সন্তোষণৈকতাৎপর্য্যেণ শুদ্ধভক্ত্যুৎপাদকতয়া নিরূপণাৎ পরম এব। যতঃ সোঽপি তদেকতাৎপর্য্যত্বাৎ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ তথাভূতঃ। প্র—শব্দেন সালোক্যাদিসর্ব্বপ্রকারমোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। যত এবাসৌ তদেকতাৎপর্য্যত্বেন নির্ম্মৎসরাণাং ফলকামুকত্বেব পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানামেব, তদুপলক্ষণত্বেন পশ্বালম্ভনে দয়ালুনামেব চ সতাং স্বধর্ম্মপরাণাং বিধীয়তে ইতি এবমীদৃশং স্পষ্টমনুক্তবতঃ কর্ম্মশাস্ত্রাদুপাসনাশাস্ত্রাচ্চাস্য তত্তৎ প্রতিপাদকাংশে শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তম্ উভয়ত্রৈব ধর্ম্মোৎপত্তেঃ।

তদেবং সতি সাক্ষাৎ কীর্ত্তনাদিরূপস্য বার্ত্তা তু দূরত এব আস্তামিতি ভাবঃ। অথ জ্ঞানকাণ্ড-শাস্ত্রেভ্যোঽপ্যস্য পূর্ব্ববৎ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—বেদ্যমিতি। ভগবদ্‌ভক্তিনিরপেক্ষপ্রায়েষু তেষু প্রতিপাদিতমপি—"শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য" ইত্যাদি ন্যায়েন বেদ্যং নিশ্চয়ং ন ভবতীত্যত্রৈব বেদ্যমিত্যর্থঃ। তাপত্রয়মুন্মূলয়তি তন্মূলভূতাবিদ্যাপর্য্যন্তং খণ্ডয়তীতি তথা শিবং পরমানন্দং দদাত্যনুভাবয়তীতি তথা। অন্যত্র মুক্তলবমুভবামননে হি-অপুরুষার্থত্বাপাতঃ স্যাৎ ইতি তন্মননাদত্র তু বৈশিষ্ঠ্যমিতি। ন বাস্য তত্তদ্দুর্লভবস্তুসাধনত্বে তাদৃশনিরূপণসৌষ্ঠবমেব কারণম্ অপি তু স্বরূপমপীত্যাহ শ্রীমদ্ভাগবতে—ইতি। শ্রীভাগবতত্বং ভগবৎ প্রতিপাদকত্বং শ্রীমত্ত্বং শ্রীভগবন্নামাদেরিব তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তিমত্ত্বম্। নিত্যযোগে মতুপ্। অতএব সমস্ততয়ৈব নির্দ্দিশ্য নীলোৎপলাদিবন্নামত্বমেব বোধিতম্। অন্যথা হ্যবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষঃ স্যাৎ। অত উক্তং শ্রীগারুড়ে—

"গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।"

ইতি টীকাকৃদ্ভিরপি শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুঃ—ইতি। অতঃ কচিৎ কেবলভাগবতাখ্যত্বন্তু সত্যভামা ভামা ইতিবৎ। তাদৃশ প্রভাবত্বে কারণং পরমশ্রেষ্ঠ-কর্ত্তৃকত্বমপ্যাহ, মহামুনিঃ শ্রীভগবান্ তস্যৈব পরমবিচার-পারংগত মহাপ্রভাবগণ-শিরোমণিত্বাচ্চ।

"স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ" ইতি শ্রুতেঃ তেন প্রথমং চতুঃশ্লোকী রূপেণ সংক্ষেপতঃ প্রকাশিতে। কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়ম্—ইত্যাদ্যনুসারেণ সম্পূর্ণ এব বা প্রকাশিতে। তদেবং শ্রৈষ্ঠ্যজাতমন্যত্রাপি প্রায়ঃ সম্ভবতু নাম? সর্ব্বজ্ঞানশাস্ত্রপরমজ্ঞেয় পুরুষার্থশিরোমণিশ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারস্ত্বত্রৈব সুলভ ইতি বদন্ সর্ব্বোর্দ্ধপ্রভাবমাহ কিং বেতি, পরৈঃ শাস্ত্রৈস্তদুক্তসাধনৈর্বা ঈশ্বরো ভগবান হৃদি কিংবা সদ্য এবাবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে। বা—শব্দঃ কটাক্ষে, কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব। অত্র তু শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিরেব তৎক্ষণাদবরুধ্যতে। ননু ইদমেব তর্হি সর্ব্বে কিমিতি ন শৃণ্বন্তি তত্রাহ কৃতিভিরিতি সুকৃতিভিরিত্যর্থঃ। শ্রবণেচ্ছা তু তাদৃশসুকৃতিং বিনা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। অথবা অপরৈর্ম্মোক্ষপর্য্যন্তকামনা-রহিতেশ্বরারাধনলক্ষণধর্ম্মব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদিভিরুক্তৈরনুক্তৈর্ব্বা সাধ্যৈ স্তৈরত্র কিংবা কিয়দ্বা মাহাত্ম্যমুপ-পন্নমিত্যর্থঃ। যতো য ঈশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিৎ তত্তৎ সাধনানুক্রমলব্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ সদ্যস্তদেকক্ষণমেব ব্যাপ্য হৃদি স্থিরীক্রিয়তে স এবাঽত্র শ্রোতুমিচ্ছুভিরেব তৎক্ষণমারভ্য সর্ব্বদৈবেতি। তস্মাদত্রকাণ্ডত্রয়-রহস্যস্য প্রব্যক্তপ্রতিপাদনাদের্বিশেষতঈশ্বরাকর্ষিবিদ্যারূপত্বাচ্চ ইদমেব সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠম্।

অতএব অত্র—ইতি পদস্য ত্রিরুক্তিঃ কৃতা। সা হি নির্দ্ধারণার্থেতি। অতো নিত্যমেতদেব সর্ব্বৈরেব শ্রোতব্যমিতিভাবঃ। শ্রীবেদব্যাসঃ শ্রীশুকম্॥ ৯৫॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব যেরূপ কল্পবৃক্ষের উপাদেয়ফলভূত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা বিদ্যমান থাকিলেও ভগবদ্ব্যাখ্যাপরতত্ত্বের আকর্ষক-বিস্তাররূপতা বশতঃ, উহার পরম-শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলা হইতেছে। "এই শ্রীমদ্ভাগবতে ফলাভিসন্ধান রহিত নির্ম্মৎসর সাধুগণের আচরিত পরম ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। যাহার ফলে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উন্মূলিত হইয়া পরম মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। মহামুনি বেদব্যাস রচিত এই শ্রীমদ্ভাগবত শুশ্রূষুগণের হৃদয়ে সদ্য (তৎক্ষণাৎ) শ্রীভগবান অবরুধ্য হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা।

এখানে এমন ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে যাহা সর্ব্বাপেক্ষাশ্রেষ্ঠপুরুষগণের (জীব) আচরিত ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম যাহাতে অধোক্ষজ শ্রীভগবানে ভক্তি হইয়া থাকে। ইত্যাদি ক্রমে—"অতএব হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! বর্ণাশ্রমবিভাগানুসারে স্বীয়াচরিত ধর্ম্মের সেই খানেই সাফল্য, যাহাতে শ্রীহরির তুষ্টি হয়।" ইত্যাদি উক্তির অনুসারে শ্রীভগবৎ সন্তোষই ধর্ম্মের একমাত্র তাৎপর্য্য, ইহা হইতে শুদ্ধভক্তির উৎপাদক রূপে নিরূপিত হওয়ায়, উহার উৎকর্ষতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে এই ভাগবতের তাৎপর্য্যই উক্ত শ্রীহরি তোষণে, প্রোজ্ঝিতকৈতব—প্রকৃষ্ট রূপে উজ্ঝিত হইয়াছে কৈতব—ফলকামনা রূপ কপটতা যাহা হইতে (যেধর্ম্মে বা গ্রন্থে) এমন এই শ্রীভাগবত। প্র—শব্দে—সালোক্যাদি সর্ব্ব রকমের মোক্ষাভিসন্ধিও নিরস্ত হইয়াছে, কারণ মোক্ষলাভ বাসনাও কামনা মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়. শুদ্ধাভক্তি কামনা ব্যতিরেকে নির্ম্মৎসর হইতে পারে না, অপরের উৎকর্ষ (যেকোন প্রকারের ভাল অবস্থা সহ্য করিতে না পারাকে মৎসর বলে) সুতরাং অপরের মুক্তি বা কোন জাতীয় সুখভোগাদি দেখিয়া ফল কামী ব্যক্তির চিত্তে মৎসর আসে সেইজন্য মৎসর শূন্য সাধুজনাচরিত ধর্ম্ম, এইরূপউক্তিকে উপলক্ষ করিয়া পশু-হত্যায় দয়ালু স্বভাব ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ সাধুগণের সম্বন্ধেও ইহা বিহিত হইয়া পড়িতেছে। ইহারস্পষ্টতঃ উক্তি না থাকিলেও কর্ম্ম ও উপাসনা শাস্ত্রের অপেক্ষায় দয়ালুত্বাদি প্রতিপাদকাংশে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইতেছে, কারণ উভয়ত্রই ধর্ম্মোৎপত্তিবিদ্যমান। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কীর্ত্তনাদি রূপ ভক্তির আর কথাকি! একণে জ্ঞানকাণ্ড শাস্ত্র হইতেও ইহার পূর্ব্ববৎ বৈশিষ্ট্য বলা হইয়াছে—বেদ্যং—এই পদ হইতে, ভগবদ্ভক্তিনিরপেক্ষপ্রায়—জ্ঞানকাণ্ড শাস্ত্রে তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইলেও "অশেষ মঙ্গলের নিদান ভূতা ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া" ইত্যাদি ব্রহ্মার স্বমুখোক্ত ন্যায়ানুসারে ঈশ্বর বেদ্য হন না; ইহাই পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে বেদ্য হন। অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের সে সামর্থ্য আছে যাহার অনুশীলনে পরতত্ত্ব স্বয়ংই বেদ্য হন শ্রীভাগবত বা তৎপ্রতিপাদিত ভক্তির ফলে শ্রীভগবানের স্বরূপের সম্যক্ উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাপত্রয়কে উন্মূলিত করে—অর্থে তাপত্রয়ের মূল ভূতা অবিদ্যা পর্য্যন্ত নষ্ট করে। এবং তাহার স্থলে শিব কল্যাণ পরমানন্দানুভব করাইয়া থাকে। অন্যত্র মুক্তিতে পরমানন্দানুভবের মনন না থাকায়, উহার অপুরুষার্থত্বাপাত হয়, সুতরাং পরমানন্দানুভব জনিত মনন হেতু ইহার বৈশিষ্ট্য হইয়াছে।

সেই সেই দুর্ল্লভ বস্তুর (অবিদ্যানাশ পরমানন্দানুভবাদির) সাধন বিষয়ে এই ভাগবত শাস্ত্র যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, উক্ত নিরূপণ সৌষ্ঠবই তৎপক্ষে কারণ,—ইত্যাকার আশঙ্কা নিরাসার্থ "শ্রীমদ্ভাগবতে" এই পদবিন্যাস করিয়া, ভাগবতের স্বরূপেরও কারণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতত্ব—যাহার ভগবৎ প্রতিপাদকতা শক্তি আছে, শ্রীমত্ত্ব—শ্রীভগবানের নামাদিবৎ স্বাভাবিক শক্তিমত্ত্ব—শ্রীশব্দ শক্তিবাচক উহার উত্তর নিত্য যোগে মতুপ্ প্রত্যয় করিয়া শ্রীমৎ শব্দ হওয়ায়, স্বাভাবিক ভগবত-তত্ত্ব প্রতিপাদক শক্তিমত্ত্ব, অর্থই এখানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব নীলোৎপলাদি শব্দ যেমন সমস্ত রূপেই অর্থের বোধক তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত রূপেই তাঁহার নামাদিরই বোধক জানিবে—অন্যথা অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণে যথা—"অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যগ্রন্থ" টীকাকারগণের উক্তি যথা—"শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য সুরতরু", কোথাও কেবল ভাগবত—নামে অভিহিত দেখা যায়, উহা সত্যভামা বা ভামা যেমন তদ্রূপ জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত প্রভাব সম্বন্ধে, উহার কর্ত্তৃগত শ্রেষ্ঠতাও উক্ত হইয়াছে যথা—মহামুনিঃ শ্রীভগবান্ তাঁহারই পরম বিচারের পারগত মহাপ্রভাব

শিরোমণিত্ব বশতঃই উঁহার শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রুতিতে যথা—"তিনি মুনি হইয়া সম্যক্ চিন্তা করিয়াছিলেন।" তজ্জন্ত প্রথম চতুঃশ্লোকীরূপে সংক্ষেপে প্রকাশিত। অথবা "কল্পের আদিতে অতুল জ্ঞানের প্রদীপ যাহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন" ইত্যাদি বাক্যানুসারে সম্পূর্ণই বা প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনশ্চ যদি আশঙ্কা হয় ঈদৃশ শ্রেষ্ঠতা অন্যত্র গ্রন্থেও সম্ভাবিত হউক? তদাশঙ্কাপনয়নার্থে বলিয়াছেন;—সর্ব্বজ্ঞান শাস্ত্রের মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ শিরোমণি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ, শ্রীভাগবত হইতেই অনায়াসে হইয়া থাকে, অতএব গ্রন্থান্তর থাকিলেও ইহার প্রভাব সকলকার উপরে। যেহেতু এই শাস্ত্র দ্বারা অথবা শাস্ত্রোক্ত সাধন দ্বারা ভগবান্ সন্ত হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা ভগবত্তত্ব স্থিরীকরণে সক্ষম হয়েন। এখানে বা শব্দের দ্বারা কটাক্ষে বিলম্বে কথঞ্চিৎ হইয়া থাকে; শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণেচ্ছুগণের অনায়াসে তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। এমন সহজ উপায় সকলে গ্রহণ করেন না কেন? তদুত্তরও দেওয়া হইয়াছে কৃতিভিঃ—কুশলী সুকৃতিশালী ব্যতিরেকে সকলকার শ্রবণেচ্ছা হয় না। অথবা কিংবা পরৈরীশ্বরঃ—এখানে কিংবাঽপরৈঃ এই পাঠ স্বীকার করিয়া, অপর যাঁহারা মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনা পরিশূন্য, কেবল ঈশ্বরারাধনা লক্ষণ-ধর্ম্ম, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারাদি পর্য্যন্ত উক্ত বা অনুক্ত যে কিছু সাধ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, উহার মধ্যে কি এবং কতই বা মাহাত্ম্য সেই সকল শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বা উৎপন্ন হইতে পারে, এতদভিপ্রায়েই—প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রীভাগবতের সমক্ষে তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতা কিংবা পদে কটাক্ষ করা হইয়াছে। এখানে অনাদরে কিংবা—পদের প্রয়োগ। যেহেতু সুকৃতিশীল সাধকগণের সাধনানুক্রম-লব্ধ-ভক্তিবলে কৃতার্থলাভ হইলে, সেইক্ষণে শ্রীভগবান হৃদয়ে স্থির হইয়া থাকেন, এখানে শ্রবণ ইচ্ছা মাত্রেই সেই সাধকের হৃদয়ে সেই সময় হইতেই তিনি অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগরুক থাকেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম জ্ঞানাদি কাণ্ডত্রয়ের উক্তি ও তাহার প্রতিপাদন হইতে ইহা বিশেষরূপ শ্রীভগবৎ-আকর্ষক-বিভারূপ হওয়ায়, সকল শাস্ত্র হইতে এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত এখানে অত্র— এই পদ তিনবার উক্ত হইয়াছে, উহা বিশেষ নির্দ্ধারণ জন্যই জানিতে হইবে। সুতরাং সকলেরই নিত্য ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীবেদব্যাস শ্রীশুকদেবকে বলিয়াছিলেন॥ ৯৪॥

তদেবং শ্রীশুকহৃদয়মপি সঙ্গমিতং স্যাৎ। অতশ্চতুঃশ্লোকীপ্রসঙ্গেঽপি শ্রীভগবানেবার্থঃ। স হি স্বজ্ঞানাদ্যুপদেশেন স্বমেবোপদিদেশ। তত্র পরমভাগবতায় ব্রহ্মণে শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যং নিজং শাস্ত্রমুপদেষ্টুং তৎপ্রতিপাদ্যতমং বস্তুচতুষ্টয়ং প্রতিজানীতে।

"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥" (ভাগ, ২।৯।৩০)

মে মম ভগবতো জ্ঞানং শব্দদ্বারা যাথার্থ্য-নির্দ্ধারণং ময়া গদিতং সংগৃহাণ। ইত্যন্যো ন জানাতীতিভাবঃ। যতঃ পরমগুহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমং "মুক্তানামপি সিদ্ধানামি"ত্যাদেঃ। তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভাবেনাপি যুক্তং গৃহাণ। নচৈতাবদেব। কিঞ্চ সরহস্যং তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতম্। তচ্চ প্রেমভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। তথা তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ। তচ্চ সতি স্বপরাধাখ্যবিঘ্নে ন ঝটিতি বিজ্ঞানরহস্যে প্রকটয়েৎ। তস্মাত্তস্য জ্ঞানস্য সহায়ঞ্চ গৃহাণেত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রবণাদি-ভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। যদ্বা সরহস্যমিতি তদঙ্গস্যৈববিশেষণং জ্ঞেয়ম্। সুহৃদোরিব মিথঃ সম্বর্দ্ধকয়োরেকত্রাবস্থানাৎ।

অত্র সাধ্যয়োর্বিজ্ঞানরহস্যয়োরাবির্ভাবার্থমাশীষং দদাতি।

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" (ভাগ, ২।৯।৩১)

যাবান্ স্বরূপতো যৎ পরিমাণকোঽহম্। যথা ভাবঃ সত্তা যস্যেতি, যল্লক্ষণোঽহমিত্যর্থঃ। যানি স্বরূপান্তরঙ্গাণি রূপাণি—শ্যামত্ব চতুর্ভুজত্বাদীনি গুণা—ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ কর্ম্মাণি—তত্তল্লীলা যস্য স যদ্রূপগুণকর্ম্মকোঽহম্। তথৈব তেন তেন সর্ব্বপ্রকারেণৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং যাথার্থ্যানুভবো মদনুগ্রহাৎ তে তবাস্তু ভবতাদিতি। এতেন চতুঃশ্লোকীমেবোদ্দিশতা শ্রীভগবতা স্বয়মুদ্ধবং প্রতি। "পুরাময়া" ইত্যাদৌ—

জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসম্ (ভাগ, ৩।৪।১৩) ইতি।

তত্র বিজ্ঞানপদেন রূপাদীনামপি স্বরূপভূতত্বং ব্যক্তম্। অত্র বিজ্ঞানাশীঃ স্পষ্টা। রহস্যাশীশ্চ পরমানন্দাত্মকতত্তদ্যাথার্থ্যানুভবেনাবশ্যং প্রেমোদয়াৎ।

তদেব উপদেশ্যচতুষ্টয়ং চতুঃশ্লোক্যা নিরূপয়ন্ প্রথমং জ্ঞানবিজ্ঞানার্থং স্বলক্ষণং প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্যাম্। তত্র জ্ঞানার্থমাহ—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥" (ভাগ, ২।৯।৩২)

অত্রাহং শব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত্ত এবোচ্যতে ন তু নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম তদবিষয়ত্বাৎ। আত্মজ্ঞান-তাৎপর্য্যকে তু তত্ত্বমসীতিবৎ ত্বমেবাসীরিত্যেব বক্তুমুপযুক্তত্বাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ। সম্প্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরমমনোহর শ্রীবিগ্রহোঽহমেবাগ্রে মহাপ্রলয়কালেঽপ্যাসমেব।

"বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ"
একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। (মহানা, উ, ১)
ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ॥" (৩।৫।২৩)

ইত্যাদি তৃতীয়াৎ। অতো বৈকুণ্ঠতৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহং পদেনৈব গ্রহণং রাজাঽসৌ প্রয়াতীতিবৎ। ততস্তেষাঞ্চ তদ্বদেব স্থিতির্বোধ্যতে। তথা চ রাজপ্রশ্নঃ।

"স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।
মুক্ত্বাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ব্বগুহাশয়ঃ।" (ভাগ, ২।৮।১০)

ইতি। শ্রীবিদুর প্রশ্নশ্চ—

"তত্ত্বানাং ভগবং স্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ।
তত্রেমং ক উপাসীরন্ কউ স্বিদনুশেরতে॥" (ভাগ, ৩।৭।৩৭)

ইতি। কাশীখণ্ডেঽপ্যুক্তং শ্রীধ্রুবচরিতে—

"ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।
অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ॥"

ইতি। অহমেবেত্যেবকারেণ কর্ত্রন্তরস্যারূপত্বাদিকস্য চ ব্যাবৃত্তিঃ। আসমেবেতি তত্রাহ-সম্ভাবনায়া নিবৃত্তিঃ। তদুক্তং যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ—ইতি। অত এব যদ্বা আসমেবেতি—ব্রহ্মাদিবহির্জন-জ্ঞানগোচরসৃষ্ট্যাদিলক্ষণক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ। ন তু স্বান্তরঙ্গলীলায়া অপি। যথাঽধুনাঽসৌ

রাজা কার্য্যং ন কিঞ্চিৎ করোতীত্যুক্তে রাজ্যসম্বন্ধিকার্য্যমেব নিষিধ্যতে ন তু শয়নভোজনাদিকমপীতি তদ্বৎ। যদ্বা অস গতিদীপ্ত্যাদানেম্বিত্যস্মাৎ আসং সাম্প্রতং ভবতা দৃশ্যমানৈর্বিশেষৈরেভিরগ্রেঽপি বিরাজমান এবাতিষ্ঠমিতি নিরাকারত্বাদিকস্যৈব বিশেষতো ব্যাবৃত্তিঃ। তদুক্তমনেন শ্লোকেন সাকারনিরাকার-বিষ্ণুলক্ষণকারিণ্যাং মুক্তাফলটীকায়ামপি। নাপি সাকারেষ্বব্যাপ্তিঃ। তেষামাকারাতিরোহিতত্বাদিতি। ঐতরেয়ক শ্রুতিশ্চ—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" ইতি। এতেন প্রকৃতীক্ষণতোঽপি প্রাগ্‌ভাবাৎ পুরুষাদপ্যুত্তমত্বেন ভগবজ্‌জ্ঞানমেব কথিতম্। নমু ক্বচিন্নির্বিশেষমেব ব্রহ্ম আসীদিতি শ্রূয়তে তত্রাহ—

"নান্যদ্ যৎ সদসৎপরং" ইতি। সৎ কার্য্যমসৎ কারণং তয়োঃ পরং যদ্‌ব্রহ্ম তন্মত্তোঽন্যৎ। ক্বচিদধিকারিণি শাস্ত্রে বা স্বরূপভূতবিশেষব্যুৎপত্ত্যসমর্থে সোঽয়মহমেব নির্বিশেষ তয়া প্রতিভামীত্যর্থঃ। যদ্বা তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবান্নির্বিশেষচিন্মাত্রাকারেণ বৈকুণ্ঠে তু সবিশেষ ভগবদ্রূপেণেতি শাস্ত্রদ্বয় ব্যবস্থা এতেন চ "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাঽহং" ইত্যত্রোক্তং ভগবজ্‌জ্ঞানমেব প্রতিপাদিতম্। অতএবাস্য পরমগুহ্যত্বমুক্তম্। নমু সৃষ্টেরনন্তরং নোপলভ্যসে ? তত্রাহ—পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্ম্যেব বৈকুণ্ঠেষু ভগবদাদ্যাকারেণ প্রপঞ্চেষ্বন্তর্য্যাম্যাকারেণেতিশেষঃ। এতেন—

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য" (ভাগ ১১।৩।৩৫)

ইত্যাদি প্রতিপাদিতং, ভগবজ্ জ্ঞানমেবোপদিষ্টম্। নমু সর্ব্বত্র ঘটপটাদ্যাকারা যে দৃশ্যন্তে তে তু ত্বদ্রূপাণি ন ভবন্তীতি তবাপূর্ণত্বপ্রসক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্যত্বান্মদাত্মক-মেবেত্যর্থঃ। অনেন—

"সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যদ্॥"

ইত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্‌জ্ঞানমেবোপদিষ্টং তথা প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽহমেবাস্ম্যেব এতেন—

"ভবান্ একঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ।"

ইত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্‌জ্ঞানমেবোপদিষ্টম্। তথা পূর্ব্বং স্বানুগ্রহপ্রকাশ্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতং যাবত্ত্বং সর্ব্বকালদেশাপরিচ্ছেদ্যত্বজ্ঞাপনয়োপদিষ্টম্। এবং "নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরং" ইত্যনেন; "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহং" ইতি জ্ঞাপনয়া যথা ভাবত্বম্। সর্ব্বাকারাবয়বিভগবদাকারনির্দ্দেশেন বিলক্ষণান্তরূপত্বজ্ঞাপনয়া যদ্রূপত্বংসর্ব্বাশ্রয়তানির্দ্দেশেন বিলক্ষণানন্তগুণত্বজ্ঞাপনয়াযদ্‌গুণত্বম্। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়োপলক্ষিতবিবিধক্রিয়া-শ্রয়ত্বকথনেনালৌকিকানন্তকর্ম্মত্বজ্ঞাপনা যৎকর্ম্মত্বঞ্চ। অথ তাদৃশরূপাদিবিশিষ্টস্যাত্মনো ব্যতিরেকমুখেন বিজ্ঞানার্থং মায়ালক্ষণমাহ ঋতেঽর্থং ইত্যাদি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব। সংক্ষেপশ্চায়মর্থঃ পরমপুরুষার্থভূতং মামৃতে মদ্দর্শনাদন্যত্রৈব যৎ প্রতীয়েত যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত মাং বিনা স্বতঃ প্রতীতিরপি যস্য নাস্তীত্যর্থঃ তদ্বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং বিদ্যাৎ। অত্র; দৃষ্টান্তঃ যথাভাসঃ—প্রতিবিম্বরশ্মিঃ। যথা চ তমঃ—তিমিরমিতি। তত্রাভাসস্য তাদৃশত্বং স্পষ্টমেব। তমসোঽপি জ্যোতির্দর্শনাদন্যত্রৈব প্রতীতে জ্যোতিরাত্মকং চক্ষুর্বিনা চাপ্রতীতেরিতি। বিদ্যাৎ—ইতি প্রথমপুরুষনির্দ্দেশস্তায়ং ভাবঃ, অন্যান্ প্রত্যেব খল্বয়মুপদেশঃ।

ত্বন্তু মন্দস্তশক্ত্যা সাক্ষাদেবানুভবন্নসীতি। এবং মায়িকদৃষ্টিমতীত্যৈব রূপাদিবিশিষ্টং মাম্—অনুভবেদিতি। ব্যতিরেকমুখেনানুভাবনস্থাঽয়ং ভাবঃ। শব্দেন নির্দ্ধারিতস্থাপি মৎস্বরূপাদের্মায়াকার্য্যাবেশেনৈবানুভবো ন ভবতি। অতস্তদর্থং মায়াত্যজনমেব কর্ত্তব্য মিতি। এতেন তদবিনাভাবাৎ প্রেমাপ্যনুভাবিত ইতি গম্যতে ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শাস্ত্রান্তর ও সাধ্যান্তর হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্বে শ্রীশুকদেবের হৃদয়েরও মিল হইতেছে। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মানন্দানুভবী হইয়াও, সেই ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ করিয়া শ্রীভগবন্মহিমায় আসক্ত চিত্ত হইয়াছিলেন, ইহা গ্রন্থবৈশিষ্ট্যেরই মহিমা।

অতএব ব্রহ্মোপদিষ্ট চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রসঙ্গেও যে অনন্ত-অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি শ্রীভগবানই অভিহিত হইয়াছেন তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রীভগবান স্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞানাদি উপদেশ দ্বারা নিজের স্বরূপকেই উপদেশ করিয়াছিলেন। পরম ভাগবত-ব্রহ্মাকে শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য নিজ শাস্ত্র উপদেশ করিবার জন্ত, প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বস্তু চতুষ্টয়ের উপদেশ করিয়াছিলেন যথা—"মদুক্ত বিজ্ঞান সমন্বিত মদ্বিষয়ক পরম গুহ্য জ্ঞান, উহার রহস্য, এবং উহার অঙ্গ, গ্রহণ কর।"

অর্থাৎ শ্রীভগবান যে আমি আমার সম্বন্ধে জ্ঞান—শব্দদ্বারা যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ, যাহা আমি উপদেশ করিতেছি উহা গ্রহণ কর। যাহা অন্যের অজ্ঞাত, যেহেতু উহা পরম গুহ্য, মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষগণ যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইতেও রহস্যতম। উহা বিজ্ঞান—অপরোক্ষ অনুভাবের সহিত যুক্ত, অর্থাৎ আমি কেবল শাব্দিক উপদেশ করিব না, উহা তোমাকে অনুভব করাইব। এবং উহার প্রাপ্তির উপায় ভক্তি ও তদুত্তর সাধ্য যাহাকে প্রেম ভক্তি বলিয়া থাকে, (ইহা পরে বিশদ ভাবে ব্যক্ত হইবে) এবং উহার অঙ্গ যে সাধন ভক্তি, যাহার অনুশীলনে অপরাধের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া যায়, যেহেতু অপরাধাখ্য বিঘ্ন বিদ্যমানে সহসা বিজ্ঞান রহস্য প্রকটিত হয় না। অতএব উক্ত জ্ঞানের সহায়ভূত অঙ্গও গ্রহণ কর। উহা যে শ্রবণাদি ভক্তিরূপ ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। অথবা রহস্য পদটি অঙ্গেরই বিশেষণ জানিবে, পরস্পর সম্বর্দ্ধিত—সৌহার্দ্দ্য সুহৃদের একত্রাবস্থানই হইয়া থাকে।

চতুঃশ্লোকীয় ভগবৎ পরতা

এক্ষণে সাধ্য—বিজ্ঞান ও রহস্য এতদুভয়ের আবির্ভাবাভিপ্রায়ে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন,—"আমার অনুগ্রহে আমার স্বরূপ, আমার পরিমাণ, আমার সত্তা, গুণ, কর্ম্মাদির যাথার্থ্য তত্ত্বের অনুভব হউক।" অর্থাৎ শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে ভগবত্তত্ত্বের অনুভব হয় না, সেজন্য কৃপা-পূর্ব্বক তত্ত্ব-বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন; আমার অনুগ্রহে তোমার সম্পূর্ণ তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হউক—স্বরূপতঃ আমার যাহা পরিমাণ, আমার সত্তা কি ভাবে সমস্তে ব্যাপৃত—অর্থাৎ আমার প্রকৃত লক্ষণ কি? শ্যামত্ব চতুর্ভুজত্বাদি আমার স্বরূপ ও অন্তরঙ্গ যে সকল রূপ (মূর্ত্তি) আছে, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের, এবং কর্ম্মাদি অর্থাৎ ভক্তবাঞ্ছা পূরণার্থে—যে সকল লীলা নিত্য বিহিত হইয়া থাকে, সেই সকল তত্ত্বের যাথার্থ্যানুভব হউক। ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উপদেশ হইতে, শ্লোক চতুষ্টয়ের নির্ব্বিশেষ পরত্ব আপনা হইতেই পরাস্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান উদ্ধবকেও এই চতুঃশ্লোকী উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন;—"আমার মহিমাবভাসক পরম জ্ঞান, পূর্ব্বকল্পে নাভিপদ্মে অবস্থিত অজকে উপদেশ করিয়াছিলাম, যাহাকে ভাগবত নামে অভিহিত করিয়া থাকে।" স্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহিমা—শব্দের লীলা, অর্থ করিয়াছেন "মম মহিমা লীলা অবভাস্যতে যেন তৎ।" বিজ্ঞান পদ হইতে রূপাদিরও স্বরূপভূততা ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে বিজ্ঞান—অপরোক্ষানুভবের আশীর্ব্বাদ স্পষ্টতঃ এবং রহস্যাশীর্ব্বাদ পরমানন্দাত্মিকা, রূপ, গুণ লীলাদির যাথার্থ্য অনুভবে প্রেমোদয়ের অবশ্যম্ভাবিতা বশতঃ উহাও অর্থতঃ লাভ হইতেছে।

শ্লোক চতুষ্টয়ে উপদেশ্য বিষয়, নিরূপনার্থ, প্রথম জ্ঞান, ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ করিতে হইলে, স্বীয় স্বরূপের জ্ঞাপন অগ্রে আবশ্যক, তজ্জন্য শ্লোকদ্বয়ে উহা দেখাইতেছেন "আমি সৃষ্টির পূর্ব্বেছিলাম, সদসৎ নামে অভিহিত স্থূল, সূক্ষ্ম বা উহাদিগের কারণ ছিল না। সৃষ্টির পরে আমিই ছিলাম, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাহা কিছু উহাও আমি, এবং প্রলয়ের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহাও আমি।"

এখানে অস্মদ্—শব্দ নির্দ্দেশে উপদেষ্টা মূর্ত্তিমৎ কেহ যে উপদেশ করিতেছেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ইহার বিষয় নহে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। যদি আত্ম জ্ঞানের উপদেশেই তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে তত্ত্বমসি—বাক্যবৎ ত্বমেব আসিঃ—এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত হইত। সুতরাং এখানে এইরূপ অর্থই সঙ্গত তোমার নিকট আমি এই পরম মনোহর যে শ্রীমূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি মহাপ্রলয় কালেও এই আমিই ছিলাম।" "একমাত্র বাসুদেবই অগ্রেছিলেন ব্রহ্মা বা শঙ্কর ছিলেন না। এক নারায়ণ ছিলেন শিব, ব্রহ্মাদি কেহ ছিলেন না।" ইত্যাদি শ্রুতিতে, ও "আত্মার আত্মা এক শ্রীভগবানই ছিলেন।" ইত্যাদি তৃতীয় স্কন্ধে উহাই ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মাকে যখন শ্রীভগবান স্বীয় বৈকুণ্ঠলোক দেখাইয়া, তৎপরে উপদেশ করিলেন। ইহা হইতে "এই আমিই ছিলাম" এখানে, অহং—পদ হইতে, রাজা যাইতেছেন, বলিলে যেমন রাজার সপার্ষদ গমন বোধিত হয়, তদ্রূপ আমি ছিলাম—উপাঙ্গভূত পার্ষদগণের সহিত বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থিতির বিষয় জানিতে হইবে। সুতরাং শ্রীভগবানের মত তদীয় লোক—ও পার্ষদগণের নিত্যাবস্থিতিও বোধিত হইয়াছে। রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নও যথা "বিশ্বসৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা স্বীয় মায়ামুক্ত সেই মায়েশ সর্ব্বগুহাশায়ী পুরুষ যেখানে শয়ন করেন" শ্রীবিদুর প্রশ্নেও, যথা "হে ভগবন্! তত্ত্বগণ মধ্যে কাহার কি ভাবে প্রলয় কালে অবস্থিতি হইয়া থাকে। এই পরমেশ্বরের শয়নের অনন্তর কেই বা তাঁহার সেবা-নিরত থাকে, এবং কেই বা অনুশয়ন করিয়া থাকে?" কাশীখণ্ডে শ্রীধ্রুবচরিতে উক্ত হইয়াছে "যাঁহার ভক্তগণ মহতী প্রলয়াপদেও অবিচলিত থাকেন বলিয়া, সেই সর্ব্বগ অব্যয় শ্রীভগবান অখিল লোক মধ্যে অচ্যুত—নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।" ইত্যাদি বহু উক্তি দেখাযায়। অহমেবাসমেবাগ্রে—এই শ্লোকে অহং এব—এই এব, অব্যয় হইতে অবধারণার্থ দ্যোতিত হওয়ায়, কর্ত্রন্তরের ও অরূপত্বাদির ব্যাবৃত্তি হইয়াছে। অতএব এই রূপবান্ কর্ত্তা আমিই তৎকালে ছিলাম। আসমেব—পদে তাৎকালিক বিদ্যমানতার অসম্ভাবনা নিবৃত্তি বোধিত হইয়াছে। যদ্রূপগুণ কর্ম্মক—পদ উহারই স্পষ্টাভিব্যঞ্জক। অথবা আসমেব—পদের অন্যপ্রকার অর্থও করা যাইতে পারে, ব্রহ্মাদি বাহিরের জন—অর্থাৎ যাহারা নিত্য পার্ষদ নহে সৃষ্ট জগতের বা সৃষ্টিকার্য্যের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ উহাদিগের জ্ঞানের গোচর সৃষ্ট্যাদি লক্ষণ ক্রিয়ান্তরের ব্যাবৃত্তি—আমি কেবল আছি, কিন্তু কোন জাগতিক সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছি না। এখানে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের উপরতি হইতে, আমি যে তৎকালে স্বীয়ান্তরঙ্গলীলাদি কার্য্যও করি না, বা তৎকালে স্বান্তরঙ্গ লীলাদির উচ্ছেদ হয়, ইহা অভিপ্রায় নহে। যেমন অধুনা রাজা কোন কার্য্য করেন না, বলিলে রাজ্য সম্বন্ধি কর্ম্মাদি পরিহার বোধিত হইলেও তাঁহার শয়ন ভোজনাদির পরিত্যাগ অর্থ হয় না, এখানেও তদনুযায়ী অর্থ বুঝিতে হইবে। অথবা অস ধাতু গতি, দীপ্তি, আদানাদি অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় সম্প্রতি ত্বং কর্ত্তৃক বিশেষ মূর্ত্তিতে অবলোকনের পূর্ব্বেও আমি আমার স্বীয় মূর্ত্ত্যাদিতে বিরাজমান ছিলাম; এই প্রকার অর্থও করা যায়, তাহা হইলেও নিরাকারের বিশেষ ব্যাবৃত্তি হইয়া থাকে। সকার ও নিরাকাররূপে বিষ্ণুর লক্ষণ কারিণী মুক্তাফল টীকায়—"সকার লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না, যেহেতু মূর্ত্তিচির বিরাজিত, উহা কখন তিরোহিত হয় না।" এইরূপ লিখিয়াছেন। ঐতরেয় শ্রুতি বলেন—"অগ্রে এই জগৎ পুরুষবিধ আত্ম-স্বরূপেই অবস্থিত ছিল" ইহাতে প্রকৃতি ঈক্ষণের পূর্ব্বে ঈক্ষণ-কর্ত্তা পুরুষ হইতেও উত্তমত্বে ভগবৎ জ্ঞানই অভিহিত হইয়াছে। যদি আশঙ্কাকর সৃষ্টির পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ছিলেন, কোন শ্রুতিতে এইরূপ শোনাযায়? তদুত্তরে বলিতেছেন; "সৎ বা অসৎ হইতে অর্থাৎ সৎ—কার্য্য—অসৎ—কারণ এই কার্য্য কারণ হইতে পৃথক যে ব্রহ্ম, তাহা আমা হইতে ভিন্ন নহে।" শাস্ত্রের কোন বিভাগে অথবা আমার স্বরূপভূত বিশেষ বুৎপত্তির অসামর্থ্য স্থলে এই আমিই নির্ব্বিশেষ রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকি। অথবা এরূপও বলা যায়—তৎকালে প্রপঞ্চে বিশেষের

(অর্থাৎ স্বরূপভূত রূপ, গুণ, শক্ত্যাদির) অভাব বশতঃ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র আকারে, এবং বৈকুণ্ঠে সবিশেষ শ্রীভগবদ্রূপে অবস্থিত থাকি। ইহাই বিশেষ নির্ব্বিশেষ উভয়বিধ শাস্ত্রের ব্যবস্থা। ইহা হইতে পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" ইত্যাদি বাক্যোক্ত ভগবৎ জ্ঞানই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব এই ভগবৎ জ্ঞানের পরম-গুহ্যতাই উক্ত হইল। সৃষ্টির পরে যদি ইহার অনুপলব্ধির আশঙ্কা কর? তদুত্তরে বলিতেছেন, পশ্চাৎ—সৃষ্টির অনন্তর ও আমিই থাকি, তৎকালে বৈকুণ্ঠাদিতে ভগবদাদি মূর্ত্তিতে এবং প্রপঞ্চে প্রাপঞ্চিক জীবাদির অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত থাকি। ইহা হইতে "সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু ও অহেতু" ইত্যাদি শ্লোক-প্রতিপাদিত ভগবৎ জ্ঞানই এখানে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রপঞ্চে ঘটপটাদি যে সকল আকার দেখা যায়, উহা তোমার রূপ নহে, ঐ সকল তোমার রূপ না হওয়ায়, তোমার অপূর্ণত্বের প্রসক্তি হউক? তদুত্তরে বলা হইয়াছে—এই যে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব উহাও আমি আমা হইতে অনন্যতা বশতঃ উহা মদাত্মক। ইহা দ্বারা "হে তাত! এই বিশ্ব-ভাবন ভগবানের কথা তোমায় বলিয়াছি, সদসৎ হইতে যাহা অন্য তাহা শ্রীহরি হইতে অন্য নহে।" ইত্যাদি শ্লোকে অভিহিত ভগবৎ জ্ঞানই উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ "প্রলয়েও যাহা অবস্থিত থাকে উহাও আমি, অর্থাৎ প্রলয়ের অনন্তর এই আমিই থাকি। ইহা দ্বারা "প্রলয়ে সকল যাইলেও শেষ সংজ্ঞায় অভিহিত একমাত্র তুমি থাক।" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ভগবৎজ্ঞান এখানে উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে পূর্ব্বে যাহা কিছু স্বীয় অনুগ্রহ-প্রকাশ্যস্বরূপে প্রতিজ্ঞাত উহার সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে অপরিচ্ছেদ্যত্ব জ্ঞাপন জন্যই উপদেশ। এইরূপ "সদসৎ হইতে অন্য কিছু নাই ইহা দ্বারা, "আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" ইহা জানাইয়া স্বীয় যথাভাবত্বের উপদেশ করিয়াছেন। সর্ব্বকার্য্যের অবয়বিস্বরূপ শ্রীভগবানের আকার নির্দ্দেশ হইতে, বিলক্ষণ রূপত্ব, সর্ব্বাশ্রয়তা নির্দ্দেশ হইতে যদ্রূপত্ব, বিলক্ষণ অনন্ত গুণবত্ব জ্ঞাপন হইতে যদ্গুণত্ব, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে উপলক্ষিত বিবিধ ক্রিয়ার আশ্রয়ত্ব নির্দ্দেশ হইতে ও অলৌকিক অনন্ত কর্ম্মের জ্ঞাপন হইতে যৎকর্ম্মত্ব প্রভৃতি বলা হইয়াছে। অনন্তর তাদৃশ রূপ গুণ ক্রিয়াদি বিশিষ্ট আত্মার অন্বয়মুখে স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, ব্যতিরেক মুখে জানাইবার জন্য মায়ার লক্ষণ বলিতেছেন—"ঋতেঽর্থং" ইত্যাদি। (৩৮-৪০ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে) উহার সংক্ষেপার্থ এই যে পরম পুরুষার্থ-ভূত মদ্ব্যতিরিক্তে অর্থাৎ আমার দর্শন হইতে অন্যত্র যাহার প্রতীতি হয়, অথচ আত্ম-স্বরূপ আমাতে যাহার প্রতীতি না থাকিলেও যাহার স্বতঃ প্রতীতি পর্য্যন্ত হইতে পারে না, উহাই পরমেশ্বর আমার মায়া বলিয়া জানিবে। উক্ত মায়া সম্বন্ধে দুইটি দৃষ্টান্ত আভাস ও তমঃ। আভাস—প্রতিবিম্বিত রশ্মি। আভাসে প্রতিবিম্বিত রশ্মি, জল বা দর্পণাদিতে বিম্বভূত বস্তু হইতে ভিন্ন হইলেও যেমন তাহাকে ছাড়িয়া হয় না। তমো—সম্বন্ধে জ্যোতিঃ বা আলোক হইতে অন্যত্র অন্ধকারের প্রতীতি, কিন্তু উক্ত প্রতীতিও যেমন জ্যোতিরাত্মক চক্ষু ব্যতিরেকে হয় না। অন্ধকার বা আলোক উভয় বস্তুর দর্শনেই চক্ষুর সাপেক্ষতা তদ্রূপ জ্যোতিকে ছাড়িলে যাহার প্রতীতিই হয় না। ঋতেঽর্থং—শ্লোকে বিদ্যাৎ এই ক্রিয়ার প্রথম পুরুষ নির্দ্দেশের অভিপ্রায় এই যে, ইহা অন্যের প্রতি উপদেশ করা হইতেছে,—ব্রহ্মার পক্ষে বিশেষ এই যে,—"তুমি মদ্দত্ত শক্তিতে সাক্ষাদনুভব করিতেছ। ব্যতিরেক অনুভবের ইহাই তাৎপর্য্য মায়ার কার্য্যে অভিনিবেশ হইলে, শব্দের দ্বারা নির্দ্ধারিত মৎস্বরূপের আর অনুভব হয় না। অতএব মায়াকে ত্যাগ করা অর্থাৎ যাহাতে মায়িক কার্য্যে অভিনিবেশ না হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা মায়া ত্যাগে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান ও প্রেমের অনুভব হইয়া থাকে ॥১৫॥

অথ তস্যৈব প্রেম্নো রহস্যত্বং বোধয়তি—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ (ভা, ২।৯।৩৪)

যথা মহাভূতানি ভূতেষপ্রবিষ্টানি বহিঃস্থিতান্যপি অনুপ্রবিষ্টান্যন্তঃস্থিতানি ভান্তি। তথা লোকাতীতবৈকুণ্ঠস্থিতত্বেনাপ্রবিষ্টোঽপ্যহং তেষু তত্তদগুণবিখ্যাতেষু নতেষু প্রণতজনেষু প্রবিষ্টো হৃদি

স্থিতোঽহং ভামি। অত্র মহাভূতানামংশভেদেন প্রবেশাপ্রবেশৌ তস্য তু প্রকাশভেদেনেতি ভেদেঽপি প্রবেশাপ্রবেশমাত্রসাম্যেন দৃষ্টান্তঃ। তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেমভক্তির্নাম রহস্যমিতি সূচিতম্। তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

"আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রহ্ম, সং ৫।৩৭।৩৮)

অচিন্ত্যগুণস্বরূপমপি প্রেমাখ্যং যদঞ্জনং তেন চ্ছুরিতবৎ উচ্চৈঃ প্রকাশমানং ভক্তিরূপং বিলোচনং তেন ইত্যর্থঃ।

"যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষুচাপ্যহম্" (গীতা, ৯।২৯)

ইতি গীতোপনিষদশ্চ। যদ্বা তেষু যথাতানি বহিঃ স্থিতানি চান্তঃ স্থিতানি চ ভান্তি তদ্বৎ ভক্তেষু অহমন্তর্মনোবৃত্তিষু বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিষু চ স্ফুরামীতি চ। ভক্তেষু সর্ব্বথাঽনন্যবৃত্তিতাহেতুর্নাম কিমপি স্বপ্রকাশং প্রেমাখ্যমানন্দাত্মকং বস্তু মম রহস্যমিতি ব্যঞ্জিতম্। তথৈব শ্রীব্রহ্মণোক্তম্—

"ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে
ন বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকানি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ॥" (ভা, ২।৬।৩৪)

ইতি। যদ্যপি ব্যাখ্যান্তরানুসারেণাঽয়মর্থোঽপলপনীয়ঃ স্যাত্তথাপ্যস্মিন্নেবার্থে তাৎপর্য্যং, প্রতিজ্ঞা-চতুষ্টয়সাধনায়োপক্রান্তত্বাৎ তদনুক্রমগতত্বাচ্চ। কিঞ্চ তস্মিন্নর্থে ন তেষু ইতি ছিন্নপদমপি ব্যর্থং স্যাদ্দৃষ্টান্তস্যৈব ক্রিয়াভ্যামন্বয়োপপত্তেঃ। অপিচ রহস্যং—নাম হেতদেব যৎ পরমদুর্ল্লভং বস্তু দুষ্টোদাসীন-জনদৃষ্টিনিবারণার্থং সাধারণবস্ত্বন্তরেণাচ্ছাদ্যতে। যথা—চিন্তামণিঃ সম্পুটাদিনা।

অতএব—

"পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্"

ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যম্ চ।

তদেব পরোক্ষং ক্রিয়তে যদদেয়ং বিরলপ্রচারং মহদ্বস্তু ভবতি। অস্যৈবাদেয়ত্বং বিরলপ্রচারত্বং মহত্বঞ্চ।

"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"

ইত্যাদিষু বহুত্র বক্তুম্। স্বয়ঞ্চৈতদেব শ্রীভগবতা পরমভক্তাভ্যাম্ অর্জ্জুনোদ্ধবাভ্যাম্ কণ্ঠোক্ত্যৈব কথিতম্।

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।" (গীতা ১৮।৬৪)

ইত্যাদিনা

"সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি।" (ভাগ, ১১।১১।৪৯)

ইত্যাদিনা চ। ইদমেব রহস্যং শ্রীনারদায় স্বয়ং শ্রীব্রহ্মণৈব প্রকটীকৃতম্।

"ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতং
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু।
যথা হরৌভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয়॥" (ভা, ২।৭।৫২)

ইতি। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং স্বামিচরণৈরপি—রহস্যং—ভক্তিরিতি।

অথ কথং তথাভূতং রহস্যমুদয়েতেত্যপেক্ষায়াং ক্রমপ্রাপ্তং তদঙ্গভূতং তদীয়সাধনমুপদিশতি।

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ যৎস্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।" (ভা, ২।৯।৩৫)

আত্মনো মম ভগবতস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা প্রেমরূপং রহস্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্। কিন্তৎ যদেকমেব অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ বিধিনিষেধাভ্যাম্ সদা সর্ব্বত্র স্যাৎ-উপপদ্যতে। যথা—

"ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥" (ভা, ২।২।৩৩)

ইতি। ব্যতিরেকেণোপক্রম্য তদুপসংহারে—

"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্নৃণাম্॥" (ভা, ২।২।৩৬)

ইত্যন্বয়েন, সর্ব্বত্র সর্ব্বদেত্যুক্তম্।

তস্মাৎ স্বজ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্য-তদঙ্গানামুপদেশেন চতুঃশ্লোক্যামপি স্বয়ং শ্রীভগবানেবোপদিষ্টঃ।

অত্র— "তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ" (ভা ২।৯।৯)

ইতি ভগবচ্ছব্দেন—

"দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিম্" (ভা, ২।৯।১৪)

ইত্যত্র তাপনীশ্রুত্যানুকূলিতং শ্রীকৃষ্ণলিঙ্গত্বেন চ অস্যবক্তুঃ শ্রীভগবত্ত্বমেব স্ফুটম্। ন জাতু তদংশভূতনারায়ণাখ্যগর্ভোদধিশায়িপুরুষত্বম্। অত এবাস্য মহাপুরাণস্যাপি শ্রীভাগবতমিত্যেব ব্যাখ্যা।

তথৈবোক্তম্—

"কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞান প্রদীপঃ পুরা।"

ইত্যাদৌ—

"তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি" (ভা, ১২।১৩।১৯)

ইত্যত্র পর—শব্দেন ভগবদ্বক্তৃত্বম্।

"আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" (ভা, ২।৬।৪০)

ইতি দ্বিতীয়ে ভেদাভিধানাৎ। অত—

"ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সংপ্রকাশিতম্ ॥" (ভা, ১২।১৩।১০)

ইত্যত্রাপি ভগবচ্ছব্দপ্রয়োগঃ। শ্রীনারায়ণনাভিপঙ্কজে স্থিতং ব্রহ্মাণং প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবতা তত্রৈব ব্যাপিমহাবৈকুণ্ঠং প্রকাশ্যেদং পুরাণং প্রকাশিতমিত্যর্থঃ। অনুগতঞ্চৈতৎ দ্বিতীয়স্কন্ধেতিহাসস্যেতি॥ শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণম্ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

এক্ষণে শ্রীভগবৎ-প্রেমের রহস্যতা বিবোধিত হইতেছে; যথা—"যেমন মহাভূত উচ্চাবচভূতে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট থাকে তদ্রূপ আমি জীবহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট থাকি।" অর্থাৎ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ" ইত্যাদি শ্রুত্যনুমোদিত মহাভূতসকল বাহিরে অবস্থিত থাকিয়াও ভূতমধ্যে প্রবিষ্টরূপে বিরাজিত, তদ্রূপ আমি লোকাতীত বৈকুণ্ঠে অবস্থিত থাকি বলিয়া প্রবিষ্ট না হইয়াও, সেই সেই গুণবিখ্যাত প্রণত জনের (ভক্তের) হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া বিরাজমান হই। এখানে মহাভূত সম্বন্ধে প্রবেশ অপ্রবেশ অংশভেদে সম্পাদিত হইয়া থাকে। জীবহৃদয়ে ও বৈকুণ্ঠে প্রবেশ প্রকাশভেদে জানিবে প্রকাশের তারতম্যই প্রকাশ অপ্রকাশের দ্যোতক, দৃষ্টান্তের সহিত বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও কেবল প্রবেশ অপ্রবেশ সাম্যেই দৃষ্টান্ত। কোন স্থলেই দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বাংশে যোজনা হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য।

ভগবৎ-প্রেমের রহস্যত্ব

সুতরাং এই ভাবে প্রণত জীবহৃদয়ে ভগবদ্বশীকারিণী প্রেম-ভক্তি বিদ্যমান আছে, যে প্রেমে ভগবান বশীভূত হন। ইহা হইতে উহার পরম রহস্যতা সূচিত হইয়াছে। অপিচ ব্রহ্মসংহিতায় স্পষ্ট অভিহিত হইয়াছে "অখিলাত্মভূত (প্রিয়বর্গের আত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ) শ্রীভগবান্ যিনি নিত্যধাম গোলোকে, আনন্দচিন্ময় পরমপ্রেমোজ্জ্বল-রসপ্রতিভাবিতা স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপিনী দেবীগণের সহিত বাস করেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি। সাধুগণ প্রেমরূপ অঞ্জনে রঞ্জিত ভক্তিনেত্রে নিয়ত যে অচিন্ত্য-গুণস্বরূপ শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ে অবলোকন করিয়া থাকেন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

অচিন্ত্যগুণ স্বরূপ হইলেও প্রেমাখ্য অঞ্জনে বিশেষরূপে বিভাসিতবৎ ভক্তিচক্ষুর উন্মেষ হইলে তাহা দ্বারা ভগবানকে হৃদয়ে স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় বা ভগবান স্বয়ং আসিয়া হৃদয়ে ধরা দিয়া থাকেন। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তিসহকারে ভজনা করে সে আমাতে এবং আমি তাহাতে অবস্থান করিয়া থাকি।" অথবা যেমন বহিঃস্থিত মহাভূত সকল ভূতের মধ্যস্থিতরূপে বিভাসিত হয়, তদ্রূপ আমি ভক্তের মনোবৃত্তিতে ও বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিতে নিত্যস্ফুরিত হইয়া থাকি। আমি বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্যতাবশতঃ অধোক্ষজ নামে অভিহিত হইলেও, ভক্তের নিকট তাহা হয় না, ভক্ত আমার অন্তরে বাহিরে দেখিয়া থাকে। ভক্তের সর্ব্বপ্রকারের অনন্যবৃত্তিতাহেতু তাহার হৃদয়ে উদিত স্বপ্রকাশ আনন্দাত্মক প্রেমাখ্য

কি এক বস্তু যাহা আমার রহস্য নামে বাঞ্ছিত। উক্ত অনন্ত-বৃত্তিতা সম্বন্ধে ব্রহ্মার উক্তি যথা—"হে নারদ! আমার বাণী যেন কখন অন্য কথা না বলে, আমার মনের গতি যেন কোন অসৎদিকে না হয়। আমার ইন্দ্রিয়সকল অসৎপথে পতিত না হয়, যেহেতু আমি ভক্ত্যুদ্রিক্ত হৃদয়ে শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছি।" যদ্যপি এখানে ব্যাখ্যান্তরাবলম্বনে কেহ উক্তার্থের অপলাপ করেন; তথাপি এবম্বিধার্থেই তাৎপর্য্য হইবে, যেহেতু "জ্ঞানংপরমগুহ্যং" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য, ও তদঙ্গরূপ বিষয় চতুষ্টয়ের সাধন প্রতিজ্ঞায় উপক্রান্ত হওয়ায় এবং অনুক্রমানুসারে উহাই লব্ধ হওয়ায় এখানে রহস্যার্থই সমীচীন হইতেছে। অন্যার্থ কল্পনাপক্ষে দৃষ্টান্তের ক্রিয়াদ্বারাই অন্বয়ের উপপত্তি হওয়ায় "ন তেষু" এই ছিন্নপদের ব্যর্থতা হয়। অপিচ যাহা পরম দুর্লভ বস্তু উহাই রহস্য, দুষ্ট উদাসীনজনের দৃষ্টিনিবারণ জন্য সাধারণ বস্তুত্রয়ের দ্বারা উহা আবৃত রাখা হয়, যেমন সম্পুটাদিতে চিন্তামণিকে রাখা হয়। অতএব শ্রীভগবানের উক্তিও যথা "ঋষিগণ সকলেই পরোক্ষবাদী পরোক্ষই আমার প্রিয়।" অদেয় বিরলপ্রচার মহদ্বস্তুকে সকলে পরোক্ষেই রাখিয়া থাকেন। এই রহস্য বস্তুরই অদেয়ত্ব বিরলপ্রচারত্ব ও মহত্ত্ব জানিতে হইবে। "শ্রীভগবান বরং মুক্তি প্রদান করেন কিন্তু ভক্তিযোগ দেন না।" ইত্যাদি বহুস্থলেই ইহা সুব্যক্ত আছে। শ্রীভগবান স্বয়ং স্বীয় ভক্ত অর্জ্জুন ও উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন "হে অর্জ্জুন! পুনশ্চ আমার সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।" উদ্ধবকে যথা—"তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা এই নিমিত্ত সুগোপ্য হইলেও তোমাকে বলিব।" এই রহস্য ব্রহ্মা স্বয়ংই নারদকে দিয়াছিলেন; ভগবন্মহিমাদ্যোতক এই ভাগবত নামক গ্রন্থ যাহা শ্রীভগবান্ স্বয়ং আমাকে উপদেশ করিয়া ছিলেন। যাহা এক্ষণে আমি তোমায় উপদেশ করিলাম; যাহাতে অজ্ঞানান্ধ জীবগণ সর্ব্বাত্মা অখিলবিশ্বেরআধার ভগবান শ্রীহরিতে ভক্তি লাভ করিতেপারে তদুদ্দেশ্যে তুমি ইহাকে সবিস্তারে বর্ণন কর।" অতএব দেখা যাইতেছে "জ্ঞানং পরম গুহ্যং"—এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদও "রহস্যং—ভক্তিঃ" এইরূপ রহস্য পদের ভক্তি অর্থ করিয়া, সাধু ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এক্ষণে কিরূপে তাদৃশ রহস্য—জীব হৃদয়ে উদিত হইতে পারে, তজ্জন্য ক্রমলব্ধা তদঙ্গভূতা সাধন ভক্তির উপদেশ করিতেছেন;—যথা আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু কর্ত্তৃক শ্রীভগবান যে অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা সর্ব্বত্র অবস্থিত আছেন ইহাই চরম জিজ্ঞাস্য অর্থাৎ, আত্মার—(শ্রীভগবান আমার) তত্ত্ব জিজ্ঞাসু জন কর্ত্তৃক প্রেমরূপ পরম রহস্য অনুভবেচ্ছায়, শ্রীগুরুর সমীপে ইহাই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে এক অদ্বয় তত্ত্ব বিধি ও নিষেধ দ্বারা সদা সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছেন, যেহেতু অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে "সংসারী জীবের ভগবান বাসুদেবে যাহাতে ভক্তি লাভ হয়, তদ্ভিন্ন অপর মঙ্গলময় পথ নাই।" ইহাই ব্যতিরেকে ভগবদ্ভক্তির উপদেশ, ইহার উপসংহারে "সুতরাং হে রাজন! সকল সময়ে, সকলদেশে, সর্ব্বপ্রকারে মনুষ্যমাত্রেরই শ্রীভগবানের কথাদি শ্রবণ, তাঁহার নামাদি কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য।" ইহাই অন্বয় মুখে উপদেশ। তন্নিমিত্তই শ্রীভগবান স্বয়ং শ্লোক চতুষ্টয়ে স্বীয় তত্ত্বের জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গের উপদেশ প্রদান করিলেন। এখানে "শ্রীভগবান সম্যগারাধিত হইয়া তাহাকে স্বীয় লোক দেখাইলেন" তৎপরে ব্রহ্মা "সেই লোকে অখিল সাত্বতগণের পতিকে দর্শন করিলেন" এখানে তাপনী শ্রুত্যনুকূলিত (অর্থাৎ ব্রহ্মা যাঁহাকে জানিয়া ছিলেন, ব্রাহ্মণগণের প্রশ্নে তিনি ও সেই রূপ উপদেশ করিয়াছিলেন "শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্" (তাপনী, পূ, ৩) ইত্যাদি প্রকরণে "সৎপুণ্ডরীক নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং" ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির দর্শন লাভ করায়, এই চতুঃ শ্লোকীর বক্তা পুরুষেরও ভগবত্তা অর্থাৎ ইহাও যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তাহা পরিস্ফুট হইতেছে। উহা নারায়ণাখ্য গর্ভোদশায়িপুরুষাভিহিত নহে জানিতে হইবে।

অতএব এই মহাপুরাণের শ্রীভাগবত এই নাম হইয়াছে। দ্বাদশস্কন্ধে যথা "এই অতুল জ্ঞানের প্রদীপ পূর্ব্বকল্পে যিনি ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন (ব্রহ্মার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া বিভাবিত হইয়াছিলেন) ইত্যাদি "সেই শুদ্ধ বিমল, বিশোক, অমৃত, সত্যস্বরূপ পরতত্ত্ব (শ্রীকৃষ্ণ) কে ধ্যান করি।" এখানেও "পর"—শব্দের দ্বারা ভগবৎবক্তৃত্ব দেখান হইয়াছে। যদিবল "পর-পুরুষের আদ্য অবতার" এই শ্লোকে পর-পদাভিহিত তত্ত্বের ভেদ, নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহা বলিতে পার না, যেহেতু শ্রীভগবৎকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে বহু উক্তিই দেখাযায়; যথা "নাভিপঙ্কজে স্থিত ভবভীত (সংসার ভয়েভীত) ব্রহ্মাকে স্বীয়

কারুণ্য বশতঃ শ্রীভগবান এই ভাগবত সম্যক উপদেশ করিয়া ছিলেন।" এখানেও সাক্ষাৎ ভগবৎ শব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের নাভিপঙ্কজে অবস্থিত থাকিলেও স্বয়ং ভগবান সেই খানেই স্বীয় মহাবৈকুণ্ঠ লোকের প্রকাশ করিয়া, অনন্তর এই (ভাগবত-) পুরাণ প্রকাশ করিলেন। দ্বাদশস্কন্ধের এই উক্তিও দ্বিতীয়স্কন্ধোক্ত আখ্যায়িকারই সম্পূর্ণ অনুগত। ইহা শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বলিয়া ছিলেন ॥ ৯৬ ॥

তদেতৎ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং সমন্বয়স্তস্মিন্নেব ভগবতি। তথাচ—

"সর্ব্বৈশ্চ বৈদৈঃ পরমো হি দেবো 'জ্জ্ঞাস্যো নান্যো বেদৈঃ প্রসিদ্ধ্যেৎ।
তস্মাদেনং সর্ব্ববেদানধীত্য বিচার্য্য চ জ্ঞাতুমিচ্ছেন্মুমুক্ষুরিতি।"

চতুর্ব্বেদ শিখায়াম্।

"যং সর্ব্বদেবা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ ॥ (নৃ, তা, ২।৪)

ইতি শ্রীনৃসিংহতাপন্যাম্।

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমানমন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি" (কঠ, উ, ২।১৫)
নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং সর্ব্বানুভূতমাত্মানং সংপরায়ে।"
"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"

ইত্যাদিরন্যত্র

" বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যোবেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ " (গীতা, ১৫।১৫)

ইতি শ্রীগীতোপনিষৎসু।

"সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে।"

ইতি পাদ্মে।

"সর্ব্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ব্ববেদেড়িতশ্চ সঃ।"

ইতি স্কান্দে।

নতাঃ স্ম সর্ব্বজগতাং বচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী"

ইতি বৈষ্ণবে।

"সর্ব্ববেদান্ সেতিহাসান্ সপুরাণান্ সযুক্তিকান্।
সপঞ্চরাত্রান্ বিজ্ঞায় বিষ্ণুর্জ্ঞেয়ো ন চান্যথা ॥"

ইতি ব্রহ্মতর্কে।

তদেবং সর্ব্ববেদ সমন্বয়ং স্বস্মিন্ শ্রীভগবত্যেব স্বয়মাহ।

"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্" (ভাগ, ১১।২১।৪৩)

ইতি—মামেব যজ্ঞপুরুষং বিধত্তে শ্রুতিঃ মামেব তত্তদ্দেবতা রূপমভিধত্তে। যচ্চাকাশাদি প্রপঞ্চ জাতং

"তস্মাদ্বা এতাস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ"

ইত্যানিনা বিকল্প্যাপোহ্যতে তদপ্যহমেব ন মত্তঃ পৃথগস্তি সর্ব্বস্য মদাত্মকত্বাদিতি ভাবঃ। শ্রীভগবান্ ॥৯৭॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীভগবানেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয়

অতএব সেই শ্রীভগবানেই সকল শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। যথা—চতুর্ব্বেদশিখা শ্রুতিতে "সকলবেদে সেই পর দেবতাই জিজ্ঞাসিত হইয়াছেন, বেদে অন্যান্য দেবতারা প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। সুতরাং সকল বেদ অধ্যয়ন ও বিচার করিয়া মুমুক্ষুগণ সেই পরদেবতা শ্রীভগবানকে জানিতে বাসনা করিবে।" শ্রীনৃসিংহ তাপনীতে উক্ত হইয়াছে—

"মুমুক্ষুগণ ব্রহ্মবাদিগণ এমন কি সমস্ত দেবতাগণও যাঁহাকে স্তুত্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন।"

"সমস্তবেদ যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যিনি সমস্ত তপস্যার ফল স্বরূপ।" "দেহত্যাগ কালে অবেদজ্ঞব্যক্তি সেই বৃহৎ সর্ব্বানুভূত আত্মাকে জানিতে পারে না।" "সেই ঔপনিষদ্ পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি।" ইত্যাদি, অন্যত্র শ্রীগীতোপনিষদের উক্তি ও যথা—"সকলবেদের দ্বারা আমিই বেদ্য হই, বেদান্তকৃৎ ও আমি, বেদজ্ঞও আমি।" পদ্মপুরাণে যথা—"সমস্তবেদের তাৎপর্য্য বিচার করিলে দেখা যায়, সিদ্ধান্তে এক বিষ্ণু নিশ্চিত হইয়াছেন।" পদ্মপুরাণে যথা—"সমস্তবেদের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে এক বিষ্ণুই নিশ্চয় হইয়াছেন" স্কন্দ পুরাণেও যথা—"এক বিষ্ণুই বেদে সকল নামে অভিহিত ও স্তুত হইয়া থাকেন।"

বিষ্ণু পুরাণে যথা—"সমস্ত জগতের ও বেদাদি সকল বাক্যের যাঁহাতে শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা, সেই ভগবানকে আমরা প্রণাম করি।" ব্রহ্মতর্কেও যথা—"ইতিহাসের সহিত সকলবেদ সকল পুরাণ, যুক্তি পঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্রাবশেষবিচার করিলে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে কথঞ্চিৎ জানিতে পারা যায়, অন্যথা তাঁহাকে জানা যায় না।" তাঁহাতেই যে সমস্তবেদের সমন্বয় ইহা শ্রীভগবান স্বয়ংও বলিয়াছেন, যথা—"আমাকে যজ্ঞ পুরুষরূপে ও সেই সেই যজ্ঞীয় দেবতারূপে অভিহিত করিয়া থাকে, এবং আকাশাদি প্রপঞ্চও আমি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে" অর্থাৎ—তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ—এই শ্রুত্যবলম্বনে আকাশাদি প্রপঞ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া তাবৎ দেবতা, এবং যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ—এই শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞও আমি আমা হইতে অপর পৃথক্ কোন বস্তু নাই, অতএব সমস্তই মদাত্মক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা শ্রীভগবানের নিজের উক্তি॥ ৯৭॥

তদেবং ভগবত এব সর্ব্ববেদার্থত্বং দর্শিতম্। তত্র রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ। শ্রীবিষ্ণুরাত উবাচ—

"ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথঞ্চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥" (ভাগ, ১০।৮৭।১)

অস্যার্থঃ শ্রুতয়স্তাবচ্ছব্দমাত্রস্য সাধারণ্যাদ্গুণেষু সত্ত্বাদিষু বৃত্তির্যাসাং তাদৃশ্যো দৃশ্যন্তে। ব্রহ্ম তু নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণাতীতং তস্মাদেবানির্দ্দেশ্যম্। তত্তদ্গুণকার্য্যভূতজাতিগুণক্রিয়াখ্যানাং গুণান্তরাণাম-ভাবাস্পদত্বাত্তাদৃশদ্রব্যস্যাপ্যপ্রসিদ্ধিত্বাদনির্দ্দেশ্যং সত্ত্বাদিকার্য্যভূতাভ্যাম্ সদসদ্ভ্যাম্ কার্য্যকারণাভ্যাং পরমিতি তেন তেনাসম্বদ্ধং চেত্যর্থঃ। তথা চ সতি যথা ডিত্থবাচি কস্মিংশ্চিদদ্বিতীয়ে দ্রব্যে তচ্ছব্দস্য মুখ্যা বৃত্তিঃ প্রবর্ত্ততে। যথাচ—সিংহো দেবদত্ত ইত্যত্র গৌণ্যা বৃত্ত্যা শৌর্য্যগুণযুক্তে দেবদত্তে সিংহ-শব্দঃ প্রবর্ত্ততে। যথা চ গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র লক্ষণয়া বৃত্ত্যা গঙ্গাশব্দস্তস্মিন্নিত্যসম্বন্ধে তটে প্রবর্ত্ততে, তথা তত্তদভাবাস্পদে ব্রহ্মণি তয়া তয়া বৃত্ত্যা শ্রুতয়ঃ কথং প্রবর্ত্তেরন্? শ্রুতীনাঞ্চ

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (ব্রহ্মসূ, ১।১।৩)

ইতিন্যায়েন তৎপ্রতিপাদকতায়ামনন্যানাং তত্র প্রবৃত্তিরবশ্যং বক্তব্যা। স্বতঃ প্রমাণানাঞ্চ তাসাং মুখ্যাপ্রবৃত্তিস্তু বিশেষতো বক্তব্যা। তস্মাত্তস্মিংস্তাঃ সাক্ষাদ্রূপতয়া মুখ্যয়াবৃত্ত্যা কেন প্রকারেণ.

চরন্তি ? তং প্রকারং বিশেষতঃ কৃপয়াপি স্বয়মুপদিশেতি। অন্যথা পদার্থত্বাযোগাদপদার্থস্য চ বাক্যার্থত্বাযোগান্ন শ্রুতিগোচরত্বং ব্রহ্মণঃ স্যাদিতি স্থিতে কুতস্তরাং তদুপরিচরস্ফূর্ত্তের্ভগবতস্তদ্গোচরত্বং

"তৎকথমেবং স্বভক্তয়োঃ" (ভাগ, ১০।৮।১৫৯)

ইত্যাদৌ স্বতাং স্বতঃ প্রমাণভূতানাং বেদানাং মার্গং ভগবৎ পরত্বমাদিশ্যেত্যুক্তমিতি।

অথ শ্রীশুকদেবেন দত্তমুত্তরমাহ—

ঋষিরুবাচ—

"বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎপ্রভুঃ
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥" (ভাগ, ১০।৮৭।২)

বুদ্ধ্যাদীনুপাধীন্ জনানামনুশায়িনাং জীবানাং মাত্রাদ্যর্থং প্রভুঃ পরমেশ্বরোঽসৃজৎ নতু জনাঃ স্বাবিদ্যয়াসৃজন্নিতি বিবর্ত্তবাদঃ পরিহৃতঃ। মীয়ন্ত ইতি মাত্রা বিষয়াঃ তদর্থম্। ভবার্থং ভবঃ জন্মলক্ষণং কর্ম্ম তৎপ্রভৃতিকর্ম্মকরণার্থমিত্যর্থঃ। আত্মনে লোকান্তরগামিনে আত্মনস্তত্তল্লোকভোগায়েত্যর্থঃ। অর্থ-ধর্ম্ম-কাম-মোক্ষার্থমিতি ক্রমেণ পদচতুষ্টয়স্যার্থঃ। মোক্ষোঽপ্যত্র চিন্মাত্রতয়াঽবস্থিতিরূপঃ যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি "যেঽসৌ ভগবতি ইত্যাদিনা অনন্যনিমিত্ত ভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ" (ভাগ, ৫।১১।৯)

ইত্যন্তেন পঞ্চমোক্তগদ্যেন তথা নিরুক্তত্বাৎ সাধ্যভক্তিপ্রাদুর্ভাবলক্ষণশ্চেতি দ্বিবিধোজ্ঞেয়ঃ। উভয়ত্রাপি কল্পনারূপবিদ্যায়া নিবৃত্তেঃ। এতদুক্তং ভবতি যস্মাৎ স্বয়মীশ্বরস্তত্তদর্থং তত্তৎসাধকত্বেন দৃশ্যমানানাম্ বুদ্ধ্যাদীন্ সৃষ্টবান্ তস্মাত্তৎসম্পাদন শক্তিনিধানযোগ্যতয়া তেষু কৃতবানিতি লভ্যতে। তত্র ত্রিবর্গসম্পাদিকাঃ শক্তয়ঃ কল্পনাত্মিকা মায়াবৃত্ত্যাবিদ্যাশক্তেরংশাঃ বহির্মুখকর্ম্মাত্মকত্বাৎ স্বরূপান্যথাভাবসংসারিত্ব হেতুত্বাচ্চ। অপরা মোক্ষসম্পাদিকা শক্তিরকল্পনারূপা চিচ্ছক্তেরেবাংশাঃ অন্তর্মুখজ্ঞানং ভক্তিরূপত্বাৎ স্বরূপান্যথাভাবসংসারিত্বচ্ছেদহেতুত্বাচ্চ। এবঞ্চ যাবজ্জীবানাং ভগবদ্বহির্মুখতা তাবৎ কেবলং কল্পনাত্মিকানামবিদ্যাশক্তীনাং প্রকাশাত্তৎপ্রধানা বুদ্ধ্যাদয়ঃ সগুণা এবেতি নির্গুণং সাক্ষান্ন কুর্ব্বত ইত্যেবং সত্যমেব। যদা তু তদন্তর্মুখতা তদা তেষু চিচ্ছক্তেঃ প্রাদুর্ভাবাৎ তং সাক্ষাৎ কুর্ব্বত এব ইতি স্থিতম্। বুদ্ধ্যাদিময়ত্বাদ্বচসোঽপি তথা ব্যবহারঃ সিদ্ধ্যতি। তদত্রৈবাভেদেন সিদ্ধান্তিতমস্তে।

"তদেতদ্বর্ণিতং রাজন্ যো নঃ প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া
যথা ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণেঽপি মনশ্চরেৎ ॥" (ভাগ, ১০।৮৭।৪৯)

ইত্যত্র মন ইতি। তত্র বুদ্ধ্যাদৌ চিচ্ছক্তিস্তদীয়াপ্রাকৃতপরমানন্দস্বরূপতাদৃশগুণাদি স্বয়ং প্রকাশময়ী, বচসি চ তত্তন্নির্দ্দেশময়ীতিজ্ঞেয়া। অতোঽপ্রাকৃত তাদৃশস্বরূপাদ্যালম্বনেন শ্রুতয়শ্চরন্তীতি সিদ্ধান্তয়িষ্যতে তদেবং পৌরুষেয়স্যাপি বচসো ভগবচ্চারিত্বং সিদ্ধম্। যথোক্তম্—

"যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি" (ভাগ, ১।৫।১১)

ইতি। তথা চ সতি তথাবিধবচআদীনামেকাশ্রয়ত্ব সাক্ষাদ্ভগবন্নিশ্বাসাবির্ভাবিনোঽপৌরুষেয়স্য তচ্চারিত্বং কিমুত ? তস্মাৎ সাক্ষাৎ চরন্ত্যেব শ্রুতয়ঃ। বক্ষ্যতে চ—

" কচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ " (ভাগ, ১০।৮৭।১৪)

ইতি। তথাচ প্রণবমুদ্দিশ্যোক্তং দ্বাদশে—

স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।

স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্ ॥" (ভাগ, ১২।৬।৪১)

ইতি। শ্রুতৌ তু

"ওঁ ইত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম"—

ইতি। নেদিষ্ঠং লক্ষণাদি ব্যবধানং বিনেত্যর্থঃ। অতএব কেন চ প্রকারেণ সাক্ষাচ্চরন্তি স কথ্যতামিত্যেব রাজাভিপ্রায়ঃ। অত্র শব্দনির্দ্দেশ্যত্বে দোষস্তু,গ্রে

"দ্ব্যপতয়" ইত্যত্র পরিহার্য্যঃ। অথ শ্রুতিস্বপি যা কাশ্চিত্ত্রিবর্গপরত্বেন বহির্মুখাঃ প্রতীয়ন্তে তাসামপ্যন্তর্মুখতায়ামেব পর্য্যবসানম্। তথাহি পরমেশ্বরস্য সততপরমার্থবহির্মুখতাপরাহতজীবনিকায়বিষয়কৃপাবিলাস—পর্য্যবসায়িনিঃশ্বাসরূপাঃ শ্রুতয়ঃ প্রথমতঃ স্ববিষয়কং বিশ্বাসং জনয়িতুমদৃষ্টবস্তুনভিজ্ঞান্ সততং দৃষ্টমৈহিকমেবার্থমীহমানাংস্তান্ প্রতি তৎসম্পাদকং পুত্রেষ্ট্যাদিকং বিদধতি। ততশ্চ তেন জাতবিশ্বাসানৈহিকস্যাত্যন্তমস্থিরত্বং প্রদর্শ্য দিব্যানন্দচমৎকার-বিচিত্রস্য-পারলৌকিক—স্বর্গাদিলক্ষণতত্তৎকামস্যজনকেহগ্নিষ্টোমাদৌ প্রবর্ত্তয়ন্তি। ততস্তেষাং নিরন্তরতদভ্যাসাদ্ধর্ম্মে—এব রুচিং জনয়তি। অথ লব্ধধর্ম্মরুচীনাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং তদর্থবিচারপরাণাং জগদপ্যনিত্যমিতি জ্ঞানবতাং সংসারভয়দীনানাং নির্ব্বাণানন্দাভিলাষং সম্পাদয়ন্তি। নির্ব্বাণানন্দশ্চ পরতত্ত্বাবির্ভাবরূপ এবেতি। তদুক্তং শ্রীসূতেন—

"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।

নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।

জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥ (ভাগ, ১।২।৯)

ইতি। ততশ্চ যথা বুদ্ধ্যাদয়োঽন্তর্মুখতাতারতম্যেন চিচ্ছক্ত্যাবির্ভাবাৎ পরে তত্ত্বে তারতম্যেন চরন্তি, তথা শ্রুতিলক্ষণং বচনমপি চিচ্ছক্তিপ্রকাশানুক্রমেণ ত্রৈগুণ্যবিষয়ত্বমতিক্রম্য কেবলনৈর্গুণ্যবিষয়মেব সৎ তস্মিন্নির্গুণে তত্ত্বে সম্যগেব চরিতুং শক্নোতি অগুণবৃত্তিত্বেন যোগ্যত্বাৎ। তদুক্তম্ দ্বাদশে প্রণবমুপলক্ষ্য—

"ততোঽভূৎ ত্রিবিদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্

যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥" (ভাগ, ১২।৬।৩৯)

ইতি। তত্র তত্ত্বং দ্বিধা স্ফুরতি ভগবদ্রূপেণ ব্রহ্মরূপেণ চেতি। চিচ্ছক্তিরপি দ্বিধা তদীয়স্বয়ংপ্রকাশাদিময়ভক্তিরূপেণ, তন্ময়জ্ঞানরূপেণ চ। ততো ভক্তিময্য শ্রুতয়ো ভগবতি চরন্তি, জ্ঞানময্য শ্রুতয়ো ব্রহ্মণীতি সামান্যতঃ সিদ্ধান্তিতম্। অথ তত্র তত্র বিশেষং বক্তুং তদায় এবেতিহাস উপক্ষিপ্যতে ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এইরূপে শ্রীভগবানেই সর্ব্ববেদার্থের তাৎপর্য্য দর্শিত হইলে, তদ্বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নাবলম্বনে শ্রুতি-

গণকৃত ভগবৎস্তুতি হইতে বেদার্থের সুপ্রতিষ্ঠিত ভগবৎ-পরতা ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত প্রশ্নোত্তরের আলোচনা হইতেছে।

জীবমাত্রই শ্রীভগবান কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও যাঁহার বিশেষ রক্ষার ফলে, যিনি বিষ্ণুরাতাদি আখ্যায় ত্রিজগৎ প্রসিদ্ধ সেই পরম ভাগবত রাজা প্রশ্ন করিলেন—

"হে ব্রহ্মণ্! অনির্দ্দেশ্য নির্গুণ সদসদাতীত ব্রহ্মে গুণবৃত্তি বিশিষ্টা শ্রুতিগণ প্রবর্ত্তিত হয়।" অর্থাৎ শ্রুতিসকলের শব্দমাত্রের সাধারণ সত্ত্ব রজো তমঃ আদি গুণের কার্য্যভূত জাতি, গুণ, ক্রিয়াদিতেই বৃত্তি দেখা যায়। ব্রহ্ম সত্ত্বাদি গুণাতীত সুতরাং নির্গুণ এই জন্য অনির্দ্দেশ্য, জাতি, গুণ, ক্রিয়ার দ্বারাই বস্তুর নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণের তারতম্যানুসারে জাতি গুণাদি বিশিষ্ট দ্রব্য নির্দ্দেশ্য, ইহাই গুণময়ী সৃষ্টি। যাহাতে গুণের সম্বন্ধ মাত্র নাই এমন বস্তুর প্রসিদ্ধিও নাই তাহা শব্দ বেদ্যও হইতে পারে না। ব্রহ্মে গুণের অসম্ভাব হওয়ায়, ব্রহ্ম সদসদ কার্য্য কারণাতীত পর, কার্য্যতঃ বা কারণতঃ অসম্বদ্ধ সুতরাং অনির্দ্দেশ্য। দ্রব্যোপলব্ধির প্রতি ইহা কারণ হওয়ায়, ডিত্থাদি শব্দবাচ্য অদ্বিতীয় দ্রব্যে ডিত্থ শব্দের মুখ্যা বৃত্তি প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ অভিধাবৃত্তি ডিত্থ—শব্দে সেই বস্তুকে বুঝাইয়াদেয়, কিন্তু সিংহো দেবদত্তঃ—এস্থলে আর তদ্রূপ মুখ্যাবৃত্তি স্বীকার করা চলেনা, কারণ তখন সিংহ শব্দ সিংহকে না বুঝাইয়া গৌণা বৃত্তি দ্বারা সৌর্য্যাদিগুণ সম্পন্ন দেবদত্তে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যেমন গঙ্গায়াং ঘোষঃ—এই শব্দ উচ্চারণ করিলে, গঙ্গা পদের লাক্ষণিকী বৃত্তি দ্বারা গঙ্গার সহিত নিত্য সম্বন্ধে শীতত্ব-পাবনত্বাদি সম্বন্ধবিশিষ্ট তটে গঙ্গা-শব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বথা গুণাদির অভাবাস্পদ ব্রহ্মে এতদুভয় বৃত্তিদ্বারা শ্রুতি সকল কিপ্রকারে প্রবর্ত্তিত—হইতে পারে? (ইহার বিশেষ জিজ্ঞাসায় আকর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) ইহার সংক্ষেপতঃ তাৎপর্য্য—এই যে সিংহ, বা গঙ্গাদি শব্দে সৌর্য্যাদি গুণশালী সিংহ, গঙ্গাদি শব্দে পবিত্র জলময়াদি অর্থের বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্ম প্রথম হইতেই অনির্দ্দেশ্য হওয়ায়, শব্দের অভিধা বা লাক্ষণিকী বৃত্তি যাইতেই পারে না; ইহাই হইল আশঙ্কা।

বস্তুতঃ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই ন্যায়ানুসারে (ইহার ব্যাখ্যা তত্ত্বসন্দর্ভ ২৫×২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ে শ্রৌত শব্দের প্রামাণ্য বা তৎশব্দের প্রবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মে ঐ সমুদায় স্বতঃ প্রমাণরূপা শ্রুতি সকলের সাক্ষাৎ প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকায়, মুখ্যা বৃত্তিতে কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা কৃপা পূর্ব্বক উপদেশ কোরুন ইহাই রাজার প্রশ্ন।

স্বতঃ প্রমাণ শব্দের ব্রহ্ম প্রতিপাদকতা অস্বীকৃত হইলে, পদার্থত্বের অযোগ, এবং অপদার্থের বাক্যার্থতার অযোগ হওয়ায়, ব্রহ্মেরই যখন শ্রুতিগোচরতা অসিদ্ধ হইতেছে, তখন তদুপরিচর স্ফূর্ত্তি স্বরূপ শ্রীভগবানের শ্রুতি গোচরতা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? "তিনি এইরূপে স্বভক্তদ্বয়কে" ইত্যাদি শ্লোকের বিষয় হন, অর্থাৎ স্বতঃ প্রমাণভূত বেদ সকলের ভগবৎ পরত্ব উপদেশ করিয়া, দ্বারকায় গিয়াছিলেন,—এই উক্তি সঙ্গত হয়।

এতদ্বিষয়ে ঋষিগণের বাক্যাবলম্বনে শ্রীশুকদেবের দ্বারা প্রদত্ত উত্তরের আলোচনা হইতেছে;—যথা "পরমেশ্বর জীবগণের সম্বন্ধে বিষয়, জন্ম, কর্ম্মাদি ও মুক্তি লাভের নিমিত্ত বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণাদি সৃজন করিলেন" অর্থাৎ পরমেশ্বর অনুশায়ী জীবগণের নিমিত্ত বুদ্ধ্যাদি সৃজন করিয়াছিলেন। এখানে মায়াবাদিগণের স্বীকৃত জীবাবিদ্যা কল্পিত জগদাদি নহে, ইহা দেখাইয়া উক্ত বিবর্ত্তবাদ (অতত্ত্বতোঽন্যথাখ্যাতি) পরিহৃত হইয়াছে।

মীয়ন্তে—ইতি মাত্রাঃ বিষয়াঃ, এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা মাত্রা-পদ সিদ্ধ হওয়ায়, মাত্রা-অর্থে ভোগার্থ বিষয়াদি। ভবার্থং—ভবঃ জন্মলক্ষণ কর্ম্ম—অর্থাৎ কর্ম্মাবলম্বনেই জন্ম, এবং জন্ম প্রভৃতি কর্ম্ম করণার্থ। আত্মনে—আত্মার লোকান্তর গমনের জন্য অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে সেই সেই লোকে গমন ও তল্লোকস্থ সুখ দুঃখাদি ভোগের জন্য। অকল্পনায়— কল্পনায় নিবৃত্তি জন্য, অর্থাৎ মুক্তির জন্য। এখানে ক্রমে ক্রমে চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের কথা বলা হইল, অর্থাৎ বিষয় হইতে, অর্থ বা প্রয়োজন। আজন্ম কর্ম্ম-হইতে, ধর্ম্ম। লোকান্তর গামী—আত্মার ভোগ হইতে, কাম। কল্পনায় নিবৃত্তি হইতে

মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি, "মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" অর্থাৎ দেব মনুষ্যাদিরূপ অন্যথা খ্যাতি পরিত্যাগে শুদ্ধ জীবরূপে অবস্থিতিই মুক্তি। পঞ্চমস্কন্ধে আভিহিত হইয়াছে "স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা অনুগৃহীত ভক্তি-যোগদ্বারা অথবা শ্রীভগবানে বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের অর্পণ দ্বারা জীব মুক্ত হইয়া থাকে।" ঐ পরবর্ত্তি গদ্যে যথা—"জীবগণ শ্রীভগবানে অনন্ত নিমিত্ত ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানে, দেব, মনুষ্য, নারকাদি বিবিধ গতির নিমিত্তভূতা অবিদ্যা-বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।" এখানে সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান হইতে সাধ্যা প্রেমরূপা ভক্তির প্রাদুর্ভাব পর্য্যন্ত, ভক্তির উভয়াবস্থাই জ্ঞাতব্য। উভয় স্থানেই কল্পনারূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। উপরিউক্ত উত্তর শ্লোকে এই বিষয়ই অভিহিত হইয়াছে; যে হেতু ঈশ্বর স্বয়ং অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, মোক্ষাদির সাধক দৃশ্যমান উপায় সকলের সম্বন্ধে বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি সৃজন করিয়াছেন, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিতে ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনোপযোগী শক্তির নিধানে তাহাদিগকে কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন।

এখানে ত্রিবর্গসম্পাদিকা শক্তি সকল বহির্ম্মুখ-কর্ম্মাত্মিকা হওয়ায় কল্পনাত্মিকা মায়ার বৃত্তি, সুতরাং অবিদ্যা শক্তির অংশরূপা, যেহেতু উহার দ্বারা শুদ্ধ জীব স্বরূপের অন্যথা ভাবরূপ দেবাদি দেহ লাভে সংসারিত্বের আনবৃত্তিই দেখা যায়। অর্থাৎ ধর্ম্মাদি পুণ্যানুষ্ঠানে দিব্যদেহাদি হইলেও, দেহাভিমান নষ্ট হয় না, এই দেহাভিমান যে পর্য্যন্ত থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত অবিদ্যার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। অবিদ্যা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্যথা খ্যাতি তিরোহিত হয়।

অপরা মোক্ষসম্পাদিকা-শক্তি অকল্পনারূপা, যেহেতু উহা অন্তর্ম্মুখজ্ঞান ও ভক্তিরূপা হওয়ায় এবং অন্যথা ভাবরূপ সংসরণের ছেদিকা হওয়ায় উহা চিৎশক্তিরই অংশ রূপা, উহা জীবের অজ্ঞানাবরণ উন্মুক্ত করিয়া মোক্ষকে পাওয়াইয়া থাকে। অতএব যে পর্য্যন্ত জীবের ভগবদ্বহির্ম্মুখতা, সেকাল পর্য্যন্ত কল্পনাত্মিকা অবিদ্যা শক্তি সকলের প্রসারে বুদ্ধ্যাদিও তৎপ্রধানা হওয়ায়, সগুণা হইতেছে, উক্ত সগুণা বুদ্ধ্যাদি নির্গুণকে (প্রাকৃত গুণাতীত) সাক্ষাৎ করিতে পারে না, ইহা অতীব সত্য। পুনশ্চ উক্ত বুদ্ধ্যাদির অন্তর্ম্মুখতাবস্থায়, উহাতে চিৎশক্তির প্রাদুর্ভাবে, প্রাকৃত-গুণলেশ শূন্য হওয়ায়, নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে সক্ষম হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধ্যাদি ময়তা বশতঃ বাক্যাদিরও সগুণ নির্গুণে ব্যবহার হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন মায়িক বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি থাকে তৎকালে মায়া সম্বলিত বাগাদির প্রাকৃতত্ব হয়। যৎকালে চিৎশক্ত্যবভাসিতা বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি হয়, তৎকালে বাগাদিরও অপ্রাকৃতত্ব বা চিন্ময়ত্ব হইয়া থাকে। (প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীয় জীবনের ঘটনায় ইহার আংশিক উপলব্ধি করিতে পারেন) ইহা অন্তে অভেদে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যথা— "হে রাজন! তৎকর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে নির্গুণ অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মেও যেরূপে মন অবস্থিত হইয়া থাকে ইহা আমি বর্ণন করিলাম।" তৎকালে সেই বুদ্ধ্যাদিতে স্বয়ং প্রকাশময়ী চিৎ-শক্তি ও অপ্রাকৃত পরমানন্দ স্বরূপ তাদৃশ গুণাদির, এবং স্বয়ং প্রকাশময়ী বাক্যে তত্ত্বনির্দ্দেশময়ী শ্রুতি—ইত্যাদি শব্দের আবির্ভাব জানিবে।

অতএব অপ্রাকৃত-পরমানন্দ-স্বরূপাদির আলম্বনে যে শ্রুতিসকল প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে অপৌরুষেয় শ্রুত্যাদি বাক্যের মত পৌরুষেয় বাক্যেরও শ্রীভগবৎ চারিত্ব অর্থাৎ শ্রীভগবত্তত্ত্ব-প্রতিপাদকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত পৌরুষেয় বাক্য সম্বন্ধে যথা—

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

অর্থাৎ "রচনা পারিপাট্য ব্যতিরেকেও ভগবদ্ যশঃ প্রধান বাক্যাদি জনগণের পাপ বিনাশ করিয়া থাকে সাধুগণ অনন্তের যশো-পূরিত নাম শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি দ্বারা আত্মতৃপ্তি বিধান করিয়া থাকেন।"

পৌরুষের বাক্য সম্বন্ধে যখন শাস্ত্রের ঈদৃশী উক্তি দেখা যায়। তখন অপৌরুষের বচনের একমাত্র আশ্রয় সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের নিশ্বাসাবির্ভূতা শ্রুতিগণের ভাগচ্চারিত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য কি হইতে পারে ?? অতএব তাঁহাতে শ্রুতি সকলের সাক্ষাৎ চারিত্বই সুসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রুতিরা স্বয়ংই বলিয়াছেন—"সৃষ্টির আদিতে মায়াবলম্বনে ক্রীড়াশীল অবিলুপ্ত-ঐশ্বর্য্য-সত্য জ্ঞানানন্ত-আনন্দৈক-রসেঅবস্থিত তোমাতে শ্রুতিগণ অনুচরিত হয়, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ কথনে সক্ষম হয়।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্ম বুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈশরণমহং প্রপদ্যে।" ইত্যাদি সকল শ্রুতিই তাঁহার স্বরূপাদির সাক্ষাৎ প্রকাশক। দ্বাদশস্কন্ধেও যথা—"প্রণব সকল বেদের, মন্ত্র বা উপনিষদ্ রহস্যের সূক্ষ্ম সনাতন মূর্ত্তি, স্বাশ্রয়ভূত ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ বাচক।" শ্রুতিতে যথা—"(ওঁ) প্রণব ব্রহ্মের নেদিষ্ঠ নাম।" নেদিষ্ঠ—লক্ষণাদি ব্যবধান ব্যতিরেকে তৎস্বরূপের দ্যোতক। অতএব কি প্রকারে শ্রুতি সকল তাঁহার সাক্ষাৎ প্রতিপাদকে সক্ষম হয়, তাজ্জিজ্ঞাসাই রাজ প্রশ্নের তাৎপর্য্য। এখানে (ব্রহ্মের). শব্দ নির্দ্দেশ্যত্বরূপ দোষ অগ্রে "দ্যুপতয়" শ্লোকে পরিহৃত হইবে। কোন কোন শ্রুতির ত্রিবর্গ সাধন দ্বারা আপাততঃ বহির্মুখ প্রতীতি হইলেও, উহার অন্তর্মুখতায় তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। বেদ সকল শ্রীভগবানের নিশ্বাস স্বরূপ, অর্থাৎ পরম কারুণিক পরমেশ্বরের—পরমার্থ বহির্মুখতায় চির পরাহত অতএব মায়ামোহিত জীব সমূহের উপরে কৃপাবিলাস পর্য্যবসিত নিঃশ্বাসই শ্রুতি, শ্রুতিগণ প্রথমতঃ অদৃষ্ট বস্তুতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অথচ দৃষ্ট এই জাগতিক বিষয়াদি ভোগে সতত ব্যাপৃতচিত্ত জীবগণের জন্য ঐহিক সুখের বিধায়ক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের প্রবর্ত্তন দ্বারা অপৌরুষেয় বেদাদি শাস্ত্রে ও নিজ অনির্ব্বচনীয় মাহমায় বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া থাকেন, পরে সংজাতশ্রদ্ধ জীবগণকে পুনশ্চ ঐহিক ভোগের অত্যন্ত অস্থির ফলতা দেখাইয়া, তৎপরে বিচিত্র-দিব্য চমৎকার পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগের জনক, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করাইয়া, নিয়ত অভ্যাসের ফলে ধর্ম্মানুষ্ঠানে রুচি জন্মাইয়া থাকেন। অনন্তর পারলৌকিক ধর্ম্মাদিতে লব্ধরুচি শুদ্ধান্তঃকরণ ধর্ম্মাদি বিচার পরায়ণ, ইহজগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গাদি লোকের অনিত্যতাদি জ্ঞানবান সংসার ভয়ে একান্ত দীন জীবগণকে মোক্ষের (নির্ব্বাণের) আনন্দে সাভিলাষী করাইয়া থাকেন। পরতত্ত্বের আবির্ভাবই নির্ব্বাণানন্দ। সূত মহাশয়ের উক্তি—

"হে জনার্দ্দন! তোমাতে যে নিশ্চলা ভক্তি—উহাই মুক্তি বা অপবর্গ—এই বাক্যানুগত অপবর্গ যাহার অন্তর্নিবিষ্ট তাদৃশ ধর্ম্মের ফল কখন অর্থ হইতে পারে না। এবং এই ধর্ম্মানুগত অর্থের ফল কামও হইতে পারে না। বিষয় ভোগরূপ কামের ইন্দ্রিয় প্রীতিই ফল নহে। সদসদ কর্ম্মজনিত ঐহিক বা পারত্রিক স্বর্গাদি সুখ ফল নহে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত জীবন সেইকাল পর্য্যন্ত তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই জীবনের ফল বা তাবৎ ধর্ম্মাদির ফল জানিবে।" এখানে স্পষ্টরূপে তত্ত্ব জিজ্ঞাসই ফলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "কেবা আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়" হৃদয়ে এ ভাব না আসিলে বাস্তব তত্ত্বোপলব্ধি হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, বুদ্ধ্যাদির অন্তর্মুখত্বের তারতম্যে চিৎশক্তি আবির্ভাবেরও তারতম্য, এবং উক্ত তারতম্যানুসারেই পরতত্ত্বে চরিত হইয়া থাকে। এইরূপ শ্রুতিও চিৎশক্তির প্রকাশানুক্রমে ত্রৈগুণ্য বিষয়কে অতিক্রম করিয়া, কেবল নৈর্গুণ্য বিষয়তাকে লাভ করতঃ, সেই নির্গুণ পরতত্ত্বে সম্যক প্রবর্ত্তিত হইতে সক্ষম হয়। ঈদৃশী গুণাতীতা বৃত্তিই যোগ্যতা বিধান করিয়া থাকে।

দ্বাদশস্কন্ধে যথা—"অনন্তর ত্রিবিদ্ ওঁকার উদ্ভুত হইয়াছিল যিনি অব্যক্ত প্রভব, যিনি স্বরাট্ যাহা ভগবান ব্রহ্ম ও পরমাত্মার স্বরূপ।" সেই তত্ত্ব ভগবদ্রূপে ও ব্রহ্মরূপে দ্বিধা স্ফুরিত হইয়া থাকে। "যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইত্যাদি শ্রুতি যাঁহার চিৎপ্রভায় জগৎ প্রভাবিত বলিয়াছেন, যে চিৎশক্তির উদ্ভাসে বুদ্ধ্যাদির কার্য্য। সেই চিৎশক্তিও তদীয় স্বরং প্রকাশাদিময়ী ভক্তিরূপে, ও কেবল জ্ঞানরূপে দ্বিবিধা। তন্মধ্যে ভক্তিময়ী শ্রুতিসকল শ্রীভগবানে ও জ্ঞানময়ী শ্রুতিসকল ব্রহ্মে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; ইহাই এখানে সামান্যতঃ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। পুনশ্চ উহার বিশেষ আলোচনাভিপ্রায়ে ইতিবৃত্তের অবতারণা করা হইতেছে ॥ ৯৮ ॥

শ্রীসনন্দন উবাচ

"স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ।
তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্ ॥" (ভাগ, ১০।৮৭।১২)

স্বয়ং নির্ম্মিতমিদং বিশ্বং প্রলয়সময়ে আপীয় সংহৃত্য শক্তিভিঃ সহ শয়ানং প্রকৃতিং পুরুষং তদংশাংশ্চাত্মসাৎকৃত্য তৎকার্য্যং প্রতি নিমীলিতাক্ষং পরং ভগবন্তং তদন্তে প্রলয়কালাবসানপ্রায়ে তল্লিঙ্গৈস্তৎপ্রতিপাদকৈর্ব্বাক্যৈঃ শ্রুতয়ঃ প্রবোধয়াঞ্চক্রুঃ প্রাতঃ প্রবোধনস্তুতিভঙ্গ্যা তুষ্টুবুরিত্যর্থঃ। অস্য ভগবত্ত্বমেব গম্যতে ন তু পুরুষত্বম্।

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥" (ভাগ, ৩।৫।২৩)

ইতি তৃতীয়স্কন্ধপ্রকরণে তদানীং পুরুষস্যাপি তদন্তর্ভাবশ্রবণাৎ পূর্ব্বপদ্যার্থে দৃষ্টান্তঃ—

"যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ
প্রত্যুষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্ব্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ।" (ভাগ ১০।৮৭।১৩)

তস্য সম্রাজঃ পরাক্রমো য এতৈর্ন তু নির্ব্বিশেষত্বব্যঞ্জকৈঃ শোভনৈঃ শ্লোকৈঃ। যথা শয়ানং সম্রাজমিত্যস্যায়মভিপ্রায়ঃ। যথা রাত্রৌ সম্রাট্ মহিষীভিঃ ক্রীড়ন্নপি বহিঃকার্য্যং পরিত্যজ্যান্তগৃহাদৌ স্থিতত্বাত্তজ্জনৈঃ শয়ান এবোচ্যতে। বন্দিভিশ্চ তৎপ্রভাবময়শ্লোককৃতপ্রবোধনভঙ্গ্যা স্তূয়তে তথায়ং ভগবান্ তদানীং জগৎকার্য্যাকৃতদৃষ্টির্নিগূঢ়ং নিজধাম্নি নিজপরিকরৈঃ ক্রীড়ন্নপীতি। অনুজীবিন ইত্যনেন তে যথা তন্মর্ম্মজ্ঞাস্তথা তা অপীতি সূচিতম্।

তত্র প্রথমতো জ্ঞানাদিগুণগণসেবিতেন সম্যগ্দর্শনকারণেন ভক্তিযোগেনানুভূয়মানং ভগবদাকারমখণ্ডমেব তত্ত্বং স্বপ্রতিপাদ্যত্বেন দর্শয়ন্ত্যো ব্রহ্মস্বরূপমপি তথাত্বেন ক্রোড়ীকুর্ব্বন্ত্যঃ শ্রুতয়ঃ উচুঃ।

"জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধকতে
কচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥" (ভাগ, ১০।৮৭।১৪)

হে অজিত! জয় জয় নিজোৎকর্ষমাবিষ্কুরু। আদরে বীপ্সা। অত্রাজিতেতি সম্বোধনেনেদং লভ্যতে।

"নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ।" (ভাগ ৬।২।১০)

ইতি ন্যায়েন নাম্না ভগবানসৌ সাক্ষাদভিমুখী ক্রিয়তে—ইতি লিঙ্গাদেব তচ্ছ্রীবিগ্রহবত্তদপি তৎস্বরূপভূতমেব ভবতি। তদ্বিজাতীয়েন তদভিমুখী করণানর্হত্বাৎ। অতএব জয়দেবাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবপ্যস্য প্রভাবঃ শ্রূয়তে। বিশেষতশ্চাত্র শ্রুতি-বিদ্বদনুভবাবপি পূর্ব্বমেব প্রমাণীকৃতৌ। তস্মাৎ যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদাবুদয়তে তদেব নামরূপেণ বাগাদাবিতি স্থিতম্। তস্মান্নামনামিনোঃ স্বরূপাভেদেন তৎসাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎকার এবেত্যতঃ—কিং বক্তব্যমত্রাস্য ভগবতি

শ্রুতয়োঽপি জাত্যাদিকৃতসংজ্ঞাসংজ্ঞিসঙ্কেতাদিরীত্যা রূঢ়াদিবৃত্তিভিশ্চরন্তীতি। উৎকর্ষমাবিষ্কুর্ব্বিত্যানেন ইত্থং সর্ব্বোৎকৃষ্টতাগুণযোগেন মুখ্যয়ৈব বৃত্ত্যা শ্রুতয়স্তস্মিংশ্চরন্তীতি দর্শিতম্। শ্রুতয়শ্চ, ন তে মহি ত্বামস্পৃশন্তি, "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ইত্যাদ্যাঃ। অত্র শ্রুতয়ো জয় জয়েতি স্বভক্ত্যাবিষ্কারাৎ ভক্তিমেব তৎ প্রকাশে হেতুং গময়ন্তি। কেন ব্যাপারেণোৎকর্ষমাবিষ্করবাণীত্যাশঙ্ক্য মায়ানিরসনদ্বারা স্বভক্তিদানেনেত্যাহুঃ। অজাং মায়াং জহি। নমু মায়ানাম বিদ্যাবিদ্যাবৃত্তিকা শক্তিঃ। তর্হি তদ্ধননে বিদ্যায়া অপি হতিঃ স্যাদিত্যত আহ দোষগৃভীতগুণাং জীবানামাত্মবিস্মৃতিহেতোববিদ্যালক্ষণে দোষে এব গৃভীতো গৃহীতস্তৎস্মৃতিহেতুর্বিদ্যালক্ষণো গুণো যয়া তাম্। স্বয়মেব স্বাবেশেনাবিদ্যালক্ষণং দোষমুৎপাদ্য ক্বচিদেব কদাচিদেব কথঞ্চিদেব কঞ্চিদেব জীবং ত্যজতীতি তস্যাস্ত্যাগাত্মকবিদ্যাখ্যগুণোঽপি দোষ এব। তস্মাত্তাং নির্মূলাং বিধায় জীবেভ্যো নিজচরণারবিন্দবিষয়াং ভক্তিমেব দিশেতি তাৎপর্য্যম্। অতো মায়াঘাতকযোগ্যশক্তিত্বেন তদতীতত্বং ব্যপদিশ্য সচ্চিদানন্দঘনত্বং ভগবতো ব্যঞ্জয়ন্তোঽতন্নিরসনমুখেন তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা শ্রুতয়শ্চরন্তীতি ব্যঞ্জিতম্। শ্রুতয়শ্চ

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেতাউ ৪।১০) ইতি।

"অজামেকাম্" ইতি।

"সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্যেশানঃ" (বৃহ, উ ৫।৭।১)

"স বা এষ * * * নেতি নেতি" (বৃহ, উ ৪।৪।২২)

ইত্যাদ্যাঃ। নমু মায়ানাশং সংপ্রার্থ্য মম তদুপাধিকমৈশ্বর্য্যাদিকমপি নাশয়িতুমিচ্ছথ—ইত্যত্র সমাদধতে ত্বম্—ইতি, যদ্ যস্মাত্ত্বম্ আত্মনা স্বরূপেণৈব সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ প্রাপ্তত্রিপাদ্বিভূত্যাখ্য-সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিরসি তস্মাত্তব তয়া তুচ্ছয়া তদুপাধিকৈরৈশ্বর্য্যাদিভির্ব্বা কিমিত্যর্থঃ। তথা চ "স যদজয়া ত্বজামিত্যত্র" (ভাগ, ১০।৮৭।৩৭) পদ্যে টীকা—"• হি নিরন্তরাহ্লাদিসম্বিৎ কামধেনুবৃন্দপতেরজয়া কৃত্যমিতি। তথা ন হ্যন্যেষামিব দেশকালাদিপরিচ্ছিন্নং তবাষ্টগুনিতমৈশ্বর্য্যম্ অপি তু পরিপূর্ণ স্বরূপানুবন্ধিত্বাদপরিমিতমিত্যর্থঃ।" ইত্যেষা। অত্রাত্ম-শব্দেন—স্বরূপ মাত্র বাচকেন তথা ভগ-শব্দেন স্বরূপ ভূতগুণবাচকেনেদং ধন্যতে। স্বরূপাদিশব্দা ঈশ্বরাদিশব্দাশ্চ স্বরূপমাত্রাবলম্বনয়া স্বরূপভূতগুণা-বলম্বনয়াপি রূঢ়্যা নির্দ্দেষ্টুং শক্নুবন্তীতি। শ্রুতয়শ্চ "যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ" ইত্যাদ্যাঃ "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বে, উ, ৬।৮) ইত্যাদিকাশ্চ। সা চ স্বরূপ শক্তিঃ সর্ব্বৈরেবাবগম্যত ইত্যাহুঃ অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং তেষাং সর্ব্বেষামেব জীবানাং যা অখিলাঃ শক্তয়স্তাসামুদ্বোধকেতি সম্বোধনম্। তেষু বিচিত্র শক্তি ব্যঞ্জকতাদর্শনান্মায়ায়া অপি ত্বদীক্ষণেনৈব ক্ষমত্বাৎ ত্বং স্বরূপভূতাশেষশক্তিলহরীরত্নাকর ইত্যনুমীয়ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা নমু মায়াহননেন তদুপাধের্জীবস্য তু শক্তিহানিঃ স্যাত্তত্রাহুঃ। অগ—ইতি, অর্থঃ পূর্ব্ববদেব। ততঃ স্বরূপশক্ত্যৈব প্রভুত তেষাং সুখৈকপ্রদা পূর্ণা শক্তির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। অত্রেত্থং তটস্থলক্ষণেন শ্রুতয়শ্চরন্তীত্যুক্তম্। শ্রুতয়শ্চ—

"কোহ্যে বান্যাৎ"—ইত্যাদিকাঃ (তৈ, উ, ২।৭।১)

"প্রাণস্য প্রাণম্"—ইত্যাদিকাঃ (কেন, উ, ২)

"তমেব ভান্তম্"—ইত্যাদিকাঃ (শ্বেতা, উ, ৬।১৪)

"দেহান্তে দৈবস্তাবকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে—যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ"—ইত্যাদ্যাশ্চ। ননু বিশেষতো ভবত্যঃ কথং জানন্তি যদজয়া মম কৃত্যং নাস্তি তথা সচ্চিদানন্দঘন এব স্বরূপশক্ত্যা সমবরুদ্ধসমস্তভগ ইতি তত্রাহুঃ কচিৎ—ইতি, ক চিৎ কদাচিৎ স্বষ্ট্যাদিসময়ে পুরুষরূপেণ অজয়া মায়য়া চরতঃ ক্রীড়তঃ নিত্যঞ্চ স্বরূপশক্ত্যাবিষ্কৃতস্বরূপভূতভগেন সত্যজ্ঞানানন্দৈকরসেনাত্মনা চ চরতস্তবাস্মল্লক্ষণো নিগমঃ শব্দরূপেণ দেবতারূপেণ চ অনুচরেৎ সেবতে। তস্মাদ্বয়ং তৎসর্ব্বং জানীম ইত্যর্থঃ। কর্ম্মণি ষষ্ঠী এতদুক্তং ভবতি; অত্র দ্বিবিধো বেদস্ত্রৈগুণ্যবিষয়ো নিস্ত্রৈগুণ্যবিষয়শ্চ। তত্র ত্রৈগুণ্যবিষয়স্ত্রিবিধঃ। প্রথম প্রকারস্তাবৎ তদবলম্বনতাটস্থ্যেন তল্লক্ষকঃ যথা—"যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদিঃ। দ্বিতীয় প্রকারশ্চ ত্রিগুণময় তদীশিতব্যাদিবর্ণনাদিদ্বারা তন্মহিমাদিদর্শকঃ, যথা—"ইন্দ্রো যতোঽবসিতস্য রাজা" —ইত্যাদিঃ। তৃতীয়প্রকারশ্চ ত্রৈগুণ্যনিরাসেন পরমবস্তূদ্দেশকঃ। সোঽপ্যয়ং দ্বিবিধঃ। নিষেধ দ্বারা সামানাধিকরণ্য দ্বারা চ। তত্র পূর্ব্বদ্বারা "অস্থূলমনণু নেতি নেতি" ইত্যাদিঃ। (বৃহ, আ, ৩।৮।৮) উত্তরদ্বারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—"তত্ত্বমসি" ইত্যাদিঃ। পূর্ব্ববাক্যে তজ্জাতত্বাদি (দিতি) হেতোঃ সর্ব্বস্যৈব ব্রহ্মত্বং নির্দ্দিশ্য তত্রাবিকৃতঃ সদিদমিতি প্রতীতি পরমাশ্রয়ো যোঽংশঃ স এব শুদ্ধং ব্রহ্মেত্যুদ্দিশ্যতে। উত্তরবাক্যে ত্বং—পদার্থস্য তদবচ্ছিদাকারতচ্ছক্তিরূপত্বেন তৎ পদার্থৈক্যং যদুপপাদ্যতে তেনাপি তৎপদার্থো ব্রহ্মেবোদ্দিশ্যতে তৎ পদার্থজ্ঞানং বিনা ত্বং পদার্থ-জ্ঞানমাত্রমকিঞ্চিৎকরমিতি তৎ-পদোপন্যাসঃ। ত্রৈগুণ্যাতিক্রমস্তূভয়ত্রাপি। অত্র ত্রৈগুণ্যনিরাসেন তদুদ্দেশেন যত্র তদীয়ধর্ম্মাঃ স্পষ্টমেব গম্যন্তে তত্র ভগবৎপরত্বং, যত্র ত্বস্পষ্টং তত্র ব্রহ্মপরত্বমিত্যবগন্তব্যম্। ব্যাখ্যাতস্ত্রৈগুণ্য বিষয়ঃ। তদেতদজয়া চরতোঽনুচরেদিতি ব্যাখ্যাতম্। অথ নিস্ত্রৈগুণ্যোঽপি দ্বিবিধঃ ব্রহ্মপরঃ ভগবৎপরশ্চ।

যথা—

"আনন্দো ব্রহ্ম" —ইত্যাদিঃ (তৈ, উ, ৩।৬।১)

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" (শ্বেতা, উ, ৬।৮)

ইত্যাদিশ্চ। তদেতদাত্মনা চরতোঽনুচরেন্নিগম—ইতি ব্যাখ্যাতম্। অতঃ শ্রুতেস্তচ্চারিত্বং সিদ্ধম্। সাক্ষাচ্চারিত্বঞ্চ নিস্ত্রৈগুণ্যানাং স্বত এব, অন্যেষাস্তু তদেকবাক্যতয়া জ্ঞেয়ম্। মায়ানিরসনার্থমেব তত্তদ্ গুণানুবাদঃ ক্রিয়তে পশ্চাদখণ্ডামেব তাং নিরস্য সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপগুণাদিকং নির্দ্দিশ্যতে ইতি তদেকবাক্যতাঁতোতনয়া স এব এব সিদ্ধান্তোঽস্মিন্নুপক্রমবাক্যে সমুদ্দিষ্টঃ। তথোপসংহারে চ শ্রুতয়স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনা ইতি শ্রুতয়শ্চ মধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ "ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কো ন স্মৃতির্বেদো হ্যেবৈনং বেদয়তি"—ইত্যাদ্যাঃ। "ঔপনিষদঃ পুরুষঃ" (বৃহ, উ, ৩।৯।২৬) ইত্যাদ্যাশ্চ ॥ ৯৯ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

শ্রীসনন্দন ঋষি বলিয়াছিলেন। (অর্থাৎ কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ সনাতন ঋষির নারায়ণ-দর্শন মানসে নারায়ণাশ্রমে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ব্রহ্ম-বাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি পূর্ব্বে জনলোকে ব্রহ্মসত্রে ঊর্দ্ধরেতা তত্বজ্ঞ মুণিগণ পরস্পর প্রশ্নোত্তরে যে তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, সেই কথার অবতারণা করিয়া, শুকদেব মহাশয় রাজা পরীক্ষিতের "ব্রহ্ম ব্রহ্মণ্যনির্দ্দিশ্যে" এই শ্লোকোক্ত প্রশ্নের বিশেষ সমাধান করিতেছেন)

"স্বসৃষ্ট এই বিশ্বকে প্রলয়ে সংহরণ করিয়া যখন শ্রীভগবান শক্তিবর্গের সহিত যোগ নিদ্রায় শয়ান হন, উক্ত প্রলয় কালাবসানপ্রায় হইলে প্রথম নিশ্বাস ভূতা—শ্রুতিসকল তখন শ্রীভগবানকে তাঁহার প্রতিপাদক স্তবাদি বাক্যের দ্বারা প্রবোধিত করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ স্বীয় নির্ম্মিত এই বিশ্বকে সংহরণ করিয়া, শক্তিবর্গের সহিত অব্যাকৃত প্রকৃতি, পুরুষ, ও তাহার অংশসকলকে আত্মসাৎ করিয়া, সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের প্রতি শ্রীভগবান নিমীলিতাক্ষ হয়েন, ইহাই প্রলয় পুনশ্চ উদ্বুদ্ধ হইলে সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে, প্রলয়কালের অবসানে "স ঐক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিত ঈক্ষণের পূর্ব্বে, শ্রীভগবানের মহিমা ব্যঞ্জক স্তুতি বাক্যের দ্বারা শ্রুতি সকল তাঁহাকে জাগরিত করিয়া ছিলেন, অর্থাৎ প্রাতঃকালে প্রবোধন-স্তুতি বাক্যের ভঙ্গি অবলম্বন করিয়া, তাঁহার স্তব করিয়া ছিলেন, ইহাই তাৎপর্য্য। শ্রুতিগণ যাঁহার উদ্‌বোধন—স্তব করিলেন উঁহার ভগবত্ত্বাই দেখা যাইতেছে, পুরুষত্ব নহে অর্থাৎ কেবল প্রকৃতির ঈক্ষণ কর্ত্তা পুরুষ বা পুরুষাবতার নামে কথিত চতুর্ব্যূহের কোন ব্যূহ নহেন, কারণ প্রথমতঃ শক্তিভিঃ—মূলের এই বহুবচন নির্দ্দেশ হইতে অনন্ত শক্তির আধার বা আশ্রয়ভূত "যিনি—"পরাস্য শক্তি র্বহুধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে যাঁহার বহুশক্তির উল্লেখ হইয়াছে সেই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানই এখানের তাৎপর্য্য। অন্যত্রের উক্তিতেও আমরা স্পষ্ট ভগবৎ—শব্দের নির্দ্দেশ দেখিতে পাই, যথা "পরিদৃশ্যমান বিশ্বসৃষ্টির আদিতে যখন স্বীয়েচ্ছা (জগল্লীলারূপিনী) গণের অংশীস্বরূপ আত্মা, যিনি নানামতানুসারে কারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম পরমাত্মাদি ভিন্ন নামে উপলক্ষিত, সেই এক বিভূ শ্রীভগবান ছিলেন।" তৃতীয়স্কন্ধোক্ত এই প্রকরণ হইতে তৎকালে পুরুষাদি তাঁহার অন্তর্ভূত ছিলেন, তাহা পাওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিগণের স্তুতি সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত যথা "প্রাতঃকালে যেমন অনুজীবী বন্দিগণ মিলিত হইয়া, নিদ্রিত সম্রাটের পরাক্রম ও যশোকীর্ত্তনে তাঁহাকে জাগরিত করায়" অর্থাৎ সম্রাটের পরাক্রম দ্যোতক বাক্যাবলী, কিন্তু যাহা নির্ব্বিশেষত্ব ব্যঞ্জক বাক্য নহে। উক্ত সম্রাটের দৃষ্টান্তে নিবৃত্তরাজ-কার্য্য সম্রাট রাত্রে মহিষীবৃন্দের সহিত যেমন অনিবৃত্ত-ক্রীড় হইয়া অন্তঃপুরে বাস করেন; তদ্রূপ শ্রীভগবানও প্রলয়ে বাহ্য জগৎ কার্য্য হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিলেও, অন্তরঙ্গ নিত্য পরিকরগণের সহিত স্বীয়ধামে নিগূঢ় আনন্দরস আস্বাদে বিভোর থাকেন, ইহা সুব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রুতিগণ প্রথমতঃ সম্যক্‌দর্শনের হেতুভূত জ্ঞানাদি গুণগণ সেবিতা ভক্তিযোগের দ্বারা অনুভূয়মান ভগবদাকার অখণ্ড-তত্বই নিজপ্রতিপাদ্যস্বরূপে দেখাইয়া, ব্রহ্মস্বরূপও যে উঁহার মধ্যে ক্রোড়ীকৃত হইয়া প্রতিপাদ্য হইতেছেন তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—

"হে অজিত! তুমি পুনঃ পুনঃ জয় যুক্ত হও, যেহেতু তুমি সম্প্রাপ্ত-সমস্তৈশ্বর্য্য অখিল শক্তির অববোধক, সৃষ্টির আদিতে ক্রীড়ার্থ মায়াকে অঙ্গীকার করিয়াও অবিলুপ্ত-সমস্ত-ভগ, অতএব সত্য, জ্ঞান, অনন্তানন্দৈক-রসস্বরূপে অবস্থিত আছ। আমরা (শ্রুতিরা) চিরদিন তোমার মহিমা কীর্ত্তন ও প্রতিপাদন করিয়া থাকি। জীবের স্বরূপানন্দকে আবৃত করিবার জন্য অবিদ্যা যে সকল গুণকে গ্রহণ করিয়াছে, তুমি স্থাবর জঙ্গমাদি শরীর জীবগণের সেই অবিদ্যাকে বিনাশ কর।" অর্থাৎ ভো অজিত! তুমি স্বীয়োৎকর্ষ আবিষ্কার কর। আদরে জয় জয় শব্দে বীপ্সা। অজিত এই সম্বোধন হইতে ইহা লাভ হইতেছে "ভগবানের নাম করিলে ভগবদ্বিষয়িনী মতি হইয়া থাকে" এই উক্তি অবলম্বনে নাম গ্রহণ করে ভগবানের সাক্ষাদাভিমুখ্য লাভ করা যায়। এই প্রথানুসারে ভগবদ্বিগ্রহবৎ ভগবন্নামও তাঁহার স্বরূপভূত, নাম নামির পরস্পর কোন ভেদ নাই। কারণ বিজাতীয় বস্তুদ্বারা কখন আভিমুখ্য লাভ হইতে পারে না। অতএব জয় দেবাদিতে শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তির

স্ত্রায় সাঙ্কেত্যাদিতেও ইহার তুল্য প্রভাবের বিষয় বহু শাস্ত্রে শোনাযায়। বিশেষতঃ এবিষয়ে শ্রুতি ও বিদ্বজ্জনানুভবের কথা পূর্ব্বে আলোচিত ও প্রমাণীকৃত হইয়াছে সুতরাং যে তত্ত্ব শ্রীবিগ্রহরূপে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে উদিত হয়েন, উহাই নাম-রূপে বাগাদিতে অবস্থিত বা উদিত হন। অতএব সর্ব্বতোভাবে নাম ও নামির স্বরূপতঃ প্রার্থক্য না থাকায়, একের সাক্ষাৎ কারে অপরের সাক্ষাৎকার—নামের সাক্ষাতে নামির এবং নামির সাক্ষাতে নামের সাক্ষাৎ কার হইয়া থাকে; উহাই প্রকৃত নাম গ্রহণ, মুখে যে নাম উচ্চারিত হইবে তাহার সঙ্গে তন্নামানুযায়ী শ্রীমূর্ত্তিটিকে চিন্তা করিয়া স্থির ভাবে নাম গ্রহণ করিলে তখনই মূর্ত্তির উদয় হইয়া থাকে ইহা অনুভব সিদ্ধ অন্যত্র অন্য বিষয়ের তর্কের মত এখানে কোন বক্তব্য আসিতে পারে না। শব্দ উচ্চারিত হইলে আত্যাদিকৃত সংজ্ঞাসংজ্ঞি সঙ্কেতভেদে রূঢ়ী বৃত্তিতে সেই বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রুতি সকলও রূঢ়ী বৃত্তি দ্বারা শ্রীভগবৎ স্বরূপের প্রতিপাদক হইয়া থাকে।

যে শ্রুত্যাখ্যা বল্লীর নামই ফল স্বরূপ, অর্থাৎ চুতাদি বৃক্ষের ফল যেমন বৃক্ষের পরিচায়ক, সেইমত শ্রুতিরূপা বল্লীর নামই সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ, এই নাম দ্বারা শ্রুতি স্বীয় সাফল্য বিধানে সক্ষম হইয়াছে। এখানে এই জয় জয়—শব্দে শ্রুতি উৎকর্ষাবিষ্কারের প্রার্থনা করিয়া, তাঁহারা (শ্রুতিরা) যে শ্রীভগবানে সর্ব্বোৎকৃষ্টা মুখ্যা বৃত্তিতে অবস্থিতা (তৎ প্রতিপাদিকা) তাহা দেখাইয়াছেন। যথা "তোমার মহিমাও তোমার অনুগমনে সক্ষম হয় না" তোমার সমান বা অধিক দেখা যায় না" ইত্যাদি। এখানে শ্রুতি সকল উক্ত জয়, জয়, শব্দের উচ্চারণ করিয়া নিজেদের ভক্তির আবিষ্কার করায়, ভগবন্মহিমা প্রকাশের হেতুরূপে ভক্তিই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এখানে কোন্ কার্য্যবিশেষের দ্বারা উৎকর্ষ আবিষ্কার করিবেন, তাহাও বলা হইয়াছে স্বীয় ভক্তি প্রদানে মায়া নিরাস করিয়া, এই মায়া নিরাসে বিদ্যারও বিনাশাপত্তি হইয়া থাকে; কারণ বিদ্যা অবিদ্যা বৃত্তি শক্তিই মায়া নামে অভিহিতা। এই জন্য মায়ার একটি বিশেষণ 'দোষ গৃভীত গুণাং'—অর্থাৎ জীবের আত্মবিস্মৃতির হেতু ভূত অবিদ্যা লক্ষণ দোষকে এবং জীবের স্বরূপ স্মৃতির হেতুভূত বিদ্যালক্ষণ গুণকে যৎ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, মায়া স্বীয় অবিদ্যা বৃত্তির দ্বারা দোষ উৎপাদন করিয়া, আবার কখন, কোন রকমে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কোন জীবের হৃদয়ে স্মৃত্যুৎপাদন করাইয়া ত্যাগ করিয়া থাকে, অতএব মায়ার এই ত্যাগাত্মিকা বিদ্যা বৃত্তি গুণও দোষ মধ্যেই পরিগণিত হইতেছে। যেমন বারবর্ণিতাগণ ধনাদি ভোগাকাঙ্ক্ষায় উপনায়কের প্রতি বাহ্য অনুরাগ দেখাইয়া উহার আত্মবিস্মৃতি আনয়ন করে, আবার সেই ব্যক্তি বিত্তহীন হইলে, তাহাকে ত্যাগ করে, গণিকার এই গ্রহণ ও ত্যাগ উভয়ই যেমন দোষের, তদ্রূপ মায়ার উভয় বৃত্তিই দোষের হইয়াছে। সে কারণ তুমি মায়াকে নির্ম্মূল করিয়া, জীবকে নিজ চরণারবিন্দে ভক্তি প্রদান কর, ইহাই এখানের তাৎপর্য্য। যে বস্তু যাহার দ্বারা বিনষ্ট হয়, সে উহাপেক্ষা অধিক শক্তি সম্পন্ন, ইহা লোক সিদ্ধ। অতএব মায়া ঘাতক শক্তিত্ব হেতু শ্রীভগবান যে মায়াতীত তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, উঁহার সচ্চিদানন্দ-ঘনত্ব ব্যঞ্জিত করিয়া, মায়াদির নিরাস মুখে তাৎপর্য্য বৃত্তি দ্বারা শ্রুতি সকল তাঁহাতে চরিত হইয়া থাকে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে মায়ী পুরুষ মহেশ্বর।" "অজা একা—সকলের অধিপতি সকলের প্রেরক" সেই এই পুরুষ" "ইহা নহে, ইহা নহে" ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রীভগবানের মহিমাদি সাক্ষাৎ উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ঈশ্বরাভিহিত শিব, ব্রহ্মাদি দেব বৃন্দেরও যিনি ঈশ্বর তিনিই এখানে মহেশ্বর নামে অভিহিত, জাগতিক সকল বস্তু ও জগৎ স্রষ্টা দেবাদি সকলের যিনি অবধি, ইহা নিষেধ শ্রুতির তাৎপর্য্য সর্ব্ব চরমে অবস্থিত অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন শ্রীভগবৎ তত্ত্বের প্রতিপাদনই শ্রুতির অভিপ্রায়।

শ্রুতিগণ মায়া নাশের প্রার্থনা করিয়া, আমার (শ্রীভগবানের) ঐশ্বর্য্যাদি নাশেরও ইচ্ছা করিতেছে? ইত্যাকার আশঙ্কার অপনয়নার্থে উক্ত হইয়াছে—ত্বমসি - তুমি সম্প্রাপ্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ তুমি তোমার নিজস্বরূপেই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের সহিত অবস্থিত রহিয়াছ ত্রিপাদ্‌বিভূতিতে বিরাজিত তোমার এক পাদ বিভূতি মায়িক বিভূতি (১৭৫ পৃষ্ঠা হইতে নিত্য ধামের ত্রিপাদ বিভূতি সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আছে) "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যাদি মন্ত্রে ও পুরাণ বচনাদিতে যাহা নিত্যাভিব্যক্ত তোমার সেই তুচ্ছ মায়িক ঐশ্বর্য্যের নাশে বা পরিত্যাগে কিছু আসিয়া যায় না। "স যদজয়া" ইত্যাদি

শ্লোকে বলা হইয়াছে (৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা) ঐ টীকায় যথা "নিরস্তরানন্দ ও সম্বিদ কামধেনুবৃন্দের পতি যে তুমি সেই তোমার সামান্যা অজা—মায়া (প্রাকৃতিকী বহিরঙ্গা শক্তি) তে কোন অভিনিবেশ বা নির্ভর হইতে পারে না, যেহেতু অজের মত তোমার ঐশ্বর্য্য দেশকালাদি পরিচ্ছিন্ন অষ্টগুণিত নহে। অপিচ উহা পরিপূর্ণ স্বরূপানুবন্ধিত্ব হেতু অপরিমিত।"

এখানে আত্মন্ শব্দ স্বরূপ মাত্রের বাচক ও ভগ—শব্দ স্বরূপ ভূতগুণের বাচক হওয়ায় উক্তার্থই ধ্বনিত হইয়াছে। স্বরূপ শব্দ ও ঈশ্বরাদি শব্দ স্বরূপ মাত্রকেও স্বরূপভূত গুণকে অবলম্বন করিয়া রূঢ়ী বৃত্তিতে তোমার নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হয়। শ্রুতি বলেন "ভগবান যদাত্মক তাঁহার প্রকাশ তদাত্মক" ইত্যাদি "পরা শক্তি বিবিধ রূপা" ইত্যাদি শ্রুতিতে শক্তির বিষয় অবগমিত হইয়াছে।

অগানি—স্থাবর জঙ্গমাদি শরীরাবলম্বী জীবগণের যে কিছু শক্তি তুমি সেই সকল শক্তির উদ্বোধক; স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্যে বিচিত্রশক্তি দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি একবার মায়াকে ঈক্ষণ করিয়া তাহার দ্বারা এত বৈচিত্র্য রচনা করিবার ক্ষমতা যখন প্রদান করিতে পার, তখন তোমার শক্তি যে কি পরিমাণ তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে অনুমানে ধরিয়া লইতে পারি যে তুমি স্বরূপ ভূত অশেষ শক্তিলহরীর রত্নাকর স্বরূপ। অথবা মায়াহননে তোমার কোন ক্ষতি হইতেই পারে না, মায়োপাধিক জীব যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার আত্মবিস্মৃতি সঙ্ঘটিত হইয়াছে সেই জীবের শক্তি হানি হইতে পারে, ইহা অগ—শব্দে পূর্ব্বেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে মায়া শক্তির নিরাসে, স্বরূপ শক্তির আশ্রয়ে উহাদিগের (জীবগণের) সুখমাত্র সম্পাদিকা পূর্ণশক্তি লাভ হইবে। এখানে তটস্থ লক্ষণে শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন দেখা যায়। শ্রুতি যথা "কেহই বা প্রাণাদি ধারণ করিত (২০৬ পৃষ্ঠা দেখ) ইত্যাদি রূপে আরম্ভ করিয়া, তুমি প্রাণের প্রাণ, তোমার দিপ্তাতে সকলে প্রকাশিত বা শক্তি সম্পন্ন" ইত্যাদি দেহান্তে দেবগণব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন" যাহার দেবে পরা ভক্তি আছে ইত্যাদি—যদি বলা যায়, আমার এই সকল বিশেষ তত্ত্ব তোমরা কি করিয়া জানিলে যে মায়া দ্বারা বা মায়ার সহিত আমার কোন কৃত্য নাই বলিতেছ? অথচ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমি আমার স্বরূপ আমার স্বরূপ-শক্তিদ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে আবৃত্ত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি। তদুত্তরে; কচিদ্—ইত্যাদি অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে কখন তুমি পুরুষরূপে অজা-মায়ার সহিত ক্রীড়াপর হও, কিন্তু নিত্য স্বরূপ শক্তিতে আবিষ্কৃত তোমার স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্ ভগের সহিত সত্য-জ্ঞান-আনন্দৈক রসস্বরূপ শ্রীমূর্ত্তিতে বিরাজিত তোমাকে আমরা (শ্রুতিরা) কখন শব্দ মূর্ত্তিতে কখন দেব মূর্ত্তিতে সেবা করিয়া থাকি। সুতরাং তোমার উক্ত উভয়াবস্থার সকল কার্য্যই আমরা জানি। (স্তব-কর্ম্মে ষষ্ঠী) এখানে ইহাই উক্ত হইল যে নিস্ত্রৈগুণ্য ও ত্রৈগুণ্য উভয় বিষয়ের প্রতিপাদকত্বে বেদ ও উভয়বিধ। তন্মধ্যে ত্রৈগুণ্য বিষয় আবার ত্রিবিধ। প্রথম তোমাকে তটস্থ ভাবে অবলম্বন করায় অর্থাৎ যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি রূপে তোমার লক্ষক। দ্বিতীয়—ত্রিগুণময় তোমার ঈশিতত্বাদি প্রকাশ দ্বারা, অর্থাৎ "ইন্দ্রো যতোঽবসিতস্য রাজা" ইত্যাদি বর্ণনে কেবল তোমার মহিমাদির দর্শক। তৃতীয়—ত্রৈগুণ্য নিরাস করিয়া পরম বস্তুর উদ্দেশক, উহা আবার দ্বিবিধ এক নিষেধ দ্বারা, অপর—সামানাধিকরণ্য দ্বারা, "অস্থূলমনণু নেতি নেতি" ইহা নিষেধ শ্রুতি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসী" ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য শ্রুতি। পূর্ব্ববাক্যে তজ্জাতত্বাদি হেতু বশতঃ প্রথম সকলেরই ব্রহ্মত্ব নির্দ্দেশ করিয়া, তাহার মধ্যে এইটি অবিকৃত ও সৎ এই প্রতীতির পরম আশ্রয় স্বরূপ যে অংশ, উহাই শুদ্ধ ব্রহ্ম ইহা উপদেশ করা হইয়াছে।

উত্তর বাক্যে ত্বং—পদার্থের তাঁহার মত চিদাকার শক্তি রূপত্বে তৎ—পদের সহিত ঐক্য উপপাদিত হইয়াছে, এবং তাহার দ্বারাও তৎ-পদের অর্থে ব্রহ্মই বোধিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জীব স্বরূপের জ্ঞান ত্বং—পদে সাধিত হইলেও, যদি ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা অপরিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে উক্ত জ্ঞান অতি অকিঞ্চিৎকর, তজ্জন্য "তৎ ত্বমসি" এই বাক্যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপদেশ করিয়া, জীবের ঔপাধিক (দেব মনুষ্যাদি) ভ্রান্তি নিরাস করতঃ তাহার (সচ্চিদানন্দ স্বরূপ তত্ত্বের) অংশ রূপে উপদেশই শ্রুতির অভিপ্রায়, "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং" ইত্যাদি শ্রুতি

উক্ত উভয় তত্ত্বেরই স্বরূপ প্রকাশক। অতএব উভয়ত্রই ত্রৈগুণ্যাতিক্রমে তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। এই ত্রৈগুণ্য নিরাস করিয়া যেখানে স্পষ্টরূপে ধর্ম্মের প্রতিপাদন হইয়াছে, সেইখানে উহার ভগবৎ-পরত্ব, যেখানে অস্পষ্টরূপে ধর্ম্মের উল্লেখ হইয়াছে, সেইখানে উহার ব্রহ্ম পরত্ব জানিবে। ইহাই ত্রৈগুণ্য বিষয়, এবং এই ত্রৈগুণ্য হইতে "অজয়া চরতোঽনুচরেৎ"—এই বাক্যের অর্থ দেখান হইল।

পূর্ব্বোক্ত নিস্ত্রৈগুণ্য দ্বিবিধ, একটি ব্রহ্ম-পর, অপরটি ভগবৎ-পর। "আনন্দো ব্রহ্মেতি,—ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে", ইত্যাদি ব্রহ্ম-পর। "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে", "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ", ইত্যাদি শ্রুতি—ভগবৎ-পর। ইহা দ্বারা "আত্মনা চরতোঽনুচরেন্নিগম"—ইহার ব্যাখ্যা হইয়াছে। অতএব শ্রুতির ভগবৎ-চারিত্ব সিদ্ধ হইল। নিস্ত্রৈগুণ্যপর শ্রুতির সাক্ষাৎ চারিত্ব (প্রতিপাদকত্ব) স্বতঃ অভিব্যক্ত। অন্য ত্রৈগুণ্যপর শ্রুতির সাক্ষাৎ চারিত্ব পরস্পর একবাক্যতা দ্বারা জানিতে হইবে। প্রথমতঃ মায়ানিরসনের নিমিত্তই সেই গুণের অনুবাদ, পশ্চাৎ মায়াকে নিরাস করিয়া, অর্থাৎ মায়িক গুণাদি বা ধর্ম্মাদি নিরাস করিয়া, অনন্তর পরাস্য-শক্তি—ইত্যাদি রূপে স্বরূপভূত গুণাদির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা প্রতিপাদন জন্য শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব প্রতিপাদনের উপক্রমে যাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, উপসংহারেও "শ্রুতয়স্ত্বয়ি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনা" অর্থাৎ নির্গুণের অগোচরতা ও সগুণের অনন্তগুণবত্তা হেতু, তদাশ্রিতা শ্রুতিগণ অতন্নিরসন মুখে তোমাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাৎপর্য্যে তোমারই মহিমা প্রখ্যাপিত করিয়া থাকে।" এই শ্লোকে তাহাই দেখান হইয়াছে—ত্বয়ি ফলন্তি—ও ভবন্নিধনা—এই উভয় বাক্য হইতে শ্রুতিগণের ভগবৎ পরতা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—এখানে স্বামিপাদ স্বরচিত শ্লোকে বলিয়াছেন—

"ত্বয়িফলন্তি যতো নম ইত্যতো
জয় জয়েতি ভজে তব তৎ পদম্"

অর্থাৎ যখন তোমাতেই আমাদের পর্য্যাপ্তি তখন তোমাকে প্রণাম করি, তুমি নিরতিশয় জয় যুক্ত হও, আমরা তোমার সেই পাদপদ্মের অথবা নিত্যধামের ভজনা করি।

শ্রুতির এই উক্তি সমর্থন করিয়া আমরা মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা একটী শ্রুতি দেখিতে পাই "চক্ষু, কর্ণ, তর্ক, স্মৃতি বা বেদ ইঁহাকে জানাইতে সক্ষম হয় না।" ইত্যাদি "উপনিষদ পুরুষ" অর্থাৎ উপনিষদযাঁহাকে জানাইয়া থাকেন, ইত্যাদি।

অতএব পূর্ব্বে শ্রুতির বা বেদের দ্বিবিধ প্রবৃত্তির কথা যাহা দেখান হইল, উহা বুঝিতে হইলে, বেদ কাহাকে বলে, তাহা সংক্ষেপে জানা আবশ্যক—যাহা হইতে পরতত্ত্বের জ্ঞান হয় বা যে পরতত্ত্বকে জানায় এমন অপৌরুষের বাক্যই বেদ। উহা শ্রুতি, আম্নায়, ত্রয়ী নামে অভিহিত উহার মধ্যে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, সংহিতাদি ভেদ আছে। এই ত্রয্যাদি সকল নাম হইতেই আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধির উপায় লাভ হইয়া থাকে, ঋক্, সাম, যজু এই তিনটি বুঝায় বলিয়া ত্রয়ী অথবা যাহাকে গদ্য, পদ্য, ও গান এই ত্রিবিধ প্রণালী অবলম্বিত বলিয়া ত্রয়ী বলা হয়। শ্রূয়তে ধর্ম্মো অনয়া শ্রুতিঃ। অভ্যস্যতে উপদিশ্যতে ধর্ম্মোঽনেন আম্নায়ঃ। বেদের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণের বহুবিধ নির্দ্দেশ দেখা যায়। তবে মূলতঃ উদ্দেশ্য "ইষ্ট প্রাপ্ত্যনিষ্ট পরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো বেদয়তি স বেদঃ" অর্থাৎ ইষ্ট লাভ ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায়কে যে জানাইয়া থাকে উহাই বেদ। সুতরাং অনিষ্ট পরিহার পূর্ব্বক ইষ্টানুসন্ধানের চরম অনুসন্ধান করিতে হইলে, শ্রীভগবানের অনুসন্ধানই বুঝাইয়া থাকে। ইহা হইতেও আমরা সমস্ত বেদেরই ভগবৎ পরতা দেখি, এই অধর ভগবত্তত্ত্ব উপনিষদ্ভাগে বিশদ ও সাক্ষাৎ রূপে বলা হইয়াছে বলিয়াই, সকলে উহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকেন। বেদ শ্রীভগবানের প্রতিপাদক—দ্বিবিধ প্রকারে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বোধ সৌকর্য্যার্থে উহার চিত্র দেখান হইতেছে; যথা—
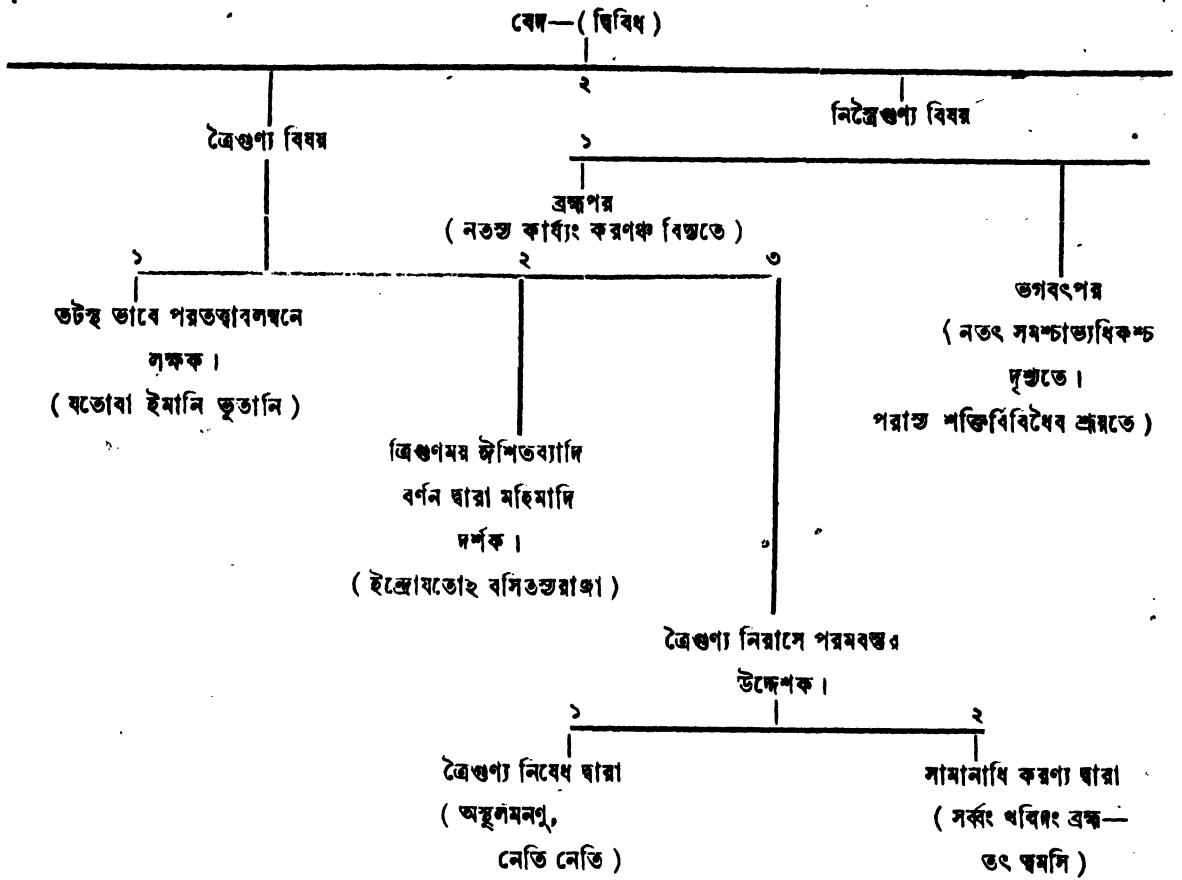
শ্রীভগবান স্বয়ং এই বেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন !" অর্থাৎ কর্ম্ম কাণ্ডাদিময় বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয়, উহা অতি তুচ্ছ উহা পরিত্যাগ পৃথক, উহার শিরোভূত বেদান্তবেদ্য ত্রিগুণাতীত তত্ত্বের অনুশীলনে নিষ্কাম হও। ইত্যাদি ও তৎপরবর্ত্তি শ্রীভগবদুক্তি হইতে, সর্ব্বভাবেই বেদের প্রবৃত্তি—ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিষয় বলা হইয়াছে। অতএব এখানে বেদে যে বিভিন্ন প্রবৃত্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে উহা শ্রীভগবানের সাক্ষাদুক্তি অনুমোদিত। (বাহুল্য ভয়ে বশেষ আলোচনা না করিয়া কেবল দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইল)॥ ৯৯ ॥

অথ বিশেষতো ব্রহ্মাণ্যপি যথা চরন্তি ব্রহ্মাণি চরন্তীনামপি যথা ভগবত্যেব পর্য্যবসানং তথৈবোদ্দিশন্তি।

"বৃহদুপলব্ধমেতদবয়ন্ত্যবশেষতয়া
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতে র্মৃদিবাবিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্ ॥" (ভাগ, ১০।৮৭।১৫)

এতৎ সর্ব্বং বৃহদ্ব্রহ্মৈবোপলব্ধমবগতম্। তৎ কথং বিকৃতের্বিশ্বস্মাৎ সকাশাদবশিষ্যমাণত্বেন কিমিব মৃদিব, যথা—বিকৃতে র্ঘটাদেঃ সকাশাদবশিষ্যমাণত্বেন সর্ব্বং ঘটাদি দ্রব্যং মৃদেবোপলব্ধ দৃষ্টা তথা

বৃহদপীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ যতো বৃহতঃ সকাশাদ্বিকৃতেরুদয়াস্তময়ৌ অবযন্তি মন্যন্তে শ্রুতয়ঃ "যতো বা ইমানি" ইত্যাদ্যাঃ। তস্মান্মৃৎ সাম্যং তস্য যুজ্যত ইতি ভাবঃ। তর্হি কথং তদ্বদ্বিকারিত্বমপি নেত্যাহুঃ। অবিকৃতাৎ—

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"—

ইতি ন্যায়েনাচিন্ত্যশক্ত্যা তথাপ্যবিকৃতমেব—যৎ তস্মাদিত্যর্থঃ। যদ্যপ্যত্রাপি সশক্তিকমেব বৃহদুপপদ্যতে তথাপ্যাবিক্ষতভগবত্ত্বেনানুপাদানাৎ ব্রহ্মৈবোপপাদিতং ভবতি। সর্ব্বথা শক্তি পরিত্যাগো তদুপপাদনাসামর্থ্যাত্তুচ্ছত্বাপাতাচ্চ। তস্মাদত্র ব্রহ্মৈবোদাহৃতম্। অতএব মৃণ্মাত্রদৃষ্টান্তেন কর্ত্তৃত্বাদিকমপি তত্র নোপস্থাপিতম্। তদেতদ্ব্রহ্ম প্রতিপাদনমপি শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবসাতীত্যাহুঃ। অত— ইতি, অতো ব্রহ্মপ্রতি পাদনাদপি ঋষয়ো বেদাস্ত্বয়ি শ্রীভগবত্যেব মনস আচরিতং তাৎপর্য্যং বচনস্যাচরিতমভিধানঞ্চ দধুর্ধ্রুবমস্তঃ। দ্বয়োরেকবস্তুত্বাত্তগাদীনামাবিস্কারানাবিষ্কারদর্শনমাত্রেণ ভেদকল্পনাচ্চ তত্রার্থান্তরন্যাসঃ। নৃণাং ভূচরাণাং সম্যগ্দর্শিনামসম্যগ্দর্শিনাং বা ভুবি দত্তানি নিক্ষিপ্তানি পদানি কথমযথা ভবন্তি ভুবং ন প্রাপ্নুবন্তি অপি তু তত্রৈব পর্য্যবস্যন্তি। তস্মাদ্ যথা কথমপি প্রতিপাদয়ন্তু ফলিতন্তু ত্বয্যেব ভবতীতি ভাবঃ। তদুক্তম্—

"জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ॥"

ইতি। অত্র শ্রুতয়শ্চ মধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ—

"হন্তৈতমেব পুরুষং সর্ব্বাণি নামান্যভিবদন্তি॥ যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রমভিবিশন্তি এবমেবৈতানি নামানি সর্ব্বাণি পুরুষমভিবিশন্তি"।

ইতি তদেবং ভগবত্ত্বেন ব্রহ্মত্বেন চ ত্বমেব তাৎপর্য্যাভিধানাভ্যাং সর্ব্বনিগমগোচর ইত্যুক্তম্ তচ্চ যথার্থমেব নতু কাল্পনিকমিত্যাহুঃ॥

"ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোক মল-
ক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ
পরম ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্॥" (ভাগ, ১০।৮৭)

ত্র্যধিপতে! ত্রয়াণাং ব্রহ্মাদীনাং পতিস্তদবতারী নারায়ণাখ্যঃ পুরুষস্তস্যাপ্যুপরিচরস্বরূপত্বাদধিপতির্ভগবান্। ততো হে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর! যস্মাত্ত্বয্যেব বেদানাং তাৎপর্য্যমভিধানঞ্চ পর্য্যবসিতমিতি অতো হেতোরেব সূরয়ো বিবেকিনঃ পরম্পরাব্রপ্রতিপাদনময়ং বেদভাগমপি পরিত্যজ্য কেবলং তবাখিললোকমলক্ষপণকথামৃতাব্ধিং সকলবৃজিননিরসনহেতুকীর্ত্তিসুধাসিন্ধুম্—অবগাহ্য শ্রদ্ধয়া নিষেব্য তপঃপ্রাধান্যেন তাপসকত্বেন বা তপাংসি কর্ম্মাণি তানি জহুস্ত্যক্তবন্তঃ। তেষাং সাধকানাং অপি যদি তত্রৈবং তদা কিমুত বক্তব্যং স্বধামবিধূতাশয়কালগুণাঃ শুদ্ধাত্মস্বরূপস্ফুরণেন নির্জিতমন্তঃকরণং জরাদিহেতুঃ কালপ্রভাবঃ সত্ত্বাদয়োগুণাশ্চ বৈস্তে যে পুনঃ তবাজস্রসুখানুভবস্বরূপং পদং ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং ভজন্তি তে তমবগাহ্য তানি জহুরিতি।

কিন্তুর্হি ব্রহ্মমাত্রানুভবনিষ্ঠামপি জহুরিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। অত্র তাবত্রিবিধা জনাঃ—মুগ্ধাঃ বিবেকিনঃ, কৃতার্থাশ্চ ইতি। তত্র সর্ব্বানেবাধিকৃত্য বেদানামকল্পনাময়ত্বেনৈব ভগবন্নির্দ্দেশকতা দৃশ্যতে। তথাহি যদি তথাত্বেনৈব সা ন দৃশ্যতে তদা বস্তুতস্তৎসম্বন্ধাভাবাদখিললোকমলক্ষপণত্বেন পদপদার্থ-জ্ঞানহীনানাং মুগ্ধানামপি যৎ পাপহারিত্বং বেদান্তর্ব্বর্ত্তিন্যা ভগবৎকথায়াঃ প্রসিদ্ধং তন্ন স্যাৎ। "অস্পৃষ্টানললোহদাহকতাবৎ," কিঞ্চ তস্যাঃ কল্পনাময়ত্বে সতি বিবেকিনস্তু ন তত্র প্রবর্ত্তেরন্ বন্ধ্যায়াঃ সুপ্রজস্ত্বগুণশ্রবণবৎ। প্রবর্ত্তন্তাং বা তদাবেশেন স্বধর্ম্মং পুনর্নত্যজেয়ুঃ। রাজযশসোগঙ্গাত্বশ্রবণেন তীর্থান্তরসেবনবৎ। অপি চ তথা সতি যে পুনরাত্মারামত্বেন পরমকৃতার্থাস্তে তদনাদরেণ তৎকথাং নৈবাবগাহেরন্। অমৃতসরসীমবগাঢ়া আরোপিততদধিক-গুণক-নদীবৎ। শ্রূয়তে চ তস্যাস্তত্তদ্গুণকত্বম্। যথা বৈষ্ণবে—

"হন্তি কলুষং শ্রোত্রং স যাতো হরিঃ"

ইত্যাদৌ। অত্রৈব ত্বদবগমী ন বেত্তীত্যাদৌ। প্রথমে হরের্গুণাক্ষিপ্তমতিরিত্যাদৌ। তস্মাদ্গুণানাং গুণাদিপ্রতিপাদকবেদানাঞ্চ ভগবতা সম্বন্ধঃ স্বাভাবিক এব সর্ব্বথেতি সিদ্ধম্। অত্র শ্রুতয়ঃ।

"ওঁ আস্য জানন্ত" ইত্যাদ্যাঃ

'যথা পুষ্কর পলাশমাপো ন শ্লিষ্যন্তি এবমেবংবিদং পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতি। ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে। এবং বাব ন তপতি কিমহং সাধু করবং কিমহং নাকরবমিত্যাদ্যাঃ।"

"মুক্তাহ্যেনমুপাসত"

ইত্যাদ্যাঃ এবমন্যেঽপি শ্লোকা উপাসনাদিবাক্যানাং ভগবৎ পরতাদর্শকা যথাযথং যোজয়িতব্যা; ইত্যভিপ্রেত্য নোদ্ধ্রিয়ন্তে। নমু তর্হি ভবন্মতে শব্দনির্দ্দেশ্যত্বে প্রাকৃতত্বমেব তত্রাপততি। কিঞ্চ শ্রুতিভিরপি—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

"অবচনেনৈব প্রোবাচ"

"যদ্বাচানাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে"

"যৎ শ্রোতং ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্" ইত্যাদৌ শব্দ নির্দ্দেশ্যত্বমেব তস্য নিষিধ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যায়াম্ উচ্যতে। যথা সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ্যত্বেদোষস্তথা লক্ষ্যত্বেঽপি কথং ন স্যাৎ। উভয়ত্রাপি শব্দবৃত্তিবিষয়ত্বেন বিশেষাৎ। কিঞ্চ ন তস্য প্রাকৃতবৎ সাক্ষান্নির্দ্দেশ্যত্বং কিন্তুনির্দ্দেশ্যত্বেনৈব তথা নির্দ্দেশ্যত্বমিতি সিদ্ধান্ত্যতে। তথৈব তাসাং মহাবাক্যোপসংহারঃ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এক্ষণে যেরূপে শ্রুতিগণ বিশেষ ভাবে ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়, এবং ব্রহ্ম প্রতিপাদক হইয়াও যেরূপে শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তাহাই উদ্দিষ্ট হইতেছে। যথা—

"এই ইন্দ্রাদি সকলে তোমাকেই বৃহৎ ব্রহ্ম বলিয়া জানে, যেহেতু এই বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্ত্যাদি তোমা হইতে হইয়া থাকে, তুমিই সকলকার উপাদান, অবশেষে বৃহৎ তুমিই অবশিষ্ট থাক। অবিকৃত মৃত্তিকা হইতে যেমন নাম যে

ঘটপটাদি বিকার হয়, অবশেষে মৃত্তিকাই থাকে, তদ্রূপ তুমি অবিকৃত থাক। একারণ ঋষিগণ (মন্ত্র বা মন্ত্রদ্রষ্টৃগণ) তোমাতেই মন ও বচনের তাৎপর্য্যাবধারণ করিয়াছেন, যেহেতু ভূচর প্রাণিগণ যে স্থানেই পদক্ষেপ করুক, উহা যেমন ভূতলেই হইয়া থাকে তদ্রূপ তুমিই সকলের অব্যভিচরিত আধার।"

অর্থাৎ এই সকলই বৃহৎব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে। যেহেতু বিকৃত বিশ্ব হইতে অবশেষে উহাই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যেমন বিকৃত ঘটাদির মৃত্তিকাতেই অবশেষ হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিশ্বের অবশেষে বৃহৎকেই পাওয়া যায়। শ্রুতিসকল বৃহৎ ব্রহ্ম হইতেই (যতো বা ইমানি ভূতানি—ইত্যাদি) উৎপত্তি বিনাশশীল বিশ্বের উদয় ও অস্ত বলেন, সুতরাং মৃত্তিকার সাম্য, তাঁহাতে অসামঞ্জস্য হয় না। যদি মৃত্তিকার দৃষ্টান্তেই ব্রহ্মের কার্য্যাদি জানিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকার ন্যায় ব্রহ্মে বিকারিত্ব না আসিবে কেন? তদুত্তরে ব্রহ্মকে অবিকারী বলা হইয়াছে। "শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাৎ" এই ন্যায় অবলম্বন করিয়া, আমরা অপ্রাকৃত অপৌরুষেয় শব্দ প্রমাণানুসারে ব্রহ্মে অচিন্ত্য-শক্তি দ্বারা যখন সকলই সম্ভব বলিয়া থাকি, তখন তাঁহাতে অবিকারিত্বের অসম্ভাবনা না হইবে কেন? যদিও এখানে সর্শক্তিক বৃহৎ ব্রহ্ম উপপাদিত হইতেছেন, তথাপি আবিষ্কৃত ভগবত্ত্বে গ্রহণ করিতে না পারায়, এখানে ব্রহ্মই উপপাদিত হইয়াছেন। সর্ব্বথা শক্তি পরিত্যাগ করিলে তাহার উপপাদনের অসামর্থ্যতা বশতঃ তুচ্ছত্বের আপতন হইয়া পড়ে, শক্তি ভিন্ন বৃহত্ত্ব ধর্ম্মের গ্রহণ হইতেই পারে না। সুতরাং এখানে ব্রহ্মই উদাহৃত হইয়াছে, অতএব মৃম্মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারা উহাতে কর্তৃত্বাদিও উপস্থাপিত হইতেছে না, সে কারণ এখানের ব্রহ্ম প্রতিপাদনও শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হইতেছে, এই জন্যই বলা হইয়াছে অত—ইতি—এখানে মূল শ্লোকে "অত ঋষয়ো"—এই পদবিন্যাসে অর্থাৎ অতএব বেদ সকল ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতে তোমার প্রতিপাদনে (ভগবৎ-তত্ত্ব প্রখ্যাপনে) কৃত নিশ্চয় হইয়া মনের অভিপ্রেত তাৎপর্য্য বচনের আচরিত অভিধানে মানসানুরূপ বাক্যে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, যেহেতু ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদি ষড়্-ভগের আবিষ্কার ও অনাবিষ্কার দর্শনে একতত্ত্বেরই উভয় ভেদ কল্পিত মাত্র, বস্তুতঃ উভয়ই এক হওয়ায় উহা অর্থান্তর ন্যাস হইয়াছে, অলঙ্কার শাস্ত্রে আট প্রকার অর্থান্তর ন্যাস স্বীকৃত হইলেও "অর্থান্তরং ন্যস্যতেঽত্র" এক প্রকার অর্থের দ্বারা অন্য প্রকার অর্থের সমর্থনই অর্থান্তরন্যাস, এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য অর্থতঃ শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সম্যক্‌দর্শী বা অসম্যক্‌দর্শী পৃথিবীতে দত্তপদ—ভূচরগণের নিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ যেমন অযথা হয় না, অর্থাৎ উহা কি ভূমি স্পর্শ করে না? অপিচ উহার ভূমিস্পর্শেই তাৎপর্য্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ বেদ যে কোন রকমে যাহাই প্রতিপাদন করুন, উহা তোমাতেই ফলিত হইয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধে উক্তি যথা—"মন্নিষ্ঠ জ্ঞানযোগ ও নির্গুণ ভক্তিযোগ এতদুভয়ের ভগবৎ শব্দ লক্ষণ এক অর্থই অভিপ্রেত।" মধ্বভাষ্য প্রমাণিতা শ্রুতি যথা—"সকল নামই সেই এক পরমপুরুষকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে, যেমন পৃথক পৃথক প্রদেশে প্রবাহিত নদী সকল এক সমুদ্রেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথক পৃথক নানা নামও সেই পুরুষেই প্রবিষ্ট হয়, অর্থাৎ তাঁহারই প্রতিপাদক হয়।

সুতরাং কি ভগবত্ত্বে কি ব্রহ্মত্বে তাৎপর্য্য ও অভিধা উভয় বৃত্তি দ্বারা তুমিই সকল নিগমের বিষয় হইতেছ। তোমার উক্ত নিগম গোচরতা কাল্পনিক নহে, উহা যথার্থ জানিতে হইবে। তৎপক্ষে বিশেষ উক্তিও যথা—

"হে ত্র্যধিপতি! বিবেকিগণ অখিললোকের অজ্ঞানাদি পাপ নাশক তোমার কথামৃতাব্ধিতে অবগাহন করিয়া, সর্ব্ব পাপ নির্মুক্ত হইয়া থাকে। যাহাদের হৃদয়ে তুমি নিত্য স্ফুরিত হও, যাহারা ধৌতাশয়, যাহারা অজস্র সুখানুভবদ তোমার পাদপদ্মের ভজনা করিয়া থাকে, তাহাদের কথা আর কি বলিব!"

অর্থাৎ হে ব্রহ্মাদিরও পতি—চতুর্ব্যূহাধিপতির অবতারী যে মূল নারায়ণাখ্য পুরুষ তাঁহারও উপরিচর স্বরূপ, অতএব অধিপতি স্বয়ং ভগবান তুমি, সর্ব্বেশ্বরেরও ঈশ্বর তোমাতেই সকল বেদের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত হওয়ায়, বিবেকিগণ পরম্পরা ক্রমে তোমার প্রতিপাদনময় বেদভাগকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, যে ভাগে কেবল তোমার অখিললোকের মালিন্য নাশক কথা আছে, সমস্ত পাপ নিরসনের হেতুভূত তোমার সেই কীর্ত্তি-সুধা-সিন্ধুতে অবগাহন করতঃ তাপপ্রদ তপস্যাদি প্রাবৎ

কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অথবা সকল প্রকার তাপ হইতে মুক্ত হন। সাধকগণই যখন ঈদৃশী অবস্থা লাভ করেন, তখন যাঁহাদের স্বীয় প্রভাবে আশয়াদি কালের গুণ সকল বিধুত হইয়াছে, শুদ্ধ আত্ম স্বরূপের স্ফূর্ত্তি দ্বারা নির্জ্জিতান্তঃকরণ যাঁহারা, ত্রিগুণাতীতাবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা তোমার অজস্র সুখানুভবস্বরূপ ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বকে ভজনা করেন, তাঁহারাও যে তোমার কীর্ত্তিসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া সকল ত্যাগ করিবেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য কি? সুতরাং ব্রহ্ম-মাত্র অনুভবের নিষ্ঠা যে ত্যাগ করেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

এখানে আমরা ত্রিবিধ জনকে পাইয়া থাকি মুগ্ধ, বিবেকী ও কৃতার্থ, এই সকলকার সম্বন্ধেই বেদের অকল্পনা-ময়স্বরূপে ভগবন্নির্দ্দেশকতা দেখা যায়। যদি অকল্পনাময় ভগবন্নির্দ্দেশকতা দেখা না যায়, তাহা হইলে বস্তুতঃ ভগবৎ সম্বন্ধের অভাব বশতঃ অখিললোকের মালিন্য ক্ষপণত্বে পদপদার্থে জ্ঞানহীন মুগ্ধেরও পাপহারিত্ব সম্বন্ধে যাহা বেদান্ত-বর্ত্তিনী ভগবৎ কথায় প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আর হইতে পারে না। অনলাস্পৃষ্ট লৌহের যেমন দাহকতা থাকে না তদ্রূপ, যেহেতু অজ্ঞের পাপহারিত্ব সম্বন্ধে ভগবন্নির্দ্দেশকতাই কারণ। বন্ধ্যার সুপ্রজত্ব গুণ শ্রবণে যেমন কেহ প্রবর্ত্তিত হয় না, তদ্রূপ ভগবন্নির্দ্দেশকতা কাল্পনিকী হইলে উহাতে বিবেকিগণ কখন প্রবর্ত্তিত হইতেন না। যদি বল স্বধর্ম্ম কেহ ত্যাগ করে না, (রাজ-যশের) গঙ্গাত্ব শ্রবণে তীর্থান্তরের সেবা করিতে যাওয়ার ন্যায় সেই আবেগে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অপিচ যাহারা আত্মারামত্বে পরম কৃতার্থ হইয়াছে তাহারা অন্যত্র প্রবর্ত্তিত হয় না, যে ব্যক্তি অমৃত-হ্রদে নিমগ্ন আছে, সে যেমন আরোপিতাধিক-গুণ-নদীকে ত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মারামাবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তি স্বীয়ানন্দ উপেক্ষা করিয়া ভগবৎ কথায় প্রবর্ত্তিত না হউক? কিন্তু ভগবৎ কথায় তাদৃশ গুণও শ্রবণ করা যায়, যে আত্মারামগণ ভগবদ্‌গুণে আকৃষ্ট-হৃদয় হইয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরাণেও যথা—"সেই হরি শ্রোত্র পথে যাইয়া কলুষ বিনষ্ট করেন।" অর্থাৎ হরি কথা শ্রবণে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। এখানেও ঐ কথা বলা হইয়াছে "তোমাকে যে জানিয়াছে সে আর ভবদত্ত সুখ দুঃখের অনুসন্ধান করে না।" অর্থাৎ সুখ-দুঃখাতীতাবস্থা লাভ করিয়া থাকে। ঐ শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলিয়াছেন—

"হে সগুণ ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যযুক্ত ত্বদবগমী—ত্বজ্‌জ্ঞানবান্ ভবদুত্থশুভাশুভয়োর্ভবতঃ কর্ম্মফলদাতুরীশ্বরাদ্ধেতোরুত্থয়োঃ আবির্ভূতয়োঃ শুভাশুভয়োঃ প্রাচীনপুণ্যাপুণ্যকর্ম্মণোঃ ফলভূতান্ গুণবিগুণান্বয়ান্ সুখদুঃখ সম্বন্ধান্ ন বেত্তি-নানুসন্ধত্তে * * শ্রবণভৃতঃ অনুদিনং শ্রবণেন চেতসি ভৃতো ধৃতস্ত্বং" অর্থাৎ ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যশালী তোমার মহিমায় বিভোর হইয়া তাহারা তোমাকে চিত্তে ধারণ করিয়াছে।

"হরিগুণে আক্ষিপ্ত চিত্ত" ইত্যাদি। অতএব গুণও গুণাদি প্রতিপাদক বেদের সহিত শ্রীভগবানের অনারোপিত স্বাভাবিক সম্বন্ধ সর্ব্বথা সিদ্ধ। শ্রুতিতে যথা—প্রণবাদি ব্যঞ্জিত সৎ ও চিৎ স্বরূপ তোমার নাম" (১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) "পদ্মপত্রে যেমন জলস্পর্শ হয় না, এরূপ তোমাকে যে জানিয়াছে, তাহাকে পাপকর্ম্ম স্পর্শ করে না, পাপজ কর্ম্ম তাহাকে আবৃত করে না, সে সুকৃতি দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হয়। এবং সে সদসৎ কোন কর্ম্ম করিব বা করিব না এই অনুতাপ করে না।" ইত্যাদি এবং "মুক্ত জীব তাঁহার উপাসনা করে।" ইত্যাদি বহু বহু উক্তি দেখা যায়, আত্মারামগণ ত্বদীয় গুণাকৃষ্ট হইয়া, স্ব-সুখাধিক আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে এখানে উক্ত প্রকারের উপাসনাদি বাক্যের ভগবৎ পরতা প্রদর্শক শ্লোকাদি আর উদ্ধৃত হইল না। এখানে তোমার মতে শব্দনির্দ্দেশ্যস্বরূপে উহার প্রাকৃতত্বের আপতনাশঙ্কা হইতে পারে? যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—"যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য যাঁহা হইতে নিবর্ত্তিত হইয়াছে।" "বাক্যাতীতরূপে যিনি অভিহিত" "যাঁহাকে বাক্যে অভিহিত করা যায় না" যাঁহার দ্বারা আমাদের বাগাদি অভ্যুদিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে সক্ষম হয়।" ইত্যাদি সকল স্থানেই তাঁহার শব্দ নির্দ্দেশ্যত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইত্যাদি বাক্যানুসারে শব্দ নির্দ্দেশ্য ভগবানে আপাততঃ প্রাকৃতত্বের আশঙ্কা অপনোদনার্থে বলিতেছেন,—যদি শব্দের সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ্যত্বে দোষ হয়,

তাহা হইলে তোমাদের স্বীকৃত লক্ষ্যত্বেই বা দোষ না হইবে কেন? কারণ শব্দের বৃত্তি বিশেষত্বে উভয়ত্র কোন বিভেদ নাই, শব্দের অভিধা বা লক্ষণা এই দুইটিই বৃত্তি বা শক্তি, সুতরাং শব্দ নির্দ্দেশ্যস্বরূপে প্রাকৃত দোষ কথনই হইতে পারে না। এখানে প্রাকৃতের ন্যায় তাঁহার সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ্যত্ব নাই—কিন্তু অনির্দ্দেশ্যত্বেই তাঁহার ঐরূপ নির্দ্দেশ—অর্থাৎ আমাদের বাক্যে তাঁহার গুণ ও মহিমাদি সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না বলিয়াই,—তিনি অবাঙ্মনসগোচর—ইত্যাদিরূপে শ্রুতি সিদ্ধান্ত করিয়া, বক্ষ্যমান প্রকারে তাহাদিগের (শ্রুতিদিগের) বাক্যের উপসংহার করিয়াছেন ॥ ১০০ ॥

"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া নন্বু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ-
শ্রুতয়স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥" (ভাগ ১০।৮৭।৪১)

অত্র স্বরূপ-গুণয়ো র্দ্বয়োরপি দ্বিধৈবানির্দ্দেশ্যত্বম্। আনন্ত্যেন ইদমিত্থং তদিতি নির্দ্দেশাসম্ভবেন চ। তত্র প্রথমমানন্ত্যেনাহুঃ, হে ভগবন্! তে তব অন্তম্ এতাবত্ত্বং দ্যুপতয়ঃ স্বর্গাদিলোকপতয়ো ব্রহ্মাদয়োঽপি ন যযু র্ন বিদুঃ। তৎ কুতঃ—অনন্ততয়া, যদন্তবদস্ত তৎ কিমপি ন ভবতীতি। আসতাং তে যস্মাত্ত্বমপি আত্মনোঽন্তং ন যাসি। কুতস্তর্হি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিতা বা তত্রাপ্যাহুঃ; অনন্ততয়েতি—অন্তাভাবেনৈব। ন হি শশবিষাণাজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞং তদপ্রাপ্তির্বা শক্তিবৈভবং বিহন্তি। শ্রুতিশ্চ "যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমেব্যোমন্ সোঽঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।" ইতি অনন্তত্বমেবাহুঃ যদন্তরেতি—যস্য তবান্তরা মধ্যে নন্বু অহো সাবরণা উত্তরোত্তরদশগুণসপ্তাবরণযুক্তা অণ্ডনিচয়া বান্তি পরিভ্রমন্তি বয়সা কালচক্রেণ খে রজাংসি ইব সহ একদৈব নতু পর্য্যায়েণ। অনেন ব্রহ্মাণ্ডানামনন্তানাং তত্র ভ্রমণাৎ স্বরূপগতমানন্ত্যং তেষাং বিচিত্রগুণানামাশ্রয়ত্বাৎ গুণগতঞ্চ জ্ঞেয়ম্। শ্রুতয়শ্চ—

"যদূর্দ্ধং গার্গি দিবঃ যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যা
যদন্তরং দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং
ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্যাদ্যাঃ।" (বৃহ, উ, ৩।৮।৪)
"বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রাবোচং
যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।"

ইত্যাদ্যাশ্চ। হি যস্মাদেবমতঃ শ্রুতয়স্ত্বয়ি ফলন্তি কথঞ্চিৎ কিঞ্চিদেবোদ্দিশ্য পুনরনন্তকথনেনৈব ত্বয়ি পর্য্যবস্যন্তি। অতঃ শ্রুতাবপি প্রাজাপত্যানন্দতঃ শতগুণানন্দত্বমভিধায় পুনঃ—"যতো বাচ" ইত্যাদিনা অনন্তত্বেন বাগতীতাসংখ্যানন্দত্বং ব্রহ্মণ উক্তম্। যদুক্তম্—

"ন তদীদৃগিতি জ্ঞেয়ং ন বাচ্যং ন চ তর্ক্যতে।
পশ্যন্তোঽপি ন জানন্তি মেরোরূপং বিপশ্চিতঃ॥"

ইতি। অতোঽত্রানির্দ্দেশ্যত্বেনৈব নির্দ্দেশ্যত্বম্। যত্তু "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদৌ স্বরূপস্য সাক্ষাদেব নির্দ্দেশঃ "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদৌ গুণস্য চ শ্রূয়তে তত্র চ তথৈব ইত্যাহুঃ।

"অতন্নিরসনেন ভবন্নিধনা" ইতি অতৎ প্রাকৃতং যদ্বস্তু তন্নিরস্যৈব ভবৎপর্য্যবসানাৎ। অয়মর্থঃ—"বুদ্ধির্জ্ঞানমসং মোহং" ইত্যাদিনা হ্রী-র্ধী-র্ভীরেতৎ সর্ব্বং মন এবেত্যাদিনা চ যৎ প্রাকৃতং জ্ঞানাদিকমভিধীয়তে তৎ সর্ব্বং ব্রহ্ম ন ভবতি ইতি "নেতি নেতি" ইত্যাদিনা।

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ইত্যাদিনা চ নিষিধ্যতে। অথ চ "সত্যজ্ঞানাদি" বাক্যেন "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদি বাক্যেন চ তদভিধীয়তে। ন তস্মাৎ প্রাকৃতাদন্যদেব তজ্জ্ঞানাদি ইতি তেষাং জ্ঞানাদিশব্দানামতন্নিরসনেনৈব ত্বয়ি পর্য্যবসানম্—ইতি। ততশ্চ বুদ্ধ্যগোচরবস্তুত্বাদনির্দ্দেশ্যত্বং তথাপি তদ্রূপং কিঞ্চিদস্তি ইতি উদ্দিশ্যমানত্বান্নির্দ্দেশ্যত্বঞ্চ। তথা পরোক্ষজ্ঞানেন চ দশমস্ত্বমসি—ইতি বদ্বাক্যমাত্রেণৈব তস্য স্বপ্রকাশরূপস্যাপি বস্তুনঃ—বিশুদ্ধচিত্তে স্বপ্রকাশদর্শনাৎ, শ্রুতিশব্দস্য স্বপ্রকাশ তাশক্তি ময়ত্বমেবাবসীয়তে।

"শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনু।"

ইতি। "বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ" ইতি।

"বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুমঃ"

ইতি।

"কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে হত্র—

কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎ ক্ষণাৎ" ইতি চ। অতএব "ঔপনিষদঃ পুরুষঃ" ইত্যত্রোপনিষন্মাত্রগম্যত্বং শ্রুতির্বোধয়তি। চাক্ষুষং রূপং—ইতি বৎ। ততশ্চ শ্রুতিময্যা স্বপ্রকাশতাশক্ত্যা প্রাকৃতবদ্বস্তু জাতং তম ইব নিরস্য স্বয়ং প্রকাশতে তস্মান্ন তত্রাপি নির্দ্দেশ্যত্বম্। নহি স্বেন প্রকাশেন রবিঃ প্রকাশ্যো ভবতি যথা তেন ঘট-ইতি বক্তুং যুজ্যতে স্বাভিন্নত্বাৎ। যদি চ, শক্তিশক্তিমতোর্ভেদপক্ষঃ স্বীক্রিয়তে তদা নির্দ্দেশ্যত্বমপীত্যত্রানির্দ্দেশ্যত্বেনৈব নির্দ্দেশ্যত্বং সিদ্ধম্। অতএবোক্তং গারুড়ে—

"অপ্রসিদ্ধেরবাচ্যস্তদ্বাচ্যং সর্ব্বাগমোক্তিতঃ।
অতর্ক্যং তর্ক্যমজ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেবং পরং স্মৃতং॥"

ইতি। শ্রুতৌ চ

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাদধি"

ইতি। ইদমভিপ্রেত্যোক্তম্ শ্রীপরাশরেণাপি

"যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বশক্তিনিলয়ে মানানি নো মানিনাং।
নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি হন্তি কলুষং শ্রোত্রং স যাতো হরিঃ॥"

ইতি। নন্বাবিষ্কৃতশক্তের্ভগবদাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশতাশক্তিস্বরূপত্বং বেদস্য—সম্ভবতি। ততশ্চানাবিষ্কৃতশক্তের্ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্তস্মাৎ কথং? ইতি উচ্যতে অস্মন্মতে তস্যাপি প্রকাশো ভগবচ্ছক্ত্যৈব। তদুক্তম্

"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সম্প্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥"

ইতি। ন চৈতেন পরপ্রকাশ্যত্বমাপততি ব্রহ্ম-ভগবতোরভিন্নবস্তুত্বাৎ। অত্র লৌকিকশব্দেনাপি যঃ কশ্চিত্তদুপদেশঃ স তু তদনুগতেস্তয়া শ্রুত্যৈবানুগৃহীততয়া সম্ভবতীত্যুক্তম্। অতস্তদনুশীলনাবসরে তদুক্ত্যনুভাবরূপস্য তচ্ছব্দস্য তু সুতরাং তৎস্বরূপশক্তিবিলাসময়ত্বাৎ ন তত্র নিষেধঃ। কিং তর্হি মনোবিলাসময়স্যৈবেতি সর্ব্বমনবদ্যম্। অত এব সৌপর্ণ শ্রুতৌ "প্রকৃতিশ্চ প্রাকৃতঞ্চ যম্ জিঘ্রন্তি জিঘ্রন্তি যম্ পশ্যন্তি পশ্যন্তি যম্ শৃণ্বন্তি, শৃণ্বন্তি যম্ জানন্তি জানন্তি চ।" ইতি শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

দুরধিগম তোমার মহিমা যাহা বহু শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে উক্ত মহিমার অপরিমিততা বশতঃই তুমি বাক্যমনের অগোচর ইহাই শ্রুতিগণ স্বীয় বাক্যে বলিতেছেন "হে ভগবান! স্বর্গাদি লোকপতি ব্রহ্মাদি দেবগণও অনন্ত-মহিম তোমার মহিমার সীমা করিতে পারে না। এমনকি তুমিও তোমার সীমায় যাও না। উত্তরোত্তর দশাবরণে আবৃত ব্রহ্মাণ্ড সমূহ কালচক্রে তোমার লোমকূপে আকাশে ধূলিকণার ন্যায় যুগপৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব তৎ-পরায়ণা শ্রুতিসকল অতন্নিরসন মুখে তোমাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।"

ভগবত্তত্ত্বের দুরধিগমতা

অর্থাৎ এখানে স্বরূপগত ও গুণগত এতদুভয়েরই অনির্দ্দেশ্যতা ব্যক্ত হইয়াছে, আনন্ত্যতা বশতঃ স্বরূপগত অনির্দ্দেশ্যতা হইতেছে, যেহেতু এই বস্তুটি এই প্রকার, এমন করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই অনন্তের ভাব গ্রহণ করিয়াই প্রথম সম্বোধন হে ভগবান্! তোমার স্বরূপের এতাবত্ব নির্দ্দেশ করিতে স্বর্গাদি লোকপতি তত্তদাত্মজাভিমানী ব্রহ্মাদিও পারেন না, তখন অপরের উহা জানার সম্ভব কোথায়? কেন না যাহা সসীম বস্তু তাহা জানা যায়, তুমি সসীম বস্তুর মধ্যে কোন বস্তুই নহ। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড যে তোমাতে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই তুমি তোমার স্বীয় অন্ত (সীমা) জাননা, যেহেতু তুমি ব্রহ্মাণ্ড নিচয়ের বাহিরে থাক। এখানে যাহা হইতে বা যাঁহাতে ব্রহ্মাণ্ড নিচয় অবস্থিত, সেই স্বীয় স্বরূপের অপরিজ্ঞান হইলে, সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্বশক্তিমত্ত্বা কিরূপে হইতে পারে বরং তদ্বিপরীত অসার্ব্বজ্ঞ্যতা দোষই আপতিত হইতে পারে? তদুত্তরে—অন্ত না থাকা—যাহার অন্ত নাই, তাহার অন্ত পরিজ্ঞান কি করিয়া হইতে পারে!! শশশৃঙ্গের অপরিজ্ঞান বা উহার অপ্রাপ্তি কখন সার্ব্বজ্ঞ্যত্বের বা শক্তিবৈভবের হানি করিতে পারে না।

শ্রুতিবলেন—"যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ পরব্যোমে অবস্থিত তিনি জানুন বা নাই জানুন।" ইত্যাদি এখানে যদন্তরা—এই বাক্যে তাঁহার অনন্তত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে তোমার অন্তরে উত্তরোত্তর দশাবরণযুক্ত অণ্ডনিচয় কালচক্রে সৃষ্টিস্থিতিলয়াদি ক্রমে পরিভ্রমণ করিতেছে আকাশে ধূলিকণা যেমন একত্রে উত্থিত হয় তদ্রূপ যুগপৎ কত কত ব্রহ্মাণ্ড তোমার লোমকূপে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা দ্বারা স্বরূপতঃ আনন্ত্য এবং সেই সকল বিচিত্রগুণগণের আশ্রয়ত্ব হেতু গুণগত আনন্ত্যও জানিতে হইবে।

"হে গার্গি! দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে পৃথিবীর অধোদেশে যাহা পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যস্থলে ছিল, আছে ও থাকিবে" ইত্যাদি শ্রুতিতেও যাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

"পার্থিব ধূলি গণনা সম্ভব হইলেও, কে বিষ্ণুর বীর্য্য প্রকৃষ্ট রূপে বলিতে সক্ষম হইবে"? ইত্যাদি সর্ব্বত্র শ্রুতিতেই যখন এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়, তখন শ্রুতি সকল কোন প্রকারে তোমার মহিমার কিঞ্চিৎ উদ্দেশ করিয়া, তোমার অনন্ত মহিমা কথনের দ্বারা তোমাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে শ্রুতিতে প্রাজাপত্যাদি আনন্দ হইতে শতগুণ আনন্দত্বের কথা বলিয়া,—যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অনন্ততা বশতঃ ব্রহ্মানন্দের বাগতীত

অসংখ্য-আনন্দত্ব উক্ত হইয়াছে। "সেই ভগবান—এইরূপ বলিয়া জ্ঞানের বা বাক্যর বিষয় হন না, অথবা সেই বিষয়ে তর্কও চলে না, বিজ্ঞ ব্যক্তি মেরুর রূপ (আকার) দেখিয়াও উঁহাকে সম্পূর্ণ জানিতে পারে না"। অতএব এই সকল বাক্য বা উদাহরণ পরম্পরা হইতে আমরা দেখিতেছি, ভগবৎ—মহিমার অনির্দ্দেশ্যত্ব রূপেই নির্দ্দেশ্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। সত্যং জ্ঞানং—ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বরূপের সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ, স্বাভাবিক জ্ঞান বলক্রিয়ার—ইত্যাদি শ্রুতিতে গুণাদি স্বরূপেরও সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব এখানে অতন্নিরসন দ্বারা অর্থাৎ যাহা তোমার স্বরূপ নহে তাহা অতৎ (প্রাকৃত) উক্ত প্রাকৃত বস্তুর নিরসন হইতেই ভগবৎ স্বরূপের অর্থাৎ অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, মহিমাদিমৎ শ্রীভগবত্তত্ত্বের নির্দ্দেশ এবং সেই ভগবত্তত্ত্বে শ্রুতির পর্য্যবসান।

"বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব অভব, ভয় ও অভয়।" ভগবদ্গীতার এই উক্তি হইতে ঐ সকলই মনোমধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, প্রাকৃত জ্ঞানাদির বিষয় যাহা অভিহিত হইয়া থাকে, উহা যে ব্রহ্ম নহে, ইহাই নেতি নেতি—ইত্যাদি শ্রুতিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" তাঁহার কার্য্য বা করণ (ইন্দ্রিয়) নাই ইহাতেও প্রাকৃত কার্য্য ও করণের নিষেধ অভিহিত হইয়াছে। অথচ "সত্য জ্ঞানাদি, স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল, ক্রিয়া"—ইত্যাদি শ্রুতিতে—স্বাভাবিক জ্ঞানাদির বিষয় অভিহিত হইয়াছে। অতএব নিষিদ্ধ জ্ঞানাদি যে প্রাকৃত হইতে অন্যনাহ, তাহা দেখাইয়া সেই জ্ঞানাদি বিষয়ের অতন্নিরসনের দ্বারাই তোমাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং সামান্য বুদ্ধির অগোচর বস্তুত্ব নিবন্ধনই অনির্দ্দেশ্যত্ব তথাপি তদ্রূপ যে কিছু আছে, অর্থাৎ প্রাকৃতাতীত স্বরূপভূত অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানাদি আছে, ইহা হইতে নির্দ্দেশ্যত্ব সম্ভাবিত হইয়াছে। পরোক্ষজ্ঞানে দশম তুমি—এই বাক্য হইতে নিজেকে গ্রহণ করিয়া অমুদ্দিষ্ট দশমের উদ্দেশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাদি বাক্যের উচ্চারণ মাত্রেই, বিশুদ্ধচিত্তে সেই স্বপ্রকাশ বস্তুরও সুপ্রকাশ হইতে শ্রুতি-বাক্যের স্বপ্রকাশশক্তিময়তাই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। "শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয়ই আমার নিত্য শরীর"—"বেদের ঈশ্বরাত্মতাহেতু"

এই বাক্যে শব্দ-ব্রহ্মরূপ বেদের ঈশ্বর স্বরূপতাই দেখান হইয়াছে। "স্বয়ম্ভু বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ, বলিয়া আমরা শুনিয়া থাকি।" "যাহার শ্রবণে শুশ্রূষুজনগণের হৃদয়ে ভগবান তৎক্ষণেই অবরুদ্ধ হয়েন।" অতএব শ্রুতিতে "ঔপনিষৎ পুরুষ" বলায় তিনি যে উপনিষৎ মাত্র গম্য (অর্থাৎ উপনিষদাদি শাস্ত্র হইতে তাঁহাকে জানা যায়) তাহা জানাইয়াছেন। ইন্দ্রিয়ান্তরের সদ্ভাব থাকিলেও যেমন চক্ষুর্ব্যতিরেকে রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, সেই জন্য রূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া অভিহিত, তদ্রূপ শ্রীভগবানকে অপৌরুষেয় শ্রুত্যাদি শব্দ-বেদ্য বলিয়া জানিবে। আলোক যেমন অন্ধকারকে নিরাস করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হয়। শ্রীভগবান্ তদ্রূপ শ্রুতিময়ী স্বপ্রকাশ শক্তিদ্বারা প্রাকৃত তাবৎ বস্তুকে নিরাস করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এখানে একটি আশঙ্কার উত্থাপন করা যাইতে পারে—তাহা হইলে (শ্রুতিময়ী স্বপ্রকাশ শক্তিদ্বারা প্রকাশিত হইলে) তাঁহার শ্রুতি নির্দ্দেশ্যত্ব না হউক? যেমন সূর্য্য স্বীয় প্রকাশদ্বারা প্রকাশ্য হয় না, কিন্তু তাঁহার প্রকাশে ঘটাদির প্রকাশ হইয়া থাকে; এখানে এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না, যেহেতু তাঁহাতে ও তাঁহার প্রকাশে কোন ভেদ নাই, সুতরাং তিনি স্বাভিন্ন এই স্বাভিন্নতা হেতু দ্বারা উক্ত আশঙ্কা আসিতে পারে না। যদি শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ-পক্ষ স্বীকার কর, তাহা হইলেও শ্রুতি নির্দ্দেশ্যত্ব দেখা যায়, যেহেতু অনির্দ্দেশ্যস্বরূপেই তাঁহার নির্দ্দেশ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"তিনি অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অবাচ্য, কিন্তু সর্ব্ব-আগম-উক্তি হইতে বাচ্য; তিনি তর্কের অবিষয় হইয়াও তর্ক্য, অজ্ঞেয় হইয়াও পরম জ্ঞেয়রূপে অভিহিত।" কেনোপনিষদে যথা—"তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকলবস্তুর অতীত।" শ্রীপরাশর মহাশয়ও এতদভিপ্রায়ে বলিয়াছেন "সর্ব্বশক্তিনিলয় যে ব্রহ্মে-প্রমাণবাদিগণের প্রমাণ সকলস্থান প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু সেই হরি শ্রোতার শ্রোত্রপথে আসিলে সকল কলুষ-বিনাশ করিয়া থাকেন।" পুনশ্চ একটি আশঙ্কা হইতেছে—আবিষ্কৃত-শক্তি ভগবদাখ্য ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা শক্তিস্বরূপতা-বেদের সম্ভব হইতে পারে অর্থাৎ আবিষ্কৃতশক্তি ভগবানের প্রকাশক হইতে পারে; কিন্তু অনাবিষ্কৃত শক্তি ব্রহ্মের বেদ-প্রকাশতা কিরূপে সম্ভব হইবে?

তদুত্তরে বলা হইতেছে—আমাদিগের মতে উহাও (ব্রহ্মের প্রকাশও) ভগবচ্ছক্তিতে হইয়া থাকে। "পরব্রহ্মাখ্য মদীয় মহিমা আমার অনুগ্রহেই জানিবে।" (১৯৭ পৃষ্ঠা দেখ) ইহা হইতে স্বয়ং প্রকাশ ব্রহ্মে পরপ্রকাশতা দোষ আপতিত হউক? এখানে উক্ত দোষের আশঙ্কা আসিতে পারে না; যেহেতু ব্রহ্ম ও ভগবান অভিন্ন তত্ত্ব, এক অদ্বয়তত্ত্বেরই আবির্ভাব তারতম্যে নামান্তর মাত্র। লৌকিক শব্দে কোথাও যে ব্রহ্মাদিতত্ত্বোপদেশ দেখা যায়, উহারও তদানুগত্য আছে, অর্থাৎ উহাও শ্রুতিদ্বারা অনুগৃহীত হইয়াই সম্ভাবিত হইয়া থাকে। অতএব ভগবত্তত্ত্বানুশীলনাবসরে তাঁহার ভক্তির অনুভাবরূপ বেদ-শব্দেরও তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাসময়তা বশতঃ তাঁহাতে নিষেধ হইতে পারে না। যখন শব্দের নিষেধ হয় না তখন মনোবিলাসময়ের আর কথা কি? অতএব "মনসা ন মনুতে"—ইত্যাদি শ্রুতিরও পূর্ব্ববৎ প্রাকৃত দৃষ্টান্তানুগত অর্থ জানিবে সুতরাং সর্ব্বসঙ্গতই হইতেছে। সৌপর্ণ শ্রুতিতে যথা "প্রকৃতি হইয়াও যাহা প্রাকৃত গ্রহণ করে না, গ্রহণ করিলেও যাহা দেখে না, দেখিলেও শ্রবণ করে না, শুনিলেও যাহাকে জানিয়াও জানে না।" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যাঁহার অদ্ভুতত্বই ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা শ্রুতিগণ শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন ॥১০১॥

অথৈকমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্ত্বেন চ বিরাজতীতি। যস্য শক্তেঃ স্বরূপভূতত্বং নিরূপিতং তচ্ছক্তিমত্তাপ্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎসংজ্ঞামাপ্নোতি তচ্চ ব্যাখ্যাতম্। তদেব চ শক্তিত্বপ্রাধান্যেন বিরাজমানং লক্ষ্মীসংজ্ঞামাপ্নোতীতি দর্শয়িতুং তস্যাঃ স্ববৃত্তিভেদেনানন্তায়াঃ কিয়ন্তো ভেদা দর্শ্যন্তে। যথা—

"শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া।
বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥"

শক্তির্মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা। শক্তিশব্দস্য প্রথম প্রবৃত্ত্যাশ্রয়রূপা ভগবদন্তরঙ্গ মহাশক্তিঃ। মায়া চ বহিরঙ্গা শক্তিঃ। শ্র্যাদয়স্তু তয়োরেব বৃত্তিরূপাঃ। তাসাং সর্ব্বাসামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃততাভেদেন শ্রূয়মাণত্বাৎ। ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্। তত্র পূর্ব্বস্যা ভেদঃ শ্রীর্ভাগবতী সম্পৎ। নত্বিয়ং মহালক্ষ্মীরূপা তস্যা মূলশক্তিত্বাৎ। তদগ্রে বিবরণীয়ম্। উত্তরস্যা ভেদঃ শ্রীর্জাগতী সম্পৎ। ইমামেবাধিকৃত্য "ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি" ইত্যাদি বাক্যম্। যত উক্তং চতুর্থশেষে শ্রীনারদেন—

"শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ রসজ্ঞঃ ॥" (ভাগ, ৪।৩১।২২)

ইতি। তত্র তদর্থিদ্বিপদপত্যাদিসহভাব উপজীব্যঃ। তথা দুর্ব্বাসসঃ শাপনষ্টায়াস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা আবির্ভাবং সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রেয়সীরূপা স্বয়ং ক্ষীরোদাদাবির্ভূয় দৃষ্ট্যা কৃতবতী ইতি শ্রূয়তে। এবমপরাপি। তত্র ইলা ভূস্তদুপলক্ষণত্বেন লীলা অপি। তত্র চ পূর্ব্বস্যা ভেদো বিদ্যা তত্ত্বাববোধকারণং সম্বিদাখ্যায়াস্তদ্বৃত্তে-র্বৃত্তিবিশেষঃ। উত্তরস্যা ভেদস্তস্যা এব বিদ্যায়াঃ প্রকাশদ্বারম্। অবিদ্যালক্ষণো ভেদঃ পূর্ব্বস্যা ভগবতি বিভুত্বাদিবিস্মৃতিহেতুর্মাতৃত্বাদিময়প্রেমানন্দ-বৃত্তিবিশেষঃ। অতএব গোপীজনাবিদ্যাকলাপ্রেরক ইতি তাপন্যাং শ্রুতৌ। যথাবসরমেতদপি বিবরণীয়ম্।

উত্তরস্যাঃ স ভেদঃ সংসারিণাং স্বস্বরূপবিস্মৃত্যাদিহেতুরাবরণাত্মকবৃত্তিবিশেষঃ। চ-কারাৎ পূর্ব্বস্যাঃ, সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনী-ভক্ত্যাধারশক্তি-মূর্ত্তি-বিমলা-জয়া-যোগা প্রহ্বীশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ। অত্র সন্ধিন্যেব সত্যা জয়ৈবোৎকর্ষিণী, যোগৈব যোগমায়া, সম্বিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্।

প্রহ্বী বিচিত্রানন্তসামর্থ্যহেতুঃ। ঈশানা সর্ব্বাধিকারিতাশক্তিহেতুরিতি ভেদঃ। এবমুত্তরস্যাশ্চ যথাযথমন্যা জ্ঞেয়াঃ। তদেবমপ্যত্র মায়াবৃত্তয়ো ন বিব্রিয়ন্তে। বহিরঙ্গসেবিত্বাৎ। মূলে তু সেবাংশমাত্র সাধারণ্যেন গণিতাঃ। বহিরঙ্গসেবিত্বঞ্চ তস্যা ভগবদংশভূতপুরুষস্য বিদূরবর্ত্তিতয়ৈবাশ্রিতত্বাৎ। তথা চ দশমস্য সপ্তত্রিংশে নারদেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবাস্তাবি—

"বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনির্বৃত্তমায়া-গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥"
ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া বিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্।
ক্রীড়ার্থমভ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং নতোঽস্মি ধুর্য্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাম্॥"

ইতি। অনয়োরর্থঃ—

বিশুদ্ধং যদ্বিজ্ঞানং পরমতত্ত্বং তদেব ধনং শ্রীবিগ্রহো যস্য। স্বসংস্থয়া স্বরূপাকারেণ স্বরূপশক্ত্যৈব বা সম্যগাপ্তা ইবাপ্তা নিত্যসিদ্ধাঃ পূর্ণা বা সর্ব্বে অর্থা ঐশ্বর্য্যাদয়ো যত্র। অতএব ন বিদ্যতে অতিতুচ্ছত্বাৎ মোঘে বৃথাভূতে জগৎকার্য্যে বাঞ্ছিতং বাঞ্ছা যস্য। ক্বচিদবাঞ্ছিতস্যাপি সম্বন্ধো দৃশ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ। স্বতেজসা স্বরূপশক্তিপ্রভাবেন নিত্যমেব নিবৃত্তো দূরীভূতোমায়াগুণপ্রবাহ স্তৎপরম্পরা যস্মাৎ। ইত্থমেব—

"যুক্তংবিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া।"

ইত্যুক্তম্। আত্মমায়য়া স্বরূপভূতয়া শক্ত্যা যুক্তম্। গুণময্যা বিরহিতমিতি। তং ভগবন্তং শরণং ব্রজেম। তথা ত্বাং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং ভগবন্তমেব স্বাংশেনেশ্বরমন্তর্য্যামিপুরুষমপি সন্তং নতোঽস্মি। কথম্ভূতমীশ্বরং স্বরূপশক্ত্যা স্বাশ্রয়মপি আত্মমায়য়া (আত্মাত্র জীবাত্মা) তদ্বিষয়য়া মায়য়া বিনির্ম্মিতা অশেষবিশেষাকারা কল্পনা যেন। যদ্বা আত্মমায়য়া স্বরূপশক্ত্যা স্বাশ্রয়ম্ বিনির্ম্মিতা অশেষবিশেষা যয়া তথাভূতা কল্পনা মায়াশক্তির্যস্য। কীদৃশং ত্বাম্, সম্প্রতি ত্বদাবির্ভাবসময়ে তস্যাপীশ্বরস্য ত্বয়ি ভগবত্যেব প্রবেশাৎ। যুগপদ্বিচিত্রতত্তচ্ছক্তিপ্রকাশেন যা ক্রীড়া তদর্থম্ অভ্যাত্তঃ অভি ভক্তাভিমুখ্যেন আত্তঃ আনীতঃ প্রকটিতো মনুষ্যাকারো নরাকৃতি পরংব্রহ্মেতি স্মরণাৎ তদ্রূপা ভগবদাখ্যো বিগ্রহো যেন। তমেব পুনর্ব্বিশিনষ্টি যদুবৃষ্ণিসাত্বতাং ধুর্য্যম্। তেষাং নিত্যপরিকরাণাং প্রেমভারবহং ইতি। অথবা মূলপদ্যে (শ্রিয়া পুষ্ট্যা) শক্ত্যেতি সর্ব্বত্রৈব বিশেষ্যপদম্। শ্রীর্মূলরূপা। পুষ্ট্যাদয়স্তদংশাঃ। বিদ্যা জ্ঞানম্। আ সমীচীনা বিদ্যা—ভক্তিঃ—

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং"

ইত্যাদ্যুক্তেঃ। মায়া বহিরঙ্গা। তদ্বৃত্তয়ঃ শ্র্যাদয়স্তু পৃথক্ জ্ঞেয়াঃ। শিষ্টং সমম্। ততশ্চাত্র শুদ্ধভগবৎপ্রকরণে স্বরূপশক্তিবৃত্তিষ্বেব গণনায়াং পর্য্যবসিতাসু বিবেচনীয়মিদম্। প্রথমং তাবদেকস্যৈব তস্য সচ্চিদানন্দত্বাচ্ছক্তিরপ্যেকা ত্রিধা ভিদ্যতে। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥"

ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিভিঃ।—

"হ্লাদিনী আহ্লাদকরী স্বরূপভূতেতি যাবৎ, সা সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব নতু জীবেষু, জীবেষু চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি তামেবাহ—হ্লাদতাপকরী মিশ্রেতি হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী, তাপকরী বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী। তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা-রাজসী। তত্র হেতুঃ সত্ত্বাদিগুণৈর্ব্বর্জ্জিতে। তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞ সূক্তৌ—

"হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥"

ইতি। অত্র ক্রমাদুৎকর্ষেণ সন্ধিনীসম্বিৎহ্লাদিন্যো জ্ঞেয়াঃ। তত্র চ সতি ঘটানাং ঘটত্বমিব সর্ব্বেষাং সতাং বস্তূনাং প্রতীতের্নিমিত্তমিতি ক্বচিৎ। সত্তাস্বরূপত্বেন আম্নাতোঽপ্যসৌ ভগবান্ "সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীদিত্যত্র সদ্রূপত্বেন ব্যপদিশ্যমানো যথা সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সর্ব্বদেশকালদ্রব্যাদি-প্রাপ্তিকরী সন্ধিনী। তথা সম্বিদ্রূপোঽপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা সম্বিৎ। তথা হ্লাদরূপোঽপি যয়া সম্বিদুৎকর্ষরূপয়া তং হ্লাদং সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা হ্লাদিনী ইতি বিবেচনীয়ম্। তদেবং তস্যা মূলশক্তেস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং স্বয়ং স্বরূপশক্তির্ব্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বম্। তচ্চান্যনিরপেক্ষ্যস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপনজ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাৎ বিশুদ্ধত্বম্। উক্তঞ্চ তস্য সত্ত্বস্য প্রাকৃতাদন্যতরত্বং দ্বাদশে শ্রীনারায়ণর্ষিং প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়েন—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতবোঽস্য।
লীলাধৃতা যদপি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ-নান্যে নৃণাংব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাম্॥
তস্মাত্তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি।
যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকো যতোঽভয়মুতাত্মসুখং ন চান্যৎ॥"

ইতি। অনয়োরর্থঃ—হে ঈশ! যদ্যপি সত্ত্বং রজস্তম ইতি তবৈব মায়াকৃতালীলাঃ কথম্ভূতাঃ অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিহেতবঃ। তথাপি যা সত্ত্বময়ী সৈব প্রশান্ত্যৈ প্রকৃষ্টসুখায় ভবতি। নান্যে রজস্তমোময্যৌ। ন কেবলং প্রশান্ত্যভাবমাত্রমনয়োঃ ভজনে কিন্ত্বনিষ্টঞ্চেত্যাহ, ব্যসনেতি হে ভগবন্! তস্মাত্তব শুক্লাং সত্ত্ব-ময়লীলাধিষ্ঠাত্রীং তনুং শ্রীবিষ্ণুরূপাং তে কুশলা নিপুণা ভজন্তি সেবন্তে। নত্বন্যাং ব্রহ্ম-রুদ্ররূপাম্, তথা-তাবকানাং জীবানাঞ্চ মধ্যে শুক্লাং সত্ত্বৈকনিষ্ঠাং তনুং যদুক্তলক্ষণস্বায়ম্ভুবমন্বাদিরূপাং যে ভজন্তি অনুসরন্তি নতু দক্ষ ভৈরবাদিরূপাং কথম্ভূতাং স্বস্য তবাপি দয়িতাং লোকশান্তিকরত্বাৎ। ননু মম স্বরূপমপি সত্ত্বাত্মকমিতি প্রসিদ্ধং তর্হি কথং তস্যাপি মায়াময়ত্বমেব নহি নহীত্যাহ। সাত্বতাঃ শ্রীভাগবতাঃ যৎ সত্ত্বং পুরুষস্য তব রূপং প্রকাশমুশন্তি মন্যন্তে। যতশ্চ সত্ত্বাৎ লোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ প্রকাশতে, তদভয়মাত্মসুখং

পরব্রহ্মানন্দস্বরূপমেব নত্বন্যৎ প্রকৃতিজং সত্ত্বং তদিতি। অত্র সত্ত্ব-শব্দেন স্বপ্রকাশতা লক্ষণস্বরূপ-শক্তিবৃত্তিবিশেষ উচ্যতে।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতম্ যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।"

ইতি। শ্রীশিববাক্যানুসারাৎ। অগোচরস্য গোচরত্বে হেতুঃ প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্বমিত্যশুদ্ধসত্ত্বলক্ষণ প্রসিদ্ধ্যনুসারেণ তথাভূতশ্চিচ্ছক্তিবিশেষঃ সত্ত্বমিতি সঙ্গতিলাভাচ্চ ততশ্চ তস্য স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন স্বরূপাত্ম-তৈবেত্যুক্তম্। তদভয়মাত্মসুখমিতি শক্তিত্বপ্রাধান্যবিবক্ষয়োক্তং লোকো যত ইতি। অর্থান্তরে ভগবদ্বিগ্রহং প্রতি—রূপং যদেতৎ—ইত্যাদৌ শুদ্ধস্বরূপমাত্রত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ। অভয়মিত্যাদৌ প্রাঞ্জলতাহানিশ্চ ভবতি অন্যৎপদস্যৈকস্যৈব রজস্তমশ্চেতি দ্বিরাবৃত্তৌ প্রতিপত্তিগৌরব উৎপদ্যতে পূর্ব্বমপি নান্যো—ইতি দ্বিবচনে-নৈব দ্বে পরামৃষ্টে। তস্মাদস্তি প্রসিদ্ধাৎ সত্ত্বাদন্যৎ স্বরূপভূতং সত্ত্বম্। যদেবৈকাদশে—

"যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশঃ" (১১ ৪।৪)

ইত্যাদৌ জ্ঞানং স্বতঃ—ইত্যত্র টীকাকৃন্মতং "যস্য স্বতঃ স্বরূপভূতাৎ সত্ত্বাৎ তন্নুভূতাং জ্ঞানম্" ইত্যনেন। তথা ব্রহ্মণস্তবাস্তে—

"এতৎ সুহৃদ্ভিশ্চরিতম্"

ইত্যত্র "ব্যক্তেতরং ব্যক্তাজ্জড়প্রপঞ্চাদিতরৎ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকম্" ইত্যাদিনা।

তথা—"পরোরজঃ সবিতুর্জ্জাতবেদোদেবস্য ভর্গঃ" ইত্যাদৌ শ্রীভরতজাপ্যে তন্মতম্ "পরো-রজঃ রজসঃ প্রকৃতেঃ পরং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং" ইত্যাদিনা। অতএব প্রাকৃতাঃ সত্ত্বাদয়ো গুণা জীবস্যৈব ন ত্বীশস্যেতি শ্রূয়তে। যথৈকাদশে

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাজ্জীবস্য নৈব মে"

ইতি। শ্রীভগবদুপনিষৎসু চ—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

ইতি। যথা দশমে—

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥"

ইতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতাগুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥"

ইতি। অত্র প্রাকৃতা ইতি বিশিষ্যাপ্রাকৃতাস্তন্যে গুণাস্তস্মিন্ সন্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতম্। অত্র চ প্রসিদত্বিত্যনেন প্রসাদহেতুরন্য এব যো গুণো গমিতঃ স বিশুদ্ধসত্ত্বত্বেনৈব পর্য্যবস্যতি। তত্রৈব হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদিত্যাদি। তথা চ দশমে দেবেন্দ্রেণোক্তম্—

"বিশুদ্ধ সত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়াময়োঽয়ং গুণ সম্প্রবাহো ন বিদ্যতে তে গ্রহণানুবন্ধঃ॥"

ইতি। অয়মর্থঃ—ধামঃ স্বরূপভূতপ্রকাশশক্তিঃ। বিশুদ্ধত্বমাহ—বিশেষণদ্বয়েন ধ্বস্তরজস্তমস্কং তপোময়মিতি চ। তপোঽত্র জ্ঞানম্। "স ঋষিঃ জ্ঞানং কুরুতে তপস্তপ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। তপোময়ং প্রচুরজ্ঞানস্বরূপং জাড্যাংশেনাপি রহিতম্ ইত্যর্থঃ। আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ—ইতিবৎ। অতঃ প্রাকৃতসত্ত্বমপি ব্যাবৃত্তম্। অতএব মায়াময়োঽয়ং সত্ত্বাদিগুণপ্রবাহস্তে তব ন বিদ্যতে। যতোঽসাবজ্ঞানেনৈবানুবন্ধ ইতি। অতএব শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মাদীনাং সযুক্তিকং বাক্যম্—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়ণং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃ সমাধিভিস্তবার্হণং যেন জনঃ সমাহতে॥
সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ-বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণ প্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥" (ভাগ, ১০।২।৭)

ইতি। অয়মর্থঃ—সত্ত্বং তেন প্রকাশমানত্বাদভিন্নতয়া রূপিতং বপুর্ভবান্ শ্রয়তে প্রকটয়তি কথম্ভূতং সত্ত্বং বিশুদ্ধম্ অন্যস্য রজস্তমোভ্যাং মিশ্রস্যাপি প্রাকৃতত্বেন জাড্যসম্বলিতত্বান্ন বিশেষেণ শুদ্ধত্বম্, এতত্তু স্বরূপশক্ত্যাত্মকত্বেন তদংশস্যাপ্যস্পর্শাদতীবশুদ্ধত্বমিত্যর্থঃ। কিমর্থং শ্রয়তে? শরীরিণাং স্থিতৌ নিজচরণারবিন্দে মনঃস্থৈর্য্যায় সর্ব্বত্র ভক্তেষু ভক্তিসুখদানায়ৈব তদীয়মুখ্যপ্রয়োজনত্বাদিতি ভাবঃ।

"ভক্তিযোগবিধানার্থং"—ইতি শ্রীকুন্তীবাক্যাৎ। কথম্ভূতং বপুঃ শ্রেয়সাং সর্ব্বেসাং পুরুষার্থানাং উপায়নম্ আশ্রয়ম্। নিত্যানন্তপরমানন্দরূপমিত্যর্থঃ। অতো বপুষস্তব চ ভেদনির্দ্দেশোঽয়মৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। অতএব যেন বপুষা যদ্বপুরালম্বনেনৈব জনস্তবার্হণং পূজাং করোতি কৈঃ সাধনৈঃ বেদাদিভিস্তদালম্বনকৈরিত্যর্থঃ। সাধারণৈস্তৈর্পিতৈরেব তদর্হণ প্রায়তা-সিদ্ধাবপি বপুষোঽনপেক্ষ্যত্বাত্তাদৃশ বপুঃ প্রকাশ-হেতুত্বেন তস্য বিশুদ্ধসত্ত্বস্য স্বরূপাত্মকত্বং স্পষ্টয়তি। হে ধাতঃ চেদ্ যদি ইদং সত্ত্বং যত্তব নিজং বিজ্ঞানম্ অনুভবঃ তদাত্মকঃ স্বপ্রকাশতাশক্তিরিত্যর্থঃ তন্ন ভবেৎ তর্হি অজ্ঞানভিদা স্বপ্রকাশস্য তবানুভবপ্রকার এব মার্জ্জনং শুদ্ধিমাপ। সৈব জগতি পর্য্যবস্যতি। নতু তবানুভবলেশোঽপীত্যর্থঃ। নমু প্রাকৃতসত্ত্বগুণেনৈব মমানুভবো ভবতু কিং নিজগ্রহণেন তত্রাহ-প্রাকৃতগুণপ্রকাশৈর্ভবান্ কেবলমনুমীয়তে নতু সাক্ষাৎক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। অথবা তব বিজ্ঞানরূপং অজ্ঞানভিদায়া অপমার্জ্জনঞ্চ যন্নিজং সত্ত্বং তদ্ যদি ন ভবেন্নাবির্ভবেৎ তদৈব প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণপ্রকাশৈর্ভবানমুমীয়তে। তন্নিজসত্ত্বাবির্ভাবে তু সাক্ষাৎক্রিয়তে

ইত্যর্থঃ। তদেব স্পষ্টয়িতুং তত্রানুমানদ্বৈবিধ্যমাহুঃ। যস্য গুণঃ প্রকাশতে, যেন বা গুণঃ প্রকাশত ইতি। অম্বরূপভূতস্যৈব প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণস্য ত্বদব্যভিচারিসম্বন্ধিত্বমাত্রেণ বা ত্বদেকপ্রকাশ্যমানতামাত্রেণ তল্লিঙ্গমিত্যর্থঃ। যথা অরুণোদয়স্য সূর্য্যোদয়সান্নিধ্যলিঙ্গত্বং যথা বা ধূমস্যাগ্নিলিঙ্গত্বমিতি। তত উভয়থাপি তব সাক্ষাৎকারে তস্য সাধকতমত্বাভাবো যুক্ত ইতি ভাবঃ। তদেবমপ্রাকৃত সত্ত্বস্য ত্বদীয়স্বপ্রকাশতা-স্বরূপত্বং যেন স্বপ্রকাশস্য তব সাক্ষাৎকারো ভবতীতি স্থাপিতম্। অত্র যে বিশুদ্ধসত্ত্বং নাম প্রাকৃতমেব রজস্তমঃ শূন্যং মত্বা তৎকার্য্যং ভগবদ্বিগ্রহাদিকং মন্যন্তে তে তু ন কেনাপ্যনুগৃহীতা রজঃসম্বন্ধাভাবেন স্বতঃ শান্তস্বভাবস্য সর্ব্বত্রোদাসীনতাকৃতিহেতোস্তস্য ক্ষোভাসম্ভবাৎ বিদ্যাময়ত্বেন যথাবস্থিতবস্তুপ্রকাশিতামাত্র-ধর্ম্মত্বাৎ তস্যাঃ কল্পনান্তরাযোগ্যত্বাচ্চ। তদুক্তমপ্যগোচরস্য গোচরত্বে হেতুঃ প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্বং গোচরস্য, বহুরূপত্বে রজঃ, বহুরূপস্য তিরোহিতত্বে তমঃ। তথা পরস্পরস্যোদাসীনত্বে সত্ত্বম্। উপকারিত্বে রজঃ। অপকারিত্বে তমঃ। গোচরত্বাদীনি স্থিতিসৃষ্টিসংহারাঃ উদাসীনত্বাদীনি চেতি। অথ রজোলেশে তত্র মন্তব্যে বিশুদ্ধ—পদবৈয়র্থ্যমিত্যলং তম্মতরজোঘটপ্রঘট্টনয়েতি।

তত্র চেদমেব বিশুদ্ধসত্ত্বং সন্ধিন্যংশ-প্রধানং চেদাধারশক্তিঃ। সম্বিদংশ-প্রধানমাত্মবিদ্যা। হ্লাদিনীসারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপৎ শক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্রাধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে।

তদুক্তম্—

"যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকো যতঃ।"

ইতি। তথা জ্ঞানতৎপ্রবর্ত্তকলক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়াত্মবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। এবং ভক্তিতৎপ্রবর্ত্তক-লক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে। এতে এব বিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে—

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তি-ফলদায়িনী॥

ইতি। যজ্ঞবিদ্যা—কর্ম্ম, মহাবিদ্যা অষ্টাঙ্গযোগঃ, গুহ্যবিদ্যা ভক্তিঃ। আত্মবিদ্যা জ্ঞানম্। তত্তৎসর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ ত্বমেব তত্তদ্রূপা বিবিধানাং মুক্তীনামন্যেষাঞ্চ বিবিধানাং ফলানাং দাত্রী ভবসীত্যর্থঃ।

অথ মূর্ত্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে। ইয়মেব বসুদেবাখ্যা। তদুক্তং চতুর্থস্য তৃতীয়ে মহাদেবেন—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

ইতি। অস্যার্থঃ—বিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাজ্জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি বিশেষেণ শুদ্ধং তদেব বসুদেবশব্দেনোক্তম্। কুতস্তস্য সত্ত্বতা বসুদেবতা বা তত্রাহ, যদ্ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে। আদ্যে তাবদগোচরগোচরতাহেতুত্বেন লোকপ্রসিদ্ধসত্ত্বসাম্যাৎ সত্ত্বতা ব্যক্তা। দ্বিতীয়েত্বয়মর্থঃ—বসুদেবে ভবতি প্রতীয়ত ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ। স চ বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতীয়তে।

অতঃ প্রত্যয়ার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থো নির্দ্ধার্য্যতে। ততশ্চ বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বা বসত্যস্মিন্নিতি বা বসুঃ। তথা দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবঃ। স চাসৌ স চেতি বাসুদেবঃ। ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃণামিতি স্বয়ং ভগবদুক্তের্বসুভির্ভগবদ্ধর্ম্মলক্ষণৈরন্যৈঃ প্রকাশত ইতি বা বাসুদেবঃ। তস্মাদ্বসুদেবশব্দিতং বিশুদ্ধ-সত্ত্বম্। ইত্থং স্বয়ং প্রকাশজ্যোতিরেক-বিগ্রহত্তগবজ্‌ জ্ঞানহেতুত্বেন—

"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥"

ইত্যাদৌ বহুত্র গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজ্‌জ্ঞানশ্রবণেন চ সিদ্ধমত্র বিশুদ্ধপদাবগতম্ স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতাশক্তিলক্ষণত্বং তস্য ব্যক্তম্। ততশ্চ সত্ত্বে প্রতীয়ত ইত্যত্র করণ এবাধিকরণ-বিবক্ষা। স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বমেব বিশদয়তি। অপাবৃত আবরণশূন্যঃ সন্ প্রকাশতে প্রাকৃতং সত্ত্বঞ্চেত্তর্হি তত্র প্রতিফলনমেবাবসীয়তে। ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গততয়া তস্য তত্রাবৃতত্বেনৈব প্রকাশঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ফলিতার্থমাহ। এবম্ভূতে সত্ত্বে তস্মিন্নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্ মে ময়া মনসা বিশেষেণ ধীয়তে ধার্য্যতে চিন্ত্যতে চেত্যর্থঃ। তৎসত্ত্বতাদাত্ম্যাপন্নেনৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যত ইতি পর্য্যবসিতম্। ননু কেবলেন মনসৈব চিন্ত্যতাং কিং তেন সত্ত্বেন তত্রাহ হি—যস্মাৎ অধোক্ষজঃ অধঃ কৃতমতিক্রান্তমক্ষজ-মিন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। নমসেতি পাঠে হি—শব্দ স্থানেঽপ্যনুশব্দঃ পঠ্যতে। ততশ্চ বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্যয়া স্বপ্রকাশতা শক্ত্যৈব প্রকাশমানোঽসৌ নমস্কারাদিনা কেবলমনুবিধীয়তে সেব্যতে। ন তু কেনাপি প্রকাশ্যতে—ইত্যর্থঃ। তদেবমদৃশ্যত্বেনৈব স্ফুরন্নসাবদৃশ্যেনৈব নমস্কারাদিনা অস্মাভিঃ সেব্যত ইতি ভাবঃ। ততস্তৎ-প্রকরণ সঙ্গতিশ্চ গম্যত ইতি।

অথ যতো ভগবদ্বিগ্রহপ্রকাশক-বিশুদ্ধসত্ত্বস্য মূর্ত্তিত্বং বসুদেবত্বঞ্চ তত এব তৎপ্রাদুর্ভাববিশেষে-ধর্ম্মপত্ন্যাং মূর্ত্তিত্বং প্রসিদ্ধং শ্রীমদানকদুন্দুভৌ চ বসুদেবত্বমিতি বিবেচনীয়ম্। অত্র শ্রদ্ধাপুস্ট্যাদিলক্ষণ প্রাদুর্ভূতভগবচ্ছক্ত্যংশবৃন্দস্য ভগিনীতয়া পাঠসাহচর্য্যেণ মূর্ত্তেস্তস্যাস্তচ্ছক্ত্যংশ প্রাদুর্ভাবত্বমুপলভ্যতে। "তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী" ইত্যত্র কলা শব্দেন চ শক্তিরেবাভিধীয়তে ততঃ শক্তিলক্ষণায়াং তস্যাঞ্চ নরনারায়ণাখ্য—ভগবৎ প্রকাশফলদর্শনাৎ বসুদেবাখ্য-শুদ্ধসত্ত্বরূপত্বমেবাবসীয়তে। তদেবমেব তস্যামূর্ত্তিরিত্যাখ্যাপ্যুক্তা। তথা চ শ্রদ্ধাভ্যা বিশদার্থতয়া বিমুচ্য সৈব নিরুক্তা চতুর্থে—

"মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী।"

ইতি, সর্ব্বগুণস্য ভগবত উৎপত্তিঃ প্রকাশো যস্যাঃ সা ভাবসূতেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ তথৈব তৎপ্রকাশফলত্বদর্শনেন, নাম্নৈক্যেন চ শ্রীমদানকদুন্দুভেরপি শুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবত্বং জ্ঞেয়ম্। তচ্চোক্তং নবমে—

"বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্"

ইতি। অন্যথা হরেঃ স্থানমিতি বিশেষণস্যাকিঞ্চিৎকরত্বং স্যাদিতি। তদেবং হ্লাদিন্যাদ্যেক-তমাংশবিশেষপ্রধানেন বিশুদ্ধসত্ত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভৃতীনামপি প্রাদুর্ভাবো বিবেক্তব্যঃ। তত্র চ তাসাং ভগবতি সম্পদ্রূপত্বং তদনুগ্রাহ্যে সম্পৎসম্পাদকরূপত্বং সম্পদংশরূপত্বঞ্চ ইত্যাদি-ত্রিরূপত্বং জ্ঞেয়ম্।

তত্র চ তাসাং কেবল শক্তিমাত্রত্বেন অমূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিঃ তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তানাং তু তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্। শ্রীশুকঃ ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব দেখা যাইতেছে এক স্বরূপভূত তত্ত্বই শক্তিত্ব ও শক্তিমত্ত্ব রূপে বিরাজিত হয়েন। পূর্ব্বে যাঁহার শক্তির স্বরূপভূততা নিরূপিত হইয়াছে, (৪৩—৫৪ পৃষ্ঠা) সেই অদ্বয় তত্ত্বই শক্তিমত্ত্বা-প্রাধান্যে বিরাজমানাবস্থায় ভগবৎ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন, ইহা পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে, (৬১, ১৯২, ১৯৬ পৃষ্ঠা) সেই স্বরূপভূত শ্রীভগবানই শক্তিত্ব প্রাধান্যে বিরাজমানাবস্থায় লক্ষ্মী আখ্যায় অভিহিত হয়েন, ইহা দেখাইবার অভিপ্রায়ে শক্তির স্বীয়া বৃত্তির অনন্ত ভেদের মধ্যে কতিপয় ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে; যথা—শ্রী, পুষ্টি, গির্, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জ্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, শক্তি, ও মায়ার দ্বারা নিষেবিতা।"

এই দ্বাদশটির মধ্যে বৃত্তি বিভেদের আলোচনায় দেখা যায়, প্রথমতঃ শক্তিমহালক্ষ্মীরূপা যাহা স্বরূপভূতা উহাই শক্তি, কারণ শক্তি শব্দের উচ্চারণ করিলে অনন্ত শক্তির আশ্রয় "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব" ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদিতা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা মহাশক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে।

মায়া বলিলেই জীব সম্মোহিনী বহিরঙ্গা শক্তি। এই শ্রী—আদি—করিয়া সকল শক্তিরই, স্বরূপশক্তিবৃত্তি ও মায়াশক্তিবৃত্তি রূপে উভয় প্রকার ভেদ জানিতে হইবে। অর্থাৎ "শ্রিয়া পুষ্ট্যা" ইত্যাদি সর্ব্বত্র প্রাকৃত জগত কি অপ্রাকৃত ধামাদিতে প্রয়োগানুসারে কখন শক্তি বৃত্তিতা কখন মায়া বৃত্তিতা জানিবে। অতএব প্রথমতঃ শক্তি বৃত্তিতায় ভেদের বিষয় আলোচিত হইতেছে—

শ্রী—ভাগবতী সম্পৎ। ইনি কিন্তু মহালক্ষ্মী রূপিণী নহেন। যেহেতু তিনি মূল শক্তি রূপিণী. ইহা অগ্রে বিবৃত হইবে।

দ্বিতীয়া বহিরঙ্গা মায়া শক্তির বৃত্তি শ্রী—জাগতী সম্পদ্রূপা। এই জাগতী শ্রী—কে উদ্দেশ করিয়াই "বিরক্ত আমাকেও শ্রী পরিত্যাগ করে না" ইত্যাদি উক্তি। চতুর্থ স্কন্ধের শেষে নারদ মহাশয়ের উক্তি যথা—"অনুবর্ত্তমানা শ্রীকে, সকামী জনসমূহকে, দ্বিপদপতিকে (রাজা) ও দেবতাগণকেও যিনি ভজনা করেন না, স্বতঃপূর্ণ নিজ ভৃত্যবর্গ-পরতন্ত্র সেই ভগবানকে রসজ্ঞ কোন পুরুষ অকৃতজ্ঞবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।" এখানে দ্বিপদপতি, শ্রী—কামী—ইত্যাদি বাক্যোপজীব্য, ক্ষীরোদোদ্ভূতা ভগবৎ প্রেয়সী রূপা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর দৃষ্টিতে দুর্ব্বাসা শাপনষ্টা ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর আবির্ভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ অপরা শক্তির ইলা, ভূ, তদুপলক্ষিত লীলাকেও পাওয়া যায়। এখানে বিদ্যাকে তত্ত্বাববোধের কারণ সম্বিদাখ্যা অন্তরঙ্গা শক্তির বৃত্তি বিশেষ জানিবে।

বিদ্যাকে অপরা জাগতী মায়া শক্তির ভেদও বলা যায়, যেহেতু উহা তাহারও প্রকাশের দ্বার রূপা, শ্রীভগবানের বিভুত্বাদি বিস্মৃতির হেতু মাতৃ-ভাবাদি-ময়-প্রেমানন্দের বৃত্তি বিশেষরূপে অন্তরঙ্গার বৃত্তি ভেদ বলা যায়। এই নিমিত্ত তাপনী শ্রুতিতে "গোপীজনের অবিদ্যাকলা প্রেরক" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ গোপী জনে অবিদ্যা কলা অজ্ঞান চন্দ্রকলা যিনি প্রেরণ করেন তিনি অবিদ্যা কলার প্রেরক, অথবা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি জ্ঞানকে অপহরণ করিয়া নিজ প্রেমে তাহাদিগকে মোহিত করেন। (যথাবসরে ইহাও বিবৃত হইবে)।

বিস্মৃতি আদি আনয়ন করায় মায়া শক্তির ভেদও বলা যায়, যেহেতু জীবের স্বরূপ বিস্মৃতির হেতু আবরণাত্মক বৃত্তি বিশেষ। মূল শ্লোকে "মায়য়া চ নিষেবিতং"—এখানে চ—কার দ্বারা অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারাও যে তিনি সেবিত তাহাও পাওয়া যায়। সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিনী সম্বলিতা ভক্তির আধার শক্তি রূপা মূর্ত্তি—বিমলা, জয়া, যোগা, প্রহ্বী, ঈশানা, অনুগ্রহাদিকে জানিতে হইবে। সন্ধিনী বলিতে—সত্যা, জয়া, অর্থাৎ উৎকর্ষিণী, যোগা, অর্থাৎ যোগমায়া। সম্বিৎ—জ্ঞান, অজ্ঞান শক্তি এবং শুদ্ধসত্ত্বকে জানিবে।

প্রহ্বী—বিচিত্র অনন্ত সামর্থ্যের হেতুভূতা শক্তি। ঈশানা—সর্ব্বত্রাধিকারিতা শক্তির হেতুভূতা, উহা সামর্থ্যেরই একজাতীয় ভেদ। এইরূপ বহিরঙ্গা মায়া শক্তিরও কার্য্যানুসারে যথাযথ ভেদ জানিবে। মায়াবৃত্তির বিভেদ বিষয়ে এখানে বিশেষ উল্লেখ হইল না। "শ্রিয়া পুষ্ট্যা"—মূল শ্লোকে সেবাংশ সাধারণ ধর্ম্ম লইয়া গণনা করা হইয়াছে। ভগবদংশ ভূত পুরুষের বিদূর বর্ত্তিতা দ্বারা আশ্রয়তা থাকিলেও উহা বহিরঙ্গা, অজ্ঞ জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

নারদ মহাশয় শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন "বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন স্বরূপ তুমি স্বীয় শক্তি দ্বারা সমাপ্ত সর্ব্বার্থ অতএব সিদ্ধাভিষ্ট স্বপ্রভায় নিবৃত্ত মায়াগুণ প্রবাহ, শ্রীভগবান তোমাকে প্রণাম করি। তুমি সর্ব্বাশ্রয় ত্বদাশ্রিতা মায়া দ্বারা অশেষ বস্তুর বিনির্ম্মাণাদি করিতেছ, ক্রীড়ার্থ মনুষ্যবিগ্রহ ধারণে জগতে প্রকট হইয়াছ যদু, বৃষ্ণি, সাত্বতগণের ধূর্য্য তোমাকে প্রণাম করি।" অর্থাৎ বিশুদ্ধ যে বিজ্ঞান পরমতত্ত্ব উহাই যাঁহার বিগ্রহ, যিনি স্বীয় স্বরূপাকারে বা স্বরূপ শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ সর্ব্বার্থে বা সর্ব্বৈশ্বর্য্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। অতিতুচ্ছ বৃথা ভূত এই জগৎ কার্য্যে যাঁহার কোন বাঞ্ছা নাই, যদি কোন অবাঞ্ছিতের সম্বন্ধাশঙ্কা হয়, তৎপক্ষে স্বীয় তেজে অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির প্রভাবে মায়ার প্রবাহ পরম্পরা যাহা হইতে নিত্যই বিদূরিত হইয়াছে। এইরূপ অন্যত্র উক্ত হইয়াছে "গুণময়ী শক্তি পরিশূন্য স্বরূপ শক্তি যুক্ত সেই ভগবানের শরণাপন্ন হই।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবানকে প্রণাম করি, যিনি স্বীয়াংশে ঈশ্বর, অন্তর্য্যামী পুরুষ তাঁহাকেও প্রণাম করি। সেই ঈশ্বর কিরূপ? যিনি স্বরূপ শক্তিতে নিজেই নিজের আশ্রয়, আত্মমায়া—বলিতে আত্মা—জীব তদ্বিষয়া মায়া "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেপরাং। জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" (গীতা)

এখানে গীতোক্ত জীবমায়াই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টির কারণ বলিয়া যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উক্ত মায়া দ্বারা অশেষবিধ আকারের রচনা যিনি করিয়াছেন। অথবা আত্মমায়া—স্বরূপ শক্তিতে যিনি নিজের আশ্রয় অর্থাৎ মহাপুরাণের লক্ষণোক্ত আশ্রয়-তত্ত্ব। সেই শক্তিতে অশেষ বিধা মায়া খ্যাতি যাহার কল্পনা। সম্প্রতি তোমার আবির্ভাব সময়ে সেই সমস্ত বিচিত্রা মায়া শক্তির অধীশ তোমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ তুমি সর্ব্বথা পরিপূর্ণ রূপে প্রকট হইয়াছ। আজ যুগপৎ বিচিত্র শক্তি প্রকাশ করিয়া ক্রীড়ার্থ ভক্তাভিমুখে নরাকৃতি পর-ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবদাখ্য যে শ্রীবিগ্রহের প্রকট করিয়া, অশেষ কৃপার প্রকাশ করিয়াছ, অতএব যদু বৃষ্ণি সাত্বতাদি নিত্য পরিকরগণের প্রেম-ভার-বহনক্ষম তোমাকে প্রণাম করি।

অথবা শ্রিয়া পুষ্ট্যা—এই শ্লোকের শ্রী—মূলরূপা শক্তি, পুষ্ট্যাদি তাঁহার অংশ, বিদ্যা—জ্ঞান। ক্ষ্মা—সমীচনা বিদ্যা—ভক্তি "রাজ বিদ্যা রাজগুহ্যং"—ইত্যাদি গীতার উক্তি অবলম্বনে এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। মায়া বহিরঙ্গা শক্তি, উহার বৃত্তি শ্রী—আদি পৃথক। তাহা হইলে পূর্ব্বেও যাহা করা হইয়াছে শ্রী—আদি অন্তরঙ্গা ও মায়া শক্তির বৃত্তিরূপে দ্বিবিধা, এখানে শুদ্ধ ভগবৎ প্রকরণে স্বরূপ শক্তির বৃত্তি মধ্যে গণনায় পর্য্যবসিতা এই সকল শক্তি বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ সচ্চিদানন্দময় অদ্বয় তত্ত্বের সচ্চিদানন্দময়তা বশতঃ শক্তিও এক সচ্চিদানন্দাত্মিকা, ঐ শক্তির ত্রিবিধ ভেদ হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুবের উক্তি যথা "সকলের আশ্রয় স্বরূপ তাঁহাতে একশক্তিই হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিদাখ্যায় ত্রিধা হইয়া থাকে কিন্তু গুণাতীত তাঁহাতে হ্লাদ-তাপ-করী ও তন্মিশ্রা শক্তি নাই।" অর্থাৎ হ্লাদিনী আহ্লাদকরী, সন্ধিনী—সত্তা (বিস্তারাত্মিকা) সম্বিদ্—বিদ্যাশক্তি—একা মুখ্যা—অব্যভিচারিণী স্বরূপভূতা। সেই শক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিতা হয়েন, ইনি জীবে থাকেন্ না, জীবে যে গুণময়ী ত্রিবিধা শক্তি উহা ভগবানে নাই। হ্লাদকরী মনঃ প্রসাদোত্থা সাত্বিকী, তাপকরী বিষয় বিয়োগাদি জনিকা তামসী; হ্লাদ ও তাপকরী মিশ্রভূতা রাজসী। সত্বাদি গুণত্রয়াতীত তোমাতে যখন গুণের সম্বন্ধই নাই, তখন গুণময়ী মায়া ও থাকিতে পারে না (স্বামিপাদ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন)। সর্ব্বজ্ঞ সূক্তে যথা "সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর হ্লাদিনী ও সম্বিদ শক্তির দ্বারা আশ্লিষ্ট। ক্লেশ নিকরের আকর জীব স্বীয়া অবিদ্যায় সংবৃত।" এখানে সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ জানিবে। অর্থাৎ ঘটসকলের বিদ্যমানে ঘটত্ববৎ সকল সৎ-বস্তুর বিদ্যমানতা প্রতীতির নিমিত্ত বলিয়া কোথাও বা বিদ্যমানতার স্বরূপে। "অগ্রে সদ্রূপে এই ব্রহ্ম

ছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে সদ্রূপদে যিনি ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই ভগবান যে শক্তির দ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও ধারণ করাইয়া থাকেন, উহাই সর্ব্বদেশ কাল দ্রব্যাদি প্রাপ্তিকরী সন্ধিনী। জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও যে শক্তির দ্বারা তিনি সকল জানেন ও জীবকে জানাইয়া থাকেন, উহাই সম্বিচ্ছক্তি। আনন্দ স্বরূপ হইয়াও সম্বিদুৎকর্ষরূপা যে শক্তির দ্বারা আনন্দানুভব করেন ও জীবকে অনুভব করাইয়াথাকেন সেই শক্তি হ্লাদিনী—ইহা অবশ্য বিবেচনীয়। অতএব তাঁহার মূল শক্তির ত্রিবিধত্ব সিদ্ধ হইলে, স্বপ্রকাশ লক্ষণ তাহার বৃত্তি বিশেষ দ্বারা স্বরূপ তত্ত্ব, স্বরূপ শক্তি অথবা স্বরূপ শক্তি বিশিষ্ট স্বরূপ তত্ত্ব আবির্ভূত হয়েন, উহাই বিশুদ্ধসত্ত্ব উহা অন্যনিরপেক্ষ্য বস্তু (তত্ত্ব) প্রকাশক ইহা জানাইবার যে জ্ঞান সেই জ্ঞান বৃত্তিত্ব বশতঃ সম্বিদ—জ্ঞান স্বরূপই জানিবে। মায়াস্পর্শের অভাব বশতঃ ইহার বিশুদ্ধতাই হইয়াছে। দ্বাদশস্কন্ধে এই সত্ত্বের প্রাকৃতেতরত্ব সম্বন্ধে শ্রীনারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় মহাশয়ের উক্তি যথা "হে ঈশ! সত্ত্ব, রজঃ তম এই জগতের স্থিতি লয় ও উদ্ভবের হেতু ভূত আত্মবন্ধু তোমার মায়াময়ী লীলায় ধৃত, তথাপি যাহা হইতে জীবের ব্যসন, মোহ ও ভয় হইয়া থাকে, সেই তমো রজো হইতে তোমার সত্ত্বময়ী মূর্ত্তিই জীবের মুক্তিবিধায়িনী। হে ভগবন্! সেই জন্য কুশলী জীবগণ তোমার শুক্ল মূর্ত্তির শ্রীবিষ্ণু রূপের ও তদ্ভক্ত লক্ষণ প্রিয় মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকে। যাহার ফলে তাহারা বৈকুণ্ঠলোক ও পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে।" শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য যথা—হে ঈশ! যদিচ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ ইহা তোমারই মায়া কৃত লীলা, যাহা এই বিশ্বের স্থিত্যাদির হেতু। তথাপি যাহা সত্ত্বময়ী উহাই প্রকৃষ্ট সুখের জনয়িত্রী হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য রজো বা তমোময়ী সুখের হয় না, এবং কেবল যে সুখের অভাবই হইয়া থাকে তাহা নহে পরন্তু ব্যসন—এই শব্দ হইতে অনিষ্ট আনয়ন করিয়া থাকে, তাহা বলা হইয়াছে। হে ভগবন্! সে কারণ নিপুণ-জনগণ তোমার শুক্লা সত্ত্বময়ী লীলাধিষ্ঠাত্রী তনু শ্রীবিষ্ণু মূর্ত্তির সেবা করিয়া থাকেন, অপর ব্রহ্ম বা রুদ্র মূর্ত্তির সেবা করেন না। এইরূপ সত্ত্বৈকনিষ্ঠ তোমার ভক্ত জীবগণের মধ্যে স্বায়ম্ভুবমম্বাদি রূপা মূর্ত্তির, যাহা লোক শান্তিকরী বলিয়া তোমারও প্রিয় সেই মূর্ত্তির ভজন করিয়া থাকেন; কিন্তু দক্ষ ভৈরবাদি মূর্ত্তির অনুসরণ করেন না। যদি বলা হয়,—আমার স্বরূপ সত্ত্বাত্মিকা বলিয়াই প্রসিদ্ধ তখন তাহারও মায়াময়ত্ব কি রূপে হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—নহি নহি যেহেতু সাত্বতগণ (ভাগবতগণ) পুরুষরূপী তোমার সত্ত্ব রূপকেই প্রকাশ মনে করিয়া থাকেন। যে সত্ত্ব হইতে বৈকুণ্ঠলোক প্রকাশিত হয়। উহাই অভয় উহাই আত্মসুখ বা পরমব্রহ্মানন্দ স্বরূপ, উহা অন্য প্রাকৃতিক সত্ত্ব নহে, সুতরাং এখানে স্বপ্রকাশ লক্ষণ স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষই—সত্ত্বপদে কথিত হইয়াছে।

"বসুদেব-শব্দিত বিশুদ্ধসত্ত্ব যাহা হইতে পুরুষ (জীব) অপগতাবরণ হওয়ায় বাসুদেব প্রকাশিত হইয়া থাকেন।" ইত্যাদি শ্রীশিববাক্যানুসারে অগোচরের গোচরত্বহেতু বিশুদ্ধসত্ত্বই এখানে সত্ত্ব—পদের অর্থ, প্রাকৃতিক গুণ সত্ত্ব অশুদ্ধ, ইহা প্রকাশক হওয়ায়, চিৎ শক্তি বিশেষ—অর্থই এখানে সঙ্গত হইতেছে। অতএব যাহা স্বরূপ শক্তির বৃত্তি উহা স্বরূপাত্মক ইহা বলাই বাহুল্য। অভয়ম্—আত্মসুখ এই অর্থ শক্তিত্ব বিবক্ষায় উক্ত, কারণ—যাহা হইতে লোক; (বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধাম) যদি অর্থান্তরে ভগবদ্বিগ্রহপর অর্থ করা হয়, তাহা হইলে—"রূপং যদেতৎ" ইত্যাদি তৃতীয়স্কন্ধোক্ত ব্রহ্মার উক্ত্যনুসারে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ এবং অভয় পদের সরলার্থের হানি হয়। এবং ন চান্যৎ—ইত্যাদি শ্লোকোক্ত এক অন্যৎ—পদের রজঃ—তমঃ ইত্যাকার দ্বিরাবৃত্তিতে প্রতিপত্তি গৌরব হয়। যেহেতু প্রথম শ্লোকে নান্যে—এই দ্বিবচনের দ্বারাই রজো তমঃ পরামৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক সত্ত্ব হইতে অন্য স্বরূপ-ভূত সত্ত্ব আছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। একাদশস্কন্ধে যথা—"তোমার যে কায়ে এই ভুবনত্রয় সন্নিবিষ্ট আছে" ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানংস্বতঃ—এই পদের ব্যাখ্যায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যাঁহার স্বরূপভূত সত্ত্ব হইতে শরীরধারী মাত্রের জ্ঞান।" এবং ব্রহ্মস্তবান্তে "এতৎ সুহৃদ্ভিশ্চরিতং"—এই শ্লোকে ব্যক্তেতরং—পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—ব্যক্ত জড় প্রপঞ্চ হইতে পৃথক শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক," পুনশ্চ "পরোরজঃ সবিতুঃ—ইত্যাদি শ্রীভরতভাগো তিনি পরোরজঃ পদের—রজসঃ প্রকৃতে অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে পর শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক,—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া প্রপঞ্চেতর শুদ্ধ সত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

অতএব প্রাকৃত সত্বাদি গুণ জীবের, উহা শ্রীভগবানের নহে, ইহাই শাস্ত্র দেখাইয়াছেন। শ্রীভগবান স্বয়ং একাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন—"সত্ব রজো তমঃ আদি গুণ জীবের উহা আমার নহে।" ঐ গীতায় যথা—"সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাব সকলকে আমা হইতে উৎপন্ন জানিবে, কিন্তু উহারা আমাতে বা আমি উহাদের মধ্যে নাই। এই ত্রিগুণময় ভাবে সমস্ত জগৎ মোহিত থাকায়, ত্রিগুণাতীত অব্যয় বস্তু আমাকে উহারা জানিতে পারে না। আমার দৈবী গুণময়ী এই মায়া দুরতিক্রমণীয়া, যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারাই উহার গ্রাস হইতে মুক্ত বা উত্তীর্ণ হয়।"

দশমস্কন্ধে যথা—"হরি নির্গুণ প্রকৃতির পর সাক্ষাৎ পুরুষ, সর্ব্বদ্রষ্টা ও সাক্ষী, তাঁহাকে ভজন করিয়া জীব গুণাতীতাবস্থা লাভ করে।" বিষ্ণুপুরাণে যথা—"প্রাকৃত সত্বাদি গুণ ঈশ্বরে নাই, যিনি সর্ব্বশুদ্ধ হইতেও শুদ্ধ আদি-পুরুষ, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" এখানে সত্বাদি গুণ নাই, এই প্রকার উক্তি হইতে অপ্রাকৃত গুণাদি আছে ইহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এবং প্রসীদতু—এই পদ হইতে প্রসাদের হেতুভূত অন্যান্য গুণ যে আছে এবং উহা বিশুদ্ধ সত্ব তাহা পর্য্যবসিত হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণের উক্ত প্রকরণে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ইত্যাদির উক্তি আছে। দশমস্কন্ধে ইন্দ্রের উক্তি যথা—"বিশুদ্ধ সত্ব-স্বরূপ তোমার দিব্য ধাম শান্ত তপোময়, যে তোমাতে রজো তমোভাব, মায়াময় গুণের প্রবাহ ও অজ্ঞানের অনুবন্ধও নাই, অতএব সর্ব্বজ্ঞ যে তুমি সেই তোমার শরণাপন্ন হইলাম" ইত্যাদি অর্থাৎ এখানে ধাম--স্বরূপভূত প্রকাশ শক্তি, বিশুদ্ধতার সম্বন্ধে ধ্বস্তরজস্তমস্কং ও তপোময়ং এই উভয় বিশেষণ হইতে গুণ সম্বন্ধাতীত, তপ—অর্থাৎ জ্ঞান, যেহেতু—"সেই ঋষি জ্ঞানার্থ তপস্যা করিলেন" এই শ্রুতিতে তপ শব্দে জ্ঞান অর্থ করা হইয়াছে, অতএব তপোময় প্রচুর জ্ঞান স্বরূপ যাহাতে জাড্যের অংশ পর্য্যন্ত নাই, "আত্মা জ্ঞানময় শুদ্ধ" এইরূপ বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রাকৃত সত্বের ব্যাবৃত্তিই খ্যাপিত হইয়াছে। প্রাকৃত সত্বের ব্যাবৃত্তি হইতে মায়িক গুণের প্রবাহ যে তোমাতে নাই, তাহা স্বতঃই পাওয়া যাইতেছে। অতএব গর্ভ-স্তবে ব্রহ্মাদি দেবগণের সযৌক্তিক উক্তি "তুমি শরীরিগণের সকল মঙ্গলের আশ্রয় স্বরূপ বিশুদ্ধসত্ব মূর্ত্তি ধারণ কর জীবগণ বেদাদি বিহিত যোগ তপস্যা সমাধি দ্বারা তোমার সম্যক্ পূজা করিয়া থাকে। হে ধাতঃ! তোমার এই বিশুদ্ধ সত্বোর্জ্জিত শ্রীমূর্ত্তি যদি স্বরূপতঃ না হইত, তাহা হইলে জীবের অজ্ঞান জনিত ভেদ দূরীকরণ পূর্ব্বক তোমার অপরোক্ষানুভব হইত না। গুণের প্রকাশ দ্বারা তুমি কেবল অনুমিত হইতে, যাহার এই গুণ সকল প্রকাশিত হয়, এবং যাহার দ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃত্ব তোমার দ্বারা বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি পরিচালিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। তোমার সেবার ফলে ত্বৎকৃপায় তাহাদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকে।" অর্থাৎ সত্বের প্রকাশমানতা-বশতঃ অভিন্নতা দ্বারা রূপিত মূর্ত্তির প্রকট করিয়া থাক, যে সত্ব বিশুদ্ধ নামে অভিহিত রজস্তমো মিশ্র অন্তের প্রাকৃত সত্বলিত জাড্যাংশের মিশ্রণে বিশুদ্ধতা নাই, কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ-সত্ব কারণ স্বরূপ শক্ত্যাত্মক, ইহা প্রাকৃত অংশাস্পর্শতা নিবন্ধন অতীব শুদ্ধ। তুমি কি জন্য তোমার শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ করিয়া থাক? নিজ চরণারবিন্দে জীবগণের মনস্থৈর্য্য বিধানার্থ, ভক্তকে ভক্তি সুখ প্রদান করাই তোমার প্রকটের মুখ্য প্রয়োজন। কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন "ভক্তিযোগ বিধান নিমিত্ত আবির্ভূত তোমাকে আমি অল্পাত্মা স্ত্রী হইয়া কেমন করিয়া জানিব" এখানে স্পষ্টতঃ ভক্তি-বিধানই প্রকটের প্রয়োজন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তোমার সেই মূর্ত্তিটি কেমন? সকল প্রকার পুরুষার্থের আশ্রয় নিত্য অনন্ত পরমানন্দরূপ এখানে বপুর সহিত তোমার এই ভেদ নির্দ্দেশ ঔপচারিক, যেহেতু তুমি বা তোমার বপু একই তুমি সচ্চিদানন্দঘন তোমার শ্রীমূর্ত্তিও সচ্চিদানন্দঘনাত্মিকা। অতএব যে বপুকে অবলম্বন করিয়া জনগণ তোমার পূজা করিয়া থাকে,—কি উপায়ে অর্চ্চনা করেন? বেদাদিবোধিত তপস্যাত্ত সাধন দ্বারা। সাধারণতঃ অর্পণের দ্বারাই অর্চ্চন প্রারতা সিদ্ধ হইলেও মূর্ত্তির অনপেক্ষতা বশতঃ বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি প্রকাশের হেতুরূপে সেই বিশুদ্ধ সত্বের স্বরূপাত্মকতা স্পষ্টীকৃত হইতেছে;—হে ধাতঃ! যদি এই সত্ব তোমার নিজের স্বরূপ-বিজ্ঞান (অনুভব) স্বপ্রকাশতাশক্ত্যাত্মক না হইত, তাহা হইলে স্বপ্রকাশ তোমার অনভু-

ভবরূপ শুদ্ধি হইত অর্থাৎ কেবল ভেদ-জ্ঞানমাত্র তিরোহিত হইত। এবং সেই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানই (শুদ্ধি) জগতে পর্য্যবসিত হইত, তোমার অনুভবের লেশও থাকিত না। যদি বল প্রাকৃত সত্ত্বগুণের দ্বারাই আমার অনুভব হইবে, স্বরূপভূত সত্ত্বের আবশ্যক কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণের প্রকাশের দ্বারা তুমি অনুমিত হও মাত্র উহা দ্বারা তোমার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয় না। অথবা (পক্ষান্তরে অন্তার্থ করিলেও) তোমার জ্ঞানরূপ ভেদের অপমার্জ্জন উহা যদি তোমার নিজ সত্ত্ব না হইত অর্থাৎ তুমি স্বীয় সত্ত্ব আবির্ভূত না করিতে, তাহা হইলে সেই প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণের প্রকাশে তুমি অনুমিত হইতে। নিজ স্বপ্রকাশ-সত্ত্বাদি গুণের আবির্ভাবে সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। উহা স্পষ্টীকরণার্থ মূল শ্লোকেই অনুমানের দ্বৈবিধ্য বলা হইয়াছে;—প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ—অর্থাৎ অস্বরূপ ভূত প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণের সহিত তোমার অব্যভিচারি-সত্ত্ব সম্বন্ধিতা বা একমাত্র তোমার দ্বারাই প্রকাশমানতা তোমার পরিচায়ক। যেমন অরুণোদয় সূর্য্যোদয়-সান্নিধ্যের পরিচায়ক (জ্ঞাপক) অথবা যেমন ধূম অগ্নির পরিচায়ক। অতএব উভয় প্রকারেই তোমার সাক্ষাৎকারে, প্রাকৃত সত্ত্বের সাধকতমতার অভাবই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। অতএব অপ্রাকৃত সত্ত্বের ত্বদীয় স্বপ্রকাশরূপতা সুসিদ্ধ হইতেছে, যে স্বপ্রকাশতা শক্তি দ্বারা—স্বপ্রকাশ-আনন্দঘন তোমার শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

• যাঁহারা প্রাকৃত রজস্তমঃ শূন্যাবস্থাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব মনে করিয়া, ভগবদ্বিগ্রহাদিকে তাহার কার্য্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সকলকারই অননুগৃহীত কারণ রজোগুণ সম্বন্ধাভাবের দ্বারা স্বতঃ শান্তস্বভাব সর্ব্বত্র উদাসীন সত্ত্বের আকৃতি হেতু ক্ষোভের অসম্ভবতা বশতঃ এবং উক্ত সত্ত্বের বিদ্যাময়তা দ্বারা যথাবস্থিত বস্তুকে প্রকাশ করাই উহার ধর্ম্ম, তাহার উপর কল্পনান্তরের আরোপ অতীব অযোগ্য। বিশেষতঃ উক্ত সত্ত্বাদি গুণের সম্বন্ধে উক্তিই আছে—অগোচর বস্তুর গোচরের প্রতি প্রকৃতি গুণ-সত্ত্ব কারণ, গোচরীভূত বস্তুর বহু রূপত্বের প্রতি রজঃ কারণ, এবং বহুরূপ বস্তুর তিরোধানের প্রতি তমঃ কারণ। তদ্রূপ আবার পরস্পরের উদাসীনত্বের প্রতি সত্ত্ব, উপকারিত্বের প্রতি রজঃ, এবং অপকারিত্বের প্রতি তমঃ কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গোচরত্বাদিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার নামে অভিহিত। এইরূপ উদাসীনত্বাদিও জানিবে। যদি আজ উদাসীন অবস্থায় (সত্ত্বে) রজোলেশাসম্পৃক্ততা তাঁহাদের মন্তব্য হয়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ পদের একেবারেই ব্যর্থতাপত্তি হইয়া পড়ে। অতএব উক্ত মতে রজো গুণের প্রবর্ত্তনাদি ব্যাপার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

অপ্রাকৃত-সত্ত্বের তৎস্বরূপতা

আমাদিগের মতে ইহাই সেখানের তাৎপর্য্য—বিশুদ্ধসত্ত্ব সন্ধিন্যংশ প্রধান আধার শক্তি, সম্বিদংশ প্রধান আত্ম-বিদ্যা, হ্লাদিনী সারাংশ প্রধান গুহ্য বিদ্যা, এই তিন শক্তি যখন যুগপৎ প্রাধান্য লাভ করে, তখন ঐ শক্তিত্রয় প্রধানই শ্রীমূর্ত্তি, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়ের সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনীই মূর্ত্তি। তজ্জন্যই উক্ত আছে "যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ" অতএব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান্ যুগপৎ তাঁহার শক্তিত্রয়কে অবলম্বন করিয়া শ্রীমূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকেন। উক্ত আধার শক্তি হইতে ভগবদ্ধামের প্রকাশ হয়, যথা—"যেহেতু সাত্বতগণ পুরুষরূপকে সত্ত্ব বলিয়া থাকেন, যাহা হইতে (বৈকুণ্ঠাদি) লোক হইয়া থাকে।"

এইরূপ উপাসকাশ্রয় জ্ঞান ভগবৎ শক্তি প্রেরিত হইয়াই হইয়া থাকে, জ্ঞানের প্রবর্ত্তক লক্ষণ বৃত্তিদ্বয়াত্মিকা বিদ্যা দ্বারা (সন্ধিনী-সম্বিচ্ছক্তি) প্রেরিত হইয়া—উপাসকের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকে। এইরূপ ভক্তিও তৎপ্রবর্ত্তক লক্ষণ-বৃত্তিদ্বয়াত্মিকা (সম্বিৎ হ্লাদিনী) গুহ্যবিদ্যা দ্বারা প্রেরিত হইয়া তদ্বৃত্তিরূপা প্রীত্যাত্মিকা ভক্তি প্রকাশিত হয়। ইহা বিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মী স্তবে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যথা—"হে শোভনে! হে দেবি! যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, ও আত্মবিদ্যা রূপে তুমি লোককে মুক্তি ফল প্রদান করিয়া থাক।" এখানে যজ্ঞবিদ্যা—কর্ম্ম, মহাবিদ্যা—অষ্টাঙ্গযোগ, গুহ্যবিদ্যা—ভক্তি, আত্মবিদ্যা—জ্ঞান, এই সকলের আশ্রয় হওয়ায়, তুমিই তত্তদ্রূপে এই সকলবিধ মুক্তির ও অপর বিবিধ ফলের দাত্রী হইতেছ।

পরতত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহই মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়েন। ইহাই বসুদেবাখ্যায় অভিহিত। "বিশুদ্ধ সত্ত্বই বসুদেব

শব্দে উক্ত হয়, ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বের উদয়ে মন নির্ম্মল হইলে ভগবান বাসুদেব প্রকাশিত হয়েন, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব অধোক্ষজ বাসুদেবকে আমি প্রণামাদি দ্বারা সেবা করি।" অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বরূপ শক্তির বৃত্তিতাহেতু জাড্যের অংশ পর্য্যন্ত যাহাতে নাই, উহাই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব, উহাই বসুদেব শব্দে অভিহিত। উহার সত্ত্বতা বা বসুদেবতা কিরূপে হয়? তৎপক্ষে বলা হইয়াছে—যেহেতু তাহাতে বাসুদেব প্রকাশিত হয়েন, প্রথমতঃ অগোচরের গোচরতাহেতু লোকপ্রসিদ্ধ (প্রাকৃত) সত্ত্বের সাম্যতা বশতঃ সত্ত্বতা ব্যক্ত হইয়াছে, বসুদেবে প্রতীতি হয় বলিয়া পরমেশ্বর বাসুদেব নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। এই প্রতীতি বিশুদ্ধ-সত্ত্বে হইয়া থাকে। অতএব প্রসিদ্ধ প্রত্যয়ার্থের দ্বারা প্রকৃতার্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাসয়তি-দেবং— অথবা বসতি অস্মিন্—এই ব্যুৎপত্তি হইতে বসুঃ; তথা দীব্যতি—দ্যোততে এই ব্যুৎপত্তিতে দেবঃ, এই বসু আর দে শব্দের কর্ম্মধারয় সমাসে বাসুদেব এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মই মানুষের ইষ্ট ধন,—স্বয়ং ভগবানের এই উক্তি হইতে, ভগবদ্ধর্ম্ম—লক্ষণ ধনের দ্বারা যিনি প্রকাশিত হয়েন, তিনি বাসুদেব। সুতরাং বিশুদ্ধ সত্ত্বই এখানে বসুদেব শব্দে কথিত হইয়াছে। এইরূপ স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতি স্বরূপ বিগ্রহ ভগবৎ জ্ঞানের হেতু রূপে শ্রীভগবান কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, যথা— "সাত্ত্বিক-জ্ঞান কৈবল্য স্বরূপ, রাজস-জ্ঞান বিকল্পাত্মক, তামস-জ্ঞান প্রাকৃত, মন্নিষ্ঠ-জ্ঞান নির্গুণ জানিবে।" ইত্যাদি বহু স্থলেই গুণাতীতাবস্থায় ভগবৎ-জ্ঞানের বিষয় শ্রুত হওয়ায়, বিশুদ্ধ-পদ হইতে অবগত উহার স্বরূপ শক্তির বৃত্তিভূত স্বপ্রকাশতা শক্তি লক্ষণত্ব ব্যক্ত করিয়াছে। অতএব সত্ত্বে প্রতীয়তে—এখানে করণে অধিকরণ বিবক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির বৃত্তিভূত স্বপ্রকাশতা শক্তিরূপ সত্ত্বের দ্বারাই তিনি প্রকাশিত হয়েন।

স্বরূপ শক্তি বৃত্তির বিশদার্থতা।

ঐ স্বরূপ শক্তির বৃত্তিত্বকে বিশদ রূপে নির্দ্দেশার্থই একটি বিশেষণ, অপাবৃত—আবরণ শূন্য হইয়া প্রকাশিত হয়েন; যদি উহা প্রাকৃত সত্ত্ব হইত—তাহা হইলে দর্পণে মুখের মত মূর্ত্তি প্রতিফলনেই পর্য্যবসিত হইত, যেহেতু সত্ত্বান্তর্গততা হেতু আবৃতত্ব রূপেই উহার প্রকাশ হইত। ইহার ফলিতার্থ যথা—উক্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বে নিত্য প্রকাশমান শ্রীভগবান মৎ কর্ত্তৃক মনে বিশেষ রূপে ধৃত হউন। অর্থাৎ উক্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন অন্তরে আমি যেন তাঁহাকে নিয়ত চিন্তা করিতে সক্ষম হই।

এখানে আশঙ্কা আসিতে পারে কেবল মনেই চিন্তা কর, উক্ত সত্ত্বের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলা হইয়াছে— অধোক্ষজ—তিনি যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত হইয়া অধোক্ষজ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। যদি এখানে-মনসা-পাঠের স্থলে নমসা— পাঠ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে হি—স্থলেও অমু এই পাঠান্তর পঠিত হইবে, অর্থাৎ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বাখ্য স্বপ্রকাশতা লক্ষণ শক্তিতে প্রকাশমান শ্রীভগবানকে কেবল নমস্কারাদি দ্বারা নিরন্তর সেবা করেন। তিনি অপর কিছুর দ্বারাই প্রকাশিত হন না।

শ্রীভগবানের নিজের কথায় দেখা যায়, যোগমায়া সমাবৃত হইয়া তিনি সকলের সম্বন্ধে প্রকাশিত হন না। সেই অদৃশ্যরূপী শ্রীভগবান্ অস্মাদাদির অদৃশ্য প্রণামাদির দ্বারা সেবিত হয়েন, ইহাই তাৎপর্য্য। ইহাতে উক্ত প্রকরণের সঙ্গতিও হইতেছে।

যাহা হইতে ভগবদ্বিগ্রহের প্রকাশক বিশুদ্ধ সত্ত্বের মূর্ত্তিত্ব—বসুদেবত্ব, তাহা হইতেই তাঁহার প্রাদুর্ভাব বিশেষে ধর্ম্মপত্নীতে মূর্ত্তিত্বও প্রসিদ্ধ এবং এইরূপ আনক-দুন্দুভিতেও বসুদেবত্ব বিবেচনীয়।

এখানে শ্রদ্ধা পুষ্টি প্রভৃতি লক্ষণ-প্রাদুর্ভূত ভগবচ্ছক্ত্যংশরূপের পাঠ সাহচর্য্য হেতু ভগিনী রূপে তাহাদিগের মূর্ত্তি ভগবচ্ছক্ত্যংশের প্রাদুর্ভাবত্বও লাভ করিতেছে। "তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী" এই শ্লোকে কলা শব্দে শক্তিই অভিহিত হইয়াছে। অতএব শক্তি লক্ষণ তাঁহাতে নরনারায়ণাখ্য—ভগবৎ প্রকাশ রূপ ফল দৃষ্ট হওয়ায়, বসুদেবাখ্য শুদ্ধ-সত্ত্বরূপই পর্য্যবসিত হইতেছে।

সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি এই—আখ্যা উক্ত হইয়াছে, চতুর্থে শ্রদ্ধাদির বিশদার্থরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"নরনারায়ণাখ্য ঋষি ভগবদবতার সর্ব্বগুণেরস্বরূপ বা আধার, উহার উৎপত্তিরূপা মূর্ত্তি" অর্থাৎ সর্ব্বগুণ-স্বরূপ

ভগবানের উৎপত্তি—প্রকাশ হইয়াছে যাহা হইতে, সেই দেবী তাঁহাদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বের সহিত এইরূপই ইহার অন্বয় হইবে। ভগবদাখ্য সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি প্রকাশের হেতুতাবশতঃ তাঁহাকেও মূর্ত্তি বলা হইয়াছে।

তদ্রূপ এখানেও ভগবৎ প্রকাশরূপ ফল দর্শন ও নামের ঐক্যতা হেতু আনকদুন্দুভিরও শুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবত্ব জানিবে। উহাই নবম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে "আনকদুন্দুভিকে হরির স্থান ও বসুদেব বলিয়া থাকে।" অন্যথা হরিস্থান—এই বিশেষণের অকিঞ্চিৎকরতা হয়। সুতরাং হ্লাদিন্যাদি একতম শক্তির অংশ বিশেষ প্রধান বশতঃ ও বিশুদ্ধসত্ত্বহেতু শ্রী প্রভৃতি শক্তি বর্গের যথাযথ প্রাদুর্ভাব বিবেচনীয়।

শ্রীভগবানে উহাদের সম্পদরূপতা, অনুগ্রাহ্যে সম্পৎ সম্পাদকরূপতা, সম্পদংশরূপতা ইত্যাদি ত্রিরূপতা জানিবে, কেবল শক্তিমাত্ররূপে অমূর্ত্ত তাঁহাদের শ্রীভগবদ্বিগ্রহাদির একাত্মতা সম্বন্ধে অবস্থিতি হয়, উক্ত অবস্থিতির উভয় প্রকারভেদ—এক অধিষ্ঠাত্রীরূপে, অপর মূর্ত্তগণের সেই সেই আবরণ রূপে। ইহাই শক্তিবর্গের সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ ও কার্য্যাদি জানিবে ॥ ১০২ ॥

অথৈবংভূতানন্তবৃত্তিকা যা স্বরূপশক্তিঃ সা ত্বিহ ভগবদ্ধামাংশবর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরেবেত্যাহ—

"অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ।"

ইতি—টীকা চ—"অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ। তত্র হেতুঃ। সাক্ষাদাত্মনঃ স্বস্বরূপস্য চিদ্রূপত্বাৎ-তস্যাস্তদভেদাদিত্যর্থঃ" ইত্যেষা। অত্র সাক্ষাৎশব্দেন—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতু মীক্ষাপথেঽমুয়া।"

ইত্যাদ্যুক্তা মায়া নেতি ধ্বনিতম্। তত্রানপায়িত্বং যথা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—

"পরমাত্মা হরির্দেবঃ তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।
শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

"নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম।"

ইতি। তত্রাপ্যত্র—

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেব তথা শ্রীস্তৎ সহায়িনী ॥

ইতি। চিদ্রূপত্বমপি স্কান্দে—

অপরন্ত্বক্ষরং যা সা প্রকৃতির্জ্জড়রূপিকা।
শ্রীঃ পরাপ্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণুসংশ্রয়া ॥
তামক্ষরং পরস্প্রাহুঃ পরতঃ পরমক্ষরম্।
হরিরেবাখিলগুণোঽপ্যক্ষরত্রয় মীরিতম্ ॥"

ইতি। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণ এব—

"কলাকাষ্ঠা নিমেষাদি কালসূত্রস্যগোচরে।
যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স মে হরিঃ॥
প্রোচ্যতে পরমেশো যো যঃ শুদ্ধোঽপ্যুপচারতঃ।
প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥"

ইতি। অত্র স্বামিভিরেব ব্যাখ্যাতঞ্চ—কলাকাষ্ঠা নিমেষাদিকাল এব সূত্রবৎ সূত্রং জগচ্চেষ্টানিয়ামকত্বাৎ তস্য গোচরে বিষয়ে যস্য শক্তির্লক্ষ্মীর্ন বর্ত্ততে স্বরূপাভিন্নত্বাৎ নিত্যৈব সা কালাধীনা ন ভবতীত্যর্থঃ। অত এতস্যাঃ স্বরূপাভেদাৎ শুদ্ধস্যেত্যুক্তম্। নমু যদি লক্ষ্মীস্তৎ-স্বরূপাভিন্না কথং তর্হি লক্ষ্ম্যাঃ পতিরিত্যুচ্যত ইতি। পরা চাসৌ মা লক্ষ্মীস্তস্যা ঈশঃ যঃ শুদ্ধঃ কেবলোঽপি উপচারতো ভেদবিবক্ষয়া প্রোচ্যতে। দ্বিতীয়ো যচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধাবিতি। এবমেবাভিপ্রেত্য প্রার্থিতং শ্রীব্রহ্মণা তৃতীয়ে—

"এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা যদ্ যৎ করিষ্যতি গৃহীত-গুণাবতারঃ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো যুঞ্জীত কর্ম্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্॥"

ইতি। অতো যত্তু—

"সাক্ষাৎশ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈ দৃষ্ট্বা তং মহদদ্ভুতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা॥"

ইতি শ্রীনরসিংহপ্রাদুর্ভাবুক্তং তত্রাদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বত্বং সম্ভ্রমাদেব জাতমিত্যুহ্যম্। তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতম্—অনপায়িনী ভগবতীত্যাদি॥ শ্রীসূতঃ॥ ১০৩॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

এবম্ভূত অনন্ত বৃত্তিকা যে স্বরূপশক্তি, সেই শক্তিই শ্রীভগবানের বামাংশবর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী শ্রীলক্ষ্মীই এখানে অভিহিত হইতেছে যথা—

"অনপায়িনী (নিত্যা) ভগবতী শ্রী—শ্রীহরির স্বরূপভূতা শক্তি"

স্বামিপাদের টীকা যথা—অনপায়িনী হরির শক্তি, তৎপ্রতি হেতু সাক্ষাৎ আত্মার—স্বস্বরূপের, চিৎ-রূপতা বশতঃ উহা শ্রীহরি হইতে অভেদ—ইত্যাদি।

এখানে সাক্ষাৎ শব্দে "বিলজ্জমানা যে মায়া ভগবানের দৃষ্টির সম্মুখে থাকিতে অসমর্থা" (জীব সম্মোহিনী মায়া) এই শ্লোকোক্তা মায়া নহে ইহা ধ্বনিত হইয়াছে। অনপায়িত্ব সম্বন্ধে—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—

পরমাত্মা শ্রীহরি দেবতা তাঁহার শক্তি বলিয়া শ্রীকে জানিবে। দেবী শ্রী—প্রকৃতি নামে খ্যাতা, কেশবকে পুরুষ রূপে জানিবে। দেবী বিষ্ণু ব্যতিরেকে থাকেন না, শ্রীহরিও পদ্মজা লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া থাকেন না। বিষ্ণুপুরাণে যথা—"সেই জগন্মাতা লক্ষ্মী নিত্যাই শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনী শ্রী রূপে বিরাজিতা, হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, তদ্রূপ ইনিও সর্ব্বত্র অবস্থিতা।" অন্যত্র যথা—"জগৎ স্বামি দেবদেব জনার্দ্দন যেমন জগতে লীলাবতারের প্রকট করান, তদ্রূপ তাঁহার সহায়কারিণী-শক্তি শ্রীও প্রকটিতা হইয়া থাকেন।"

শক্তির চিদ্রূপতা সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে যথা—"অপরাক্ষরা যে প্রকৃতি উহা জড়রূপিকা (জড়া) এবং পরা প্রকৃতি শ্রী—বিষ্ণু সংশ্রয়া চিদ্রূপা বলিয়া খ্যাতা। তাঁহাকে পরম অক্ষর বলিয়া অক্ষর স্বরূপ তাঁহাকে পর হইতেও পর বলিয়া থাকে, পরম অক্ষর অখিলগুণ স্বরূপ হইয়াও শ্রীহরিই অক্ষরত্রয় নামে খ্যাত।" অতএব বিষ্ণু পুরাণে যথা—কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কাল সূত্রের গোচরে শুদ্ধস্বরূপ যাঁহার শক্তি অবস্থিতা নহে, সেই শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। শুদ্ধ-স্বরূপ হইয়াও যিনি পরমেশ নামে উক্ত হয়েন, সেই সর্ব্বদেবের আত্মা বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। স্বামিপাদের ব্যাখ্যা যথা—কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কালই সূত্রবৎসূত্র জগচ্চেষ্টারনিয়ামকতা বশতঃ তদ্বিষয়ে যাঁহার শক্তি লক্ষ্মী অবস্থিতা নহে, স্বরূপ হইতে অভিন্নতা বশতঃ নিত্যা; সুতরাং উনি কালের অনধীনা, ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব শুদ্ধ স্বরূপ হইতে অভিন্ন হওয়ায় শক্তিও শুদ্ধা, এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যদি লক্ষ্মী তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্না হইলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে (বিষ্ণুকে) লক্ষ্মীপতি বলা হয় কেন? তদুত্তরে পরমেশ—বলা হইয়াছে অর্থাৎ "পরা চা সৌ মা লক্ষ্মী স্তস্যা ঈশঃ যঃ" এই সমাস হইতে কেবলস্বরূপ হইয়াও ঔপচারিক ভেদ বিবক্ষায় যাঁহার লক্ষ্মীপতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; এখানে—যো যঃ—এই দ্বিতীয় যৎ—শব্দ প্রসিদ্ধার্থে প্রযুক্ত। এইরূপ অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াছিল—"এই প্রসন্ন বরদাতা গুণাবতার সকলকে গ্রহণ করিয়া আত্মশক্তি রমার সহিত যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যাহাতে বিষ্ণুর প্রভাবই প্রখ্যাত হইয়াছে, অতএব তদাজ্ঞায় এই বিশ্বরচনায় প্রবৃত্ত আমার চিত্ত কর্ম্মাসক্তি ও তজ্জনিত বৈষম্যাদি পাপ নির্মুক্ত হইতে পারে, তিনি আমাকে সেইরূপে প্রবর্ত্তিত করুন।" অতএব শ্রীনৃসিংহ প্রাদুর্ভাবে তাঁহার দুরন্ত ক্রোধোপশমনার্থে দেবগণ-প্রেষিতা সাক্ষাৎ শ্রীও অদৃষ্টাশ্রুত মহদদ্ভুত রূপ দর্শনে ভীতা হইয়া সম্মুখে আসিতে সক্ষম হন নাই।" এখানে অদৃষ্টাশ্রুত পূর্ব্বতা সম্ভ্রম জনিত হইয়াছিল, ইহা উহ্য জানিবে। সুতরাং অনপায়িনী ভগবতী—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা সাধুই হইয়াছে। ইহা সুতমহাশয়ের উক্তি॥ ১০৩॥

তদেবং সচ্চিদানন্দৈকরূপঃ স্বরূপভূতা-চিন্ত্যবিচিত্রানন্তশক্তিযুক্তো, ধর্ম্মত্বে—এব ধর্ম্মিত্বং, নির্ভেদত্বে-এব নানাভেদবত্ত্বমরূপিত্বে—এব রূপিত্বং, ব্যাপকত্বে—এব মধ্যমত্বং, সত্যমেবেত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধানন্তগুণনিধিঃ স্থূল-সূক্ষ্ম বিলক্ষণস্বপ্রকাশাখণ্ড স্বরূপভূত-শ্রীবিগ্রহস্তাদৃশ-স্বানুরূপস্বরূপশক্ত্যাবির্ভাব-লক্ষণ-লক্ষ্মীরঞ্জিতবামাংশঃ স্বপ্রভা বিশেষাকার-পরিচ্ছদ-পরিকর-নিজধামস্থ বিরাজমানাকারঃ স্বরূপ শক্তি-বিলাসলক্ষণাদ্ভুতগুণলীলাদিচমৎকারিতাত্মারামাদিগণো নিজসামান্যপ্রকাশাকার-ব্রহ্মতত্ত্বো নিজাশ্রয়ৈকজীবন-জীবাখ্য-তটস্থশক্তিরনন্তপ্রপঞ্চব্যঞ্জিতস্বাভাসশক্তিগণো ভগবানিতি বিদ্বদুপলব্ধার্থ-শব্দৈর্ব্যঞ্জিতম্।

তত্র তৎস্বভাবং বস্তুন্তরমপশ্যতাম বিদুষামসম্ভাবনা যুক্তেতি বিবিদিষূন্ শ্রদ্ধাপয়িতুম্ প্রক্রিয়তে। তত্রৈকেন শ্লোকেন তস্যাবিদুষাং জ্ঞানাগোচরত্বং কিন্তু বেদৈক বেদ্যত্বমেবেত্যাহুঃ—

"ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা॥" (ভাগ, ১০৷৮৭৷১৪)

বত অহো হে ভগবন্ ইহ জগতি অগ্রসরং পূর্ব্বসিদ্ধং ত্বাম্ অবরজন্মলয়ঃ অর্ব্বাচীনোৎপত্তিনাশবান্ কো নু পুমান্ বেদ জানাতি। ঈশ্বরস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বস্য চ অর্ব্বাচীনত্বে কারণং বদন্ত্যো জ্ঞানকারণাভাবমাহুঃ। যত উদগাদিতি। যতস্ত্বত্ত এব ঋষির্ব্রহ্মা উৎপন্নঃ। যং ব্রহ্মাণমনু উভয়ে আধ্যাত্মিকা আধিদৈবিকা উৎপন্নাঃ। আধ্যাত্মিকা অত্র ব্যষ্টিগতা এব জ্ঞেয়াঃ। অতোঽর্ব্বাচীনাঃ সর্ব্বে। যদা তু

ভবান্ শাস্ত্রং স্ববিজ্ঞাপকং বেদমবকৃষ্য বৈকুণ্ঠ এবাকৃষ্য শয়ীত জগৎকার্য্যং প্রতি দৃষ্টিং নিমীলয়তি তর্হি তদা—অনুশয়িনাং জীবানাং জ্ঞানসাধনং নাস্তি। যতস্তদা ন সৎ স্থূলমাকাশাদি ন চাসৎ সূক্ষ্মং মহদাদি ন চোভয়ং সদসদ্ভ্যামারব্ধং শরীরং ন চ কালজবস্তুন্নিমিত্তভূতং কালবৈষম্যম্। এবং সতি তত্র তদা কিমপি ইন্দ্রিয়প্রাণাদ্যপি ন। অয়মর্থঃ। যদা সৃষ্টি সময়ে বেদপ্রচারিতং তাদৃশং ভগবজ্জ্ঞানং তদার্ব্বাক্সৃষ্টি-গতত্বাৎ দেহাদ্যুপাধিকৃতান্তরত্বাৎ কালকর্ম্মবশেন মলিনসত্ত্বত্বাৎ তেষাং তদবধারণে সামর্থ্যং নাস্তি। যদা তু প্রলয়সময়ে বহ্বন্তরমস্তি তদাপি তেষাং বেদান্তর্দ্ধানমহাতমোময়সুষুপ্তিভ্যাং সাধনাভাবান্নতরামেব সামর্থ্য-মিতি। তথা চ শ্রুতয়ঃ—

ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ। কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্ব্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি। ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কো ন স্মৃতির্বেদো হ্যেবৈনং বেদয়তীত্যাদ্যাঃ। শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ১০৪॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

অতএব সচ্চিদানন্দৈকরূপ স্বরূপভূত অচিন্ত্য বিচিত্র অনন্তশক্তিযুক্ত ধর্ম্মত্বেও (অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মির পরস্পর একত্ব বশতঃ যে কোনভেদ নাই, অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ যে শ্রীভগবানে আছে, ইহাই দেখান হইতেছে) ধর্ম্মিত্ব, নির্ভেদত্বেও নানাভেদবত্ব, অরূপিত্বেও রূপিত্ব, ব্যাপকত্বেও মধ্যমাবয়বত্ব, ইহা সকলই সত্য, ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ অনন্তগুণনিধি স্থূল সূক্ষ্ম-বিলক্ষণ স্বপ্রকাশ অখণ্ড-স্বরূপভূত-শ্রীবিগ্রহ এবম্প্রকার শ্রীভগবদাখ্য মুখ্য এক বিগ্রহে, ব্যঞ্জিত তাদৃশ স্বপ্রকাশ অনন্ত বিগ্রহ, অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহ যখন অচিন্ত্য ও অনন্ত, সেই সেই শক্তি গুণ ধর্ম্মাদির আশ্রয়, তখন অপর যে কোন বিগ্রহ—যাহাতে সেই সেই শক্তি গুণ ধর্ম্মাদির যে কোন ভাবের আংশিক প্রকাশ তাহা তাঁহারই অংশ হওয়ায়, সকল বিগ্রহই তাঁহাতে ব্যঞ্জিত বলা হইয়াছে। এবং তাদৃশ স্বীয়ানুরূপ যে স্বরূপ-শক্তি ঐ শক্তি দ্বারা আবির্ভাব লক্ষণ যে শ্রীলক্ষ্মী দেবী উক্ত লক্ষ্মী রঞ্জিত বামাংশ অর্থাৎ যেখানেই শ্রীভগবানের যে বিগ্রহের প্রকাশ সেই স্থলেই তৎ-শক্তিস্বরূপিণী শ্রীলক্ষ্মী দেবী তাঁহার বামাংশ রঞ্জিত করিয়া বিরাজিত হয়েন। এবং যেমন লক্ষ্মী দেবী তেমনই প্রভা, আকার, পরিচ্ছদ, ও পরিকরগণে পরিবৃত নিজ নিত্য ধামসকলে বিরাজমান—আকার যে শ্রীবিগ্রহে স্বরূপ শক্তির বিলাসলক্ষণ অদ্ভুত গুণলীলাদি যাহার—নিজ সামান্য প্রকাশ বিশেষ—যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করায় যাঁহারা আত্মারাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও চমৎকৃত করিয়াছে যে বিগ্রহাদি যাহার চিৎ সামান্য প্রকাশ বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব-একমাত্র নিজ আশ্রয়ে যাহাদের জীবন সেই জীবাখ্য তটস্থা-শক্তি অনন্তপ্রপঞ্চে ব্যঞ্জিত স্বীয় আভাস শক্তি-সমুদায় যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, অথবা এই সমস্তকে লইয়া যাঁহার ভগবত্তা যিনি পূর্ব্বোক্ত বিচিত্র অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান, সেই সর্ব্বশক্তিমান পুরুষই তত্ত্ববিদ্‌গণের উপলব্ধার্থ-শব্দদ্বারা অর্থাৎ যে শব্দার্থ তাঁহারা সম্যক্ অবগত হইয়াছেন, সেই শ্রীভগবান্ শব্দে অভিব্যঞ্জিত হইয়া থাকেন, এখানে শ্রীভগবানের স্বভাব ও বস্তুর অদর্শী অজ্ঞজনের অসম্ভাবনা যুক্তি যুক্ত অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি যে অজ্ঞের অসম্ভব তাহা খুবই সঙ্গত; ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে ও তাঁহাতে শ্রদ্ধা সম্পন্ন করাইবার নিমিত্ত এই প্রচেষ্টা, এক্ষণে একটি শ্লোকে তিনি যে অজ্ঞের অগোচর, কিন্তু সকল বেদবেদ্য—ইহা পুনশ্চ বিশেষরূপে বলা হইতেছে, যথা—

"হে ভগবান্! অহো এই জগতে অনাদি সিদ্ধ তোমাকে, তৎপরবর্ত্তী কালজ উৎপত্তি-বিনাশশীল কোন্ পুরুষ জানিতে সক্ষম হয়! যেহেতু তোমা হইতেই ব্রহ্মা, এবং সেই ব্রহ্মা হইতে অপর দেবগণ উৎপন্ন হওয়ায়, সকলই' তোমার

পরবর্ত্তি কালে উৎপন্ন হইয়াছে, যেহেতু প্রলয়ে তুমি সকলকে আকর্ষণ করিয়া শয়ন করিয়াছিলে; তৎকালে অনুশায়ী জীবের জ্ঞানের কোন সাধনই ছিল না, অর্থাৎ স্থূল আকাশাদি বা সূক্ষ্ম মহদাদি বা উক্ত সদসদারব্ধ-শরীরাদি অথবা কালকৃত বৈষম্যাদি না থাকায়, ইন্দ্রিয় বা প্রাণাদি অথবা উহার জ্ঞাপক বেদাদি শাস্ত্র কিছুই ছিল না।"

অর্থাৎ সাশ্চর্য্য বিস্ময়ে শ্রীভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—এজগতে পূর্ব্বসিদ্ধ তোমাকে, জন্ম লয়াতি বশতঃ পরবর্ত্তিকালে উৎপত্তি-বিনাশ-স্বভাব বিশিষ্ট কোন পুরুষ জানিতে পারে? অর্থাৎ কেহই তোমাকে জানিতে পারে না, এখানে ঈশ্বরের পূর্ব্বকাল সিদ্ধতা ও অপরের পরবর্ত্তিকালত্বের প্রতি কারণ—বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানেরও কারণাভাব সম্বন্ধে বলিতেছেন, যত উদগাৎ—যে তোমাহইতে ঋষি—ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। এবং যে ব্রহ্মার পর আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উভয় দেবতাগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। এই আধ্যাত্মিক ব্যষ্টি চৈতন্যান্তর্গত জানিবে। অতএব ইহারা সকলেই অর্ব্বাচীন, পরবর্ত্তিকালোৎপন্ন ও অজ্ঞ। যখন আপনি স্বীয়তত্ত্ব বিজ্ঞাপক বেদকে অবকর্ষণ করতঃ বৈকুণ্ঠকে আকর্ষণ করিয়া জগৎ কার্য্যের প্রতি নিমীলিত দৃষ্টি হইয়া শয়ন করেন। তৎকালে (প্রলয়ে) যে জীব পশ্চাৎ যাইয়া শয়ন করিয়া অনুশায়ী—আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে, সেই জীবগণের জ্ঞানের সাধন থাকে না, কেননা সৎ-স্থূল আকাশাদি, অসৎ সূক্ষ্ম মহদাদি এবং উভয়—অর্থাৎ সদসদুভয়ের দ্বারা আরব্ধ শরীর, ও কালের গতি বা গতিনিমিত্ত কাল-কৃত বৈষম্য—নাই সুতরাং তৎকালে কোন ইন্দ্রিয় বা প্রাণাদি পর্য্যন্ত কিছুই ছিল না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যখন সৃষ্টিকালে বেদ প্রচারিত তাদৃশ ভগবানের জ্ঞান উহা পরবর্ত্তিকালে কৃত, সৃষ্টিগত হওয়ায়, দেহাদ্যুপাধি দ্বারা কৃতান্তরতা হওয়ায় এবং কালকৃত কর্ম্মবশে মলিন সত্ত্বতা বশতঃ তাহাদিগের (জীবের) ভগবত্তত্ত্বাবধারণের সামর্থ্য নাই। প্রলয় সময়ে যখন বহুবস্তুর বিদ্যমান তৎকালেও বেদের অন্তর্দ্ধান ও মহাতমোময় সুষুপ্তি দ্বারা তাহাদিগের সাধনের অভাব বশতঃ কিঞ্চিৎ মাত্রও সামর্থ্যও যে ছিল না, তাহাই এখানের তাৎপর্য্য। শ্রুতি ও উহাই বলেন যথা "তাঁহাকে আমরা কেহ জানি নাই, তিনি তোমাদের অন্তরে ছিলেন, যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য যাহার নিকট হইতে নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহাকে সাক্ষাৎ কে জানিতে বা তদ্বিষয়ে বলিতে সক্ষম হয়। কোথা হইতে এই সৃষ্টি হইল। অন্যান্য দেবতাগণ যাহা হইতে হইয়াছে কে তাঁহাকে জানিতে পারে, সর্ব্বভূতস্থ আত্মা সদা নিশ্চল একরূপ হইয়াও মন হইতেও বেগবান্, অর্থাৎ মনের অপ্রাপ্য। ইন্দ্রিয়বর্গ ও তদধিষ্ঠাতা দেবতাগণও তাঁহাকে জ্ঞানেরগোচরীভূত করিতে পারেন না, তিনি সর্ব্বগত স্বস্থানে থাকিয়াও দ্রুতগামী মনাদিকে অতিক্রম করেন, তাঁহাতে অবস্থিত থাকিয়াই বায়ু প্রাণিগণের চেষ্টা লক্ষণ কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন।" চক্ষু নহে, শ্রোত্র নহে তর্ক নহে, স্মৃতি শ্রুত্যাদিও তাঁহাকে জানাইতে সক্ষম হয় না। ইত্যাদি বহু স্থলেই তাঁহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব অভিহিত হইয়াছে। শ্রুতিসকল ইহা শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন ॥১০৪॥

অথ তৎপূর্ব্বকং বিদুষাং ভক্ত্যৈব সাক্ষাদনুভবনীয়ত্বমাহ ত্রিভিঃ—

"ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোঽজনো ন বুধ্যতেঽদ্যাপি সমাধিযুক্তিভিঃ।
কুতোঽপরে তস্য মনঃ শরীরধীর্বিসর্গসৃষ্টা বয়মপ্রকাশাঃ॥

অজনঃ—অজো ব্রহ্মাপি ত্বামদ্যাপি ন পশ্যতি ন চ বুধ্যতে। কথম্ভূতম্ আত্মনঃ পরং প্রত্যগ্রূপম্। কৈর্হেতুভিরপি ন বুধ্যতে ন পশ্যতি। সমাধিযুক্তিভিঃ ব্রহ্মসমাধিনাপ্যপরোক্ষং ন পশ্যতি। যুক্তিভিঃ পরোক্ষমপি ন সম্যগ্ বুধ্যত ইত্যর্থঃ। অপরেঽর্ব্বাচীনাস্তু কুতস্ত্বাং পশ্যেয়ুর্বুধ্যেরন্ বা। অর্ব্বাচীনত্বে হেতুঃ। তস্য ব্রহ্মণঃ। মনশ্চ শরীরঞ্চ ধীশ্চ তাভিঃ সত্ত্বতমোরজঃ কার্য্যভূতাভির্বিবিধা যে দেবতির্য্যঙ্-নরাণাং সর্গাস্তেষু সৃষ্টাঃ। তত্রাপি বয়মপ্রকাশাঃ অজ্ঞাঃ কুতঃ পশ্যাম ইত্যর্থঃ। অপরে তর্হি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ—

"যে দেহভাজস্ত্রিগুণপ্রধানান্ গুণান্ বিপশ্যন্ত্যুত বা তমশ্চ॥
যন্মায়য়া মোহিতচেতসস্ত্বাং বিদুঃ স্বসংস্থং ন বহিঃ প্রকাশাঃ॥"

যে দেহ ভাজস্তে স্বস্মিন্ সম্যক্ স্থিতমপি ত্বাং ন বিদুঃ। কিন্তু গুণানেব বিপশ্যন্তি। কদাচিচ্চ কেবলং তম এব বিপশ্যন্তি যতস্ত্রিগুণা বুদ্ধিরেব প্রধানং যেষাং বুদ্ধিপরতন্ত্রতয়া জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্বিষয়ান্ পশ্যন্তি সুষুপ্তৌ তু তম এব নতু বস্তুতো নির্গুণানাং সর্ব্বেষামাত্মনামাত্মভূতং ত্বাম্। সর্ব্বত্র হেতুঃ যৎ যতো মায়য়া, যস্য তব মায়য়া বা মোহিতং চেতো যেষাং তে। তথাপি ত্বং বিচারেণ জ্ঞাস্যসীতি চেন্নৈবম্। যতো নাস্ম-দ্বিধানাং জ্ঞানগোচরস্ত্বং কিন্তু ভক্তানামেব ইত্যাহ—

"তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাবপ্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ।
সনন্দনাদ্যৈর্মুনিভির্বিভাব্যং কথং বিমূঢ়ঃ পরিভাবয়ামি ॥"

তং নানাশ্চর্য্যবৃত্তিক-পরশক্তি-নিধানং ত্বাং কথং পরিভাবয়ামি। কিং স্বরূপং জ্ঞানঘনং সত্যজ্ঞানান-ন্তানন্দৈকরসমূর্ত্তিম্। অতএব—অনির্দ্দেশ্যবপুঃ—ইতি সহস্রনামস্তোত্রে। অয়ং ভাবঃ। জ্ঞানঘনত্বান্ন তাবৎ জ্ঞানবিষয়ত্বং বিচারবিষয়ত্বেঽপি মায়াগুণৈরভিভূতোঽহং ন বিচারে সমর্থ ইতি। ননু তর্হি মম তথাবিধত্বে কিং প্রমাণং তত্রাহ। স্বেন তদীয়েন ভাবেন ভক্ত্যা স্বস্যাত্মনো ভাবেনাবির্ভাবেনৈব বা প্রধ্বস্তা মায়াগুণপ্রকারকৃতমোহা যেভ্যস্তৈঃ সনন্দনাদ্যৈর্ভগবত্তত্ত্ববিদ্ভির্মুনিভির্বিভাব্যং বিচার্য্যং সাক্ষাদনুভব-নীয়ঞ্চেত্যর্থঃ। তস্মাদুলূকৈঃ প্রকাশগুণকত্বেনাসম্মতেঽপি রবৌ যথাঽন্যৈরুপলভ্যমানতদ্গুণকত্বমস্ত্যেবেতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ

"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছতিত্যাদ্যা।

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

ইত্যাদ্যাস্তু। অংশুমান্ শ্রীকপিলদেবম্। বিবৃতৌ ব্রহ্ম-ভগবন্তৌ ॥ ১০৫ ॥

ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার
শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব চরণানুচরবিশ্ববৈষ্ণব
রাজসভাজনভাজন-শ্রীরূপসনাতনানুশাসন
ভারতীগর্ভে-শ্রীভাগবত সন্দর্ভে ভগবৎ-
সন্দর্ভো নাম-দ্বিতীয়ঃ সন্দর্ভঃ।
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে- সর্ব্বসন্দর্ভগর্ভগে।
ভগবৎ-সন্দর্ভনামা সন্দর্ভোঽভূদ্দ্বিতীয়কঃ ॥
দ্বিতীয়-সন্দর্ভঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

একণে বিজ্ঞজনগণের ভক্তির দ্বারা তাঁহার সাক্ষাদনুভবের বিষয় শ্লোক ত্রয়ে উক্ত হইতেছে যথা—

"পরমাত্ম স্বরূপ তোমাকে ব্রহ্মাও অদ্যাপি সমাধি ও যুক্তি দ্বারা জানিতে সক্ষম হন্ নাই। ব্রহ্মার মন, শরীর, বুদ্ধ্যাদি দ্বারা সৃষ্ট অর্ব্বাচীন আমরা তোমাকে কিরূপে জানিব!"

অর্থাৎ অজনঃ—(অজ) ব্রহ্মাও তোমাকে অদ্যাপি জানিতে সক্ষম হন্ নাই। কিরূপ তোমাকে? আত্মার পর অর্থাৎ প্রত্যগ্রূপ তোমাকে, কিসের দ্বারা? ব্রহ্ম-সমাধি দ্বারাও—অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা পরোক্ষানুভূত যে তুমি সেই তোমার অপরোক্ষানুভবে সক্ষম হন নাই।

সুতরাং অপর অর্ব্বাচীন কিরূপে তোমায় জানিবে।- অপরের অর্ব্বাচীনত্বের প্রতি কারণ সেই ব্রহ্মার মন, শরীরও ধী দ্বারা সত্ত্ব তমো রজের কার্য্যভূত যে বিবিধ দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদির সৃষ্টি, তন্মধ্যস্থ অজ্ঞ আমরা কিরূপে জানিব, যদি বল অপর সকলে কেন জানে না? তদুত্তরে যথা—

"তোমার মায়ায় মোহিতচিত্ত দেহধারিগণ ত্রিগুণ বুদ্ধি প্রধানের গুণসকলকে ও তমোকে জানিয়া থাকে, কিন্তু সেই বহির্দ্রষ্টৃগণ নিজ হৃদয়ে সম্যক অবস্থিত তোমাকে দেখিতে পায় না।" অর্থাৎ দেহধারিগণ তাহাদের হৃদয়ে পরমাত্ম রূপে নিত্যাবস্থিত তোমাকে জানিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু গুণসকলকে কখন বা তোমাকে, যেহেতু তাহাদের ত্রিগুণ-বুদ্ধিই প্রাধান্য লাভ করায়, ঐ বুদ্ধি পরতন্ত্রতা বশতঃ জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় বিষয়কে দেখিয়া থাকে, এবং সুষুপ্তি কালে অজ্ঞানাচ্ছন্নই থাকে। কিন্তু সকল আত্মার আত্মভূত তোমাকে দেখিতে পায় না, তোমার অদর্শন ও বিষয়াদি দর্শনের প্রতি হেতু তোমার দুস্তরা মায়ায় তাহাদিগের চিত্ত সম্পূর্ণ মোহিত। যদি বল—তথাপিও তাহারা বিচার দ্বারা তোমাকে জানিতে পারে? তাহাও পারে না, যেহেতু তুমি অস্মদ্বিধের জ্ঞানের গোচর হও না, কিন্তু ভক্তগণের জ্ঞানের গোচর হইয়া থাক। যথা—"সেই জ্ঞানঘন স্বরূপ তোমাকে প্রধ্বস্ত-মায়াগুণ-ভেদমোহ সনন্দনাদি মুনিগণ দেখিয়া থাকেন, বিমূঢ় আমরা তোমাকে কি রূপে জানিব—অর্থাৎ নানা আশ্চর্য্য বৃত্তিক পরা-শক্তির নিধান তোমাকে কিরূপে চিত্তে গ্রহণ করিব; তুমি কিদৃশ? জ্ঞানঘন—সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দৈক রসমূর্ত্তি স্বরূপ, অতএব সহস্র নাম স্তোত্রে "অনির্দ্দেশ্য শরীর" বলিয়া তোমার একটি নাম হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জ্ঞানঘনত্ব হেতু তুমি জ্ঞানের বিষয় হও না, তুমি বিচারের বিষয় হইলেও মায়া গুণাভিভূত আমরা তোমার তত্ত্ব বিচার করিতে অক্ষম। এখানে পুনশ্চ আশঙ্কা হইতে পারে তাহা হইলে আমাকে যে—সত্য জ্ঞানানন্ত-আনন্দৈক-রস-মূর্ত্তি বলিতেছ, তৎপ্রতি প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলা হইয়াছে—স্বেন ভাবেন—ত্বদীয় ভাব যে ভক্তি উহার দ্বারা আমরা—স্বস্য ভাবেন—তোমার শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব দ্বারা যাহাদিগের হৃদয় হইতে মায়াগুণ-প্রকারীকৃত মোহ প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হইয়াছে, সেই সনন্দনাদি ভগবত্তত্ত্ববিদ্ মুনিগণ কর্তৃক সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় হইয়াছ। অর্থাৎ স্বীয় কৃপাশক্তি গুণে যাহাদিগকে অনুভব করাইয়াছ তাহারাই তোমাকে জানিয়াছে অপরে তোমায় জানিতে পারে না। সুতরাং পেচক রবির প্রকাশগুণবত্ত্ব অস্বীকার করিলেও উহা যেমন অপরের অনুভূত তৎগুণবত্ত্বে সিদ্ধই আছে; তদ্রূপ অজ্ঞের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ বা অদৃশ্য তুমি, তোমার ভক্তজনের হৃদয়ে চির প্রকটিত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে বিরাজিত রহিয়াছ।

শ্রুতি যথা—"ব্রহ্মা জীবগণকে বিষয়ব্যাবৃত্ত-চিত্ত করিয়াছেন, বিষয়াসক্ত-চিত্ত-জীব বিষয়ই দেখিয়া থাকে. অন্তরাত্মা পরতত্ত্বকে দেখিতে পায় না। মোক্ষকামী কোন ধীর আবৃত্ত চক্ষু—অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয় হইয়া অন্তরাত্মাকে দেখিয়া থাকে।" ইত্যাদি—"ভক্তিই তাঁহাকে পাওয়াইয়া থাকে, ভক্তি তাঁহাকে দেখাইয়া থাকে, সেই পুরুষ ভক্তির বশ, অতএব তাঁহার দর্শনে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন।" "সেই আত্মা প্রবচনে লভ্য হয়েন না; মেধা দ্বারা বা বহু শ্রুতির দ্বারাও বেদ্য হন্ না। যে তাঁহাকে কামনা করে, তাহার সম্বন্ধেই সেই পরমাত্মা স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি বহু শ্রুতিতেই এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অংশুমান্ শ্রীকপিল দেবকে ইহা বলিয়াছিলেন॥ ১০৫॥

কলিযুগের একমাত্র উপায় স্বরূপ যে নিজ ভজন (ভগবদ্ভজন) সেই ভজন বিতরণই যাঁহার অবতারের একমাত্র প্রয়োজন,
সেই ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের শ্রীচরণানুচর এবং এই বিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার পাত্র শ্রেষ্ঠ শ্রীরূপ ও
শ্রীসনাতনের উপদেশ বাক্যামৃতের অন্তর্গত শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে
ভগবৎসন্দর্ভ নামক দ্বিতীয় সন্দর্ভ পরিসমাপ্ত হইল।

সকল সন্দর্ভ যাহার অন্তর্গত হইয়াছে সেই শ্রীভাগবত-সন্দর্ভাখ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় ভগবৎ-সন্দর্ভ সমাপ্ত হইল।